তাফসীরে উসমানী

তৃতীয় খণ্ড

মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)

মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

222638

তাফসীরে উসমানী

তৃতীয় খণ্ড

CUL / INV / 07

[সূরা মারয়াম, সূরা তা-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হাজ্জ, সূরা মু'মিনূন, সূরা নূর, সূরা ফুরকান, সূরা শু'আরা, সূরা নামল, সূরা কাসাস, সূরা আনকাবূত, সূরা রূম, সূরা লুকমান, সূরা সাজদা, সূরা আহ্যাব, সূরা সাবা, সূরা ফাতির, সূরা ইয়াসীন, সূরা সাফ্‌ফাত, সূরা সাদ]

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

অনুবাদ

মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

CHITTAGONG UNIVERSITY LIBRARY
...AGONG, BANGLADESH.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে উসমানী (তৃতীয় খণ্ড)
শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৩০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১২০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৬
ISBN : 984-06-0756-1

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৩
রজব ১৪২৫
ভাদ্র ১৪১০

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

বর্ণবিন্যাস
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিশার্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য ঃ ২৯৫.০০ (দুইশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র।

BY DATE
ACCESSIONED
CHECKED
CATALOGUED
TYPED
COMPARED

নি:
220.82
হাসা ২৮
খ.৩

TAFSIR-E USMANEE (3rd Volume) (Commentary on the Holy Quran) : by Shaikhul Hind Hazrat Maulana Mahmudul Hasan (Rh) and Shaikhul Islam Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Usmanee (Rh) in Urdu, translated by Maulana A. B. M. Saiful Islam into Bangla and Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207

September 2003

Price : Tk 295.00; US. Dollar : 10.00

মহাপরিচালকের কথা

আল-কুরআন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাক কালাম। বিশ্ব-মানবের পথ-নির্দেশনার জন্য মহানবী (সা)-এর উপর নাযিল হয় সৃষ্টিকর্তার এ বাণী। মহানবী (সা) সেই আসমানী দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন সত্য-সুন্দর কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক সাফল্যের পথে।

পবিত্র কুরআনের বাণী এবং বর্ণনাভঙ্গি বহু ক্ষেত্রেই অনুপম ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতময়তা ও রূপকে আচ্ছাদিত। বস্তুত এই বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনন্য মু'জিযারই পরিচায়ক। এই অনন্য ব্যঞ্জনা তথা সাংকেতিক আবহের কারণেই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন ও সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ংগম করা অনেক সময় আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা মুকাবিলার জন্যই উদ্ভব হয় আল-কুরআনের তাফসীর চর্চার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনুল করীমের প্রগাঢ় ভাব-ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয় তাফসীরের মাধ্যমে। স্বভাবতই মানব-কল্যাণে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন বাংলায় তরজমা ও প্রকাশের কাজ বহু পূর্বেই সম্পন্ন করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা তাফসীর গ্রন্থও বাংলায় তরজমা ও প্রকাশের ব্যবস্থা সাধিত হয়েছে। জগত-বরেণ্য মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞা বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয়-পরিচিতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যেই একাধিক বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তরজমা ও প্রকাশের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি।

এ ধারানুক্রমেই 'তাফসীরে উসমানী' শীর্ষক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোপূর্বে এর দু'টি খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষণে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় বিরচিত এই মুবারক গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)। আমরা আশা করি, এই তাফসীর গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ বাংলাভাষী মুসলিম ও অনুসন্ধিৎসুদের প্রভূতরূপে উপকৃত করবে।

রাহমানুর রহীম, তাঁর সীমাহীন রহমতে, আমাদের এই প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমিন!

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, বহু প্রত্যাশিত মশহূর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে উসমানী'র বাংলা তরজমা প্রকাশের তাওফীক তিনি আমাদের দিয়েছেন। এই তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুহ্তারাম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)। তিনি পুরো কুরআন শরীফের উর্দূ তরজমা এবং চার পারা পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করার পর ইন্তিকাল করেন (১৯২০ খ্রী.)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তাঁর নামানুসারেই তাফসীর-গ্রন্থটি 'তাফসীরে উসমানী' নামে পরিচিত।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বেশ ক'খানা তাফসীর-গ্রন্থ বাংলায় তরজমা করে প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাফসীর-গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটানোর কারণ হলো, বিষয়বস্তু ও আলোচনা-উৎস এক হলেও এসব তাফসীরের মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্রে দিক্পাল পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনীষা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞান ও মেধা এত সুগভীর ও বহুধাবিস্তৃত যে, এসব তাফসীর-গ্রন্থের সমন্বিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন বাংলা ভাষায় তাফসীর-চর্চার দিগন্তকে সুপ্রসারিত করবে ইন্শাআল্লাহ্। দুই মশহূর মনীষীর প্রতিভার স্পর্শধন্য 'তাফসীরে উসমানী' একটি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণ্য তাফসীর-গ্রন্থ। এই কিতাব প্রণয়নকালে লেখকদ্বয় প্রখ্যাত আলিমে দীন শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর বহুল পঠিত ও সমাদৃত তাফসীর-গ্রন্থ 'তাফসীরে মূযিহুল কুরআন'-এর অনুসরণ করেছেন। আমরা আশা করি, এ মূল্যবান কিতাবের বাংলা তরজমা বাংলাভাষী পাঠক, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের প্রভূত সহায়তা করবে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট আলিম মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী এবং প্রুফ দেখেছেন মাওলানা হাসান রহমতী। সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূল কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়-শিরোনাম নেই। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকদের এই মূল্যবান কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী সহজে হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধার্থে আমরা অনুবাদে বিষয়-শিরোনাম সংযোজন করার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ

করেছি। তাফসীর গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর অপার করুণায় এই কিতাবের সাহায্যে পবিত্র কুরআনকে আরও ভালোভাবে বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন এবং আমাদের সকলকে সীরাতুল মুস্তাকীমে চলার সামর্থ্য নসীব করুন। আমিন!

মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সূরা মারয়াম

শিরোনাম পৃষ্ঠা

যাকারিয়া কর্তৃক উত্তরাধিকারী প্রার্থনা ও নবীগণের উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গ ২৮

ব্যতিক্রমধর্মী নবী ইয়াহ্ইয়া (আ) ৩১

বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র সালাম প্রেরণের অর্থ ৩২

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত ৩৩

মানব সৃষ্টির চারটি পদ্ধতি ৩৪

নবজাতকের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাবে কওমের বিস্ময় ৩৮

নবজাতক ঈসার বক্তব্য দ্বারা ভ্রান্ত আকীদাসমূহের খণ্ডন ৩৮

জীবনভর সালাত ও যাকাত আদায়ের অর্থ ৩৯

সালাত ও যাকাত শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহার ৩৯

শিশু মাসীহ (আ) কর্তৃক তাঁর মায়ের প্রতি আরোপিত অপবাদের খণ্ডন ৪১

হযরত মাসীহ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য ৪১

ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র সাব্যস্ত করার কোন যুক্তি নেই ৪২

মৃত্যুর মৃত্যু এবং কিয়ামতে কাফিরদের নিষ্ফল অনুশোচনা ৪৩

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বৃত্তান্ত ও মুশরিকদের দাবী খণ্ডন ৪৪

'সিদ্দীক' শব্দের তাৎপর্য............৪৫

মূর্তিপূজার অসারতা ৪৫

মূর্তিপূজা শয়তান পূজারই নামান্তর ৪৬

মূর্তিপূজার দরুন ইবরাহীম (আ)-এর পিতাকে সতর্কীকরণ ৪৬

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিতার ধমক ৪৭

পিতাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিদায়ী সালাম ৪৭

ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের সংকল্প প্রকাশ ৪৮

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সার্বজনিত খ্যাতি ও সম্মান ৪৯

হযরত মূসা (আ) প্রসঙ্গ বর্ণনার তাৎপর্য ৪৯

নবী ও রাসূলের পার্থক্য ৪৯

তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে হযরত মূসার কথোপকথন প্রসঙ্গ ৫০

ভাইয়ের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুপারিশ ঃ হারূন (আ)-এর নবুওয়াত ৫০

শিরোনাম পৃষ্ঠা

ইসহাক (আ)-এর উপর ইসমাঈল (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অপূর্ব ওয়াদা রক্ষা ৫১
পরিবারবর্গ হিদায়াত লাভের সর্বাধিক হক্‌দার ৫২
হযরত ইদ্‌রীস (আ) ও বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর অবদান ৫২
হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর উচ্চাসনে আরোহণের অর্থ ৫২
আলোচ্য আয়াতে সিজ্‌দা ও তার তাৎপর্য ৫৩
অপদার্থ উত্তরসূরীদের অবস্থা ও তাদের পরিণাম ৫৪
তাওবাকারীদের জন্যে আশ্বাসবাণী ৫৪
জান্নাতের সকাল-সন্ধা ও আহার্য ৫৫
জান্নাতকে মৌরসী স্বত্ব বলা হলো কেন ? ৫৫
ফেরেশতাদের আগমন-নির্গমন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন ৫৬
পুনরুত্থান সংক্রান্ত সন্দেহ ও তার নিরসন ৫৭
'জাহান্নামে সকলকেই উপনীত হতে হবে'-এ কথার ব্যাখ্যা ৫৯
পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি যাদের চোখে ৫৯
পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য পারলৌকিক মুক্তির প্রমাণবহ নয় ৬০
দুনিয়ায় পাপাচার ও পুণ্য কর্মের স্বাধীনতা ৬০
আখিরাতে কাফিরদের কোন ধন-সম্পদ থাকবে না ৬১
শয়তান কাফিরদেরকে বাহবা দেয় আর আল্লাহ্‌ তাদেরকে অবকাশ দেন ৬৩
সুপারিশ প্রসঙ্গ ৬৪
আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তান আরোপের জঘন্যতা ৬৪
পৃথিবীতে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপায় ৬৫

সূরা তাহা

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যে ৬৭
আরশ প্রসঙ্গ ৬৮
বিশ্ব জুড়ে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ৬৮
আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সর্ব ব্যাপকতা ৬৯
তাওহীদ ৬৯
হযরত মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত এবং নবুওয়াতে মুহাম্মদীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য ৭০
তুওয়া উপত্যকায় হযরত মূসার নবুওয়াত লাভের ঘটনা ৭০
কিয়ামত প্রসঙ্গ ৭২

শিরোনাম পৃষ্ঠা
হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা ঃ লাঠি সাপ হওয়া ৭৩
হাতের অলৌকিক শুভ্রতা..........৭৪
হযরত মূসা (আ)-এর প্রার্থনা ৭৫
মূসা (আ)-এর মা কি নবী ছিলেন ? ৭৭
নবজাতক মূসা যেভাবে ফিরআওনের প্রতিপালনে আসেন ৭৭
যেভাবে আবার মায়ের কোলে ফিরে আসেন ৭৯
মিসর হতে মাদ্য়ানে..........৭৯
ফিরআওনের নিকট প্রেরণ ও উপদেশ ৮০
ফিরআওনকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান ৮২
আল্লাহ্‌র পরিচয় মূসা (আ)-এর ভাষায় ৮৩
ফিরআওন কর্তৃক মূসা (আ)-কে ঘুলিয়ে ফেলার চেষ্টা ও মূসা (আ)-এর জবাব ৮৪
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের নিদর্শন ৮৪
আখিরাত ৮৫
ফিরআওন কর্তৃক কিবতী সম্প্রদায়কে উস্কানি প্রদান ৮৫
মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরআওনের জাদুর চ্যালেঞ্জ ৮৬
মূসা (আ)-এর ভাষণ ও জাদুকরদের উপর তার প্রতিক্রিয়া ৮৭
জাদুকরদের ঈমান ও ফিরআওনের হুমকি ৯০
জাদুকরদের ঈমানী দৃঢ়তা ৯১
ফিরআওন ও তার দলের শিক্ষণীয় পরিণতি ৯২
নবী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও উপদেশ..........৯৪
সামিরীর পরিচয় ৯৫
মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসাবাদ ৯৬
হারূন (আ)-এর উপদেশ ও বনী ইসরাঈলের জবাব ৯৮
মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ ৯৮
হযরত হারূন (আ)-এর জবাব ৯৯
সামিরীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তার জবাব ৯৯
সামিরীর শিক্ষণীয় পরিণাম ১০০
তাওহীদের ডাক ১০১
অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার শিক্ষা ১০১
অপরাধীদের জন্য কিয়ামতের অবস্থা ১০২
কিয়ামতে পাহাড়-পর্বতের অবস্থা ১০৩
সুপারিশ প্রসঙ্গ ১০৪
যালিমের পরিণতি ও যুলুমের অর্থ ১০৫

শিরোনাম পৃষ্ঠা

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ১০৫
কুরআন গ্রহণে প্রিয়নবী (সা)-কে তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ ও তাড়াহুড়ার ক্ষতি .. ১০৬
আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকার পরিণাম অসুখী জীবন ১০৯
হাশরের ময়দানে কাফিরের অন্ধত্ব ও তার কারণ ১১০
ইতিহাসের ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ ১১১
পাপিষ্ঠদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দেওয়ার কারণ ১১২
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনে ১১২
কাফিরদের প্রাচুর্যের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ ১১৩
জীবিকাসহ যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের
একমাত্র উপায় তাকওয়া অবলম্বন ১১৪
প্রিয়নবী (সা)-এর সত্যতার নিদর্শন ১১৫
কাফিরদের কর্তৃক ফরমায়েশী নিদর্শন দাবী ও তার উদ্দেশ্য ১১৬

সূরা আম্বিয়া

পারলৌকিক হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উদাসীনতা ১১৭
নবী করীম (সা) সম্পর্কে কাফিরদের উক্তি খণ্ডন ১১৯
ফেরেশতাগণের জীবনালেখ্য ১২৪
শিরকের অসারতা ১২৪
তাওহীদের অনিবার্যতা ১২৬
মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ১২৬
সকল আসমানী গ্রন্থের শিক্ষা ঃ তাওহীদ ১২৭
বিভিন্ন প্রকার শিরকের খণ্ডন ১২৮
আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য ১৩০
মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান ১৩১
মানব জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৩২
প্রতিমা পূজার অসারতা ১৩৪
আরব ভূখণ্ডে ইসলাম ১৩৫
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার পরিণতি ১৩৬
আমলনামার ওজন ১৩৭
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ও মূর্তিপূজারীদের সাথে বিতর্ক ১৩৮
ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিপরীক্ষা ১৪১
জ্ঞান ও কর্মে নবীগণের উচ্চ মর্যাদা ১৪৫

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
হযরত সুলায়মান (আ)-এর অপূর্ব মীমাংসা	১৪৭
হযরত দাউদ (আ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী	১৪৮
হযরত সুলায়মান (আ)-এর অতুলনীয় রাজত্ব	১৪৮
হযরত আইউব (আ)-এর ধৈর্য পরীক্ষা ও এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়	১৫০
হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা	১৫২
ইউনুস (আ)-এর দু'আ	১৫৩
কর্মফল অবশ্যম্ভাবী	১৫৬
ইয়াজুজ-মা'জুজের বিবরণ	১৫৬
কাফিরদের করুণ পরিণতি	১৫৭
জান্নাতবাসীদের সুখকর জীবন	১৫৯
পুণ্যবানরা জান্নাত ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী	১৬০
রাহমাতুল্লিল আলামীন সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ	১৬১

সূরা হাজ্জ

সুবিধাবাদী ঈমানদার ও তাদের ইবাদত	১৭০
কিয়ামতের দিনে মূর্তিপূজারীদের বিলাপ	১৭১
মু'মিনদের শুভ পরিণাম	১৭২
সিজদার প্রকারভেদ	১৭৪
মানুষ দুই দলে বিভক্ত ঃ মুসলিম ও কাফির	১৭৫
কাফিরদের পরিণাম	১৭৫
জান্নাতীদের অবস্থান	১৭৭
কা'বা শরীফের মর্যাদা	১৭৯
হজ্জের বিধান	১৮০
তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা	১৮৩
আল্লাহ্র নামে মানত	১৮৫
কুরবানীর বিধান	১৮৬
মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ	১৮৮
জিহাদের নির্দেশ	১৮৮
জিহাদের যৌক্তিকতা	১৮৯
জিহাদের অনুমতিদানের কারণ	১৯০

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
কাফিরদের পরিণাম	১৯১
কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে	১৯৮
মুহাজিরদের শুভ পরিণতি	১৯৯
মহান আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা	২০২
শরীআত ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দীন এক	২০৩
কাফিরদের অযৌক্তিক আচরণ ও এর পরিণতি	২০৫
শিরকের দৃষ্টান্ত	২০৬
রাসূলগণের মর্যাদা	২০৭
মু'মিনদের দায়িত্ব	২০৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিতারূপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য	২০৯
মুসলিম নামকরণের তাৎপর্য	২০৯

সূরা মু'মিনূন

মু'মিন বান্দাদের গুণাবলী ঃ নামাযের 'খুশূ' শব্দের ব্যাখ্যা	২১১
মানুষের সৃষ্টি কৌশল ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	২১৫
আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা	২৩৯

সূরা নূর

সূরা নূরের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা	২৪৭
ব্যভিচারের শাস্তি	২৪৮
শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা প্রদর্শন করা যাবে না	২৫০
ব্যভিচারীর জন্যে সতী-সাধ্বী স্ত্রী নয়	২৫১
ব্যভিচারীর জন্যে সতী-সাধ্বী স্ত্রী নয়	২৫১
মানহানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ	২৫২
কেউ নিজের স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিলে তার ফায়সালা	২৫৩
লিআনের বিধান যুক্তি ও প্রজ্ঞার অনন্য দৃষ্টান্ত	২৫৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর প্রতি অপবাদের পটভূমি	২৫৫
সকল মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে	২৫৭
নবী পরিবারের মান-ইয্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুসলমানদের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য	২৫৯
অশ্লীলতার প্রসারকামীদের জন্যে রয়েছে শাস্তি	২৬০
অশ্লীলতা কামনা শয়তানী কুমন্ত্রণার ফসল	২৬১
পুণ্য কর্মে বিরত থাকার শপথ করা চলবে না	২৬২
প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিয়ামত দিবসে নিজ নিজ কর্মের সাক্ষ্য দিবে	২৬৩

শিরোনাম পৃষ্ঠা

দুশ্চরিত্রা-নারীকুল দুশ্চরিত্র-পুরুষকুলের জন্যে ঃ সতী নারী সৎ পুরুষের জন্যে ২৬৪
বিনা অনুমতিতে কারো বাসগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ ২৬৫
পরপুরুষ ও পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চলবে না ২৬৭
বান্দার সকল কর্ম আল্লাহ্‌র গোচরাধীন ২৬৮
মহিলাদের সতর ২৬৮
মহিলাদের ওড়না পরিধান করার নির্দেশ ২৬৯
দুশ্চরিত্রা মহিলা থেকে পুণ্যবতী মহিলাদের পর্দা করা দরকার ২৭০
পরপুরুষের শ্রুতগোচর হয় অলংকারে এমন শব্দ করা নিষিদ্ধ ২৭০
তিনটি কাজ যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করা কতর্ব্য ২৭১
বিবাহ করলে অভাব বৃদ্ধি পাবে এ আশংকা ভিত্তিহীন ২৭১
স্ত্রীর খোরপোষ দানে অসমর্থ ব্যক্তি সংযম পালন করবে ২৭২
পতিতাবৃত্তি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট উপার্জন সবই হারাম ২৭৩
আল্লাহ্ তা'আলা সকল নূরের উৎসস্থল ২৭৫
হিদায়াত ও মাআরিফাতের নূরের উপমা ২৭৬
মসজিদের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য রক্ষা জরুরি ২৭৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ২৭৮
আল্লাহ্‌রপ্রেমিকদের জীবনযাত্রা ২৭৮
কাফিরের প্রকারভেদ ২৭৯
সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে ২৮০
আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির নিদর্শন ২৮২
মুনাফিকী চরিত্র ২৮৩
খাঁটি ঈমানদারের লক্ষণ ২৮৫
অধিক শপথ অন্তরের কুটিলতার প্রমাণ ২৮৫
পুণ্যবান লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ২৮৭
আল্লাহ্‌র রহমত পেতে হলে রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের চরিত্র অর্জন কর ২৮৯
শয়নকক্ষে প্রবেশে বিধি-নিষেধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ২৯০
পিতা-মাতার শয়নকক্ষে প্রবেশকালে সাবালক
ছেলেমেয়েদের জন্যে অনুমতি লাগবে ২৯১
বৃদ্ধা মহিলার ক্ষেত্রে পর্দার হুকুম ২৯১
পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের সাথে পানাহারে দোষ নেই ২৯২
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের গৃহে খাদ্য গ্রহণের বিধান ২৯৩

শিরোনাম পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া ফরয ২৯৫
আল্লাহ্র অগোচর কিছু নেই ২৯৬

সূরা ফুরকান

কুরআন শরীফকে ফুরকান বলা হলো কেন ? ২৯৭
নবী করীম (সা) সম্পর্কে কাফিরদের নানারূপ কটূক্তি ৩০১
নবীর মানবসূলভ কাজ-কর্ম সম্পর্কে আপত্তি ও তার জবাব ৩০৫
কাফিরদের উত্তম কাজের পরিণাম ফল ৩০৮
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবীর ফরিয়াদ ৩১০
কুরআন বর্জনের অর্থ ৩১১
অল্প অল্প করে কুরআন নাযিলের রহস্য ৩১২
নবী করীম (সা)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাসের নমুনা ৩১৫
হিদায়াত বৃষ্টিতুল্য প্রাণসঞ্চারী ৩১৭
সমুদ্রের দুই ধারা আল্লাহ্র কুদরতের নির্দশন ঃ বাঙ্গালী আলিমের বরাত..............৩১৯
আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাদের পরিচয় ৩২৩
নেককার স্ত্রী-পুত্র লাভের প্রার্থনার শিক্ষা ৩২৭

সূরা শু'আরা

মানুষের ঈমান না আনায় মহানবী (সা)-এর মনোকষ্ট ৩২৯
ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনতে কেন বাধ্য করা হয় না ৩৩০
আল্লাহ্র প্রদত্ত নির্দশনের প্রতি কাফিরদের আচরণ ৩৩০
ভূ-পৃষ্ঠে বিরাজমান আল্লাহ্র নিদর্শন ৩৩১
বনী ঈসরাঈলের মুক্তি প্রসঙ্গ ৩৩৩
মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরআওনের অভিযোগ ৩৩৩
মূসা (আ)-এর জবাব ৩৩৪
'রাব্বুল আলামীন' সম্পর্কে ফিরআওনের আপত্তি এবং মূসা (আ)-এর জবাব ৩৩৫
মু'জিযা বনাম জাদুর লড়াই ৩৩৮
বনী ঈসরাঈলের মিসর ত্যাগ ও ফিরআওনীদের পরিণতি ৩৪০
বনী ইসরাঈলের উদ্বেগ ৩৪২
চরম বিপদের সময় মূসা (আ)-এর আশ্বাসবাণী ৩৪২
অলৌকিকভাবে বনী ইসরাঈলের সমুদ্র অতিক্রম ও
ফিরআওনের সদলবলে নিপাত ৩৪২

শিরোনাম পৃষ্ঠা
হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৩৪৩
মূর্তি-দেবতাদের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ)-এর জিহাদ ঘোষণা ৩৪৫
ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ৩৪৬
পিতার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ সংক্রান্ত ভ্রান্তির নিরসন ৩৪৭
জাহান্নামে অপরাধীদের বাদানুবাদ ৩৪৯
হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৩৫১
আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ) ৩৫৩
সালিহ (আ) ও ছামূদ জাতি ৩৫৬
হযরত লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৩৫৮
হযরত শুআয়ব (আ) ও বনবাসীর বৃত্তান্ত ৩৬০
কুরআন নাযিলের প্রক্রিয়া ৩৬২
কুরআন কোন অপ্রত্যাশিত গ্রন্থ নয় ৩৬৩
কুরআনের সত্যতার আরেক প্রমাণ ৩৬৪
কুরআন যে মহানবী (সা)-এর রচিত নয় এ সম্পর্কিত সংশয়ের জবাব ৩৬৪
পাপের পরিণাম ইহজগতে ৩৬৫
কুরআন মাজীদের মাহাত্ম্য ৩৬৭
কুরআন নাযিলের পথে গায়বী পাহারা ৩৬৭
নিকটাত্মীয়দের সতর্কীকরণের নির্দেশ ৩৬৮
আল্লাহ্ ভরসা, ভয় করো না অবিশ্বাসীদের ৩৬৯
শয়তানী ওহী যাদের প্রতি ৩৭০
শয়তানী ওহী ও নবুওয়াতী ওহীর প্রভেদ ৩৭০
কবি ও কবিতার স্বরূপ ৩৭১
নির্দোষ কবিতা চর্চার স্বীকৃতি ৩৭২

সূরা নাম্‌ল

পরিণাম-চিন্তাহীন মানুষের দৃষ্টিতে ইহজগত ও ধর্মহীনতাই সুন্দর ৩৭৩
পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ৩৭৪
মাদয়ান হতে মিসরের পথে হযরত মূসা (আ) এবং নবুওয়াত লাভ ৩৭৫
মূসা (আ)-এর নয়টি নির্দশন ৩৭৭
হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ)-এর বৃত্তান্ত ৩৭৮

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পাখীর ভাষা ও হযরত সুলায়মান এবং সংশয় নিরসন	৩৭৮
হযরত সুলায়মান (আ) ও পিঁপড়ের দেশ এবং প্রসঙ্গ কথা	৩৮১
হুদহুদের বৃত্তান্ত	৩৮২
রাণী বিলকীস, সাবা রাজ্য এবং তাদের ধর্মাদর্শ	৩৮৩
স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্টি মাত্রেরই স্বভাবজাত	৩৮৪
সুলায়মান (আ)-এর চিঠি ও বিলকীসের প্রতিক্রিয়া	৩৮৫
সুলায়মান (আ)-এর জবাব	৩৮৮
রাণী বিলকীসের আনুগত্য ও শাম যাত্রা এবং সুলায়মান (আ)-এর রাজসভায় ধুমধাম	৩৮৮
কারামতের স্বরূপ	৩৯০
কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ফলভোগ কে করে ?	৩৯১
সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীস	৩৯১
হযরত সালিহ (আ) ও ছামূদ জাতি	৩৯৩
ছামূদ জাতির নয় দুরাচার	৩৯৪
হযরত লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়	৩৯৬
বক্তৃতা যেভাবে শুরু করা উচিত	৩৯৮
তাওহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ	৩৯৮
তাওহীদের প্রমাণ	৩৯৯
বিপদাপদে একমাত্র উদ্ধারকর্তা	৪০০
অদৃশ্য বিষয়াবলীর একমাত্র জ্ঞাতা	৪০২
পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ ও তার জবাব	৪০৩
আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা	৪০৫
মীমাংসাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন	৪০৬
উপদেশ যাদের জন্য ফলপ্রসূ ও যাদের জন্য ফলপ্রসূ নয়	৪০৭
কিয়ামতের পূর্বে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আবির্ভাব	৪০৭
রাত-দিনের নিদর্শন ও তার শিক্ষা	৪০৯
শিঙ্গায় ফুৎকার প্রসঙ্গ	৪০৯
কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা	৪১০
হাশরের হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গ	৪১১
মক্কা নগরীর মর্যাদা	৪১১

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা কাসাস

ফিরআওন ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে মুসলিমের জন্য শিক্ষা ৪১৩
ফিরআওনের দুঃস্বপ্ন এবং তার প্রতিরোধের নিষ্ঠুরতা স্কীম ৪১৪
মূসা (আ)-কে রক্ষা ও প্রতিপালনের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা ৪১৬
মূসা (আ)-এর হাতে জনৈক কিবতীর মৃত্যু ৪২০
একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বদিনের ঘটনা প্রকাশ ৪২২
ফিরআওনের দরবারে মূসা (আ)-কে হত্যার পরামর্শ ৪২৩
মাদ্য়ানের পথে হযরত মূসা (আ) ৪২৩
হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্মুখে ৪২৫
শু'আয়ব (আ)-এর কন্যার সঙ্গে বিবাহ ৪২৬
নবুওয়াত ও নিদর্শন লাভ ৪২৮
ফিরআওনের দাম্ভোক্তি ও তার পরিণতি ৪৩০
প্রিয়নবী (সা)-এর নবুওয়াতের এক জ্বলন্ত প্রমাণ ৪৩২
তূর ও মাদ্য়ানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি জাবালুন-নূর ও মক্কা-মদীনায় ৪৩৩
নবী প্রেরণ আল্লাহ্র রহমত ৪৩৪
তাওরাত ও কুরআনের সাদৃশ্য দৃষ্টে কাফিরদের মন্তব্য ও তার জবাব ৪৩৫
ন্যায়নিষ্ঠ কিতাবিগণের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের দ্বিগুণ প্রতিদান ও তার কারণ ... ৪৩৭
বদ-দীন লোকের গোয়ার্তুমীর জবাবে দীনদারের কর্তব্য ৪৩৮
চাচা আবূ তালিব কর্তৃক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং
আল্লাহ্ কর্তৃক প্রিয়নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান ৪৩৯
সত্য গ্রহণের পথে কল্পিত প্রতিবন্ধক ও তার জবাব ৪৪০
শাস্তিদানে আল্লাহ্র আচরিত রীতি ৪৪১
পার্থিব জীবনের স্বরূপ ৪৪২
মু'মিন ও কাফিরের পরিণাম পর্যবেক্ষণ ৪৪২
আল্লাহ্র দরবারে শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ৪৪৩
রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ৪৪৪
সৃষ্টি ও নির্বাচন আল্লাহ্র একচ্ছত্র ৪৪৫
ইবাদত-বন্দেগী সবার অধিকার একমাত্র তাঁরই ৪৪৬
দিবা-রাত্রের সৃষ্টিও আল্লাহ্র বিরাট নিআমত ৪৪৬
কারূনের বৃত্তান্ত ৪৪৮

শিরোনাম পৃষ্ঠা

কারূনের পরিণতি দেখে দুনিয়াকামীদের বোধোদয় ৪৫২

তাক্ওয়াই সাফল্যের চাবিকাঠি ৪৫৩

শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই ৪৫৪

সৃষ্টিকুলের নশ্বরতা ও আল্লাহ্র অবিনশ্বরতা ৪৫৬

সূরা আনকাবূত

শ্রেণীভেদে মু'মিনদের পরীক্ষা অনিবার্য ৪৫৭

মু'মিনদের নিপীড়নকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী ৪৫৮

আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের ঈমানী বাসনা ৪৫৯

কর্ম যার যার, আল্লাহ্ বেনিয়ায ৪৫৯

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কিন্তু শিরকের ব্যাপারে
তাদের আনুগত্য করা চলবে না ৪৬০

বিপদাপদে দুর্বল ঈমানদারদের অবস্থা ৪৬১

পরকালে কেউ কারো পাপের দায়িত্ব নেবে না ৪৬২

হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৪৬৪

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৪৬৫

ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায় কর্তৃক
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ও আল্লাহ্র সাহায্য ৪৬৭

মূর্তিপূজার গোড়ার কথা ৪৬৮

হযরত লূত (আ) কর্তৃক ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও হিজরত ৪৬৯

সম্প্রদায়ের অশ্লীলতা ও লূত (আ)-এর উপদেশ ও সম্প্রদায়ের জবাব ৪৭০

কওমের বিরুদ্ধে লূত (আ)-এর দু'আ ৪৭২

লূত (আ)-এর বাড়িতে ফেরেশতাগণ ৪৭৪

হযরত শু'আয়ব (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় ৪৭৪

কারূন, ফিরআওন ও হামানের দুর্গতি ৪৭৫

শিরকের স্বরূপ সম্পর্কে এক যথার্থ দৃষ্টান্ত ৪৭৬

তুচ্ছ জিনিসের দৃষ্টান্ত দেওয়ার যৌক্তিকতা ৪৭৭

কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা ৪৭৮

অশ্লীল ও অন্যায় কাজে সালাতের বাধাদান প্রসঙ্গ ৪৭৮

আল্লাহ্ যিক্রের মাহাত্ম্য....................................৪৭৯

শিরোনাম পৃষ্ঠা

দাওয়াতের একটি বিশেষ আদব..৪৮০
কিতাবীদের সঙ্গে মুসলিমদের মিল ও অমিল...৪৮১
উম্মী নবী এরূপ লা-জবাব কিতাব কোথায় পেলেন?.................................৪৮২
বক্ষ পরম্পরা কুরআনের হিফজত..৪৮৩
কাফিরদের মধ্য হতে নিদর্শন দাবী ও তার জবাব ৪৮৩
নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে জ্বলন্ত নিদর্শন ৪৮৪
মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ৪৮৪
হিজরতের নির্দেশ ৪৮৬
রিয্কদাতার প্রতি বিশ্বাস...৪৮৭
পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও মানুষের করণীয়..৪৮৮
আখিরাত বিমুখ মানুষের চরিত্র ৪৮৯
সত্যের পথে সংগ্রামে আল্লাহ্র সাহায্যের অঙ্গীকার...................................৪৯০

সূরা রূম

কুরআনের একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী ঃ ৪৯০
হযরত আবূ বকরের বাজি ধরা ও বাজিমাত করা.......................................৪৯৩
‘আল্লাহ্ তা‘আলার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহের জন্য হাজার শুক্র’..............৪৯৩
ভোগবাদীদের চরিত্র..৪৯৪
ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত..৪৯৫
পুণ্যবান ও পাপিরা পৃথক হয়ে যাবে ৪৯৭
পাঁচ ওয়াক্ত নামায...৪৯৭
নারীর সৃষ্টিতত্ত্ব ৪৯৯
মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্র কুদরত...৫০০
আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্কের সাথে মনিব ও দাসের সম্পর্কের তুলনা ৫০৩
মানব প্রকৃতি একত্ববাদ প্রত্যাশী...৫০৪
কেমন করে ফের্কার উদ্ভব হয় ৫০৫
ঈমানদারদের ধৈর্য ও বেঈমানের অস্থিরতা ৫০৭
সুদ গ্রহণ সম্পদ বৃদ্ধি করে না..৫০৮
দুর্ভিক্ষ-দুর্যোগ পাপাচারের ফলশ্রুতি..৫০৯
মানুষ দোলক শুধু হাসি কান্নার মাঝে..৫১৩

শিরোনাম পৃষ্ঠা
ঈমানদারেরাই উপদেশ গ্রহণ করে....................................৫১৫
মানব জীবন দুর্বলতা দিয়ে শুরু দুর্বলতায় সমাপ্তি....................................৫১৬
পাপীদের পরিণতি ভেবে পুণ্যবানদের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই....................................৫১৮

সূরা লুকমান

গান-বাদ্য, সংজ্ঞা ও পরিণতি....................................৫২০
হযরত লুকমান কি নবী ছিলেন ? ৫২৩
পিতা-মাতার হক ৫২৪
শিশুর দুধ পান দু'বছর....................................৫২৫
অহংকার পরিত্যাজ্য ৫২৭
বিনয় অবলম্বন....................................৫২৭
আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা শেষ হওয়ার নয়....................................৫৩০
কিয়ামতের দিবস ইয়া নফসী-এর দিবস ৫৩৪
দুনিয়া ভোগ-বিলাসের স্থান এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা....................................৫৩৪
গায়েব কে জানে ?....................................৫৩৪

সূরা সাজদা

কুরআন নবীর রচিত হওয়ার যুক্তি ধোপে টিকে না ৫৩৭
যাবতীয় ফায়সালা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ৫৩৯
পরকালের সুখ প্রত্যাশিগণ একালের আরাম বিসর্জন দেয় ৫৪৪
গোপন ইবাদতের অপ্রকাশিত প্রতিদান ৫৪৪
জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে....................................৫৪৫
এখনি সংশোধনের সময় ৫৪৮

সূরা আহযাব

পালকপুত্র ও ঔরসজাত পুত্রের পার্থক্য....................................৫৫০
ঈমানদারদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুহব্বত তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ৫৫২
খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ....................................৫৫৫
মুনাফিকদের মানসিক অবস্থান ৫৫৮
নির্ধারিত সময় ও স্থানে মৃত্যু অবধারিত ৫৫৯
মুনাফিকদের জিহাদে অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কিছুটা লোক দেখানো, কিছুটা সম্পদের লোভ ৫৬০
ঈমান হলো আমলের প্রাণ....................................৫৬১

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
মুসলিম জাতি জিহাদের ময়দানে পর্বতসম অবিচল	৫৬২
বিশ্বসঘাতক বানূ কুরায়যার পরিণাম	৫৬৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারবর্গের আদর্শ জীবন	৫৬৭
মহিলাগণ পর পুরুষের সাথে নীরস ও কর্কশ স্বরে কথা বলবে	৫৬৯
নারী ও পর্দা	৫৭০
নবী পরিবার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক	৫৭১
নবী পত্নিগণ (রা) নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত	৫৭১
কুরআন মাজীদে নারীদের গুরুত্ব বর্ণনা	৫৭৪
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কারো নেই	৫৭৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহের ঘটনা	৫৭৬
হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী	৫৭৯
সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিক্র	৫৮০
আল্লাহ্র যিক্রের মাহাত্ম্য	৫৮০
তালাকপ্রাপ্তা নববধূর প্রাপ্য মহর	৫৮২
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একাধিক স্ত্রী কল্যাণের ঝর্ণাধারা	৫৮৩
সামাজিক আচরণ-বিধি	৫৮৮
অতিথির শিষ্টাচার	৫৮৯
প্রিয়নবী (সা)-এর মর্যাদার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা মু'মিনদের কর্তব্য	৫৮৯
মু'মিন জননীদের মর্যাদা	৫৯০
সালাত ও দরূদের অর্থ	৫৯১
মুসলিম মহিলাদের পর্দার স্বরূপ	৫৯৪
ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন	৫৯৫
অসৎ নেতৃত্বে করুণ পরিণতি	৫৯৭
হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণ	৫৯৮
আল্লাহ্র আমানত গ্রহণ ও রক্ষা করা	৫৯৯
'নির্বোধ' ও 'মূর্খ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা	৬০১

সূরা সাবা

মহান আল্লাহ্র গুণাবলী	৬০৩
কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী	৬০৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ	৬০৭

শিরোনাম পৃষ্ঠা

আসমান-যমীনের দিকে লক্ষ্য করলে সত্য উপলব্ধি করা যায় ৬০৭
হযরত দাউদ (আ)-এর তাসবীহ্ পাঠ চারদিকে তার প্রতিক্রিয়া ৬০৮
হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন..................৬০৯
হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকাল ঃ জিন জাতি গায়ব জানে না ৬১০
সাবা রাজ্যের অধিবাসীদের অকৃতজ্ঞতা ও তার পরিণতি..................৬১১
মূর্তি-প্রতিমার কোন শক্তি নেই..................৬১৮
আল্লাহ্র নির্দেশ নাযিল হওয়াকালে ফেরেশতাগণের অবস্থা ৬১৮
জীবিকা নাযিল করেন একমাত্র আল্লাহ্ মুশরিকগণও তা স্বীকার করে ৬১৯
দুই বিপরীত মতবাদের মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা..................৬১৯
একের দোষে অপরকে পাকড়াও করা হবে না ৬১৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বনবী..................৬২০
কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের হঠকারিতা..................৬২১
অসৎ নেতৃবৃন্দ একদিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে..................৬২২
প্রত্যেক যুগে একদল লোক সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ৬২৩
ঐশ্বর্যশালী হওয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহভাজন হওয়ার প্রমাণ নয়..................৬২৪
দান খয়রাতে সম্পদ হ্রাস পায় না..................৬২৫
রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের বিরূপ মন্তব্য..................৬২৭
কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের মন্তব্য..................৬২৭
মক্কার মুশরিকগণ অজ্ঞ..................৬২৮
নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ্র রাসূল..................৬২৯

সূরা ফাতির

শয়তান মানুষের চিরশত্রু..................৬৩৫
আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানদাতা..................৬৩৭
দেব-দেবীরা কিয়ামত দিবসে পূজারীদের শত্রু হবে..................৬৪১
কেউ অন্যের পাপের বোঝা গ্রহণ করবে না..................৬৪২
আলো ও অন্ধকার সমান নয় ৬৪৩
আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের বিবরণ..................৬৪৩
যে ব্যবসায় লোকসান নেই..................৬৪৬
ঈমানদারদের তিন স্তর ৬৪৭
কাফিরদের সপক্ষে না আছে কোন লিখিত দলীল না আছে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি..৬৫১
নবী (সা)-এর আগমন সম্পর্কে আরবদের কথা ও কাজের বৈপরীত্য..................৬৫২

শিরোনাম পৃষ্ঠা
প্রতিফল দানে আল্লাহ্র নীতি অপরিবর্তনীয়........................৬৫৩
কাফিরদের শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার কারণ ৬৫৩

সূরা ইয়াসীন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুরুদায়িত্ব এবং আরবের নিরক্ষর ও কাফিরদের অন্তরে আল্লাহ্র মোহর ৬৫৬
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবধারিত ৬৬২
মানুষ যা পশ্চাতে রেখে যায়........................৬৬২
ইনতাকিয়া বা (এন্টিওক)........................৬৬৩
অপরাধীদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের আযাব ৬৬৯
সবকিছু আল্লাহ্রই সৃষ্টি........................৬৭০
সূর্য নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিবেগে পরিভ্রমণ করছে ৬৭১
শিঙ্গায় ফুৎকার হলে কেউ আর অবকাশ পাবে না........................৬৭৫
জান্নাতীগণ বস্তুগত ও রূহানী উভয় সুখে সুখী হবেন........................৬৭৭
তাওহীদের পথেই মুক্তি ৬৭৮
কিয়ামত দিবসে মুখ সীল করে দেওয়া হবে ৬৭৯
কুরআন মাজীদ কাব্য গ্রন্থ নয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবি নন ৬৮০
মানুষ সৃষ্টির মৌল উপাদান........................৬৮৩

সূরা সাফফাত

কুরআন মাজীদে শপথ বাক্যের ব্যবহার ৬৮৫
সূর্য প্রতিদিন পৃথক পৃথক স্থান দিয়ে উদিত হয়........................৬৮৬
শয়তানগণ ফেরেশতাদের কথোপকথন শুনতে সক্ষম নয়........................৬৮৭
বাতিলপন্থী নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে আখিরাতের কথোপকথন........৬৯০
জান্নাতীগণ দুনিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ করবে ৬৯৪
জান্নাত লাভই মহাসাফল্য ৬৯৬
জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ........................৬৯৬
নূহ (আ) মানবকুলের দ্বিতীয় পিতা........................৬৯৯
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি 'আমি অসুস্থ'-এর ব্যাখ্যা ৭০১
হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়........................৭০২
হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন........................৭০৪

শিরোনাম পৃষ্ঠা
জনশূন্য প্রান্তরে হযরত ইউনুস (আ)-এর পানাহারের ব্যবস্থা ৭১৪
জিন ও ফেরেশতা সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা.. ৭১৫
নিজেদের সম্পর্কে জিন জাতির ধারণা ৭১৬
আল্লাহ্র বন্দেগীই মুক্তির চাবিকাঠি ৭১৭
চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহ্র সৈনিকদের জন্য... ৭১৯

সূরা সাদ

কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ.. ৭২৪
কাফিরদের পরাজয় অনবার্য ৭২৫
শক্তিমান হযরত দাউদ (আ) ৭২৬
হযরত দাউদ (আ)-এর গৃহে আগন্তুকের উপস্থিতি ৭২৮
যে কারণে দাউদ (আ) পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন ৭২৯
পার্থিব জীবনকে অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়া মু'মিনের কাজ নয় ৭৩২
মুত্তাকী আর পাপাচারী সমান হতে পারে না ৭৩৩
কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ছিল অনিবার্য ৭৩৩
হযরত সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষা ৭৩৬
হযরত আইউব (আ) ও তাঁর ধৈর্য ৭৩৯
বেহেশতীগণ নিজেরা নিজেদের কক্ষ চিনতে পারবে ৭৪১
জাহান্নামীদের বাক-বিতণ্ডা ৭৪২

তাফসীরে উসমানী

তৃতীয় খণ্ড

সূরা মারয়াম

৯৮ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ

(২) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۚ

(৩) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

১. কাফ-হা-ইয়া-আয়ন-সাদ।
২. এটা স্বীয় বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমতের বিবরণ।[১]
৩. যখন সে স্বীয় রবকে ডাকল নিম্নস্বরে।[২]

---

১. হযরত যাকারিয়া (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী। বুখারী শরীফে আছে, তিনি ছুতারের কাজ করতেন। স্ব-হস্তে উপার্জিত কামাই খেতেন। সূরা আলে ইমরানে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্র.

২. বলা হয় যে, তিনি রাতের অন্ধকারে নিভৃতে নিম্নস্বরে দু'আ করেছিলেন— যা দু'আর আসল নিয়ম। ইরশাদ হয়েছে– اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক' (৭ : ৫৫)।

এরূপ দু'আ রিয়ামুক্ত ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে। হয়ত এদিকেও লক্ষ্য ছিল যে, বুড়ো বয়সে সন্তান চাওয়া হচ্ছে। সন্তান না হলে তো লোকে হাসবে। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে এমনিতেও কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে যায়।

(٤) قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ○

(٥) وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ○

(٦) يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ○

৪. বলল, হে আমার রব! আমার হাড়গুলো বুড়ো হয়ে গেছে এবং মাথা হয়েছে বার্ধক্যে শুভ্রোজ্জ্বল।[৩] হে রব! আর তোমার কাছে চেয়ে কখনও আমি বঞ্চিত হইনি।[৪]
৫. আমি আমার পরে স্বজনদের ভয় করি।[৫] আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং আপনি নিজের পক্ষ হতে আমাকে দান করুন একজন কর্মবিধায়ক।
৬. যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকূবের আওলাদের।[৬] এবং হে রব তাকে কর মনঃপূত।[৭]

---

৩. অর্থাৎ দৃশ্যত মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। মাথার চুলে বার্ধক্যের শুভ্রতা জ্বলজ্বল করছে। হাড্ডিগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে।

৪. অর্থাৎ আপনি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে সর্বদা আমার দু'আ কবূল করেছেন। আমাকে করে ফেলেছেন বিশেষ দয়া ভোগে অভ্যস্ত। কাজেই এই শেষ বয়স ও বুড়ো কী করে ধারণা করতে পারি যে, আমার দু'আ প্রত্যাখ্যান করে মেহেরবানী হতে বঞ্চিত করবেন?

وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا-এর অর্থ কোন কোন মুফাসসির এরূপ করেছেন যে, হে প্রতিপালক! আপনার ডাকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে আমি কখনও হতভাগা প্রমাণিত হইনি অর্থাৎ যখনই আপনি ডেকেছেন আদেশ তামিল ও আনুগত্যের সৌভাগ্য হাসিল করেছি।

৫. তার আত্মীয়-স্বজন অযোগ্য হয়ে থাকবে। তাই আশংকা করেছিলেন তাঁর ইন্তিকালের পর তারা অন্যায়-অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়ে সত্য-সরল পথকে বিগড়িয়ে না ফেলে এবং পুরুষানুক্রমে যে দীনী ও আধ্যাত্মিক সম্পদ ইয়াকূব (আ)-এর খান্দানে হাত বদল হতে হতে যাকারিয়া (আ) পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তা নিজেদের দুষ্কর্ম ও অসদাচরণের কারণে খুইয়ে না বসে।

যাকারিয়া কর্তৃক উত্তরাধিকারী প্রার্থনা ও নবীগণের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ

৬. অর্থাৎ আমি বৃদ্ধ, স্ত্রীও বন্ধ্যা। সন্তান লাভের বাহ্যিক কোন উপায়-উপকরণ নেই। আপনি আপনার অসীম ক্ষমতা ও রহমতে সন্তান দান করুন, যে দীনী খিদমত আঞ্জাম দেবে এবং আপনার পবিত্র আমানতের দায়িত্বভার বহন করবে। এ বৃদ্ধ বয়সে

(٧) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ِۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

৭. হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ শোনাচ্ছি, যার নাম ইয়াহ্ইয়া। ইতোপূর্বে এ নামে কারও নামকরণ করিনি।[৮]

আমি কী করতে পারি ? আমার মনের বাসনা যদি এমন উপযুক্ত কোন পুত্র হতো, যে বাপ-দাদার পবিত্র আসনে বসতে পারবে, হতে পারবে তাঁদের জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী এবং নবুওয়াতী গুণাবলীর উত্তরাধিকারী।

বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে কারও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাঁদের উত্তরাধিকার জারি হয় স্রেফ ইল্‌ম ও জ্ঞানের মাঝে। এমনকি শীআদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'কাফী কুলায়নী' হতেও রূহুল মা'আনীতে এ বিষয়ের বহু রিওয়ায়াত উদ্‌ধৃত করা হয়েছে।

সুতরাং يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বলে উত্তরাধিকার দ্বারা ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার যে বুঝান হয়নি এটা সুস্পষ্ট। ال يعقوب। শব্দের দ্বারাও এর সমর্থন মিলে। কেননা, ইয়াকূব (আ)-এর গোটা খান্দানের সকলের ধন-সম্পত্তির ওয়ারিস একা যাকারিয়া (আ)-এর পুত্র কী করে হতে পারেন ? বরং বলা যায় কেবল 'উত্তরাধিকার' শব্দের ব্যবহার দ্বারাই বুঝা যায় এ স্থলে বৈষয়িক উত্তরাধিকার বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। কেননা, পুত্র যে পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে তা দুনিয়ার সকলের কাছেই স্বীকৃত। তাই দু'আয় এর উল্লেখ অর্থহীন। এ কথা মনে করা যে, যাকারিয়া (আ)-এর চিন্তা হয়েছিল যে, তাঁর ধন-সম্পদ সব ঘর থেকে বের হয়ে চাচাত ভাইদের ও অন্যান্য জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর হাতে চলে যাবে, এটা নিতান্তই নীচু ধারণা। এটা মহান নবী-রাসূলগণের শান নয় যে, দুনিয়া থেকে বিদায়কালে দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-দৌলতের ফিকিরে পড়ে যাবেন আর আক্ষেপ করবেন, হায়! এ সব কোথায় যাবে, কার কাছে থাকবে। পরন্তু মজার কথা, হযরত যাকারিয়া (আ) তেমন বিত্তবানও ছিলেন না। মিস্ত্রিগিরি করে যা পেতেন তাই দিয়ে সংসার চালাতেন। তাঁর বুঝি এই চিন্তায় ঘুম হবে না যে, পাছে চার পয়সা আত্মীয়-স্বজনের হাতে চলে যায় ? আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

৭. অর্থাৎ এমন পুত্র দান করুন, যে কর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে আমার, আপনার ও পুণ্যবানদের প্রীতিভাজন হবে।

৮. অর্থাৎ দু'আ কবূল হল। সুসংবাদ দেওয়া হল পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। আল্লাহ্ তা'আলাই জন্মের পূর্বে এ নামকরণ করেন। এক অভিনব নাম। ইতোপূর্বে এ নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। কারও মতে এস্থলে سَمِىٌّ অর্থ সদৃশ। অর্থাৎ এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কেউ ইতোপূর্বে জন্ম নেয়নি। হয়ত বুঝান উদ্দেশ্য যে, বৃদ্ধ পিতা ও বন্ধ্যা মা হতে এরূপ পুত্র এর আগে আর কখনো জন্মগ্রহণ করেনি।

(৮) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ كَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

(৯) قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ۝

৮. সে বলল, হে রব! কোত্থেকে আমার পুত্র হবে, যেখানে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি পৌঁছে গেছি বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমায়।৯

৯. তিনি বললেন, এভাবেই হবে।১০ তোমার প্রতিপালক বলেন, সেটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতোপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ তুমি কিছুই ছিলে না।১১

কিংবা বিশেষ অবস্থা ও গুণের দিক থেকে (যেমন অন্তরের কোমলতা, আল্লাহ্‌ভীতির প্রাবল্য, অত্যধিক কান্নাকাটি[১] ইত্যাদি) তাঁর সদৃশ কেউ এর আগে হয়নি।

৯. মানুষের একটা স্বভাব হচ্ছে যে, যখন আশাতীত ও অস্বাভাবিক কোন সুসংবাদ শোনে, তখন অতিরিক্ত প্রশান্তি ও পরিতুষ্টি লাভের জন্য বারবার নানাভাবে জিজ্ঞেস করে। এই কৌতূহল ও অনুসন্ধান দ্বারা তার নতুন নতুন স্বাদ ও আনন্দ লাভ হয়। কথাটিও অত্যন্ত পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রশ্নের লক্ষ্য এটাই ছিল।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অসাধারণ জিনিস চাওয়াতে বিস্ময়বোধ হয়নি, যখন শুনলেন পাওয়া যাবে, তখন বিস্ময়ের এক শেষ।

১০. বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। এই অবস্থাতেই তোমার সন্তান লাভ হবে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

১১. এটা ফেরেশতার উক্তি। অর্থাৎ তোমাদের কাছে বাহ্য উপায়-উপকরণ দৃষ্টে কোন জিনিস কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা আদৌ কঠিন নয়। তাঁর মহাশক্তির সামনে সব কিছুই সহজ। মানুষ তার নিজ অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টিপাত করুক না। একটা সময় এমন ছিল, যখন সে কোন বস্তুই ছিল না। তার নাম-নিশানাও কেউ জানত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তির আঁধার গহ্বর থেকে অস্তির আলোকে নিয়ে আসেন। তো যেই সর্বশক্তিমান সত্তা নিছক শূন্যকে বস্তু বানিয়ে ফেলেন, তিনি কি পারেন না বৃদ্ধ পুরুষ ও বন্ধ্যা নারী হতে সন্তান জন্মাতে ? এটা তো আরও বেশী সহজ!

---

১. বর্ণিত আছে যে, তাঁকে কেউ কোন দিন হাসতে দেখেনি।

(১০) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ○

(১১) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○

(১২) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ○

১০. সে বলল, হে রব! আমার জন্য কোন নিদর্শন স্থির করে দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় মানুষের সঙ্গে তিন দিন পর্যন্ত কথা বলবে না।[১২]

১১. তারপর সে কক্ষ হতে মানুষের কাছে বের হল এবং আকারে-ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল যে, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর।[১৩]

১২. হে ইয়াহ্ইয়া! শক্ত করে কিতাব ধর।[১৪] আর আমি শৈশবেই তাকে বিচার-বুদ্ধি দান করেছিলাম।[১৫]

---

১২. অর্থাৎ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও যখন পূর্ণ তিন দিন তিন রাত মানুষের সাথে কথা বলতে সক্ষম হবে না, তখন বুঝে নেবে যে, গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। এ সম্পর্কে দরকারী কথা আলে ইমরানের সংশ্লিষ্ট স্থানে চলে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

১৩. অর্থাৎ যখন সে সময় আসল, তখন যবান বন্ধ হয়ে গেল। যাকারিয়া (আ) তার কক্ষ হতে বের হয়ে মানুষকে ইশারা-ইঙ্গিতে বললেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করতে থাক। সালাত আদায় কর। তাসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাক। তিনি এটা বলেছিলেন হয়ত পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী নসীহতস্বরূপ কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার নতুন নিআমতের উপলব্ধিতে আনন্দিত হয়ে চাইলেন কৃতজ্ঞতা ও যিক্রে অন্যরাও তাঁর সঙ্গে শরীক থাকুক। কেননা, সূরা আলে ইমরানে যেমন বর্ণিত হয়েছে, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি নির্দেশ ছিল ঐ তিন দিন যেন বেশী বেশী আল্লাহ্র যিক্র করেন। আর তাসবীহ শব্দকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, মানুষ সাধারণত বিস্ময়কর কিছু দেখলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলে থাকে।

১৪. অর্থাৎ তাওরাত ও অন্যান্য যে আসমানী কিতাব তোমার বা অন্যান্য নবীর উপর নাযিল করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তার শিক্ষা অনুযায়ী চলতে যত্নবান থাক এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ কর।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ জোরেশোরে লোকজনকে কিতাবের জ্ঞান শিক্ষা দাও। কেননা, পিতা ছিলেন বৃদ্ধ আর তিনি যুবক।

ব্যতিক্রমধর্মী নবী ইয়াহ্ইয়া (আ)

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শৈশবকালেই জ্ঞান-বুদ্ধি, সঠিক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা, বিচক্ষণতা, ইল্ম ও হিকমত এবং ইবাদত ও খিদমতের

(১৩) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا ۙ

(১৪) وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

(১৫) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۙ

১৩. আর দিয়েছিলাম নিজের পক্ষ হতে উদ্যম ও পবিত্রতা এবং সে ছিল মুত্তাকী।[১৬]

১৪. এবং স্বীয় পিতা-মাতার সংগে সদ্ব্যবহারকারী। আর সে ছিল না উদ্ধত ও অহংকারী।[১৭]

১৫. সালাম তার প্রতি—যে দিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যে দিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যে দিন সে উত্থিত হবে জীবিত হয়ে।[১৮]

নিয়ম-কানূন বিষয়ক উপলব্ধি দান করেছিলেন। কথিত আছে, একদিন সমবয়সী শিশুরা তাঁকে তাদের সঙ্গে খেলতে ডাকলে তিনি উত্তর করেছিলেন, আমাদেরকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বহু আলিমের মতে, সাধারণ নিয়মের বাইরে তাঁকে শৈশবেই নবুওয়াত দান করা হয়েছিল।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উদ্যম, দয়া-মায়া, সহৃদয়তা ও কোমলতা, প্রেম-প্রীতি ও জনপ্রিয়তা দান করেছিলেন। তাঁকে বানিয়েছিলেন পাক-পবিত্র, নির্মল চরিত্র, হাসিমুখ, বরকতময়, ভাগ্যবান ও মুত্তাকী। হাদীসে আছে, ইয়াহ্ইয়া কখনও গুনাহ্ করেননি। এমনকি গুনাহের ইচ্ছা পর্যন্ত নয়। আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চেহারায় অশ্রুর নালার মত তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রতি ও আমাদের নবীজীর প্রতি সালাত ও সালাম।

১৭. অর্থাৎ তিনি অহংকারী, দুর্বিনীত ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অনেক আশার ধন পুত্ররা এমনই হয়ে থাকে, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া তা ছিলেন না।

বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সালাম প্রেরণের অর্থ

১৮. আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দার প্রতি সালাম পাঠান সে কেবল তার প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং তার দ্বারা বুঝানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধর-পাকড় হতে মুক্ত।

يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا -এর দ্বারা এ স্থলে সময় ও অবস্থার ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সময়ই তাঁর চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ্র ধর-পাকড় হতে তিনি হামেশাই মুক্ত ও নিরাপদ থাকবেন।

(١٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ

(١٧) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۟ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

(١٨) قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

১৬. বর্ণনা কর কিতাবে উক্ত মারয়ামের কথা, যখন সে পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে গেল পূর্বদিকস্থ এক জায়গায়।[১৯]

১৭. তারপর সে তাদের থেকে আড়াল হওয়ার জন্য একটি পর্দা লটকাল। অনন্তর আমি তার কাছে পাঠালাম আমার ফেরেশতা। সুতরাং সে তার সামনে আসল পূর্ণ মানবাকৃতি ধারণ করে।[২০]

১৮. সে বলল, আমি তোমার থেকে শরণ লই পরম দয়াময়ের— যদি তুমি হও আল্লাহ্‌ভীরু।[২১]

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম-বৃত্তান্ত

১৯. হযরত মারয়াম (আ) এই প্রথম ঋতুমতী হলেন। তের বছর কি পনের বছর তখন তাঁর বয়স। ভীষণ লজ্জা হচ্ছিল। গোসলের জন্য এক নিভৃত স্থানে চলে গেলেন। স্থানটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের পূর্বদিকে। এ জন্যই খৃস্টান সম্প্রদায় পূর্ব দিককে কিবলারূপে গ্রহণ করেছে।

২০. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) সুদর্শন নওজোয়ানের আকৃতিতে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাধারণত ফেরেশতাগণ এরূপ সুদর্শন আকৃতিতেই এসে থাকেন। সম্ভবত হযরত মারয়াম (আ)-এর চারিত্রিক পবিত্রতার পরীক্ষা গ্রহণও উদ্দিষ্ট ছিল, যাতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এত বড় উত্তেজক ও কামনা উদ্রেককারী রূপ-লাবণ্যও তাঁর তাকওয়া ও পূত-চরিত্রের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

২১. হযরত মারয়াম প্রথম দৃষ্টিতে মনে করলেন কোন মানুষ হবে। এরূপ নির্জন স্থানে সহসা একটি পুরুষের উপস্থিতিতে স্বভাবতই তিনি ভয়চকিত হলেন এবং আত্মরক্ষার চিন্তা করতে লাগলেন। মনে হয়, ফেরেশতার চেহারায় তাকওয়া ও পবিত্রতার জ্যোতিচ্ছটা দেখে তিনি এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করলেন যে, আমি পরম দয়াময়ের আশ্রয় নিচ্ছি। যদি তোমার অন্তরে তাঁর ভয় থাকে (যেমনটি তোমার পবিত্র ও জ্যোতির্ময় চেহারা সাক্ষ্য দিচ্ছে), তবে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাবে এবং আমার কোন ক্ষতি করবে না।

(১৯) قَالَ اِنَّمَاۤ اَنَا رَسُوۡلُ رَبِّكِ ٭ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ○

(২০) قَالَتۡ اَنّٰى يَكُوۡنُ لِىۡ غُلٰمٌ وَّلَمۡ يَمۡسَسۡنِىۡ بَشَرٌ وَّ لَمۡ اَكُ بَغِيًّا ○

(২১) قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجۡعَلَهٗۤ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحۡمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمۡرًا مَّقۡضِيًّا ○

১৯. সে বলল, আমি তো তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দিয়ে যাওয়ার জন্য।২২

২০. সে বলল, আমার পুত্র হবে কোত্থেকে, অথচ আমাকে স্পর্শ করেনি কোন পুরুষ এবং আমি ছিলাম না কখনও ব্যভিচারিণী।২৩

২১. বলল, এভাবেই তোমার রব বলেন, সেটা আমার জন্য সহজ।২৪ আর আমি তাকে মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই। আর এটা তো স্থিরীকৃত বিষয়।২৫

---

২২. অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমার সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা আসলে তা মন থেকে দূর করে ফেল। আমি মানুষ নই। তুমি যেই রবের আশ্রয় নিচ্ছ আমি তাঁরই প্রেরিত ফেরেশতা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাকে একটি পূত-পবিত্র ও ভাগ্যবান পুত্র দেওয়ার জন্য এসেছি।

غُلَامًا زَكِيًّا-এর মাঝে ইংগিত করা হয়েছে যে, ছেলেটি বংশকুল ও আখলাক-চরিত্রে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হবে।

২৩. মারয়ামের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যয় সঞ্চার করলেন যে, নিঃসন্দেহে ইনি ফেরেশতা। কিন্তু সেই সঙ্গে তাজ্জব লাগল যে, যেই নারীর কোন স্বামী নেই যে তাকে বৈধ পন্থায় স্পর্শ করতে পারে, কিংবা সে ব্যভিচারীও নয় যে, অবৈধ পন্থায় সন্তান ধারণ করবে; এ অবস্থায় পূত-পবিত্র সন্তান তার কী করে লাভ হতে পারে, যেমন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর চাইতে অপেক্ষাকৃত কম বিস্ময়কর সুসংবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

২৪. এই একই উত্তর হযরত যাকারিয়া (আ)-কে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বের রুকূতে দ্রষ্টব্য।

মানব সৃষ্টির চারটি পদ্ধতি

২৫. অর্থাৎ এ কাজ অবশ্যই হবে। এটা আগে থেকেই স্থিরীকৃত, যার ব্যত্যয় হতে পারে না। এটাই আমার হিকমতের চাহিদা যে, মানুষের স্পর্শ ছাড়াই স্রেফ নারীর অস্তিত্ব হতে সন্তানের অস্তিত্ব দান করব আর সে দর্শক ও শ্রোতাদের জন্য আমার মহাশক্তির এক নিদর্শন হবে। কেননা, সব মানুষের জন্ম হয়েছে নর-নারীর মিলনে। ব্যতিক্রম হয়েছিল আদম ও হাওয়া (আ)-এর ক্ষেত্রে। আদম (আ)-কে পিতা-মাতা

(٢٢) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ○

(٢٣) فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ○

(٢٤) فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ○

২২. তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল।২৬ তারপর তাকে নিয়ে সে নিভৃতে চলে গেল দূরবর্তী এক স্থানে।২৭

২৩. তারপর প্রসব-বেদনা তাকে নিয়ে আসল এক খেজুর-মূলে। সে বলল, এর আগে যদি কোনও রকমে আমি মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম বিস্মৃত, বিলুপ্ত।২৮

২৪. অনন্তর তাকে তার নীচ থেকে ডাক দিল, চিন্তিত হয়ো না। তোমার রব তোমার নীচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

উভয় ব্যতিরেকে ও হাওয়া (আ)-কে কেবল পুরুষের অস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দান করা হয়। চতুর্থ পন্থার প্রকাশ ঘটেছে হযরত মাসীহ (আ)-এর অস্তিত্বে। তাঁর জন্ম হয়েছে পুরুষ ব্যতিরেকে স্রেফ নারী হতে। এভাবে জন্মদানের চারটি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং হযরত মাসীহ (আ)-এর অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি নিদর্শন এবং তাঁর পক্ষ হতে বিশ্ববাসীর জন্য এক বিরাট রহমত।

২৬. বলা হয় যে, ফেরেশতার ফুঁতে গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেল। আল বাহ্‌রুল-মুহীতে বলা হয়েছে —

وذكروا ان جبرائيل عليه السلام نفخ فى جيب درعها او فيه وفى كُمها والظاهر ان المسند اليه للنفخ هو الله تعالى لقوله فنفخنا - كما قال فى ادم ونفخت فيه من روحى والله اعلم

উলামায়ে কিরাম বলেন, জিবরাঈল (আ) তাঁর জামার বুকে বা বুক ও আস্তিনে ফুঁ দিয়েছিলেন। এটা পরিষ্কার যে, ফুৎকার কার্যের কর্তা আল্লাহ্ তা'আলা, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, فنفخنا অর্থাৎ 'আমি ফুঁ দিলাম'। হযরত আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'আমি তার মাঝে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম'।

২৭. অর্থাৎ প্রসবকাল আসন্ন হলে তিনি লজ্জায় সবার আড়ালে দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন। সম্ভবত আজ যাকে 'বেথেলহাম' বলা হয় এটাই সেই স্থান। এটা বায়তুল-মুকাদ্দাস থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত (ওয়াহ্‌ব (র) থেকে ইব্‌ন কাছীর (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন)।

২৮. অর্থাৎ প্রসব-বেদনায় অস্থির হয়ে তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় আশ্রয় নিলেন। একদিকে প্রচণ্ড বেদনা, অন্যদিকে অসহায় ও নিঃসঙ্গ অবস্থা। প্রয়োজনীয়

(٢٥) وَ هُزِّىٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝

(٢٦) فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ

نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

২৫. তুমি নিজের দিকে খেজুরের কাণ্ডে নাড়া দাও। তা থেকে তোমার উপর পতিত হবে পাকা খেজুর।[২৯]

২৬. এবার খাও ও পান কর এবং চোখ জুড়িয়ে নাও।[৩০] তারপর তুমি কোন লোক দেখলে বলো, আমি রহমানের জন্য রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।[৩১]

আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। সর্বোপরি সতী-সাধ্বী ও পূত-চরিত্রারূপে বিখ্যাত একজন নারী দুর্নাম ও লাঞ্ছনার শিকার হতে যাচ্ছে। এ সব কারণে হযরত মারয়াম (আ)-এর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কোন সীমা ছিল না। তিনি দিশাহারা হয়ে বলে উঠেন, يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا 'হায়! আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম এবং হয়ে যেতাম বিস্মৃত, বিলুপ্ত', অধিক উৎকণ্ঠার দরুন ফেরেশতা প্রদত্ত পূর্বেকার সুসংবাদও তাঁর স্মরণ হল না।

২৯. খেজুর গাছের নীচে যেখানে মারয়াম (আ) আশ্রয় নিয়েছিলেন সে জায়গাটি সামান্য উঁচু ছিল। তার নীচ থেকে আবার সেই ফেরেশতার আওয়ায শোনা গেল যে, পেরেশান হয়ো না। আল্লাহ্‌র কুদরতে যাহেরী-বাতেনী সর্ব প্রকারে আশ্বস্ত হয়ে যাও। নীচে তাকিয়ে দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কেমন প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দিয়েছেন। এ তো হল পানির ব্যবস্থা। খাদ্যের জন্য খেজুর গাছে নাড়া দাও। পাকা ও তাজা খেজুর ঝরে পড়বে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বসূরী মনীষীবৃন্দের কেউ কেউ سَرِيًّ -এর অর্থ করেছেন মহান নেতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার গর্ভ থেকে এক মহান নেতাকে পয়দা করবেন।

যারা سرى অর্থ করেছেন প্রস্রবণ বা নহর দৃশ্যত তারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, সে প্রস্রবণটি অলৌকিকভাবে উৎসারিত হয়েছিল। খেজুরও ধরেছিল শুকনো গাছে বে-মওসুমে। এ সব অস্বাভাবিক কাণ্ড দেখে হযরত মারয়াম (আ)-এর অন্তর স্বভাবতই স্বস্তি ও আনন্দ লাভ করেছিল। তাফসীরবেত্তাগণ লিখেন, এ সব জিনিস তখন হযরত মারয়ামের জন্য উপাদেয় ছিল এবং তাঁর এগুলোর প্রয়োজনও হয়ে থাকবে।

৩০. অর্থাৎ টাটকা খেজুর খেয়ে ঝর্ণার পানি দ্বারা তৃপ্ত হয়ে নাও। তারপর পবিত্র সন্তান দেখে চোখ জুড়িয়ে নাও। সামনে কী হবে সে চিন্তা করো না। আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত মুশকিল আসানকারী।

৩১. অর্থাৎ কেউ জিজ্ঞেস করলে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিও আমি রোযাদার। কথা বলতে পারছি না। (তাঁদের দীনে কথা না বলার রোযা রাখার নিয়্যত করা বিধেয় ছিল।

(২৭) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝

(২৮) يٰۤاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝ۖۚ

(২৯) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

২৭. তারপর সে তাকে কোলে করে আপনজনদের কাছে নিয়ে আসল। তারা বলল, হে মারয়াম! তুমি তো এক গুরুতর কর্ম করে বসেছ।৩২

২৮. হে হারূনের বোন! তোমার পিতা মন্দ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী।৩৩

২৯. তখন সে হাত দিয়ে শিশুর দিকে ইশারা করল।৩৪ তারা বলল, যে কোলের শিশুমাত্র তার সাথে আমরা কী করে কথা বলব ?৩৫

আমাদের দীনে এটা বৈধ নয়)। আর বলো 'আমি মানত করেছি'-এর অর্থ রোযার মানত মেনে এরূপ বলে দিও। اِنْسِيًّا। অর্থ কোন মানুষের সঙ্গে। এর দ্বারা হয়ত এ কথা বুঝান হয়েছে যে, ফেরেশতার সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল না।

৩২. অর্থাৎ সন্তান কোলে নিয়ে যখন নিজ সম্প্রদায়ের সামনে আসল, তখন তারা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। বলে উঠল, মারয়াম! তুমি কী নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়েছ ? এই বানোয়াট জিনিস তুমি কোত্থেকে নিয়ে এলে ? এর চেয়ে গুরুতর মিথ্যা আর কী হতে পারে যে, একটি মেয়ে কুমারী থাকা অবস্থায় এ দাবী করবে যে, আমার সন্তান হয়েছে ?

৩৩. অর্থাৎ তারা কু-ধারণার বশবর্তী হয়ে বলতে লাগল, তোমার বাপ-মা ও বংশের অন্যান্য লোক সর্বদাই চরিত্রবান ছিল। তোমার চরিত্রে এ কু-স্বভাব কোত্থেকে আসল ? ভাল লোকদের আওলাদ এমন মন্দ হয়ে যাওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় বটে!

মারয়াম (আ)-কে হারূনের বোন বলা হয়েছে এ কারণে যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন। অর্থাৎ হারূনের বোন দ্বারা হারূনের কওমের বোন বুঝানো হয়েছে। যেমন, হূদ (আ)-কে আদের ভাই বলা হয়েছে— وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ 'স্মরণ কর আদের ভাইকে'। অথচ আদ ছিল তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্ব পুরুষের নাম।

এমনও হতে পারে যে, হারূনের বোন দ্বারা বাহ্যত যা বুঝা যায় এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কোনও কোনও বিশুদ্ধ হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ মারয়াম (আ)-এর ভাইয়ের নাম ছিল হারূন। আমাদের কালের মত সেকালেও নবী-রাসূল ও পুণ্যবান লোকদের নামে নাম রাখা রেওয়াজ ছিল। কথিত আছে যে, মারয়াম (আ)-এর এ ভাই একজন নেক্কার লোক ছিলেন। আয়াতের সারমর্ম এই যে, তোমার পিতা ছিল চরিত্রবান। মাও সতী-সাধ্বী। ভাই এমন পুণ্যবান। হারূন (আ) পর্যন্ত পৌঁছেছে যার বংশ-লতিকা, এরপরও এমন কাণ্ড তোমার দ্বারা কী করে ঘটল ?

৩৪. অর্থাৎ মারয়াম (আ) হাত দিয়ে শিশুর দিকে ইঙ্গিত করল যে, খোদ তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।

(٣٠) قَالَ اِنِّیۡ عَبۡدُ اللّٰہِ ۟ؕ اٰتٰنِیَ الۡکِتٰبَ وَ جَعَلَنِیۡ نَبِیًّا ۙ﴿۳۰﴾

৩০. সে বলল, আমি আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।৩৬

নবজাতকের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাবে কওমের বিস্ময়

৩৫. অর্থাৎ এত বড় লজ্জাকর কাজের উপর আবার এই দম্ভোক্তি যে, বাচ্চার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ! আচ্ছা বল তো একটা কোলের শিশুর সাথে আমরা কী করে সাওয়াল-জবাব করব ?

مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا -এর মাঝে (অতীতবাচক শব্দ) كَانَ দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে, ঐ কথাবার্তার সময় সে শিশু ছিল না। কুরআন মাজীদে বহু স্থানে এমন বিষয়বস্তুর জন্য كان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার ধারা অতীতকালের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি, যেমন– كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا 'আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম দয়ালু' অথবা لَاتَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً 'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। কেননা তা অশ্লীল কর্ম (বনী ইসরাঈল ঃ ৩২) কিংবা اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ 'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে' (কাফ ঃ ৩৭)

এ স্থলে বিষয়টি مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا দ্বারা ব্যক্ত করার তাৎপর্য এই যে, তারা কথা না বলার বিষয়টিকে একটি সাধারণ নিয়মরূপে পেশ করেছিল। অর্থাৎ কেবল ঈসাই নয়, বরং যে কোনও কোলের শিশুর সাথে কথা বলা সাধারণভাবেই অসম্ভব।

নবজাতক ঈসার বক্তব্য দ্বারা ভ্রান্ত আকীদাসমূহের খণ্ডন

৩৬. সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এসব কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মাসীহ্ (আ)-এর মুখে কথা ফুটালেন। তখন তিনি যা-কিছু বলেছিলেন তার মাঝে ছিল সেই সমস্ত ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার খণ্ডন, যা ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে উদ্ভূত হওয়ার ছিল। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্র বান্দা, অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র নই, যেমন বর্তমানকার খৃস্টান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের খণ্ডনার্থেই প্রথমে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে নবী করেছেন। অর্থাৎ মিথ্যুক ও নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার নই— যেমনটি ইয়াহূদীদের ধারণা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সূরা আলে ইমরান ও সূরা মায়িদায় হযরত মাসীহ (আ)-এর শৈশবকালীন কথা বলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি সেখানে

(৩১) وَّجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۟ۖ

৩১. এবং তিনি আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন, আমি যেখানেই থাকি এবং আমাকে সালাত ও যাকাত আদায়ের তাকীদ করেছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি।৩৭

দ্রষ্টব্য। বুখারী শরীফের হাদীছে নবী করীম (সা) কোলে থাকা অবস্থায় যে তিনটি শিশুর কথা বলার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হযরত মাসীহ্ ইব্ন মারয়াম। আজ যারা তাঁর সে কথা বলাকে অস্বীকার করে কুরআন-হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের হাতে খৃস্টান সম্প্রদায়ের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই।

জীবনভর সালাত ও যাকাত আদায়ের অর্থ

৩৭. অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকি যে সময় ও যে স্থানের উপযোগী যে প্রকারের সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা আদব ও শর্তাবলী সহকারে নিয়মিতভাবে আদায়ে যেন যত্নবান থাকি, যেমন অন্যত্র মু'মিনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, اَلَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوتِهِمْ دَائِمُوْنَ 'যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান' (মা'আরিজ ঃ ২৩)। এর অর্থ এ নয় যে, সর্বক্ষণ শুধু সালাতই আদায় করে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, যখন যে রকমের সালাত আদায়ের নির্দেশ আছে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করে যায় এবং তার বরকত ও নূর সর্বদা তাদেরকে ঘিরে রাখে। কেউ যদি বলে, আমরা যতদিন জীবিত আছি ততদিন সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি আদায়ে আদিষ্ট, তবে কি তার এই অর্থ নেওয়া হবে যে, প্রতিটি মুসলিমের প্রতি আদেশ সে প্রতি মুহূর্তে সালাত আদায় করতে থাকবে, সর্বক্ষণ যাকাত আদায় করে যাবে (তা সে নিসাবের মালিক হোক বা নাই হোক), সর্বক্ষণ রোযা রাখতে থাকবে এবং সর্বক্ষণ হজ্জ করতে থাকবে? হযরত মাসীহ্ (আ) সম্পর্কেও مَا دُمْتُ حَیًّا (যতদিন জীবিত থাকি)-এর অর্থও প্রচলিত নিয়মেই বুঝতে হবে।

সালাত ও যাকাত শব্দের বহুমাত্রিক ব্যবহার

মনে রাখতে হবে 'সালাত' শব্দটি কেবল পারিভাষিক সালাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন মাজীদে কেবল মানুষ ও ফেরেশতাই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সালাত শব্দটি সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّیْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِیْحَهٗ -

(৩২) وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِیْ ؗ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۝

৩২. এবং মায়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী।৩৮ আর আমাকে বানাননি উদ্ধত হতভাগা।৩৯

'তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তার সালাত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি (নূর ঃ ৪১)। আরও বলে দেওয়া হয়েছে যে, সব কিছুর তাসবীহ ও সালাতের অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যে, কার সালাত ও তাসবীহ কী ধরনের। অনুরূপ 'যাকাত'-এর অর্থও মূলত পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা। এর প্রতিটি অর্থে শব্দটি কুরআন-হাদীছে স্ব-স্ব স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ রুকূতেই পূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে غُلَامًا زَكِيًّا 'এক পবিত্র পুত্র'। زَكِيًّا শব্দটি زكوة হতেই উৎপন্ন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً 'এবং তাকে দান করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে অন্তরের কোমলতা ও পবিত্রতা' (মারয়াম ঃ ১৩)। সূরা কাহ্ফে আছে- خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا 'পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর' (কাহ্ফ ঃ ৮১)।

অনুরূপ ব্যাপক অর্থ বক্ষ্যমাণ যাকাতের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা যেতে পারে। অসম্ভব নয় যে, اَوْصَانِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ-এর অর্থ اوصانى بان امر بالصلوة والزكوة 'আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন সালাত ও যাকাতের আদেশ করি,' যেমন ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ 'সে পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাতের আদেশ করতো।' (মারয়াম ঃ ৫৫)

اوصانى শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে এ কথা বুঝায় না যে, নির্দেশ দানের সময় হতেই তা কার্যে পরিণত করা শুরু করতে হবে। সেই সঙ্গে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে, مَا دُمْتُ حَيًّا দ্বারা এই পার্থিব জীবনকেই বুঝানো হয়েছে, যেমন তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে আছে, জাবির (রা)-এর পিতা শহীদ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জীবিত করে বললেন, আমার কাছে কিছু চাও! তিনি বললেন, আমাকে পুনরায় জীবন দান করুন, যাতে আপনার পথে পুনর্বার শহীদ হতে পারি। এ জীবন দ্বারা নিঃসন্দেহে পার্থিব জীবনই বুঝানো হয়েছে, নতুবা এমনিতে জীবন তো শহীদদের রয়েছেই, যা সুস্পষ্টরূপে কুরআন মাজীদে এবং খোদ এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। জীবন-এর এ অর্থই لو كان موسى وعيسى حيين (যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন)-এর মাঝে বুঝতে হবে, যদি এটা হাদীস হয়ে থাকে, সন্দেহ প্রকাশের কারণ এই যে, হাদীস গ্রন্থসমূহের কোথাও এর সনদ পাওয়া যায় না।

৩৮. যেহেতু পিতা কেউ ছিল না, তাই কেবল মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(٣٣) وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ○

(٣٤) ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ○

৩৩. এবং সালাম আমার প্রতি যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন আমার মৃত্যু হবে এবং যে দিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।[৪০]

৩৪. এই হচ্ছে মারয়ামের পুত্র 'ঈসা'। সত্য কথা, যার মাঝে মানুষ তর্ক-বিতর্ক করে।[৪১]

---

৩৯. অতীত ক্রিয়া দ্বারা এই যে বাক্যগুলো বলা হলো একে নিঃসন্দেহে অতীতের অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, তবে তা এভাবে যে, অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতকে যেন অতীত ধরে নেওয়া হয়েছে, যেমন হয়েছে আয়াত اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ -এর মাঝে। হযরত মাসীহ (আ) এভাবে অতীতবাচক ক্রিয়া ব্যবহার করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ভবিষ্যতে এ সব বিষয় যে হবে তা এমনই নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত যে, তা হয়ে গেছে বলেই মনে করা উচিত।

শিশু মাসীহ (আ) কর্তৃক তাঁর মায়ের প্রতি আরোপিত অপবাদের খণ্ডন

হযরত মাসীহ (আ)-এর এই অলৌকিক কথাবার্তা এবং তাঁর বর্ণিত গুণাবলী দ্বারা সেই ঘৃণ্য অপবাদ চূড়ান্তরূপে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে, যা তাঁর মহীয়সী মায়ের প্রতি আরোপ করা হচ্ছিল। প্রথমত একটি নবজাতক শিশুর কথা বলা এবং তাও এক ব্যাপক অর্থবহ ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাষায়, স্বভাবতই শত্রুদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপর যে সত্তার মধ্যে এমন পবিত্র ও উন্নত গুণাবলী বিদ্যমান, বলাই বাহুল্য, তিনি কী করে (নাঊযুবিল্লাহ্) জারজ হতে পারেন, যেমন তাদের এ বক্তব্য দ্বারাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে, مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا 'তোমার পিতা মন্দ লোক ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।' অর্থাৎ তারা শাখাকে মূলের অনুরূপ দেখতে চাচ্ছিল।

৪০. এ বাক্যের সমার্থবোধক বাক্য পূর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনায় চলে গেছে। পার্থক্য শুধু এই যে, সেখানে বক্তব্য ছিল খোদ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এবং এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা একই কথা বলেছেন মাসীহের যবানীতে। তাছাড়া 'সালাম' ও 'আস-সালাম'-এর পার্থক্য লক্ষণীয়।

হযরত মাসীহ সম্পর্কে প্রকৃত সত্য

৪১. অর্থাৎ হযরত মাসীহের শান ও গুণ তো উপরে যা বর্ণিত হল তাই। কিন্তু একটি সত্য ও সুস্পষ্ট কথা নিয়ে মানুষ অনর্থক ঝগড়ার সৃষ্টি করল এবং নানা রকমের

(৩৫) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ
لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ

(৩৬) وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

(৩৭) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ

৩৫. আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পূতঃ পবিত্র সত্তা। তিনি কোন বিষয় স্থির করলে কেবল বলেন হও, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়।৪২
৩৬. এবং বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। সুতরাং তাঁর বন্দেগী কর। এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সরল পথ।
৩৭. তারপর তাদের মধ্যে এক এক দল এক এক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য, যখন তারা দেখবে এক মহাদিবস।৪৩

মতবিরোধ খাড়া করে দিল। কেউ তাঁকে খোদা বানিয়ে দিল, কেউ খোদার পুত্র। কেউ মিথ্যুক ও ভণ্ড বলল, কেউ গালমন্দ করল, কেউ বংশ তুলে খোঁটা দিল। সত্য কথা তো তাই যা বলে দেওয়া হল। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ নন, বরং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড নন, সত্য নবী। তাঁর বংশ ও জন্ম সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ্' উপাধি দিয়েছেন। সম্ভবত قَوْلَ الْحَقِّ (কাওলাল হক) অর্থও এ স্থলে كَلِمَةُ اللّٰهِ (কালিমাতুল্লাহ)

ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করার কোন যুক্তি নেই

৪২. যাঁর এক 'কুন' (হয়ে যাও) বলার দ্বারা যে কোনও জিনিস হয়ে যায় তাঁর আবার পুত্র-পৌত্রের কী প্রয়োজন দেখা দিতে পারে ? তবে কি (নাউযুবিল্লাহ্) আওলাদ তাঁকে বার্ধক্যে সাহায্য করবে ? না বিপদ-আপদে উদ্ধার করবে ? না কি তাঁর পরে তাঁর নাম রক্ষা করবে ? যদি প্রশ্ন জাগে, সাধারণভাবে তো মানুষ পিতা-মাতা হতে জন্মলাভ করে, তো হযরত মাসীহের পিতা কাকে বলা হবে ?

এ প্রশ্নের জবাবও এই كُنْ فَيَكُوْنُ বাক্যের দ্বারা হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তার পক্ষে বিনা বাপে একটি শিশুর জন্ম দান করা এমন কী কঠিন কাজ ? খৃস্টান জাতি যদি আল্লাহ্কে পিতা এবং মারয়ামকে মা বলে, তবে কি (নাউযুবিল্লাহ্) স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের কথাও তারা এ স্থলে স্বীকার করে নেবে ? পিতা মেনে নিয়েও তো জন্মের সেই পদ্ধতি এ স্থলে বলা হবে না, যা সাধারণত পিতা-মাতার মধ্যে হয়ে থাকে। তাহলে বিনা বাপে জন্মগ্রহণের কথা মেনে নিতে সমস্যাটা কোথায় ?

(৩৮) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّٰلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ○
(৩৯) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৩৮. কী চমৎকার শুনবে ও দেখবে যে দিন তারা আমার কাছে আসবে কিন্তু যালিমরা আজ প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[88]

৩৯. এবং তাদেরকে সতর্ক করে দাও অনুশোচনার দিবস সম্পর্কে, যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে।[8৫] অথচ তারা উদাসীনতায় কাটাচ্ছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।[8৬]

---

৪৩. এটা কার উক্তি ? কারও মতে হযরত মাসীহ (আ)-এর উক্তি। যেন ইতোপূর্বে হযরত মাসীহ (আ)-এর যে বক্তব্য قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰه -এর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছিল এটা তারই পরিশিষ্ট। মাঝখানে ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ থেকে ছিল আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি, যা দ্বারা শ্রোতাদেরকে সাবধান করা উদ্দেশ্য ছিল।

আমার মতে তার চেয়ে ভাল হবে যদি এটাকে وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ -এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) কিতাবে মারয়াম ও মাসীহের উপরিউক্ত বৃত্তান্ত শুনিয়ে বলে দাও যে, আমার ও তোমার সকলের রব আল্লাহ্ তা'আলা। কেবল তাঁরই বন্দেগী কর। পুত্র-পৌত্র স্থির করো না। খাঁটি তাওহীদের পথই সরল পথ। যার মাঝে কোন প্যাঁচ বা বক্রতা নেই। সমস্ত নবী এরই দিকে পথ প্রদর্শনের জন্য আগমন করেছেন। কিন্তু মানুষ নানা রকমের দল বানিয়ে নিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন পথের সৃষ্টি করেছে। যারা তাওহীদকে অস্বীকার করছে তাদের কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিবসের দুর্ভোগ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, যার আগমন অবশ্যম্ভাবী।

৪৪. আজ যখন শোনা ও দেখা ফায়দাজনক ছিল, তখন তো বিলকুল অন্ধ বনে বসে আছ, আর যেদিন দেখা ও শোনা হবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল, সেই কিয়ামতের দিন চোখ-কান খুলে যাবে। তখন এমন কথা শুনবে যাতে কলিজা ফেটে যাবে এবং এমন দৃশ্য দেখবে, যাতে চেহারা কালো হয়ে যাবে। আমরা আল্লাহ্র কাছে তা থেকে পানাহ চাই।

মৃত্যুর মৃত্যু এবং কিয়ামতে কাফিরদের নিষ্ফল অনুশোচনা

৪৫. কাফিরদেরকে বহু জায়গায় অনুশোচনা করতে হবে। তাদের সর্বশেষ অনুশোচনা হবে তখন, যখন মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে সর্বসমক্ষে যবাহ করে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে, জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করুক। এরপর আর কারও

(٤٠) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝

(٤١) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

৪০. পৃথিবীর এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি হব তার ওয়ারিস এবং আমারই কাছে তারা ফিরে আসবে।[৪৭]

৪১. এবং উল্লেখ কর এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা।[৪৮] নিশ্চয়ই সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী।[৪৯]

মৃত্যুবরণ করতে হবে না। তখন কাফিরগণ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে অনুশোচনায় আঙ্গুল কামড়াবে। কিন্তু এখনকার এই অনুশোচনা কী কাজে আসবে, যখন পক্ষীকুল ফসল খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে!

৪৬. অর্থাৎ এখন তাদের বিশ্বাস হয় না যে, সত্যিই এমন দিন অবশ্যম্ভাবী। তারা ঔদাসীন্যের নেশায় মত্ত হয়ে আছে। অনেক বড় ভুলের মধ্যে তারা রয়েছে। হায়! যদি এখন তারা চোখ খুলে দেখত এবং নিজেদের লাভ-লোকসান উপলব্ধি করত! সেদিন অনুশোচনা করলে কেবল দুঃখই সার হবে, ফল কিছু হবে না। اَلْئٰنَ قَدْ نَدِمْتَ وَمَا يَنْفَعُ النَّدَمُ আজ অনুতাপ করছ, কিন্তু এ অনুতাপ কী কাজে আসবে ?

৪৭. অর্থাৎ কারও কোনও রাজত্ব ও মালিকানা বাকি থাকবে না। সব কিছু সরাসরি প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরে যাবে। তিনিই সব কিছুর প্রত্যক্ষ শাসক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতারোপকারী হবেন। যে জিনিসের মাঝে যে রকম ইচ্ছা আপন হিকমত অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করবেন। দুনিয়ার যে মাল-সামগ্রী তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সে সবেই একই ওয়ারিস বাকি থাকবে। রাজত্ব ও মালিকানার লম্বা-চওড়া সব দাবীদারকে ফানা করে দেওয়া হবে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বৃত্তান্ত ও মুশরিকদের দাবী খণ্ডন

৪৮. পূর্বের রুকূতে হযরত মাসীহ ও মারয়ামের ঘটনা বর্ণনা করে খৃস্টান সম্প্রদায়কে রদ করা হয়েছিল, যারা একজন মানুষকে আল্লাহ্ সাব্যস্ত করছে। এ রুকূ'তে মক্কার মুশরিকদেরকে লজ্জা দেবার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা শোনানো হচ্ছে যে, তিনি নিজের পিতাকে পর্যন্ত কিভাবে শির্ক ও মূর্তিপূজা করতে বারণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাতৃভূমি ও আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করে আল্লাহ্র রাহে হিজরত করেন। মক্কার মুশরিকদের দাবী ছিল যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং তাঁরই দীনের ধারক ও বাহক। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, মূর্তিপূজার ব্যাপারে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর নীতি কি ছিল ? যদি বাপ-দাদাদের অনুসরণ করতে চাও, তবে তাঁর মত বাপের অনুসরণ কর এবং মুশরিক বাপ-দাদাদের থেকে সেই রকম পৃথক থাক, যেমনটি পৃথক ও সম্পর্কহীন হয়ে গিয়েছিলেন ইবরাহীম (আ)।

(٤٢) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا○

(٤٣) يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا○

৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, হে পিতা! তুমি কেন তার পূজা কর, যে না শোনে, না দেখে এবং না তোমার কোন কাজে আসে।৫০

৪৩. হে আমার পিতা! আমার কাছে একটি বিষয়ের সংবাদ এসেছে. যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং তুমি আমার পথে চল। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব সরল পথ।৫১

‘সিদ্দীক’ শব্দের তাৎপর্য

৪৯. ‘সিদ্দীক’ অর্থ অতি সত্যবাদী। যে নিজ কথাকে কর্ম দ্বারা সত্য প্রমাণ করে দেখায় কিংবা সেই সত্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি যার হৃদয়ে সত্যকে গ্রহণ করার অত্যুচ্চ ও পরিপূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান। যে কথা আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ হতে পৌঁছে তা কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে তার অন্তরে বসে যায়। বিন্দুমাত্র সংশয়-সন্দেহের অবকাশ সেখানে থাকে না। হযরত ইবরাহীম (আ) সকল অর্থেই সিদ্দীক ছিলেন। সিদ্দীক হওয়ার জন্য যেহেতু নবী হওয়া অনিবার্য নয়, তাই সামনে صِدِّيْقًا-এর সঙ্গে نَبِيًّا যোগ করে তাঁর নবী হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, ‘তিনটি মিথ্যা’ সংক্রান্ত হাদীস এবং نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ (ইবরাহীম অপেক্ষা সন্দেহের উপযুক্ত আমরাই বেশী) প্রভৃতি রিওয়ায়াতে মিথ্যা ও সন্দেহের সেই অর্থ বুঝানো হয়নি, যা বাহ্যত বুঝে আসে।

মূর্তিপূজার অসারতা

৫০. অর্থাৎ যে জিনিস দেখে ও শোনে এবং বিপদাপদে কাজে আসে, অথচ ওয়াজিবুল-ওয়াজূদ (অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য সত্তা) নয়, তারও তো বন্দেগী করা জায়িয নয়, সেখানে এক পাথরের প্রতিমাকে পূজা করার তো প্রশ্নই আসে না, যা না শুনতে পায়, না দেখতে পারে, আর না আমাদের কোন উপকারে আসে। পরন্তু আমাদের নিজেদেরই হাতে হয়েছে তার অস্তিত্ব লাভ। এমন জিনিসকে মা‘বূদ সাব্যস্ত করা কোন বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে না।

৫১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন এবং শরীআতের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তুমি যদি

(٤٤) يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۝

(٤٥) يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۝

৪৪. হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান রহমানের অবাধ্য।৫২

৪৫. হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, পাছে রহমানের পক্ষ হতে কোন আযাব না এসে তোমাকে স্পর্শ করে। তখন তুমি হয়ে যাবে শয়তানের সাথী।৫৩

আমার অনুসরণ কর, তবে তোমাকে সরল পথে নিয়ে যাব, যা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। তা ভিন্ন বাকি সব পথ বাঁকা-তেড়া, যেগুলোতে চলে কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে না।

মূর্তিপূজা শয়তান পূজারই নামান্তর

৫২. মূর্তিপূজা হয়ে থাকে শয়তানের প্ররোচনায় এবং মূর্তিপূজা হতে দেখলে শয়তান ভীষণ খুশী হয়। এ হিসেবে মূর্তিপূজা করে যেন শয়তানেরই পূজা করা হয়। না-ফরমানকে পূজা করলে তা হয় দয়াময় আল্লাহ্‌র চরম অবাধ্যতা। عَصِيًّا শব্দটি দ্বারা সম্ভবত এ দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, শয়তানের প্রথম অবাধ্যতার প্রকাশ ঘটেছিল সেই সময়, যখন তোমাদের পিতা আদম (আ)-এর সম্মুখে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কাজেই রহমানকে ছেড়ে নিজেদের সেই পুরানো দুশমনকে মা'বূদ বানিয়ে নেওয়া আদম সন্তানের পক্ষে বড়ই লজ্জাকর– ডুবে মরার শামিল।

মূর্তিপূজার দরুন ইবরাহীম (আ)-এর পিতাকে সতর্কীকরণ

৫৩. অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্‌র অসীম দয়া তো চায় সমস্ত বান্দার প্রতিই অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হোক। কিন্তু তোমার দুষ্কর্মের কারণে ভয় হয় এমন সহনশীল ও দয়াময় আল্লাহ্‌র রাগ না এসে যায় এবং তোমার উপর কোন কঠিন বিপদ নিপতিত না করে বসেন, যাতে ফেঁসে তুমি চিরতরে শয়তানের সাথী হয়ে যাবে। অর্থাৎ না জানি কুফ্‌র ও শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে ভবিষ্যতে তাওবা ও ঈমানের তাওফীক লাভ না হয় এবং শয়তানের বন্ধু মহলে শামিল করে স্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হয়।

সাধারণত তাফসীরকারকগণ আয়াতের উপযুক্ত ব্যাখ্যাই দান করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, কুফরের পরিণামে কোন বিপদ না এসে বসে, আর তখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে শয়তান তথা প্রতিমাদের কাছে। অধিকাংশ লোক এরূপ সময়েই শিরকে লিপ্ত হয়।

(٤٦) قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۝

(٤٧) قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝

৪৬. সে বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার ঠাকুরদের থেকে বিমুখ ? তুমি যদি বিরত না হও, তবে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। তুমি আমার কাছ থেকে চিরতরে দূর হয়ে যাও।[৫৪]

৪৭. সে বলল, তোমার শান্তি হোক।[৫৫] আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল।[৫৬]

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিতার ধমক

৫৪. পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য শুনে বলল, মনে হচ্ছে, আমাদের উপাস্যদের প্রতি তোমার ভক্তি নেই। তুমি নিজের এ অভক্তি এবং ওয়ায-নসীহত রেখে দাও, নচেৎ তোমাকে অন্য কিছু শুনতে হবে, বরং আমার হাতে তোমাকে পাথর খেয়ে মরতে হবে। তুমি যদি নিজের ভাল চাও, তবে আমার কাছ থেকে জীবনের তরে দূর হয়ে যাও। আমি তোমার চেহারা দেখতে চাই না। আমি তোমার গায়ে হাত তুলব, তার আগেই তুমি কেটে পড়।

পিতাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিদায়ী সালাম

৫৫. এটা বিদায় বা ছাড়াছাড়ির সালাম, যেমন আমাদের কথাবার্তায় এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে যে, অমুক বিষয়টি যদি এমনই হয়, তবে আমার সালাম লও। অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ -

'তারা যখন আমার বাক্য শোনে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে, আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সংগ চাই না' (২৮ কাসাস ঃ ৫৫)।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, বুঝা গেল, দীনের কোন বিষয়ে যদি পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট হয় এবং ঘর থেকে বের করে দেয় এবং ছেলে পিতা-মাতাকে হাসিমুখে জবাব দিয়ে বের হয়ে যায়, তবে সে অবাধ্য বলে গণ্য হবে না।

৫৬. আশা করি নিজ করুণায় তিনি আমার পিতার গুনাহ্ মার্জনা করবেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ক্ষমা প্রার্থনার এ ওয়াদা করেছিলেন প্রথম দিকে। সে মতে তিনি ক্ষমা

(٤٨) وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ○

(٤٩) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ○

৪৮. আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা কর তাদেরকে। আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। আশা করি, আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করে বঞ্চিত হব না।[৫৭]

৪৯. অনন্তর যে যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করত তাদেরকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব আর তাদের উভয়কে করলাম নবী।[৫৮]

প্রার্থনা করতে থাকেন। অবশেষে যখন দেখলেন আল্লাহ্র মর্যী নেই, তখন ক্ষান্ত হলেন। সূরা তাওবায় مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ .... আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, সেখানে দ্রষ্টব্য।

ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের সংকল্প প্রকাশ

৫৭. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে আমার উপদেশে যখন কোন ফলোদয় হয় না; বরং উল্টো আমাকে শাসাচ্ছ, তখন আমি নিজেই আর তোমাদের বসতিতে থাকতে চাই না। আমি তোমাদেরকে ও তোমাদের অলীক মা'বূদদেরকে ছেড়ে দেশ ত্যাগ করে চলে যাব, যাতে একমনে শান্তিতে এক আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগী করতে পারি। আল্লাহ্র অশেষ রহমত ও দয়ায় আশা করি, আমিও তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করে বঞ্চিত ও ব্যর্থকাম হব না। মুসাফির ও অসহায় অবস্থায় যখন তাঁকে ডাকব, অবশ্যই সাড়া পাব। আমার আল্লাহ্ পাথরের মূর্তি নয় যে, যতই চিৎকার করে ডাক না কেন, শুনতেই পায় না।

৫৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র পথে হিজরত করলেন ও আপনজনদের কাছ থেকে দূরে চলে গেলেন। আল্লাহ্ তাঁকে আরও উৎকৃষ্ট আপনজন দান করলেন। যাতে বিদেশবাসের দুশ্চিন্তা কেটে যায় ও মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। এ স্থলে হযরত ইসমাইল (আ)-এর কথা উল্লেখ না করার কারণ এই হয়ে থাকবে যে, তিনি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। শৈশবেই তাঁকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া পরে স্বতন্ত্রভাবে তাঁর আলোচনা আসছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র আর হযরত ইয়াকূব (আ) ছিলেন ইসহাক (আ)-এর পুত্র। তাঁরই থেকে বনী ইসরাঈলের বংশধারা চালু হয়। এ বংশে অসংখ্য নবী-রাসূলের জন্ম হয়।

(৫০) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۚ

(৫১) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى ۚ اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۝

৫০. এবং তাদেরকে দান করি আপন অনুগ্রহ এবং তাদের করি উচ্চ সুখ্যাতি।[৫৯]
৫১. এবং কিতাবের মাঝে বর্ণনা কর মূসার কথা।[৬০] নিশ্চয়ই সে ছিল মনোনীত ও রাসূল নবী।[৬১]

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সার্বজনিক খ্যাতি ও সম্মান

৫৯. অর্থাৎ আমার বিশেষ রহমতের এক বিরাট অংশ তাকে দান করলাম এবং দুনিয়ায় তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করলাম। ছড়িয়ে দিলাম তার স্থায়ী সুখ্যাতি। সুতরাং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁর সম্মান ও সুখ্যাতি করে থাকে। উম্মতে মুহাম্মাদী তো সর্বদা তাদের সালাতেই পাঠ করে থাকে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

'হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। তুমি প্রশংসার্হ, সম্মানিত'। প্রকৃতপক্ষে এটা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আরই ফল।

তিনি দু'আ করেছিলেন, وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ 'এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত কর'। (২৬ : ৮৪)।

হযরত মূসা (আ) প্রসঙ্গ বর্ণনার তাৎপর্য

৬০. অর্থাৎ কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে তা মানুষের সামনে তুলে ধর। কেননা, তিনি ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশে বনী ইসরাঈলের একজন শীর্ষস্থানীয় নবী ও এ বংশের শ্রেষ্ঠ বিধানদাতা ছিলেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও ঈসা (আ)-এর বৃত্তান্ত দ্বারা যেমন বিশেষভাবে খৃস্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি নিরসন ও সংশোধন এবং ইবরাহীম (আ)-এর বৃত্তান্ত দ্বারা মক্কার মুশরিকদের সতর্কীকরণ উদ্দিষ্ট ছিল, তেমনি হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর বৃত্তান্ত দ্বারা সম্ভবত ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে বুঝানো উদ্দেশ্য যে, কুরআন কী উদারতার সাথে তাদের মহান পথ প্রদর্শকের সত্যিকারের কৃতিত্বসমূহ ও প্রকৃত গুণাবলী সর্বসমক্ষে তুলে ধরছে। ইয়াহূদীদেরও উচিত তাদের এ মহান নবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসমাঈলী নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর রিসালাত ও নবুওয়াতকে মুক্তমনে স্বীকার করে নেয়া। খুব সম্ভব এ কারণেই সামনে আলোচনার ধারা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নবী ও রাসূলের পার্থক্য

৬১. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যার প্রতি ওহী নাযিল হয় তিনি নবী। নবীবর্গের মধ্যে যারা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন তথা অবিশ্বাসীদের মুকাবিলায় স্বতন্ত্র উম্মতের

(৫২) وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا○

(৫৩) وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَاۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا○

৫২. এবং তাকে আহ্বান করলাম তূর পাহাড়ের ডানদিক হতে এবং তাকে নিকটে ডাকলাম গোপন রহস্য বলার জন্য।[৬২]

৫৩. এবং আমি আপন অনুগ্রহে তাঁকে দান করি তার ভাই হারূনকে নবী রূপে।[৬৩]

নিকট প্রেরিত হন বা নতুন কিতাব ও স্বতন্ত্র বিধি-বিধান (শরীআত) পেয়ে থাকেন তাকে রাসূল নবী বা নবী রাসূল বলা হয়। শরীআতের মাঝে শাখাগত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা, যেমন কোন 'আম' (সাধারণ) আইনকে 'খাস' (সুনির্দিষ্ট) করে দেওয়া বা নিঃশর্ত বিধানকে শর্তযুক্ত করে দেওয়া ইত্যাদি, কেবল রাসূলের জন্য সংরক্ষিত অধিকার নয়। এটা নবীগণও করতে পারেন। হ্যাঁ, কুরআন মাজীদে কোথাও কোথাও যে নবী ভিন্ন অন্যের জন্য রাসূল বা মুরসাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা এই পারিভাষিক অর্থে নয়। সেখানে অন্য কোন বিশেষত্বের কারণে কেবল শাব্দিক অর্থ বিবেচ্য হয়েছে।

তূর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে হযরত মূসার কথোপকথন প্রসঙ্গ

৬২. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যখন আগুনের চমক অনুভব করে তূর পাহাড়ের সেই পবিত্র ও বরকতময় পার্শ্বে পৌঁছে গেলেন, যা তার ডানে পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ডাক দিলেন এবং অন্তরঙ্গ আলাপের দ্বারা তাঁকে ধন্য করলেন। এর বিশদ বর্ণনা সূরা তাহায় আসবে।

কথিত আছে যে, হযরত মূসা (আ) তখন চতুর্দিক হতে, প্রতিটি লোমকূপ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনছিলেন, যা ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতিরেকে সরাসরি ব্যক্ত হচ্ছিল। রূহানীভাবে তখন তিনি এতটা নৈকট্য ও উচ্চতা লাভ করেছিলেন যে, তখন তিনি গায়েবী কলমের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন, যাদ্বারা তাওরাত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিল। এ স্থলে ওহীকে 'গোপন রহস্য' বলার কারণ এই যে, তখন তা শ্রবণে অন্য কোন মানুষ শরীক ছিল না। যদিও পরবর্তীতে অন্যদেরকেও অবহিত করা হয়। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

ভাইয়ের জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুপারিশ ঃ হারূন (আ)-এর নবুওয়াত

৬৩. অর্থাৎ হযরত হারূন (আ) মূসা (আ)-এর কাজে সহযোগী হলেন। হযরত মূসা (আ) নিজেই দরখাস্ত করেছিলেন-

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْ

'আমার ভাই হারূন আমার চাইতে বাগ্মী। অতএব, তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর। সে আমাকে সমর্থন করবে'। (কাসাস– ২৮ ঃ ৩৪)।

(৫৪) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۚ

৫৪. এবং বর্ণনা কর কিতাবে ইসমাঈলের কথা। সে ছিল ওয়াদায় সাচ্চা এবং রাসূল, নবী।[৬৪]

অন্যত্র, وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِى اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ 'আমার জন্য করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে, আমার ভাই হারূনকে। তার দ্বারা আমার শক্তি বৃদ্ধি কর ও তাকে আমার কাজে শরীক কর।' (তাহা– ২০ ঃ ২৯–৩১)।

আল্লাহ্ তা'আলা দরখাস্ত কবূল করেন এবং হারূন (আ)-কে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নবুওয়াত দান করেন। অবশ্য বয়সে হারূন (আ)-ই বড় ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, দুনিয়ায় কেউ তার ভাইয়ের জন্য এর চাইতে বড় কোন সুপারিশ করেন নি, যেমন হযরত মূসা (আ) করেছিলেন হারূন (আ)-এর জন্য।

ইসহাক (আ)-এর উপর ইসমাঈল (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অপূর্ব ওয়াদা রক্ষা

৬৪. এ আয়াত দ্বারা হযরত ইসহাক (আ)-এর উপর ইসমাঈল (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা, ইসহাক (আ)-কে কেবল 'নবী' বলা হয়েছে এবং ইসমাঈল (আ)-কে 'নবী-রাসূল' উভয়। মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে, اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى مِنْ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ اِسْمٰعِيْلَ 'আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমের সন্তানদের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন'। হযরত ইসমাইল (আ) ছিলেন আরব-হিজাযের পূর্বপুরুষ ও আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর ঊর্ধ্বতন পিতা। তিনি ইবরাহীমী শরীআতসহ জুরহুম গোত্রের নিকট প্রেরিত হন। তাঁর ওয়াদা রক্ষা ছিল সুবিদিত। আল্লাহ্ বা বান্দার সঙ্গে যে ওয়াদাই তিনি করতেন, পূর্ণ করে দেখাতেন। এক ব্যক্তির সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন 'তুমি না আসা পর্যন্ত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।' লোকটি দীর্ঘ এক বছর পর্যন্ত আসেনি, কিন্তু হযরত ইসমাঈল সেখানেই অপেক্ষারত থাকেন। হযরত নবী করীম (সা) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, নবুওয়াত লাভের আগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবিল হামসা তাঁকে বলেছিল, আপনি এখানে অপেক্ষ করুন আমি এখনই আসছি। তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন। সে ফিরে আসলে তিনি কেবল বলেন, তুমি আমাকে বড্ড কষ্ট দিলে! আমি ওয়াদামত এখানে তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছি।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ওয়াদা রক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায় সেই সময়, যখন তিনি তাঁর মহান পিতাকে বলেছিলেন, يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ 'সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন' (সূরা সাফ্ফাত– ৩৭ ঃ ১০২)। তিনি এ ওয়াদা রক্ষা করে দেখিয়েছিলেন।

(৫৫) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۖ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝

(৫৬) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝

(৫৭) وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝

৫৫. সে তার পরিবারবর্গকে আদেশ করত সালাত ও যাকাতের[৬৫] এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের কাছে সন্তোষভাজন।[৬৬]

৫৬. এবং কিতাবে বর্ণনা কর ইদরীসের কথা। সে ছিল সত্যবাদী নবী।[৬৭]

৫৭. এবং আমি তাকে উন্নীত করি এক উচ্চস্থানে।[৬৮]

পরিবারবর্গ হিদায়াত লাভের সর্বাধিক হকদার

৬৫. পরিবারের লোক বেশী কাছের হওয়ার কারণে তারাই হিদায়াতের সর্বাধিক হকদার। তারপর পর্যায়ক্রমে এ কাজ সম্প্রসারিত হয়। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচলিত থাক (সূরা তাহা– ২০ ঃ ১৩২)।

আরও ইরশাদ হয়েছে- يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا- 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর জাহান্নাম হতে' (সূরা তাহরীম– ৬৬ ঃ ৬)।

খোদ নবী কারীম (সা)-কেও এ রকমই নির্দেশ দেওয়া হয়– وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ 'তুমি তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও' (সূরা শু'আরা ২৬ ঃ ২১৪)।

কেউ বলেন, এখানে 'আহ্‌ল (পরিবারবর্গ) বলতে সমগ্র সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর 'মাসহাফ' (কুরআন সংকলনের কপি) এ 'আহ্‌লাহু'-এর স্থলে 'কাওমাহু' ছিল।

৬৬. অর্থাৎ তিনি অন্যকে পথ প্রদর্শন করতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নিজের কথাবার্তা ও কাজকর্মেও ছিলেন সন্তোষজনক ও নন্দিত চরিত্র।

হযরত ইদরীস (আ) ও বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর অবদান

৬৭. বিশুদ্ধ মতে, হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তীকালে। কথিত আছে, দুনিয়ায় জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা, কলম দিয়ে লেখা, কাপড় বোনা, মাপ-তোলের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ইত্যাদির সূচনা করেন হযরত ইদরীস (আ)। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। মি'রাজ রজনীতে তাঁর সঙ্গে চতুর্থ আসমানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়।

হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর উচ্চাসনে আরোহণের অর্থ

৬৮. নৈকট্য ও তত্ত্বজ্ঞানের সমুচ্চ মর্যাদায় তাঁকে উন্নীত করি। কেউ বলেন, হযরত মাসীহ (আ)-এর মত তাঁকেও জীবিতাবস্থায় আসমানে তুলে নেওয়া হয় এবং এখনও

(৫৮) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩

৫৮. এরাই তারা, নবীগণের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন আদমের সন্তানদের এবং সেই সমস্ত লোকের মধ্যে যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরদের[৬৯] মধ্যে আর সেই সমস্ত লোকের মধ্যে, যাদেরকে আমি হিদায়াত করি ও মনোনীত করি।[৭০] যখন তাদেরকে শোনানো হয় রহমানের আয়াত তখন তারা সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে ও ক্রন্দন করে।[৭১]

পর্যন্ত তিনি জীবিত আছেন। কারও মতে, আসমানে তুলে নেওয়ার পর তাঁর রূহ কব্য করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ তাঁর সম্পর্কে নানা রকম ইসরাঈলী রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। ইব্ন কাছীর (র) এগুলোর সমালোচনা পর্যালোচনা করেছেন।

৬৯. অর্থাৎ সূরার শুরু হতে এ পর্যন্ত যত নবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাঁদের মত লোকদের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। এঁরা সবাই আদম (আ)-এর বংশধর এবং হযরত ইদরীস (আ) ছাড়া বাকী সবাই সেই সব লোকেরও বংশধর, যাদেরকে আমি নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও বংশধর, যেমন ইসহাক (আ), ইয়াকূব (আ) ও ইসমাঈল (আ)। আবার কতক হযরত ইসরাঈল (ইয়াকূব)-এরও বংশধর। যেমন– মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)।

৭০. অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য বাছাই করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে সিজদা ও তার তাৎপর্য

৭১. অর্থাৎ এতটা উচ্চ মর্যাদা লাভ ও উন্নতির চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে বন্দেগী ও দাসত্বের শানও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্র কালাম শুনে এবং তার বিষয়বস্তুতে অভিভূত হয়ে তাঁরা অত্যন্ত বিনয়-নম্রতার সঙ্গে সিজ্দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাঁর স্মরণে তাঁদের অশ্রু-বিগলিত হয়। এজন্যই উলামায়ে কিরামের সর্ববাদীসম্মত রায় এই যে, আলোচ্য আয়াতে সিজ্দা করতে হবে, যাতে করে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত সে বান্দাদের কর্মধারা স্মরণ করে তাঁদের সঙ্গে এক প্রকারের সাদৃশ্য স্থাপিত হয়ে যায়।

বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) সূরা মারয়াম তিলাওয়াত করে সিজ্দা করলেন, তারপর বললেন, هذا السجود فاين البكى এতো সিজ্দা হল, তা ক্রন্দন কোথায়?

কতক তাফসীরকারক اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ দ্বারা বিশেষভাবে সিজ্দার আয়াত এবং سُجَّدًا দ্বারা তিলাওয়াতের সিজ্দা বুঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। হাদীসে আছে যে, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত কর ও কাঁদ। যদি কান্না না আসে তবে অন্ততঃপক্ষে কান্নার ভান কর।

(٥٩) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

(٦٠) اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ

৫৯. এরপর তাদের স্থানে আসল অপদার্থ উত্তরসূরীরা, যারা নষ্ট করল সালাত এবং অনুবর্তী হল আনন্দ-স্ফূর্তির। সুতরাং অচিরেই তারা প্রত্যক্ষ করবে পথভ্রষ্টতার ফল।[৭২]

৬০. তবে যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে এবং তাদের অধিকার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হবে না।[৭৩]

অপদার্থ উত্তরসূরীদের অবস্থা ও তাদের পরিণাম

৭২. এতক্ষণ মহান পূর্বসূরীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছিল। এবার উত্তরসূরীদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি ও কু-প্রবৃত্তির পেছনে পড়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী থেকে গাফিল হয়ে গেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত নষ্ট করে ফেলেছে। কেউ তো সালাত যে ফরয তাও অস্বীকার করেছে। কেউ স্বীকার করেছে বটে, কিন্ত তা আদায় করেনি। কেউ আদায়ও করেছে। কিন্তু জামাআত, ওয়াক্ত ইত্যাদি শর্তাবলী ও অপরাপর নিয়মের প্রতি যত্নবান না থেকে। এদের প্রত্যেকেই পর্যায়ানুপাতে নিজ নিজ পথভ্রষ্টতা দেখতে পাবে যে, এগুলো কিরূপ ক্ষতি দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং কিরূপ নিকৃষ্ট শাস্তিতে আক্রান্ত করে দেয়। এমনকি এদের মধ্যে কতককে তো সেই হীনতর গহ্বরে নিক্ষিপ্ত করবে যার নামই হচ্ছে 'গাঈ' (পথভ্রষ্টতা)।

তাওবাকারীদের জন্যে আশ্বাসবাণী

৭৩. অর্থাৎ এরূপ পাপীদের জন্যও তাওবার দুয়ার বন্ধ নয়। যে কোনও গুনাহ্গার খাঁটি মনে তাওবা করে ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করলে এবং নিজের চাল-চলন সব কিছু বিশুদ্ধ রাখতে যত্নবান থাকলে তার জন্য জান্নাতের দুয়ার অবারিত। তাওবার পর যে সব সৎকাজ করলে সাবেক গুনাহের কারণে তার সওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না এবং তার কোন রকমের অধিকার খর্ব করা হবে না।

হাদীসে আছে, اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّاذَنْبَ لَهٗ 'গুনাহ হতে তাওবাকারী হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গুনাহ্ নেই। হে আল্লাহ্! আমাদের তাওবা কবূল কর। তুমি তাওবা কবূলকারী পরম দয়ালু।

(٦١) جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ○
(٦٢) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا سَلٰمًا ؕ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ○
(٦٣) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ○

৬১. বসবাসের উদ্যানে, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ্ অদৃশ্যভাবে তার বান্দাদের দিয়েছেন, নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতিতে পৌঁছতে হবে।[৭৪]
৬২. সেখানে তারা সালাম ব্যতীত শুনবে না নিরর্থক কথা[৭৫] এবং তাদের জন্য সেখানে রয়েছে রিয্ক সকাল-সন্ধ্যা।[৭৬]
৬৩. এটা সেই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী হবে তাদেরকে।[৭৭]

---

৭৪. এ সব বান্দা যখন নবীদের কথায় অদেখা জিনিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল, না দেখে আল্লাহ্র ইবাদত করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাদের সঙ্গে জান্নাতের অদৃশ্য নিআমতের ওয়াদা করলেন। তাঁর সে ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হবে। কেননা, আল্লাহ্র ওয়াদা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অটল হয়ে থাকে।

৭৫. অর্থাৎ জান্নাতে অহেতুক কথাবার্তা ও বাজে হৈ-হুল্লোড় থাকবে না। কেবল ফেরেশতা ও মু'মিনদের পক্ষ হতে 'সালামুন 'আলায়কা'-এর ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকবে।

জান্নাতের সকাল-সন্ধ্যা ও আহার্য

৭৬. এস্থলে সকাল-সন্ধ্যা বলতে জান্নাতের সকাল-সন্ধ্যা বুঝানো হয়েছে। সেখানে দুনিয়ার মত সূর্যের উদয়-অস্ত থাকবে না, যাদ্বারা রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা নির্ণীত হবে; বরং বিশেষ রকমের নূর ও জ্যোতির প্রতিভাস ও প্রতিসরণ হবে, যাদ্বারা সকাল-সন্ধ্যার সীমা নির্ধারণ করা হবে। অভ্যাস ও নিয়মানুসারে সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাতের রিয্ক পৌঁছে যাবে। এক মিনিটের জন্যও ক্ষুৎ-কষ্ট সহ্য করতে হবে না। যে রিয্ক কী হবে ? আল্লাহ্ তা'আলাই তার রকম-সকম জানেন। হাদীছে আছে, يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا 'তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করবে'। এ যেন দৈহিক আহার্যের সঙ্গে আত্মিক আহার্যেরও ব্যবস্থা আর কী!

জান্নাতকে মৌরসী স্বত্ব বলা হলো কেন ?

৭৭. জান্নাতকে উত্তরাধিকার বা মৌরসী স্বত্ব বলা হয়েছে এই অর্থে যে, এটা আদম (আ)-এর মীরাছ। সর্বপ্রথম জান্নাত তিনিই লাভ করেছিলেন। কিংবা উত্তরাধিকার বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, স্বত্বাধিকার লাভের যত উপায় আছে তন্মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় হচ্ছে উত্তরাধিকারের পন্থা। কেননা, মৌরসী স্বত্ব কখনও বাতিল হয় না, ফেরত দেওয়া যায় না এবং কোনও ক্রমে এটা বিচ্ছিন্ন করারও অবকাশ থাকে না।

(٦٤) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

৬৪. আর আমরা অবতরণ করি না তোমার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া। যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পেছনে আছে এবং যা আছে এর মাঝখানে সব তাঁরই। তোমার প্রতিপালক বিস্মরণশীল নন।৭৮

ফেরেশতাদের আগমন-নির্গমন সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র আজ্ঞাধীন

৭৮. একবার একাদিক্রমে কয়েকদিন জিবরাঈলের আগমন বন্ধ থাকে। এ কারণে প্রিয়নবী (সা) চিন্তিত ছিলেন। কাফিররা মন্তব্য করা শুরু করে দিল, মুহাম্মাদকে তার আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে ত্যাগ করেছেন। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনোবেদনা আরও বেড়ে যায়। পরিশেষে জিবরাঈল যখন আসলেন, প্রিয়নবী তাঁর এতদিন না আসার হেতু জিজ্ঞেস করলেন। এক হাদীসে আছে, প্রিয়নবী (সা) বলছিলেন, ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا 'আপনি যেমন আসেন তার চেয়ে বেশী আসতে আপনার কী অসুবিধা ?

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন, তুমি উত্তরে বল— وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ। 'এটা আল্লাহ্‌র বাণী জিবরাঈলের যবানীতে, যেমন আমাদের যবানীতে আল্লাহ্‌র বাণী হচ্ছে ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

উত্তরের সারমর্ম এই যে, আমরা আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ বান্দা। তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা একটি পালকও নাড়াতে পারি না। আমাদের উঠা-নামা সব তাঁর আদেশ ও অনুমতির অধীন। তিনি তার অপার প্রজ্ঞানুযায়ী যখন সমীচীন মনে করেন আমাদেরকে নীচে নেমে আসতে আদেশ করেন। কেননা (অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত) সমস্ত কাল ও (আসমান-যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী) সমস্ত স্থানের সম্যক জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে। তিনিই সমস্ত কিছুর মালিক ও ধারক। তিনিই জানেন নবীর কাছে কখন ফেরেশতা পাঠাতে হবে। সর্বনিকটতম ফেরেশতা ও সর্বাধিক সম্মানিত নবীরও এ ইখতিয়ার নেই যে, যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাবেন বা কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনবেন। আল্লাহ্‌র সব কাজই সময়ানুগ ও স্থানোপযোগী। তার দরবারে ভুল-ত্রুটি ও অবহেলা-ঔদাসীন্যের কোন ঠাঁই নেই। মোদ্দাকথা, জিবরাঈলের ঘনঘন বা বিলম্বে আসার বিষয়টিও আল্লাহ্‌র হিকমত ও ইচ্ছার অধীন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য (১) ঃ আমাদের 'সম্মুখ ও পশ্চাত' বলে আসমান ও যমীনকে বুঝানো হয়েছে। অবতরণকালে যমীন সম্মুখে আসমান পশ্চাতে এবং উর্ধ্বারোহণকালে আসমান সামনে ও যমীন পেছনে থাকে। সম্মুখ পশ্চাত দ্বারা যদি কালানুক্রমিক সম্মুখ-পশ্চাত বুঝান হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যত সম্মুখে ও অতীত পশ্চাতে এবং বর্তমান হবে মাঝখানে।

(٦٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ۭ
هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

(٦٦) وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا ۝

৬৫. তিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলীর, পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর। সুতরাং তুমি তাঁরই বন্দেগী করো এবং অবিচল থাক তাঁর বন্দেগীতে।[৭৯] তুমি কি তার সমনামের কাউকে জান।[৮০]

৬৬. মানুষ বলে, আমার যখন মৃত্যু হবে তারপরে কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব ?[৮১]

বিশেষ জ্ঞাতব্য (২) ঃ পূর্বে বলা হয়েছিল, জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে মুত্তাকীগণ (যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে)। এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, ভয় করার উপযুক্ত তো কেবল সেই সত্তাই হতে পারেন সমস্ত স্থান ও কাল যার মুঠোর ভেতর। যার আদেশ ও অনুমতি ছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা পর্যন্ত একটি পালক নাড়াতে পারেন না। মানুষ যদি জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করতে চায়, তবে তার উচিত ফেরেশতাদের মত আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ হয়ে যাওয়া। আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেই আল্লাহ্ তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে দুনিয়াতে ভুলেন না, তিনি তাদেরকে আখিরাতেও ভুলবেন না। তাদেরকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে তবেই ছাড়বেন। তবে প্রত্যেক জিনিসের একটা সময় আছে। জান্নাতে প্রত্যেকের গমনও হবে স্ব-স্ব সময়ে। দুনিয়ায় নবীদের কাছে ফেরেশতাদের আসা-যাওয়া যেমন আল্লাহ্‌র আদেশের নির্ধারিত সময়ে হয়ে থাকে, তদ্রূপ জান্নাতে জান্নাতবাসীদের দৈহিক ও আত্মিক খাদ্যও সকাল-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছানো হবে।

৭৯. অর্থাৎ কারও উচ্চবাচ্যের পরওয়া করে না। নিজের মনকে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগীর মাঝে নিবিষ্ট করে রাখ, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক এবং অনুপম গুণাবলীর অধিকারী।

৮০. আল্লাহ্‌র নাম হচ্ছে তাঁর গুণাবলী। আছে কি কেউ তাঁর সমগুণের ? তাঁর তুল্য গুণ কার মাঝে আছে ? কেউ যখন নেই, তখন ইবাদত বন্দেগীর উপযুক্ত আর কে হতে পারে ?

পুনরুত্থান সংক্রান্ত সন্দেহ ও তার নিরসন

৮১. পূর্বের রুকূতে পাপ-পুণ্যের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছিল, যা মৃত্যুর পর সাধিত হবে। যারা মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব মনে করে এ রুকূতে তাদের সংশয় নিরসন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মানুষ বিস্ময় প্রকাশ ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলে, মরে গলে যখন আমাদের অস্থিরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা মাটিতে মিশে মাটিতে পরিণত হবে, তার পরেও কি আমাদেরকে জীবিত করে কবর হতে বের করা হবে ? আবারও কি আমাদেরকে নাস্তির আবরণমুক্ত করে অস্তিমানতায় উদ্ভাসিত করা হবে ?

(٦٧) اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْـًٔا ۝

(٦٨) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

(٦٩) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۝

(٧٠) ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۝

৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি ইতোপূর্বে তাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ সে ছিল না কিছুই ?[৮২]

৬৮. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে ও শয়তানদেরকে[৮৩] সমবেত করব এরপর তাদেরকে জাহান্নামের পার্শ্বে উপস্থিত করব নতজানু অবস্থায়।[৮৪]

৬৯. তারপর আমি প্রত্যেক দল হতে তাদেরকে পৃথক করব, যারা রহমানের ঘোর অবাধ্য।

৭০. এরপর আমি তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য।[৮৫]

---

৮২. অর্থাৎ মানুষ হয়ে এরূপ মোটা কথাও বুঝতে পারছ না ? ক'দিন আগেও তো তুমি কিছুই ছিলে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনলেন। তা যেই সত্তা অবস্তুকে বস্তু ও 'নাস্তি'কে অস্তিমান করতে পারেন, তিনি কি একটি জিনিসকে ধ্বংস করে পুনর্বার জীবন দান করতে সক্ষম নন ? মানুষের তার নিজের প্রথম অস্তিত্বের অবস্থা মনে নেই, যে কারণে সে দ্বিতীয় অস্তিত্ব নিয়ে ঠাট্টা করছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَاَهْوَنُ عَلَيْهِ

'তিনিই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি তাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার আর এটা তার জন্য অতি সহজ' (সূরা রূম ৩০ ঃ ২৭)।

৮৩. অর্থাৎ এই অবিশ্বাসীদেরকে সেই সমস্ত শয়তানের সঙ্গে একত্রে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হবে। যারা প্ররোচনা দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করত। প্রত্যেক অপরাধীর শয়তানকে তার সঙ্গে বন্দী অবস্থায় হাযির করা হবে।

৮৪. অর্থাৎ ভয়ের আতিশয্যে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যাবে আবার নিশ্চিন্তে বসতেও পারবে না। একেই বলা হয়েছে নতজানু অবস্থা।

৮৫. অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের প্রতিটি দলের মধ্যে যারা অধিকতর দুষ্ট, অবাধ্য ও উদ্ধত ছিল তাদেরকে অপরাপর অপরাধীদের থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে। তারপর তাদের মধ্যেও যারা বেশী শাস্তিযোগ্য ও জাহান্নামের উপযুক্ত, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহ্ অবগত। তাদেরকে অন্যান্য অপরাধীদের আগে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

(٧١) وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝
(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝
(٧٣) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اٰمَنُوٓا ۙ أَيُّ
الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা তোমার প্রতিপালকের উপর স্থিরীকৃত অনিবার্য প্রতিশ্রুতি।
৭২. এরপর যারা ভয় করে চলে আমি তাদের রক্ষা করব এবং অপরাধীদেরকে তার মাঝে ফেলে রাখব অধোমুখে পতিত অবস্থায়।[৮৬]
৭৩. যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন কাফিরগণ মু'মিনদেরকে বলে উভয় দলের মধ্যে কোন্ দল মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও কার মজলিস উৎকৃষ্ট?[৮৭]

'জাহান্নামে সকলকেই উপনীত হতে হবে'-এ কথার ব্যাখ্যা

৮৬. অর্থাৎ প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপী, অপরাধী ও নিরপরাধ এবং মু'মিন ও কাফিরের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করেছেন ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, তাকে অবশ্যই জাহান্নামে পৌঁছতে হবে। কেননা, জান্নাতে যাওয়ার পথ জাহান্নামের উপর দিয়েই গিয়েছে। যাতে সাধারণ পরিভাষায় পুলসিরাত বলা হয়ে থাকে। এ পুলসিরাতে সকলকেই পা রাখতে হবে। আল্লাহ্ভীরু মু'মিনগণ স্ব-স্ব অবস্থা অনুযায়ী সেখান দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে যাবেন আর পাপিষ্ঠগণ তাতে বিদীর্ণ হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে (আল্লাহ্ পানাহ)। তারপর কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্ব-স্ব আমল অনুসারে এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম, ফেরেশতাকুল ও পুণ্যবানদের সুপারিশক্রমে এবং সবশেষে পরম করুণাময়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে সেই সমস্ত গুনাহ্গার জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, যারা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে কালিমা পড়েছিল। বাকি থাকবে শুধু কাফিরগণ। তাদেরকে ভিতরে রেখে জাহান্নামের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কোনও কোনও রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, জাহান্নামের আগুনে প্রত্যেককেই প্রবেশ করানো হবে, কিন্তু পুণ্যবানদের জন্য সে আগুন শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাবে। তাঁরা নির্বিকারে তা থেকে বের হয়ে যাবেন। সঠিক অবস্থা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ প্রবেশের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি যাদের চোখে

৮৭. কুরআনের যে সমস্ত আয়াতে কাফিরদের অশুভ পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো শুনে কাফিররা উপহাস করত এবং দরিদ্র নিরীহ মুসলিমদেরকে ঠাট্টা করে

(٧٤) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ○

(٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا
يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ
اَضْعَفُ جُنْدًا ○

৭৪. তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের চাইতে সাজ-সরঞ্জাম ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল।[৮৮]
৭৫. বলে দাও, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দিতে থাকেন।[৮৯] পরিশেষে তারা যখন প্রত্যক্ষ করবে সেই জিনিস, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কার দল দুর্বল।[৯০]

বলত, তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আখিরাতে যা কিছু ঘটবে, তাতো আমাদের উভয় শ্রেণীর বর্তমান অবস্থা ও পার্থিব অবস্থানের সঙ্গে খাপ খায় না। আজ আমাদের ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র ও জীবনযাত্রার মান তোমাদের চেয়ে উন্নত নয় কি ? আমাদের মজলিস ও সোসাইটি কি তোমাদের সোসাইটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নয়? তোমাদের দৃষ্টিতে এই আমরা যারা ভ্রান্ত পথের অনুসারী, তারা নিঃসন্দেহে তোমাদের সত্যপন্থীদের চাইতে অনেক বেশী সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী এবং ধনে-জনে তোমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী। আজ যারা আমাদের ভয়ে ভীত অবস্থায় সাফা পাহাড়ে নজরবন্দী হয়ে আছে, কী করে ধারণা করা যায় যে, তারাই আগামীকাল টেক্কা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে ? আর আমরা জাহান্নামে পড়ে পুড়তে থাকব ?

পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য পারলৌকিক মুক্তির প্রমাণবহ নয়

৮৮. এটা তাদের কথার উত্তর যে, পূর্বে এমন বহু সম্প্রদায় চলে গেছে যাদের পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ও জাঁকজমক তোমাদের চেয়েও অনেক বেশী ছিল, কিন্তু তারা যখন নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য দেখাল এবং অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত করল তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে তাদের মূলোচ্ছেদ করলেন যে, পৃথিবীর মানচিত্রে আজ তাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার নশ্বর টিপটপ ও দু'দিনের চাকচিক্যে প্রতারিত না হওয়া। সাধারণত অহংকারী বিত্তবানরাই সত্য প্রত্যাখ্যান করে ধ্বংসের শিকার হয়। ধন-জন ও পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহ্র কাছে সমাদৃতি ও শুভ পরিণামের প্রমাণ নয়।

দুনিয়ায় পাপাচার ও পুণ্যকর্মের স্বাধীনতা

৮৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছে তাকে তাতেই থাকতে দিন। কেননা, দুনিয়া পরীক্ষাস্থল। এখানে প্রত্যেককে কর্মের সীমিত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

(৭৬) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۭ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝

(৭৭) اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ۝

৭৬. যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহ্ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন।[৯১] এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে উৎকৃষ্ট।[৯২]

৭৭. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমি তো অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি লাভ করব।[৯৩]

আল্লাহ্ তা'আলার নীতি ও হিকমতের চাহিদা এটাই যে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করবে পাপ-পুণ্য সম্পর্কে অবহিত করার পর তাকে সে পথেই চলার জন্য সীমিত স্বাধীনতার সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হবে। এ কারণেই যে ব্যক্তি মন্দ পথ অবলম্বন করে তার পক্ষে পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু ইত্যাদিকে সর্বনাশের পূর্বাভাস মনে করতে হবে। এখানে পাপী ও পুণ্যবানরা মিলে-মিশে আছে। আখিরাতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যাবে। প্রকৃত শুভাশুভ সেখানেই অর্জিত হবে।

৯০. কাফিররা মুসলিমদেরকে হীন ও দুর্বল এবং নিজেদেরকে মর্যাদাবান ও শক্তিশালী মনে করে। নিজেদের বিলাসবহুল ঘর-বাড়ি বিশাল সেনাবাহিনী ও বিপুল জনবল নিয়ে তারা দর্প করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এখনও পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। যখন টুঁটি চেপে ধরবেন, তা পার্থিব শাস্তির আকারেই হোক বা কিয়ামত পরবর্তী আযাব দ্বারাই হোক, তখন টের পাবে কার বাসস্থান মন্দ ও বাহিনী দুর্বল। সে ক্ষেত্রে তোমাদের সাজ-সরঞ্জাম ও সেনাবাহিনী কোন কাজে আসবে না।

৯১. আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্টদেরকে যেমন তাদের পথভ্রষ্টতার মাঝে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়। পক্ষান্তরে যারা বুঝে-শুনে হিদায়াতের পথ অবলম্বন করে তাদের বুঝ-বুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি আরও শাণিত করে দেওয়া হয় যা দ্বারা তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে অবাধে অনায়াসে চলতে থাকে।

৯২. দুনিয়ার চাকচিক্য আল্লাহ্‌র কাছে কোন কাজে আসবে না। বাকি থাকবে শুধু নেকীসমূহ, দুনিয়া নয়। আখিরাতে প্রতিটি নেকীর উৎকৃষ্ট প্রতিদান ও উত্তম পরিণাম পাওয়া যাবে।

আখিরাতে কাফিরদের কোন ধন-সম্পদ থাকবে না

৯৩. অর্থাৎ কুফ্র সত্ত্বেও প্রিয়নবী (সা) এক বিত্তবান কাফিরের এই স্পর্ধা দেখতে পান যে, সে এক দরিদ্র মুসলিম কর্মকারকে বলছিল, তুমি ইসলাম ত্যাগ করে আমাদের ধর্মে ফিরে আস, তাহলে আমি তোমার মজুরী পরিশোধ করব। সে মুসলিম ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন, তুমি যদি মরে গিয়ে আবার জীবিত হও, তবু আমি ইসলাম ত্যাগ করব

(৭৮) اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۙ

(৭৯) كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۙ

(৮০) وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا

(৮১) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۙ

(৮২) كَلَّا ؕ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

৭৮. সে কি অদৃশ্যলোক উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, নাকি দয়াময়ের নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে।[৯৪]
৭৯. কখনও নয়। সে যা বলে তা আমি লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব।[৯৫]
৮০. সে যা বলছে তা তার মৃত্যুর পর আমিই নিয়ে নেব। ফলে সে আমার কাছে আসবে একাকী।[৯৬]
৮১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়।
৮২. কখনও নয়।[৯৭] তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং হয়ে যাবে তাদের প্রতিপক্ষ।[৯৮]

না। সে বলল, মরার পর যদি পুনরায় জীবিত হইই, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি সেখানেও পাব। তোমাকে সেখানেই মজুরী দেব। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সেখানে সম্পদ লাভ হয় ঈমান দ্বারা। কাফির যদি চায় এখানকার অর্থ-সম্পদ ওখানেও পাবে বা কুফ্র সত্ত্বেও পরকালেও সে নিআমত ও সুখ-শান্তি লাভ করবে, তো সে চাইতে পারে, কিন্তু এটা কখনও হওয়ার নয়।

৯৪. অর্থাৎ এমন প্রত্যয় ও নিশ্চয়তার সঙ্গে যে দাবী করছে, তা সে কি অদৃশ্যের সংবাদ পেয়ে গেছে, নাকি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন ওয়াদা নিয়ে রেখেছে? বলাই বাহুল্য যে, এ দুটোর কোনটিই হয়নি। এক পুঁতিগন্ধময় কাফিরের কী সাধ্য যে, সে এ রকমের অদৃশ্য বিষয়াবলী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে? বাকি থাকল আল্লাহ্র ওয়াদা। তো তাঁর ওয়াদা হতে পারে সেই সব লোকের সঙ্গে, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও সৎকর্মের আমানত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জমা রেখেছে।

৯৫. অর্থাৎ তার এ উক্তিও রেকর্ডভুক্ত করা হবে এবং মাল ও আওলাদের স্থলে তার শাস্তিই বৃদ্ধি করা হবে।

৯৬. 'যা বলছে' দ্বারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সে কাফিরের দুই ছেলেই ইসলাম গ্রহণ করে (মুযিহুল-কুরআন) কিংবা এর অর্থ এই যে, এ সব জিনিস তার থেকে পৃথক করে ফেলা হবে। ফলে কিয়ামতে সে একাকী উপস্থিত হবে, না অর্থ-সম্পদ কোন কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি সঙ্গী হবে।

(٨٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ۙ

(٨٤) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۚ

(٨٥) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۙ

(٨٦) وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۘ

৮৩. তুমি কি দেখনি আমি অবিশ্বাসীদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি? তারা তাদেরকে বাহবা দিয়ে মাতিয়ে তোলে।
৮৪. সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমি তো তাদের হিসাব পূরণ করছি মাত্র।[৯৯]
৮৫. যেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে রহমানের নিকট অতিথিরূপে সমবেত করব।
৮৬. এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।[১০০]

---

৯৭. অর্থাৎ তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও বেশী আশাবাদী তাদের অলীক দেব-দেবীর কাছে। মনে করে, তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে তাদের জন্য উচ্চতর মর্যাদা আদায় করে আনবে। অথচ এটা হওয়ার নয় কস্মিনকালেও। এ কেবল আকাশ-কুসুম কল্পনা, যা তারা তাদের মন-মগজে বুনে যাচ্ছে।

৯৮. অর্থাৎ দেব-দেবীরা তাদের সাহায্য করবে কি, উল্টো তারা তাদের উপাসনার প্রতিই নিজেদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান বৃদ্ধির স্থলে অতিরিক্ত লাঞ্ছনার কারণ বনে যাবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ

'যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন সেগুলি (দেবতাগুলো) হবে তাদের শত্রু এবং সেগুলি তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।' (সূরা আহ্কাফ ৪৬ : ৬)

শয়তান কাফিরদেরকে বাহবা দেয় আর আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দেন

৯৯. অর্থাৎ শয়তান সে হতভাগাদেরই পথভ্রষ্টতা বাড়িয়ে দেয় এবং তাদেরকে আংগুলের ইশারায় নাচায়, যারা নিজেরাই কুফ্র ও অবিশ্বাসকে নিজেদের স্বভাব বানিয়ে নিয়েছে। এ হতভাগারা যদি শয়তানের বাহবা ও ধোঁকায় পড়ে পথভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তা হতে দিন। আপনি তাদের শাস্তিদানের জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রশি ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের জীবনের গণা-গুণতি দিনগুলো পূর্ণ হয়ে যায়। তাদের এক একটি নিঃশ্বাস এক একটি মুহূর্ত ও এক একটি কর্ম আমার এখানে গণনা করে রাখা হচ্ছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন কাজও আমার জ্ঞানের আওতা ও আমলনামার বাইরে থাকতে পারে না। জীবনভর যা কিছু করেছে তা এক একটি করে তাদের সামনে রেখে দেওয়া হবে।

১০০. পিপাসার্ত গবাদি পশু যেমন পানির দিকে ধাবিত হয়, অনুরূপভাবে অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

(৮৭) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۝
(৮৮) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۝
(৮৯) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝
(৯০) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝
(৯১) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ۝

৮৭. কেউ সুপারিশ করার অধিকার রাখে না, কেবল সেই ব্যতিক্রম, যে দয়াময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছে।[১০১]
৮৮. তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।[১০২]
৮৯. নিশ্চয়ই তোমরা এক গুরুতর ব্যাপারের অবতারণা করেছ।
৯০. এর দরুন এখনই আসমান ফেটে পড়তে পারে, যমীন হয়ে যেতে পারে খণ্ড-বিখণ্ড এবং পাহাড় ধসে পড়তে পারে—
৯১. এ কারণে যে, তারা দয়াময়ের নামে সন্তান আরোপ করে।[১০৩]

সুপারিশ প্রসঙ্গ

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সুপারিশের ওয়াদা দিয়েছেন, যেমন ফেরেশতা, নবী-রাসূল ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ, তাঁরাই তাদের মর্যাদা অনুপাতে সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও মুখ খোলার সাধ্য হবে না। সুপারিশও কেবল তাদেরই জন্য করতে পারবেন যাদের জন্য সুপারিশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কাফিরদের পক্ষে কোন সুপারিশ হবে না।

আল্লাহ্র প্রতি সন্তান আরোপের জঘন্যতা

১০২. অনেকে তো গায়রুল্লাহ্কে কেবল মা'বূদ সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু এক দল এমনও আছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান-সন্ততি সাব্যস্ত করেছেন। যেমন খৃস্টান সম্প্রদায় মাসীহকে এবং কতক ইয়াহূদী হযরত উযায়রকে আল্লাহ্র পুত্র বলে থাকে। আরব মুশরিকদের অনেকে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা সন্তান মনে করত (নাউযুবিল্লাহ্)।

১০৩. অর্থাৎ এমনই গুরুতর কথা, এমনই জঘন্য বেআদবীমূলক উক্তি তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে যে, তা শুনে যদি আসমান-যমীন ও পাহাড় পর্বত ভয়ে ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তবে তা বিচিত্র বা অসম্ভব কিছু নয়। এ বেআদবীর কারণে যদি আল্লাহ্র গযব গর্জে ওঠে, তো বিশ্বজগত ওলট-পালট হয়ে যাবে, আসমান-যমীন নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। কেবল তাঁর অসীম সহনশীলতাই বাধ সাধছে। এরই কারণে তিনি এমন বাজে কথার পরও দুনিয়াটাকে মুহূর্তে বিনাশ করতে দিচ্ছেন না। যেই মহান পবিত্র আল্লাহ্র

(৯২) وَمَا يَنۢبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ؕ

(৯৩) اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ؕ

(৯৪) لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ؕ

(৯৫) وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ؕ

(৯৬) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ؕ

৯২. দয়াময়ের পক্ষে সন্তান গ্রহণ শোভা পায় না।[১০৪]

৯৩. আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের বান্দারূপে উপস্থিত না হবে।[১০৫]

৯৪. তাঁর কাছে তাদের হিসাব রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন।

৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকেই তার নিকট উপস্থিত হবে একাকী।[১০৬]

৯৬. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে দয়াময় তাদেরকে দেবেন ভালবাসা।[১০৭]

একত্ব সম্পর্কে আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত তথা ঊর্ধ্ব ও অধঃজগতের প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দেয় তাঁরই সম্পর্কে মানুষের কী দুঃসাহস যে, সে তাঁর জন্য সন্তানের মুখাপেক্ষিতা সাব্যস্ত করে। (নাঊযুবিল্লাহ্)

১০৪. তিনি কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করবেন এটা তাঁর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এবং সর্বাত্মক অনপেক্ষতার শান-বিরোধী। যেই প্রায়শ্চিত্তের আকীদার কারণে খৃস্টান জগত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান আরোপ করছে, আল্লাহ্ তা'আলাকে রহমান তথা পরম দয়ালু বলে স্বীকার করলে তার আর কোন প্রয়োজন বাকি থাকে না।

১০৫. অর্থাৎ সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা। বান্দা হয়েই সকলে তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। তা বান্দা কী করে পুত্র হতে পারে ? সকলে যার আজ্ঞাধীন ও মুখাপেক্ষী তার আবার সন্তান গ্রহণের প্রয়োজনটা কী ?

১০৬. অর্থাৎ কোন একটি মানুষও তাঁর বন্দেগীর বাইরে থাকতে পারে না। সকলকেই আল্লাহ্‌র সামনে একাকী হাযির হতে হবে। তখন সমস্ত রকমের সম্পর্ক ও সাজ-সরঞ্জাম বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। কাল্পনিক উপাস্য ও পুত্র-পৌত্রাদি কোন কাজে আসবে না।

পৃথিবীতে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপায়

১০৭. অর্থাৎ যারা ঈমান ও সৎকর্মের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় মহব্বত দান করবেন বা স্বয়ং তাদেরকে ভালবাসবেন কিংবা সৃষ্টির অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা জন্মাবেন।

(৯৭) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا ۝

(৯৮) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۝

৯৭. আমি তো এ কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা আল্লাহ্‌ভীরুদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও এবং সতর্ক করে দাও ঝগড়াটে লোকদেরকে।[১০৮]

৯৮. তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তুমি তাদের মধ্যে কারও কোন সাড়া-শব্দ পাও, কিংবা শুনতে পাও তাদের ক্ষীণতম একটু ধ্বনি ?[১০৯]

হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন প্রথমে জিব্‌রাঈলকে অবহিত করেন যে, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। জিবরাঈল সমস্ত আসমানে তা ঘোষণা করে দেন। আসমান হতে পর্যায়ক্রমে তার সে ভালবাসা পৃথিবীতে নেমে আসে। ফলে পৃথিবীবাসীর মাঝে সে বান্দা সমাদৃত হয়ে ওঠে। যাদের সঙ্গে তার লাভ-লোকসানের কোন সম্বন্ধ নেই, তারাও তাকে মহব্বত করতে থাকে। এ রকমের মহব্বত ও সমাদৃতির সূচনা হয় সৎকর্মশীল মু'মিন আল্লাহ্‌ভক্ত বান্দাদের পক্ষ হতে। তাদের অন্তরেই প্রথম সে বান্দার মহব্বত সঞ্চার করা হয়। তারপর ক্রমে সে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। নচেৎ প্রথমে সাধারণের মাঝে ব্যাপক সমাদর লাভ এবং পরে কোন ভুল-বোঝা বুঝির কারণে কতক আল্লাহ্‌ভক্তদের মনেও মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, এটা আল্লাহ্‌র কাছে আদরণীয় হওয়ার কোন দলীল নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে রাখা উচিত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এটি মক্কী আয়াত। মক্কায় যে মুসলিমদের সঙ্গে এ ওয়াদা করা হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তা এমনভাবে পূর্ণ করা হয় যে, সারাটা বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরে তাঁদের প্রতি এমন মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন বিশ্ব-ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই।

১০৮. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ অত্যন্ত সহজবোধ্য ও পরিষ্কার ভাষায় মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ শোনায় এবং কলহপ্রবণদেরকে তাদের অপকীর্তির অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে।

১০৯. অর্থাৎ এমন কত সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, যাদেরকে তাদের অপরাধবৃত্তির পরিণামে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে মুছে গেছে। আর তাদের পায়ের আওয়ায বা তাদের দম্ভোক্তির ক্ষীণতম ধ্বনিও কারও শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং যারা আজ প্রিয়নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করছে, করছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তাদেরও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া উচিত নয়। অসম্ভব নয় তাদেরকেও এমন কোন ধ্বংসাত্মক আযাব আঘাত হানবে যা নিমিষের মধ্যে তাদেরকে সম্পূর্ণ তছনছ করে ফেলবে।

॥ সূরা মারয়ামের তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা তা-হা

১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) طٰهٰ ۚ

(২) مَاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡکَ الۡقُرۡاٰنَ لِتَشۡقٰۤی ۙ

(৩) اِلَّا تَذۡکِرَۃً لِّمَنۡ یَّخۡشٰی ۙ

১. তা-হা।
২. আমি তোমার প্রতি এ জন্য কুরআন নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্টে পড়ে যাও।
৩. তবে তাদের উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে।[১]

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়েছে এ জন্য যে, যাদের অন্তর কোমল এবং যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারা এর বক্তব্য থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আত্মিক কল্যাণ ও বরকত লাভে ধন্য হবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কুরআন নাযিল করে অহেতুক তোমাকে প্রাণান্ত কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন করা হবে। এটা এমন জিনিস নয়, যার বাহক ও ধারক কখনও বঞ্চিত ও ব্যর্থকাম হবে। আপনি অবিশ্বাসীদের কথা শুনে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের পেছনে পড়ে অত বেশী কষ্ট করবেন না। সত্যের পতাকাবাহীই শেষ পর্যন্ত সফলকাম হবে। আপনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে ইবাদতে মশগুল থাকুন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, প্রথম দিকে নবী করীম (সা) দীর্ঘক্ষণ রাত জেগে সালাত আদায় করতেন ও অনেক বেশী পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত

(٤) تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ○

(٥) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ○

(٦) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ○

৪. এটা তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী।[২]
৫. তিনি অতি বড় দয়ালু, তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৩]
৬. যা কিছু আকাশমণ্ডলে, পৃথিবীতে, এতদুভয়ের মাঝখানে এবং আর্দ্র ভূমিতলে আছে সব তাঁরই।[৪]

করতেন। কাফিরগণ তাঁর এ মেহনত ও সাধনা দেখে বলত, কী কুরআন নাযিল হল, বেচারা মুহাম্মাদ ভীষণ কষ্ট ও পরিশ্রমে পড়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, কুরআন কষ্ট ও মেহনতের জিনিস নয়, বরং তা হচ্ছে রহমত ও নূর। যার পক্ষে যতটুকু সহজ প্রফুল্লতার সাথে ততটুকুই পাঠ করা উচিত। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ 'কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকুই পাঠ কর। (সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩ ঃ ২০)

২. এ কারণেই মানুষের কর্তব্য একে অত্যন্ত আগ্রহভরে শিরোধার্য করা এবং শাহানশাহসুলভ আদেশ-নিষেধ অমান্য না করা।

আরশ প্রসঙ্গ

৩. 'আরশে সমাসীন হওয়া' সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের টীকায় করা হয়েছে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য। আরশ সম্পর্কে এতটুকু প্রমাণিত যে, তার পায়া আছে। বিশেষ ফেরেশতাগণ তা বহন করে আছেন। আকাশমণ্ডলীর উপরে খিলান মত তার আকৃতি। আল্লামা আলূসী 'রূহুল-মাআনী' গ্রন্থে আর্শ ও আরশে সমাসীন হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ সেখানেই তা দেখে নিবেন।

বিশ্ব জুড়ে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

৪. অর্থাৎ সেই এক আল্লাহ্‌ই নভোমণ্ডল হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত এবং ভূ-পৃষ্ঠ হতে ভূ-তল পর্যন্ত নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা ও অধিপতি। তাঁরই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় এ মহা বিশ্ব চালু আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী মাখলূক বলতে হয়ত বায়ুমণ্ডলীয় বস্তুরাজিকে বুঝানো হয়েছে, যা সর্বদা আসমান ও যমীনের মাঝখানেই থাকে, যেমন

(৭) وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ○

(৮) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ○

৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল, তবে তিনি তো গুপ্ত বিষয় এবং তদপেক্ষাও সংগুপ্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত।[৫]

৮. আল্লাহ্–তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত নেই। উৎকৃষ্ট সমস্ত নাম তাঁরই।[৬]

বাতাস, মেঘ ইত্যাদি। সেই সব জিনিসও এর মধ্যে শামিল থাকতে পারে, যা প্রায়ই বাতাসে উড়ে বেড়ায়, যেমন বিহঙ্গকুল।

الثرى। (আর্দ্র ভূমি) দ্বারা মাটির নিম্নস্তরকে বুঝানো হয়েছে, যা পানির সঙ্গে মিলে থাকার কারণে সিক্ত থাকে।

আল্লাহ্র জ্ঞানের সর্ব ব্যাপকতা

৫. পূর্বে আল্লাহ্র কুদরত ও ক্ষমতার ব্যাপকতা তুলে ধরা হয়েছিল। এ আয়াতে দেখানো হচ্ছে যে, আল্লাহ্র জ্ঞান কত ব্যাপক। যে কথা উচ্চৈঃস্বরে বলা হয়, তা সে মহাজ্ঞানীর অগোচর কী করে থাকতে পারে, যিনি প্রকাশ্য-গোপন সমস্ত কিছু, এমন কি সর্বাধিক গোপন বিষয়েরও খবর রাখেন ? যে কথা নিভৃতে চুপিসারে বলা হয়, যা মনে মনে কল্পনা করা হয়–এখনও মুখ পর্যন্ত আসেনি এবং যা এখন পর্যন্ত মনেও দেখা দেয়নি, ভবিষ্যতে দেখা দেবে সে সব কিছু জুড়ে আল্লাহ্র জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। এ কারণেই অহেতুক চিৎকার করে যিক্র করাকেও উলামা-ই শরীআত নিষেধ করেছেন। উচ্চ শব্দে যিক্র যে সব ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে, কিংবা অভিজ্ঞজনদের কাছে যে সব ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রকে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম মনে করা হবে।

তাওহীদ

৬. পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ তিনি সকলের স্রষ্টা, সব কিছুর নিরঙ্কুশ মালিকানা তাঁর, তিনি পরম দয়ালু, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী) তার চাহিদা এই যে, উলূহিয়্যাতও কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য হবে। তিনি ছাড়া আর কারুর সম্মুখে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মাথা নত করা হবে না। কেননা, কেবল উপরিউক্ত গুণাবলীই নয়, বরং যাবতীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও সমস্ত উত্তম নাম সর্বগুণের আধার সে সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট। অপর কোন সত্তা এরূপ শান ও গুণ বিশিষ্ট নেই যে, সেও মা'বূদ বা উপাস্য বনতে পারে। আবার নাম ও গুণ বহু বলে যে সত্তাও বহু হয়ে যাবে, এটাও কোন কথা নয়, যেমন কতক মূর্খ আরব মনে করত। তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ্কে বিভিন্ন নামে ডাকা তাওহীদ বা একত্ববাদের দাবীর পরিপন্থী।

(৯) وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰىۘ ۝

(১০) اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝

(১১) فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰىۗ ۝

৯. পৌছেছে কি তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত ?[৭]
১০. যখন সে এক আগুন দেখল, তখন স্বীয় পরিবারকে বলল, তোমরা দাঁড়াও, আমি এক আগুন দেখেছি, হয়ত আমি তা থেকে তোমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব, অথবা আগুনে পৌছে পথের সন্ধান পাব।
১১. অনন্তর সে যখন আগুনের কাছে পৌছলো, তখন আওয়ায আসল, হে মূসা![৮]

হযরত মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত এবং নবুওয়াতে মুহাম্মদীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য

৭. এখান থেকে হযরত মূসা (আ)-এর বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যাতে শ্রোতা উপলব্ধি করতে পারে যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি কুরআনের ওহী প্রেরণ অভিনব কোন ব্যাপার নয়। যেমন, পূর্বে হযরত মূসা (আ) ওহী লাভ করেছিলেন, তেমনি ওহী তিনিও লাভ করেছেন। হযরত মূসা (আ)-এর ওহী তাওহীদ ইত্যাদির শিক্ষা সম্বলিত ছিল, প্রিয়নবী (সা)-এর ওহীতেও সেই মৌলিক বিষয়সমূহের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আ) সত্যের প্রচার করতে গিয়ে যে কায়-ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হতে হবে প্রিয়নবী (সা)-কেও। হযরত মূসা যেমন শেষ পর্যন্ত সাফল্য ও বিজয় লাভ করেছিলেন ও শত্রু হয়েছিল লাঞ্ছিত ও পরাভূত। নিঃসন্দেহে তেমনি বিজয় ও সাফল্য লাভ করবেন প্রিয়নবীও এবং তাঁর দুশমনও লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। সূরার সূচনা যেহেতু হয়েছিল কুরআন নাযিলের উল্লেখ দ্বারা, সে অনুযায়ী মূসা (আ)-এর ঘটনাও বর্ণনা করা হচ্ছে তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিবরণ দ্বারা।

তুওয়া উপত্যকায় হযরত মূসার নবুওয়াত লাভের ঘটনা

৮. এ ঘটনার বিভিন্ন অংশ সূরা কাসাস, সূরা তা-হা ও সূরা আ'রাফ হতে একত্র করা যেতে পারে। এস্থলে মাদয়ান হতে হযরত মূসার প্রত্যাবর্তনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মাদয়ানে হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক বছর সেখানে অবস্থান করার পর তিনি মিসরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। গর্ভবতী স্ত্রী ছিলেন তাঁর সঙ্গে। অন্ধকার রাত। কন্‌কনে শীত। এক পাল বকরীও সঙ্গে নিয়ে চলেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি পথ ভুলে যান। ছাগলগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটাছুটি

(١٢) إِنِّىٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ○

১২. আমিই তোমার রব। সুতরাং তুমি তোমার জুতা খুলে ফেল। কেননা, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ।[৯]

শুরু করে দেয়। এদিকে স্ত্রীর দেখা দেয় প্রসব বেদনা। অন্ধকারের মধ্যে হযরত মূসার পেরেশানীর কোন সীমা ছিল না। সেঁক দেওয়ার জন্য সঙ্গে ছিল না আগুন। চকমকি পাথর ঠুকেও আগুন পেলেন না। এই ঘোর বিপদের অন্ধকারে বসে সহসাই দূরে তাঁর চোখে পড়ল আগুনের ঝলক। প্রকৃতপক্ষে তা পার্থিব আগুন ছিল না। আল্লাহ্‌র জালালী নূর কিংবা অগ্নি-যবনিকা ছিল (মুসলিম শরীফের হাদীসে যার বর্ণনা আছে)। হযরত মূসা (আ) বাহ্যিক আগুন মনে করে পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা এখানে দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি। হয়ত ঐ আগুন থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব কিংবা সেখানে গেলে কোন পথ প্রদর্শক পেয়ে যাব। কথিত আছে যে, সে পবিত্র ময়দানে পৌঁছে তিনি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। একটি বৃক্ষে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আগুন যতই তীব্র হয়ে ওঠে বৃক্ষ ততই সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং বৃক্ষ যতই সবুজ হয় আগুনের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। মূসা (আ) আগুনের কাছে যেতে চাইলেন, যাতে গাছের কোন ডালা পুড়ে নীচে পড়ে গেলে তা তুলে আনতে পারেন, কিন্তু তিনি যতই বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে চান আগুন ততই দূরে সরে যায়। আবার হয়রান হয়ে তিনি যখন ফিরে যেতে উদ্যত হন আগুন তখন তার পশ্চাদ্ধাবন করে। এই বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার মাঝে হঠাৎ আওয়ায আসল–

يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا۠ رَبُّكَ 'হে মূসা! আমিই তোমার রব। যেন সে বৃক্ষ তখন গায়বী টেলিফোনের কাজ দিচ্ছিল!

ইমাম আহমাদ (র) ওহাব (র) হতে বর্ণনা করেন, মূসা (আ) যখন 'হে মূসা' ডাক শুনলেন, তখন কয়েকবার 'লাব্বাইকা' বলে সাড়া দিলেন এবং বললেন, তোমার আওয়ায শুনছি, পদবিক্ষেপ টের পাচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। উত্তর শোনা গেল, আমি তোমার উপরে, তোমার সঙ্গে, তোমার সামনে, পেছনে এবং তোমার প্রাণের চেয়েও তোমার বেশী কাছে। কথিত আছে, মূসা (আ) সব দিক থেকে এবং নিজের এক একটি পশম হতেও আল্লাহ্‌র কালাম শুনছিলেন।

৯. 'তুওয়া' সে উপত্যকার নাম। সম্ভবতঃ সে প্রান্তরটি পূর্ব থেকেই বরকতময় ছিল, কিংবা সেই ক্ষণে বরকতময় হয়ে যায়। মূসা (আ-এর জুতা অপবিত্র ছিল। তাই তা খুলিয়ে নেয়া হয়। বাকি মোজা বা জুতা পবিত্র থাকলে তা সহ সালাত আদায় করা যেতে পারে। বিস্তারিত মাসআলা ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য।

(১৩) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى ۝

(১৪) اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

(১৫) اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى ۝

১৩. এবং আমি তোমাকে বাছাই করেছি। সুতরাং যে আদেশ হয় তা তুমি শুনতে থাক।[১০]

১৪. নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ্! আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম রাখ।[১১]

১৫. নিশ্চয়ই কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। আমি তাকে গোপন রাখতে চাই,[১২] যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার বদলা পেতে পারে।[১৩]

---

১০. 'বাছাই করেছি' মানে সমগ্র পৃথিবী হতে নবুওয়াত ও রিসালাত এবং কথোপকথনের মর্যাদা দানের জন্য মনোনীত করেছি। কাজেই এরপর যে সব বিধি-বিধান দেওয়া হয় তা মনোযোগ সহকারে শোন।

১১. এ আয়াতে খাঁটি তাওহীদ ও সর্বপ্রকার দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাই বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সালাতের মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ। যেন সালাত হতে গাফিল হওয়া আল্লাহ্র স্মরণ হতে গাফিল হওয়ার নামান্তর। আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) সম্পর্কে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ অর্থাৎ কখনও ভুলে গেলে যখন মনে পড়ে তখন তাঁকে স্মরণ কর (১৮ ঃ ২৪)।

নামায সম্পর্কেও একই বিধান। ঠিক সময় আদায় করতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র কাযা করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে— فليصلها اذا ذكرها (যখন স্মরণ হয় তখন যেন পড়ে নেয়)।

কিয়ামত প্রসঙ্গ

১২. অর্থাৎ কিয়ামত কখন আসবে সে সময়ের কথা সকলের কাছে গোপন রাখতে চাই। এমন কি খোদ নিজের কাছেও যদি লুকানো সম্ভব হত, তবে তাও করতাম, কিন্তু এটা তো সম্ভবই নয়। এ বাকভঙ্গীর মাঝে কতটা যে আতিশয্য নিহিত তা বলাই বাহুল্য, যেমন হাদীসে এ ধারার বাচন لا تعلم شماله ما ينفق يمينه তার ডান হাত যা ব্যয় করে বাম হাত তা জানে না। অনুরূপ কবি বলেন,

غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم

گوش را نیز حدیث تو شنیدن نہ دہم

(١٦) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ۝

(١٧) وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۝

১৬. সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ আনন্দ-স্ফূর্তির পেছনে পড়ে আছে, সে যেন তোমাকে তা হতে নিবৃত্ত না করে, পাছে তুমিও না ধ্বংস হয়ে যাও।[১৪]

১৭. তোমার ডান হাতে ওটা কী হে মূসা ?[১৫]

'চোখের লজ্জা চলে গেছে। তোমার চেহারা দেখতে দেব না কাউকে। এমনকি কানকেও দেব না তোমার কথা শুনতে।'

মোটামুটিভাবে যতটুকু প্রকাশ করা হয়েছে তাও করা হত না যদি না বিভিন্ন প্রয়োজন ও হিকমত এ প্রকাশের পেছনে কারণ হয়ে দাঁড়াত।

১৩. অর্থাৎ কিয়ামত হওয়া এ কারণে আবশ্যক, যাতে প্রত্যেকে ব্যক্তি তার ভাল-মন্দ কর্মের ফল পেতে পারে এবং অনুগত ও অবাধ্যের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাওহীদ ও ইবাদতের পর এটা হল পরকাল সম্পর্কীয় তা'লীম।

১৪. 'তা হতে নিবৃত্ত না করে'–এর অর্থ কিয়ামতের বিশ্বাস অথবা সালাত হতে। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে পর্যন্ত মন্দ লোকের সাহচর্য গ্রহণে নিষেধ করেছেন, সেখানে আর কে হিসাবের মধ্যে আসে? (মুযিহুল কুরআন)। মোটকথা, দুনিয়া পূজারী কাফিরের তোষামোদী বা অতিরিক্ত নম্রতা ও শৈথিল্য যেন অবলম্বন করা না হয়। নচেৎ আশঙ্কা রয়েছে এর ফলে মানুষ উচ্চতর স্থান হতে নীচে নিক্ষিপ্ত হবে (আল্লাহ্ পানাহ)।

হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা ঃ লাঠির সাপ হওয়া

১৫. এখান থেকে রিসালাতের পদমর্যাদা প্রদানের ভূমিকা শুরু হল। হযরত মূসা (আ) মু'জিযাসহ ফিরআওনের কাছে প্রেরিত হওয়ার ছিলেন, তাই প্রথমে লাঠির মু'জিযার কথা ব্যক্ত করা হচ্ছে। 'তোমার হাতে ওটা কী' -এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই, যাতে মূসা (আ) লাঠির প্রকৃতি ও উপকারিতা, উপযোগিতা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন এবং এভাবে যে অলৌকিক বিষয় পরে ঘটবার ছিল তা যে মু'জিযা এ কথা সুস্পষ্ট ও পরিপক্ক হয়ে ওঠে এবং তা অন্তরে ভাল করে বসে যায়। যেন বলা হচ্ছে, এখন ভাল করে দেখে নাও। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বল, তোমার হাতে কী জিনিস ? পাছে সাপ হয়ে যাওয়ার পর ধারণা করে বস যে, ভুলে আমি লাঠি নয়, বরং অন্য কিছু হাতে নিয়েছি। আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ–আল্লাহ্ মহান আর সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

(١٨) قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا
مَآرِبُ أُخْرَىٰ ○
(١٩) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ○
(٢٠) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ○
(٢١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ○
(٢٢) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ ○

১৮. সে বলল, এটা আমার লাঠি। এর উপর আমি ভর করি, আমার ছাগলের জন্য এ দিয়ে গাছের পাতা পাড়ি এবং এ দিয়ে আমার আরও কিছু কাজ আছে।[১৬]
১৯. তিনি বললেন, ওটা নিক্ষেপ কর হে মূসা!
২০. সুতরাং সে তা নিক্ষেপ করল। অমনি তা ধাবমান সাপ হয়ে গেল।[১৭]
২১. তিনি বললেন, তুমি ওটা ধর এবং ভয় পেয়ো না, আমি এখনই ওটাকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।[১৮]
২২. এবং তুমি তোমার হাত আপন বগল সংলগ্ন কর, তা বের হয়ে আসবে নির্দোষ[১৯] সফেদ হয়ে। এটা দ্বিতীয় নিদর্শন।

---

১৬. অর্থাৎ এতে সন্দেহের কী আছে ? এটা সেই লাঠি যা আমি সব সময় হাতে রাখি। আমি এর উপর ভর করি। ছাগলের জন্য গাছের পাতা পাড়ি। শত্রু ও ক্ষতিকর জন্তুসমূহ থেকে আত্মরক্ষা করি এবং এ ছাড়াও আরো বহু কাজে এটা ব্যবহার করি।

১৭. অর্থাৎ লাঠিটি মাটিতে ফেলামাত্র লাঠির স্থলে এক অজগর দৃষ্টিগোচর হল–যা সাক্ষাত সাপের মত বেগে ছুটাছুটি করছিল। মূসা (আ) এই আকস্মিক রূপান্তর দেখে মানবীয় স্বভাববশত ভীত বিচলিত হয়ে উঠলেন।

১৮. অর্থাৎ হাতে এসে আবার লাঠি হয়ে যাবে। কথিত আছে যে, প্রথম দিকে মূসা (আ) সেটি ধরতে দ্বিধা করছিলেন। পরিশেষে হাতে কাপড় জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হলেন। তখন ফেরেশতা বললেন, হে মূসা! আল্লাহ্ যদি রক্ষা না করতে চান, তবে কি এ ন্যাকড়া আপনাকে রক্ষা করতে পারবে ? মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই নয়, তবে কিনা আমি এক দুর্বল সৃষ্টি। দুর্বল করেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর তিনি হাত থেকে কাপড় খুলে ফেললেন এবং খালি হাতে একেবারে অজগরের মুখে ধরে ফেললেন। স্পর্শ মাত্রই তিনি হাতে সেই সুপরিচিত লাঠিখানিই দেখতে পেলেন।

হাতের অলৌকিক শুভ্রতা

১৯. অর্থাৎ হাত জামার বুকের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে বগল দাবা করে বের করে আনলে দেখবে তা অত্যন্ত সফেদ সমুজ্জ্বল হয়ে এসেছে। আর এ শুভ্রতা শ্বেত ইত্যাদি কোন রোগের কারণে নয় যে, দোষ মনে করা হবে।

(২৩) لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ۚ

(২৪) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۚ

(২৫) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ۙ

(২৬) وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ ۙ

(২৭) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ۙ

(২৮) يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ۠

(২৯) وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ ۙ

২৩. এটা এই জন্য যে, আমি আমার বড় বড় নিদর্শন তোমাকে দেখাতে চাই।[২০]
২৪. তুমি যাও ফিরআওনের কাছে, সে বড় বেশী উদ্ধত হয়ে গেছে।
২৫. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দাও।[২১]
২৬. আমার কাজ সহজ করে দাও।[২২]
২৭. এবং জড়তা দূর করে দাও আমার জিহ্বার।
২৮. যাতে করে আমার কথা বুঝতে পারে।[২৩]
২৯. এবং আমাকে একজন সহকর্মী দাও আমার পরিবারবর্গের মধ্য হতে।

---

২০. অর্থাৎ যে সব বড় বড় মু'জিযা আমি তোমাকে দেখাতে চাই লাঠি ও শুভ্র হস্ত তন্মধ্যে দু'টি।

হযরত মূসা (আ)-এর প্রার্থনা

২১. অর্থাৎ আমাকে সহনশীল, সহিষ্ণু ও মহৎ হৃদয় বানিয়ে দাও, যাতে স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ দেখলে সহসা রেগে না যাই এবং রিসালাত আদায়ে যে বাধা-বিপত্তি আসবে তাতে ঘাবড়িয়ে না যাই, বরং উদারতার সাথে হাসি-মুখে তা সহ্য করে যেতে পারি।

২২. অর্থাৎ এমন সব ব্যবস্থা করে দাও, যাতে এ মহান কাজ আমার পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

২৩. শৈশবে হযরত মূসা (আ)-এর জিহ্বা পুড়ে গিয়েছিল (যার বৃত্তান্ত তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে)। যদ্দরুন তিনি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারতেন না। তাই এ দু'আ করেছেন।

(٣٠) هٰرُوْنَ اَخِی ۙ

(٣١) اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِیْ ۙ

(٣٢) وَاَشْرِكْهُ فِیْۤ اَمْرِیْ ۙ

(٣٣) كَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا ۙ

(٣٤) وَّنَذْكُرَكَ كَثِیْرًا ؕ

(٣٥) اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ۝

(٣٦) قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَكَ یٰمُوْسٰی ۝

৩০. আমার ভাই হারূনকে।[২৪]
৩১. তার দ্বারা আমার কোমর মযবূত করে দাও।
৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক কর।[২৫]
৩৩. যাতে আমরা বেশী পরিমাণে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি।
৩৪. এবং তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে পারি।[২৬]
৩৫. তুমি তো আমাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।[২৭]
৩৬. তিনি বললেন, হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেওয়া হল।[২৮]

---

২৪. তিনি বয়সে হযরত মূসা (আ)-এর বড় ছিলেন।

২৫. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে একে অন্যের সহযোগী ও সাহায্যকারী হব।

২৬. অর্থাৎ উভয়ে মিলে দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরে-শোরে তোমার মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করব। দাওয়াতের ক্ষেত্র ছাড়াও উভয়ে যখন একে অন্যের সাহচর্য দ্বারা হৃদয়-শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব, তখন নিজেদের নির্জনবাসকালেও মানসিক প্রশান্তির সাথে নিশ্চিন্ত মনে বেশী হারে তোমার যিক্র করতে পারব।

২৭. অর্থাৎ আমাদের যাবতীয় অবস্থা তুমি সম্যক দেখছ। আমি যে দু'আ করছি সে সম্পর্কে তুমি সম্যক অবগত রয়েছো যে, তা কবূল করলে আমাদের কতটুকু উপকার হবে। আমাদের অবস্থা ও যোগ্যতার পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে তুমি নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য আমাদেরকে মনোনীতই বা করবে কেন ? কেনই বা এমন ঘোর দুশমন (ফিরআওন)-এর কাছে আমাদেরকে পাঠাবে ? নিশ্চয়ই তুমি যা কিছু করেছ ভালভাবে জেনে শুনেই করেছ।

২৮. অর্থাৎ তুমি যা চেয়েছ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাকে তা দেওয়া হল।

(৩৭) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝

(৩৮) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝

(৩৯) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

৩৭. আরও একবার আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম-[২৯]
৩৮. যখন আমি নির্দেশ পাঠাই তোমার মায়ের কাছে, যা সামনে শোনানো হচ্ছে।[৩০]
৩৯. তা এই যে, তুমি তাকে সিন্দুকে রাখ। তারপর তা নিক্ষেপ কর দরিয়ায়। তারপর দরিয়া তা নিক্ষেপ করবে তীরে, যখন তাকে তুলে নেবে আমার এক শত্রু এবং শত্রু তারও।[৩১] আমি তোমার প্রতি প্রীতি সঞ্চার করেছিলাম নিজের পক্ষ হতে।[৩২] আর যাতে তুমি প্রতিপালিত হও আমার চোখের সামনে।[৩৩]

---

২৯. অর্থাৎ ইতোপূর্বে অযাচিতভাবেই আমি তোমার প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ করেছি। এবার যখন এক দরকারী বিষয়ে চেয়েছ, তা কেন দেব না ?

মূসা (আ)-এর মা কি নবী ছিলেন ?

৩০. অর্থাৎ স্বপ্নযোগে বা জাগ্রতাবস্থায় ইল্‌হামের মাধ্যমে কিংবা সেকালের অজ্ঞাতনামা কোন নবীর প্রতি ওহী নাযিল করে তোমার মায়ের কাছে আদেশ পাঠাই, যা পাঠানো তখন সমীচীন ছিল (আদেশটি বিস্তারিতভাবে আয়াত .... أَنِ اقْذِفِيهِ -এর মাঝে বর্ণিত হয়েছে)। আলোচ্য আয়াতে 'ওহী' শব্দ দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, মূসা (আ)-এর মা নবী ছিলেন। যেমন উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। নবী তো সেই ব্যক্তি যার প্রতি বিধি-বিধান সম্পর্কিত ওহী আসে এবং তা প্রচার করার জন্য তিনি আদিষ্ট হন। এ সংজ্ঞা এ স্থলে পাওয়া যায় না।

নবজাতক মূসা যেভাবে ফিরআওনের প্রতিপালনে আসেন

৩১. অর্থাৎ নবজাতক মূসাকে সিন্দুকের ভেতর রেখে সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দরিয়ার প্রতি আমার আদেশ আছে যে, পূর্ণ হিফাজতের সাথে সিন্দুকটি কিনারায় এক সুনির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। সেখান থেকে তাকে তুলে নেবে এমন এক ব্যক্তি যে আমারও শত্রু এবং শিশুটিরও শত্রু। ঘটনা এই যে, ফিরআওন যে বছর জ্যোতিষীদের পরামর্শে বনী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণকারী শিশু পুত্রদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে মেরে ফেলছিল। হযরত মূসা যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন তাঁর মায়ের ভয় হল, ফিরআওনের পুলিশ টের পেলে তার শিশুকে মেরে ফেলবে। সেই সঙ্গে পিতা-মাতাকেও এই অপরাধে নির্যাতন করবে যে, প্রকাশ করলে না কেন ? তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই

(٤٠) إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ○

৪০. যখন চলতে লাগল তোমার বোন এবং বলতে লাগল, আমি কি তোমাদেরকে সন্ধান দেব এমন লোকের, যে তাকে লালন-পালন করবে? এভাবে তোমাকে পৌঁছিয়ে দিলাম তোমার মায়ের কাছে, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে শোকার্ত না হয়।[৩৪] তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তারপর আমি তোমাকে সে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি[৩৫] দেই এবং আমি তোমাকে আরও নানাভাবে পরীক্ষা করি।[৩৬] তারপর তুমি কয়েক বছর অবস্থান কর মাদয়ানবাসীদের মাঝে। তারপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসে পৌঁছলে হে মূসা![৩৭]

কৌশল শিখিয়ে দেওয়া হল। মূসা (আ)-এর মা সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। নদীর একটি শাখা প্রবাহিত হয়েছিল ফিরআওনের উদ্যানের পাদদেশ দিয়ে। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে উদ্যানের পার্শ্বে গিয়ে লেগে গেল। ফিরআওন মহিষী বিবি আসিয়া (রা) অত্যন্ত সতী-সাধ্বী পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। বংশে ইসরাঈলী। তিনি সিন্দুকটি তুলে খুললেন। দেখলেন ভিতরে একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশু। তিনি ফিরআওনের সামনে তাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, এসো, আমরা একে পুত্র বানিয়ে নেই। ফিরআওনেরও দেখে মায়া লেগে গেল। যদিও সে পুত্র বানাতে অস্বীকার করল (যেমন কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়)। কিন্তু বিবি আসিয়ার খাতিরে তাঁকে পুত্রবৎ লালন-পালন করল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের অভিব্যক্তি ঘটল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ফিরআওনকে আল্লাহ্র দুশমন বলা হয়েছে এজন্য যে, সে সত্যের দুশমন ছিল এবং আল্লাহ্র বিপরীতে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবী করেছিল। মূসা (আ)-এর দুশমন এ কারণে যে, তখন সে সমস্ত ইসরাঈলী শিশুদেরকে হত্যা করছিল এবং ভবিষ্যতে বিশেষভাবে হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে প্রকাশ্য দুশমনীর ঘোষণা দেবার ছিল।

৩২. অর্থাৎ আমি তখন নিজের পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে তোমার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চার করে দেই। ফলে যে দেখে সেই তোমাকে ভালবেসে ফেলে। অথবা আমার এক বিশেষ প্রেম তোমাকে দান করি, যদ্দরুন তুমি আল্লাহ্র প্রিয়তমে পরিণত হও। আর আল্লাহ্ যাকে ভালবাসেন স্বাভাবিকভাবেই বান্দাও তাকে ভালবাসতে থাকে।

৩৩. অর্থাৎ মানুষের অন্তরে তোমার প্রতি প্রীতি সঞ্চার করেছিলাম এ উদ্দেশ্যে, যাতে আমার হিফাজত ও তত্ত্বাবধানে তোমাকে লালন-পালন করা হয়। এমন ঘোর শত্রুর ঘরে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি।

যেভাবে আবার মায়ের কোলে ফিরে আসেন

৩৪. পুরো ঘটনা অন্যত্র আসবে। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর মানুষ হিসেবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কে জানে, শিশুর কী অবস্থা ঘটেছে! সে কি জীবিতই আছে, নাকি জীব-জানোয়ারের উদরস্ত হয়েছে! তিনি মূসার বোনকে বললেন, তুমি গোপনে খোঁজ নাও। ওদিকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সমস্যা দেখা দিল যে, শিশু মূসা কোন নারীর দুধ খাচ্ছিলেন না। বহু ধাত্রী ডাকা হল, কিন্তু কাজ হল না। মূসার বোন তো সুযোগের সন্ধানেই ছিলেন। তিনি বললেন, আমি এক নারীকে এনে দিতে পারি। আশা করা যায়, সে যেভাবেই হোক একে দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করতে পারবে। আদেশ হল, ডাক। তিনি মূসার মাকে নিয়ে আসলেন। বুকে লাগানো মাত্রই শিশু দুধ পান করতে শুরু করল। ফিরআওনের প্রাসাদে আনন্দের ঢল নামলো। মূসার মা বললেন, আমি তো এখানে থাকতে পারব না। অনুমতি দিন, আমি একে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাই। পূর্ণ হিফাজত ও যত্নের সঙ্গে এর লালন-পালন করব। পরিশেষে ফিরআওনের পক্ষ থেকে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি শিশুকে নিজের বাড়ী নিয়ে আসলেন এবং রাজকীয় মর্যাদায় মূসার প্রতিপালন করতে লাগলেন।

মিসর হতে মাদ্‌য়ানে

৩৫. এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে আসবে। সারকথা এই যে, যৌবনে পদার্পণের পর মূসা (আ)-এর হাতে একজন কিবতী মারা গিয়েছিল। মূসা (আ)-এর ভয় হল, দুনিয়াতেও ধরা খেতে হবে এবং আখিরাতেও কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা উভয় প্রকার দুশ্চিন্তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিলেন। আখিরাতের পেরেশানী হতে এভাবে যে, তাঁকে তাওবার তওফীক দিলেন ও তা কবূল করে নিলেন। আর পার্থিব পেরেশানী হতে এভাবে যে, মূসা (আ)-কে মিসর হতে বের করে মাদ্‌য়ানে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানে হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। পুরো ঘটনা অন্যত্র বিবৃত হবে।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন, যাতে তুমি খাঁটি প্রমাণিত হয়েছ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ স্থলে তাফসীরকারকগণ 'হাদীসুল-ফুতূন' শিরোনামে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে এক দীর্ঘ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। সে রিওয়ায়াত সম্পর্কে হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র)-এর মন্তব্য নিম্নরূপ–

وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع الا قليل منه
وكانه تلقاه ابن عباس مما ابيح نقله من الا سرائيليات من كعب

(٤١) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ۝

(٤٢) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِيْ وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ ۝

৪১. এবং আমি তোমাকে একান্তভাবে আমার নিজের জন্য তৈরী করে[৩৮] নিয়েছি।
৪২. চলে যাও তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ এবং করো না অলসতা আমার স্মরণে।[৩৯]

الاحبار وغيره والله اعلم وسمعت شيخنا الحافظ ابا الحجاج المزى يقول ذالك ايضا -

'এটা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বাচন। এর মাঝে সামান্য একটু ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা কিছু নেই। সম্ভবতঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবার প্রমুখ থেকে যে সব ইসরাঈলী রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন এটাও তার অন্তর্ভুক্ত। আমি আমাদের শায়খ হাফিয আবুল-হাজ্জাজ আল-মিযযী (র)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি।

৩৭. অর্থাৎ এখন মাদ্‌য়ান হতে বের হয়ে রাস্তা ভুলে গেছ এবং ভাগ্যক্রমে এখানে এসে পৌঁছেছ, যার কল্পনাও তোমার ছিল না। সত্য বটে—

خداکی دین کاموسی سے پوچھیے احوال - کہ اگ لینے کوجائیں پیمبری ملجائے খোদার দীনের হাল শুধাও মূসায়। আগুন আনিতে গিয়ে নবুওয়াতী পায়। (পদ্যানুবাদ ইব্‌ন সাঈদ)।

৩৮. অর্থাৎ আপন ওহী ও রিসালাতের জন্য তৈরী করে বিশিষ্ট ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি এবং আমি যেভাবে চেয়েছি সেভাবে তোমার প্রতিপালন করিয়েছি।

ফিরআওনের নিকট প্রেরণ ও উপদেশ

৩৯. অর্থাৎ যে কাজের জন্য তোমাকে তৈরী করা হয়েছে তার সময় এসে গেছে। ভাই হারূনকে নিয়ে সে জন্যে বের হয়ে পড়। যে সব নিদর্শন ও প্রমাণাদি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে প্রয়োজন মত তা প্রকাশ করো। মূসা (আ) ইতোপূর্বে দু'আ করতে গিয়ে বলেছিলেন, كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا 'যাতে বেশী করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং বেশী পরিমাণে তোমাকে স্মরণ করতে পারি।' তাই এখানে তাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِيْ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নাম প্রচারে পূর্ণ সচেষ্ট ও যত্নবান থেকো। সর্বদা, সর্বাবস্থায় এবং বিশেষতঃ দাওয়াত ও তাবলীগের সময়ে আল্লাহ্‌কে বেশী করে স্মরণ করো। এটাই আল্লাহ্‌ওয়ালাদের জন্য

(٤٣) اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰىۚ ۝

(٤٤) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۝

(٤٥) قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى ۝

৪৩. তোমরা যাও ফিরআওনের কাছে। সে বড় বেশী উদ্ধত হয়ে গেছে।৪০
৪৪. তারপর তার সঙ্গে নম্র কথা বল, হয়ত সে চিন্তা করবে কিংবা ভীত হবে।৪১
৪৫. তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি, সে আমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে।৪২

সাফল্যের সবচেয়ে বড় উপায় এবং দুশমনের মুকাবিলায় সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র। হাদীছে আছে, وان عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو منا جزقرنه 'আমার পূর্ণাঙ্গ বান্দা তো সেই যে যুদ্ধরত অবস্থায় আমাকে স্মরণ করে।'

৪০. পূর্বে যাওয়ার নির্দেশ ছিল। এবার স্থান বলে দেওয়া হচ্ছে যে, কোথায় কার কাছে যেতে হবে। এ বাক্যটি পরবর্তী বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ।

৪১. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগ এবং উপদেশ ও নসীহতকালে নম্র সহজ, মর্মস্পর্শী ও মূল্যবান কথা বলো, যদিও তার ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা দৃষ্টে সে যে কবূল করবে তেমন আশা নেই, তথাপি তুমি এই মনে করে নম্রতার সাথে কথাবার্তা বলো যে, অসম্ভব কি চিন্তা-ভাবনা করে সে কিছুটা উপদেশ গ্রহণ করেও নিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র মহিমা ও প্রবল প্রতাপের কথা শুনে ভয় পাবে ও আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়বে।

এর দ্বারা দাওয়াতদাতা ও প্রচারকদের জন্য অতি মূল্যবান কর্মসূচী জানা যায়। অন্যত্র পরিষ্কার ইরশাদ হয়েছে- اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ। 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে' (সূরা নাহ্‌ল ১৬ : ১২৫)।

৪২. অর্থাৎ তার ভীত হওয়ার আশা তো পরে, এ মুহূর্তে নিজেদের নিঃসম্বল অবস্থা এবং তার রাজকীয় পরাক্রমের কথা ভাবলে ভয় হয় সে আমাদের কথা শুনতে আদৌ প্রস্তুত হবে কিনা। অসম্ভব নয় আমাদের সমস্ত কথা শোনার আগেই সে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বা শোনার সাথে সাথে রাগে ফেটে পড়বে এবং তোমার শানে আরও বেশী ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। অথবা আমাদের উপর হাত তুলবে, যদ্দরুন আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(٤٦) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ○
(٤٧) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۙ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ
قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ○

৪৬. তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও দেখি।[৪৩]

৪৭. সুতরাং তার কাছে যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত। অতএব, বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না।[৪৪] আমরা তোমার কাছে এসেছি তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনসহ।[৪৫] আর শান্তি হোক তার, যে মেনে নেয় সঠিক পথ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ মূসা (আ)-এর এ ভয় ও বক্ষ প্রসারণের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। পরিপূর্ণ বান্দাগণ বিপদ আসার আগে ভয় পান ও আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু বিপদ যখন এসেই পড়ে তখন পূর্ণ সাহসিকতা ও অবিচলতার সঙ্গে তার মুকাবিলা করেন।

৪৩. অর্থাৎ তোমাদের ও তার মাঝে যে সব কথাবার্তা হবে বা পরিস্থিতি যা দাঁড়াবে তা সব আমি শুনি ও দেখি। আমি কোন সময়ই তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন নই। আমার সাহায্য ও করুণা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

ফিরআওনকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান

৪৪. এর মাঝে তিনটি বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

(ক) ফিরআওন ও সমস্ত সৃষ্টির কোন প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি রাসূল প্রেরণ করেন।

(খ) আমরা দু'জন তাঁর রাসূল। অতএব, আমাদের আনুগত্য ও প্রতিপালকের ইবাদত করা জরুরী। এভাবে যেন মূল ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হল। এ বিষয়কেই সূরা নাযিআত-এ নিম্নরূপ ব্যক্ত করা হয়েছে, فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ 'এবং বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' (সূরা নাযি'আত ৭৯ ঃ ১৮-১৯)।

(গ) তৃতীয় বিষয়টি এমন যার বিশেষ প্রয়োজন তখন দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিরআওনী সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনাকর ও অমানবিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। দাওয়াতের সারমর্ম এই যে, তুমি এ শরীফ ও অভিজাত বংশের লোকদের উপর জুলুম নির্যাতন চালিয়ো না। তাদেরকে হীনতর দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের নিকট হস্তান্তর কর। তারা যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করুক।

(৪৮) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

(৪৯) قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ۝

(৫০) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝

(৫১) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۝

৪৮. আমাদের উপর প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, শাস্তি অবধারিত তার প্রতি যে প্রত্যাখ্যান করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৪৬]
৪৯. সে বলল, তা তোমাদের প্রতিপালক কে হে মূসা ?[৪৭]
৫০. সে বলল, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে দান করেছেন তার আকৃতি তারপর করেছেন পথ প্রদর্শন।[৪৮]
৫১. সে বলল, তাহলে বিগত সম্প্রদায়গুলোর অবস্থা কি ?

---

৪৫. অর্থাৎ আমাদের রিসালাতের দাবী প্রমাণবিহীন নয়। বরং দাবীর সপক্ষে আমরা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছি।

৪৬. অর্থাৎ যারা আমাদের কথা মেনে সরল পথে চলবে তাদের জন্য রয়েছে উভয় জাহানের শান্তি। আর যারা অস্বীকার ও অবজ্ঞা করবে তার জন্য শাস্তি অবধারিত। তা কেবল আখিরাতেই হোক কিংবা সেই সঙ্গে দুনিয়াতেও। এখন তোমরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা করে যে পথ ইচ্ছা গ্রহণ করে নাও।

৪৭. অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে যে প্রতিপালকের প্রেরিত বলে দাবী করছ, সে কে? এবং কেমন ? (এ প্রশ্ন দ্বারা অনুমিত হয় যে, ফিরআওন নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল কিংবা এটা ছিল তার তাঁদেরকে উত্যক্ত করার প্রয়াস।)

আল্লাহ্‌র পরিচয় মূসা (আ)-এর ভাষায়

৪৮. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী আকার-আকৃতি, শক্তি ও প্রকৃতি দান করেছেন- এবং আপন হিকমত অনুযায়ী যাকে যেমন বানানো সমীচীন ছিল তেমনি বানিয়েছেন। তারপর প্রতিটি মাখলূকের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য যে সব আসবাব- উপকরণের প্রয়োজন ছিল তার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিটি বস্তুকে তার বস্তুগত গঠন-আকৃতি ও আত্মিক শক্তি এবং বহির্গত উপকরণাদি দ্বারা উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তারপর এরূপ সুদৃঢ় ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখিয়ে আমাদেরকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সৃষ্টির অস্তিত্ব দ্বারা কিভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তাঁরই সব অনুগ্রহ।

শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ পানাহার করার সহজাত বোধ-বুদ্ধি দিয়েছেন। শিশুকে দুধ পান করার শিক্ষা তিনি না দিলে কারও শেখানোর সাধ্য ছিল না।

(৫২) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى ۝

(৫৩) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ۝

(৫৪) كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ۝

৫২. বলল, তাদের খবর আমার রবের কাছে লিখিত আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেনও না।৪৯

৫৩. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য পথ চালু করেছেন৫০ এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দিয়ে উদ্‌গত করেছি রকমারি উদ্ভিদ।৫১

৫৪. তোমরা আহার কর এবং তোমাদের গবাদি পশুকে চরাও।৫২ নিশ্চয়ই এতে নির্দশন রয়েছে বোধসম্পন্নদের জন্য।৫৩

ফিরআওন কর্তৃক মূসা (আ)-কে ঘুলিয়ে ফেলার চেষ্টা ও মূসা (আ)-এর জবাব

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি এমন সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থেকে থাকে এবং যে বিষয়ের দিকে তোমরা ডাকছ তা সত্য হয়ে থাকে তবে বিগত জাতিসমূহ সম্পর্কে কিছু বল। এরূপ পরিষ্কার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকেই কেন সত্য গ্রহণ করল না ? আর গ্রহণ না করার অপরাধে কি তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ? তোমরা নবী হয়ে থাকলে সবগুলো সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত খবরাখবর তোমাদের জানা থাকার কথা। এসব অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করে ফিরআওন চাচ্ছিল মূসা (আ)-এর হিদায়াতের বিষয়বস্তুসমূহকে তার বাজে কথাবার্তার মধ্যে হারিয়ে দিতে। কিন্তু মূসা (আ) বললেন, সব বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান একজন নবীর জন্য অপরিহার্য বিষয় নয়। প্রতিটি সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিশদ জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে, যিনি অদৃশ্য কোন রহস্যবশত তা লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধও করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের অগোচরে প্রথম থেকেই যেমন কোন জিনিস থাকতে পারে না, তেমনি জ্ঞাত বিষয়কে তিনি মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন না। যে সম্প্রদায় যখন যেই কাজ করেছে, সব কিছুরই বিন্দু-বিসর্গ হিসাব লিপিবদ্ধ আছে যা যথাসময়ে সামনে তুলে ধরা হবে।

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের নিদর্শন

৫০. অর্থাৎ উপত্যকা, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতের মাঝ দিয়ে তিনি পথ খুলে দিয়েছেন, যার উপর দিয়ে চলাচল করে তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে পৌঁছে যাও।

৫১. অর্থাৎ তিনি পানির দ্বারা রঙ-বেরঙের বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল ও শস্যাদি উৎপন্ন করেন।

(৫৫) مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۝

(৫৬) وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ۝

(৫৭) قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ۝

৫৫. এ মাটি হতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মাঝে তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে নেই এবং এরই মধ্য হতে তোমাদেরকে বের করব পুনর্বার।[৫৪]

৫৬. আমি ফিরআওনকে দেখিয়ে দেই আমার সমস্ত নিদর্শন, তথাপি সে অবিশ্বাস করল এবং মানল না।[৫৫]

৫৭. সে বলল, হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুবলে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করতে এসেছ?[৫৬]

---

৫২. অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপাদেয় খাবার তোমরা নিজেরা খাও আর যা তোমাদের কাজের নয়, তা তোমাদের সেই গবাদি পশুকে খাওয়াও, যাদের মেহনতে এসব ফসল অর্জিত হয়।

৫৩. এসব কথা বলা হয়েছে নাস্তিক্যবাদীদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে বুঝতে পারবে এমন সুদৃঢ় ও সুশৃংখল বিশ্ব ব্যবস্থা আকস্মিক ও এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এভাবে এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তারপর আখিরাত বা পরকাল প্রসঙ্গ।

আখিরাত

৫৪. সকলের আদি পিতা হযরত আদম (আ) মাটির সৃষ্টি। তারপর যেসব খাদ্য খেয়ে মানুষের দেহ প্রতিপালিত হয়, তাও মাটি হতেই উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পরও মানব সাধারণকে আজ হোক কাল হোক এ মাটিতেই মিশে যেতে হয়। অনুরূপ হাশরের সময়ও মাটিতে মিশ্রিত ছিন্ন-ভিন্ন অংশসমূহকে একত্র করে পুনরায় অস্তিত্ব দান করা হবে এবং কবরে সমাহিতদেরকে বাইরে নিয়ে আসা হবে।

৫৫. অর্থাৎ যে সমস্ত নিদর্শন তাকে দেখানোর ইচ্ছা ছিল তা সমস্তই দেখানো হয়, যেমন লাঠি নিক্ষেপ, শুভ্র-সমুজ্জ্বল হাত প্রভৃতি। তথাপি সে হতভাগা মানল না এবং অবিশ্বাস ও হঠকারিতার মাঝেই অবিচল থাকল।

ফিরআওন কর্তৃক কিবতী সম্প্রদায়কে উস্কানি প্রদান

৫৬. ফিরআওন একথা বলেছিল মূসা (আ)-এর প্রতি কিবতী সম্প্রদায়কে। বিদ্বিষ্ট ও উত্তেজিত করে তোলার অভিপ্রায়ে। সে তাদেরকে বলতে চাচ্ছিল যে, মূসার উদ্দেশ্য মনে

(৫৮) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى ○

(৫৯) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○

৫৮. তাহলে আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ এক জাদু উপস্থিত করব। কাজেই তুমি আমাদের ও তোমার মাঝে একটি ওয়াদার দিন স্থির কর, যার অন্যথা করব না আমরাও এবং তুমিও এক প্রান্তরে।[৫৭]

৫৯. সে বলল, তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল মেলার দিনের। আর লোক যেন পূর্বাহ্নেই সমবেত হয়।[৫৮]

হচ্ছে জাদুর জোরে আমাদেরকে উৎখাত করবে এবং জনগণকে ভোজবাজি দিয়ে নিজের অনুগত করে নেবে। এভাবে কিবতীদের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক বনে যাবে।

মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরআওনের জাদুর চ্যালেঞ্জ

৫৭. অর্থাৎ তুমি এ দুরভিসন্ধিতে সফল হতে পারবে না। আমাদের এখানেও বড় বড় সুদক্ষ জাদুকররা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল তাদের সঙ্গে তোমার মুকাবিলা হয়ে যাক। সুতরাং তুমি যে স্থানে যেদিন মুকাবিলা করতে চাও তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য রাখতে হবে দিনটি যেন এমন হয় যাতে সকলে উপস্থিত থাকতে পারে, কারও কোন বাধা না থাকে এবং জায়গাটিও এমন হতে হবে, যাতে উভয় দলের পক্ষে সেখানে আসা সহজ হয়। আসন ইত্যাদিতে রাজা-প্রজা শাসক-শাসিত ও ছোট-বড়র কোন ব্যবধান না থাকে। উভয় পক্ষ যাতে অবাধে নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। ময়দানও যেন এমন সমতল ও পরিষ্কার হয়, যাতে দর্শনার্থীরা সকলে অনায়াসে দেখতে পারে।

৫৮. অর্থাৎ নবীগণের কাজে কোন রকমের ছল-চাতুরী ও ভান-ভনিতা থাকে না। তাদের সবকিছু হয় সরাসরি, খোলাখুলি। মূসা (আ) বললেন, তোমাদের এখানে যেদিন বছরের সর্ববৃহৎ মেলা বসে সেদিনই বেলা হওয়ার পর মুকাবিলা হোক। কেননা, মেলার দিনই সবচেয়ে বেশী লোক সমাবেশ ঘটে থাকে। আর বেলা হওয়ার পর মুকাবিলা হলে দর্শনার্থী বেশী হবে এবং দিনের আলোয় কারও কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রম থাকবে না।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, জনসমাবেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ইচ্ছা ছিল উভয় পক্ষেরই। ওরা চাচ্ছিল সর্বসমক্ষে এদেরকে হারিয়ে দিতে আর এরা চাচ্ছিল ওদের হার যেন দেখতে পায় সারা মিসরবাসী। ফিরআওনের রাজাভিষেকের দিনে প্রতি বছর সমগ্র মিসরে শহরে-বন্দরে মেলা উৎসব হত।

(٦٠) فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ○

(٦١) قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ○

(٦٢) فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ○

৬০. তারপর ফিরআওন প্রস্থান করল এবং তার যাবতীয় ফন্দি-ফিকির একত্র করে ফিরে আসল।[৫৯]

৬১. মূসা তাদেরকে বলল, দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না, তা করলে তিনি কোন বিপদ দ্বারা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা রচনা করে সে কৃতকার্য হয় না।[৬০]

৬২. অনন্তর তারা তাদের কাজ সম্বন্ধে আপসে বিতর্কে লিপ্ত হল এবং গোপনে সলা-পরামর্শ করল।[৬১]

---

৫৯. সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর ফিরআওন মজলিস ত্যাগ করল এবং জাদুকরদেরকে একত্র করার ও লড়াইয়ে বিজয়ী হওয়ার জন্য সব রকমের ফন্দি-ফিকির ও কলা-কৌশলে মেতে উঠল। অবশেষে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর সে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণ শক্তি নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হল। বিরাট যাদুকর বাহিনী তার সঙ্গে ছিল। উপহার ও পুরস্কারের ওয়াদা হচ্ছিল এবং যে কোনওভাবে মূসা (আ)-কে পরাস্ত ও সত্যকে পদানত করার ফিকির চলছিল।

মূসা (আ)-এর ভাষণ ও জাদুকরদের উপর তার প্রতিক্রিয়া

৬০. প্রতীয়মান হয় যে, সে সমাবেশে হযরত মূসা (আ) প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী নসীহত করেন। জাদুকরগণ তাদের জাদু দ্বারা সত্যের মুকাবিলা করতে এসেছিল। তাই তিনি তাদেরকে সাবধান করে দেন যে, দেখ, নিজ হাতে নিজের ধ্বংস সাধন করো না। আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী ও নবীগণের মু'জিযাসমূহকে জাদু বলা এবং অন্তঃসারশূন্য বিষয়াবলীকে প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপেরই নামান্তর। অপবাদ আরোপকারীদের পরিণতি কখনও ভাল হয় না; বরং আশংকা করা যায় এরূপ লোকদের উপর কোন আসমানী আযাব এসে আঘাত হানবে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

৬১. মূসা (আ)-এর ভাষণ জাদুকর দলকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তারা আপোসে তর্কে পড়ে গেল যে, এ ব্যক্তি কী মনে করা হবে। তার কথাবার্তা তো জাদুকরদের মত মনে হয় না। মোদ্দাকথা, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে লাগল এবং

(٦٣) قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِ
هِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ○
(٦٤) فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ○
(٦٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ○
(٦٦) قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ
اَنَّهَا تَسْعٰى ○

৬৩. তারা বলল, নির্ঘাত এরা দু'জন যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উন্নত জীবনধারা রহিত করে দিতে।[৬২]

৬৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত করে নাও, তারপর সারিবদ্ধ হয়ে এসো। আজ যে জয়ী হবে সে তো কামিয়াব।[৬৩]

৬৫. তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, নয়ত আমরাই হই প্রথম নিক্ষেপকারী।

৬৬. সে বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর,[৬৪] সহসা তাদের যাদুর প্রভাবে তার মনে হল, তাদের রশি ও লাঠিগুলো যেন ছোটাছুটি করছে।[৬৫]

আলাদা জায়গায় একত্র হয়ে পরামর্শে বসে গেল। পরিশেষে তর্ক-বিতর্কের পর ফিরআওনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যা বলল, তা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৬২. অর্থাৎ তারা বলল, পুরুষানুক্রমে যে দীন ও প্রথা তোমাদের মাঝে চলে আসছে মূসা (আ) তা মিটিয়ে দিয়ে তার নিজস্ব দীন ও রীতি-নীতি চালু করতে চায় এবং যেই জাদুবিদ্যা দ্বারা আজ তোমরা দেশে ধন-মানের অধিকারী হয়েছ তারা দু'ভাই চায় তা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা নিজেদের কুক্ষিগত করে নিতে।

৬৩. অর্থাৎ সময়ের গুরুত্ব বোঝ। সুযোগ হাতছাড়া করো না। পূর্ণ সাহস ও শক্তি নিয়ে একযোগে তাকে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর। আকস্মিকভাবে এমন সম্মিলিত আঘাত হান, যাতে প্রথম ধাক্কাতেই সে কুপোকাত হয়। মনে রেখ, আজকের লড়াই এক সিদ্ধান্তকারী লড়াই। আজকের সাফল্য স্থায়ী সাফল্য। যে দল আজ জয়ী হবে সে চিরদিনের জন্য কামিয়াব ও অপরাজিত দলরূপে বিবেচিত হবে।

৬৪. জাদুকরদের প্রস্তাবের জবাবে মূসা (আ) অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে, দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, আমি নয়, বরং তোমরাই আগে নিজেদের ক্ষমতা জাহির ও পারঙ্গমতা প্রদর্শন

(٦٧) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ○

(٦٨) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ○

(٦٩) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا
يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ○

(٧٠) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ○

৬৭. তাতে মূসা মনে মনে ভীতিবোধ করতে লাগল।[৬৬]
৬৮. আমি বললাম, তুমি ভয় করো না। নির্ঘাত তুমিই জয়ী থাকবে।[৬৭]
৬৯. তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর তা তারা যা কিছু বানিয়েছে সব গ্রাস করে ফেলবে।[৬৮] তাদের কৃত সব তো যাদুর কারসাজি। যাদুকর যেখানেই থাকুক সফল হয় না।[৬৯]
৭০. অনন্তর যাদুকররা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি।[৭০]

কর। যাতে করে মিথ্যার শক্তি পরীক্ষার পর সত্যের জয় পূর্ণাঙ্গরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ঘটনা সূরা আ'রাফেও বর্ণিত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

৬৫. অর্থাৎ জাদুকরদের ভেলকিবাজিতে মূসা (আ)-এর মনে হতে লাগল, রশি ও লাঠিগুলো যেন সাপের মত ছুটাছুটি করছে কিন্তু বাস্তবে এরূপ ছিল না।

৬৬. মূসা (আ) আশংকাবোধ করলেন যে, জাদুকরদের এই তেলেসমাতি দেখে সরলপ্রাণ লোকগুলো ধোঁকায় না পড়ে যায় এবং জাদু ও মু'জিযার পার্থক্য বুঝতে না পারে। সে ক্ষেত্রে তো সত্যের জয় সুস্পষ্ট হবে না। হযরত মূসা (আ)-এর ভীতির এ ব্যাখ্যা সামনের জবাব দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়।

৬৭. অর্থাৎ অন্তর থেকে ভীতি দূর করে দাও। এ রকমের সংশয়কে প্রশ্রয় দিও না। আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে জয়ী ও সমুন্নত রাখবেনই।

৬৮. অর্থাৎ নিজ লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ কর, দেখবে মুহূর্তে তা তাদের সব তেলেসমাতি গিলে ফেলবে।

৬৯. অর্থাৎ জাদুকরদের ছল-চাতুরী যত বড়ই হোক না কেন এবং তাদের তেলেসমাতি যতদূরই পৌঁছুক না কেন, সত্যের বিরুদ্ধে তা কখনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। জাদুকর কখনই কৃতকার্য হতে পারে না। এ জন্যই হাদীছে জাদুকরকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৭১) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ
فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫
وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ۝

(৭২) قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

৭১. ফিরআওন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তাকে মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।[৭১] সুতরাং আমি তোমাদের হাত ও বিপরীত দিকের পা[৭২] কেটে দেব এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব।[৭৩] তোমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি সুকঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী।[৭৪]

৭২. তারা বলল, আমাদের কাছে যে সব সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছে গেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার চেয়ে তোমাকে বেশী প্রাধান্য দেব না কিছুতেই। কাজেই তোমার যা করবার করতে পার। তুমি তো এই পার্থিক জীবনেই কর্তৃত্ব খাটাতে পারবে?

জাদুকরদের ঈমান ও ফিরআওনের হুমকি

৭০ জাদুকরগণ জাদু শাস্ত্রের প্রকৃতি জানত। শাস্ত্রের মূলনীতি হিসেবে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল এটা কিছুতেই জাদু হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা জাদুর উর্ধ্বে কোন জিনিস। তাদের অন্তরে ঈমান এসে গেল এবং তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। এ ঘটনা সূরা আ'রাফে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৭১. অর্থাৎ ফিরআওন জাদুকরদেরকে ধমক দিয়ে বলল, আমাকে জিজ্ঞেস না করেই তোমরা ঈমান আনলে? আমার ফায়সালারও অপেক্ষা করলে না? বোঝা গেছে, এটা তোমাদের ও মূসার যোগসাজশে তৈরী একটা ষড়যন্ত্র। প্রতিদ্বন্দ্বিতার লোক দেখানো খেলা খেলে জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছ, যেমন সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে।

৭২. অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা।

৭৩. যাতে করে তোমাদের অবস্থা দেখে সকলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৭৪. অর্থাৎ তোমরা ঈমান এনে মনে করছ তোমরাই মুক্তি পাবে আর আমরা সব স্থায়ী আযাবে নিপতিত থাকব। তা এখনই জানতে পারবে কার আযাব কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী।

(৭৩) إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ
وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ۝

(৭৪) إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ
لَا يَحْيَىٰ ۝

৭৩. আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যাতে তিনি মার্জনা করেন আমাদের পাপরাশি এবং তুমি জবরদস্তিমূলক আমাদের দ্বারা যে জাদু করিয়েছ তা।[৭৫] আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।[৭৬]

৭৪. নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয় তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সে তাতে মৃত্যুবরণও করবে না এবং জীবিতও থাকবে না।[৭৭]

জাদুকরদের ঈমানী দৃঢ়তা

৭৫. অর্থাৎ আমরা এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিকে তোমার কারণে ত্যাগ করতে পারব না। আমাদের প্রকৃত স্রষ্টার সন্তুষ্টির বিপরীতে তোমার কোন পরওয়াও আমরা করতে পারি না। এখন তুমি যা পার কর। বেশীর পক্ষে তুমি তো এতটুকুই করতে পারবে যে, আমাদের নশ্বর জীবন খতম করে দেবে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। আমরা প্রথমেই নশ্বর পৃথিবীর বদলে অবিনশ্বর আখিরাতকে গ্রহণ করে নিয়েছি। এখন এখানকার সুখ-দুঃখের কোন ফিকির আমাদের নেই। আশা কেবল এতটুকুই যে, আমাদের মালিক যেন আমাদের উপর রাযী হয়ে যান এবং আমাদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন, বিশেষত সেই গুনাহ্ যা তোমার শাসন দণ্ডের ভয়ে যবরদস্তিমূলক করতে হয়েছে (অর্থাৎ জাদুর মাধ্যমে সত্যের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়া)। বর্ণিত আছে যে, জাদুকরগণ মূসা (আ)-এর নিদর্শন দেখে প্রথমেই বুঝে ফেলেছিল যে, তা জাদু নয়, তার মুকাবিলা করা উচিত নয়। কিন্তু ফিরআওনের ভয়ে করতে বাধ্য হয়।

৭৬. অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে যে পুরস্কার ও মর্যাদা দান করতে তার চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী প্রতিদান মু'মিনগণ আল্লাহ্র কাছে লাভ করে থাকে।

৭৭. অর্থাৎ মানুষের উচিত সর্বপ্রথম আখিরাতের চিন্তা করা, মানুষের আনুগত্য করে আল্লাহ্র অবাধ্য না হওয়া। তাঁর অবাধ্য যে হবে তার ঠিকানা নেহাত মন্দ। সেখান থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট যত কঠিনই হোক, মৃত্যু এসে তার অবসান ঘটায়, কিন্তু কাফিরের জন্য জাহান্নামে মৃত্যুও নেই, যাদ্বারা দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি হবে। আর যে জীবন হবে তাও সত্যিকারের কোন জীবন নয়। মৃত্যু তার চেয়ে সহস্র গুণ শ্রেয় (আল্লাহ্ পানাহ)।

(৭৫) وَمَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۙ

(৭৬) جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۟

(৭৭) وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝

(৭৮) فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۗ

৭৫. আর যে ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন হয়ে, সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা।

৭৬. বসবাসের উদ্যান, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহর। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।[৭৮] এটা তারই পুরস্কার, যে পবিত্র হয়।[৭৯]

৭৭. আমি মূসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠাই যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড় তারপর তাদের জন্য সাগরে শুকনো পথ তৈরী কর। পেছন দিক থেকে ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং ডুবে যাওয়ারও আশঙ্কা করো না।

৭৮. তারপর ফিরআওন তার সৈন্য নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করল, ফলে পানি তাদেরকে যেমন আচ্ছন্ন করবার আচ্ছন্ন করল।[৮০]

---

৭৮. অপরাধীদের বিপরীতে অনুগত বান্দাদের পরিণাম এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৭৯. অর্থাৎ যারা পবিত্র হয় নিকৃষ্ট ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, ইতর চরিত্র ও মন্দ কর্ম হতে।

ফিরআওন ও তার দলের শিক্ষণীয় পরিণতি

৮০. ফিরআওনী সম্প্রদায় যখন লড়াইয়ের ময়দানে হেরে গেল ও জাদুকরগণ ঈমান আনয়ন করল তখন বনী ইসরাঈল দিনে দিনে দলে ভারী হতে লাগল। মূসা (আ) বছরের পর বছর আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখিয়ে প্রতিপক্ষতে বুঝাতে থাকলেন, এবং কোন রকমের অজুহাত-আপত্তির সুযোগ বাকী রাখলেন না। কিন্তু তথাপি ফিরআওন সত্য গ্রহণ করতে ও বনী ইসরাঈলকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত হল না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রি বেলা মিসর ত্যাগ করে বের হয়ে পড়, যাতে এভাবে বনী ইসরাঈলের লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার অবসান ঘটে। পথে সাগর (লোহিত সাগর)-এর বাধা দেখা দেবে, কিন্তু তোমার মত একজন বিশিষ্ট নবীর পক্ষে সমুদ্র তরঙ্গ কোন বাধা হওয়া উচিত নয়। তারই মধ্য হতে নিজেদের জন্য শুকনো পথ নির্মাণ করে নিও। তা পাড়ি

(৭৯) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ○

(৮০) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ
الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ○

৭৯. ফিরআওন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সে তাদেরকে সুপথ দেখায়নি।[৮১]

৮০. হে ইসরাঈলের বংশধররা! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুদের কবল হতে উদ্ধার করি এবং পাহাড়ের ডান দিকে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেই এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করি মান্না ও সালওয়া।

দেওয়ার সময় নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা করো না এবং পেছন থেকে শত্রু এসে ধরে ফেলবে সে ভয়ও করো না।

সুতরাং মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী সাগরে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানি ভাগ হয়ে রাস্তা বের হয়ে আসল। আল্লাহ্ তা'আলা বাতাসকে আদেশ করলেন মাটি শুকিয়ে ফেলতে। তাৎক্ষণিকভাবে সাগর বক্ষে শুকনো পথ তৈরী হয়ে গেল, যার উভয় পাশে পানির পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছিল।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল (সূরা শুআরা– ২৬ ঃ ৬৩)।

বনী ইসরাঈল সে পথ দিয়ে অনায়াসে ওপার পৌঁছে গেল। পিছন দিক থেকে ফিরআওন তার বিপুল সেনাদল নিয়ে তাদেরকে ধাওয়া করে আসছিল। শুকনো পথ দেখে সেও তাতে ঢুকে পড়ল। যখন বনী ইসরাঈল সাগর পার হয়ে গেল এবং ফিরআওনী সম্প্রদায় মাঝামাঝি পৌঁছল তখন আল্লাহ্ তা'আলা সাগরকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন সবদিক থেকে মিলে যায় এবং তাদের সকলকে নিজের গর্ভে নিয়ে নেয়। তারপর সাগরের তরঙ্গরাশি যে কিভাবে তাদেরকে চিরতরে আচ্ছন্ন করে ফেলে তা কি আর বলতে হয়!

৮১. অর্থাৎ মুখে অনেক কিছুই দাবী করত, যেমন- وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ। 'আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি' (৪০ ঃ ২৯)। কিন্তু সে তার সম্প্রদায়কে কেমন সৎপথ দেখাল? এ তো সেই প্রবাদেরই বাস্তব চিত্র 'আমি তো ডুবেছি, তোমাকেও নিয়ে ডুবব'। তার যে দশা ঘটেছিল দুনিয়াতে, আখিরাতেও তাই ঘটবে। এখানে সকলকে নিয়ে সাগরে ডুবেছিল, ওখানে সকলকে নিয়ে হবে জাহান্নামে পতিত। ইরশাদ হয়েছে – يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ 'সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদের নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে (সূরা ~~মু'মিন~~ হূদ– ১১ ঃ ৯৮)।

(٨١) كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى ○

(٨٢) وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ○

৮১. আমি তোমাদেরকে যে পবিত্র বস্তু দান করেছি তা হতে আহার কর এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না।[৮২] করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। আর যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসল সে তো ধ্বংস হয়ে গেল।[৮৩]

৮২. আর যে তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তারপর সৎপথে অবিচলিত থাকে তার প্রতি আমি বড়ই ক্ষমাশীল।[৮৪]

বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও উপদেশ

৮২. আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, দেখ আমি তোমাদের প্রতি কত কত ইহ্সান ও অনুগ্রহ করেছি। তোমাদের কর্তব্য তার শুক্র আদায় করা। এটা কি মামুলী কথা যে, এমন অত্যাচারী প্রবল প্রতাপান্বিত দুশমনের কবল হতে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাকে কী শিক্ষণীয়ভাবে তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারপর মূসা (আ)-এর মধ্যস্থতায় তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, মিসর থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে তূর পাহাড়ের ডান পার্শ্বস্থ বরকতময় ও পবিত্র স্থানে আসলে তোমাদেরকে 'তাওরাত' প্রদান করা হবে। তা ছাড়া 'তীহ'-এর ধু ধু প্রান্তরে তোমাদের খাওয়ার জন্য মান্না ও সাল্ওয়া অবতীর্ণ করেন (যার বর্ণনা সূরা বাকারায় চলে গেছে)। এসব অনুগ্রহের হক এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে হালাল, সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু দান করেছেন তা সাগ্রহে ব্যবহার করো, কিন্তু এ ব্যাপারে সীমালংঘন করো না তথা অকৃতজ্ঞতা ও অপব্যয় করো না, এ নশ্বর ও ক্ষয়িষ্ণু ভোগবিলাস নিয়ে অহংকার করো না, এর মাঝে অপরের প্রাপ্যসমূহ আদায়ে অবহেলা করো না, আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-দৌলত পাপকার্যে ব্যয় করো না কিংবা যখন যেখানে জুড়ে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে জুড়ে রাখতে প্রবৃত্ত হয়ো না। সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতকে অহংকার ও অবাধ্যতার মাধ্যম বানিও না।

৮৩. অর্থাৎ সীমালংঘন করলে তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব পড়বে এবং লাঞ্ছনা ও শাস্তির অন্ধ গহ্বরে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।

৮৪. অভিশপ্তদের বিপরীতে ক্ষমাপ্রাপ্তদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, যত বড় অপরাধীই হোক, যদি খাঁটি মনে তাওবা করে, ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করে এবং আমরণ তাতেই কায়েম থাকে, তবে তার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা ও দয়ার কমতি নেই।

(٨٣) وَمَآ اَعۡجَلَكَ عَنۡ قَوۡمِكَ يٰمُوۡسٰى ۝

(٨٤) قَالَ هُمۡ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىۡ وَعَجِلۡتُ اِلَيۡكَ رَبِّ لِتَرۡضٰى ۝

(٨٥) قَالَ فَاِنَّا قَدۡ فَتَنَّا قَوۡمَكَ مِنۡۢ بَعۡدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ۝

৮৩. হে মূসা! তুমি তোমার সম্প্রদায়কে ফেলে ত্বরা করলে কেন ?

৮৪. সে বলল, ওরা আমার পেছনে ওই আসছে। আর আমি তোমার নিকট তাড়াতাড়ি এসেছি হে আমার প্রতিপালক, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।[৮৫]

৮৫. তিনি বললেন, আমি তোমার পর তোমার সম্প্রদায়কে বিচ্যুত করি এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করে সামিরী।[৮৬]

---

৮৫. হযরত মূসা (আ) ওয়াদা অনুযায়ী অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তূর পাহাড়ে পৌঁছলেন। সম্ভবত সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধিকেও সাথে নেওয়ার হুকুম ছিল। তারা কিছুটা পেছনে পড়ে গেল। হযরত মূসা (আ) আগ্রহাতিশয্যে আগে পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে মূসা! এত তাড়াহুড়া কেন করলে যে, কওমের লোকজনকে পেছনে রেখে আসলে ? আরয করলেন, হে প্রতিপালক! তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আগে আগে এসে গেছি। কওমও খুব বেশী দূরে নয়। তারাও পেছনে পেছনে আসছে। তাফসীর গ্রন্থসমূহে এমনই বলা হয়েছে, তবে অন্যরকম ব্যাখ্যারও অবকাশ আছে।

৮৬. অর্থাৎ তুমি তো এদিকে এসেছ, ওদিকে আমি তোমার সম্প্রদায়কে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছি, এ কার্য-কারণের জগতে যার কারণ হয়েছে সামিরী। কেননা, তারই প্ররোচনা ও ফুসলানিতে বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়েছিল, যে ঘটনা সূরা আ'রাফে চলে গেছে।

সামিরীর পরিচয়

কেউ কেউ বলেন, সামিরীর নামও ছিল মূসা। কারও মতে, সে বনী ইসরাঈলের লোক, কেউ বলেন কিবতী বংশোদ্ভূত। যাহোক, অধিকাংশের মতে এ ব্যক্তি হযরত মূসা আলায়হিস সালামের সময়ের একজন মুনাফিক ছিল এবং মুনাফিকদের মত ছল-চাতুরী ও ফেরেববাজী করে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার দুরভিসন্ধিতে থাকত। ইব্ন কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী ইসরাঈলী সূত্রসমূহে তার নাম বলা হয়েছে হারূন।

(٨٦) فَرَجَعَ مُوْسٰۤى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ۝

(٨٧) قَالُوْا مَاۤ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَاۤ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

৮৬. সুতরাং মূসা ক্রোধভরে আক্ষেপ করতে করতে ফিরে চলল। বলল, হে সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে দেননি উত্তম প্রতিশ্রুতি ? তবে কি প্রতিশ্রুতির মেয়াদ তোমাদের জন্য দীর্ঘ হয়ে গেছে, না-কি তোমরা চাও তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ পতিত হোক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছ?[৮৭]

৮৭. তারা বলল, আমরা নিজ ইচ্ছায় তোমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। তবে আমাদেরকে দিয়ে ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারপাতির ভারী বোঝা বহন করানো হচ্ছিল। আমরা তা ফেলে দেই। অনন্তর সামিরী তা এরূপ ঢালাই করে।[৮৮]

মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন ও সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসাবাদ

৮৭. অর্থাৎ আমার ওয়াদা ছিল যে, আমার অনুসরণ করলে তোমরা দীনী ও দুনিয়াবী সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ করবে। সুতরাং ইতোমধ্যে অনেক বড় বড় কল্যাণ স্বচক্ষে দেখতেও পেয়েছ আর যা বাকি আছে তাও শীঘ্রই লাভ করতে, কিন্তু তোমরা একী করলে ? তবে কি ওয়াদার পর অনেক দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে যে, তোমরা পেছনের অনুগ্রহ সব ভুলে গেছ এবং ভবিষ্যত অনুগ্রহের প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ? নাকি জেনে শুনে তোমরা আমার সঙ্গে ওয়াদাখেলাপী করেছ ? এবং তাওহীদী দীন হতে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্র গযব কিনে নিয়েছ ? (ইব্‌ন কাছীর)

অথবা এর ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ দিনের ওয়াদা করেছিলেন। বলেছিলেন যে, এই সময়কাল মূসা 'আলায়হিস-সালাম তূর পাহাড়ে ইতিকাফরত থাকলে পবিত্র তওরাত প্রদান করা হবে। তবে কি এ মেয়াদ অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে যে, অপেক্ষা করতে করতে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছ এবং গো-বৎসের পূজা গ্রহণ করে নিয়েছ ? নাকি ইচ্ছাকৃত এরূপ কাণ্ড করেছে, যাতে আল্লাহ্র গযবের উপযুক্ত হতে পার ?

اَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ (তোমরা আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছ)-এর অর্থ সেই ওয়াদা, যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-এর সঙ্গে করেছিল। অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব এনে দিন আমরা তা মেনে চলব এবং আপনার অনুসরণে অটল থাকব।

(৮৮) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۝

(৮৯) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

(৯০) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

৮৮. এরপর সে তাদের জন্য বানিয়ে ফেলল একটা বাছুর–একটা দেহ, যার ছিল গরুর আওয়ায। তারপর সে বলতে লাগল, এই হচ্ছে তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, কিন্তু সে ভুলে গেছে।[৮৯]

৮৯. তবে তারা কী দেখে না যে, সেটি তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে না ?[৯০]

৯০. আর হারূন তাদেরকে আগেই বলেছিল যে, হে সম্প্রদায়! তোমরা তো এ বাছুর দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছ। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক রহমান। সুতরাং আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা শোন।[৯১]

---

৮৮. অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের থেকে এমন করিনি। এ কাজ সামিরী আমাদের দ্বারা করিয়েছে। ঘটনা এই যে, ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারপাতির যে বোঝা আমাদের উপর চাপানো ছিল এবং বুঝতে পারছিলাম না তা কী করব, তা আমরা আপোসে পরামর্শ করার পর ফেলে দেই। সামিরী সেগুলো আগুনে গলিয়ে ছাঁচে ঢালে এবং বাছুরের মূর্তি বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। সূরা আ'রাফে এ ঘটনা চলে গেছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারপাতি বনী ইসরাঈলের হাতে কী করে আসল ? তারা ধার নিয়েছিল, না গনীমতরূপে লাভ করেছিল, না অন্য কোন উপায়ে তারা এগুলো পেয়েছিল ? এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরদের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। সে যাই হোক, বনী ইসরাঈল নিজেদের জন্য সেগুলোর ব্যবহার জায়েয মনে করছিল না, অথচ কী আশ্চর্য, তা দিয়ে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করাকে তারা জায়েয জ্ঞান করছিল ঠিকই।

৮৯. অর্থাৎ মূসার দ্বারা ভুল হয়ে গেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ তো এখানে উপস্থিত অর্থাৎ এ বাছুরটিই– নাঊযুবিল্লাহ। সম্ভবত তাদের মধ্যে যারা ঘোরতর গোঁড়া ছিল এটা তাদেরই উক্তি।

৯০. অর্থাৎ অন্ধদের এত বড় মোটা কথাও বুঝে আসল না যে, যেই মূর্তি কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না এবং কারও মামূলী কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না, তা কী করে আল্লাহ্ বা উপাস্য হতে পারে ?

(৯১) قَالُوۡا لَنۡ نَّبۡرَحَ عَلَيۡهِ عٰكِفِيۡنَ حَتّٰى يَرۡجِعَ اِلَيۡنَا مُوۡسٰى ○

(৯২) قَالَ يٰهٰرُوۡنُ مَا مَنَعَكَ اِذۡ رَاَيۡتَهُمۡ ضَلُّوۡۤا ○

(৯৩) اَلَّا تَتَّبِعَنِ ؕ اَفَعَصَيۡتَ اَمۡرِىۡ ○

(৯৪) قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَاۡخُذۡ بِلِحۡيَتِىۡ وَلَا بِرَاۡسِىۡ ۚ اِنِّىۡ خَشِيۡتُ اَنۡ تَقُوۡلَ فَرَّقۡتَ
بَيۡنَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِىۡ ○

৯১. তারা বলল, আমরা সদা-সর্বদা এরই সংলগ্ন হয়ে বসে থাকব, যাবত না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে।[৯২]
৯২. মূসা বলল, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তখন কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল যে,
৯৩. তুমি আমার অনুসরণ করলে না। তবে কি তুমি হুকুম রদ করে দিয়েছ ?[৯৩]
৯৪. সে বলল, হে আমার মায়ের পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও মাথা ধরো না।[৯৪] আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, 'তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণ রাখোনি।[৯৫]

হারূন (আ)-এর উপদেশ ও বনী ইসরাঈলের জবাব

৯১. অর্থাৎ হযরত হারূন (আ) নম্রতার সঙ্গে মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তোমরা যেই বাছুর দ্বারা প্রতারিত হচ্ছ তা উপাস্য হতে পারে না কিছুতেই। তোমাদের প্রতিপালক তো এক-অদ্বিতীয় রহমান, চিন্তা করে দেখ এ পর্যন্ত তিনি কী পরিমাণ রহমতের বারিধারা তোমাদের প্রতি বর্ষণ করেছেন। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? আমি মূসার প্রতিনিধি এবং নিজেও নবী। নিজেদের ভাল চাও তো আমার অনুসরণ করা ও আমার কথা শোনা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। তোমরা সামিরীর ধোঁকায় পড়ো না।

৯২. অর্থাৎ মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত তো আমরা এ অবস্থান হতে টলব না। তিনি ফিরে আসলে তখন দেখা যাবে, যা ভাল মনে হয় করব।

মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ

৯৩. অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত করে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার অনুপস্থিতিতে তাদের দেখাশোনা করবে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের পথে চলবে না। তা তুমি কী দেখা শোনা করলে ? কেন নিজের সমর্থকদের নিয়ে বাছুর পূজারীদেরকে কঠোরভাবে বাধা দিলে না ? আর তা সম্ভব না হলে তাদেরকে ত্যাগ করে কেন আমার কাছে চলে গেলে না ? মোটকথা, এরূপ সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা দেখেও কেন তুমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করলে না ?

(৯৫) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ○

(৯৬) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ ○

৯৫.মূসা বলল, এবার তোমার ব্যাপার কী হে সামিরী ?৯৬

৯৬. সে বলল, আমি দেখেছি যা অন্যরা দেখেনি। এরপর আমি সেই দূতের পদতল থেকে এক মুঠো তুলে রাখলাম। তারপর আমি তাই নিক্ষেপ করলাম। আমার মন আমাকে এই মন্ত্রণাই দিল।৯৭

---

৯৪. হযরত মূসা (আ) ক্রোধের আতিশয্যে হারূন (আ)-এর দাড়ি ও মাথার চুল ধরে ফেলেছিলেন। এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত হারূন (আ)-এর জবাব

৯৫. হযরত হারূন (আ) বললেন, আমার এটাই বুঝে এসেছিল যে, তোমার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কাজ করে বসব, যার দ্বারা বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হবে, তার চাইতে বরং তোমার আগমনের অপেক্ষা করাই শ্রেয়। কেননা, স্পষ্ট কথা যে, তাদের সঙ্গে মুকাবিলা কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করলে কিছু লোক আমার সমর্থন করত এবং বহু লোক আমার বিরোধিতা করত। আমার আশংকা হয়েছিল যে, তুমি এসে পাছে এই অভিযোগ তোল যে, আমার জন্য অপেক্ষা না করে সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ভাঙন কেন সৃষ্টি করলে ?

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লেখেন, হযরত মূসা (আ) যাওয়ার সময় হারূন (আ)-কে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, সকলকে ঐক্যবদ্ধ রেখো। এ কারণেই তিনি বাছুর পূজাকারীদের মুকাবিলা করেননি। অবশ্য মুখে বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বুঝেনি, পরন্তু তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। অন্যত্র আছে– وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল (৭ : ১৫০)।

সামিরীকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তার জবাব

৯৬. তারপর মূসা (আ) সামিরীকে তিরস্কার করে বললেন, এখন তুমি তোমার রহস্য খুলে বল, কেন তুমি এরূপ কাণ্ড ঘটালে ? এমন কী কারণ দেখা দিয়েছিল যদ্দরুন বনী ইসরাঈল তোমার দিকে ঝুঁকে পড়ল ?

৯৭. সামিরী বলল, এমন এক জিনিস আমার চোখে পড়েছে। যা আর কেউ দেখেনি। অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেরিত ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে ঘোড়ায় সওয়ার দেখেছি। সম্ভবত এটা সেই সময়কার কথা, যখন বনী ইসরাঈল সাগরের ভেতর নেমে যায় এবং ফিরআওনও সসৈন্যে তার পেছনে পেছনে নেমে পড়ে। তখন হযরত জিবরাঈল উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যান, যাতে তারা পরস্পর মিলিত হতে না পারে।

222638

(৯৭) قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ
مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ
لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ○

৯৭. মূসা বলল, তুমি দূর হয়ে যাও। তোমার জন্য পার্থিব জীবনে তো এই শাস্তি যে, তুমি বলবে 'ছুঁয়ো না'।[৯৮] আর তোমার জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত কাল, যার অন্যথা তোমার সঙ্গে করা হবে না।[৯৯] আর দেখ তোমার সেই উপাস্যের দিকে তাকিয়ে, যার সংলগ্ন হয়ে তুমি বসে থাকতে দিনভর। আমরা তাকে জ্বালিয়ে দেব, তারপর তা উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেব সাগরে।[১০০]

---

৯৮. যা-হোক সামিরী তার কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিংবা বুদ্ধিগত উপলব্ধি বা তার সাবেক কোন অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝে ফেলে যে, ইনি জিবরাঈল! সে এক ফাঁকে তাঁর পা বা তাঁর ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে এক মুঠো মাটি তুলে রাখে। সে মাটিই সোনার বাছুরের ভেতর ঢুকিয়ে দেই। কেননা, তার মনে হয়েছিল যে, 'রূহুল-কুদ্স' এর পা-ছোঁয়া মাটিতে বিশেষ কোন তাছির অবশ্যই থাকবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন যে, স্বর্ণ ছিল কাফিরদের সম্পদ, ধোঁকা দিয়ে তা আনা হয়েছিল। তাতে বরকতের মাটি লেগে যায়। হক ও বাতিল মিলে এক আজব কারিশমার সৃষ্টি হয় যে, জীবিত প্রাণীর মত আত্মা ও আওয়ায তাতে দেখা দেয়। এরূপ জিনিস থেকে সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকা উচিত। এরই দ্বারা পৌত্তলিকতার বিস্তার ঘটে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতের যে ব্যাখ্যা উপরে লেখা হল, এরূপই সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও মুফাসসিরবৃন্দ থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন বক্রমতি বুদ্ধিজীবী এর উপর যে আপত্তি উত্থাপন করেছে এবং এর বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে আল্লামা আলূসী (র) 'রূহুল মা'আনী' গ্রন্থে তার বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। এখানে অতটা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আগ্রহী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

সামিরীর শিক্ষণীয় পরিণাম

৯৯. অর্থাৎ আমাকে স্পর্শ করো না। আমার কাছ থেকে দূরে থাক। সে বাছুর পূজার চাল চেলেছিল প্রভাব বিস্তার ও নেতৃত্ব লাভের আশায়। মনে করেছিল এতে করে মানুষ তার ভক্ত হয়ে যাবে ও তাকে নেতা মানবে। এ জন্য শাস্তিও পেয়েছে এমন যা তার কর্মের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ। কেউ তার কাছে যাবে না। গেলেও সে নিজেই দূরে থাকতে বলবে। এভাবে সে দুনিয়ায় একজন চরম লাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য ও বন্য পশুর মত জীবন যাপন করবে।

(৯৮) إِنَّمَآ إِلَٰهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ○

(৯৯) كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ○ۚ

৯৮. তোমাদের মা'বূদ তো সেই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া আর কারও ইবাদত নেই। তার জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত।১০১

৯৯. এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি অতীত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত১০২ এবং আমি তোমাকে দিয়েছি নিজের পক্ষ হতে পাঠ্য গ্রন্থ।১০৩

---

১০০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, দুনিয়ায় সে এই শাস্তি পেল যে, বনী ইসরাঈল বাহিনী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকত। যদি কখনও কারও সঙ্গে মিলিত হত বা অন্য কেউ তার সঙ্গে, তা হলে উভয়ের মাঝে প্রদাহের সৃষ্টি হত। এ কারণেই মানুষকে দূর দূর করত। 'প্রতিশ্রুত কাল' বলতে সম্ভবত আখিরাতের আযাব বুঝানো হয়েছে অথবা দাজ্জালের আবির্ভাব। দাজ্জালও ইয়াহূদীদের মাঝে সামিরীকৃত দুষ্কৃতির পূর্ণতা-বিধান করবে। এর দৃষ্টান্ত এই যে, আমাদের প্রিয়নবী (সা) সম্পদ বণ্টন করতেন। একদিন এক ব্যক্তি বলল যে, ন্যায্যভাবে বণ্টন করুন। প্রিয়নবী (সা) বললেন, 'এর মত এক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে'। ঠিকই খারিজী সম্প্রদায় বের হল যাদের বৈশিষ্ট্যই ছিল নেতৃবর্গের সমালোচনা করা। যারা ধর্মীয় নেতাদের নিন্দা-সমালোচনা করে তারা সব ঐ পর্যায়েরই লোক।

১০১. অর্থাৎ তোমার শাস্তি তো এই হল। এবার তোমার মিথ্যা উপাস্যের স্বরূপও উন্মোচন করে দিচ্ছি। যে বাছুরকে তুমি মা'বূদ বানিয়ে তার সামনে দিনমান বসে থাকতে এখনই তোমার চোখের সামনে তাকে ভেঙে-চুরে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেব। এরপর সে ভস্ম সাগরে ভাসিয়ে দেব, যাতে তার পূজারীরা ভাল করে বুঝতে পারে যে, খোদ নিজেরই অস্তিত্ব পর্যন্ত রক্ষা করতে পারে না। সে অন্যদের কী উপকার বা অপকার করবে?

তাওহীদের ডাক

১০২. বাতিলকে মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ) তাঁর কওমকে হকের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন। তিনি তাদের বলেন যে, বাছুর কী ছাই, যে যত বড়ই হোক, মা'বূদ হতে পারে না কিছুতেই। সত্যিকারের মা'বূদ তো সেই এক অদ্বিতীয় সত্তা, যিনি ছাড়া স্বভাব-প্রকৃতি ও যুক্তি-প্রমাণের দৃষ্টিতে আর কারও ইবাদত-বন্দেগী করার অবকাশ নেই এবং যার অসীম জ্ঞান বিন্দু-সিন্ধু সবকিছু জুড়ে পরিব্যাপ্ত।

অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ও তার শিক্ষা

১০৩. অর্থাৎ মূসা ও ফিরআওনের মত বিগতকালের আরও বহু জাতির ইতিবৃত্ত আমি তোমাকে এবং তোমার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুনাতে থাকি, যার মধ্যে বহু

(١٠٠) مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۙ

(١٠١) خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ؕ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۙ

(١٠٢) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚۖ

(١٠٣) يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ۝

১০০. যে কেউ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বহন করবে এক ভার।

১০১. সে তার মাঝে থাকবে সদা-সর্বদা এবং কিয়ামতের দিন তাদের সে ভার বহন হবে অতি নিকৃষ্ট।[১০৪]

১০২. যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে এবং সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব কটা চক্ষু অবস্থায়।[১০৫]

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে চুপিসারে বলাবলি করবে যে, তোমরা মাত্র দশ দিনই অবস্থান করেছিলে।[১০৬]

উপকারিতা নিহিত, যেমন জ্ঞানের সমৃদ্ধি, মু'জিযার সংখ্যা বৃদ্ধি, নবী ও তাঁর অনুসারীদের আত্মিক প্রশান্তি এবং বোধ-বুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য উপদেশ ও নসীহত আর হঠকারী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্কবাণী ও হুশিয়ারী সংকেত ইত্যাদির মাল-মশলা এসব ঘটনার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

১০৪. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ, যাতে এসব শিক্ষা সম্বলিত ঘটনা ও বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

অপরাধীদের জন্য কিয়ামতের অবস্থা

১০৫. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে আনয়নকালে তারা অন্ধ থাকবে। কিংবা আকৃতি বিদঘুটে করে তোলার জন্য তাদের চোখ নীল বর্ণ করে দেওয়া হবে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে তখন এর দ্বারা বিশেষ এক সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। এরপর তাদের চোখ খুলে দেওয়া হবে, যাতে জাহান্নাম ইত্যাদি দেখতে পায়। বলা হয়েছে- وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ। 'এবং অপরাধীরা জাহান্নাম দেখতে পাবে'(১৮ ঃ ৫৩)।

আরও আছে, اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا 'তারা যেদিন আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে' (মারয়াম ১৯ ঃ ৩৮)।

১০৬. অর্থাৎ আখিরাতের দীর্ঘতা ও সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতি দৃষ্টে পার্থিব জীবনের বা কবরের অবস্থান এতই অল্পকালীন বলে মনে হবে যে, তা যেন সপ্তাহ দশ দিনের বেশী নয়। দুনিয়ার জীবন যেন খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। এখানকার

(١٠٤) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَـةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا
يَوْمًا ۝

(١٠٥) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ۝

(١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝

(١٠٧) لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ۝

১০৪. তারা যা বলে তা আমি সম্যক[১০৭] জানি, যখন তাদের মধ্যে যে উত্তম পথের অনুসারী সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।[১০৮]
১০৫. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে পাহাড়-পর্বতের অবস্থা। বল, আমার প্রতিপালক তা উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন।
১০৬. তারপর ভূমিকে পরিণত করবেন পরিষ্কার ময়দানে।
১০৭. তাতে তুমি দেখবে না কোন বক্রতা এবং না টিলা।[১০৯]

আনন্দ-স্ফূর্তি ও লম্বা-চওড়া আশা সব ভুলে যাবে। জীবনটা বৃথা নষ্ট করার কারণে তখন ভীষণ অনুতাপ হবে।

অথবা তারা এরূপ বলবে ওযরখাহী স্বরূপ। অর্থাৎ দুনিয়ায় অতি সামান্য কালই অবস্থান করেছি। আখিরাতের জন্য কিছু জোগাড় যন্ত্র করার সুযোগই তাই হয়ে উঠেনি। যেমন অন্যত্র আছে : وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ 'যে দিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি' (রূম ৩০ : ৫৫)।

১০৭. অর্থাৎ তারা যতই চুপিসারে বলুক তা আমার কাছে গোপন থাকে না। নিজেদের মধ্যে তারা যে কানাকানি করবে তা আমি ভাল করে জ্ঞাত আছি।

১০৮. অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও সচেতন তারা বলবে, সাহেব! দশ দিন কোথায় ? এক দিনের বেশী নয়। তাকে বেশী বুদ্ধিমান ও উত্তম পথের অনুসারী বলা হয়েছে এই দৃষ্টিতে যে, দুনিয়ার নশ্বরতা ও অস্থায়িত্ব এবং আখিরাতের অবিনশ্বরতা, স্থায়িত্ব ও অবস্থার ভয়াবহতা অন্যদের তুলনায় সে বেশী বুঝেছে।

কিয়ামতে পাহাড় পর্বতের অবস্থা

১০৯. অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখে অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা করে বলে, এই যে বিশালাকার সুকঠিন পাহাড়-পর্বত এগুলোর কী অবস্থা হবে ? এগুলোও কী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ? তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির সামনে পাহাড়-পর্বত কী

(১০৮) يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ○

(১০৯) يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ○

(১১০) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا ○

১০৮. যে দিন তারা অনুসরণ করবে আহবানকারীর, যার কথায় বক্রতা[১১০] নেই এবং দয়াময়ের ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। ফলে তুমি খসখসানি ছাড়া কিছু শুনতে পাবে না।[১১১]

১০৯. যেদিন কাজে আসবে না সুপারিশ, তবে দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন সে ব্যতিক্রম।[১১২]

১১০. তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পেছনে আছে আর তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্তে আনতে পারে না।[১১৩]

কাজে লাগে ? মুহূর্তের মধ্যে এগুলোকে ভেঙে-চুরে বালুর কণা ও ধূনিত তুলার মত বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হবে। ভূমিকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও সমতল করে দেওয়া হবে। এতটুকু আঁকাবাঁকা ও উঁচু-নীচু থাকবে না। পাহাড়-পর্বতের সব প্রতিবন্ধকতা এক ফুৎকারে সাফ করে ফেলা হবে।

১১০. অর্থাৎ ফেরেশতা যে দিকে আওয়ায দেবে বা যেদিকে ডাকা হবে সোজা তীরের মত তারা সে দিকে দৌড়াতে থাকবে। না আহবানকারীর কথায় বক্রতা থাকবে, না ধাবিতদের মধ্যে থাকবে ট্যারামী। হায়, তারা যদি ইহ জীবনেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত আহবানকারীর ডাকে এরূপ সোজাসুজি ছুটত, তবে সে ছুট পরকালে কত কাজে লাগত! কিন্তু, তাদের দুর্ভাগ্য যে, নিজ বক্রতা বশে এখানে তারা সর্বদা আঁকাবাঁকা হয়েই চলে।

১১১. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ছুটে চলার সময়কার মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তখন রহমানের ভয়-বিহ্বলতার কারণে কারও কোন আওয়ায শোনা যাবে না। কেউ কিছু যদি বলেও তবে তা এতই ক্ষীণ শব্দে, যেন কানাকানি করছে।

সুপারিশ প্রসঙ্গ

১১২. অর্থাৎ কেবল তার সুপারিশই কাজে আসবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হবে, যার কথা আল্লাহ্‌র পসন্দ হবে এবং কথাও হবে ন্যায়সঙ্গত সেই সঙ্গে সুপারিশও হবে এমন ব্যক্তির জন্য যার কথা (অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্য) আল্লাহ্‌র পসন্দ হয়ে গেছে। কাফিরের পক্ষে কোন তদবীর সুপারিশ কাজে আসবে না।

১১৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বব্যাপী, সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে, কিন্তু বান্দাদের জ্ঞান তাঁকে বা তাঁর জ্ঞানকে বেষ্টন করতে পারে না। কাজেই কেবল তিনিই স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞান দ্বারা জানেন কার পক্ষে কাকে সুপারিশের সুযোগ দেওয়া উচিত।

(١١١) وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۭ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ○
(١١٢) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا
هَضْمًا ○
(١١٣) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ○

১১১. সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে মুখমণ্ডল সব অবনমিত হবে[১১৪] এবং সে হবে ব্যর্থ যে বহন করবে যুলুমের বোঝা।[১১৫]

১১২. এবং যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করবে আর সে মু'মিনও বটে, তো তার ভয় নেই অন্যায় ও ক্ষতির।[১১৬]

১১৩. এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষার কুরআন এবং এতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বর্ণনা করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা সাবধান হয় অথবা তাদের অন্তরে জাগ্রত করে চিন্তা।[১১৭]

---

১১৪. অর্থাৎ যেদিন প্রচন্ড উদ্ধত অহংকারীর মাথাও প্রকাশ্যে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী আল্লাহ্‌র সামনে লাঞ্ছিত কয়েদীর মত নীচু হয়ে থাকবে। যারা জীবনে কখনও আল্লাহ্‌র সামনে মাটিতে কপাল ছোঁয়ায়নি, তারাও অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করে উপস্থিত হবে।

যালিমের পরিণতি ও যুলুমের অর্থ

১১৫. অর্থাৎ যালিমের অবস্থা জিজ্ঞেস করো না যে, কেমন দুর্গতি তার হবে। শির্‌ক ও অপরাপর সমস্ত পাপই যুলুমের মধ্যে দাখিল; যেমন বলা হয়েছে–اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম' (লুকমান ৩১ ঃ ১৩)।

অন্যত্র আছে– وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ 'এবং তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে' (আলে ইমরান ৩ ঃ ১৩৫)।

১১৬. কোন পুণ্য নষ্ট করে দেওয়া বা যে দোষ করা হয়নি তা ধরা হচ্ছে অন্যায় আর 'ক্ষতি' হচ্ছে প্রাপ্যের কম দেওয়া।

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

১১৭. অর্থাৎ এখানে হাশর ময়দানের পরিস্থিতি এবং ভাল মন্দ কর্মের পরিণাম যেমন পরিষ্কার ভাষায় শুনিয়ে দিয়েছি, অনুরূপ পূর্ণ কুরআনই আমি নাযিল করেছি

(١١٤) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ○

১১৪. সুতরাং সত্যিকার অধিপতি আল্লাহ মহান।[১১৮] তোমার প্রতি অবতরণ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে তুমি কুরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। এবং বলো, হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।[১১৯]

পরিষ্কার আরবী ভাষায়, যাতে এর প্রত্যক্ষ সম্বোধন যাদের প্রতি, তারা এ কিতাব পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে, আর এতটুকু না হলেও অন্ততঃপক্ষে তাদের অন্তরে নিজ পরিণাম সম্পর্কে যেন ভাবনার সঞ্চার হয়। অসম্ভব কি এ ভাবনাই তাদেরকে উত্তরোত্তর হিদায়েতের উপর নিয়ে আসবে এবং তাদের মাধ্যমে অন্যরাও হিদায়াত লাভ করবে।

১১৮. যিনি এ মহাগ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং আপন বান্দাদেরকে তাদের উপকারার্থে এরূপ সত্য ও সুস্পষ্ট বাণী শুনিয়েছেন।

কুরআন গ্রহণে প্রিয়নবী (সা)-কে তাড়াহুড়া না করার নির্দেশ ও তাড়াহুড়ার ক্ষতি

১১৯. অর্থাৎ কুরআন যখন এমন উপকারী ও আশ্চর্য গ্রন্থ, তখন আমি যেমন একে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করি, তেমনি তুমিও জিবরাঈলের কাছ থেকে এর গ্রহণে তাড়াহুড়া করো না। ফেরেশতা যখন ওহী পাঠ করে শোনায় তখন তুমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে পড়ো না। কুরআন যাতে তোমার বক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে না পারে তার দায়িত্ব তো আমি নিয়ে নিয়েছি। কাজেই পাছে ভুলে যাও এ চিন্তা তুমি কেন করছ ? বরং এ চিন্তা বাদ দিয়ে দু'আ কর, যেন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মাজীদের সমঝ ও উপলব্ধি আরও বাড়িয়ে দেন এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আরও উন্নতি সাধন করেন। চিন্তা করে দেখ, আদম একটি বিষয়ে অহেতুক তাড়াহুড়ো করেছিল, যার পরিণতি কী দাঁড়িয়েছিল।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, জিবরাঈল যখন কুরআন নিয়ে আসতেন তখন তাঁর আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নবী (সা) আবৃত্তি করতেন, যাতে ভুলে না যান। পূর্বে এটা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। সূরা কিয়ামায় বলা হয়েছে–

لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ 'তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সাথে সঞ্চালন করো না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই' (কিয়ামা ৭৫ : ১৬,১৭)। আরও আশ্বস্ত করে দেওয়া হয়েছিল যে, একে স্মরণ রাখানো ও মানুষের কাছে পৌছানো আমারই দায়িত্ব, কিন্তু বান্দা যেহেতু মানুষ, তা ভুলে গিয়ে থাকবে তাই পুনরায় এ আয়াতে তাকিদ করা হয়েছে এবং হযরত আদম (আ)-কে দিয়ে বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে।

(১১৫) وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ۝

(১১৬) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۝

(১১৭) فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ۝

(১১৮) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

(১১৯) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝

১১৫. আমি ইতোপূর্বে আদমকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। এরপর সে ভুলে যায় এবং আমি তার মধ্যে পাইনি দৃঢ়তা।[১২০]

১১৬. এবং আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদায় পড়ে গেল, কিন্তু ইবলীস অমান্য করল।

১১৭. এরপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার সংগিনীর দুশমন। সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করিয়ে না দেয়। তা হলে তুমি কষ্টে পড়ে যাবে।[১২১]

১১৮. তুমি এই পেলে যে, তুমি এখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং হবে না বস্ত্রহীন

১১৯. এবং এই যে, এখানে তোমার পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও নয়।[১২২]

---

১২০. এটা সেই দানা, যা খেয়ে ফেলেছিলেন। 'ভুলে যায় মানে অবিচলিত থাকল না'। এ ঘটনার কিছুটা বিবরণ সামনে প্রদত্ত হচ্ছে।

১২১. বলা বাহুল্য, জান্নাতের সুখ-শান্তি আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে ? আর কিছু না হোক্ অন্তত খাওয়া-পরা ও আবাস-নিবাসের ফিকির তো করতে হবে ?

১২২. মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে অন্ন-বস্ত্রের এবং রোদ-বৃষ্টি হতে আত্মরক্ষার জন্য বাসস্থানের। জান্নাতে এসবের কোন কষ্ট নেই। সেখানে সর্বাত্মক সুখ-শান্তিই বিরাজমান। بہشت آنجا کہ آزارے نباشد 'জান্নাত এমন জায়গা যেখানে কোন কষ্ট নেই'। এ আয়াতে সুখ-শান্তির কথা বলা হয়নি, কেবল দুঃখ-কষ্ট না থাকার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্দ্বারা সম্ভবত ইংগিত করা উদ্দেশ্য যে, এখান থেকে বের হলে তো এসব ব্যাপারে কষ্ট করতে হবে।

(১২০) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝

(১২১) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؗ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝

(১২২) ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۝

১২০. এরপর শয়তান তাকে প্ররোচনা দিল। বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে সন্ধান দেব অনন্ত জীবন-বৃক্ষের ও এমন রাজত্বের, যা ক্ষয় হবে না ?[১২৩]

১২১. তারপর তারা উভয়ে তা হতে খেয়ে ফেলল। ফলে তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান অবারিত হয়ে গেল এবং তারা নিজেদের উপর জান্নাতের পাতা ছড়িয়ে দিতে লাগল।[১২৪] আদম তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল এবং সে পথ থেকে বিচ্যুত হল।

১২২. এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন। এরপর তার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে পথে আনয়ন করলেন।[১২৫]

---

১২৩. অর্থাৎ এমন বৃক্ষের কথা বলে দেব, যার ফল খেলে কখনও মৃত্যু আসবে না এবং অবিনশ্বর বাদশাহী লাভ হবে ?

১২৪. এসব ঘটনা সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে বিস্তারিত চলে গেছে আমরা এর এক একটি অংশ সম্পর্কে সে সব জায়গায় অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট আলোচনা করেছি।

আদম (আ)-এর ফল-ভক্ষণ সম্পর্কে কুরআনী প্রকাশভঙ্গি ও তার ব্যাখ্যা

১২৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে যখন অবহেলা ও ত্রুটি হয়ে গেল তখন স্বীয় শান ও মর্যাদা অনুযায়ী দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রদর্শন করতে পারলেন না। একেই গুরুতর ভাষায় حسنات الابرار سيئات للمقربين 'সাধারণের পুণ্য বিশিষ্টদের জন্য পাপের পর্যায়ভুক্ত, এ নিয়ম অনুসারে পথ বিচ্যুতি ও অবাধ্যতা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কেও পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

যা-হোক আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম আলায়হিস-সালামের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দিলেন না। তিনি সাথে সাথেই তাঁকে তাওবার তাওফীক দান করেন, সমাদর ও মনোনয়নের খিলাতে ভূষিত করেন এবং অপরিসীম অনুগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তা'কে আপন সন্তুষ্টির পথে কায়েম করে দেন।

(١٢٣) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ
مِّنِّي هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ○

(١٢٤) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ○

১২৩. তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে এক সঙ্গে নেমে যাও, থাক একে অপরের শত্রু হয়ে।[১২৬] তারপর আমার পক্ষ হতে যদি তোমাদের নিকট কোন পথ-নির্দেশ পৌঁছে,[১২৭] তবে যে-কেউ আমার প্রদর্শিত পথে চলবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।[১২৮]

১২৪. যে ব্যক্তি আমার স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জন্য রয়েছে কষ্টের দিন গুজরান।[১২৯] আর কিয়ামতের দিন তাকে উপস্থিত করব অন্ধ অবস্থায়।[১৩০]

---

১২৬. এটা যদি হযরত আদম ও হাওয়াকে লক্ষ্য করে বলা হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে আপসে একে অন্যের দুশমন হয়ে থাকবে। তারা যেমন বন্ধুত্ব করে ভুল কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন তেমনি তার বদলা লাভ হল যে, তাদের আওলাদ একে অন্যের শত্রু হয়ে গেল।

আর যদি এটা বলা হয়ে থাকে হযরত আদম ও ইবলীসকে, তা হলে এর অর্থ হবে এই যে, তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে এ শত্রুতা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। শয়তানেরা সর্বদা বনী আদমের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

১২৭. অর্থাৎ নবী-রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে।

১২৮. অর্থাৎ না জান্নাতের পথ হতে বিচ্যুত হবে, না জান্নাত হতে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে। যে স্বদেশ হতে বের হয়ে এসেছিল নির্বিবাদে পুনরায় সেখানে পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকার পরিণাম অসুখী জীবন

১২৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে গাফিল হয়ে কেবল নশ্বর পার্থিব জীবনকেই লক্ষবস্তু বানিয়ে নেয় তার জীবন অতিবাহিত হয় বিস্বাদ ও সংকীর্ণতার ভেতর দিয়ে। দৃশ্যত তার কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাসের অঢেল আসবাব-উপকরণ পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্-নির্ভরতা ও অল্পে-তুষ্টির গুণ না থাকার কারণে তার হৃদয় সর্বদা দুনিয়ার লোভ-লালসা, আরও পাওয়ার ব্যাকুলতা ও কমে যাওয়ার আশংকায় পেরেশান থাকে। নিরানব্বইয়ের ফের হতে সে কখনই বাইরে বেরুতে পারে না। মৃত্যুর বিশ্বাস ও ধন-সম্পতি চলে যাওয়ার ভয় তার অন্তরে তুষের আগুন হয়ে থাকে।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ○ (১২৫)

১২৫. সে বলবে, হে রব! তুমি আমাকে অন্ধ করে উঠালে কেন, আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম ?[১৩১]

ইউরোপের ধনিক শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। দিন রাতে কারও দু'ঘণ্টা এবং ভাগ্যবান হলে কারও চার ঘণ্টার ঘুম নসীব হয়ে থাকবে। অনেক বড় বড় পুঁজিপতি দুনিয়ার দুশ্চিন্তায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করছে। আজকের দুনিয়ায় এ প্রকারের আত্মহত্যার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কুরআন-হাদীসের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার ঘটনাবলীও সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে মনের সুখ ও সত্যিকারের প্রশান্তি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র স্মরণ ছাড়া লাভ করতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে– اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ 'জেনে রাখ, আল্লাহ্র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়' (রা'দ ১৩ : ২৮)।

তবে ذوق ایں بادہ نیابی بخدا تا نہ چشی 'তবে কসম আল্লাহ্র! যাবত না চোখে দেখবে, বুঝবে না এ সুরার স্বাদ।' কোন কোন তাফসীরকারক 'কষ্টের দিন গুজরান'-এর অর্থ করেছেন এমন জীবন যাতে কল্যাণের প্রবেশ ঘটতে পারে না, যেন তা কল্যাণ গ্রহণের ব্যাপারে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, একজন কাফির– যে ইহজীবনের নেশায় চুর হয়ে আছে, তার সমস্ত ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাসের যাবতীয় আসবাব-উপকরণ শেষ পর্যন্ত তার জন্য দুর্ভোগ-দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যে সুখ-স্বাচ্ছন্দের পরিণাম দু'দিন পরে হবে স্থায়ী সর্বনাশ, তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কী করে বলা যায় ? কতক তাফসীরবেত্তা 'কষ্টের দিনগুজরান' বলতে 'কবর'-এর অন্তর্বর্তীকালীন জীবনকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে তার জন্য এক চরম সংকটকাল আসবে, যখন কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে।

কোন কোন সাহাবী কবর আযাবকে 'কষ্টের দিনগুজরান' শব্দের তাফসীর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বায্যার (র) উৎকৃষ্ট সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে উপরিউক্ত সবগুলো ব্যাখ্যাই- معيشة ضنكا বা কষ্টের দিনগুজরান-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

হাশরের ময়দানে কাফিরের অন্ধত্ব ও তার কারণ

১৩০. অর্থাৎ চোখ অন্ধ করে দিয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। এবং মনের দিক থেকেও তারা অন্ধ হবে। কোন দলীল প্রমাণের দিকে তারা পথ পাবে না। এটা হাশরের প্রথম দিকের অবস্থা। পরবর্তীতে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে জাহান্নাম ইত্যাদির ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারে।

১৩১. অর্থাৎ যে সব কাফির ইহকালে বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তা আমাদের কী অপরাধ যে, দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হল?

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ○
(١٢٦)
(١٢٧) وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ۗ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ
اَشَدُّ وَاَبْقٰى ○
(١٢٨) اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ
مَسٰكِنِهِمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ○

১২৬. তিনি বলবেন, এভাবেই তোমার কাছে আমার আয়াত পৌঁছেছিল; কিন্তু তুমি তা বিস্মৃত হয়েছিলে আর এভাবেই আজ তোমাকে করে রাখা হবে বিস্মৃত।[১৩২]
১২৭. এবং এমনিভাবে আমি বদলা দেব তাকে, যে সীমালংঘন করে ও তার প্রতিপালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে না।[১৩৩] আর আখিরাতের শাস্তি তো কঠোরতম এবং সর্বাধিক স্থায়ী।[১৩৪]
১২৮. তা এ কথায়ও কি তাদের বুঝে আসল না যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে করেছি ধ্বংস, যাদের বাসভূমিতে এরা চলাফেরা করে? নিশ্চয়ই এর মাঝে বহু নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।[১৩৫]

---

১৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমার আয়াত দেখে শুনেও বিশ্বাস করনি এবং তদনুযায়ী আমল করনি। এমনই ভুলে রয়েছ যে, যেন তা কোনদিন শুনইনি। সুতরাং তোমাকে ঠিক সেইভাবে ভুলে যাওয়া হচ্ছে যেমন তুমি সেখানে অন্ধ হয়ে থেকে ছিলে। এখানে সে অনুযায়ীই শাস্তি হওয়ায় ও অন্ধ করে উত্থিত করায় তাজ্জব কেন ?

১৩৩. অর্থাৎ এভাবেই প্রত্যেক অপরাধীকে তার অবস্থা অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে।

১৩৪. সুতরাং এটা বড়ই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে, যদি ইহজগতের কষ্ট-ক্লেশ দেখে কেউ ঘাবড়িয়ে যায় ও পরকালের আযাব হতে বাঁচার ফিকির ছেড়ে দেয়।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ অন্ধ করে দেওয়ার এ শাস্তি হবে হাশরে আর জাহান্নামে রয়েছে অধিকতর শাস্তি।

ইতিহাসের ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ

১৩৫. অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তিতে যদি বিশ্বাস না হয়, তবে বলি, ইতিহাসের ঘটনাবলী ছাড়াও কি তারা সবক হাসিল করবে না ? এই মক্কাবাসীদেরই আশেপাশে কত সম্প্রদায় তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে এখনও চালু আছে এবং তাদের কতকের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে এরা সিরিয়া ও অন্যান্য দেশের সফর করে থাকে। সেগুলো দেখে তো সেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির স্মৃতি জাগরূক হওয়া উচিত যে, ঘর-বাড়ীতে বিচরণরত অবস্থায় তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

(১২৯) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

(১৩০) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝

১২৯. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা স্থিরীকৃত না হয়ে যেত, তবে অবশ্যই হয়ে যেত চূড়ান্ত ফায়সালা আর যদি না থাকত এক সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি।[১৩৬]

১৩০. সুতরাং তারা যা কিছু বলে তা তুমি সহ্য করে যাও[১৩৭] এবং আপন প্রতিপালকের মহিমা ঘোষণা করতে থাক সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে[১৩৮] এবং মহিমা ঘোষণা করতে থাক রাতের কিছু অংশে[১৩৯] এবং দিনের প্রান্তভাগে।[১৪০] যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।[১৪১]

পাপিষ্ঠদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি না দেওয়ার কারণ

১৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দয়া তাঁর ক্রোধের উপর প্রবল। তাই তিনি অপরাধীকে সংশোধনের জন্য অবকাশ দিয়ে থাকেন এবং প্রমাণাদি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করেন না। বরং এ উম্মত সম্পর্কে তো অতিরিক্ত এও বলা হয়েছে যে, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ 'আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন' (আনফাল ৮ : ৩৩)। তা ছাড়া নিজের বিশেষ দয়ায় তিনি সর্ববিধ্বংসী শাস্তি এ উম্মত থেকে তুলে নিয়েছেন। এটাই সেই কথা, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। এটা না হলে এবং প্রত্যেক অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার একটা সময় নির্দিষ্ট না থাকলে অনিবার্যভাবে তাদেরকে শাস্তি এসে আঘাত হানত। কেননা, তাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়াই তাদের কুফ্র ও দুষ্কর্মের সমুচিত ফল। কেবল উপরিউক্ত কারণেই তা না করে এতটা অবকাশ দেওয়া হচ্ছে। অবশেষে একদিন কিয়ামতের মহাশাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। তাছাড়া সময় আসলে এ দুনিয়াতেও চূড়ান্ত ফায়সালার দৃষ্টান্ত তারা প্রত্যক্ষ করবে। বদরের ময়দানে মুসলিমদের সঙ্গে মুকাবিলা হলে তারা এরই কিছুটা নমুনা দেখে নিয়েছিল।

১৩৭. অর্থাৎ শাস্তি তার নির্দিষ্ট সময়ে হবেই হবে। বিলম্ব ও অবকাশ দেখে তারা যা-কিছু বকছে, বকতে দিন। আপাতত আপনি তাদের কথা সয়ে যান এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে শেষ পরিণামের অপেক্ষায় থাকুন। তাদের কুফরী কথাবার্তায় মাত্রাতিরিক্ত বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কুরআনে

১৩৮. এ হল ফজর ও আসরের সালাত। বলা হচ্ছে যে, নির্বোধ ও দুষ্ট লোকদের কথায় কান দিও না। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে লেগে থাক।

(١٣١) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ○

১৩১. আমি তাদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ যেসব ভোগ্যবস্তু দিয়েছি সেদিকে চোখ বাড়িও না। তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী।[১৪২]

কেননা, আল্লাহ্‌র সাহায্য দু'টি জিনিসের দ্বারাই লাভ হয়, সালাত ও সবর। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ 'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর' (বাকারা ২ ঃ ৪৫)।

১৩৯. এর মাঝে মাগরিব ও 'ইশা এবং কোন কোন তাফসীর অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সালাতও দাখিল।

১৪০. এটা হল সালাতুজ-জুহ্‌র। কেননা, এ সময় দিনের প্রথমার্ধ ও শেযার্ধের সীমা মিলিত হয়। বরং ' সেহাহ্‌' 'কামূস' প্রভৃতি অভিধান- গ্রন্থে স্পষ্ট আছে যে, طرف অর্থ طَائِفَة من الشئ অর্থাৎ কোন জিনিসের অংশ বিশেষ সীমা ও প্রান্ত নয়। এ হিসাবে نهار (দিন)-কে জাতিবাচক ধরে প্রতিদিনের একটা অংশ বুঝানো যেতে পারে, যেখানে এসে দিন আধা-আধি হয়।

১৪১. অর্থাৎ এরূপ কর্মপন্থা অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবেন। এ আমলের অনেক বড় প্রতিদান লাভ হবে এবং আপনার সুপারিশে আপনার উম্মত দুনিয়ায় সাহায্য ও আখিরাতে মুক্তি লাভ করবে, যা দেখে আপনি খুশী হবেন।

কাফিরদের প্রাচুর্যের প্রতি না তাকানোর নির্দেশ

১৪২. অর্থাৎ দুনিয়ায় ইয়াহূদী, খৃস্টান, মুশরিক, মজূসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কাফিরদেরকে আমি ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দান করেছি তার দিকে আপনি কখনও চোখ তুলে তাকাবেন না (যেমন এ পর্যন্ত তাকাননি)। এ তো দু'দিনের বাহার। এর মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যে, কে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আর কে হয় উদ্ধত। হে নবী! আমি আপনার জন্য যে মহা নিআমতের ব্যবস্থা রেখেছি, যথা কুরআন মাজীদ, রিসালাতের পদমর্যাদা, দেশ-দেশান্তরে মহা বিজয়, বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও আখিরাতের সমুচ্চ মর্যাদা এসবের সামনে দুনিয়ার নশ্বর ও তুচ্ছ আসবাব-উপকরণের কী মূল্য আছে ? যে অমূল্য সম্পদ আপনার ভাগে পড়েছে তা তাদের সম্পদ অপেক্ষা শতগুণ শ্রেয় এবং তা সত্তাগতভাবে বা ফলাফলের দিক থেকেও স্থায়ী ও অবিনশ্বর। কাজেই আপনি তাদের অবিশ্বাস ও উপেক্ষার কারণে বিচলিত হবেন না এবং তাদের সাজ-সরঞ্জাম ও ধন-সম্পদের দিকেও ফিরে তাকাবেন না।

(১৩২) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ○

(১৩৩) وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ○

১৩২. নিজ পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে কায়েম থাক।[১৪৩] আমি তোমার কাছে জীবিকা চাই না। আমিই তোমাকে জীবিকা দেই। আর তাকওয়ার পরিণাম শুভ।[১৪৪]

১৩৩. এবং তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কেন নিয়ে আসে না কোন নিদর্শন?[১৪৫] তাদের কাছে কি পৌঁছেনি নিদর্শন, যা আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে?[১৪৬]

---

১৪৩. অর্থাৎ নিজের অনুসারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সালাতের তাকীদ করতে থাকুন। হাদীসে প্রিয়নবী (সা) বলেন, শিশুর বয়স যখন সাত বছর হয় তখন (অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য) সালাত আদায় করাও। যখন দশ বছর হয়ে যায় তখন প্রহার করে আদায় করাও।

জীবিকাসহ যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ্র সাহায্য লাভের একমাত্র উপায় তাকওয়া অবলম্বন

১৪৪. দুনিয়ায় মনিব তার ভৃত্যদের দ্বারা উপার্জন করায় এবং তাদের কাছে আনুগত্য চায় ও নিজে তাদেরকে জীবিকা দেয় (মূযিহুল কুরআন)। কিন্তু আমরা যে সালাত আদায় করি তাতে আল্লাহ্র কোন লাভ নেই। হ্যাঁ আমাদের লাভ আছে যে, এর বরকতে আমরা সহজে জীবিকা লাভ করি। ইরশাদ হয়েছে— وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 'যে আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তার পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয্ক' (তালাক-৬৫ ঃ ২)।

এ কারণেই যদি ফরয নামায ও জীবিকা উপার্জনের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ অনুমতি দেন না যে, জীবিকা উপার্জনকে প্রাধান্য দিয়ে নামায তরক কর। নামায সর্বাবস্থায়ই আদায় করতে হবে। জীবিকা তো তিনিই জোগাবেন, সালাত যার জন্য আদায় করা হয়। মোদ্দাকথা, যা দ্বারা বন্দেগীর দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ে ব্যাঘাত ঘটে রুযী-রোজগারের সে সকল মাধ্যম অবলম্বনের অনুমতি আল্লাহ্ তা'আলা দেননি। মানুষের উচিত তাকওয়া অবলম্বন করা। ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে আল্লাহ্ কীভাবে সাহায্যের দুয়ার খুলে দেন।

(١٣٤) وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ
اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى ○

১৩৪. আমি যদি ইতোপূর্বে কোন আযাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তবে তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কাউকে বার্তা দিয়ে আমাদের কাছে পাঠালে না কেন ? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার আগেই তোমার কিতাবের অনুসরণ করতাম।

---

১৪৫. অর্থাৎ এমন কোন প্রকাশ্য নিদর্শন দেখায় না কেন, যার পর আর আমাদের অস্বীকার করার জো থাকবে না ? অন্যথায় রোজ রোজ এই ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণের কী অর্থ ?

প্রিয়নবী (সা)-এর সত্যতার নিদর্শন

১৪৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে শেষ নবীর সংবাদ আছে। কিংবা এর অর্থ পূর্ববর্তী নবীগণের নিদর্শনই আখেরী নবীর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট। এ নবীও তাঁদের বলে যাওয়া কথাই প্রচার করেন, নতুন কিছু বলেন না। কিংবা এই নিদর্শন যে, এ কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুরূপ ঘটনাবলী বর্ণনা করে। আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা তাই, যা ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ এরা হঠকারিতা করে বলে, তিনি কোন নিদর্শন নিয়ে আসেননি কেন ? তার আরও অসংখ্য নিদর্শন ছাড়াও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাগ্রন্থ এই কুরআন কি তাদের নিকট এসে পৌছায়নি ? যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুসমূহের সংরক্ষক, তার সত্যতার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সাক্ষী এবং যার অলৌকিকত্ব সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। ইরশাদ হয়েছে –

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

'তারা বলে, তার প্রতিপালকের নিকট হতে তার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন? বল, নিদর্শন আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয় ? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে' (আনকাবূত ২৯ : ৫০, ৫১)।

(১৩৫) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۟

১৩৫. বল, প্রত্যেকেই পথপানে চেয়ে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চেয়ে থাক। সত্বর জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক ও কে পথপ্রাপ্ত হয়েছে।১৪৭

কাফিরদের কর্তৃক ফরমায়েশী নিদর্শন দাবী ও তার উদ্দেশ্য

১৪৭. অর্থাৎ এরূপ মহামহিম নিদর্শন দেখার পরও বলে, কোন নিদর্শন কেন নিয়ে আসল না ? মনে কর, আমি এ নিদর্শন যদি না দেখাতাম অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ না করতাম এবং কিতাব নাযিল ও রাসূল প্রেরণের পূর্বেই কুফ্র ও শিরকের পরিণামে তাদেরকে পাকড়াও করতাম, তাহলে তখন তারা এই বলে হৈ চৈ করত যে, জনাব, শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তো আমাদের কাছে কোন কিতাব ও উপদেশদাতা পাঠানো উচিত ছিল, যে আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার আগেই সাবধান করে দিত। তারপর দেখতেন আমরা আপনার কথা কেমন মানি। মোট কথা, কুরআন না আসলে এরূপ বলত। আর এখন আসার পর তা ছেড়ে অপরাপর মনগড়া নিদর্শন দাবী করছে। আসলে তাদের উদ্দেশ্য হিদায়াত লাভ করা আদৌ নয়। অহেতুক ছল-ছুতা খুঁজে বেড়ায়। তার চেয়ে তাদের বলে দিন যে, তোমরা আমরা উভয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। দেখি অদূর ভবিষ্যতে অদৃশ্যের যবনিকা ফুঁড়ে কেমন ভবিষ্যত সামনে আসে। তখন প্রকৃত সত্য উন্মোচিত হয়ে যাবে যে, কোন্ দলের পথ সরল সঠিক এবং কোন্ দল সঠিকভাবে সে পথে চলছে।

॥ সূরা তা-হার তাফসীর সমাপ্ত ॥

এটা তাঁরই তাওফীক ও দয়া, তাঁরই সব প্রশংসা।

অসংখ্য-অগণিত সালাত ও সালাম তাঁর নবীর প্রতি।

সূরা আম্বিয়া

১১২ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) اِقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمۡ وَهُمۡ فِیۡ غَفۡلَةٍ مُّعۡرِضُوۡنَ ۚ
(২) مَا یَاۡتِیۡهِمۡ مِّنۡ ذِکۡرٍ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ مُّحۡدَثٍ اِلَّا اسۡتَمَعُوۡهُ وَهُمۡ یَلۡعَبُوۡنَ ۙ

১. ঘনিয়ে এসেছে মানুষের হিসাব নিকাশের সময় কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।[১]

২. যখনই এসে যায় তাদের নিকট নতুন কোন উপদেশ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা তা শোনে কৌতুকচ্ছলে।

পারলৌকিক হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উদাসীনতা

১. হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের সময়-কাল অত্যাসন্ন, কিন্তু এ সব মুশরিক-মুনাফিকের দল চরম উদাসীনতা ও মূর্খতায় নিমগ্ন; কিয়ামতের দিনে নিজেদের কৃতকর্মের জবাবদিহিতার জন্য এদের কোন চিন্তা-ভাবনা ও প্রস্তুতিই যেন নেই; এবং যখন আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনাদি শোনানোর মাধ্যমে এদেরকে সজাগ করা হয়, তখন সেগুলো শোনার পর একান্ত বে-পরোয়ায়ী ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভরে বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের উপস্থিতি ও কৃতকর্মের হিসেব যেন আদৌ দিতে হবে না। এ প্রেক্ষিতে সত্যই বলা হয়েছে الناس فى غفلاتهم ورحى المنية تطحن। "মানুষ তো গাফলতিতে নিমগ্ন, আর তাদের মরণ-চাক্কি ঘুরেই চলেছে।

(৩) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ○
(৪) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, খেলায় নিমগ্ন[২] এবং যারা যালিম তারা গোপনে পরামর্শ করে–এ তো একজন মানুষ তোমাদের মত তবুও কেন তোমরা তার জাদুর কবলে পড়বে জেনে বুঝে ?[৩]
৪. সে বললো, আমার প্রতিপালক অবগত আকাশ ও পৃথিবীর সব কথাই এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৪]

---

২. কুরআন-মাজীদের মূল্যবান উপদেশগুলো তারা কেবলমাত্র খেল-তামাশার বস্তু হিসেবেই শ্রবণ করে, কিন্তু এগুলো নিয়ে যদি তারা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিন্তা-ভাবনা করতো, তবে দীন ও দুনিয়ার সব কিছুই শুধরে যেত, কিন্তু যে ক্ষেত্রে মনই তাদের এ দিক থেকে উদাসীন এবং যখন তারা খেল-তামাশায় নিমগ্ন, তখন তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ কোথায় ?

৩. নসীহত শুনে শুনে যখন তারা বিরক্তিবোধ করত- তখন তাদের কিছু সংখ্যক অবিবেচক লোক গোপন বৈঠক করে নবী করীম (সা) সম্পর্কে এমন সব অবান্তর কথা বলা শুরু করে দেয় যে, "এ লোক তো আমাদের মতই একজন মানুষ, সে ফেরেশতাও নয়, আর নয় সে আমাদের চাইতে বাহ্যিকভাবে কোন অধিকতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তবে হ্যাঁ, সে অবশ্যই জাদুতে পারদর্শী, যে কথাগুলো সে পড়ে শোনায়; সেগুলো আর যাই হোক, জাদুময় বটে। তবে যাই হোক, তোমাদেরকে এমনকি মুসীবত এসে ঘিরে ধরলো যে, তোমরা স্বচক্ষে দেখেও তার এই জাদুর কবলে পড়ে গেলে ? তোমাদের উচিত যে, তোমরা তার ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। সম্ভবত আল-কুরআনের বলিষ্ঠ বিস্ময়কর কার্যকারিতা লক্ষ্য করেই তাকে যাদুরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং গোপন মিটিং তারা এ কারণে করেছিল যে, ভবিষ্যতে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা যেসব ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা করতে যাচ্ছিল এ ছিল তারই একটি পূর্ববর্তী পদক্ষেপ। কেননা, হুঁশিয়ার দুশমন তার শত্রুতামূলক কার্যকলাপ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে করে না, বরং ভিতরে ভিতরেই পরস্পর তার প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালাতে থাকে।

৪. পয়গম্বর (সা) বলে দিলেন, তোমরা যতই গোপনে পরামর্শ কর না কেন, আল্লাহ তা'আলা সবই অবগত, তিনি আসমান-যমীনের সমস্ত বিষয়ই জানেন, সুতরাং তোমাদের সব গোপন কথা ও ষড়যন্ত্র কখনো গোপন থাকতে পারে না।

(٥) بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَأْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ○

(٦) مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

৫. অধিকন্তু তারা বলে ‘বরং এ সব অলীক কল্পনা, সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব, সে উপস্থিত করুক আমাদের সামনে এমন কোন নিদর্শন যেমন– নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তিগণ।

৬. ঈমান আনেনি সে সব জনপদের লোক, এদের পূর্বে আমি যেসব জনপদ ধ্বংস করেছি, তবে কি এরা ঈমান আনবে ?[৫]

নবী করীম (সা) সম্পর্কে কাফিরদের উক্তি খণ্ডন

৫. কুরআন মাজীদ শোনার পর তাদের স্বভাবগত জেদ ও হঠকারীতাবশত তারা এমন হতভম্ব ও অবাক হয়ে যেত যে, তারা নির্দিষ্ট কোন একটি সিদ্ধান্তে স্থির ও অটল থাকতে পারতো না– কখনো তারা কুরআনকে ‘যাদু’ বলতো, কখনো দুঃস্বপ্ন নামে অভিহিত করতো; আবার কখনো বলতো তিনি (সা) মনগড়া কিছু মিথ্যা কথা রচনা করে উপস্থিত করেন যাকে কুরআন নামে অভিহিত করেন। কেবল এই নয়, বরং তিনি একজন ভাল কবিও, যিনি কবিদের মত কল্পনার সাহায্যে কিছু মর্মস্পর্শী বক্তব্য ছন্দময় বাক্যে উপস্থাপন করেন। যদি ঘটনা বাস্তবে এমন না হয়, তাহলে তার উচিত তিনি এমন কোন মু'জিযা বা অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করা যেমনটি প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ। এ সব কথাও তারা কেবল শক্রতাবশত তাকে বিব্রত করার জন্যই বলতো; কেননা, প্রথমত মক্কার এসব অজ্ঞ, মূর্খ, মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাঁদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কি আর জানতো ? দ্বিতীয়তঃ তাঁর সমবয়সী লোকেরা তাঁর এমন বহু প্রকাশ্য নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে যেগুলো পূর্ববর্তী নবীগণের নিদর্শনাবলী থেকে কোন বিবেচনায়ই মর্যাদায় নিম্নমানের ছিল না যেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে– এই আল-কুরআনের মু'জিযা। যা হোক, তারা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতো যে, এ না জাদুর অবান্তর কথা, না অনর্থক স্বাপ্নিক বিষয়, আর না কোন কবির কল্পনা প্রসূত কোন কাব্য। এ কারণেই যখন কোন এক পর্যায়ের কোন কথা উপযোগী বা প্রযোজ্য না হত, তখন তা বাদ দিয়ে অপর কোন কথার অবতারণা করতো–

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا

লক্ষ্য কর, ওরা তোমার সম্পর্কে কি কি উপমা দেয়; ওরা বিভ্রান্ত হয়েছে, অতএব, ওরা পথ পাবে না (ফুরকান ২৫ : ৯)।

(৭) وَمَآ اَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ فَسۡـَٔلُوۡۤا اَهۡلَ الذِّكۡرِ
اِنۡ كُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ○
(৮) وَمَا جَعَلۡنٰهُمۡ جَسَدًا لَّا یَاۡكُلُوۡنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوۡا خٰلِدِیۡنَ ○
(৯) ثُمَّ صَدَقۡنٰهُمُ الۡوَعۡدَ فَاَنۡجَیۡنٰهُمۡ وَمَنۡ نَّشَآءُ وَاَهۡلَكۡنَا الۡمُسۡرِفِیۡنَ ○

৭. তোমার পূর্বে আমি মানুষই পাঠিয়েছিলাম ওহীসহ, সুতরাং জিজ্ঞেস কর জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে যদি তোমরা না জান।৬

৮. এবং আমি তাদেরকে করিনি এমন দেহ বিশিষ্ট যে, তারা আহার্য গ্রহণ করতো না; এবং তারা ছিল না চিরস্থায়ীও।৭

৯. এরপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম–অতএব, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করলাম এবং সীমালংঘনকারীদেরকে করলাম ধ্বংস।৮

---

৬. অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহকে তাদের ফরমায়েস মত নিদর্শন দেখানো হয়েছিল কিন্তু তারা তা দেখেও মানেনি। অবশেষে আল্লাহ্র চিরাচরিত নিয়মানুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যদি মক্কার এ মুশরিকদের নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী পূরণও করা হয়, তাহলে তারাও যে তা মানবে না তা বলাই বাহুল্য। ফলে আল্লাহ্র নিয়মানুসারে তাদের ধ্বংসও অনিবার্য। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা আল্লাহ্র ঈপ্সিত নয়, বরং তাঁর স্থলেও মোটামুটিভাবে তাদেরকে রক্ষা করারই পক্ষে।

৭. এ বাক্যাংশটি পূর্বোক্ত তাদের "هل هذا الا بشر مثلكم" –কথার উত্তর, অর্থাৎ ইতোপূর্বেও যে সব রাসূল এসেছিলেন যাঁদের মত নিদর্শন দেখানোর জন্য তোমরা হুযূর (সা)-এর নিকট দাবী জানাচ্ছ, তাঁরাও তাঁরই মত মানুষই ছিলেন, ফেরেশতা ছিলেন না; তবে যদি এতটা সর্বজনবিদিত সুপরিচিত ঘটনাও তোমরা নিজেদের মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশত না জান, তবে যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাদের কাছ থেকে জেনে নাও। অবশেষে, কিতাবধারী ইয়াহূদী ও খৃস্টান যাদের সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান এমন মোটা কথাটা তাদের নিকট থেকেই জিজ্ঞাসায় জেনে নিতে পার যে, অতীতে যে সব নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন; তাঁরা মানুষ ছিলেন, নাকি আসমানের ফেরেশতা ছিলেন?

৮. অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে মানবিক গুণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান ছিল- তাঁদের দেহ না ফেরেশতাদের মত এমন ছিল যে, কখনো খাবার খেতে পারতেন না, না তাঁরা খোদা ছিলেন যে, কখনো মৃত্যুর সম্মুখীন হতেন না, চিরঞ্জীব হয়ে থাকতেন।

(১০) لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۟

(১১) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

১০. আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের উপদেশ,[৯] তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?[১০]

১১. আমি বহু জনবসতিকে পিষ্ট ও ধ্বংস করে দিয়েছি যারা ছিল পাপাচারী এবং তাদের পর তাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটিয়েছি।[১১]

---

৯. তাঁদের ও আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দার মধ্যে গুণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এই ছিল যে, সৃষ্টিকুলের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁদের দাঁড় করানো হত– আল্লাহ্ তাদের নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ পাঠাতেন এবং তাঁদের নিঃস্বাবস্থা ও রিক্ততা সত্ত্বেও দুশমন ও বিরোধীদের বিপক্ষে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়া হত। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের সঙ্গী-সাথীদেরসহ হিফাযতে রেখেছেন, আর তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত বিরাট শক্তিধর দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দেন। নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও একজন মানুষ, কিন্তু তিনি ঐ শ্রেণীর মানুষ যাঁদের মদদ ও সাহায্য-সহযোগিতা সারা পৃথিবীর মুকাবিলায় করা হয়। অতএব, তার প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদীদের উচিৎ তারা যেন নিজেদের পরিণাম ফল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে করে আখিরাতের হিসাবের পূর্বে এ দুনিয়াতেই যেন তাদের হিসাব-নিকাশ শুরু না করে দেয়া হয়।

১০. অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সব ধরনের উপদেশ ও জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং সব রকম ভাল-মন্দ পরিণাম ফল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি কিছুমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে থাকে, তবে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে এবং কুরআনের মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হবে, যা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মর্যাদার এক বিরাট দলীল। কেননা, এ মহাগ্রন্থটি তোমাদেরই ভাষায় এবং তোমাদেরই মধ্যকার এক সর্বগুণসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর নাযিল হয়েছে, যাদ্বারা তোমাদেরকে ইহকালেই চিরস্থায়ী খ্যাতি ও সুনাম প্রদান করেছেন। যদি তোমরা এমন হিতাকাঙ্ক্ষীকে মান্য না কর, তবে তোমরা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হবে, আর এছাড়া আখিরাতের আযাব তো অবধারিত হয়েই আছে। একটু পরে সে সব নাফরমান, অবাধ্য জাতির পরিণাম ফল বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের নবী-রাসূলগণের সঙ্গে শত্রুতা করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছিল।

১১. অর্থাৎ এমন নয় যে, তাদেরকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ্‌র যমীন উজাড় ও বিরান হয়ে গিয়েছে। তারা ধ্বংস হয়েছে, তবে তাদের স্থলে ঐ স্থান অন্য জাতির আবাস ভূমিতে পরিণত করা হয়েছে।

(١٢) فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ ۞
(١٣) لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُوْنَ ۞
(١٤) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۞
(١٥) فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰىهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ ۞

১২. তারপর যখন তারা আমার আযাবের আভাস অনুভব করলো, তখন তারা পালাতে শুরু করলো।
১৩. পালিয়ে যেয়ো না, ফিরে যাও সেখানে, যেখানে তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছিলে এবং তোমাদের আবাসগৃহে; সম্ভবত তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১২]
১৪. তারা বললো, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা নিঃসন্দেহেই ছিলাম পাপাচারী।
১৫. তারপর অনবরত চলতে থাকে তাদের এই আর্তনাদ যাবৎ না– আমি তাদেরকে কর্তিত শস্যের স্তূপ ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করলাম।[১৩]

---

১২. অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র আযাব সামনে আসে, তখন তারা সেখান থেকে কেটে পড়তে চায় এবং পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে চায়। এ সময় অদৃশ্য জগত থেকে তাদের বলা হলো- আরে! কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ, দাঁড়াও না, একটু অপেক্ষা কর এবং সে দিকেই ফিরে এসো, যেখানে আরাম-আয়েশে বসবাস করতে এবং যেখানে ভোগবিলাসে জীবন-যাপনের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা তোমরা করে রেখেছিলে। সম্ভবত সেখানে কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেঃ জনাব! ঐ ধনৈশ্বর্য, ঐ বিপুল বিত্ত-সম্পদ, ঐ শক্তি সামর্থ্যের নেশার কি হল, সে সব উপায়-উপকরণ কোথায় বিলীন হয়ে গেল? এবং যে সব নিআমত আল্লাহ্ আপনাকে দিয়ে রেখেছিলেন সেগুলোর শুক্র আপনি কতটুকু আদায় করেছিলেন ? অথবা আপনি যে এমন বিরাট বড় লোক ছিলেন যার সম্পর্কে সর্বত্র আলোচনা ও জিজ্ঞাসাবাদ চলত– এখনো সেখানেই চলুন। পালানোর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, মানুষ তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দ্বারা বরাবরের ন্যায় উপকৃত হবে এবং আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত ও অভিমত জেনে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, এ সব কথা তাদেরকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করেই বলা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র আযাব স্বচক্ষে দেখলেন, তখনই নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল এবং অনবরত এ আর্তনাদ করতে থাকল 'আমরা নিঃসন্দেহে যালিম ও অপরাধী; কিন্তু এখন অনুতাপ, বিলাপ ও আর্তনাদ সবই নিষ্ফল, যখন ক্ষেতের ফসল পাখীতে খেয়ে নিঃশেষ করে গিয়েছে।' এটা তাওবা কবূল হওয়ার সময় ছিল না। অপরাধের স্বীকৃতি, অনুতাপবোধ সব কিছুই এখন ব্যর্থ ও নিষ্ফল। অবশেষে তাদের

(١٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

(١٧) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا ۖ إِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

(١٨) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ
الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ ○

১৬. আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী যা কিছু রয়েছে- সেগুলো আমি সৃষ্টি করিনি ক্রীড়াচ্ছলে।[১৪]

১৭. আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ বানাতে চাইতাম তবে আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই আমি তা করতাম, কিন্তু, আমি তা করিনি।

১৮. বরং আমি সত্য দ্বারা আঘাত করি মিথ্যার উপর, যার ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য।[১৫]

সকলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যেমন ক্ষেতের ফসল একেবারে কেটে স্তূপীকৃত করা হয় অথবা যেমন আগুনে পোড়ানো লাকড়ির কেবল ছাই বাকি থেকে যায়। এ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

১৪. অর্থাৎ যাতে সৃষ্টি রহস্য বা সঠিক কোন উদ্দেশ্যই অনুপস্থিত। এ কারণে বুদ্ধিমান লোকের উচিত— যেন তারা জগত সৃষ্টি উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করে এবং এ দুনিয়াকে শুধু খেল-তামাশা মনে করে, পরিণাম ফল সম্পর্কে উদাসীন না হয়, বরং একান্তভাবে বুঝে নেয় যে, দুনিয়াকে আখিরাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ভাল-মন্দ প্রতিটি বিষয়ের প্রতিদান অবশ্যম্ভাবী এবং প্রতিটি কৃতকর্মের চুলচেরা হিসাব অনিবার্যরূপে দিতে হবে।

১৫. অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া যায়, এমন খেল-তামাশার কাজ আমার মর্যাদার উপযোগী ও শোভনীয় হত এবং সে মতে আমি ইচ্ছাও করতাম যে, এমনিতেই অকারণে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দেব, তাহলে নিজস্ব ক্ষমতা বলেই তা করে ফেলতাম, তাতে তোমাদের কারোর কোন জবাবদিহি বা কাউকে ধর-পাকড়ের কোন প্রশ্নই থাকতো না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, এ দুনিয়া কেবলই খেল-তামাশা বা খেলার মাঠ নয়; বরং এ একটি সংগ্রাম ক্ষেত্র যেখানে নিরন্তর সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধ চলতেই থাকে, যেখানে 'সত্য' আক্রমণকারী হয়ে 'অসত্য ও মিথ্যার' মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এখান থেকেই তোমরা তোমাদের মুশরিকী ও মূর্খতাসুলভ আচরণের পরিণাম বুঝে নেবে যে, সত্য ও ন্যায়ের গুলী যখন পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রচণ্ডভাবে তোমাদের ওপর বর্ষিত হবে, তখন দেখে নেবে তোমাদের ধ্বংসের শোচনীয় পরিণাম কি দাঁড়ায়, তখন কেউ তোমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না।

(١٩) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝

(٢٠) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝

(٢١) اَمِ اتَّخَذُوْٓا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۝

১৯. আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে, তারা তারই;১৬ যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা অহংকার করে না তাঁর ইবাদত করা থেকে এবং শিথিলতাও করে না।
২০. তারা রাত-দিন তাঁকে স্মরণ করে এবং শ্রান্তিও বোধ করে না।১৭
২১. তারা মাটি দ্বারা তৈরী যে সব (মূর্তিকে) মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে- সেগুলো কি তাদেরকে জীবিত করতে সক্ষম ?১৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ لواردنا ان نتخذ لهواً থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত বাক্যটির ব্যাখ্যা কয়েকভাবে করা হয়েছে; তবে আমার নিকট প্রসঙ্গ ও বর্ণনা ধারা অনুযায়ী যে ব্যাখ্যাটি অধিকতর উপযোগী ও পরিষ্কার তাই গ্রহণ করেছি এবং ان كنا ও من الرنا فاعلين বাক্যাংশের শর্তারোপ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও প্রদান করেছি। আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

১৬. এরপর তিনি যদি ধ্বংস করতে চান, তাহলে কে রক্ষা করতে পারে এবং কোথায় আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে ?

ফেরেশতাগণের জীবনালেখ্য

১৭. অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আদৌ অহংকার করেন না। আপন প্রতিপালকের উপাসনা ও তাঁর দাসত্বে গর্ব অনুভব করেন; গোলামীর দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনে কখনো আলস্য ও শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেন না; রাত-দিন প্রভুর তাসবীহ ও স্মরণে লিপ্ত থাকেন, কখনো ক্লান্তিও বোধ করেন না আর বিরক্তও হন না, বরং তাসবীহ ও আল্লাহ্র স্মরণই যেন তাদের মনের খোরাক, আর অন্তরের প্রশান্তি। আমরা যেমন সর্বদা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি এবং অন্যান্য কাজও করতে থাকি, তাদের তাসবীহ ও যিক্র করাটাও ঠিক তদ্রূপ এ ধারণা করতে হবে। তারা যে কোন কাজেই আদিষ্ট হোন না কেন আর লিপ্ত থাকুন না কেন ওদিক থেকে তারা এক মিনিটও উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকেন না। যেহেতু নিষ্পাপ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের সার্বক্ষণিক অবস্থা এরূপ। অতএব, গোনাহগার মানুষকে তার প্রভুর প্রতি এর চাইতে অধিক ভক্ত ও অনুরক্ত হওয়া আবশ্যক।

শিরকের অসারতা

১৮. অর্থাৎ আকাশবাসী ফেরেশ্তারা তাঁর ইবাদতে শিথিলতা করে না; বরং সর্বদা তাঁর স্মরণ ও বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে। অতএব, পৃথিবীতে কি এমন কোন অস্তিত্ব রয়েছে

(২২) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

২২. যদি আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীতে বহু ইলাহ থাকতো– তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত।১৯ অতএব, তারা যে সব কথা বলে, তা থেকে আরশের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও মহান।২০

যাদেরকে আল্লাহ্র মুকাবিলায় উপাস্য রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা গায়রুল্লাহর পূজারীদেরকে যখন আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেন, তখন কি তারা তাদেরকে পুনর্জীবিত করতে বা ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে ? কখনো না।

১৯. বহু উপাস্যের অযৌক্তিকতা ও অসারতা সম্পর্কে এটি একটি বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ- যা কুরআন মাজীদ তার নিজস্ব ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছে। বিষয়টিকে এভাবে বুঝতে হবে ঃ ইবাদত একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিনয়ের নাম; আর পূর্ণ বিনয় কেবল মাত্র ঐ সত্তার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করা যেতে পারে যিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সবদিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁকেই আমরা "আল্লাহ্" বা "খোদা" বলে অভিহিত করি। একথা অনিবার্যরূপে স্বীকৃত যে, আল্লাহ্র সত্তা সকল ধরনের দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কোন দিক থেকে কোন হিসাবেই অপূর্ণ নন, নন তিনি অনর্থক, না দুর্বল, না বিজিত, না অপর কারো দ্বারা দমিত ও বশীভূত, আর না কেউ তাঁর কাজে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করতে পারে। এখন যদি ধরে নেয়া হয়, আকাশ ও পৃথিবীতে দু'জন খোদা বিদ্যমান, তাহলে এও মানতে হবে, উভয়ে এই একই গুণে গুণান্বিত ও মর্যাদা সম্পন্ন। এখন দেখতে হবে আর বিচার্য বিষয় এই যে, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং উর্ধ্ব ও নিম্নজগতের ব্যবস্থাপনা উভয়ের পূর্ণ ঐকমত্যে সুসম্পন্ন হয় না, কোন কোন সময় পরস্পর বিরোধ ও মতানৈক্যও হয়ে যায়। ঐকমত্যের অবস্থায় দু'ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রথমত একাকী একজনের দ্বারা সমুদয় কাজ সুসম্পন্ন হতে পারত না বিধায় দু'জনে মিলে যৌথভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। অতএব, বুঝা গেল যে, উভয়ের মধ্যে একজনও পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নন; এবং যদি একাই একজন সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণরূপে ব্যবস্থাপনায় সমর্থ থাকেন, তবে অপরজন অনর্থক, অতিরিক্ত ও বেকার বলে বিবেচিত হতেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে একক খোদার অস্তিত্ব এ কারণেই স্বীকার করতে হয় যে, তাঁকে স্বীকার করা ব্যতীত কোন উপায় থাকতে পারে না। আর যদি বিরোধিতার অবস্থা ধরে নেই তবে অনিবার্যরূপে প্রতিযোগিতায় হয়, একজন বিজিত হয়ে নিজের মত ও পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করবেন সে অবস্থায় তিনি আর খোদা থাকবেন না, অথবা উভয়েই সমান ক্ষমতাবান হয়ে একে অপরের বিরোধিতায় নিজস্ব মত ও পরিকল্পনা কার্যকর করতে চাইবেন– যার ফলে প্রথমত (নাঊযুবিল্লাহ্) খোদাদের এই রশি টানাটানিতে আসলে কোন বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারবে না এবং অপরপক্ষে উপস্থিত

(২৩) لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ○

(২৪) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ
وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৩. তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।২১

২৪. ওরা কি তাঁকে ব্যতীত বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে ? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর'।২২ এ কথাই, আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এই ছিল উপদেশ আমার পূর্ববর্তীদের জন্য'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্যকে জানে না; অতএব, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।২৩

সব বস্তুর ওপর শক্তির পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে নিয়ম-শৃংখলা বিনষ্ট হবে এবং সব কিছুই লণ্ড-ভণ্ড ও বরবাদ হয়ে যাবে। এ আলোচনার ফল এই দাঁড়ায় যে, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে দু'জন খোদার রাজত্ব চলত, তবে এ দু'জনের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যেত। অন্যথায় দ্বিতীয় খোদার অসারতা ও অতিরিক্ততা অথবা অপূর্ণতা ও দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয়ে যায়, যা উপরোক্ত নির্ধারিত স্বীকৃত সত্যের বিপরীত।

তাওহীদের অনিবার্যতা

২০. যিনি আরশ বা সিংহাসনের একচ্ছত্র মালিক, তাঁর রাজত্বে অংশীদারিত্বের কোন অবকাশই নেই। কারণ দু'জন স্বাধীন বাদশাহের একই দেশে অবস্থান অকল্পনীয় ও অসম্ভব, অথচ এদের স্বাধীনতা সাময়িক ও অস্থায়ী। সুতরাং দু'জন পূর্ণ স্বাধীন ও নিঃশর্ত নিরংকুশ ক্ষমতাবান খোদা কি করে একই আসমান ও যমীনের রাজ্যে শরিক হতে পারে ?

২১. অর্থাৎ খোদা ঐ অস্তিত্বের নাম যিনি নিরংকুশ ক্ষমতা ও পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার অধিকারী হবেন। তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় বাধা প্রদান তো দূরের কথা– কেউ এমন কোন প্রশ্নও করতে পারবে না যে, আপনি কেন অমুক কাজটি এমনভাবে করলেন। তবে তাঁর এ অধিকার অবশ্যই সংরক্ষিত আছে যে, তিনি সকলকেই প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

২২. প্রথমতঃ 'তাওহীদ' বা একত্ববাদের ওপর বৌদ্ধিক প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। এখন মুশরিকদের নিকট থেকে তাদের দাবীর সপক্ষে সঠিক প্রমাণ পেশ করার দাবী জানানো হচ্ছে- অর্থাৎ খোদা ব্যতীত যে সব উপাস্য তোমরা স্থির করেছ তার প্রমাণ কি কোন বৌদ্ধিক বা রিওয়ায়াত ভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ? যদি হয়ে থাকে, তা

(٢٥) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ
اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○

২৫. এবং আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই আদেশ ব্যতীত, যার সার কথা এই, আমি ছাড়া কারো বন্দেগী নেই। অতএব, আমারই বন্দেগী কর।[২৪]

উপস্থিত কর। এটা জানা কথা যে, তাদের নিকট খেয়াল-ধারণা ও তাদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের গতানুগতিক অন্ধ বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নেই। শিরকের সপক্ষে ও সমর্থনে না তাদের কাছ থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কোন দলীল পাওয়া যেতে পারে না কোন রিওয়ায়াত ভিত্তিক প্রমাণ—যা তারা উপস্থিত করতে পারে। এ হচ্ছে এ বিষয়ে তাফসীরকারদের বক্তব্য।

তবে এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (র) যা লিখেছেন তা এই ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমতঃ বলেছেন, এ সব উপাস্য যাদেরকে কেউ খোদার সমতুল্য মনে করে তাদের মধ্যে যদি এমন দু'জন শাসক হত তবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে পৃথিবী বিরানভূমিতে পরিণত হত। এক্ষণে তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে যারা খোদার অধীনে অসংখ্য ছোট ছোট খোদা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কার্য পরিচালনা করে বলে বিশ্বাস করে। যদি প্রকৃত অবস্থা এই হয়, তবে তার সনদ কোথায় ? কারণ, নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত হতে হলে মালিকের পক্ষ থেকে সনদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, যদি থেকে থাকে তবে তা উপস্থিত কর।

সকল আসমানী গ্রন্থের শিক্ষা ঃ তাওহীদ

২৩. অর্থাৎ আমার উম্মাত ও পূর্ববর্তী খোদাভক্ত জাতিসমূহের কথা একটাই যে, আরশের মালিক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন খোদা নেই– যার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। আসমানী ধর্মানুসারীদের এই সম্মিলিত বিশ্বাসের পরিপন্থী কোন প্রমাণ যদি তোমাদের কাছে থেকে থাকে তবে তা উপস্থিত কর। আমার দাবী এই যে, এই উম্মাত এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলো এই উম্মাতের গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) এবং বিগত জাতিসমূহের কিতাব (তাওরাত, ইনজীল ইত্যাদি) সব গ্রন্থই তাওহীদের এই সর্বসম্মত দাবীর ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অদ্যাবধি অসংখ্য রদ-বদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন সত্ত্বেও যদি পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর পৃষ্ঠা খোলা যায়, তবে সেগুলোতে তাওহীদের ঘোষণা এবং শিরকের প্রতিবাদ সুস্পষ্টরূপে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সব মূর্খেরা এ কথা অনুধাবন করতে পারে না। যদি তাদের সে জ্ঞান থাকতো, তাহলে সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে অবশ্যই তারা তার অবমূল্যায়ন করতো না।

২৪. অর্থাৎ তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি সকল নবী ও রাসূলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোন রাসূলই (আ) কখনো এর এক বিন্দুও বিরোধিতা করেন নি। তাঁরা সর্বদা ঐ

(٢٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۙ
(٢٧) لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ○

২৬. এবং তারা বলে 'দয়াময় কাউকে সন্তান গ্রহণ করেছেন, তিনি এ থেকে পবিত্র, তিনি অবশ্যই এর যোগ্য নন;২৫ কিন্তু তাঁরা ছিলেন তাঁর সম্মানিত বান্দা।

২৭. তাঁরা তাঁকে অতিক্রম করে কোন কথা বলেন না, তাঁরা তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকেন।২৬ তিনি অবগত তাঁদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে।২৭

শিক্ষাই দিতে থাকেন যে, এক আল্লাহ্ ওয়া'দাহু লা শারীক ব্যতীত অন্য কারোর জন্য কোন বন্দেগী নেই। অতএব, যেমন বৌদ্ধিক ও স্বাভাবিক প্রমাণাদি দ্বারা তাওহীদের যথার্থতা এবং শিরকের অসারতা প্রতিপন্ন হয়, অনুরূপভাবে বর্ণনা সূত্রে ও নবী-রাসূলগণের তাওহীদের দাবীর সত্যতার ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য অকাট্য প্রমাণরূপে বিবেচিত।

বিভিন্ন প্রকার শিরকের খণ্ডন

২৫. আরবের কোন কোন গোত্র ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে অভিহিত করত; অতএব, এখানে এ ধারণার সুস্পষ্ট খণ্ডনে বলা হয়েছে যে, এটা তাঁর সুমহান মর্যাদার ঘোর বিপরীত কথা যে, তাঁর পুত্র-কন্যা হবে! এতে খৃষ্টানদের ধারণারও খণ্ডন হল যারা মাসীহ (আ)-কে ইবনুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র পুত্র বলত এবং ইয়াহূদীদের ঐ দলের ধারণার খণ্ডন করা হল যারা হযরত উযায়র (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলতো ।

২৬. অর্থাৎ যে মহান ও অনন্য ব্যক্তিদেরকে তোমরা আল্লাহ্র সন্তান বল, তাঁরা তার সন্তান নন, তবে তাঁরা তার সম্মানিত বান্দা এবং তাঁর পরম নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের পবিত্র চরিত্রে শিষ্টাচার ও আনুগত্যের ধারা এই ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র মর্যী ও অনুমতি প্রাপ্ত না হতেন ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার উদ্দেশ্যে ঠোঁট পর্যন্তও নাড়তেন না, এবং তাঁর আদেশ ব্যতীত কোন কাজও করতে পারতেন না। মনে হয়, চরম আনুগত্য ও উপাসনাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের বিষয়।

২৭. তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থাই আল্লাহ্র জ্ঞানে পরিবেষ্টিত। তাদের যে কোন গতিবিধি, চলাফেরা এবং যে কোন কথাবার্তা ও কাজকর্ম তাঁর অবিদিত থাকে না। অতএব, তাঁরা আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত বান্দা এই মূল কথাটিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে তারা সর্বক্ষণ এই চিন্তা ও ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকেন যেন কোন অবস্থাই তাঁর সন্তুষ্টির বিপরীত না হয়ে যায়।

(২৮) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى
وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○
(২৯) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّیْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۧ
(৩০) اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا ؕ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৮. তারা সুপারিশ করেন শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট,[২৮] এবং তাঁরা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।[২৯]

২৯. এবং তাদের মধ্যে যে কেউ এ কথা বলবে ‘তিনি ব্যতীত বন্দেগী আমারই জন্য’, তাকে আমি প্রতিদান দিব জাহান্নাম; এভাবেই আমি শাস্তি দিব জালিমদেরকে।[৩০]

৩০. এবং ঐ সব অস্বীকারকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একত্রে মিশেছিল, এরপর তাদের উভয়কে পৃথক করে দিলাম।[৩১] এবং আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করলাম সব কিছু যাতে প্রাণ রয়েছে।[৩২] এরপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না ?[৩৩]

---

২৮. অর্থাৎ তাঁর রেযামন্দী বা সন্তুষ্টির বিষয়ে অবগত না হয়ে কারো জন্য কোন সুপারিশও করবেন না। যেহেতু তাওহীদপন্থী মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ পাক রাযী থাকেন, এ কারণে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের মাগফিরাত কামনা করা তাঁদের দৈনন্দিন ওয়াজীফা স্বরূপ।

২৯. তবে তাদেরকে কি প্রকারে এবং কোন্ যুক্তিতে খোদা বলা যেতে পারে ? এবং যেহেতু তারা খোদা নন, সে কারণে খোদার পুত্র বা কন্যাও হতে পারেন না। কেননা, সন্তানকে পিতা-মাতার প্রজাতি থেকেই হতে হবে।

৩০. অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা খোদার সন্তান বা ‘খোদা’ বানিয়ে নিচ্ছ, (যদি এমন অসম্ভবকে ধরেও নেয়া যায়) তাদের মধ্যে যদি কেউ (আল্লাহ্ পানাহ) নিজের সম্পর্কে এমন কথা বলেও ফেলে, তা হলে তাকেও আমি সেই দোযখের শাস্তি দেব যা সীমাতিক্রমকারী জালিমদেরকে দেওয়া হয়। আমার সীমাহীন ক্ষমতা ও শাসনের বাইরে তারাও যেতে পারবে না। অতএব, তারা কি করে খোদা হতে পারে ?

(৩১) وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

৩১. এবং আমি স্থাপন করলাম পৃথিবীতে ভারি বোঝা যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে কোন দিকে ঝুঁকে না পড়ে৩৪ এবং করে দিলাম তাতে বহু প্রশস্ত পথ, যাতে করে তারা সঠিক রাস্তায় চলতে পারে।৩৫

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-রহস্য

৩১. আয়াতের رَتْقُ শব্দের মূল অর্থ মিশে থাকা এবং একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া। আদিকালে পৃথিবী ও আকাশ উভয়ে অনস্তিত্বের অন্ধকারে একটি অপরটির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছিল। তারপর অস্তিত্ব লাভের প্রাথমিক পর্যায়েও তারা উভয়েই একত্রে মিশ্রিত থাকে। এরপর আল্লাহ্ পাকের কুদরতের হাত উভয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেয়। এই পৃথকীকরণের পর প্রত্যেকের স্তর ও ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, এর পরেও এদের মুখ বন্ধই থেকে গেল—আকাশ থেকেও বৃষ্টি হত না, আর মাটি থেকেও কোন উদ্ভিদ জন্মাতো না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণার্থে কোন সময় উভয়ের মুখ উন্মুক্ত করে দিলেন, তখন উপর থেকে পানির ধারা খুলে গেল, পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল থেকে মাটিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রের সৃষ্টি হল। এই মাটি থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা নদী-নালা, খনিসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও সবজি উৎপন্ন করেন। আকাশকে অসংখ্য তারকা ও গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলোর প্রতিটির বিচরণ-ক্ষেত্র, কক্ষপথ ও গতিবিধি ভিন্ন।

৩২. অর্থাৎ সাধারণত যে সকল প্রাণবান বস্তু তোমাদের নজরে পড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ও বিনা মাধ্যমে পানি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে—পানিই তাদের মূল বস্তু; তবে এমন কোন সৃষ্টি যে সম্পর্কে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তার জন্মে পানির কোন ভূমিকা বা সংশ্রব নেই তা এর ব্যতিক্রম মনে করতে হবে। তথাপি, "অধিকাংশের জন্য যে নিয়ম, সকলের জন্যও তাই" এই সাধারণ নিয়ম, এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করতে হবে।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরতের এহেন প্রত্যক্ষ নিদর্শন ও সুষ্ঠু-সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা দেখেও কি আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও তাঁর একত্বের ওপর তাদের বিশ্বাস জন্মে না?

৩৪. এ প্রসঙ্গে সূরা 'নাহ্ল' এ আলোচনা করা হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ যাতে এক দেশের মানুষ অন্য দেশবাসীদের সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ পায়। যদি পাহাড় এমনিভাবে পড়ে থাকতো যাতে—রাস্তা বন্ধ হয়ে যেত। তাহলে মানুষের পক্ষে যাতায়াত ও চলাচল করা সম্ভব হত না (তাফসীর মূযিহুল কুরআন); এসব প্রশস্ত পথে চলাচল করে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও কলা-কৌশল দেখে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং তাওহীদের পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়।

(٣٢) وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ۝

(٣٣) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

(٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۭ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝

(٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۭ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۝

৩২. এবং আমি করেছি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ[৩৬] এবং তারা আসমানের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ভেবে দেখে না।[৩৭]

৩৩. তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র;[৩৮] এবং সকলেই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।[৩৯]

৩৪. আমি দান করিনি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন। অতএব, তোমার মৃত্যু ঘটলে তারা কি চিরঞ্জীবী হয়ে থাকবে?

৩৫. জীব মাত্রই স্বাদ গ্রহণ[৪০] করবে, মৃত্যুর এবং আমি তোমাদেরকে যাচাই করি মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য;[৪১] এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৪২]

---

৩৬. অর্থাৎ পড়েও যায় না, ফেটেও যায় না, আর পরিবর্তন করারও দরকার হয় না, এ ছাড়া আসমান শয়তান কর্তৃক আসমানী কথা চুরি থেকেও সুরক্ষিত। আকাশকে ছাদ এ কারণে বলা হয়েছে যে, দৃষ্টিতে ছাদের মতই দেখায়।

৩৭. আসমান অত্যন্ত মযবূত ও সুগঠিত এবং প্রশস্ত ও অতি উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও এত দীর্ঘকাল যাবৎ এর ছাদ স্তম্ভ ও খুঁটিবিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তার রং ও সৌন্দর্য একটুও বদলায় না আর বাইরের আস্তরও ঝরে পড়ে না।

৩৮. এ হল আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে আসমানী নিদর্শনের যৎকিঞ্চিত বিবরণ মাত্র।

৩৯. অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র বরং প্রতিটি চলমান নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে। يَسْبَحُوْنَ শব্দ দ্বারা বাহ্যত মনে হয় চলমান নক্ষত্রগুলো আল্লাহ্র হুকুমে স্বেচ্ছায় চলাফেরা করে; আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

মানুষের মৃত্যু আল্লাহ্র অমোঘ বিধান

৪০. অর্থাৎ যেভাবে পূর্বে উল্লিখিত সৃষ্টিগুলোর অস্তিত্ব আল্লাহ্ তা'আলারই সৃষ্টি, অনুরূপভাবে মানুষের জীবনও তারই প্রদত্ত। যখনই তিনি চাইবেন, ছিনিয়ে নেবেন। মৃত্যু প্রত্যেকের কাছে প্রমাণ করে দেবে যে, তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের অধিকার ও

(৩৬) وَ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِیْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৩৬. কাফিররা যখন তোমাকে দেখে, তখন তারা তোমাকে বিদ্রূপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে, এ কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের দেব-দেবীগুলোর সমালোচনা করে ? অথচ তারা 'রাহমানের' নামকে প্রত্যাখ্যান করে।৪৩

নিয়ন্ত্রণে নেই; সামান্য কয়েক দিনের আমোদ-আহলাদ ছিল যার অবসান ঘটল। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন–"কাফিরগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাবার্তা ও আলোচনা শুনে বলতো "তার এসব আন্দোলন এবং কার্যকলাপ তার জীবনকাল পর্যন্তই; সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে কিছুই থাকবে না।" তাদের এ মন্তব্যের উদ্দেশ্য যদি এই থাকে যে, মৃত্যু নবুওয়তের বিরোধী, তাহলে তার সুস্পষ্ট জবাব وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আয়াতাংশে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ নবী-রাসূলদের মধ্যে কে এমন আছেন যার কখনো মৃত্যু হয়নি ? এবং সকলেই চিরঞ্জীবী হয়েছেন ? এবং যদি তাঁর মৃত্যুর কল্পনা দ্বারা তাদের মনের জ্বালা মিটিয়ে প্রশান্তি লাভ করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তার জবাবও اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُوْنَ কথায় দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ খুশী ও আনন্দ কিসের জন্য ? যদি তাঁর মৃত্যু ঘটে যায় তবে কি তোমরা কখনো মরবে না ? তোমরা কি কিয়ামতের ময়দানের উপস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবে? যেহেতু তোমাদেরকেও আগে বা পরে মরতেই হবে, তবে রাসূল (সা)-এর মৃত্যুতে প্রশান্তি লাভ করার কি কারণ থাকতে পারে ? এ পথ তো সকলকেই অতিক্রম করতে হবে। কে এমন আছে যাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না ? অতএব, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাওহিদ ও আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনার পর এ আয়াতে নবুওয়ত প্রসঙ্গে আলোচনার গতিধারা পরিবর্তিত করা হয়েছে।

মানব জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪১. দুনিয়ার মানুষকে কঠিন ও সহজ, স্বাস্থ্য ও রোগ-ব্যাধি, আর্থিক কষ্ট ও স্বচ্ছলতা এবং বিপদাপদ ও সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। যার ফলে ভাল ও মন্দ পৃথক হয়ে যায় এবং এটা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, কে কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে আর সুখের অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং কত লোক এমন যারা নৈরাশ্য, বিলাপ, অভিযোগ এবং অকৃতজ্ঞতার রোগে আক্রান্ত।

৪২. যেখানে তোমাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার এবং প্রতিটি সৎ ও অসৎকর্মের ফলাফল প্রদান করা হবে।

৪৩. অর্থাৎ পরিণাম ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে এ সব লোক নবী (সা)-এর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে। এভাবে বিদ্রূপের সাথে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলে– اَهٰذَا الَّذِیْ

(٣٧) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ○

(٣٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

(٣٩) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا
عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○

(٤٠) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ○

৩৭. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ; শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব, অতএব, তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বল না।[৪৪]

৩৮. তারা বলে কখন পূরণ হবে এই প্রতিশ্রুতি ?

৩৯. যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৪৫] যদি এ কাফিররা সে সময়কে জানত, যখন তারা না তাদের মুখ থেকে আর না পিঠ থেকে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

৪০. বরং তা তাদের ওপর আসবে অকস্মাৎ এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে যার ফলে তারা তা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।[৪৬]

يذكر الهتكم "এই কি সে ব্যক্তি যে, তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে ? তাদের লজ্জা হয় না যে, প্রকৃত উপাস্যের নাম উল্লেখ করলে এবং সেই পরম দয়ালু রাহমানের নাম মাত্র উচ্চারণ করলেই তারা রাগে-হিংসায় জ্বলে ওঠে। তারা তাঁর সত্য কিতাবকে অস্বীকার করে এবং তাদের মিথ্যা উপাস্যদের নিন্দাবাদ শুনে রাগে-জ্বলতে থাকে। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান হাস্যাস্পদ না, বিপক্ষ দলের ?

৪৪. সম্ভবত কাফিরদের মূর্খতাসুলভ ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনে কিছু লোকের মনে এমন ধারণার উদ্রেক হয় যে, এ বে-শরমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব আপতিত হলেই ভাল হত এবং স্বয়ং কাফিরগণও বিদ্রূপচ্ছলে ত্বরা করে বলতো 'যদি প্রকৃতই তোমাদের ধারণায় আমরা আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকি, তবে তা তাড়াতাড়িই নিয়ে আস না কেন ? এ প্রেক্ষিতে উভয় দলের লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে–"মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ক্ষিপ্রতাপ্রবণ।" মনে হয়, তার সৃষ্টির আদিতেই ক্ষিপ্রতার সংমিশ্রণ ছিল। তোমাদের উচিত কিছুটা সবর কর, অচিরেই আমি আমার রোষ ও প্রতিশোধের নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব।

৪৫. অর্থাৎ তোমরা বলছ কিয়ামত আসবে এবং সমস্ত কাফির সর্বদা দোযখে জ্বলবে। যা হোক, ঐ প্রতিশ্রুতি কখন পূরণ হবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সে কিয়ামত ও জাহান্নামকে এখনই ডেকে নিয়ে আস না কেন ?

(٤١) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

(٤٢) قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

৪১. এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্বেও বহু রাসূলের সঙ্গে। পরিণামে তা উল্টো পরেছিল বিদ্রূপকারীদের উপরেই।[৪৭]

৪২. বল, কে রক্ষা করে তোমাদেরকে রাত্রে ও দিনে[৪৮] রাহমান থেকে কেউ না, তবুও তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৪৯]

---

৪৬. অর্থাৎ যদি তাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং সেই ভয়াবহ সময়কে সঠিকভাবে তারা উপলব্ধি করে, তবে এমন আবেদন তারা করত না। কিন্তু এক্ষণে এ সব কথা তারা চিন্তা-ভাবনা না করেই বলছে। যখন ঐ সময়টি সামনে এসে যাবে, যখন সম্মুখে-পেছনে সবদিক থেকে আগুন এসে ঘিরে ধরবে, তখন কোন দিক থেকেই তারা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কোন দিক থেকে কোন সাহায্যও আসবে না, তাদেরকে কোন অবকাশও দেয়া হবে না, এবং আগে থেকে এ শাস্তির কোন অনুমানও তারা করতে পারবে না। এমন আকস্মিক ঘটনায় তাদের হুশ উড়ে যাবে, কেবল সে সময়েই বুঝতে পারবে, যে বিষয়টি নিয়ে তারা হাসি-ঠাট্টা করত, তা ছিল বাস্তব সত্য।

৪৭. অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল–তারই শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে এবং তাদের সে হাসি তাদের দিকেই উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪৮. অর্থাৎ রাহমানের রাগ-রোষ ও আযাব থেকে রক্ষাকারী আর কে আছে? যিনি কেবল তাঁর অশেষ রহমতের বদৌলতে তাৎক্ষণিক আযাব নাযিল করেন না, কিন্তু এমন দয়ালু কৃপা-নিধান ও ধৈর্যশীলের রাগ-রোষ থেকে ভয় করাও একান্তভাবেই আবশ্যক। এমন পরম ধৈর্যশীলের গযব থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

প্রতিমা পূজার অসারতা

৪৯. অর্থাৎ রাহমানের হিফাজতের কোনরূপ অনুভূতিই তাদের নেই। ভোগ-বিলাস ও আয়েশ-আরাম এবং নিরাপদ জীবন তাদেরকে প্রকৃত প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ করে রেখেছে। এ কারণেই যখন তাঁর পক্ষ থেকে কোন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ আবার কোথাকার কথা শুরু করে দেওয়া হল?

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا
هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ ۝

(٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ؕ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى
الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

৪৩. অথবা তাদের কি এমন কোন উপাস্য আছে আমি ছাড়া যারা তাদেরকে রক্ষা করে ? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার পক্ষ থেকেও কোন সাহায্য পাবে না।৫০

৪৪. বস্তুতঃ আমিই ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলাম তাদেরকে ও তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে, এমন কি তাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়েছিল৫১ এরপর তারা কি দেখছে না যে, আমি তাদের যমীনকে সংকুচিত করে আসছি চতুর্দিক থেকে; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে ?৫২

---

৫০. অর্থাৎ তাদের কল্পিত উপাস্যদের সম্পর্কে কি এ ধারণা যে, এ সব দেব-দেবীরা তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে? এবং সুযোগমত তারা আল্লাহ্‌র গযব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে? ও সব অসহায় দেবতারা তাদের ভক্ত উপাসকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ তো দূরের কথা, তারা নিজেদের অস্তিত্বও রক্ষা করতে পারে না। যদি কেউ তাদেরকে ভাংচুর করতে শুরু করে অথবা কোনবস্তু তাদের পাশ থেকে ছিনিয়ে নেয়, তবে এতটুকুও ক্ষমতা তাদের নেই যে, প্রতিরোধমূলক রক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে তারা নিজেদের হাত-পা পর্যন্তও নাড়া-চাড়া করবে। অথবা আত্মরক্ষার জন্য আমার সাহায্য লাভ করবে ?

৫১. অর্থাৎ রাহমানের পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেব-দেবীদের অক্ষমতা ও অসহায়াবস্থা এমন কিছু নয়, যা এ সব লোক বুঝতে পারে না। তবে আসল কথা এই, এরা পুরুষানুক্রমে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন-যাপন করছে। তবে আল্লাহ্‌র কোন আকস্মিক আযাব তাদেরকে স্পর্শ করেনি যে কারণে তারা গর্বিতবোধ করছে এবং উদাসীনতার নেশায় মত্ত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম এবং পয়গাম্বরদের সদুপদেশ থেকে বিমুখ ও বিরত রয়েছে।

আরব ভূখণ্ডে ইসলাম

৫২. আরব দেশে ইসলাম বিস্তার লাভ করছে এবং 'কুফর' ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে সেখানকার ভূমি কাফিরদের জন্য সংকুচিত হচ্ছে; তাদের রাজত্ব ও নেতৃত্বের অবসান ঘটছে। এমন প্রকাশ্য নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখেও তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না। এ সব প্রত্যক্ষ করার পরও তারা কি আশা করে যে, রাসূলুল্লাহ্

(৪৫) قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا
يُنذَرُونَ ○

(৪৬) وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا
ظَٰلِمِينَ ○

৪৫. তুমি বল, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারাই; কিন্তু বধিরদেরকে সতর্ক করা হলেও তারা সে সতর্কবাণী শোনে না।৫৩

৪৬. যদি তোমার প্রতিপালকের আযাবের একটু ভাপও তাদেরকে স্পর্শ করে তবে তারা অবশ্যই বলতে থাকবে, হায়! আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহেই আমরা ছিলাম পাপাচারী।৫৪

(সা) ও তাঁর সহযোগী মুসলমানদের ওপর তারা বিজয়ী হবে? যদি পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষা গ্রহণ তাদের কাম্য হয়, তবে যেন তারা বিবেক-বুদ্ধি কার্যত প্রয়োগ করে এবং অবস্থাও লক্ষণাদি দেখে ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করে নেয়, তারা কি বুঝতে পারে না যে, অতীতে তাদের পার্শ্ববর্তী বহু জনপদকে নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাঁদের বিরোধিতার শাস্তিতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে? এবং সর্বদাই শেষ পর্যায়ে খোদার ভক্ত ও অনুরক্তদের উদ্দেশ্যই সফল হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সাইয়িদুল মুর্‌সালীন ও তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত পূর্ণ অনুসারী, একনিষ্ঠ মু'মিনদের মুকাবিলায় তাদের জয়লাভের কি আশা থাকতে পারে?

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

এবং আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি এবং আমার নিদর্শনাদি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, যেন তারা সত্যের দিকে ফিরে আসে। সূরা আহকাফ ৪৬ : ২৭। (এ বিষয়টি সম্পর্কে সূরা রা'দের শেষের দিকের আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আহবানে সাড়া না দেওয়ার পরিণতি

৫৩. অর্থাৎ আমার কাজ শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ অনুসারে উপদেশ শোনানো এবং পরিণাম ফল সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। তবে মনের বধিরেরা যদি এ আহ্বান না শোনে আর মূল্যায়ন না করে, তবে আমার তো কোন ত্রুটি নেই; তারা স্বয়ং তাদের বধিরতার জন্য শাস্তি ও প্রতিফল ভোগ করবে।

৫৪. অর্থাৎ এ সব লোক যারা বধির হয়ে আছে তাদের বধিরতা কেবলমাত্র ঐ সময় পর্যন্তই, যে পর্যন্ত আযাবের শব্দ শুনতে না পাবে। যদি আসমানী আযাবের একটু হাল্‌কা

(٤٧) وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ؕ وَ
اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ۝
(٤٨) وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

৪৭. আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড কিয়ামতের দিনে। সুতরাং কোন অবিচার করা হবে না কারো প্রতি এবং কৃতকর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও আমি তা উপলব্ধি করব;৫৫ এবং আমিই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারীরূপে।৫৬

৪৮. এবং আমি দিয়েছিলাম মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে বিবাদ মীমাংসাকারী গ্রন্থ-এবং জ্যোতি ও উপদেশ ধর্মভীরুদের জন্য।৫৭

আওয়াযও তাদের কানে অনুভূত হয়, অথবা আল্লাহ্‌র গযব ও প্রতিশোধের অতি তুচ্ছ ভাপও (বাষ্প) তাদের স্পর্শ করে তখন তাদের চোখ-কান সব খুলে যাবে, যখন তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে চিৎকার করতে থাকবে— হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা অবশ্যই গুরুতর অপরাধী ছিলাম, তাই আমাদের এমন দূরবস্থা।

আমলনামার ওজন

৫৫. অর্থাৎ কারো সরিষা পরিমাণ আমল ও পাল্লায় ওজন করা হবে, এবং একটুও নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। কারো ওপর জুলুম ও অবিচার করা হবে না; সব কিছুরই হিসাব করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ميزان - موازين শব্দের বহুবচন, সম্ভবত বহুপ্রকার 'পরিমাপদণ্ড' হবে অথবা মানদণ্ড একটাই হবে, তবে বিভিন্ন আমল ও আমলকারীর প্রেক্ষিতে একাধিক বলা হয়েছে। আল্লাহ্-ই জানেন। আমলের ওজন ও পাল্লা সম্পর্কে পূর্বে সূরা আ'রাফের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৫৬. অর্থাৎ আমার হিসাবই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হবে যারপর দ্বিতীয়বারে আর কোন হিসাব নেই এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের হিসাব নিতে আমার কোন সাহায্যকারীর আবশ্যক হবে না। পরবর্তী আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মানুষকে সতর্ক করা ও ভীতি প্রদর্শনের এই ধারাবাহিকতা পূর্ব থেকেই অব্যাহতভাবে চলে এসেছে। অধুনা যে সব বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সতর্ক করছেন, পূর্ববর্তী নবীগণও সে সব বিষয়ে সতর্ক করে গিয়েছেন।

৫৭. অর্থাৎ পবিত্র তাওরাত গ্রন্থ যা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী, হিদায়াত ও বিভ্রান্তি, হালাল ও হারামের যাবতীয় সমস্যার সমাধানদাতা এবং মূর্খতা ও অসাবধানতার অন্ধকারে আলোর দিশারী, এবং খোদাভীরুদের জন্য উপদেশদাতা এক যুগান্তকারী গ্রন্থ ছিল।

(৪৯) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ ○

(৫০) وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ؕ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

(৫১) وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ○

(৫২) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ○

৪৯. যারা ভয় করে তাদের প্রতিপালককে না দেখেও এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।৫৮

৫০. এবং এ হচ্ছে বরকতময় উপদেশ যা আমি নাযিল করেছি; তবু কি তোমরা তা মানবে না ?৫৯

৫১. এবং পূর্বেই আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীমকে তাঁর সৎপথ৬০ এবং আমি তার সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।৬১

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, 'এই মূর্তিগুলো কী যাদের পূজারী সেবায়েত হয়ে তোমরা বসে আছ ?৬২

---

৫৮. কিয়ামতের ভয়ও তারা এ কারণেই রাখত যে, তাদের মনে আল্লাহ্র ভয় সর্বক্ষণ জাগরুক থাকত; মনে এটাই খট্‌কা লেগে থাকত না জানি সেখানে কী অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়! আল্লাহ্ না করুন, যেন তাঁর অসন্তোষ ও আযাবের লক্ষ্যস্থলে পরিণত না হয়ে পড়ি; এবং এটা সত্য যে, এমন লোকই নসীহত দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন।

৫৯. অর্থাৎ উপদেশ মালার এই গ্রন্থ, আল-কুরআন তোমাদের সামনে উপস্থিত যার প্রামাণ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং অশেষ উপকারিতার বিষয় মহাগ্রন্থ তাওরাত অপেক্ষাও অধিক সুস্পষ্ট। তোমরা কি এমন সৌন্দর্যমণ্ডিত এক অনন্য গ্রন্থকে অস্বীকার করে বসলে, যেটা প্রত্যাখ্যান করার কোন অবকাশই নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ও মূর্তিপূজারীদের সাথে বিতর্ক

৬০. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর পূর্বে আমি ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে তাঁকে প্রজ্ঞা ও হিদায়াত দান করেছিলাম। বরং যৌবনের পূর্বে তাঁর বাল্যকালেই তাকে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম যা, এ ধরনের উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন রাসূলগণের মর্যাদার পক্ষে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৬১. অর্থাৎ তাঁর যোগ্যতা এবং জ্ঞান ও কার্যক্ষেত্রে তাঁর গুণবত্তার ব্যাপারে আমিই সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত।

৬২. অর্থাৎ এ মূর্তিগুলোর সৃষ্টির কিছু আদি কথা ও তথ্য বিবরণ দাও না কেন ? আসলে তোমাদের স্বনির্মিত এ সব মূর্তি কি করে খোদা বনে গেল ?

(٥٣) قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ○

(٥٤) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٥٥) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ○

(٥٦) قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ۖ وَ
اَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(٥٧) وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ○

৫৩. তারা বলল, 'আমরা দেখেছি আমাদের বাপ-দাদাকে এদেরই পূজা করতে'।৬৩

৫৪. সে বললো, 'নিঃসন্দেহে তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা রয়েছে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে'।৬৪

৫৫. তারা বললো, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ না তুমি কৌতুক করছ'?৬৫

৫৬. সে বলল 'না তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ কথারই প্রবক্তা।৬৬

৫৭. এবং আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করবো তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে তোমরা চলে যাওয়ার পর।৬৭

---

৬৩. অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক স্বাভাবিক নিয়ম-বিধি এবং পরম্পরাগত কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসূত্রে কোন প্রমাণ আমাদের সমর্থনে নেই বটে, তবে মূর্তি পূজার যথার্থতা সম্পর্কে বলিষ্ঠতম দলীল এই যে, আমাদের উর্ধ্বতম পিতৃ-পুরুষগণ এদেরকেই পূজা করে এসেছেন; অতএব, আমাদের মুরুব্বীদের অনুসৃত উপাসনা পদ্ধতি আমরা কিভাবে ছেড়ে দিতে পারি ?

৬৪. অর্থাৎ এই দলীল দ্বারা তোমাদের সত্যতা ও বুদ্ধিমত্তা আদৌ প্রমাণিত হয় না, তবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তোমাদের বাপ-দাদা, পূর্ব-পুরুষরাও তোমাদেরই ন্যায় বিভ্রান্ত ও বে-ওকুফ ছিল যাদের অন্ধ অনুকরণে তোমরাও ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছ।

৬৫. গোটা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপক্ষে ইবরাহীম (আ)-এর এমন জোরালো বক্তব্য শুনে তাদের মনে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হল যে, তারা বলতে লাগল 'সত্য সত্যই কি এটাই তোমার খেয়াল-ধারণা ? না, তুমি কেবল হাসি-ঠাট্টা করছ ?

৬৬. অর্থাৎ এটাই আমার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আমি মনের পূর্ণ দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে এ কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার আমার এবং সবার প্রতিপালক সেই একক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর বিপক্ষে অপর কেউ বা কোন বস্তুই তাঁর আল্লাহ্‌য়ীতে অংশীদার হতে পারে না।

(৫৮) فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ○

(৫৯) قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(৬০) قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ○

৫৮. এরপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল সেগুলোকে তাদের মধ্যে বিরাট একটি ছাড়া যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।৬৮

৫৯. তারা বলল, কে এমন কাজ করল আমাদের উপাস্যগুলোর সাথে ? সে তো অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারী।৬৯

৬০. তাদের কেউ কেউ বলল, 'আমরা শুনেছি এক যুবককে তাদের সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করতে তাকে বলা হয় ইবরাহীম।'৭০

---

৬৭. এ কথাটা একটু আস্তে বললেন, যে কারণে কেউ শুনল, কেউ শুনল না, তবে অধিকাংশ লোকে শুনল না, আর যারা শুনল, তারা কথাটার তেমন গুরুত্ব দিল না। কারণ, তাদের ধারণায় একা এক নওজোয়ান সমগ্র জাতির উপাস্য দেবতাদের কি-ই বা অনিষ্ট সাধন করতে পারে!

৬৮. যখন তারা কোন মেলায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে চলে গেল, তখন ইবরাহীম (আ) দেবতা-মন্দিরে গিয়ে কেবলমাত্র সর্ববৃহৎ একটি ব্যতীত সবগুলো মূর্তিকেই ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন। এ মূর্তিটি দৈহিকভাবে বৃহত্তম বা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে তাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল; এবং তিনি এটির গলায় ঐ কুড়ালটি ঝুলিয়ে রাখেন যা দিয়ে তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ছিলেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যখন তারা ফিরে এসে দেবতাদের এই ধ্বংসলীলা দেখবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের নজর এই বড় মূর্তিটির দিকেই পড়বে, অথবা, তিনি তাদেরকে দোষারোপ করার জন্যই এ কাজটি করেছিলেন।

৬৯. অর্থাৎ আমাদের উপাস্যদের সঙ্গে এমন অপমানজনক ও বে-আদবীপূর্ণ আচরণ-কে করল ? এ কাজ যে করেছে অবশ্যই সে একজন অত্যন্ত জালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন)।

উল্লেখ্য যে, সম্ভবত এ কথাগুলো তাদেরই বক্তব্য যারা تالله لاكيدن اصنامكم 'আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব' ইবরাহীমের এই শপথ বাক্য শোনেনি।

৭০. এ বক্তব্য তাদেরই যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তিটি শুনেছিল– অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে থাকে, নিঃসন্দেহে সে-ই এ কাজ করেছে।

(٦١) قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ○

(٦٢) قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○

(٦٣) قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ○

৬১. তারা বলল 'তাকে উপস্থিত কর লোকজনের সামনে, যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে'।৭১

৬২. তারা বলল 'তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের প্রতি এরূপ করেছ হে ইবরাহিম'?

৬৩. সে বলল, না বরং সেই করেছে যে এদের মধ্যে বড়, অতএব, এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তারা বলতে পারে।৭২

ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিপরীক্ষা

৭১. অর্থাৎ তাকে সবার সম্মুখে ডেকে উপস্থিত করে তার নিজস্ব বক্তব্য শোনা যাক যাতে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ অবগত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বক্তব্য শুনে সবাই যেন সাক্ষী থাকে যে, গোটা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে সে নিশ্চিতই তার যোগ্য ছিল। এ-তো ছিল তাদের উদ্দেশ্য আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিল যে, প্রকাশ্য জনসমক্ষে মুশরিকদেরকে অসহায় ও হতবাক করে দেওয়ার সুযোগ মিলবে এবং সবার উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে সত্যের বিজয় সূচিত হবে।

৭২. অর্থাৎ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার নেই; বরং এটা ধরে নেয়া যাক যে, এই বৃহত্তম গুরুদেব যিনি সুস্থ দেহে নিরাপদে দণ্ডায়মান এবং ভাংচুর করার হাতিয়ার ও তারই নিকট বিদ্যমান, তিনিই সম্ভবত এ কাজ করেছেন। তবে তর্কস্থলে অভিযোগ আকারে আমি এ দাবী জানাচ্ছি যে, বৃহত্তম মূর্তিটিই, ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেছে; এখন এ প্রশ্নে আপনাদের এমন কি প্রমাণ আছে যে, বাস্তবে এমনটি হয়নি ? পৃথিবীতে কি এমন হয় না, যে বড় সাপ, ছোট ছোট সাপদেরকে, বড় মাছ, ছোট ছোট মাছদেরকে গিলে খেয়ে ফেলে ? এবং বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌রা ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে দেয় ? এ কারণে আমার ও আপনাদের মধ্যে বিতর্কিত বিষয়ে মীমাংসার শ্রেষ্ঠ উপায় এই যে, স্বয়ং আপনারাই দেবতাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, এ ঘটনা কিভাবে সংঘটিত হয়েছে ? যদি এরা কথা বলতে সক্ষম হয়, তাহলে কি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তাদের বক্তব্য দ্বারা আমাদের সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করে দেবে না ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমার বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, بل فعله كبيرهم هذا 'তাদের বড়জনই একাজ করেছে'– এ কথায় প্রকৃত ঘটনার বিরোধী সংবাদ দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না, যাকে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বলা যেতে পারে, বরং

(٦٤) فَرَجَعُوٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۙ

(٦٥) ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۝

(٦٦) قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝

(٦٧) اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৪. এরপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং একে অপরকে বলতে লাগলো ‘তোমরাই তো বে-ইনসাফ’।৭৩

৬৫. এরপর অবনত হয়ে গেল তাদের মস্তক।৭৪ এবং তারা বলল, ‘তুমি তো জানই এরা কেমন কথা বলে!’৭৫

৬৬. ইবরাহীম বলল, ‘তবে কি তোমরা এমন কিছুর উপাসনা কর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না আর ক্ষতিও করতে পারে না?’

৬৭. আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত তোমরা করে থাক তাদের উপর; তোমাদের কি জ্ঞান-বুদ্ধি নেই ?৭৬

তাদেরকে বোকা ও মূর্খ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে একটি কল্পিত সম্ভাবনাকে দাবীর আকারে বক্তব্যের বিরোধিতা ও ত্রুটি হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছিল; যেমন সাধারণত বিতর্কের সময় এমনটি করা হয়ে থাকে। এটাকে মিথ্যা বলা যায় না, তবে বাহ্য দৃষ্টিতে মিথ্যা বলে মনে হয়; এ কারণে কোন কোন হাদীসে বাহ্যিক হিসেবে একে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যা আরো কয়েকভাবে করেছেন। তবে আমার মতে এ প্রসঙ্গে এ বক্তব্যই অধিক সুস্পষ্ট, অতিরঞ্জনবিহীন এবং রিওয়ায়াত হিসেবে সর্বাধিক অনুকূলও গ্রহণযোগ্য; আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

৭৩. অর্থাৎ যেহেতু তোমরা বুঝলে যে, অনর্থক পাথর পূজা করাতে কোন লাভ নেই– অথবা অর্থ এই, স্বয়ং তোমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ। কেননা, দেবতাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের ধমক শোনা সত্ত্বেও এমন বে-পরওয়া হয়ে দেবতা মন্দিরকে উন্মুক্ত ও খোলা রেখে চলে গেলে এবং উপাস্যদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলে না (ইব্‌ন কাছীর)।

৭৪. অর্থাৎ লজ্জায় চোখ নত করে থাকল।

৭৫. অর্থাৎ জেনে শুনে আমাদের কাছে এমন অসম্ভব বিষয়ের দাবী জানাচ্ছ, পাথর কি কখনো কথা বলতে পারে ?

৭৬. অর্থাৎ তোমাদের পানিতে ডুবে মরে যাওয়া উচিৎ। কারণ, যে মূর্তি একটি কথাও বলতে পারে না, বিপদে কাজে লাগে না এবং বিন্দুমাত্রও লাভ-ক্ষতি যার

(٦٨) قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَ انْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

(٦٩) قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ

৬৮. তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমাদের উপাস্যদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।৭৭

৬৯. আমি বল্লাম, হে আগুন! 'তুমি শীতল ও আরামদায়ক হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্যে।'৭৮.

ইখতিয়ারে নেই তাকে আল্লাহ্র মর্যাদা দিয়ে রেখেছ, এই মোটা কথাটাও কি তোমরা বুঝতে পারছ না ?

৭৭. অর্থাৎ তর্ক-বিতর্ক ও বাক্-যুদ্ধে যখন তোমরা তার সঙ্গে জিততে পার না, তখন একমাত্র একটাই উপায় আছে যে, (যে উপাস্যরা আমাদের, বরং স্বয়ং তাদেরই সাহায্য করতে অক্ষম) চল, আমরাই তাদের সাহায্য করি এবং তাদের শত্রুকেই কঠিন শাস্তি প্রদান করি। যদি আমরা এতটুকুও করতে না পারি, তবে তো আমরা তাদের জন্য আদৌ কোন কাজ করলাম না। অতএব, এভাবে পরামর্শ করে, তারা হযরত ইবরাহীমকে আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তি নির্ধারণ করল। এ ব্যবস্থাটা যেন এই, যেমন ইবরাহীম তাদের উপাস্য দেবতাদেরকে ভাংচুর করে তাদের অন্তরাত্মাকে জ্বালিয়েছিল, অনুরূপভাবে তারাও তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। অবশেষে এই জালিমের দল একত্রিত হয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পুড়িয়ে মারার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল এবং এভাবে ইবরাহীমকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে দাউ-দাউকারী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল।

৭৮. অর্থাৎ আগুনকে অদৃশ্য জগত থেকে তাৎক্ষণিক নির্দেশ দেওয়া হল— তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল হয়ে যাও; কিন্তু এমন ঠাণ্ডা হয়ো না যে, শীতলতা কষ্টের কারণ হয়ে যায়; এমন মাঝারী ধরনের শীতল হও যাতে স্নিগ্ধতায় দেহ ও মন জুড়িয়ে যায় এবং প্রশান্তি লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইবরাহীম (আ)-এর জন্য আগুনের শীতল হয়ে যাওয়াটা তাঁর "মু'জিযা" ছিল। আর মু'জিযা বা অলৌকিত কর্মকাণ্ডের তত্ত্ব-কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে স্বাভাবিক কারণকে সংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে এবং সংশ্লিষ্ট বস্তুকে কারণ থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে দেন। এ ক্ষেত্রে দহন কার্যের কারণ (আগুন) বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ক্রিয়াশীল হল না। মু'জিযা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যা, আল্-মাহমূদ নামক পুস্তিকায় ধারাবাহিক কয়েকটি সংখ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে; বিজ্ঞ পাঠকবর্গ যেন তা পাঠ করেন।

(৭০) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۚ

(৭১) وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعٰلَمِينَ ۝

(৭২) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِينَ ۝

৭০. এবং তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল তবে আমি তাদেরকেই করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।[৭৯]

৭১. এবং আমি উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম তাকে ও লূতকে সে দেশে যেখানে আমি বরকত রেখেছিলাম বিশ্ববাসীদের জন্যে।[৮০]

৭২. এবং আমি তাকে দান করলাম ইসহাক এবং ইয়াকূবকে উপহাররূপে[৮১] আর প্রত্যেককেই করেছি সৎকর্মশীল।[৮২]

---

৭৯. অর্থাৎ যারা ইবরাহীম (আ)-এর অনিষ্ট কামনা করত, তারাই বিফলতা, অপমান ও ক্ষতির সম্মুখীন হল! সত্য ও ন্যায়ের যথার্থতা জনসমক্ষে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে গেল– এবং আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত হল। এ প্রসঙ্গে কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীর আল্‌-বাহ্‌রুল মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

قد اكثر الناس فى حكاية ماجرى لابراهيم عليه السلام - والذى صح هوما ذكره الله تعالى من انه عليه السلام التى فى النار فجعلها الله عليه بردا وّ سلامًا -

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনায় বহুজন অতিরঞ্জনসহ বহু ধরনের আলোচনা করেছেন; এগুলোর মধ্যে যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা সে আগুনকে তাঁর জন্য শীতল ও নিরাপদ করে দেন।

৮০. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-কে হযরত লূত (আ)-সহ সুস্থাবস্থায় নিরাপদে সিরিয়াতে নিয়ে গেলাম যে দেশটিতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (যাহেরী ও বাতেনী) বহুবিধ বরকত সঞ্চিত ও সুরক্ষিত ছিল।

৮১. অর্থাৎ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন; আমি তাকে পৌত্রও দান করলাম– অর্থাৎ ইয়াকূব (আ)-কে।

৮২. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত লূত (আ), হযরত ইসহাক (আ) এবং হযরত ইয়াকূব (আ)। এঁরা সকলেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী এবং সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– কারণ এঁরা সকলেই নবুওয়ত প্রাপ্ত হন এবং নবীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পুণ্যবান আর কে-ই বা হতে পারেন ?

(٧٣) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ
وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۙ
(٧٤) وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ
(٧٥) وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۠

৭৩. এবং করেছিলাম তাদেরকে নেতা; যারা পথ প্রদর্শন করত আমার নির্দেশ অনুসারে।[৮৩] এবং তাদেরকে প্রত্যাদেশ করেছিলাম করতে সৎকর্ম[৮৪] কায়েম করতে নামায এবং প্রদান করতে যাকাত।

৭৪. এবং তারা আমারই ইবাদতে মশগুল থাকত।[৮৫] এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।[৮৬] এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ থেকে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে; তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, বড়ই অবাধ্য।[৮৭]

৭৫. এবং তাকে করেছিলাম আমার অনুগ্রহভাজন; সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।[৮৮]

---

৮৩. অর্থাৎ তাঁরা পরম গুণ-সম্পন্ন এমন অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা অপরকেও পুণ্য কর্মে পূর্ণ অধিকারী করতে পারতেন।

জ্ঞান ও কর্মে নবীগণের উচ্চ মর্যাদা

৮৪. অর্থাৎ তাদের প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলাম যাতে এ সব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল। এ ছিল তাঁদের জ্ঞান বিষয়ে পূর্ণতা।

৮৫. অর্থাৎ সারা রাত-দিন তাঁরা আমার ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন— অন্য কোন দিকে চোখ তুলেও তাকাতেন না। সম্মানিত নবীদের অবস্থা এমনটিই হয়ে থাকে; তাঁদের প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্‌র বন্দেগীর কোন না কোন দিকের— কোন না কোন একটি সংশ্রব ও সম্পর্ক বিদ্যমান থেকেই যায় এবং মূলত এটাই তাঁদের আমল সংক্রান্ত পূর্ণতা।

৮৬. অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও রাজ্য শাসন এবং বিদ্যা ও বিবেক-বুদ্ধি যে সব গুণ নবীদের মর্যাদার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৮৭. জনপদ বা জনবসতি দ্বারা 'সাদূম' নামক জনপদ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাকে বুঝায়। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-বিরোধী গর্হিত কার্যকলাপ এবং বহুবিদ জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত ছিল। এদের কাহিনী ইতোপূর্বে কয়েকটি স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

(٧٦) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

(٧٧) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

(٧٨) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۝

৭৬. এবং (স্মরণ কর) নূহকে যখন সে আমাকে ডেকেছিল পূর্বে।[৮৯] তখন আমি তার দু'আ কবূল করেছিলাম এবং আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে মহাসংকট থেকে রক্ষা করেছিলাম।

৭৭. এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সব লোকের বিরুদ্ধে যারা অস্বীকার করেছিল আমার নিদর্শনাবলী তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, পরে আমি তাদের সকলকেই নিমজ্জিত করেছিলাম।[৯০]

৭৮. এবং (স্মরণ কর) দাউদ ও সুলায়মানের কথা যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; যা নষ্ট করেছিল রাতে কোন সম্প্রদায়ের মেষ; এবং আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার।

---

৮৮. অর্থাৎ যখন লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ওপর আযাব-পাঠালাম তখন লূত (আ) ও তাঁর সহচরগণকে আমার দয়া ও রহমতের চাদর দ্বারা ঢেকে দিলাম, যার ফলে সৎকর্মশীল ও অসৎ লোকদের পরিণাম ফল পৃথক পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়ে যায়।

৮৯. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-এর পূর্বে।

৯০. অর্থাৎ নূহ (আ) সুদীর্ঘ ৯৫০ বছর ধরে তার জাতিকে সৎপথের দিক-নির্দেশনা দিয়ে বুঝাতে থাকেন। প্রচার কাজে এত দীর্ঘকাল অতি কঠিন বিপদ সহ্য করতে থাকেন যা তুলনাবিহীন। অবশেষে তিনি দু'আ করেন

رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ – প্রভু হে–! আমি পরাজিত, তুমি এর ব্যবস্থা গ্রহণ কর (সূরা কামার ৫৪ : ১০)। এবং رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا –হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকেই ছেড়ে দেবে না (নূহ ৭১ : ২৬)। আল্লাহ্ তাঁর এ কাতর প্রার্থনা কবূল করে নিলেন এবং কাফিরদেরকে ঝড়-তুফান দ্বারা ডুবিয়ে দেন। এভাবে নূহ (আ) ও তাঁর সহচরদেরকে ঝড়ের সংকট এবং কাফেরদের কষ্ট ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। এদের বিস্তারিত কাহিনী পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

(৭৯) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۫ وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

৭৯. অতএব, আমি সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলাম, সে বিচারের মীমাংসা এবং উভয়কেই আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান।৯১ এবং আমি অধীন করে দিয়েছিলাম দাউদের, পাহাড়কে তাসবীহ্ পাঠ করতে এবং বিহঙ্গকুল, ওরা তার সঙ্গে।৯২ এবং আমিই এ সব করেছিলাম।৯৩

হযরত সুলায়মান (আ)-এর অপূর্ব মীমাংসা

৯১. হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্‌র পায়গাম্বর ছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাঁর পুত্র এবং তিনি নিজেও নবী ছিলেন। উভয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা রাজত্ব, জটিল বিষয়ে মীমাংসা ও বিচার ক্ষমতা এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। হযরত সুলায়মান (আ) বাল্যকাল থেকেই এমন অসাধারণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতেন যা শুনে শ্রোতাগণ অবাক হয়ে যেত। একবার হযরত দাউদ (আ)-এর দরবারে এক মুকাদ্দমা পেশ করা হয়, যাতে অভিযোগে বলা হয় যে, রাতের বেলায় জনৈক ব্যক্তির শস্য ক্ষেত্রে অপর লোকের মেষপাল প্রবেশ করে যাতে ফসলসমূহ ক্ষতি হয়। হযরত দাউদ বিষয়টি ভেবে দেখেন যে, ক্ষেতের মালিকের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা মেষপালের মূল্যের সমপরিমাণ, তাই তিনি ফায়সালা দেন যে, মেষগুলো ভূমির মালিককে দিয়ে দেওয়া হোক। এ ফায়সালায় হযরত সুলায়মান (আ) বলেন, 'আমার মতে ভূমির মালিক মেষগুলো তার নিজস্ব অধিকারে নিয়ে রাখবে এবং তাদের দুধ পান করবে এবং মেষ মালিক ক্ষেতে পানি সিঞ্চন ও দেখাশোনা করবে। এভাবে যখন ফসল যেমন ছিল, তেমন হয়ে যাবে, তখন মেষগুলো ফেরত দেবে এবং উৎপন্ন ফসল নিয়ে নেবে; এ অবস্থায় উভয়ের মত কারোরই কোন ক্ষতির কারণ থাকবে না। হযরত দাউদ (আ) এ মীমাংসা শুনে প্রশংসা করলেন এবং তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। মনে হয়, তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের ব্যবহারিক নিয়মানুসারে তাঁর নিজস্ব কিয়াসের মুকাবিলায় সুলায়মান (আ)-এর 'ইস্তিহসান'কে গ্রহণ করলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে মুকাদ্দমার পক্ষগণের দাবীর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত ছিলেন এবং উভয়কেই নিজের পক্ষ থেকেই বিচার-ক্ষমতা ও উপযুক্ত প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুঢ় রহস্য ও তত্ত্ব কথাটি হযরত সুলায়মানকেই বুঝিয়ে দেন, যার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন যা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক উপযোগী সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ছিল। অবশেষে হযরত দাউদও তা গ্রহণ করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, সম্মানিত নবীগণ বাদশাহ্‌র আসনে সমাসীন হয়েও সৃষ্টিকুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কেও ততটা গুরুত্ব প্রদান করেন, যতটা তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে করে থাকেন।

(৮০) وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ○

(৮১) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ ○

৮০. এবং আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে করে তা তোমাদেরকে রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধে।৯৪ অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে ?৯৫

৮১. এবং সুলায়মানের অনুগত করেছিলাম প্রচণ্ড বায়ুকে, যা তার হুকুমে প্রবাহিত হত সেই ভূ-খণ্ডের দিকে যেখানে আমি রেখেছি বরকত।৯৬ এবং আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।৯৭

হযরত দাঊদ (আ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

৯২. হযরত দাঊদ (আ) সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন তা ছাড়া তাঁর পয়গাম্বরসুলভ গুণ ক্রিয়াশীল থাকায়, অবস্থা এমন হত যে, যখন তিনি পরম শ্রদ্ধা বিগলিত কণ্ঠে ভাবাবেগের সঙ্গে পবিত্র যাবূর গ্রন্থ আবৃত্তি করতেন, অথবা আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠে নিমগ্ন হতেন, তখন পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখী এবং জীব-জন্তুরাও তাঁর সাথে সাথে সশব্দে তসবীহ পড়তে থাকতো।

৯৩. অর্থাৎ আশ্চর্যবোধ করো না এ কথায় যে, পাথর ও পশুরাও কি করে কথা বলতে পারে এবং তাসবীহ পাঠ করতে পারে ? কিন্তু এসব কাজ তো আমারই। আমার সীমাহীন ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কি এসব বিষয় অসম্ভব মনে করা যেতে পারে ?

৯৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদের হাতে লোহার মত কঠিন বস্তুকে মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। তিনি এই লোহাকে তাঁর হস্ত দ্বারা মুড়িয়ে দুমড়িয়ে যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারতেন। হালকা-পাতলা অথচ মযবূত নতুন ধরনের বর্ম তৈরি করতে পারতেন, যা যুদ্ধক্ষেত্রে কাজে লাগত।

৯৫. অর্থাৎ তোমাদের উপকারার্থে আমি দাঊদ (আ)-এর মাধ্যমে এমন এক অভিনব কারিগরি বা চমৎকার শিল্পকর্মের সূচনা করলাম। অতএব, তোমরা ভেবে দেখ– তোমরা এ সব নিআমতের শোকর-গোজারী কতটুকু আদায় করছ ?

হযরত সুলায়মান (আ)-এর অতুলনীয় রাজত্ব

৯৬. হযরত সুলায়মান (আ) দু'আ করেছিলেন–

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّايَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পর, আর কেউ যেন না হয় (সূরা সাদ ৩৮ ঃ ৩৫)।

(৮২) وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۙ

৮২. এবং শয়তানদের মধ্যেও কতক এমন অনুগত ছিল, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্যান্য কাজও করত।[৯৮] এবং আমি তাদেরকে সামলে রেখেছিলাম।[৯৯]

আল্লাহ্ তা'আলা বায়ু ও জিন জাতিকে তাঁর বাধ্য ও অনুগত করে দেন। হযরত সুলায়মান (আ) একটি সিংহাসন নির্মাণ করিয়েছিলেন যার ওপর তাঁর রাজ্যের পারিষদবর্গসহ সমাসীন হতেন এবং যার ওপর তাঁর রাজ্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও আসবাবপত্র উঠিয়ে নিতেন। এরপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ শুরু হয়ে যেত যার প্রচণ্ড প্রবাহে ভূমি থেকে ঐ সিংহাসন উঠিয়ে নিত; তারপর উপরে গিয়ে বাতাসের গতিবেগ নরম হয়ে তাদের প্রয়োজনমত প্রবাহিত হতে থাকত– যেমন, অন্যত্র বলা হয়েছে– رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (যেখানে যেমন দরকার নরম হয়ে তা প্রবাহিত হত); এভাবে ইয়ামান থেকে সিরিয়া এবং সিরিয়া থেকে ইয়ামান পর্যন্ত এক মাসের পথ, মাত্র দ্বি-প্রহরের মধ্যে পৌঁছে দিত। আশ্চর্যের বিষয় এই, অধুনা বিজ্ঞান জগতে অভিনব ও আশ্চর্য উড়ো-জাহাজের যুগেও বিপথগামী বহুলোক পবিত্র আল-কুরআনের এ ধরনের ঘটনাগুলোকে বে-মালুম অস্বীকার করে বসে। যে ক্ষেত্রে ইউরোপ জগত যে কোন কাজ স্টিম ও বিদ্যুতের মাধ্যমে করতে সক্ষম, সে কাজ কি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক পয়গাম্বরের কল্যাণে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে সাধন করতে অক্ষম ?

৯৭. আমি সব বস্তুরই খবর রাখি অর্থাৎ কোন্ ধরনের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য দান করতে হবে, কোনটা কার্ যোগ্য, কার পক্ষে কোন্টা শোভনীয় এবং বায়ু-প্রবাহ প্রভৃতি উপাদান কিভাবে ব্যবহার করা যায়, এসব একমাত্র আমিই অবগত।

৯৮. شياطين 'শায়াতীন' শব্দ দ্বারা বিদ্রোহী জিনদেরকে বুঝায়– এসব দুষ্ট অবাধ্যদের দ্বারা হযরত সুলায়মান (আ) ডুবুরির কাজ করাতেন; এরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করত, ইমারত নির্মাণে এদের দ্বারা ঝুঁকিপূর্ণ ভারি কাজ করানো হত এবং চৌবাচ্চা সমতুল্য তাম্রনির্মিত গামলা ও বিরাট আকারে ডেগ-পাতিল যেগুলো নাড়া-চাড়া করা সহজসাধ্য নয় এমন সব বস্তু তৈরি করিয়ে তাদের দ্বারা উত্তোলন করা হত। এ ছাড়া অন্যান্য কঠিনতর কার্যাদিও করানো হত। অতএব, লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন বর্তমানকালে বস্তু-শক্তি দ্বারা অসাধারণ ও আশ্চর্যজনক কাজ করিয়েছেন ঠিক সেভাবে তখনকার সময়েও প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা এবং আত্মিক শক্তি দ্বারা সেসব কাজ সম্পন্ন করিয়ে নিতেন।

৯৯. অর্থাৎ আমি আমার পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা এ সব 'জিন'কে সুলায়মানের বন্দীত্বে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখতাম যে, তিনি যা ইচ্ছা, তাদের দ্বারা শ্রম নিতেন। কিন্তু

(৮৩) وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

(৮৪) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

৮৩. এবং (স্মরণ কর) আইউবকে যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল 'আমি মহা কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৮৪. তখন আমি তার ডাক শুনলাম এবং দূর করে দিলাম তার কষ্ট ফিরিয়ে দিলাম তার পরিবার-পরিজন এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিলাম।১০০ আমার বিশেষ রহমত স্বরূপ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।১০১

তারা সুলায়মানের আদৌ কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারত না। অন্যথায় একজন মানুষের কি ক্ষমতা যে, সে এমন এক অবাধ্য সৃষ্ট জীবকে তার অধীন শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখবে এবং ইচ্ছামত কাজ আদায় করে নেবে ? وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ এ ছাড়াও শৃঙ্খলাবদ্ধ 'জিনদের আরো অনেককে' (সূরা সোয়াদ ৩৮ : ৩৮)।

হযরত আইউব (আ)-এর ধৈর্য পরীক্ষা ও এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

১০০. হযরত আইউব (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সব দিক থেকেই বিত্ত-সম্পদ ও সচ্ছলতা দান করেছিলেন। ক্ষেত-খামার, গৃহ-পালিত পশু, দাসী-বাঁদী, চাকর-বাকর, পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি এবং মনের মত স্ত্রী এক কথায় সব কিছুই দান করেছিলেন। হযরত আইউব (আ) বড়ই কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন করলেন। ক্ষেত-খামার পুড়ে গেল, গৃহপালিত পশু মরে গেল এবং সন্তানেরা একত্রে মাটি চাপা পড়ে মারা গেল। বন্ধু-বান্ধব সংশ্রব ত্যাগ করে পৃথক হয়ে গেল। শরীরে ফোস্কা পড়ে তাতে পোকা জন্ম নিল। কেবল একমাত্র স্ত্রী-ই সঙ্গিনী রয়ে গেলেন; অবশেষে সে বেচারী ও বিরক্তিবোধ করতে শুরু করলেন। কিন্তু হযরত আইউব ? তিনি নিআমতের অবস্থায় যেমন ছিলেন কৃতজ্ঞ, মুসীবতের সময়েও তেমনি থাকেন ধৈর্যশীল। এভাবে দুঃখ-কষ্ট ও তার দূরবস্থায় যখন দুশমনদের সন্তোষের আর সীমা রইল না; বরং তাঁর বন্ধুরাও বলতে শুরু করলো– 'নিঃসন্দেহেই আইউব (আ) এমন কোন সাংঘাতিক গোনাহ করেছেন যার শাস্তি এমন কঠোরই হওয়া উচিত ছিল'। তাঁর চরম দুরবস্থার এহেন পর্যায়ে তিনি সকাতরে প্রার্থনা করেন— رب انى مسنى الضرّ وانت ارحم الرحمين। 'হে আমার প্রতিপালক! আমি বড় কষ্টে আপতিত, আর তুমি তো দয়ালুর দয়ালু'। আপন প্রতিপালককে এভাবে সকাতর প্রার্থনা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রহমতের দরিয়া উথলে উঠলো; আল্লাহ্ তা'আলা মৃত সন্তানদের অপেক্ষা দ্বিগুণ সন্তান

(٨٥) وَاِسۡمٰعِيۡلَ وَاِدۡرِيۡسَ وَذَا الۡكِفۡلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيۡنَ ۚۖ

(٨٦) وَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ فِىۡ رَحۡمَتِنَا ؕ اِنَّهُمۡ مِّنَ الصّٰلِحِيۡنَ ۝

৮৫. এবং (স্মরণ কর) ইসমাঈল ইদরীস ও যুল-কিফ্লকে এদের সকলেই ছিল ধৈর্যশীল।১০২

৮৬. এবং আমি তাদেরকে আমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম; তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

দান করলেন; পায়ের নীচে মাটি থেকে প্রস্রবণের সৃষ্টি হল, তা থেকে সুস্বাদু পানি পান ও গোসল করে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও সবল হয়ে গেলেন, শরীরের সমস্ত ব্যাধি-পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করলেন এবং যেমন হাদীছে বলা হয়েছে– 'অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোনার ন্যায় পাখী বর্ষণ হতে লাগলো। মোটের ওপর সব দিক থেকেই দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেল আর সুখ-শান্তি ফিরে এলো এবং আল্লাহ্ সবই ঠিক-ঠাক করে দিলেন।'

১০১. অর্থাৎ আইউব (আ)-এর উপর আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী হল এবং এভাবে তাঁর ইবাদতে লিপ্ত সকলের জন্যই এ একটি উপদেশ এবং স্মরণীয় ঘটনা। যখন আল্লাহ্র কোন নেক বান্দার ওপর ইহজগতে কোন দুঃসময় এসে যায়, তবে হযরত আইউব (আ)-এর মতই ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন এবং একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্র দরবারেই সবিনয় ফরিয়াদ পেশ করা আবশ্যক। এতে অবশ্যই তিনি তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন। তা ছাড়া এমন পরীক্ষার ঘটনা দেখে কারো সম্পর্কে এমন ধারণা ও মন্তব্য করা উচিৎ নয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট নিন্দিত এবং ক্ষমার অযোগ্য।

১০২. অর্থাৎ এ সব সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের কথা স্মরণ কর। উল্লেখ্য যে, ইসমাঈল (আ) ও ইদরীস (আ) সম্পর্কে এর পূর্বে সূরা মারয়ামে আলোচনা করা হয়েছে। । তবে যুল্-কিফ্ল সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন যেমনটি এ ক্ষেত্রে নবীদের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, অথবা, তিনি কেবল মাত্র একজন সৎ লোক ছিলেন। তবে তার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি কোন এক লোকের জামিন হয়ে কয়েক বছর কারাবরণ করেন এবং তিনি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। (বিঃ দ্রষ্টব্য) ঃ– মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও জামে' তিরমিযী গ্রন্থে জনৈক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথমে অত্যন্ত দুষ্কৃতিকারী, চরম সীমা-লঙ্ঘনকারী ও পাপাচারী ছিল; পরবর্তীকালে সে তাওবা করে, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তাওবা কবূল এবং তাকে ক্ষমা করার শুভ সংবাদ এ জগতেই দুনিয়ার মানুষকে শুনিয়ে দেন। হাদীছ গ্রন্থে ইনি 'কিফ্ল' নামে অভিহিত। কিন্তু প্রকাশ্যত ইনি ঐ 'যুল-কিফ্ল' নন, যাঁর উল্লেখ কুরআন মাজীদে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। তবে আমাদের সাম্প্রতিককালের কোন কোন গ্রন্থকারের ধারণা এই, 'যুল্-কিফ্ল' তিনিই যাঁকে 'হিয্কীল' বলা হয়।

(৮৭) وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

৮৭. এবং (স্মরণ কর) যুন্‌নূনকে (মৎস্যাশ্রিত ব্যক্তিকে), যখন সে বের হয়ে গিয়েছিল১০৩ রাগান্বিত হয়ে এবং মনে করেছিল, আমি পাকড়াও করব না তাকে।১০৪ এরপর সে ঐ অন্ধকারে ডেকেছিল।১০৫ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র; আমিই ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।১০৬

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা

১০৩. 'যুন্‌নূন' 'মৎস্য-সঙ্গী', বা 'মাছওয়ালা' ঃ কথাটি দ্বারা হযরত ইউনুস (আ)-কে বুঝায়। তাঁর সংক্ষিপ্ত কাহিনী এই ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ)-কে মাওসিলের অন্তর্গত নীনেভা শহরে সেখানকার অধিবাসীদের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন। স্থানীয় লোকেরা মূর্তি পূজা করত। হযরত ইউনুস (আ) তাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে বারণ করেন। কিন্তু তারা ছিল একত্ববাদের ঘোর বিরোধী। সুতরাং আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রচারে তারা সাড়া দেবে কেন ? তারা মোটেও কর্ণপাত করল না, বরং দিনের পর দিন তাদের শত্রুতা হঠকারিতা ও অবাধ্যতা বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অবশেষে হযরত ইউনুস (আ) তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন এবং স্বগোত্রীয় লোকদের গতি-বিধি ও আচার-আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে, রোষ ও গোস্বায় অধীর হয়ে, আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা না করে, শহর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং বিদায়ের সময় জাতিকে ওয়াদা দিয়ে যান যে, তিনদিন পর তাদের ওপর আল্লাহ্র আযাব এসে পড়বে। তিনি চলে যাওয়ার পর সম্প্রদায়ের লোকজনের বিশ্বাস জন্মিল যে, নবীর বদ-দু'আ বৃথা যাবে না; সম্ভবত আযাবের কিছু লক্ষণ আলামতও তারা দেখতে পেল। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের সমস্ত লোক স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং গৃহপালিত পশুসহ শহরের বাইরে উন্মুক্ত ময়দানে চলে গেল; শিশুদেরকে মায়েদের কাছ থেকে পৃথক করে দিল। ময়দানে পৌঁছে সবাই কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দিল, ছোট ছোট শিশু ও মায়েরা, মানুষ ও পশুরা, সবাই সমস্বরে আর্ত-চিৎকার শুরু করে দিল। তাদের এ শোরগোলে কোন আওয়াযই সুস্পষ্ট শোনা যেত না। গ্রামবাসী সবাই সমবেত কণ্ঠে, আন্তরিকভাবে 'তাওবা' করল, মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল– একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করার সুদৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল এবং হযরত ইউনুস (আ)-এর নির্দেশ পালন উদ্দেশ্যে তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া পরবশ হয়ে তাদের ওপর থেকে আসন্ন আযাব তুলে নিলেন فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন গ্রামবাসী কেন এমন হল না, যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত ? তারা যখন বিশ্বাস করল, তখন

আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করার সুযোগ দিলাম। (ইউনুস ১০ : ৯৮)

অপরদিকে ইউনুস (আ) গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক দল লোকের সাথে নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকা ডুবতে লাগল; আরোহীরা বোঝা হাল্‌কা করার লক্ষ্যে কোন একজনকে নিম্নে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করল (অথবা তাদের ধারণা মতে এ কথা বুঝেছিল যে, আরোহীদের মধ্যে হয়ত বা এমন কেউ আছে যে তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। সে যাই হোক, তারা ঐ লোককে চিহ্নিত করার জন্য লটারীর পদ্ধতি অবলম্বন করল। যাতে ইউনুস (আ)-এর নাম আসল। একাধিক বার এভাবে ইউনুস (আ)-এর নাম লটারীতে লক্ষ্য করা গেল। এমন অবস্থা দেখে ইউনুস (আ) দরিয়ায় ঝাঁপ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গেই এক বিরাট মাছ তাঁকে গিলে ফেলল।

ইউনুস (আ)-এর দু'আ

আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দিলেন ইউনুস (আ)-কে তোর পেটে সযত্নে ধরে রাখ, তার একটি পশমেরও যেন কোন ক্ষতি না হয়; মনে রাখবি; এ তোর খাদ্য নয়, বরং তোর পেটকে আমি তার বন্দীশালা বানিয়েছি, তুই তাকে তার মধ্যে হিফাজতে রাখ্‌বি। ঠিক এ সময়েই ইউনুস (আ) আল্লাহ্‌কে সকাতরে ডাক দিয়ে বললেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

'আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' আপন ত্রুটি স্বীকার করে বলেন, নিঃসন্দেহে আমি তড়িঘড়ি করে তোমার নির্দেশের অপেক্ষা না করে গ্রামবাসীদেরকে ছেড়ে চলে এসেছি।

যদিও ইউনুস (আ)-এর এ ভুলটি গবেষণামূলক (ইজতিহাদী) ছিল যা উম্মাতের জন্য মার্জনীয়। তথাপি নবীদের প্রশিক্ষণ ও পরিমার্জনের ধারা, অপরাপর লোকদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ওহী বা প্রত্যাদেশের আগমন প্রত্যাশিত সেগুলোর জন্য প্রতীক্ষা না করে তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে যাওয়াটা আর যাই হোক, একজন নবীর মর্যাদার উপযোগী ছিল না। অতএব, নবীর জন্য বেমানানসই এ আচরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তাওবা করার পর পরিত্রাণ মিলেছিল। মাছটি দরিয়ার কিনারে এসে তাঁকে উদ্‌গিরণ করে দিয়েছিল এবং তাঁকে এলাকার ঐ জনবসতির দিকে নিরাপদে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১০৪. অর্থাৎ সে ধারণা করে নিয়েছিল যে, আমি তার এমন আচরণে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করব না, অথবা সে এমনভাবে পালিয়ে গেল, যেমন কেউ এ ধরনের কথা মনে করে চলে যায়, যে যাবার পর আমি তাকে পুনরায় কখনো ধরে ফিরিয়ে আনতে পারব না। মনে হয়, জনবসতি বা লোকালয় থেকে বের হয়ে সে আমার ক্ষমতার আওতা থেকেই বের হয়ে গিয়েছে। মূলত কথা এ নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ্!), ইউনুস (আ) প্রকৃতপক্ষেই এমন বুঝেছিলেন? এমন ধারণাতো একজন সাধারণ মু'মিনও করতে পারে না; বরং অবস্থার দাবী এই ছিল যে, এমনতর মানসিক অস্থিরতার শিকার

(৮৮) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ؕ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
(৮৯) وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ
الْوٰرِثِيْنَ ۝
(৯০) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ
كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا
خٰشِعِيْنَ ۝

৮৮. আমি ফরিয়াদ কবূল করে নিলাম এবং তাকে রক্ষা করলাম দুশ্চিন্তা থেকে এবং এভাবেই আমি রক্ষা করে থাকি ঈমানদারদেরকে।[১০৭]

৮৯. এবং (স্মরণ কর) যাকারিয়াকে– যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিল– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 'একাকী' রেখো না।[১০৮] এবং তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়ারিশ।[১০৯]

৯০. এরপর আমি তার সে দু'আ কবূল করলাম এবং তাকে দান করলাম 'ইয়াহ্ইয়া' এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম।[১১০] তারা প্রতিযোগিতা করত সৎকাজে এবং তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সঙ্গে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।[১১১]

হতে পারতেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এই যে, তিনি শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও অত্যন্ত কড়া ভঙ্গীতে তুলে ধরেন; এ বিষয়ে আমি কয়েক স্থানে আলোচনা করেছি; তবে এ ধরনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ত্রুটি ধরার কারণে কামিল বা মহাপুরুষদের আচরণগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় না; বরং তাঁদের মর্যাদার মাহাত্ম্যই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, এভাবে যে, এত বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও তাঁরা এতটুকু ক্ষুদ্র ত্রুটিও কেন করবেন ?

১০৫. ঘন অন্ধকারে অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতা, মাছের পেট এবং রাতের অন্ধকার।

১০৬. অর্থাৎ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, অবশ্যই আমার ভুল হয়েছে।

১০৭. অর্থাৎ এ ঘটনা ও পরিণতি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হযরত ইউনুস (আ)-এর সাথেই নির্দিষ্ট নয়; যে সব ঈমানদার লোক আমাকে এভাবে সকাতরে আহবান করে, আমি তাদেরকে বিপদাপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করব। বহু হাদীছে এই দু'আর বহুগুণ বর্ণিত হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র দুঃখ-মুসীবতে সর্বদাই এটা পরীক্ষিত।

১০৮ অর্থাৎ আমাকে একাকী রেখো না, আমাকে সন্তান দাও– যারা আমার পরবর্তীকালে জাতির খিদমত করতে পারে এবং আমার অনুসৃত শিক্ষা বিস্তারে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা মারয়ামের টীকায় পূর্বেই আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৯১) وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَ
ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(৯২) اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○

(৯৩) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

৯১. এবং (স্মরণ কর) সেই নারীকে যে, তার প্রবৃত্তিকে দমন করে রেখেছিল।[১১২] এরপর আমি তার মধ্যে আমার 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছিলাম।[১১৩] এবং তাকে ও তার পুত্রকে করে দিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।[১১৪]

৯২. এরা তোমাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত; এ তো একই দীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, আমার ইবাদত কর।[১১৫]

৯৩. কিন্তু মানুষ তাদের কার্যকলাপে নিজেদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করল।[১১৬] সকলেই আমার নিকট ফিরে আসবে।[১১৭]

---

১০৯. উত্তরাধিকারীর প্রার্থনা করছিলেন يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ অর্থাৎ প্রার্থিত উত্তরাধিকারী আমার উত্তরাধিকার পাবে এবং উত্তরাধিকার পাবে– ইয়াকূবের বংশধরের (১৯ ঃ ৬) দু'আর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নামেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেন।

১১০. অর্থাৎ বন্ধ্যা স্ত্রীকে সন্তান জন্মদানের যোগ্য করে দিন।

১১১. কিছু বিভ্রান্ত সূফী লোক বলে থাকে যে, যে লোক আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ভয়-ভীতি নিয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকে, সে লোক তাঁর প্রকৃত বন্ধু নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের ভুল সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। কেননা, নবীর চাইতে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কে হতে পারে ?

১১২. অর্থাৎ তিনি হালাল ও হারাম উভয় প্রকারের কাম প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখেন।

১১৩. 'রূহুল্লাহ্' উপাধিতে ভূষিত ঈসা (আ)-কে তিনি মারয়ামের গর্ভে লালন করেন।

১১৪. তাঁর নির্দশন হওয়া সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরান ও সূরা মারয়ামে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

১১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ও এক, এবং মূলত তোমাদের দীনও এক। সমস্ত নবীই নীতিগতভাবে এক ও অভিন্ন; একজনের যা শিক্ষা, অপরেরও তাই। তবে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ হচ্ছে কাল ও স্থানের ব্যবধানের কারণে। এটা ন্যায়সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত। মতবিরোধ নিন্দিত কেবল সে ক্ষেত্রেই, যেখানে মূল নীতিতে বিরোধ থাকে। অতএব, সকলে মিলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগী করা আবশ্যক এবং যে সব নীতিতে নবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন, সেগুলোকে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা মযবুতরূপে ধারণ করা একান্ত কর্তব্য।

১১৬. আমি তো নীতিগতভাবে একটি মাত্র দীন বা ধর্ম দিয়েছিলাম। কিন্তু লোকেরা নিজেরা তাতে মতভেদের সৃষ্টি করে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং তাদের পারস্পরিক সে অখণ্ডতা চূরমার করেছে ও ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে।

(৯৪) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ
كٰتِبُوْنَ ۝
(৯৫) وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝
(৯৬) حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ۝

৯৪. অতএব, যে কেউ সৎকর্ম করে ঈমানদার হয়ে, আমি তার প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করব না; আমি তা লিখে রাখি।[১১৮]
৯৫. নির্ধারিত হয়ে আছে ওই জনপদ সম্পর্কে যা আমি ধ্বংস করেছি, যে, সেখানকার অধিবাসীরা ফিরে আসবে না।[১১৯]
৯৬. এমন কি যখন মুক্তি দেওয়া হবে 'ইয়াজুজ' ও 'মা'জুজ'কে এবং তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে।[১২০]

---

১১৭. অর্থাৎ আমার কাছে ফিরে আসার পর সমস্ত বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে; তখন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। একটু পরেই ঐ প্রতিদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

কর্মফল অবশ্যম্ভাবী

১১৮. পরিশ্রম নিষ্ফল নয়–কারো পরিশ্রম বৃথা যায় না। সৎকর্মের মধুর পরিণাম ফল–মু'মিনকে অবশ্যই পেতে হবে। যে কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুণ্য কাজও বিফলে যাবে না, বিনষ্ট হবে না। আমি ছোট-বড় প্রতিটি সৎ কাজই তার আমলনামায় রেকর্ড করে দিই–যা কিয়ামতের দিন খুলে দেয়া হবে।

১১৯. প্রথমে মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিনদের আলোচনা ছিল এক্ষণে তাদের পাশাপাশি এ আয়াতে সে সব হতভাগ্য কাফিরদের বর্ণনা স্থান পেয়েছে, যাদের ভাগ্যলিপিতে নিপাত ও ধ্বংস হওয়াই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। তারা কখনো কুফ্‌র ও না-ফরমানী পরিত্যাগ করে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার পাত্র নয়, এবং না তাদেরকে কখনো দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, তারা পুনরায় ফিরে এসে বিগত জীবনের অপকর্মের ক্ষতিপূরণ করে নেবে। অতএব, মুক্তি ও সফলতার আশা তারা কোন্ দিক থেকে করতে পারে ? তাদের জন্য তো কেবল একটাই সময় ও সুযোগ রয়েছে যখন তারা পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে, যখন নিজেদের বাড়াবাড়ির কথা স্বীকার করে অনুতপ্ত হবে। কিন্তু সে সময়ের লজ্জা ও অনুশোচনায় কোন ফলোদয় হবে না; কারণ সে সময়টা তো কিয়ামতের –যার নিকটতম প্রারম্ভিক বিষয় হচ্ছে– "ইয়াজুজ-মা'জুজের" আবির্ভাব। যাদের বিবরণ একটু পরেই দেওয়া হবে।

ইয়াজুজ -মা'জুজের বিবরণ

১২০, অর্থাৎ কিয়ামতের নিকবর্তীকালে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের পর 'যুল-কারনায়ন'-এর প্রাচীর ভেঙে "ইয়াজুজ-,মা'জুজ্" বাহিনী প্রবল গতিবেগে ছুটে

(৯৭) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۖ يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ○
(৯৮) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ○

৯৭. এবং যখন সত্য-প্রতিশ্রুতি আসন্ন হবে, তখন হঠাৎ কাফিরদের চোখ স্থির হয়ে যাবে; তারা বলবে– হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! আমরা তো উদাসীন ছিলাম এ বিষয়ে।[১২১] বরং আমরাই ছিলাম পাপাচারী।[১২২]

৯৮. তোমরা এবং যাদের তোমরা পূজা কর আল্লাহ্ ব্যতীত সবই তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সেখানেই প্রবেশ করবে।[১২৩]

আসবে। এরা এদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও ভিড়ের কারণে সমগ্র উচ্চ ও নিম্ন ভূমিতে ছেয়ে যাবে। যেদিকেই লক্ষ্য করা যাবে, শুধু তাদেরই ভিড় নজরে পড়বে। তাদের জনসংখ্যার অপ্রতিরোধ্য সয়লাব এতই প্রচণ্ড ও দ্রুত-গতিসম্পন্ন হবে যে, কোন মনুষ্য শক্তি সে গতি প্রতিরোধ করতে পারবে না। মনে হবে, প্রতিটি টিলা ও পাহাড় থেকে তাদের সেনাবাহিনীর সদস্যরা পিছলিয়ে গড়িয়ে ছুটে আসছে। সূরা 'কাহাফ' এর শেষে এ জাতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তা একবার পাঠ করার অনুরোধ করছি।

কাফিরদের করুণ পরিণতি

১২১. অর্থাৎ প্রতিদান ও শাস্তির প্রতিশ্রুতির সময় যখন আসন্ন হবে তখন ভীতির তীব্রতায় কাফিরদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে এবং নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য আফসোসের সঙ্গে বলবে–'আজকের এ দুর্দিন থেকে কি করে আমরা অসতর্ক থেকেছি, যে কারণে আমরা এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি। হায়! যদি আমরা দুনিয়াতেই এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবার চিন্তা–ভাবনা করতাম!

১২২. অর্থাৎ অসতর্কতার কথাই বা কেমন করে বলি। নবীগণ (আ) তো আমাদেরকে বিস্তারিত বর্ণনায় এ বিষয়ে বরাবর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বয়ং আমরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, আমরা তাঁদের কথা মানিনি, তাঁদের পরামর্শ তুচ্ছ জ্ঞান করেছি এবং দুষ্টামি ও অপকর্ম নিরন্তর লিপ্ত থাকার জেদ করেছি।

১২৩. এখানে মক্কার মূর্তি পূজারী মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে; অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের উপাস্য মূর্তিসমূহ যেগুলো তোমরা পূজা কর–তারা সবাই একত্রে দোযখের ইন্ধনে পরিণত হবে– وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (২ ঃ২৪) এ কথার অর্থ এ নয় যে, মূর্তিগুলোও সাজাপ্রাপ্ত হবে; তবে উদ্দেশ্য এই যে, মূর্তির পূজারীদের ওপর যুক্তি সর্বাধিক প্রযোজ্য হবে যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে –

لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ("যদি এরা মা'বূদই হত, তবে এরা জাহান্নামে পৌঁছত না") এবং এতে তাদের আফসোস বৃদ্ধি পাবে আর তাদের বোকামী ও মূর্খতা

(৯৯) لَوْ كَانَ هٰؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ؕ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(১০০) لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ○

৯৯. যদি এ সব মূর্তি মা'বূদ হত, তবে তারা তাতে প্রবেশ করত না; এবং তারা সকলে সেখানে সর্বদাই পড়ে থাকবে।[১২৪]

১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না।[১২৫]

স্পষ্টতর হয়ে উঠবে, এভাবে যে, তারা যেগুলোর কাছ থেকে কল্যাণের আশা করত, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছে না, তারা আবার অপরকে কি করে বাঁচাতে পারে ?

(বিশেষ দ্রষ্টব্য) ঃ " وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ " –"আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছু তোমরা পূজা কর" কথাটি দ্বারা এখানে কেবলমাত্র মূর্তিকেই বুঝায়। কেননা, এক্ষেত্রে এ সব মূর্তির পূজারীদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি 'ما' অক্ষর 'عام' বা ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে 'عدم المانع' বা "বাধাহীন শর্ত" –ধর্তব্য ও কার্যকর হবে, অর্থাৎ যে সকল কল্পিত উপাস্যদের মধ্যে জাহান্নামে প্রবেশ করার ব্যাপারে বাধা নেই, সেগুলোকেও তাদের পূজারীদের সঙ্গে দোযখের ইন্ধন বানানো হবে যেমন শয়তান, জিনসমূহ ও যাবতীয় মূর্তি। বাকি, হযরত ঈসা (আ), হযরত উযায়র (আ) এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাগণ–যাদেরকে বহু লোকে উপাস্য নির্ধারণ করে নিয়েছিল, এ মহান ব্যক্তিগণের প্রতি আল্লাহ্র সন্তোষ ও প্রদত্ত মর্যাদা অবশ্যই বাধা হবে যে, (নাউযুবিল্লাহ্!) তাদেরকে এই 'عام' বা সাধারণের অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে। এ কারণেই একটু পরে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে – اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُوْلٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ (অর্থাৎ– "যাদের জন্য আমার নিকট পূর্ব থেকেই কল্যাণ নির্ধারিত আছে, তাদেরকে ঐ জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে"।

১২৪. অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য–সকলেই সর্বদা জাহান্নামবাসী হয়ে অবস্থান করবে।

১২৫. অর্থাৎ ভয়-ভীতির প্রচণ্ডতা, আযাবের দুর্বিষহ যন্ত্রণা, এবং আর্ত-চিৎকারের কারণে কিছুই শোনা যাবে না। অধিকন্তু, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, একটি সময় এমন আসবে, যখন প্রতিটি জাহান্নামীকে এক লোহার সিন্দুকে ভর্তি করে উপরিভাগ থেকে পেরেক মারা হবে এবং সিন্দুকটিকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে; সম্ভবত কোন কিছু শ্রুতিগোচর না হওয়া অবস্থা এটাই হবে।

(١٠١) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○
(١٠٢) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ
خَالِدُونَ ○
(١٠٣) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي
كُنتُمْ تُوعَدُونَ ○
(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ○

১০১. যাদের জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ, তারা তা থেকে দূরে থাকবে।[১২৬]

১০২. তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং সেখানে তাদের মন যা চায়, তা চিরকাল উপভোগ করবে।[১২৭]

১০৩. মহাভীতি।[১২৮] তাদেরকে চিন্তাক্লিষ্ট করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে এই বলে অভ্যর্থনা জানাবে 'আজকের এই তোমাদের সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।'[১২৯]

১০৪. যে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলব, যেমন গুটানো হয় কাগজের স্তূপ।[১৩০] যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করব; প্রতিশ্রুতি অবশ্যই হয়ে রয়েছে আমার জন্য, আমি তা অবশ্যই পালন করব।[১৩১]

জান্নাতবাসীর সুখকর জীবন

১২৬. অর্থাৎ একবার পুলসিরাত অতিক্রম করার পর সেখান থেকে সর্বদাই দূরে অবস্থান করবে এবং পার হবার সময়েও দোযখের কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে অবশ্যই মুক্ত ও নিরাপদে থাকবে। কোন অস্বস্তিও অনুভব করবে না।

১২৭. বেহেশতবাসী ও দোযখীদের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের পরিমাণ এতটাই হবে যে, বেহেশতীরা দোযখীদের চলাচলে পায়ের মৃদু শব্দও অনুভব করবেন না এবং তারা পরম আরাম-আয়েশে চিরকাল জান্নাতের অনুপম ও অগণিত নিআমত উপভোগ করবেন।

১২৮. অর্থাৎ সে দিন যখন সৃষ্টিকুলের সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনা থেকে সযত্নে রক্ষা করবেন।

১২৯. অর্থাৎ কবর থেকে উত্থান ও জান্নাতে প্রবেশের সময় ফেরেশতারা তাঁদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন এবং বলবেন যে, চিরস্থায়ী আনন্দ ও সুখ-সম্পদের প্রতিশ্রুতি আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, আজকে তা পূরণ হবার সময় এসে গেছে।

(١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ ٥

১০৫. আমি উপদেশের পর 'যাবূরে' লিখে দিয়েছি যে, অবশেষে পৃথিবীর মালিক হবেন আমার নেক বান্দারাই।১৩২

---

১৩০. অর্থাৎ যখন কিয়ামত সমাগত হবে তখন আকাশমণ্ডলীর স্তরগুলো জড়িয়ে ফেলা হবে যেমন দলীল-দস্তাবেয ও কাগজপত্র জড়িয়ে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। والسموات مطويات بيمينه সেদিন আকাশসমূহ আল্লাহ্‌র কুদরতের হস্তে জড়ানো থাকবে। কোন কোন বর্ণনা মতে سجل শব্দ দ্বারা যে নবী করীম (সা)-এর জনৈক লেখকের নাম বলে যে উল্লেখ রয়েছে হাদীছ বিশারদগণের একটি দল তাকে যঈফ তথা দুর্বল বরং মওযূ বা বানোয়াট বলে নির্ধারণ করেছেন যেমন হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (র) এ সম্পর্কে বলেছেন-فلا يعتبر بتخريج ابى داؤد والنسائى فى سننهما অর্থাৎ আবূ দাউদ ও নাসায়ী তাঁদের সুনানগ্রন্থ দু'টিতে রিওয়ায়াতগুলোকে গ্রহণ করলেও সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়।

১৩১. অর্থাৎ যেমন দুনিয়াকে প্রথমবার অতি সহজে সৃষ্টি করেছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে আবারও সৃষ্টি করা হবে; এ এক অবশ্যম্ভাবী অলঙ্ঘনীয় ওয়াদা যা নিঃসন্দেহে পূর্ণ হবেই।

পুণ্যবানরা জান্নাত ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী

১৩২. সৎকর্মপরায়ণ, আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দারাই পৃথিবীতে আধিপত্য লাভ করবে যাদের সঙ্গে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে তাদেরকে তিনি ইহ ও পরকালের সফলতা এবং ইহজগত ও জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন, যেমন এই মর্মে তাঁর ঘোষণায় বলেন, اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ "রাজ্য আল্লাহ্‌রই তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, তার উত্তরাধিকারী করবেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।" (সূরা আ'রাফ- ৭ ঃ ১২৮) এবং اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করব এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। (মু'মিন ৪০ ঃ ৫২) এবং وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও

(১০৬) إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ○

(১০৭) وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ○

১০৬. এতে করে লক্ষ্যে পৌঁছবে ইবাদতকারী বান্দাগণ।১৩৩

১০৭. আমি তো তোমাকে গ্রহণ করেছি কেবল রহমত রূপেই বিশ্ববাসীর প্রতি।১৩৪

সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন।" (সূরা নূর- ২৪ ঃ ৫৫)।

এটা অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় এমন এক অঙ্গীকার যার বিবরণ তিনি তাঁর ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে এবং বিধি-লিপিতে বর্ণনা করেছেন। 'লাওহে মাহফূজ বা 'সংরক্ষিত ফলক ও উম্মুল কিতাবে এ প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত করেছেন এবং নবী (আ)-গণের যবানীতে বারংবার এ ঘোষণা উচ্চারণ করেছেন। হযরত দাউদ (আ)-এর গ্রন্থ 'যাবূরের' ২৯-৩৭ এ বলা হয়েছে ঃ صادق "সত্যবাদী পৃথিবীর উত্তরাধিকার লাভ করবে।" অতএব, লক্ষণীয় যে, এ উম্মাতের একান্ত অনুগত, সত্যনিষ্ঠ কামিল বান্দাগণ সুদীর্ঘকাল যাবৎ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী থেকেছেন; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তাঁরা আসমানী রাজ্য কায়েম করেছেন। ন্যায় ও সুবিচারের ঝাণ্ডা স্থাপন করেছেন, সত্য ধর্মের ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র বাজিয়েছেন এবং নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তাদের যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে যা ছিল এই ঃ ان الله تعالى زوى الارض فرأيت مشار قها ومغاربها وان امتى سيبلغ ما زوى لى منها। আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে সংকুচিত চিহ্নিত করেন; আমি লক্ষ্য করলাম তার পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলগুলো, আমার উম্মত আধিপত্য লাভ করবে তা থেকে যেগুলো আমার জন্য চিহ্নিত ও নির্ধারিত হল।" এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ইমাম মাহ্দী ও হযরত মাসীহ (আ)-এর সময়ে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

১৩৩. অর্থাৎ এ ধরনের সুসংবাদ শুনে একক অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদতকারীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে উপনীত হবেন; অথবা এই কুরআন মাজীদ যা এমন গুরুত্বপূর্ণ শুভ সংবাদ ও পথ-নির্দেশনা সম্বলিত, তা অনুগত ইবাদতকারীদের জন্য যথেষ্ট উপকারী ও সাফল্যের চাবিকাঠি হবে।

রাহমাতুল্লিল আলামীন সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ

১৩৪. অর্থাৎ তাঁকে সারা পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। যদি কোন হতভাগ্য এহেন সহজলভ্য সাধারণ রহমত থেকে নিজে উপকৃত না হয়, তবে এটা তারই দোষ। পৃথিবীর কিরণদাতা সূর্য থেকে আলোক ও উষ্ণতার সুফল সবদিকেই পৌঁছে,

(١٠٨) قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ○

১০৮. বল, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ এই হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একই ইলাহ; অতএব, তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে ?১৩৫

কিন্তু যদি কেউ তার সমস্ত দ্বার ও ছিদ্রপথ বন্ধ করে রাখে, তবে এটা তার নিছক মূর্খতা ও পাগলামী। সূর্যের সার্বজনীন উপকারের বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে, এ ক্ষেত্রে রাহমাতুল্‌লিল্‌ আলামীনের অবদানের আওতা, এতটাই প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ যে, কোন ভাগ্য বঞ্চিত ব্যক্তি যদি উপকৃত নাও হতে চায়, তাকেও কোন না কোন পর্যায়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর রহমতের অংশ তার কাছে পৌঁছে যায়। অতএব, লক্ষণীয় যে, পৃথিবীতে নবুওয়াতের জ্ঞান সংস্কার ও মানবতার মূলনীতির সাধারণ প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলিম ও কাফির আপন আপন অভিরুচি অনুযায়ী উপকার নিচ্ছে।

তাছাড়াও আল্লাহ্‌ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, প্রথম যুগের কাফিরদের মুকাবিলায় ব্যতিক্রমী ধারায়, এ উম্মাতের কাফিরদেরকে সাধারণভাবে সমূলে ধ্বংসকারী আযাব থেকে রক্ষা করা হবে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরকার বলেন, আমি তো বলি- রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দৈনন্দিন সাধারণ আখলাক ছাড়াও যে সব কাফিরদের সাথে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতেন, সে সব ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা সমগ্র জগতের জন্য রহমতস্বরূপ ছিল। কেননা, এরই মাধ্যমে সেই বৃহত্তম রহমত সংরক্ষিত হতো- যার ধারক হিসেবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মূর্খ ও জ্ঞানান্ধরা যারা চোখ সরিয়ে নেওয়া থেকে পালিয়ে যেত, এ সূত্রে তাদের চোখেও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ঈমানের জ্যোতি প্রবেশ করত। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ والذى نفسى بيده لاقتلنهم ولاصلبنهم ولاهدينهم وهم كارهون انى رحمته بعثنى الله ولايتوفانى حتى يظهر الله دينه অর্থাৎ যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি তাদের (কাফিরদের) সঙ্গে অবশ্যই যুদ্ধ করব, অবশ্যই তাদেরকে শূলে বিদ্ধ করব এবং তাদেরকে অবশ্যই হিদায়াত করব, যদিও তাদের কাছে তা অপসন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে রহমতরূপে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন না, যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দীনকে প্রকাশিত করবে। (ইব্‌ন কাছীর)। এ সব আলোচনায় নবী করীম (সা)-এর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যথার্থতা ও তাৎপর্য ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা যায়।

১৩৫. এ হচ্ছে রিসালাতের পাশাপাশি তাওহীদের বর্ণনা অর্থাৎ যে বিরাট রহমত নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন তার মর্মকথা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ এবং এ

(১০৯) فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ
أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ○

(১১০) إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ○

(১১১) وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ○

১০৯. এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; তবে বল, আমি তোমাদেরকে উভয় দিকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি।[১৩৬] এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা আসন্ন, না দূরে।[১৩৭]

১১০. ঐ প্রতিপালকই জানেন, যা তোমরা কথায় প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।[১৩৮]

১১১. এবং আমি জানি না সম্ভবতঃ এই বিলম্বে রয়েছে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ দান কিছুকালের জন্য।[১৩৯]

এমন এক স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট বিষয়, যা গ্রহণ ও স্বীকার করাতে কারো কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা আদৌ উচিৎ নয়। অতএব, তোমরা কি এর দাবী ও নির্দেশ মেনে নিতে এবং এ সত্যের সামনে মস্তক অবনত করতে প্রস্তুত আছ ? যদি রাযী থেকে থাক, তবে তো ভাল। তোমরা পুরস্কৃত হবে, অন্যথায় আমি বিষয়টি প্রচার করে দিয়ে আমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম। এরপর তোমরা তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর।

১৩৬. অর্থাৎ এত কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করার পরেও যদি তোমরা না মান, তবে আমি তোমাদেরকে শেষ কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট, আর তোমরা আমার থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন; তোমাদের আমল তোমাদের, তার জন্য তোমরা দায়ী, আর আমার কৃতকর্ম আমার, যার জন্য আমি দায়ী; প্রত্যেকের যা কর্মফল তা সামনে এসে যাবে।

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন- "তোমাদের উভয় দিক সমান" এ কথার তাৎপর্য এই যে, এখন তোমরা স্বাধীন ইচ্ছামত উভয় কাজই করতে পার (গ্রহণ কর বা প্রত্যাখ্যান কর) কোন দিকে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

১৩৭. অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যাখ্যান করার প্রেক্ষিতে যে আযাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটবেই, কিন্তু আমি জানি না, তা শীঘ্রই ঘটবে, না দেরিতে।

১৩৮. তিনিই প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন কথা অবগত এবং এও অবগত যে, কোন্ বিষয়ের কি প্রতিফল পেতে হবে এবং কখন পেতে হবে।

১৩৯. অর্থাৎ আযাবে বিলম্বের কারণে সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষা করা যে, এ সময়ের মধ্যে তোমরা অন্তত কিছু বুঝে নেবে এবং অপকর্ম পরিহার করবে অথবা

(١١٢) قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۟

১১২. রাসূল বলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফায়সালা করে দাও ন্যায়ের সঙ্গে।[১৪০] এবং আমাদের প্রতিপালক পরম দয়ালু, তিনিই একমাত্র সহায়স্থল তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে।[১৪১]

কেবলমাত্র অবকাশ দেওয়া এ কারণে যে, দুনিয়ার মোহে পড়ে দুর্ভাগ্যের পাত্র পরিপূর্ণ করে নেবে।

১৪০. অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! যেমন প্রতিটি কাজ ইনসাফের সঙ্গে নিষ্পত্তি করা তোমার মহান মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অনুরূপভাবে আমার ও আমার জাতির মধ্যেকার সমস্যাবলী অতি শীঘ্র মীমাংসা করে দাও।

১৪১. অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক তো রাহমান, অতি দয়ালু, তারই নিকটে আমরা মীমাংসার আবেদন করছি এবং কাফিরদের দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে তারই নিকট সাহায্য কামনা করছি। বস্তুত বিপদ-মুসিবতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এরূপ দু'আ-ই করতেন: رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (আ'রাফ- ৭ : ৮৯)।

কেননা, নিজেদের সত্যোপলব্ধি ও সততা এবং আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় বিচার ও মীমাংসার ওপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা ছিল।

॥ সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা হাজ্জ

৭৮ আয়াত, ১০ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ○
(٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ
اللّٰهِ شَدِيْدٌ ○

১. হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের ভূ-কম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার।

২. যে দিন তা তোমরা দেখবে সেদিন ভুলে যাবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, আর তোমরা মানুষকে দেখবে মাতাল, কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহ্‌র আযাব কঠিন।[১]

---

১. কিয়ামতের ভয়াবহ ভূ-কম্পন দু'টি ঃ একবার ঠিক কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অথবা দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে। অন্যবার অপরটি কিয়ামতের কিছু পূর্বে যা কিয়ামতের লক্ষণসমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। যদি এখানে দ্বিতীয়টি বুঝানো হয়ে থাকে তবে আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থেই বহাল থাকবে। আর যদি প্রথমটি বুঝানো হয়ে থাকে, তবে উভয় অর্থরই সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃতপক্ষেই ভূ-কম্পন শুরু হয়ে যাবে এবং স্তন্য দুগ্ধদাত্রী বা গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা তখন ঐ অবস্থায়ই হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে, অথবা ভূ-কম্পন দ্বারা সে সময়ের ভয়াবহতা ও সংকটময় অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে

(৩) وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَٰنٍ مَّرِيدٍ ○

(৪) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ○

৩. এবং কতক লোক এমন আছে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে অজ্ঞানতাবশত২ এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।৩

৪. যার সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং তাকে নিয়ে যাবে দোযখের আযাবে।৪

এবং يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ "সেদিন তোমরা প্রত্যেক স্তন্যদাত্রীকে তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যেত দেখবে" কথাটিকে রূপক অর্থে উপস্থিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আতংক ও ভয়-ভীতি এতটাই প্রচণ্ড হবে যে, স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকলে আশংকা ও ভীতির তীব্রতার কারণে তারা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ভুলে যেত এবং গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত ঘটত। এ সময় মানুষ এতটাই দিশেহারা হয়ে যাবে যে, এমন দৃশ্যে সবাই তাদেরকে মাতাল ও নেশাগ্রস্ত মনে করবে। কিন্তু আসলে তো সেখানে নেশার কোন ব্যাপারই নেই, তবে আল্লাহ্র আযাবের কল্পনা ও কঠিন বিপদের ভয়াবহতাই তাদেরকে বেহুশ করে দেবে।

(বিঃ দ্রঃ) ঃ যদি এই বেহুশ হওয়া সাধারণ ও সার্বজনীন হয় তবে لا يحزنهم الفزع الاكبر। কথাটিতে না-সূচক অব্যয় অধিকাংশ অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং হাঁ-সূচক ধারণা স্বল্প সময়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি আলোচ্য আয়াত সবার জন্য না হয়ে অধিকাংশ লোকের জন্য হয়ে থাকে তবে তো কোন জটিলতাই থাকে না।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সব বিষয় জানিয়ে দেন সেসব বিষয়ে তারা বাক-বিতণ্ডা ও কূট তর্কে লিপ্ত হয় এবং মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশত অদ্ভূত আহমকসুলভ দ্বিধা-সন্দেহ প্রচার করে। এভাবে কিয়ামত, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কর্মফলস্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, 'মানুষের মৃত্যুর পর যেহেতু তাদের দেহ গলিত-মথিত হয়ে যাবে, তাদের অস্তি পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাবে, তাই সেগুলো পুনরায় জীবিত হয়ে পূর্বের আসল অবস্থায় ফিরে আসার বিষয়টি কী করে বোধগম্য হতে পারে ?

৩. অর্থাৎ জিন কিংবা মানুষের মধ্যেকার যে সব শয়তান তাকে নিজের দিকে আহ্বান জানায়, সে তাৎক্ষণিকভাবে তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার অনুসরণ করে। মনে হয়, বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য সে এমন যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখেন যে, যখনই কোন শয়তান যে কোন দিকে ডাকে তখনই সে "জী হুযূর" বলে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

৪. অর্থাৎ বিদ্রোহী শয়তান সম্পর্কে এটা স্থিরীকৃত ব্যাপার যে, যে কেউ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে এবং তার অনুসরণ করবে, সে তার ভরাডুবি করবে সে নিজেও ডুববে এবং তাকেও গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে না নিয়ে ছাড়বে না।

(৫) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ
وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَ
اَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝

৫. হে মানুষ! যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে পুনরুত্থান সম্পর্কে, তাহলে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি[৫] মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে[৬] এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড থেকে[৭] এ কারণে যে, তোমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেব;[৮] আমি যা ইচ্ছা করি, তা মাতৃগর্ভে স্থায়ী রাখি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।[৯] এরপর আমি তোমাদেরকে বের করি শিশুরূপে, পরে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা উপনীত হও পূর্ণ যৌবনে, তোমাদের মধ্য থেকে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় আবার তোমাদের কাউকে কাউকে কর্মহীন বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা জ্ঞান রাখার পরে কোন জ্ঞান রাখে না;[১০] তুমি দেখতে পাও ভূমিকে শুকনো পতিত, এরপর যখন আমি তাতে বর্ষণ করি পানি তা সজীব ও স্ফীত হয়ে শস্য-শ্যামলা হয় এবং উৎপন্ন করে বিভিন্ন প্রকার চোখ জুড়ানো উদ্ভিদ।[১১]

---

৫. অর্থাৎ 'যদি' তোমাদের মনে এ ধরনের সন্দেহ জাগে যে, মানব দেহ মৃত্যুর পর গুড়ো গুড়ো হয়ে মাটিতে মিশে যাবার পর কি করে পুনরায় জীবিত হবে স্বয়ং নিজেদের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে পূর্বাপর অবস্থাগুলো একবার চিন্তা করে দেখ কী করে সেগুলো সম্ভব হয়েছে?

৬. অর্থাৎ প্রথমতঃ তোমাদের বাবা আদমকে মাটি থেকে তারপর তোমাদেরকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা এর অর্থ এই, মাটি থেকে খাদ্য তৈরী করেন যা থেকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পর শুক্রের সৃষ্টি হয়, এরপর কয়েক স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তোমাদের আকৃতির সৃষ্টি হয়।

৭. অর্থাৎ শুক্র থেকে জমাট রক্ত এবং রক্ত থেকে গোশতপিণ্ড তৈরী হয়, এরপর এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন মানুষের পুরোপুরি আকৃতি; যথা- হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি তৈরী করে দেওয়া হয়। তারপর এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যা তখনো তার জন্য তৈরী হয়নি; অথবা অর্থ এই যে, কারো জন্ম পূর্ণাকৃতির করা হয়, আবার কারো বেলায় অপূর্ণ আকৃতিতে গর্ভপাত করিয়ে দেওয়া হয়। অথবা কথাটা এভাবে বলা যায়, কেউ কেউ নিখুঁত আকৃতি আবার কেউ ত্রুটিপূর্ণ আকারে জন্মগ্রহণ করে।

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۙ

(٧) وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي
الْقُبُوْرِ ۝

৬. এ সব এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতকে এবং তিনি সববিষয়ে শক্তিমান।

৭. এবং কিয়ামত আসবেই এতে কোন সন্দেহ নেই. এবং আল্লাহ্ অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন করবে যারা আছে তাদেরকে।১২

---

৮. অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি রহস্য ও মূল বস্তু কী ছিল এবং কতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তোমরা মানুষের আকৃতি লাভ করেছ। এ বিষয়টিকে ভাল করে বুঝলেই বহুবিধ সত্য উদঘাটিত হবে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সম্ভাবনার বিষয়টিও উপলব্ধি করা যাবে।

৯. অর্থাৎ যত সময় যাকে মাতৃগর্ভে রাখা সঙ্গত মনে করা হয়, তত সময় তাকে সেখানে অবস্থান করতে দেওয়া হয়। যেমন কমপক্ষে ৬ মাস এবং বেশীর পক্ষে ২ বা ৪ বছর (বিভিন্ন মত অনুযায়ী)।

১০. অর্থাৎ যেমন মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে বহু স্তর অতিক্রম করতে হয়, অনুরূপভাবে বাইরে এসেও ক্রমে ক্রমে বহু পথ পাড়ি দিতে হয়। প্রথমত শিশুকাল, যখন মানুষ সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসহায় থাকে এবং তার সমস্ত শক্তি সুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন থাকে। তারপর তার জীবনে এমন এক সময় আসে যখন তার সুপ্ত শক্তিগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। দৈহিক দিক থেকে প্রতিটি বস্তু পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয়। এরপর কিছু লোক যৌবনকালেই মৃত্যু হয় এবং কিছু সংখ্যক এমন বয়সে পৌছে, যেখানে পৌছার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে। সে বুদ্ধিমান হওয়ার পর অবুঝ, এবং কর্মক্ষম হওয়ার পর অকর্মণ্য হয়ে যায়, স্মরণকৃত বিষয়াদি ভুলে যায় এবং জানা বিষয়ের কিছুই যেন জানে না; সে বার্ধক্যে পৌছে যেন পুনরায় ছোট্ট বালকে পরিণত হয়।

১১. অর্থাৎ শুষ্ক বিরান ভূমি পড়েছিল; রহমতের বারিধারা নেমে আসতেই তাতে প্রাণের সঞ্চার হল- ফুলে-ফলে শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো মরুময় ভূমি, নানা ধরনের সুদৃশ্য গাছপালায় এক অপরূপ সৌন্দর্যের প্রকাশ। এ সব তো আল্লাহ্রই কুদরতে সৃষ্ট।

১২. মানুষের জন্ম-বৃত্তান্ত, শস্য-ক্ষেত্র এবং উদ্ভিদের যে দৃষ্টান্ত একটু পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে তা থেকে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যায়। যথা– ১. নিশ্চিতরূপে ও সত্যি সত্যিই আল্লাহ্ স্বীয় সত্তায় বিদ্যমান, নতুবা এমন

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۙ

৮. এবং মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহ্‌র বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা করে অজ্ঞানতাবশত ও বিনা প্রমাণে এবং দীপ্তিমান কিতাব ব্যতীত।১৩

সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা এবং বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলের বহিঃপ্রকাশ কীরূপে সম্ভব হয়। ২. আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ও প্রাণহীন বস্তুকে জীবিত ও প্রাণবান করে দেন। এক মুঠো মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করা বা পতিত শুষ্ক ভূমিতে উদ্ভিদের প্রাণ সঞ্চার করা এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। সুতরাং পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ৩. তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান; যদি প্রতি বস্তু তাঁর কুদরতের আওতাধীন না হত, তবে তিনি কখনো এ সব কাজ করতে সক্ষম হতেন না। ৪. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এবং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর অবশ্যই অপর একটি জীবন রয়েছে। কেননা, দুনিয়ার এত ব্যাপক ও বিরাট ব্যবস্থাপনা অনর্থক হতে পারে না; যে পরম কুশলী এবং নিরংকুশ শক্তিধর তাঁর নিজস্ব হিকমাত ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে মানুষকে এমন আশ্চর্য ও অনন্য গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করলেন, তিনি মানব জীবনকে বৃথাই সৃষ্টি করেছেন বলে কি ধারণা করা যায় ? না, কখনো নয়। মানুষের এই সীমিত জীবনে যাতে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, পাপ-পুণ্য এবং সুখ-দুঃখ পারস্পরিকভাবে মিশ্রিত এবং ওতপ্রোতরূপে জড়িত থাকে, যেখানে পরীক্ষা ও প্রতিশোধের ধরন, শ্রেণী ও অবস্থাগুলো একটি অপরটি থেকে পূর্ণরূপে ও বাহ্যত পৃথক ও আলাদা হতে পারে না। অতএব, অবস্থার দাবী ও চাহিদা এই যে, এমন কোন জীবন থাকবে যেখানে হতভাগ্য ও ভাগ্যবান, পাপী ও পুণ্যবান, প্রত্যেকেই সুস্পষ্টরূপে পৃথক পৃথক হয়ে যাবে, এবং প্রত্যেককেই ঐ নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানো হবে, যেখানে পৌঁছার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার যোগ্যতা তার নিজের মধ্যে ধারণ করে রেখেছে।

উপাদানের দিক থেকে শুক্রের যে সব অংশ বীর্যে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ছিল, সেগুলো থেকে বীর্য তৈরি হল; এভাবে বীর্যের সুপ্ত শক্তিগুলো জমাট রক্তে, জমাট রক্তের শক্তি মাংসপিণ্ডে, মাংসপিণ্ডের শক্তি শিশুতে পরিণত হল, এবং অবশেষে যৌবনকালে এ সব প্রক্রিয়ার পূর্ণ পরিণত প্রকাশ ঘটল। অথবা বিষয়টিকে এভাবে উপলব্ধি করা যায়, যেমন ভূমির সুপ্ত ক্ষমতা বারিপাতের ফলে প্রকাশ পেল, অনুরূপভাবে এটা অনিবার্য যে, মানুষের মধ্যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের যে আত্মিক বা মানসিক ক্ষমতা সঞ্চিত ও রক্ষিত ছিল, কিংবা পুণ্য ও পাপাচারে উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের যে বিরাট যোগ্যতা তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল তা পূর্ণ পরিণত হয়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছাবে এবং পূর্ণতম আকার ও প্রকারে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। বস্তুত এরই নাম মরণোত্তর পুনরুত্থান যা বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানে অবশ্যই সংঘটিত হবে।

(৯) ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِــــزْىٌ وَّ
نُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝
(১০) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝
(১১) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَــلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ
اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْــهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝

৯. সে ঝগড়া করে ঘাড় বাঁকিয়ে[১৪] বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র পথ থেকে; তার জন্য দুনিয়ায় আছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে আস্বাদ করাব দহনকারী শাস্তি।[১৫]

১০. সেদিন তাকে বলা হবে 'এ তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ্ জুলুম করেন না বান্দাদের প্রতি'।[১৬]

১১. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র বন্দেগী করে কিনারে অবস্থান করে। এরপর যদি তার মঙ্গল হয়, তবে সে বন্দেগীতে কায়েম থাকে, কিন্তু যদি সম্মুখীন হয় কোন পরীক্ষার তাহলে সে ফিরে যায় পূর্বাবস্থায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত দুনিয়া ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৭]

---

১৩. অর্থাৎ এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সাক্ষ্য শোনার পরও কিছু বিপথগামী ও বক্রপথের অনুসারী লোক আল্লাহ্‌র কথাগুলো নিয়ে যুক্তি প্রমাণহীন বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এদের না আছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, না আছে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ, আর না আছে সূত্র পরম্পরাগত কোন দলীল; তারা নিছক কল্পনা ও অনুমানের অনুসরণ করে থাকে।

১৪. অর্থাৎ অত্যন্ত অহংকার ও অবজ্ঞার সঙ্গে ঘাড় বাঁকিয়ে নেয়।

১৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুক্তি-প্রমাণ ব্যতীত কেবল শত্রুতাবশত আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং তার উদ্দেশ্য হয় এই যে, সে লোকদেরকে ঈমান ও বিশ্বাসের পথ থেকে হটিয়ে দেবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত করবেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো তার জন্য অবধারিত রয়েছে।

১৬. অর্থাৎ যখন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, তখন বলা হবে "আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কারো উপর কোন জুলুম বা বাড়াবাড়ি করা হয়নি; এ তোমার নিজের কৃতকর্মের ফল, যার আস্বাদ আজ গ্রহণ করছ"।

সুবিধাবাদী ঈমানদার ও তাদের ইবাদত

১৭. অর্থাৎ কিছু লোক শুধু পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই দীনকে পসন্দ করে এবং তাদের মন থাকে দোদুল্যমান; যদি দীন গ্রহণ করার পর পার্থিব কল্যাণ,

(১২) يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۟

(১৩) يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ۟

১২. সে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকে যা না তার কোন ক্ষতি করতে পারে এবং না তার কোন উপকার করতে পারে, এটাই হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি।[১৮]

১৩. সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই নিকটতর তার উপকার অপেক্ষা।[১৯] কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক! আর কত নিকৃষ্ট এই সহচর![২০]

সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি অর্জন করে, তবে তারা প্রকাশ্যত ইবাদত-বন্দেগীতে কায়েম থাকে; কিন্তু যদি কোন কষ্ট পায় তবে তাদের সে ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দেয়। ওদিকে দুনিয়া গেল আর এদিকে দীনও বরবাদ হয়ে গেল। এরা প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মন এদিকেও না, ওদিকেও না, যেমন– কেউ ঘরের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ যখন ইচ্ছা বেরিয়ে পালিয়ে যাবে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র বন্দেগী পরিত্যাগ করল পার্থিব কল্যাণ না পাওয়ার কারণে; এখন সে ডাকছে, সে সব বস্তুকে, যেগুলোর ইখতিয়ারে বিন্দু পরিমাণ কল্যাণও সাধন করার ক্ষমতা নেই, আর কোন অমঙ্গলও করার শক্তি নেই। আল্লাহ্ যে বস্তু দেন নি, তা কি তারা পাথরের নিকট থেকে অর্জন করবে ? এর চাইতে প্রকাশ্য বোকামী আর কি হতে পারে ?

১৯. অর্থাৎ এসব মূর্তি ও দেব-দেবীদের কাছ থেকে কোন লাভ বা মঙ্গলের আশা একান্তই কাল্পনিক (মূর্তি পূজারীদের কল্পনামাত্র) কিন্তু তাদের পূজা করার ক্ষতি তো অকাট্য ও অনিবার্য, এ কারণে লাভের প্রশ্ন দূরের ব্যাপার। তবে ক্ষতিটা এখনই হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

কিয়ামতের দিনে মূর্তিপূজারীদের বিলাপ

২০. কিয়ামতে যখন মূর্তি পূজার ফলাফল সামনে এসে যাবে তখন পূজারীরাও বলবে بئس المولى وبئس العشير অর্থাৎ যাদের কাছ থেকে বিরাট সাহায্য ও বন্ধুত্বের আশা ছিল, তারা অত্যন্ত খারাপ সহচর ও সহযোগী বলে প্রমাণিত হল। কারণ, উপকার ও লাভ তো দূরের কথা তাদের কারণে উল্টো ক্ষতিই সাধিত হল। কবির ভাষায় تھا تری مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا + موم سمجھا تھا دل کو پتھر نکلا অর্থাৎ তোমার কাছ থেকে দয়া প্রত্যাশা করেছিলাম কিন্তু বাস্তবে তুমি অত্যাচারী প্রমাণিত হলে। তোমার অন্তরকে মোমের মত ভেবেছিলাম কিন্তু তা পাথরের ন্যায় কঠিন বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেল।

(১৪) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ○
(১৫) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ
بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ○

১৪. আল্লাহ্ তা'আলা, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদেরকে প্রবেশ করাবেন বাগানসমূহে যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত[২১], আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তাই করেন।[২২]

১৫. যদি কারো এমন ধারণা হয় যে, আল্লাহ কখনো সাহায্য করবেন না তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে তবে সে আকাশের সাথে একটি রশি ঝুলন্ত অবস্থায় বেঁধে নিক, এরপর কেটে ফেলুক, আর দেখুক তার এ প্রচেষ্টায় তার আক্রোশের কারণ দূর হয়েছে কি-না।[২৩]

মু'মিনদের শুভ পরিণাম

২১. আল্লাহ্‌দ্রোহী, আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ককারী এবং দ্বিধাগ্রস্ত মুনাফিকদের বিষয় বর্ণনার পর এখানে নিষ্ঠাবান মু'মিনদের শুভ পরিণামের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

২২. যাকে যোগ্য মনে করবেন, শাস্তি দেবেন, এবং যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করবেন; তাঁর কাজে বাধা দেয়ার মত কেউ নেই।

২৩. لن ينصره শব্দটিতে কর্মসূচক সর্বনাম "ه" নবী কারীম (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে অর্থাৎ তাঁকে নির্দেশ করে যাঁর সম্পর্কে ধারণা পবিত্র কুরআনের পাঠক মাত্রেরই স্মৃতিতে সদা জাগ্রত থাকে। কারণ, তিনিই আল-কুরআনের সর্বপ্রথম ও প্রধানতম উদ্দিষ্ট। এ যেন মু'মিনদের পরিণাম ফল বর্ণনা করার পর তাদের পয়গাম্বরের ভবিষ্যতের বর্ণনা সন্নিবেশিত হল। সারকথা এই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের সঙ্গে পার্থিব ও পারলৌকিক বিজয়, সাফল্য ও সাহায্য দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। কাফির ও হিংসুকের দল হিংসা ও জিঘাংসায় যতই জ্বলুক না কেন এবং আল্লাহ্‌য়ী সাহায্য প্রতিরোধ করার জন্য যত রকম পরিকল্পনাই গ্রহণ করুক না কেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য ও সফলতা কোনক্রমেই তারা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এগুলো অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাকে যদি এ সব কাফির ও হিংসুকদের অধিকতর গোস্বা হয় এবং মনে করে যে, তারা কোন প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহ্‌র স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে পারবে তাহলে তারা চূড়ান্ত চেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক। এমনকি একটি রশি ঘরের ছাদ থেকে লটকিয়ে গলায় পরে নিজে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করে তার গোস্বা ঠাণ্ডা করুক। অথবা যদি সম্ভব হয়, তবে আকাশে রশি টাঙ্গিয়ে তাতে চড়ে গিয়ে

(١٦) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ○

(١٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـِٕيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○

১৬. এভাবেই আমি নাযিল করেছি এ কুরআন সুস্পষ্ট নিদর্শন রূপে; আর আল্লাহ্- সৎপথ প্রদর্শন করেন যাকে ইচ্ছা।২৪

১৭. যারা মুসলমান, যারা ইয়াহূদী, যারা সাবিয়ী, যারা খৃস্টান ও অগ্নিপূজক২৫ এবং যারা মুশরিক আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন কিয়ামতের দিন। আল্লাহ্ সব কিছুরই মহাদ্রষ্টা।২৬

সেখান থেকে আগত আসমানী সাহায্য বন্ধ করে আসুক। এরপর অপেক্ষা করে দেখুক- এসব তদ্বিরের মাধ্যমে ওগুলোর সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় কিনা, যার ওপর তাদের এত ক্রোধ ও মানসিক অস্থিরতা। অধিকাংশ ভাষ্যকার আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। কিন্তু শাহ সাহেব (র) আয়াতটিকে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ এর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ -বাক্যাংশে কর্মসূচক সর্বনাম "ه" "من" -কে নির্দেশ করে, যার ফলে অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টে পরে যে কেউ আল্লাহ্‌র দিক থেকে নিরাশ হবে তাঁর ইবাদত বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে অসার বস্তুর পূজা শুরু করে দেবে সে যেন তার এ সিদ্ধান্তকে এমন ঘটনার সঙ্গে তুলনা করে নেয়- যেমন এক ব্যক্তি উঁচু ঝুলন্ত রশিতে ঝুলছে এবং যদিও সে চড়তে পারছে না, তথাপি তার আশা তো আছে, যদি কোনভাবে দড়ি টেনে তোলা হয়,তবে সে উঠে পড়বে। কিন্তু যখন রশিই ছিঁড়ে গেল তখন তো আর কোন আশাই থাকল না। এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার পর কি আর তারা সফলতা অর্জন করতে পারবে ? মনে হয় আল্লাহ্‌র নিকট আশা করাকে রশি, তা কেটে ফেলাকে নিরাশ হওয়া এবং আকাশ দ্বারা উচ্চতা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

২৪. অর্থাৎ কত সুস্পষ্ট উদাহরণ, প্রাঞ্জল কথা, কিন্তু বুঝতে সে ব্যক্তিই পারে, যাকে আল্লাহ্ বুঝার ক্ষমতা দান করেন।

২৫. মাজুস তাদেরকেই বলা হয়, যারা আগুন পূজা করে এবং দুই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একজন মঙ্গলের স্রষ্টা- যার নাম 'ইয়াযদান', অপরজন অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা যাকে 'আহরামান' নামে অভিহিত করা হয় এবং তারা কোন নবীর নামও স্মরণ করে; তবে এ কথা সুস্পষ্ট জানা যায় না যে, এরা পরবর্তীকালে বিগড়ে গিয়েছিল, না মূলেই তারা ভুল

(١٨) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ
النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ۝

১৮. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সিজদা করে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে- সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতসমূহ, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং সিজদা করে বহু মানুষ[২৭]' আবার অনেকের জন্য অবধারিত হয়ে রয়েছে শাস্তি।[২৮] আর আল্লাহ্ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তার সম্মানদাতা কেউ নেই; আল্লাহ্র যা ইচ্ছা তাই করেন।[২৯]

পথে ছিল। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার শাহরাস্তানী, তাঁর সুবিখ্যাত "আলমিলাল-ওয়াননিহাল" (الملل والنحل) গ্রন্থে তাদের মতবাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য এবং দ্রষ্টব্য। সাবেঈন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ সমস্ত ধর্মীয় মতবাদ ও সম্প্রদায়সমূহের ঝগড়া-বিবাদের কার্যত সুষ্ঠু মীমাংসা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দরবারে অনুষ্ঠিত হবে, যেখান থেকে সবই পৃথক পৃথকভাবে স্ব-স্ব স্থানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন কে কোন মর্যাদা বা শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সিজদার প্রকারভেদ

২৭. প্রথমতঃ এমন সিজদা যাতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্ট জীবই শামিল। এ কথার ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্র সীমাহীন ক্ষমতার সামনে সমগ্র সৃষ্টিকুল বাধ্যতামূলক অনুগত, বশীভূত এবং দুর্বল ও সহায়হীন। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলকে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি বস্তুর সিজদা পৃথক পৃথক ধরনের; আর এ সিজদার তাৎপর্য এই যে বস্তুকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তাতেই সে লিপ্ত থাকবে। বস্তুত এ কাজ বহু লোকে করে, আবার অনেকে করেও না। কিন্তু মানুষ ব্যতীত অপরাপর সমগ্র সৃষ্ট জীবই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য মুতাবিক কাজ করে যায়। এরই ওপর ভিত্তি করে اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ কথাটিতে প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী সিজদা বুঝাবে অথবা مَنْ فِى الْاَرْضِ এরপর আর একটি يسجد শব্দ উহ্যরূপে ধরে নিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বের আয়াতের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের সম্বন্ধ এই যে, বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের লোকেরা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই, অপরাপর সমস্ত সৃষ্ট জীব আল্লাহ্র একান্ত অনুগত, ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে।

(১৯) هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ؗ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ؕ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ۝

(২০) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ ۝

১৯. এখানে এরা বিবদমান দু'টি পক্ষ, যারা বিবাদ করে তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে৩০; যারা বিরোধীতা করেছে তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে আগুনের পোশাক৩১; তাদের মাথার ওপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।

২০. যার ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চামড়াও গলে বের হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যে মানুষ, সমগ্র সৃষ্টজীব অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাদের উচিৎ ছিল যে, এ ব্যাপারে অন্যান্য জীব অপেক্ষা অধিকতর ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

২৮. অর্থাৎ সিজদাকে অস্বীকার ও অমান্য করার কারণে শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে।

২৯. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে তার অপকর্মের ফলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে চান, কার সাধ্য যে, তাকে সে অপমানের গভীর গহ্বর থেকে বের করে সম্মানিত আসনে বসাতে পারে?

মানুষ দুই দলে বিভক্ত ঃ মুসলিম ও কাফির

৩০. অর্থাৎ প্রথমে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যে সব সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে তাদেরকে সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টিতে দু'টি দলে বিভক্ত বলা যায়। (এক) ঈমানদারদের দল ঃ যারা তাদের প্রতিপালকের ওহী ও রিওয়ায়াত সূত্রে সমস্ত কথাকে অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করে এবং তাঁর নির্দেশাবলীর সামনে মস্তক অবনত করে। (দুই) কাফিরের দল ঃ যাতে ইয়াহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, মুশরিকের দল, সাবেয়ীদের দল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত গ্রহণ করে না এবং তারা আনুগত্য করার জন্য মাথা অবনত করে না। এ দু'টি দলই সভা-সমাবেশ, তর্ক-বিতর্কের অনুষ্ঠানে এবং জিহাদ ও রণক্ষেত্রেও একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান করে থাকে। যেমন, বদরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, হযরত আলী (রা), হযরত হামযা (রা) এবং উবায়দাহ্ ইবনুল হারিছ (রা)- কাফিরদের দলভুক্ত উতবা ইব্‌ন রাবীআ, শায়বা ইব্‌ন রাবীআ এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা প্রভৃতির বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একটু পরেই উভয় দলের পরিণাম ফল বর্ণনা করা হচ্ছে।

কাফিরদের পরিণাম

৩১. অর্থাৎ যেমন পোশাক মানুষের শরীর আবৃত করে, অনুরূপভাবেই জাহান্নামের আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, অথবা, এমন কোন বস্তুর তৈরি কাপড় পরানো হবে যার উত্তাপ আগুনের উষ্ণতা অপেক্ষা অধিকতর এবং দ্রুততর হবে।

(২১) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ○

(২২) كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ، وَذُوْقُوْا عَذَابَ
الْحَرِيْقِ ○

(২৩) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ، وَلِبَاسُهُمْ
فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

২১. এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।[৩২]

২২. তারা যখনই জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেখানে, আর (বলা হবে) আস্বাদ গ্রহণ কর দহন-যন্ত্রণা।[৩৩]

২৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে- যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা[৩৪] এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।[৩৫]

---

৩২. জাহান্নামীদের মাথা হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে এবং উপর দিক থেকে ফুটন্ত পানি মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে যা মস্তিষ্কের পথে পেটে পৌঁছুবে। যার ফলে সমস্ত নাড়ি-ভূঁড়ি কেটে কেটে বেরিয়ে আসবে এবং দেহের উপরিভাগে যখন পানি স্পর্শ করবে তখন শরীরের চামড়া গলে গলে পড়ে যাবে। এরপর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং এভাবে বার বার করা হবে। যেমন বলা হয়েছে ঃ (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই তার স্থলে নতুন চামড়ার সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে (সূরা নিসা- ৪ ঃ ৫৬)। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার এহেন গযব ও আযাব থেকে রক্ষা কর।

৩৩. অর্থাৎ জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ঘুরে ঘুরে দেখবে আর চেষ্টা করবে কোথাও কোন পথ পাওয়া যায় কিনা। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে আগুনের শিখা নিক্ষেপ করা হবে এবং ফেরেশতারা লোহার গুর্জ মেরে তাদেরকে নিম্নে নিক্ষেপ করবেন আর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হবে; চিরস্থায়ী আযাবের মজা আস্বাদন করতে থাক, যা থেকে নিস্তার কখনো ভাগ্যে জুটবে না। এ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই।

জান্নাতীদের অবস্থান

৩৪. তাঁরা অত্যন্ত আয়েশ-আরাম ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় থাকবে এবং প্রতিটি পর্যায়ে বিলাস ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যাবে।

৩৫. পূর্বে قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ আয়াতাংশের মর্মমতে দোযখীদের লেবাসের বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল; পক্ষান্তরে এখানে এরই পাশাপাশি বেহেশতীদের পোশাক-পরিচ্ছদের আলোচনা করা হচ্ছে। তাদের পোশাক রেশমের তৈরী হবে; এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন— এ থেকে বুঝা যায় যে, এ দু'টি বস্তু গহনা ও রেশমী পোশাক- (পুরুষদের জন্য) ইহজগতে নয়। আর গহনাপত্রের মধ্যে কংকনকে এ কারণে নির্বাচন করা হয়েছে যে, চাকরের কোন কাজ বা সেবা পসন্দ হলে মালিক বা প্রভু তার ওপর খুশী হয়ে প্রতীক হিসেবে তার হাতে কংকন পরিয়ে দেয়।

বিঃ দ্রঃ বহু হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে পুরুষ লোক দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরিধান করবে, সে ব্যক্তি আখিরাতে তা পরবে না। এখন যদি সে রেশমী লেবাস পরিধানকারী লোক কাফির হয়, তবে এটা সুস্পষ্ট যে, সে তো জান্নাতের প্রবেশাধিকারই পাবে না যে, সে জান্নাতের পোশাক পরবে! তবে হাঁ, যদি সে মু'মিন হয়, তবে সম্ভবত কিছু সময়ের জন্য তাকে এ লেবাস থেকে বঞ্চিত রাখা হবে, এরপর চিরকালের জন্য পরতে থাকবে এবং এই সীমাহীন সময়ের মুকাবিলায় এই অতি অল্প সময় ধর্তব্য নয় বলে বুঝতে হবে।

৩৬. দুনিয়াতেও কালেমায়ে তাইয়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলেছে, পড়েছে, কুরআন মাজীদ পাঠ করেছে, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করেছে, তাঁর প্রশংসা করেছে এবং সৎ কাজের উপদেশ দিয়েছে, অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বারণ করেছে এবং আখিরাতেও কারণ– ফেরেশতারা সর্বদিক থেকে সালাম করবে এবং বেহেশতীরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে স্বচ্ছ ও সুন্দর কথাবার্তা বলবে বকাঝকা করবে না এবং জান্নাতের অসংখ্য নিআমতের জন্য আল্লাহ্‌র যথার্থ শুকরিয়া আদায় করবে। যেমন তারা বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ ভূমির; আমরা বসবাস করব জান্নাতের" (৩৯ ঃ ৭৪)।

সূরায়ে 'ফাতির' এ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ - وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ -

(বেহেশতে) তাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে, আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের এবং তারা বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিয়েছেন (৩৫ ঃ ৩৩-৩৪)। প্রখ্যাত ভাষ্যকার তাঁর রুহুল মাআনী গ্রন্থে বলেছেন, এতে আলোচ্য আয়াতের সুন্দর ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

(২৪) وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚۖ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ○

(২৫) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ۨالْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ
يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২৪. তাদেরকে অনুসারী করা৩৬ হয়েছিল পবিত্র বাক্যের এবং তারা পেয়েছিল পরম প্রশংসিত আল্লাহ্‌র পথ।৩৭

২৫. যারা প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে বিরত রাখে আল্লাহ্‌র পথ থেকে এবং মাসজিদুল হারাম থেকে যা আমি করেছি– সমান স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য৩৮ আর যে ইচ্ছা করে বক্রপথ অবলম্বনের সীমালঙ্ঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।৩৯

---

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথ পেয়েছে, যাকে ইসলাম নামে অভিহিত করা হয়- এ পথ স্বয়ং প্রশংসিত এবং এ পথের পথিকও প্রশংসার পাত্র, অথবা অর্থ এই, সে যে পথের সন্ধান পেয়েছে, সে স্থানে পৌঁছে, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতের শোকর অবশ্যই করতে হয়।

৩৮. পূর্বে ' هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا الخ ' আয়াতের শেষ পর্যন্ত মু'মিন ও কাফিরদের ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতণ্ডার বর্ণনা করা হয়েছে। এই বাদ-প্রতিবাদেরই কয়েকটি রূপ ও ধরন এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এদের মধ্যে একটি দল এমন যে, তারা স্বয়ং গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হবার পর অন্যান্য লোকদের সঙ্গেও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তারা চায় যে, কেউ যেন আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণ না করে। এমনকি, যে সব মুসলমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে উমরা পালন উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে তারা তাঁদের গতিরোধ করে। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, মাসজিদুল হারাম বা হারাম শরীফের যে অংশ জনগণের ইবাদত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে সবার অধিকার সমান; যেখানে স্থানীয় ও মুসাফির, স্বদেশী ও প্রবাসী শহরবাসী ও পল্লীবাসী সকলের অবস্থান ও ইবাদতে সম-অধিকার সংরক্ষিত আছে। তবে সেখান থেকে বহিষ্কারের যোগ্য যদি কেউ হয়, তাহলে তারা হবে সে সব লোক, যারা শিরক ও অপকর্ম করে এই পবিত্র ভূ-খণ্ডের অবমাননা করে থাকে।

বিঃ দ্রষ্টব্য ঃ মক্কার গৃহাদির মালিকানা ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত প্রশ্ন একটি স্বতন্ত্র, সমস্যা, যার সমাধানে প্রয়োজনীয় আলোচনা রূহুল মাআনী ও অন্যান্য গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং এ স্থলে তার পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই।

৩৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিত অবস্থায় হারাম শরীফে শরীআত বিরোধী কার্যে ও পাপাচারে লিপ্ত হয় তাকে তীব্রতর শাস্তি দেওয়া হবে, যা

(٢٦) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○

২৬. এবং (স্মরণ কর) যখন আমি নির্ধারণ করে দিলাম ইবরাহীমের জন্য সে ঘরের স্থান[৪০] যে শরীক করো না আমার সঙ্গে কাউকে[৪১] এবং পবিত্র রেখো আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজদা করে।[৪২]

সাধারণত অপরাপর স্থানে সংঘটিত, এমন পাপ কর্মের ফলে দেওয়া হত। এখান থেকে তাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়, যারা তাদের অত্যাচার ও দুষ্কৃতির মাধ্যমে মু'মিন সম্প্রদায়কে এ মহান পবিত্র স্থানের আগমনে বাধা প্রদান করে।

কা'বা শরীফের মর্যাদা

৪০. কথিত আছে যে, কা'বা শরীফের স্থান আদিকাল থেকেই মর্যাদাপূর্ণ ছিল। বহুকাল পর এর নাম-নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এই মহিমান্বিত স্থানটিকে যথারীত চিহ্নিত করা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে নিয়ে কা'বাঘর নির্মাণ করেন। বিঃ দ্রঃ "মাসজিদুল হারামের" উপর পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কা'বাঘরের নির্মাণ-বৃত্তান্ত ও এ সম্পর্কে কিছু বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪১. অর্থাৎ এ ঘরের ভিত্তি নির্ভেজাল তাওহীদের উপর স্থাপন করবে; কোন লোক যেন এখানে এসে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ব্যতীত কোন মুশরিকী প্রথা ও ভাবধারার প্রবর্তন না করে। কিন্তু মক্কার কাফিররা এর বিরোধিতায় এমন কাজ করল যে, সেখানে তিনশ' ষাটটি মূর্তি এনে দাঁড় করিয়ে দিল। (এমন কাজ থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)! যেগুলোর অপবিত্রতা থেকে আল্লাহ্‌র ঘরকে চিরকালের জন্য মুক্ত ও পবিত্র করেন খাতিমুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা); এজন্য আল্লাহ্‌র অশেষ প্রশংসা।

৪২. অর্থাৎ এ ঘরকে যেন শুধুমাত্র এ সব লোকের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয় এবং অন্যান্য সব লোকদের থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন- "পূর্ববর্তী উম্মতদের নামায 'রুকূর' নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না; এ নিয়ম বিশেষভাবে এই উম্মতে মুহাম্মদীয়্যার নামাযেই বিধিবদ্ধ হয়েছে। যা হোক, আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতে এমন লোক সৃষ্টি হবে, যারা এ পবিত্র ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করে, একে যথার্থ আবাদ করবে।" এ সব বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য ভাববার বিষয় আছে।

(২৭) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۝

(২৮) لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ
عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ
الْفَقِيْرَ ۝

২৭. এবং তুমি ঘোষণা করে দাও মানুষের মধ্যে হজ্জের, যাতে তারা আসে তোমার নিকট পদব্রজে এবং সব রকমের ক্ষীণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে, এরা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে।৪৩

২৮. যাতে তারা পৌঁছুতে পারে তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে৪৪ এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করবে তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে রিযক হিসেবে যা দান করেছেন তার উপর।৪৫ এরপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে।৪৬

হজ্জের বিধান

৪৩. যখন কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেল তখন ইবরাহীম (আ) এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ঃ "হে মানব সমাজ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, তোমরা হজ্জ পালন করতে এসো।" আল্লাহ্ তা'আলা এই আওয়ায পৃথিবীর চতুর্দিকে মানুষের প্রতিটি আত্মায় পৌঁছিয়ে দেন (নিঃসন্দেহে যেমন আজকের দিনে আমরা আমেরিকা বা পাক-ভারত-বাংলাদেশে বসে লন্ডনের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই)। অতএব, যার অদৃষ্টে হজ্জ নির্ধারিত ছিল, তার আত্মা সম্মতিজ্ঞাপক 'লাব্বাইক' শব্দ দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া প্রদান করল। এটা সেই বিপুল উৎসাহ ও আগ্রহের সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ যার ফলে হাজার হাজার মানুষ পদব্রজে বহু কষ্ট স্বীকার করে হজ্জ পালন উদ্দেশ্যে কা'বাতে উপস্থিত হয় এবং বহুলোক এতদূর থেকে পশু-বাহনে অশ্বারোহী হয়ে আসে, এত দূরের পথ চলতে চলতে তাদের উষ্ট্রীরা শ্রান্ত-ক্লান্ত ও হালকা পাতলা হয়ে যায়। আর্থিক দিক থেকে তখনকার দিনে সাধারণ অবস্থা এই ছিল যে, শক্তিশালী দ্রুতগামী বলিষ্ঠা উষ্ট্রী হজ্জ যাত্রীদের পক্ষে সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। এ সব কৃশকায় দুর্বল উষ্ট্রের উপরেই মনযিলের পর মনযিল অতি কষ্টে অতিক্রম করতে হত। এখন মনে হয়, এ যেন সেই মকবুল দু'আর সফল বাস্তবায়ন যা হযরত ইবরাহীম (আ) সকাতরে উচ্চারণ করেছিলেন فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ "অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও" (এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে) সূরা ইবরাহীম ১৪ ঃ ৩৭।

(২৯) ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٥

২৯. এরপর তারা যেন দূর করে তাদের অপরিচ্ছন্নতা এবং পূর্ণ করে তাদের মানত এবং তাওয়াফ করে এই প্রাচীন গৃহের।৪৭

---

৪৪. মূলত ঐ সব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জন যেমন হজ্জ ও উমরা পালন এবং দ্বিতীয়ত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ। কিন্তু এই বিরাট ও মহান সমাবেশের মাধ্যমে আনুষঙ্গিকভাবে বহুবিধ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কল্যাণও অর্জিত হতে পারে যা কারো অজানা নয়।

৪৫. اَيَّام مَّعْلُوْمَات জানা, সুপরিচিত কয়েকটি দিন। কারো কারো মতে 'আইয়ামে মা'লূমাত' অর্থে যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশ দিন, আবার কারো মতে কুরবানীর তিনদিনকে বুঝায়। তবে যাই হোক এ দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র 'স্মরণে'র বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ যিক্‌রের মধ্যে বিশেষভাবে কুরবানীর পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম লওয়া এবং বিসমিল্লাহে আল্লাহু আক্‌বার বলাও শামিল রয়েছে। এ সব দিনে আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করাই সর্বোত্তম আমল।

৪৬. কিছু সংখ্যক কাফিরদের ধারণা ছিল এই যে, কুরবানীর গোশত খোদ কুরবানীদাতার খাওয়া উচিৎ নয়। অতএব, এ ভ্রান্ত ধারণা সংশোধনের লক্ষ্যে বলা হয়েছে, আগ্রহ করে খাও, বন্ধু-বান্ধবকে দাও এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তদেরকে খাওয়াও।

৪৭. যখন থেকে 'লাব্বাইক' বলা শুরু করা হয়, তখন থেকে হাজামত বা ক্ষৌরকার্য করা হয় না, নখ কাটা হয় না, চুলে তেল ব্যবহার করা হয় না, শরীরে ময়লা ও ধূলো-বালি জমে যায়, অধিক ঘষা-মাজা করে গোসল করা হয় না, এ এক অদ্ভুত ধরনের প্রেমিকের ন্যায় উন্মাদনায় সবাই যেন বিভোর। এখন ১০ তারিখে সব কিছুরই সমাপ্তি টেনে হাজামত বা ক্ষৌরকার্য করে, গোসল করে, সেলাই করা কাপড়-জামা পরিধান করে "তাওয়াফে যিয়ারতের" উদ্দেশ্যে রওনা হবে। যার যবেহ করতে হবে, সে প্রথমেই যবেহ করে নেয়। আর নিজেদের মানত পূর্ণ করার অর্থ এই, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানত করে থাকলে তা যেন আদায় করে। আসলে মানত আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে থাকে, অন্য কারোর জন্য নয়। মতান্তরে, কেউ কেউ বলেন, আয়াতে نـزور 'নুযূর' শব্দ দ্বারা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি বা হজ্জের অবশ্য-করণীয় ক্রিয়াকর্মগুলোকে বুঝায় এবং এটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

বিঃ দ্রঃ عـتـيـق 'আতীক' অর্থ পুরানো প্রাচীন; মন্তান্তরে, কেউ কেউ বলেন بـيـت عـتـيـق বায়তে আতীক (পুরানো ঘর) এ কারণে বলা হয়েছে যে, এ ঘরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যে শক্তিই আসবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সফল হতে দেবেন না যে পর্যন্ত না তিনি নিজেই এ ঘরকে উঠিয়ে নেয়া পসন্দ করবেন।

(৩০) ذٰلِكَ ۚ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗ وَ
أُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ۙ

৩০. এটাই বিধান, যা শুনলে, এবং যে কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলোর মর্যাদা রক্ষা করে, সেটাই তার জন্য উত্তম তার প্রতিপালকের নিকট।৪৮ এবং হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু।৪৯ এগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে শুনিয়ে থাকি৫০; সুতরাং তোমরা বর্জন করতে থাক মূর্তি-পূজার অপবিত্রতা৫১ এবং বর্জন কর মিথ্যা কথা।৫২

---

৪৮. হারাম বস্তুকে কঠিন ও ভয়াবহ মনে করে তা পরিত্যাগ করা অথবা, আল্লাহ্ যে সব বস্তুকে সম্মানিত বলে নির্ধারণ করেছেন, তাদের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত সুন্দর ও পুণ্যের কাজ যার পরিণাম খুবই ভাল হয়ে থাকে। সম্মানিত বস্তুর মধ্যে কুরবানীর পশু, আল্লাহ্র ঘর, সাফা-মারওয়া, মিনা, আরাফাত, মসজিদসমূহ, কুরআন বরং আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় হুকুম ও বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত এ ক্ষেত্রে মাসজিদুল হারাম এবং এ ছাড়া কুরবানীর পশুর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে করে একক আল্লাহ্র ইবাদতকারীদেরকে যেন কেউ ঐ স্থানে আসতে বাধা না দেয় এবং কুরবানীর উদ্দেশ্যে আনীত পশুদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করা না হয়, বরং হৃষ্টপুষ্ট, মোটা-তাজা মূল্যবান পশুই যেন এখানে এই উদ্দেশ্যে আনা হয়।

৪৯. অর্থাৎ এ সব পশুকে যবেহ করার আদেশ আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিরোধী নয়। কেননা, যে মালিক এ বস্তুকে হারাম বলেছিলেন তারই সম্মতি ও অনুমতিক্রমে তারই নামে কুরবানী করা হয়।

৫০. অর্থাৎ যে সব পশুর হারাম হওয়ার বিষয়ে সময় সময় তোমাদেরকে শোনানো হচ্ছে– যেমন সূরা 'আনআমে' বিস্তারিত বলা হয়েছে সেগুলো হালাল নয়।

৫১. অর্থাৎ পশুরা আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব এবং তাঁরই মালিকানাভুক্ত। সুতরাং তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁরই নামে যবেহ করা যেতে পারে এবং তারই কা'বা ঘরের মানত হতে পারে; যে পশু কোন মূর্তি বা দেব-দেবীর মন্দিরে বলিদান করা হয়, সে পশু মৃত বলে গণ্য হবে। এমন শির্কমূলক এবং অপবিত্র কাজ পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যক।

৫২. মিথ্যা কথা মুখে উচ্চারণ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, আল্লাহ্র সৃষ্টি পশুকে গায়রুল্লাহ্র নামে উৎসর্গকরণ, কোন বস্তুকে শরীআতের প্রমাণ ব্যতীত হালাল বা হারাম বলা সবই قول الزوز বা মিথ্যা কথার অন্তর্ভুক্ত। قول الزوز বা মিথ্যা কথার কুফলের ভয়াবহতা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানে শিরকের সাথে সাথেই এর

(৩১) حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○

৩১. আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে;৫৩ এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে, সে যেন পড়ে গেল আকাশ থেকে। এরপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে৫৪ নিক্ষেপ করল কোন দূরবর্তী স্থানে।

উল্লেখ করা হয়েছে; এবং অন্যত্র বলা হয়েছে- وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এমন কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা যার কোন সনদ তিনি পাঠান নি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না। (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ ৩৩) নবী কারীম (সা) বহু হাদীসে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় এটা নিষেধ করেছেন।

তাওহীদ ও শির্‌ক সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা

৫৩. সবদিক থেকে সরে এসে এককভাবে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র হয়ে থাকতে হবে; সমস্ত কর্মকাণ্ড ও সমস্ত ধ্যান-ধারণা সামগ্রিকভাবে শির্‌কমুক্ত নির্ভেজালভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই হতে হবে।

৫৪. এ ক্ষেত্রে শিরকের একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে– যার সার কথা এই, তাওহীদ অত্যন্ত মহান ও উচ্চ, সমুন্নত তার স্থান। তাকে পরিত্যাগ করে মানুষ যখন কোন সৃষ্ট বস্তু বা জীবের সামনে তার সম্মানিত মস্তক অবনত করে, তখন সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করে এবং এভাবে সে আকাশসম তাওহীদের উচ্চতা থেকে নিজেকে নিম্নে নিক্ষেপ করে। এটা সুস্পষ্ট যে, এতটা উচ্চতা থেকে পতিত হওয়ায় সে কখনো জীবিত থাকতে পারে না, তার মৃত্যু অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। এখন তার শোচনীয় পরিণতি হয়ত বা এই হয় যে, তার প্রবৃত্তি ও মন্দ চিন্তা-ধারার ফলস্বরূপ কোন জানোয়ার চতুর্দিক থেকে এসে মৃত দেহের গোশত চিবিয়ে, চুষে, মজা করে আহার করবে, না হয় অভিশপ্ত শয়তান এক প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটার মত তার দেহ উড়িয়ে নিয়ে এমন এক গভীর খাদে নিক্ষেপ করবে যেখান থেকে তার শবদেহের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও দেখা যাবে না। অথবা, কথাটা এভাবে বুঝা যেতে পারে যে, উদাহরণে দু'ধরনের মুশরিকের কথা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ (ক) যে মুশরিক পুরোপুরি পাকাপোক্ত নয়' দো-টানা, দোদুল্যমান, না এদিকে, না ওদিকে, কখনো এদিকে ঝুঁকে পড়ে, আবার কখনো ওদিকে, এটাই হচ্ছে فتخطفه الطير এর উদাহরণ এবং (খ)

(৩২) ذٰلِكَ ۖ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ○
(৩৩) لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ○

৩২. এ তো হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান, যা শুনলে এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র নাম সম্পৃক্ত নিদর্শনসমূহের মর্যাদা রক্ষা করে এটা হবে তার মনের তাকওয়ার ব্যাপার।৫৫
৩৩. তোমাদের জন্য এ সব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে নানাবিধ উপকার রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, তারপর ওগুলোর কুরবানীর স্থান প্রাচীন ঘরের নিকট।৫৬

যে মুশরিক তার শিরকি কর্মকাণ্ডে পাকাপোক্ত অটল ও অবিচল। এ হচ্ছে উদাহরণ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ (প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে) অথবা تخطفه الطير দ্বারা মানুষের হাতে নিহত হওয়া এবং تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ দ্বারা স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝায়।

অধিকাংশ তফসীরকার উদাহরণের কারণ বর্ণনায় এ সব সম্ভাব্য মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন– যার নিয়ত এক আল্লাহ্‌র উপর অবিচল আছে সে তো স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত আছে; কিন্তু যে ক্ষেত্রে নিয়্যত বহু দিকে চলে যায়, সে সব তাকে বিভ্রান্ত করে, তাকে রাস্তা থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অথবা, সে সব কিছুর বিরোধী হয়ে নাস্তিক হয়ে যায়।

৫৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যার অন্তরে আল্লাহ্‌ভীরুতার বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং একক আল্লাহ্‌র ভয় মনে বসে গিয়েছে, সে ঐ বস্তুগুলোর মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করে চলবে। এ ধরনের মর্যাদা প্রদর্শন শির্‌ক নয়, বরং তা তাওহীদেরই প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর বহন করে, কারণ, আল্লাহ্‌ প্রেমিক লোক ঐ বস্তুরই মর্যাদা দান করে যা বিশেষভাবে আল্লাহ্‌রই দিকে সম্পর্কযুক্ত।

৫৬. প্রাচীন ঘর হচ্ছে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ বা আল্লাহ্‌র মহান ঘর; আর সম্ভবত এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে সমগ্র হারাম শরীফকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির মাধ্যমেও তোমরা এখান থেকে বহু উপকার পেতে পার যেমন আরোহণ করা, দুধপান করা, এদের বংশ বৃদ্ধি এবং এদের পশম বস্ত্রাদি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে পার। কিন্তু এ সব উপকার সে সময় পর্যন্তই পেতে পার যে পর্যন্ত না তাদেরকে 'হাদয়ী' বা কুরবানীর পশু হিসেবে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু 'হাদয়ী' রূপে পরিণত হওয়ার পর এ ধরনের উপকার গ্রহণ করা (তীব্রতম প্রয়োজন ব্যতীত) বিধিসঙ্গত নয়।

পৃথিবীর এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ সব পশুদের দ্বারা যা কিছু পাওয়ার ছিল তা তারা দান ও পালন করেছে। এক্ষণে তাদের মাধ্যমে বিরাটতম পারলৌকিক কল্যাণ এই হবে

(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ
بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۙ
(٣٥) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَآ
اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩৪. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি কুরবানী। যাতে স্মরণ করে আল্লাহ্‌র নাম। তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন সেগুলো যবেহ্ করার সময়। তোমাদের আল্লাহ্; এক আল্লাহ্। অতএব, তারই হুকুমের অনুসারী হও৫৭ এবং সুসংবাদ শুনিয়ে দাও বিনীতদেরকে।৫৮

৩৫. আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় ভীত-প্রকম্পিত হয় যারা ধৈর্যধারণ করে বিপদে আপদে৫৯ এবং কায়েম করে নামায এবং আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করতে থাকে।৬০

যে, হাদয়ী হিসেবে তাদেরকে পবিত্র কা'বা গৃহের কাছে নিয়ে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ্‌র নামে মানত

৫৭. আল্লাহ্‌র নামে মানত হিসেবে পশু যবেহ করা সকল আসমানী ধর্মেই ইবাদতরূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু যদি এই ইবাদত গায়রুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারোর জন্য মানত হিসেবে করা হয়, তাহলে তা শির্‌ক হয়ে যাবে যা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। একজন মুওয়াহ্‌হিদ বা একত্ববাদীর কর্তব্য এই, কুরবানী কেবলমাত্র এককভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করবে যার নামে উৎসর্গ করার বিধান পৃথিবীর সমস্ত শরীআতেই রয়েছে। সুতরাং বিধি-বহির্ভূত কোন কিছু না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫৮. অর্থাৎ তাদেরকেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিন যারা শুধু এক আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে, তারই সামনে মাথা অবনত করে, তারই উপর তাদের মন বসে, এবং তারই বল-বিক্রম ও প্রাধান্যকে ভয় করে চলে।

৫৯. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টকে ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে বরণ করে নেয়, কঠিন বিপদ সহ্য করেও সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

৬০. আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছুতে বহু ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়, সফরে অধিকাংশ সময় নামায ছুটে যাওয়ার অথবা কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, টাকা-পয়সাও যথেষ্ট খরচ হয়; সম্ভবত এ সম্পর্কেই এ সব গুণ ও অভ্যাসের কথা এ ক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

(٣٦) وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا
وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ○

৩৬. এবং কা'বা ঘরের কাছে কুরবানী করার জন্য চিহ্নিত উটকে করেছি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্যতম; তাতে তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। অতএব, উচ্চারণ কর তোমরা আল্লাহ্র নাম সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর, এরপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়, তখন তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে[৬১] এবং যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে[৬২] এভাবে আমি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৬৩]

কুরবানীর বিধান

৬১. প্রথমে আল্লাহ্র নিঃশর্ত নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এখানে স্পষ্টরূপে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, উট ও অন্যান্য কুরবানীর পশুও شعائر الله বা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর মধ্যে এবং যেগুলোকে আদবের সঙ্গে কুরবানী করার মধ্যে তোমাদের জন্য ইহ ও পরকালের সমূহ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অতএব, সাধারণ নিয়মানুসারে তোমাদের উচিত যে, তোমরা আল্লাহ্র পবিত্র নাম নিয়ে ওগুলোকে যবেহ করবে; বিশেষত উট যবেহ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে 'নাহ্র' করা এবং তা এই যে, কুরবানীর উটকে কেবলামুখী করে দাঁড় করিয়ে তার সামনের ডান অথবা বাঁ পা বেঁধে ধারালো অস্ত্রধারা বুকে আঘাত করে জখম করতে হবে। এভাবে যখন সমস্ত রক্ত ঝরে পড়বে আর উটটি মাটিতে পড়ে যাবে, তখন টুকরো টুকরো করে নিয়ে খাবার জন্য ব্যবহার করবে। তবে যদি উটের সংখ্যা বেশী হয়, তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিবে।

৬২. এ ক্ষেত্রে অভাবগ্রস্তদের দু'টি শ্রেণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে– প্রথমত ঃ ঐ শ্রেণী যারা ভিক্ষা চায় না ধৈর্য সহকারে বসে থাকে সামান্য পেলেই সন্তুষ্ট থাকে। দ্বিতীয়ত ঃ ঐ শ্রেণী, যারা অধৈর্য হয়ে ভিক্ষা চাইতেই থাকে, কিছু পাওয়া গেলে তাতেও তার অস্থিরতার অবসান ঘটে না।

৬৩. অর্থাৎ এমন বড় বড় জানোয়ার যারা দেহের আকৃতি ও শক্তির দিক থেকে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর বড় ও শক্তিশালী আর সংখ্যায়ও বেশী সেগুলোকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তোমরা ওগুলো দিয়ে বিভিন্ন

(٣٧) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৩৭. আল্লাহ্‌র নিকট না পৌঁছায় ওগুলোর গোশত, আর না পৌঁছায় ওগুলোর রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া বা মনের আদব৬৪ এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তুমি সুসংবাদ শুনিয়ে দাও সৎকর্মশীলদেরকে।৬৫

ধরনের শ্রম ও সেবা নিতে পার এবং অনায়াসে ওগুলো যবেহও করে নিতে পার। এটা তোমাদের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ, যে কারণে এর যথাযোগ্য শোক্‌র গোযারী করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য; পক্ষান্তরে শির্‌ক করা বা নাফরমানী করা কোনক্রমেই উচিৎ নয়।

৬৪. এক্ষেত্রে মূলত কুরবানীর মূল দর্শন আলোচনা করা হয়েছে এবং তা এই– পশুকে যবেহ কেবল তার গোশত খাওয়া, অপরকে খাওয়ানো, অথবা তার রক্তপাত ঘটালেই তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কখনো অর্জন করতে পারবে না। আর এও নয় যে, এই গোশত ও রক্ত ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ্‌র দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তার দরবারে, তোমাদের মনের তাকওয়া, আদব আর শিষ্টাচার মাত্র পৌঁছে। এভাবে যে, কতটা আন্তরিকতা ও হৃষ্টচিত্তে এবং মুহব্বতের প্রেরণায় একটি মূল্যবান উৎকৃষ্ট বস্তু তাঁরই অনুমতিক্রমে, তাঁরই নামে, তাঁরই ঘরের নিকটে নিয়ে গিয়ে কুরবানী করেছে, যেন এই কুরবানীর মাধ্যমে এ কথা প্রকাশ করে দেওয়া হল যে, আমরা নিজেরাও তোমার পথে এভাবে কুরবান হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। এটাই সেই তাকওয়া বা আল্লাহ্‌র ভয় যার বর্ণনা আয়াতে করা হয়েছে وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ। ("অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে চিহ্নিত বস্তুক সম্মান করে চলে; এতো তার অন্তরের পরহেযগারীর বিষয়"– যার মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রেমিক তার প্রকৃত বন্ধুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

৬৫. অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা "আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্লাহ্! তোমার উদ্দেশ্যে এবং তোমা থেকে" বলে যবেহ কর, আল্লাহ্‌র শোক্‌র কর যে, তিনি তাঁর প্রতি ভালবাসা ও দাসত্ব প্রকাশের কেমন সুন্দর পথ বাতলে দিয়েছেন এবং একটি পশুর কুরবানীকে যেন তোমাদের নিজের প্রাণকে কুরবানীর সমতুল্য করে দিয়েছেন।

(٣٨) إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۟

(٣٩) أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۟

৩৮. আল্লাহ্ তা'আলা দুশমনদেরকে হটিয়ে দেবেন মু'মিনদের থেকে।৬৬ আল্লাহ্ ধোঁকাবাজ অকৃতজ্ঞদেরকে পসন্দ করেন না।৬৭

৩৯. অনুমতি দেওয়া হল সে সব লোকদেরকে– যাদেরকে কাফিরগণ আক্রমণ করছে, এ জন্য যে, তারা অত্যাচারিত৬৮ হয়েছে; এবং আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।৬৯

মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ

৬৬. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الخ আয়াতে সে সব কাফিরদের বর্ণনা ছিল যারা মুসলমানদেরকে হারাম শরীফের যিয়ারত, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি পালনে বাধা প্রদান করত। মাঝখানে মাসজিদুল হারাম এবং সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোর প্রতি সম্মান ও আদবের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হয়েছে; এরপর পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানগণ যেন প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকেন, এ বিষয়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই দুশমনদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাদের চলার পথ সুগম করে দেবেন। মাসজিদুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছতে বা তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদি প্রতিপালনে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে না বা থাকবে না। সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচে হজ্জ ও ওমরা ব্রত পালন করবে। এ যেন بشر المحسنين বাক্যে যে শুভ সংবাদ দেওয়ার নির্দেশ ছিল, তার একাংশের বাস্তব সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হল।

৬৭. অর্থাৎ প্রতারক এবং অকৃতজ্ঞদেরকে যদি একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ ও সুযোগ দেওয়া হয়, তবে এ ধারণা করো না যে, তাতে আল্লাহ্ তাদেরকে পসন্দ করেন বা ভালবাসেন। তবে এ অবকাশ কিছুটা মঙ্গল এবং নিগূঢ় কৌশলের ভিত্তিতেই দেওয়া হয়ে থাকে। সর্বশেষ পরিণতি এটাই হতে হবে যে, সত্যপন্থিগণ বাতিলপন্থীদের উপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন, তাদেরকে বাছাই করা হবে, এবং বাতিল পন্থীদেরকে ছাঁটাই করা হবে।

জিহাদের নির্দেশ

৬৮. যতদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় অবস্থান করেন, আল্লাহ্র নির্দেশ এই ছিল যে, কাফিরদের চরম নির্যাতনের মুখেও যেন মুসলমানেরা ধৈর্যাবলম্বন করে এবং তাদের

(٤٠) الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا
اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ
بِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ
اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

৪০. যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্'।৭০ এবং যদি প্রতিহত না করতেন আল্লাহ্ মানব জাতির একদলকে অপরদল দ্বারা, তাহলে ধ্বংস করে দেওয়া হত—খৃষ্টান ও সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, ইয়াহূদীদের ইবাদতের স্থান এবং মসজিদসমূহ যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম প্রচুর স্মরণ করা হয়। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে সাহায্য করবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিমান মহাপরাক্রান্ত।৭১

আক্রমণের হস্ত সংবরণ করে। অতএব, তাঁরা একটানা তের বছর অবধি চরম নির্যাতনের মুকাবিলায় অনুপম ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। যখন মদীনা দারুল ইসলামরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দল একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রে একত্রিত হয়ে গেল তখন অত্যাচারিত মুসলমানগণকে, যাদের সঙ্গে জালিম কাফিরগণ নিরন্তর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকত, অনুমতি দেওয়া হল, বরং সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হল, অত্যাচারী কাফিরদের বিরুদ্ধে যেন তারা তরবারি উত্তোলন করে এবং এভাবে নিজেদের দল ও ধর্মের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তারা নিজেরাই গ্রহণ করে। এ ধরনের কয়েকটি আয়াত এ সময়েই অবতীর্ণ হয়।

৬৯. স্বীয় সংখ্যাল্পতা ও রিক্তাবস্থাজনিত কারণে যেন মুসলমানরা ঘাবড়িয়ে না যায়; কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দারিদ্র-পীড়িত মুষ্টিমেয় লোকদেরকে পৃথিবীর বিপুল সেনাবাহিনী ও বিরাট সাম্রাজ্যের ওপর জয়ী করতে পারেন। আসলে এটা ছিল রাজকীয় পদ্ধতিতে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতার এক অঙ্গীকার। যেমন পৃথিবীতে রাজা-বাদশাহ্ ও বড় লোকেরা অঙ্গীকার করার সময় স্বীয় মর্যাদা ও বে-পরওয়া ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে কাউকে বলে থাকেন– হাঁ, আমি তোমার অমুক কাজ করে দিতে পারি। সম্ভবত বলার এ ভঙ্গী এ কারণে অবলম্বন করা হয় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যেন বুঝতে পারে যে, বক্তা ঐ কাজ করার জন্য আদৌ বাধ্য নন; যা কিছু করবেন, তা আপন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ীই করবেন।

জিহাদের যৌক্তিকতা

৭০. মুসলিম মুহাজির যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আসলে তাদের কোন অপরাধ ছিল না, না তাদের ওপর কারো কোন দাবী দাওয়া ছিল,

তবে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা ছিল এই যে, তারা একমাত্র এক আল্লাহ্কে নিজেদের নিরংকুশ প্রতিপালকরূপে কেন স্বীকার করে, ইট-পাথর ইত্যাদির পূজা কেন করে না ? মনে হয়, তাদের সবচাইতে গুরুতর অভিযোগ ছিল সবদিক থেকে সব সম্পর্ক ছেদন করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়ছে কেন ?

জিহাদের অনুমতিদানের কারণ

৭১. যদি কোন সময় কোন অবস্থাতেই কোন দলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি না দেওয়া হত তবে এটা আল্লাহ্র স্বাভাবিক নিয়মের গুরুতর লংঘন হত। তিনি জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলাই এমন রেখেছেন যে, প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তি বা দল, অপর কোন বস্তু বা ব্যক্তি কিংবা দলের মুকাবিলায় স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে যেন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। যদি এমনটি না হত এবং পুণ্যকে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিজস্ব পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে পাপের বিরোধিতা ও মুকাবিলায় দাঁড় না করাতেন, তাহলে পুণ্যের নাম-নিশানাও আল্লাহ্র যমীনে বাকি থাকত না। যুগে যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ বে-দীন ও দুষ্টমতি লোকের অত্যাচারে সমস্ত পুণ্য-পবিত্র ভূমি ও স্মরণীয় স্থানসমূহ সর্বকালের জন্য দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যেত। কোন উপাসনালয়, সংসার বিরাগী ফকিরদের আস্তানা, খানকাহ, মসজিদ এবং মাদরাসা সংরক্ষিত থাকতে পারত না। অবস্থার এই প্রেক্ষিতে আবশ্যক ছিল যে, পাপাচারের অপশক্তি তা যতই সংঘবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, মহাশক্তিধর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন এক সময় অবশ্যই সমাগত হবে। যখন পুণ্যের পবিত্র হাত দ্বারা পাপাচারে আক্রমণ প্রতিরোধ করানো হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দীনের সাহায্যকারীদেরকে নিজেই সাহায্য করে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের দুশমনদের উপর জয়যুক্ত করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি এমন শক্তিধর ও মহাপরাক্রান্ত যে, তার সাহায্য ও সহযোগিতার পর দুর্বলতম বস্তুও বিরাট ক্ষমতাসম্পন্ন অস্তিত্বকে পরাভূত করতে সক্ষম। মোটকথা, মুসলমানদেরকে অত্যাচারী কাফিরদের মুকাবিলায় জিহাদ ও সরাসরি সংগ্রামের অনুমতি প্রদান করা আল্লাহ্র কুদরতের এই নিয়ম-বিধির অধীনে ছিল এবং এটা এমন সাধারণ নিয়ম, যা কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। যদি পারস্পরিক প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার এ নিয়ম না হত, তবে আপন আপন যুগে খৃস্টান পাদ্রীদের নির্জন প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব থাকতো না। না তাদের গির্জা, না ইহূদীদের উপাসনালয়, না মুসলমানদের সে সব মসজিদ, যেগুলোতে আল্লাহ্র স্মরণ প্রচুর পরিমাণে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ সব উপাসনালয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হত। অতএব, এই সাধারণ নিয়মের অধীনে এ কথা ভাবার কোন কারণ নেই যে, ভবিষ্যতে মুসলমানদেরকে কোন সঙ্গত সময়ে তাদের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(٤١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

(٤٢) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۝ۙ

(٤٣) وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ ۝ۙ

৪১. এসব লোকদেরকে যদি আমি দেশে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা কায়েম করবে নামায, আদায় করবে যাকাত এবং নির্দেশ দেবে সৎকাজের এবং নিষেধ করবে অসৎকাজে।৭২ এবং আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারভুক্ত সব কাজের পরিণাম।৭৩

৪২. এবং যদি লোকে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৪৩. তবে তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল নূহ, আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় এবং ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায়।

---

৭২. এখানে সে সব মুসলমানের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, যাদের উপর চরম নির্যাতন করা হয়েছে এবং ঘর-বাড়ী থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে কেন সাহায্য করবেন না, যে ক্ষেত্রে তারা এমন একটি অনুগত জাতি যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীর বাদশাহীও দান করি, তবু তারা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন হবে না। নিজেরাও যেমন দৈহিক ও আর্থিক সকল ধরনের সৎকর্মে লিপ্ত থাকবে, তেমনি অপরকেও এ পথে আনতে সচেষ্ট হবে। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পার্থিব জীবনের রাজত্ব দান করেন এবং তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শোক্‌র। এ আয়াতে সাধারণভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিশেষভাবে মুহাজিরীন (রা) ও তাঁদের মধ্যে আরও বিশেষভাবে খুলাফায়ে রাশিদীন (রা)-এর সত্যনিষ্ঠা, আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের মর্যাদা ও তাঁদের আদর্শ চরিত্রের বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

কাফিরদের পরিণাম

৭৩. অর্থাৎ যদিও বর্তমানকালে মুসলমান দুর্বল এবং কাফিরদেরকে বিজয়ী ও শক্তিশালী মনে হয়, কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র আয়ত্তে যে, তিনি পরিণামে এ দুর্বলদেরকে সাহায্যপুষ্ট ও বিজয়ী করে দেবেন। অথবা, অর্থ এই যে, উম্মাতে মুহাম্মাদী একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দীন যথারীতি প্রতিষ্ঠিত রাখবে; ভবিষ্যতে কী হবে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٤٤) وَّاَصۡحٰبُ مَدۡیَنَ ۚ وَکُذِّبَ مُوۡسٰی فَاَمۡلَیۡتُ لِلۡکٰفِرِیۡنَ ثُمَّ اَخَذۡتُهُمۡ ۚ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ○

(٤٥) فَکَاَیِّنۡ مِّنۡ قَرۡیَۃٍ اَهۡلَکۡنٰهَا وَهِیَ ظَالِمَۃٌ فَهِیَ خَاوِیَۃٌ عَلٰی عُرُوۡشِهَا وَ بِئۡرٍ مُّعَطَّلَۃٍ وَّ قَصۡرٍ مَّشِیۡدٍ ○

৪৪. এবং মাদয়ানবাসীরা।৭৪ এবং মূসাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল।৭৫ আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম ও পরে তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি।৭৬

৪৫. কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যেগুলোর বাসিন্দা ছিল পাপাচারী, এ সব জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল তাদের ঘরের ছাদসহ।৭৭ এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং কত সুদৃঢ় প্রাসাদও।৭৮

---

৭৪. মাদয়ানবাসিগণ, যাদের নিকট হযরত শুআয়ব (আ) নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৭৫. অর্থাৎ মিসরের কিবৃতী সম্প্রদায়ের লোক।

৭৬. অর্থাৎ মুলসমানদের বিজয় ও সাহায্য-সহযোগিতার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে- কাফিরগণ তাদের বর্তমান সংখ্যাধিক্য ও শক্তি দৃষ্টে যেন সেগুলোকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে না দেয়। কারণ, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবকাশ মাত্র। পূর্ববর্তী জাতিগুলোও মাত্র কিছুদিনের অবকাশে ধোঁকায় পড়ে গিয়ে তাদের পয়গাম্বরকে মিথ্যা ভেবেছিল। অবশেষে যখন ধরা পড়ল তাদের কী করুণ পরিণতি হয়েছিল! তা ভেবে দেখ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে তাদের অপকর্মের জন্য যে সতর্ক করেছিলেন, সে শাস্তি কিভাবে তাদের সামনে এসে পড়লো- পরবর্তী আয়াতে তারই বিস্তারিত বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭৭. অর্থাৎ জনবসতির ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠার ভিত্তিমূল প্রকম্পিত হওয়ার ফলে প্রথমত ঃ ছাদসমূহ ধসে পড়ে, এরপর প্রাচীর ও সমস্ত গৃহ পড়ে গিয়ে ছাদের স্তূপের ওপর এসে পড়ে। এখানে ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা সবকিছু মিলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার একটা করুণ চিত্র অংকন করা হয়েছে।

৭৮.অর্থাৎ কূপসমূহ যেগুলোতে সবসময় পানি তোলার ভীড় জমে থাকত, আজ সেখানে বালতি ডুবিয়ে পানি তোলার কোন লোকই নেই। আর বড় বড় দালান-কোঠা, চুনকাম করা, কারুকার্য খচিত বিরাট প্রাসাদসমূহ ভাঙচুর হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যেগুলো আজ জনমানব শূন্য, সেখানে বসবাসকারী কেউ নেই।

(٤٦) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ
اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ
الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ۝

(٤٧) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ
يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

৪৬. তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি যাতে করে তাদের হৃদয় হত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা তাদের হত শোনার মত৭৯; বস্তুত চোখতো অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয়ে যায় হৃদয় যা রয়েছে বুকের ভেতর।৮০

৪৭. এবং তারা তোমার নিকট শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে অথচ আল্লাহ্ কখনো ভঙ্গ করেন না তাঁর প্রতিশ্রুতি।৮১ এবং তোমার প্রতিপালকের একদিন হাজার বছরের সমান যা তোমরা গণনা কর।৮২

---

৭৯. অর্থাৎ এ সব ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলোর ধ্বংসলীলা দেখেও তারা কখনো চিন্তা-ভাবনাও করেনি, নতুবা সত্য বিষয়টি তারা বুঝতে পারত এবং তাদের কান খুলে যেত।

৮০. অর্থাৎ স্বচক্ষে দেখেও যদি মন দিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে, তবে এটা না দেখারই নামান্তর, কেননা, যদিও তার বাইরের চোখ খোলা, কিন্তু মনের চোখ অন্ধ। আর প্রকৃতপক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক সে অন্ধত্ব, যার অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়। এমন বিপদ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় চাই।

৮১. তারা আপনার নিকট আল্লাহ্র আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তার প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করেন না। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আযাব নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে। অতএব, ঠাট্টা- বিদ্রূপ ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য অযথা তাড়াতাড়ি করা একান্ত অর্থহীন।

৮২. অর্থাৎ তোমাদের হাজার বছর আল্লাহ্র হিসাবে একদিনের সমান, যেমন অপরাধী আজ তার কর্তৃত্বাধীন হাজার বছর অতিবাহিত হলেও ঠিক এমনিভাবে তারই কর্তৃত্বাধীন থাকবে; কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। অথবা অর্থ এই যে, হাজার বছরের কাজ তিনি একদিনে করতে পারেন, কিন্তু তিনি করেন তাই, যা তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও উপযুক্ত সময়ের অনুকূল হয়। কারো তড়িঘড়ি করাতে সেখানে কোন ফল

(٤٨) وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۚ
وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ ○

(٤٩) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

(٥٠) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○

(٥١) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

৪৮. আর কত জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি যখন তারা পাপাচারী ছিল; এরপর তাদেরকে ধৃত পাকড়াও করেছি এবং আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন।[৮৩]

৪৯. বল, হে মানুষ! আমিতো তোমাদের প্রতি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।[৮৪]

৫০. অতএব, যে সব লোক ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আমি তাদের পাপ মাফ করে দিই এবং তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে সম্মানজনক জীবিকা।[৮৫]

৫১. এবং যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে পরাজিত করার, তারাই হল দোযখের বাসিন্দা।

হবে না। অথবা কথাটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আখিরাতের আযাবের অঙ্গীকার অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ কিয়ামত আসবেই এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি শাস্তি অবশ্যই পেতে দেওয়া হবে। একটু পরেই কিয়ামতের দিনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যার একটি দিনের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমতুল্য হবে। কাজেই এমন বিপদকে ডেকে আনার জন্য কেন তাড়াহুড়া করছ?

৮৩. পাপাচারী জনবসতিদের অবকাশ প্রদান ও সর্বশেষ পরিণতি ঃ অর্থাৎ বহু জনপদের অধিবাসীদের অবকাশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা পালিয়ে যেতে পারেনি। তাদের সবাইকে অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসতে হয়েছে এবং আমি তাদেরকে পাকড়াও করে ধ্বংস করে দিয়েছি।

৮৪. আমার কর্তব্য শুধু সতর্ক করে দেওয়া। শাস্তি বিধান করা বা আযাব বাস্তবায়িত করা আমার অধিকার বা ইখতিয়ারভুক্ত নয়, এটা একমাত্র আল্লাহ্‌রই আয়ত্তে যে, তিনিই সমস্ত অনুগত ও পাপীদের ফায়সালা করবেন এবং প্রত্যেককে তার অবস্থানুযায়ী নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাবেন।

৮৫. অর্থাৎ বেহেশতে ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু ফল-ফলাদি, রকমারী নিআমত এবং সর্বোপরি রয়েছে আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার লাভের সৌভাগ্য।

(৫২) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى
الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ
اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۙ

৫২. এবং আমি যে সব রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি তোমার পূর্বে তাদের কেউ যখনই কিছু ধারণা করেছে তখনই শয়তান তার ধারণায় কিছু মিলিয়ে দেয়; কিন্তু শয়তান যা মিশায়, আল্লাহ্ তা মিটিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে পাকাপোক্ত করে দেন; এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।৮৬

---

৮৬. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ .... وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আয়াতটির ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক অনুবাদক (র) তাঁর অগ্রবর্তী হযরত শাহ আবদুল কাদির (র)-এর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যে দিকে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) ও তাঁর রচিত حجة الله البالغة হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহর শেষের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। হযরত শাহ সাহেব মূযিহুল কুরআন গ্রন্থে লিখেছেন ঃ নবীর নিকট কোন আদেশ, নির্দেশ অথবা কোন খবর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পৌঁছলে তার বিন্দু পরিমাণেও ব্যতিক্রম হতে পারে না। তবে নবীর নিজের মনের ধারণা (এবং নিজস্ব গবেষণার সিদ্ধান্ত) কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো হয় না। উদাহরণত যেমন, হযরত মুহাম্মদ (সা) স্বপ্নে দেখেন (এবং নবীদের স্বপ্ন যা ওয়াহীর সমতুল্য) যে, তিনি মদীনা থেকে মক্কায় শুভাগমন করেছেন এবং উমরা পালন করেছেন। এ সময় তাঁর ধারণা হল যে, সম্ভবত এ বছরেই এমনটি হবে (সুতরাং উমরার নিয়তে ভ্রমণ শুরু করলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ইহরাম খুলে ফেলতে হল) এবং পরবর্তী বছর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। আবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল যে, কাফিরদের উপর বিজয় অর্জিত হবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধারণা হল যে, ঐ বছরের যুদ্ধেই তা হবে, কিন্তু তা না হয়ে পরবর্তী বছরে হল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, যতটুকু নির্দেশ বা প্রতিশ্রুতি ছিল, তাতে এক চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম হয়নি, তবে হাঁ, নবী করীম (সা)-এর ব্যক্তিগত ধারণা ও গবেষণায় ব্যতিক্রম হতে পারে। যদিও নবী (সা) মূল ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলিয়ে তাঁর নিজস্ব ধারণার প্রকাশ করেন না বরং উভয় বিষয় বস্তুকে পৃথক পৃথক রাখেন। তবে এমতাবস্থায় শয়তানের প্রতি 'ইল্কা' বা প্রক্ষেপণের সম্পর্ক ঠিক তেমনি হবে, যেমন وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره বাক্যে انساء বা ভুলিয়ে দেওয়ার সম্পর্ক শয়তানের দিকে আরোপ করা হয়েছে; আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত। টীকাকার বলেন, এ দীন লেখকের মতে উত্তম ও সহজতম ব্যাখ্যা সেটাই, যার সংক্ষিপ্ত সার পূর্ববর্তী চিন্তাবিদগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ تمنّى শব্দকে পঠন ও আবৃত্তি قرأت ও

تلاوت অথবা হাদীস বর্ণনা অর্থে এবং أُميت শব্দকে পঠিত مَتْلُوًّا অর্থে অথবা হাদীস বর্ণনা অর্থে গ্রহণ করা হোক। সার কথা এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই এই নিয়ম অনুসৃত হয়ে এসেছে যে, যখন কোন নবী বা রাসূল কোন কথা বলতেন বা আল্লাহর কোন আয়াত পাঠ করে শোনাতেন, শয়তান ঐ বর্ণিত কথা বা আয়াতে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহের সৃষ্টি করে দিত। অর্থাৎ কোন কোন বিষয় সম্পর্কে জনমনে প্ররোচনার সঞ্চার করে দিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করত, যেমন নবী করীম (সা) حرم عليكم الميتة আয়াত পাঠ করে শোনালেন— শয়তান এখানে সন্দেহের সৃষ্টি করে দিয়ে বলল, দেখ, এ ব্যক্তি নিজের হত্যা করা পশুকেও হালাল বলে, কিন্তু আল্লাহ্র হত্যাকৃতকে হারাম বলে, অথবা তিনি (সা) انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 'তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর, সবই হবে জাহান্নামের ইন্ধন' আয়াত পাঠ করলেন এ ক্ষেত্রে শয়তান সন্দেহের সৃষ্টি করে বলল, এখানে যা কিছুর মধ্যে হযরত ঈসা, উযায়র এবং আল্লাহ্র ফেরেশতাকুল সবাই অন্তর্ভুক্ত, অথবা তিনি মুহাম্মদ (সা) হযরত ঈসা মাসীহ (আ) সম্পর্কে পাঠ করেছেন– كلمته القها الى مريم وروح منه "তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র কালিমা, যা তিনি মারয়ামের দিকে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ"। শয়তান বুঝল যে, এ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-এর পুত্রত্ব ও ইলাহ হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়। এই শয়তানী প্রক্ষেপণের অসারতা বর্ণনায় ও খণ্ডনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার এমন সব আয়াত শোনান যা পুরোপুরি স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন (মুহকাম) এবং এমন জোরালো ভাষায় তা ব্যক্ত করেন, যা শুনে দ্বিধা-সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ থাকে না। এ যেন রূপক (متشابهات) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ নিয়ে শয়তান যে ধোঁকার সৃষ্টি করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, 'আয়াত-ই মুহকামাত' তা সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। যার ফলে সমস্ত দ্বিধা-সন্দেহ একেবারে কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়। তবে প্রশ্ন থেকে যায়- এমন দু'শ্রেণীর আয়াত কেন নাযিল করা হয় ? শয়তানের এমন প্ররোচনা ও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ কেন দেওয়া হয় এবং আয়াতগুলোকে محكم করার যে পন্থা পরবর্তীতে অবলম্বন করা হয়, সে প্রক্রিয়া পূর্ব থেকেই কেন গ্রহণ করা হয় না ? এ সব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞান ও হিকমাত থেকে উৎসারিত। আল্লাহ্ তা'আলা এ দুনিয়াকে জ্ঞান রাজ্যে ও আমলের দিক থেকে পরীক্ষাস্থল বানিয়েছেন।

অতএব, এ ধরনের কার্যকলাপে বান্দার জন্য পরীক্ষা রয়েছে, কে তার মনের ব্যাধি বা কাঠিন্যের কারণে রিপুর বশবর্তী হয়ে দ্বিধা-সন্দেহের চোরাবালিতে আটকা পড়ে থেমে যায় এবং কোন বিবেকবান ব্যক্তি আপন বিদ্যা-বুদ্ধি ও সত্যানুসন্ধানের বলে ঈমান ও জান্নাতের শীর্ষস্থানে গিয়ে পৌঁছে। মানুষ যদি সদিচ্ছা ও ঈমানদারীর মাধ্যমে বুঝতে চায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সাহায্য করে সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত করেন এটা সত্য। তবে বিরুদ্ধবাদী ও সন্দেহ পরায়ণের দল তাদের অবস্থা এই, তারা কিয়ামত কাল

(৫৩) لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ
الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۙ

৫৩. এ কারণে যে, শয়তান যা মিশায় তা দিয়ে আল্লাহ্ পরীক্ষা করে নেবেন তাদেরকে, যাদের মনে রয়েছে ব্যাধি এবং যারা পাষাণ হৃদয়; এবং পাপাচারীরা বিরোধিতায় বহু দূরে পড়ে রয়েছে।

পর্যন্ত স্বস্তি লাভ করতে পারবে না- "দোষী ব্যক্তি যাই স্পর্শ করে তাই দোষযুক্ত হয়ে যায়"। আমার এ বক্তব্যে অনেক কয়টি আয়াতের মর্মার্থ প্রকাশিত হয়ে গেল। আশা করা যায়, বিবেকবান লোক এর অংশগুলোকে আয়াতের অংশের সঙ্গে অনায়াসে সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে পারবেন। এই আয়াতগুলো যেমন আমি সূরা আলে-ইমরানের প্রারম্ভে বর্ণনা করেছিলাম– هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ এর সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব লক্ষণীয় যে, ثُمَّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ আয়াতে متشابهات এর এবং لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى এর সঙ্গে محكمات এর বর্ণনা রয়েছে এবং يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيَاتِهٖ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً الخ বাক্যে زائغين (বা সত্য লংঘন প্রবণের) এর দলে দু'টি শ্রেণীর লোক বুঝানো হয়েছে এরা হল (১) اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ যাদের অন্তরে ব্যাধি, এদের কাজ ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধান এবং (২) القاسية اقلوبهم। যাদের উদ্দেশ্য ফিৎনার অনুসন্ধান। তারপর وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الخ আয়াতকে وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ الخ-এর সাথে তুলনীয় এবং ঐ স্থানে যে দু'আ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا এর মাধ্যমে করা হয়েছিল, এখানে তা কবূল করার প্রকাশ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এর দ্বারা করা হয়েছে এবং رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَرَيْبَ فِيْهِ দু'আর সাথে وَلاَيَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ আয়াতের সামঞ্জস্য রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ আলোচ্য আয়াতের অধীনে তাফসীরকারগণ غرانيق প্রসঙ্গে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে সূরা نجم এ এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আমি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছি। তবে যাই হোক, পূর্ববর্তী ভাষ্যকারদের মতানুসারে আয়াতের সার বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। মনে হয়, এ যেন ব্যাখ্যা সে বিষয়েরই যা ইতোপূর্বে والذين سعوا فى اياتنا معاجزين বাক্যে আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার বর্ণনা ছিল।

(৫৪) وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ
فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
(৫৫) وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ ۝
(৫৬) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

৫৪ এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে; তারা যেন বুঝে নেয়- এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য, এরপর যেন তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এর প্রতি নরম হয়ে যায় তাদের অন্তর; এবং আল্লাহ্ অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে।[৮৭]
৫৫. এবং প্রত্যাখ্যানকারীরা এতে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের উপর কিয়ামত এসে পড়বে অসতর্কাবস্থায়। অথবা এসে পড়বে তাদের উপর এমন দিনের আযাব, যাতে পরিত্রাণ পাবার কোন পথ থাকবে না।[৮৮]
৫৬. আধিপত্য সে দিন আল্লাহ্রই; তিনিই তাদের বিচার করবেন[৮৯] অতএব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা সুখকর বাগানে অবস্থান করবে।

---

৮৭. তাফসীরে মূযিহুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে পথভ্রষ্টরা ধোঁকায় পড়ে যায় আর আসলে তাদের কাজই হচ্ছে বিভ্রান্ত হওয়া আর গোমরাহ হওয়া, পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ তাদের ঈমানদারীতে আরো অধিক পরিপক্ক ও সুদৃঢ় হয়। কারণ, এই কালামে বান্দার কোন দখল ও অধিকার নেই, যদি থাকত, তাহলে এটাও বান্দার খেয়াল ধারণার মতই, কখনো শুদ্ধ আর কখনো ভুল বলে প্রমাণিত হত। যার মন ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ কথা বুঝিয়ে দেন। তবে হযরত শাহ সাহেব (র) এ ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গী ও ধারণা মতে লিখেছেন। এ সম্পর্কে আমার যা ধারণা তা আমি পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে

৮৮. অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা হঠাৎ আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে অথবা ঐ দিনের আযাব সামনে এসে পড়বে। এটাও সম্ভব যে عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ দ্বারা দুনিয়ার আযাব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতেই এমন শাস্তি ভোগ করতে হবে যা থেকে কোন অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নেই।

৮৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এককভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কারো প্রকাশ্য ও নামে মাত্র রাজত্বও বাকী থাকবে না; এ সময় সমগ্র পৃথিবীর কার্যত একই সময় বিচার-মীমাংসা হয়ে যাবে, যার বিস্তারিত বিবরণ একটু পরেই দেওয়া হয়েছে।

(৫৭) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝
(৫৮) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ
اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝
(৫৯) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝
(৬০) ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝

৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যই রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৮. এবং যারা ঘর-বাড়ী ছেড়ে এসেছে আল্লাহ্‌র পথে এরপর নিহত হয়েছে, অথবা মারা গিয়েছে, অবশ্যই তাদেরকে দান করবেন আল্লাহ্ উৎকৃষ্ট জীবিকা। এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা।

৫৯. তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে পৌঁছাবেন যা তারা পসন্দ করবে; এবং আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞাতা, পরম সহনশীল।[৯০]

৬০. এটাই হয় যা শুনলে এবং কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সমপরিমাণ প্রতিশোধ নিলেও পুনরায় যদি তার উপর বাড়াবাড়ি করা হয় তবে অবশ্যই তার সাহায্য করবেন আল্লাহ্।[৯১] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী অত্যন্ত ক্ষমাশীল।[৯২]

মুহাজিরদের শুভ পরিণতি

৯০. মু'মিনদের পরিণাম ফলের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব লোক আল্লাহ্‌র পথে ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছে এবং তাদের দৃঢ়পণ ছিল, হয় তাঁরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শহীদ হবে, অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে, উভয় অবস্থাতেই তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে বিশিষ্ট মেহমান হিসেবে বিবেচিত হবেন। পানাহার, বাসস্থান, অবস্থান সবই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত যে, কোন্ বস্তু তাঁদের সন্তোষের অনুকূল হবে এবং তিনি এও জানেন যে, কোন্ শ্রেণীর লোকেরা তাঁর রাস্তায় তাঁদের ঘর-বাড়ী লুটিয়ে দিয়েছে আর তাদের প্রিয় মাতৃভূমিসহ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। এমন মুহাজির ও মুজাহিদীনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা তা স্বীয় ঔদার্যগুণে বরদাশত করবেন এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, অথবা তাঁর সর্বজ্ঞাতা (عليم) ও পরম সহিষ্ণু (حليم) গুণবাচক বিশেষ্য দু'টি এ উদ্দেশ্যে

(٦١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

৬১. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ নিয়ে নেন রাতকে দিনের ভিতরে এবং দিনকে রাতের মধ্যে৯৩ এবং আল্লাহ্ সব শোনেন, সব দেখেন।৯৪

প্রয়োগ করা হয়েছে যে, যারা এমন নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তাদের বাস্তুভিটা, আবাসভূমি পরিত্যাগে বাধ্য করল আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলকেই জানেন; কিন্তু তিনি তার সহনশীলতাবশত তাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তিদানে বিরত থাকেন।

৯১. মজলূম জালিমের নিকট থেকে তুল্যাংশে প্রাপ্য প্রতিশোধ নেয়ার পর যদি জালিম পুনরায় নতুন করে তার ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি আবার মজলূম বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুনরায় সাহায্য করবেন। কারণ, এ তার নীতিগত অভ্যাস যে, তিনি শেষ পর্যায়ে মজলূমের সাহায্য করে থাকেন— واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينهما وبين الله حجاب মজলূমের কাতর আবেদনকে ভয় কর। কেননা, ঐ আবেদন এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই।"

কবির ভাষায় ঃ

بترس از آه مظلومان که لهنگام دعا کرون
اجابت از د رحق بهر استقبال می اید

"মজলূমের আহাজারীকে ভয় কর, কেননা, তারা দু'আ করার সময়েই স্বয়ং আল্লাহ্র দরবার থেকে কবূল করার জন্য সাদর অভিনন্দন এসে যায়।"

৯২. অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দা মানুষেরও উচিত যেন, তারা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের কার্যকলাপে ও আচার-আচরণে ক্ষমা ও সহনশীলতার অভ্যাস গড়ে তুলবে। সর্বক্ষণই যেন প্রতিশোধ নেয়ার পেছনে লেগে না থাকে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন- তুল্যাংশে প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দেন না। যদিও প্রতিশোধ গ্রহণ না করাটাই শ্রেয়। তবুও বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ কাফিরদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছিল। এরপর কাফিররা উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে পূর্ণ মদদ দান করেন।

৯৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ এত বড় শক্তিমান যে, রাত ও দিনকে ওলট-পালট করে দেওয়া, সময় কমানো, বাড়ানো, তারই হাতে, তারই আয়ত্ত্বে, কোন সময়ের দিন বড়, কোন সময় রাত বড় হয়। অতএব, তিনি কি এমন ক্ষমতাবান নন যে, একটি

(٦٢) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ
وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝
(٦٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۖ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ
مُخْضَرَّةً ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

৬২. এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তাঁকে ব্যতীত তারা যাকে আহবান করে, সেই তো অসত্য এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সর্বোচ্চ, মহান।[৯৫]
৬৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর পৃথিবী হয়ে যায় সবুজ শ্যামল,[৯৬] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ জানেন গোপন প্রক্রিয়া, তিনি পরিজ্ঞাত।[৯৭]

নিপীড়িত-নির্যাতিত জাতি বা ব্যক্তিকে সাহায্য দান করে অত্যাচারী জালিমদের হাত থেকে মুক্ত করে দিবে, বরং তাদের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন। প্রথমতঃ মুসলমান মুহাজিরদের বর্ণনা ছিল, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে রাত ও দিনের মতই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ্ তা'আলা রাতকে দিনের মধ্যে নিয়ে নেন, অনুরূপভাবেই পৃথিবীর এই শির্ক ও কুফরের অঞ্চলকে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করবেন।

৯৪. অর্থাৎ মজলূমের কাতর প্রার্থনা শোনেন এবং জালিমের অন্যায় কার্যকলাপ দেখেন।

৯৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন মহাবিপ্লব আর কে ঘটাতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে সত্য ও সঠিক ইলাহ তো একমাত্র তিনিই; তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যান্য যারা ধোঁকাবাজির জাল বিস্তার করে খোদায়ীর দাবী করছে— তার সবই ভুল, মিথ্যা ও বাতিল। আল্লাহ্ তো তাকেই বল এবং মাবূদ তো তাকেই করা উচিৎ যিনি সবার উপরে, সবচেয়ে বড় এবং সর্বসম্মতভাবে এ মর্যাদা ও সম্মান একমাত্র সেই একক আল্লাহ্রই।

৯৬. অনুরূপভাবে, কুফরের শুষ্ক ও অনাবাদী ভূমিকে ইসলামের বারিপাতের মাধ্যমে শস্য-শ্যামলিমায় পরিণত করে দেবেন।

৯৭. তিনিই জানেন যে, কিভাবে বারিপাতে শস্য উৎপন্ন হয়, তাঁর কুদরত ভেতরে ভেতরে এমন ব্যবস্থাপনা ক্রিয়াশীল থাকে যে, শুষ্ক ভূমি পানি, জলীয় পদার্থ ইত্যাদি অংশকে নিজের মধ্যে শোষণ করে নিয়ে সজীব ও শ্যামল রূপ ধারণ করে। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর দয়া ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনায় ও প্রযত্নে এবং পরম সতর্কতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বনী আদমের আত্মাকে ইসলামের বারিধারা বর্ষণে শ্যামল ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলবেন।

(٦٤) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيْدُ ۟

(٦٥) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي
الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ؕ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

৬৪. তাঁরই যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অমুখাপেক্ষী প্রশংসার।[৯৮]

৬৫. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যা কিছু আছে পৃথিবীতে এবং নৌযানকে, যা চলাচল করে সমুদ্রে তাঁর নির্দেশে এবং স্থির রাখেন আকাশকে। যাতে পৃথিবীর উপর পতিত না হয় তার নির্দেশ ব্যতীত; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি চরম নমনীয় পরম দয়ালু।[৯৯]

---

৯৮ যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু আল্লাহ্রই অধিকারভুক্ত ও তাঁরই সৃষ্ট এবং সকলেই তার মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সেহেতু তাদের মধ্যে তিনি তাঁর ইচ্ছামত প্রয়োগাধিকার ও রদ-বদল করতে পারেন, এতে কোন বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না। অবশ্য নিরংকুশ স্বনির্ভরতা ও পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেটাই করেন। যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও মঙ্গলজনক; তাঁর যাবতীয় কাজ প্রশংসিত এবং তাঁর সত্তা সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও সদগুণাবলীর আধার।

মহান আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতা

৯৯. অর্থাৎ সৃষ্টিরাজ্যে আল্লাহ্র পক্ষে তোমাদের অথবা অপর কারোর কোন পরওয়া ছিল না; শুধু তাঁর সহানুভূতি ও অনুগ্রহের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, তিনি জল ও স্থলের অসংখ্য বস্তু আমাদের কল্যাণার্থে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর কুদরতের হস্ত দ্বারা আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ও অগণিত গ্রহ নক্ষত্রকে বায়ুমণ্ডল দৃশ্যত কোন থাম বা স্তম্ভ ব্যতীত ধরে রেখেছেন, যেগুলো স্ব-স্ব স্থান থেকে নীচের দিকে সরে যাচ্ছে না। অন্যথায় তাদের পতনে টক্কর খেয়ে আমাদের এ পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু যে পর্যন্ত না মহাপ্রভুর হুকুম হবে, এই চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের আপন আপন অবস্থান ও কক্ষপথ থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-ওদিক সরে যাওয়ার কোন আশংকা বা উপায় নেই। তবে الا باذنه। কথাটুকু দ্বারা কেবল আল্লাহ্র ক্ষমতার অস্তিত্ব, গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, অথবা কেবল কিয়ামতের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই সবিশেষ অবগত।

(٦٦) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ؗ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

(٦٧) لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ؕ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(٦٨) وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

(٦٩) اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

৬৬. এবং তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর মৃত্যু ঘটান, তারপর আবার জীবিত করবেন[১০০] নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।[১০১]

৬৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আমি নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি তারা যেন সেভাবেই বন্দেগী করে। অতএব, তারা যেন তোমার সঙ্গে ঝগড়া না করে এ বিষয়ে এবং তুমি আহবান করতে থাক তোমার প্রতিপালকের দিকে; নিঃসন্দেহে তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

৬৮. এবং যদি তারা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে, তবে তুমি বল, আল্লাহ্ই সে সম্পর্কে ভাল জানেন যা তোমরা করছ।

৬৯. আল্লাহ্ ফায়সালা করে দেবেন তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন যে বিষয়ে তোমাদের পথ ছিল পৃথক পৃথক।[১০২]

---

১০০. এভাবে কুফ্র ও মূর্খতার দ্বারা যে জাতির আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটেছিল, ঈমান ও মাআরিফাতের জীবনী শক্তি দ্বারা পুনরায় জাতিকে জীবিত করে তুলবেন।

১০১. মানুষ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত উপকার, এত নিআমত লাভ করেও তাঁর হক স্বীকার করে না; বরং প্রকৃত নিআমতদাতা মালিককে অস্বীকার করে অপরের সামনে মাথা নত করতে শুরু করে।

শরীআত ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দীন এক

১০২. সকল নবীই নীতিগতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে এক ও অভিন্ন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক উম্মতের জন্য বন্দেগীর নিয়ম পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারণ করেছেন। সে সব নিয়মানুসারে ঐ সকল উম্মত আল্লাহ্র বন্দেগী করত। উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্যও এক বিশেষ ধরনের শরীআত পাঠানো হয়। কিন্তু মূলত দীন সর্বকালের জন্য একই ধরনের থেকে যায়, কেননা, আল্লাহ্ ব্যতীত কখনো অন্য কোন দ্বিতীয় বস্তুর ইবাদত কখনো নির্দিষ্ট করা হয়নি। এ কারণে তাওহীদ সংক্রান্ত এ সব সর্বসম্মত বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা করা কারো পক্ষে কোন সময়েই উচিৎ নয়। যেহেতু এমন

(৭০) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

(৭১) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৭০. তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ অবগত আছেন যা কিছু আছে আকাশ ও পৃথিবীতে; এ সব লিপিবদ্ধ আছে এক গ্রন্থে; এটা আল্লাহ্র নিকট সহজ ব্যাপার।[১০৩]

৭১. এবং তারা উপাসনা করে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর যার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই[১০৪] এবং জালিমদের নেই কোন সাহায্যকারী।[১০৫]

একটি সুস্পষ্ট বিষয়েও অযথা ছিদ্রান্বেষণ করা হয়। অতএব, হে নবী! আপনি কোন পরওয়া করবেন না। আপনি যে সরল পথে রয়েছেন, জনগণকেও সে পথেই আহবান করতে থাকুন এবং অযথা ঝগড়া সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারটি এককভাবে আল্লাহ্র উপর সমর্পণ করুন। তিনি স্বয়ং তাদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছেন এবং সম্যক অবগত আছেন। তিনি কিয়ামতের দিন তাদের সমস্ত মতবিরোধ ও বাক-বিতণ্ডার কার্যত মীমাংসা করে দেবেন। আপনি দাওয়াত ও প্রচার কার্যের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। এ বিষয়ে অধিক শিরঃপীড়ায় ভুগবেন না। এমন জেদকারী ও হঠকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে সমুচিত পদক্ষেপ আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই রয়েছে।

বিঃ দ্রঃ فلا ينازعنك فى الامر বাক্যাংশের অর্থ সম্ভবত এই যে, যেহেতু বিভিন্ন উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথক পৃথক কার্যবিধি বা আমলের বিভিন্ন ধারা নির্ধারণ করেছেন সে নিয়মে এ পয়গাম্বর (সা)-এর উম্মতের জন্য নতুন শরীআতের প্রবর্তনে নতুন কোন নিয়ম-নীতি চালু হলে তাতে ঝগড়া-বিবাদের কি কারণ থাকতে পারে? কোন কোন তাফসীরকারের মতে مَنْسَكَ অর্থ যবেহ ও কুরবানী। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ সেটাই যা আমাদের অনুসন্ধানী অনুবাদক (র) মনে করেছেন এবং তা হচ্ছে ইবাদত পদ্ধতি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১০৩. অর্থাৎ তাদের আমলের ওপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে এবং কিছু কল্যাণ ও কৌশলগত দিকের প্রেক্ষিতে এই জ্ঞানানুসারে যাবতীয় ঘটনা লওহে মাহফুযে (সুরক্ষিত ফলক) এবং আদম সন্তানদের সমস্ত আমল তাদের 'আমলনামায়' লিখেও দেওয়া হয়েছে। সে অনুসারেই কিয়ামতের দিন বিচার মীমাংসা হবে। আর এই অসংখ্য বিষয় সঠিকভাবে জানা, লিপিবদ্ধ করা এবং সেমতে কোন বিষয় বাদ না দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া আল্লাহ্র পক্ষে কোন কঠিন কাজ নয়।

(٧٢) وَاِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ تَعۡرِفُ فِیۡ وُجُوۡهِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوا
الۡمُنۡکَرَ ؕ یَکَادُوۡنَ یَسۡطُوۡنَ بِالَّذِیۡنَ یَتۡلُوۡنَ عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِنَا ؕ قُلۡ
اَفَاُنَبِّئُکُمۡ بِشَرٍّ مِّنۡ ذٰلِکُمۡ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ؕ وَ
بِئۡسَ الۡمَصِیۡرُ ۠

৭২. এবং যখন তাদেরকে শোনানো হয় আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তখন তুমি লক্ষ্য করবে অস্বীকারকারীদের চেহারায় অসন্তোষ; তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তাদের উপর যারা পাঠ করে তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ।১০৬ তুমি বল, তবে কি আমি তোমাদেরকে সংবাদ দেব এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন বস্তুর ? সে হচ্ছে আগুন। এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদেরকে এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।১০৭

কাফিরদের অযৌক্তিক আচরণ ও এর পরিণতি

১০৪. তারা কেবলমাত্র পিতৃ-পুরুষের অন্ধ অনুসরণ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ ধরনের কাজ করে; তাছাড়া কোন পরম্পরাগত প্রমাণ বা বুদ্ধি-বৃত্তিক দলীল এদের নেই।

১০৫. আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীবাদীতাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচার ও অবিবেচনার কাজ। অতএব, এমন জুলুমবাজ বিবেকহীন লোকেরা যেন বিশেষভাবে স্মরণ রাখে যে, তাদের সে অংশীরা বিপদকালে তাদের না কোন উপকারে আসবে, আর না তাদের কোন সাহায্য করতে পারবে।

১০৬. অর্থাৎ কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ (যেগুলোতে একত্ববাদ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে) শুনে কাফের মুশরিকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং মুখে চরম অসন্তোষের লক্ষণ দেখা দেয়, এমনকি রাগ ও গোস্বায় তারা আয়াত পাঠকদের ওপর আক্রমণ করে বসতে চায়। এমনকি, তারা সময় সময় এ ধরনের অবাঞ্ছিত কাজ করেও বসে।

১০৭. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত পাঠকালে তোমাদের এই গোস্বা-রাগ ও অসন্তোষ অপেক্ষা গুরুতর অশ্বস্তিকর বস্তু যা কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে হচ্ছে দোযখের আগুন। যার প্রতিশ্রুতি কাফেরদেরকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, এ দু'টির মধ্যে পরিমাপ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, তুলনামূলকভাবে কোন্ বিস্বাদ ঢোঁক গেলা তোমাদের পক্ষে সহজতর হবে।

(৭৩) يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ○

(৭৪) مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

৭৩. হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে- অতএব মনোযোগ দিয়ে তা শোন[১০৮] তোমরা যাদের উপাসনা কর, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সবাই একত্রিতও হয়ে যায়; এবং যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট থেকে মাছি তবে তারা তাও তার কাছে থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না; কতই না দুর্বল অন্বেষক এবং অন্বেষিত।[১০৯]

৭৪. তারা আল্লাহ্‌র মর্যাদা উপলব্ধি করেনি যেমনটি তার মর্যাদা রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।[১১০]

---

১০৮. এখানে তাওহীদের পাশাপাশি শির্‌কের কুফল বর্ণনায় চমৎকার উপমা স্বরূপ একটি মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে। যা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। এর উদ্দেশ্য হল শির্‌কের ঘৃণ্য ও জঘন্য আচরণ থেকে মানুষ যেন নিবৃত্ত থাকে।

শিরকের দৃষ্টান্ত

১০৯. মাছি অতি সাধারণ ও তুচ্ছ প্রাণী। যে সব দেবতার মধ্যে এতটুকু ক্ষমতাও নেই যে, সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারে অথবা মাছি দেবতার নামে উৎসর্গিত কোন ভেট্ ইত্যাদি থেকে কোন বস্তু নিয়ে গেলে তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিতে পারে। এমতাবস্থায় তাদেরকে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে উপাস্য ও খোদার আসনে বসিয়ে দেওয়া কেমন মূর্খতা বোকামী ও বেআদবী তা সহজেই অনুমেয়। আসলে সত্য এই যে, মাছিও দুর্বল, মাছি অপেক্ষা তাদের দেবমূর্তিগুলো দুর্বলতর এবং মূর্তিগুলো অপেক্ষা তাদের পূজারী ও সর্বাধিক দুর্বল। কারণ, সে এমন তুচ্ছ ও দুর্বল বস্তুকে তার উপাস্য, পূজনীয় ও প্রয়োজন পূরণকর্তা বলে মেনে নেয়।

১১০. অর্থাৎ তারা যদি বুঝতো তবে এমন বেআদবী কখনো করতে পারতো না। আল্লাহ্‌র মর্যাদা কি এতই তুচ্ছ যে, এমন দুর্বল বস্তুকে তাঁর সমতুল্য ও সমমানের বলে ধরে নেয়া যাবে ? (নাউযুবিল্লাহ্!) আসলে তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদার সামনে তো সান্নিধ্য প্রাপ্ত, মহান মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতারা এবং পয়গাম্বরগণও অসহায় ও বাধ্য। তাদের কথাতো মুখেই আনা যায় না।

(৭৫) اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

(৭৬) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(৭৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ السجدة

৭৫. আল্লাহ বেছে নেন ফেরেশতাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য থেকেও[১১১] আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১১২]
৭৬. তিনি জানেন যা কিছু তাদের অগ্রে এবং যা কিছু তাদের পশ্চাতে আছে এবং আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিবে সকল বিষয়।[১১৩]
৭৭. হে ঈমানদারগণ! রুকূ কর, সিজদা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের এবং সৎকর্ম কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১১৪]

রাসূলগণের মর্যাদা

১১১. অর্থাৎ কোন কোন ফেরেশতাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়গাম্বরের কাজ নেন (যেমন জিবরাঈল আ) এবং কোন কোন মানুষের মধ্য থেকে, যাদেরকে আল্লাহ্ এই পদমর্যাদার জন্য নির্বাচন করেন। তাদের ব্যাপারে এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁদের মর্যাদা অপরাপর সকল সৃষ্ট জীবের শ্রেষ্ঠতম অবশ্যই হতে হবে।

১১২. অর্থাৎ তাদের সব কথা, সব বিষয় এবং তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল অবস্থাই তিনি দেখেন ও জানেন, এ কারণে এ হক তারই জন্য সংরক্ষিত যে, তিনি যার যে অবস্থা ও গুণবত্তা, সেদিকে নজর রেখে রিসালাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় যাকে ইচ্ছা তাকেই অধিষ্ঠিত করবেন।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ আল্লাহ্ তাঁর রিসালাতের গুরুদায়িত্ব কোথায় কার ওপর অর্পণ করবেন তা তিনিই সর্বাধিক অবগত (৬ ঃ ১২৪)।

এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তারাই যারা সংবাদ বাহক, আর ফেরেশতাদের মধ্যেও তারাই সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ, যারা একাজে নিয়োজিত। অর্থাৎ এদের হিদায়াত পরিত্যাগ করে তোমরা প্রতিমার পূজা কর, আর তাদেরকে মান্য কর এ কেমন উদ্ভট কথা।

১১৩. অর্থাৎ তাদেরও ক্ষমতার স্বাধীনতা নেই। কারণ, প্রত্যেক বস্তুতেই কেবলমাত্র আল্লাহ্রই এখতিয়ার (মূযিহুল কুরআন)।

(৭৮) وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ
مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ
هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۠

৭৮. এবং আল্লাহ্‌র পথে সাধনা কর যেমন সাধনা তার জন্য করা উচিৎ[১১৫] তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন[১১৬] এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা করেননি[১১৭] এ দীন তোমাদের পিতা ইবরাহীমের।[১১৮] তিনিই পূর্ব থেকেই তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এ কুরআনেও[১১৯] যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হন এবং তোমরাও সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য।[১২০] অতএব, কায়েম কর নামায, আর দিতে থাক যাকাত এবং মযবুত করে ধর আল্লাহ্‌কে, তিনি তোমাদের মালিক তাই কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।[১২১]

মু'মিনদের দায়িত্ব

১১৪. শির্কের ত্রুটি এবং মুশরিকদের অপকর্মের বর্ণনার পর মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন— "তোমরা একক ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র বন্দেগীতে নিরন্তর নিয়োজিত থাক, তাঁরই সামনে অবনত হও, তাঁরই দরবারে কপাল ঠেকাও এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে অন্যান্য কল্যাণমূলক কার্যাদি করে যাও, যাতে করে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়।

১১৫. নিজের আত্মাকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং দুনিয়াকে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি পরিশ্রম ও সাধনা কর যা এহেন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে শেষ কথা এই, পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কৃতিত্ব অর্জনের জন্য কতই না পরিশ্রম করে যাচ্ছ; আর এটা তো দীনধর্ম ও আখিরাতের চিরস্থায়ী কৃতিত্ব অর্জনের পথ। এ পথে যত শ্রমই স্বীকার করা হোক না কেন, ইনসাফের দৃষ্টিতে তা অতি অল্প বলে গণ্য হবে।

বিঃ দ্রঃ مجاهده মুজাহাদা শব্দ দ্বারা চেষ্টা ও সাধনা বুঝায়, সর্বপ্রকার মৌখিক, লিখিত বা চিন্তামূলক আর্থিক ও দৈহিক প্রচেষ্টা এর আওতাভুক্ত। এছাড়া জিহাদের সকল প্রকার যেমন- নফসের সঙ্গে জিহাদ, শয়তানের সঙ্গে জিহাদ, কাফেরদের সঙ্গে, বিদ্রোহী ও বাতিলপন্থীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১১৬. তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এভাবে যে, তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পয়গাম্বর এবং সমস্ত শরীআতের মধ্যে পূর্ণতম শরীআত দান করেছেন। আর সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র পায়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং এভাবেও অন্যান্য উম্মতের মধ্যে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

১১৭. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এমন কোন অসুবিধা রাখা হয়নি যা পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিধি বিধানে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দান ও সহজ-সাধ্য রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তবে যদি কেউ কোন সহজ বিষয়কে তার ওপর কঠিন করে নেয়, তবে সে আলাদা কথা।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিতারূপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য

১১৮. যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ) হুযূর (সা)-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ, হযরতের দাদার বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত, এ কারণে তিনি সমগ্র উম্মতেরই পিতৃস্থানীয় অথবা অর্থ এই যে তিনি আরবদের পিতা, কেননা, কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম আরবদেরকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়।

মুসলিম নামকরণের তাৎপর্য

১১৯. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, প্রথম আসমানী কিতাবগুলোতে এবং কুরআনেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছেন (যার অর্থ আদেশ পালনকারী ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী) অথবা, প্রথমত ইবরাহীম (আ) তোমাদের এ নাম রেখেছিলেন যখন তিনি তার সকাতর আবেদনে বলেছিলেন وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ প্রভু! আমাদের পিতা-পুত্র দু'জনকেই মুসলিম বানিয়ে দাও, এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও একদল মুসলমান তৈরি করে দাও (২ ঃ ১২৮)।

আর এ কুরআনেও সম্ভবত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আবেদনের ফলেই এ নামকরণ করা হয়েছে। তবে যাই হোক, তোমাদের নাম 'মুসলিম'। যদিও অন্যান্য উম্মাতের সদস্যরাও মুসলিমই ছিলেন, কিন্তু এ গৌরবজনক উপাধি তোমাদের জন্যই সুনির্দিষ্ট হয়েছে; অতএব, বিষয়টির যথার্থ মূল্যায়ন অবশ্যই তোমাদের করা উচিৎ।

১২০. তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন এ কারণে যে, তোমরা অপরাপর উম্মতকে শেখাবে এবং রাসূল (সা) তোমাদেরকে শেখাবেন; এবং এ উম্মত যারা সবার শেষে এলেন- তাদের পরে আসার কারণ এই যে, তারা অন্যান্য সব উম্মাতের ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেবেন এবং সকলকে সরলপথ বাতলে দেবেন। অর্থাৎ এতে যে সম্মান ও মর্যাদা এদের অর্জিত হবে তা এ কারণে যে, এরা পৃথিবীর জন্য প্রশিক্ষণদাতা হিসাবে সুনাম অর্জন করবে এবং তাবলীগী জিহাদ করবে।

বিঃ দ্রঃ অন্যান্য মুফাসসিরগণ شهيد ও شهداء শব্দ দু'টিকে সাক্ষী অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিয়ামতের দিন যখন অপরাপর উম্মতগণ অস্বীকার করবে "পয়গাম্বরগণ

আমাদের নিকট তাবলীগ করেননি" এবং পয়গাম্বরদের নিকট থেকে সাক্ষী তলব করা হবে; তারা উম্মতে মুহাম্মদীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করবেন। এ উম্মত সাক্ষ্য দিবে যে, অবশ্যই পয়গাম্বরগণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেছেন এবং এভাবে আল্লাহ্র হুজ্জত কায়েম করেছেন। এরপর যখন প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা কি করে জানতে পারলে? তখন তারা উত্তরে বলবে যে, তাদের নবীই এ সংবাদ দিয়েছেন যার সত্যতা প্রমাণে খোদার সুরক্ষিত কুরআন গ্রন্থ সাক্ষী রয়েছে। মনে হয়, এ সম্মান ও পদমর্যাদা এ কারণে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে এক বিরাট মোকদ্দমার সম্মানিত সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তোমাদের সাক্ষ্যের শুনানি এবং মর্যাদা ও তোমাদের পয়গাম্বরের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হবে, কারণ তিনিই তোমাদের সাফাই ঘোষণা করবেন।

১২১. অর্থাৎ আল্লাহ্র নিআমতের মূল্যায়ন কর, আপন সুনাম, উপাধি, খিতাব, গুণবত্তা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখ এবং উপলব্ধি কর যে, তোমাদেরকে এক বিরাট কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো হয়েছে। এ কারণে প্রথমত ঃ নিজেকে যাবতীয় কাজের আদর্শ হিসেবে প্রমাণিত কর- নামায, যাকাত, (অন্য কথায়, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত) ইত্যাদিতে যেন ত্রুটি না হয়, যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়রূপে ধারণ কর, যেন তোমার পা সত্য পথ থেকে একটুও এদিক ওদিকে স্খলিত না হয়, তাঁর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ওপর ভরসা রাখ। যাবতীয় দুর্বল উপায় ও অবলম্বন পরিত্যাগ কর, এককভাবে তাকেই আপন প্রভু ও মালিক মনে কর, তিনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মালিক ও সাহায্যকারী আর কে হতে পারে?

رب اجعلنا من مقيمى الصلوة ومؤتيالزكوة والمعتصمين بك والمتوكلين عليك فانت مولنا وناصرنا - فنعم المولى انت ونعم النصير - تم سورة الحج بفضله ومنه قبله الحمد وعلى نبيه الصلوة والتسليم .

প্রভু আমাদেরকে নামায আদায়কারী, যাকাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও, কুরআন ও ইসলামকে মজবুতরূপে ধারণকারী তোমার ওপর ভরসাকারী বানিয়ে দাও। কারণ, তুমি আমাদের প্রভু ও সাহায্যকারী কত সুন্দর মাওলা, কতইনা সুন্দর সাহায্যকারী তুমি।

॥ সূরা হাজ্জের তাফসীর সমাপ্ত ॥

আল্লাহ্র দরবারে হাজারো শুকরিয়া ও তাঁর নবীর উপর দরূদ ও সালাম।

সূরা মু'মিনূন

১১৮ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ

(٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

১. অবশ্যই সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ।

২.যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী।[১]

মু'মিন বান্দাদের গুণাবলী ঃ নামাযের 'খুশূ' শব্দের ব্যাখ্যা

১. خشوع 'খুশূ' অর্থ কারো সামনে ভয়-ভীতি ও আতংকিত অবস্থায় নীরব, নিশ্চল ও নত হওয়া; অতএব লক্ষণীয় যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) خَاشِعُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যা خائفون - ساكنون শব্দ দ্বারা করেছেন, যার অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত, নীরব, নিশ্চল এবং تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ আয়াতও প্রমাণিত করে যে, خشوع শব্দে এক ধরনের নীরবতা ও হেয়তার অর্থ লক্ষ্য করা যায়। কুরআন-ই-কারীমের 'খুশূ' শব্দ চেহারা, চোখ, শব্দ ও স্বর ইত্যাদির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং এক জায়গায় اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতে قلب শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, মূলত خشوع হচ্ছে কলবের ব্যাপার, দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের خشوع হচ্ছে তার অনুগামী। যখন নামাযকালে কাল্‌ব বা মন ভীত-সন্ত্রস্ত, নীরব এবং বিনীত হয়, তাহলে মনের

(۳) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

(٤) وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

৩. যারা অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত।[২]

৪. যারা যাকাত দানে সক্রিয়।[৩]

খেয়াল এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াবে না। একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হবে। এরপর ভয়-ভীতি এবং স্থিরতা ও নম্রতার লক্ষণ শরীরের উপরেও প্রকাশ পাবে। যেমন বাহু ও মাথা ঝুঁকানো, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, আদবের সঙ্গে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, এদিকে সেদিকে না তাকানো, কাপড়-চোপড় ও দাড়ি ইত্যাদি নাড়া-চাড়া করে খেলা না করা, আঙ্গুল না মটকানো; এ ধরনের বহু আচরণ ও অবস্থা 'খুশূ' (خشوع)-এর ফলশ্রুতিরূপে দেখা দেবে।

বহু হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা নামাযে এমন নীরব নিশ্চল থাকতেন, যেন নিষ্প্রাণ লাকড়ী এবং বলা হত যে, এ ছিল নামাযের 'খুশূ' বা বিনয়-নম্রতা। ফকীহদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে যে, 'খুশূ' বা বিনয়-নম্রতা ব্যতীত নামায শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা ? 'রূহুল মাআনী' প্রণেতা লিখেছেন— নামাযের অংশ হওয়ার জন্য 'খুশূ' শর্ত নয়, তবে নামায কবূল হওয়ার জন্য অবশ্যই শর্ত; তবে টীকাকার বলেন, আমার মতে এ কথা বলাই উত্তম হবে যে, নামায কবূল হওয়ার জন্য খুশূ' শর্ত বটে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। এখানে বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। ইহয়াউল উলূম ও তার ব্যাখ্য গ্রন্থে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য। তবে যাই হোক, পরম মুক্তি ও চরম সাফল্য সে সব মু'মিনের ভাগ্যে জুটবে যাঁরা খুশূ ও খুযূ-এর সঙ্গে নামায আদায় করেন এবং তাঁরা সে সব গুণে ভূষিত হবেন যেগুলো ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. অর্থাৎ যারা বাজে কথা ও অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে না; অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন বাজে কথা বলে তবে সে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সার্বক্ষণিক বন্দেগী থেকে তাদের এতটুকু অবসরই হয় না যে, এমন ক্ষতিকর ফাসাদে নিজেদেরকে লিপ্ত করবে ?

چه خوش گفت بهلول فرخنده خو * چون بگذشت بر عارف جنگجو

گرین مدعی دوست بشنا ختے * به پیکار دشمن نه پر داختے

"হাসি মুখ বাহলূল কী চমৎকারই না বলেছেন, যখন তিনি জনৈক কলহ-প্রিয় দরবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যদি এ ব্যক্তি সত্যিই বন্ধু চিনতো তবে দুশমনের সাথে কলহে লিপ্ত হতো না।"

৩. অর্থাৎ তাদের অভ্যাস এই, তারা হর-হামেশা যাকাত আদায় করতে থাকে। এমন নয় যে, কখনো যাকাত দেয়, কখনো দেয় না। সম্ভবত এ কারণেই يؤدون

(৫) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(٦) اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

(٧) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

৫. যারা যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।
৬. নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতীত, এতে তারা হবে না নিন্দনীয়।
৭. এবং যে কেউ এদের ব্যতীত অপর কাউকে কামনা করবে তারা হবে সীমাতিক্রমকারী[৪]

الزكوة। এর স্থলে للزكوة فاعلون। বাক্যধারা নির্বাচন করা হয়েছে; যেন এ কথাই বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত আদায় করাটা তাদের সর্বকালীন কাজ। অনুসন্ধানী অনুবাদক (র) তাই دیا کرتے ہیں অর্থাৎ 'হর হামেশা যাকাত আদায় করে থাকে' এভাবে অনুবাদ করে এদিকে ইশারা করেছেন মনে হয়, (ব্যাকরণগত দিক থেকে present Perfect Continuous tense- এর ধারণা)। কোন কোন ভাষ্যকার এখানে زكوة শব্দকে পবিত্রতা বা পবিত্রকরণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। মনে হয়, আলোচ্য আয়াতকে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا এবং قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى আয়াতদ্বয়ের এর সদৃশ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। যদি উদ্দেশ্য এটাই হয়, তবে অর্থকে عام বা সাধারণ ধরা হবে, যাতে শারীরিক আত্মিক, এবং আর্থিক ইত্যাদি সব ধরনের পবিত্রতা রক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাত ও সাদাকাত ও এক ধরনের আর্থিক পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া (خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ কর, যাতে করে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে প্রকাশ্যে ও ভিতরে (সূরা তাওবা ৯ ঃ ১০৩)। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয় যে, যেহেতু এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত এবং মক্কায় যাকাত ফরয হয়নি, সেহেতু মক্কায় যাকাত কার্যকর নয়। ইবন কাছীর (র)-এর সমুচিত জবাব এভাবে দিয়েছেন ঃ আসলে যাকাতের বিধি-বদ্ধতা অবশ্যই মক্কায় হয়েছিল তবে যাকাতে পরিমাণ ও নিসাব ইত্যাদি নির্ধারণ মদীনায় হিজরতের পরে হয়েছিল। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৪. অর্থাৎ নিজের বিবাহিতা স্ত্রী অথবা বাঁদী ব্যতীত কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করলে তা হবে বৈধ পথ থেকে সীমাতিক্রমে বাড়াবাড়ি করা, অতএব, এতে অবৈধ সঙ্গম, পুং মৈথুন, হস্তমৈথুন ইত্যাদি অবৈধ বীর্যপাতের সব ধরনের উপায়ই অন্তর্ভুক্ত হবে; বরং কোন কোন ভাষ্যকার 'মুত্আ' বা চুক্তি বিয়ের অবৈধতা প্রমাণ করেন। যা হোক, এ বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়, এ বিষয়ে এ আয়াতের অধীনে রূহুল মাআনী গ্রন্থের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(৮) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ
(৯) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ
(১০) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۙ
(১১) الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৮. এবং যারা রক্ষাকারী তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতির[৫]
৯. এবং যারা নিজেদের নামাযের খবর রাখে[৬]
১০. তারাই উত্তরাধিকার প্রাপক।
১১. যারা উত্তরাধিকারী হবে শীতল ছাউনি বিশিষ্ট বাগানের[৭] সেখানে তারা থাকবে চিরদিন।

---

৫. অর্থাৎ যারা আমানত, কথা ও অঙ্গীকার রক্ষা করে চলে, খিয়ানত করে না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, তা আল্লাহ্র সঙ্গেও নয়, আর বান্দার সঙ্গেও নয়।

৬. সমস্ত নামাযই ওয়াক্ত, আদব ও দাবীর প্রতি লক্ষ্য করে যথারীতি আদায় করে। দৈনন্দিন সামাজিক কার্যাদির ঝামেলায় আল্লাহ্র ইবাদত থেকে যেন উদাসীন না হয়ে পড়ে। এমনকি সফলকামী মু'মিনদের ছয়টি গুণ ও অভ্যাস এখানে বর্ণনা করা হয়েছেঃ যেমন—

ক. খুশূ খুযূ অর্থাৎ বিনয়-নম্রতার সঙ্গে নামায আদায় করা— অর্থাৎ দেহ ও মনে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়া।

খ. অযথা, অনর্থক ও বাজে কথা থেকে দূরে থাকা।

গ. যাকাত অর্থাৎ সম্পদে আল্লাহ্র হক তথা দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য আদায় করা অথবা নিজের দেহ, আত্মা এবং সম্পদ কলুষতামুক্ত রাখা।

ঘ. কু-প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা।

ঙ. আমানত ও অঙ্গীকারের হিফাজত করা অর্থাৎ দৈনন্দিন আচার ব্যবহার সঠিক রাখা।

চ. এবং সর্বশেষে পুনরায় নামাযগুলোকে পুরোপুরি হিফাজত করা; এভাবে যেন নামাযগুলোর সঠিক ওয়াক্ত, আদব ও শর্ত যথারীতি পালিত হয়। এতে করে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র দরবারে নামাযের হক ও মর্যাদা কত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রসঙ্গটি নামায দ্বারাই আরম্ভ করা হয়েছে এবং নামাযের উপরেই শেষ করা হয়েছে।

৭. জান্নাতের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে আমি ইতোপূর্বে কোনস্থানে লিখেছি।

(١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ

(١٣) ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۚ

(١٤) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ
الْخٰلِقِيْنَ ۚ

(١٥) ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۚ

১২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান থেকে।৮

১৩ তারপর আমি তাকে রাখি শুক্র বিন্দুরূপে এক নিরাপদ আধারে৯;

১৪. তারপর আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি জমাট রক্তে; এরপর জমাট রক্তকে পরিণত করি পিণ্ডে এবং গোশত পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে এরপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দিয়ে১০; অবশেষে তাকে গঠন করে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে।১১ অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান।১২

১৫. এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে।১৩

মানুষের সৃষ্টি-কৌশল ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

৮. কেননা, সবার পিতা হযরত আদম (আ) নির্বাচিত মাটি থেকেই প্রথমে সৃজিত হন এবং এমনিতে সমস্ত বনী আদম বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়েছে এবং বীর্য ও মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্যের নির্যাসস্বরূপ।

৯. অর্থাৎ জরায়ু বা মাতৃগর্ভে যেখানে কোন দিকে নড়া-চড়া করতে পারেনি।

১০. অর্থাৎ গোশতের কিছু অংশ শক্ত করে হাড় বানিয়ে দিলাম এবং হাড়ের কাঠামোর উপর গোশত চামড়া পড়িয়ে দিলাম। সূরা হাজ্জে প্রায় এ ধরনের মানবাকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

১১. অর্থাৎ রূহ ফুঁকে দিয়ে এক জীবিত জাগ্রত মানুষে পরিণত করা হল, যার উপর ভবিষ্যতে বাল্যকাল, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্যের বহু অবস্থা ও স্তর অতিক্রম করতে হয়।

১২. যিনি অত্যন্ত সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব দিয়ে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তিগুলোকে সর্বোত্তম ছাঁচে ঢেলেছেন এবং তার নির্মাণ কার্য পূর্ণ কৌশলের সঙ্গে অত্যন্ত সুসঙ্গত ও সুসামঞ্জস্যরূপে তৈরি করেছেন।

১৩. অর্থাৎ তোমাদের অস্তিত্ব কোন ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া সৃষ্টি নয়; বরং তা ধারকৃত এবং অপরের দান বটে; সুতরাং মৃত্যুর আগমনে সকল চিত্র ও ছবি বিকৃত করে

(١٦) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○

(١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

(١٨) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِى الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ○

১৬. এরপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।[১৪]

১৭. আমি তো সৃষ্টি করেছি তোমাদের উপরে সাতটি স্তর[১৫] এবং সৃষ্টি বিষয়ে আমি অসতর্ক নই।[১৬]

১৮. এবং আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে পানি পরিমিতভাবে[১৭] এরপর আমি তা মাটিতে আটকিয়ে রাখি[১৮]; আমি তা নিয়ে যেতেও সক্ষম[১৯]

দেয়। তোমরা সে সময় তার শক্তিশালী পাঞ্জা থেকে আপন অস্তিত্বকে রক্ষা করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে অপর কোন, প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি তোমাদের উপর রয়েছে, যিনি তাঁর শক্তিশালী হস্তে অস্তিত্বের রজ্জু ধরে রেখেছেন যখন ইচ্ছা, ঢিল দেবেন, আর যখন ইচ্ছা, তা কষে ধরবেন।

১৪. যিনি প্রথমবারে সৃষ্টি করেছিলেন, তিনিই পুনরায় বানিয়ে দাঁড় করাবেন যাতে করে প্রথম অস্তিত্বের সুপ্ত ক্ষমতাগুলো এবং কর্মকাণ্ডের ফলাফল পূর্ণতম আকার ও প্রকারে প্রকাশিত করে প্রমাণিত করে দেখাবেন যে, এতবড় বিরাট কারখানা অকারণে ও নিষ্ফল সৃষ্টি করা হয়নি।

১৫. طرائق তারাইক বহুবচন একবচনে তারিকুন طريق রাস্তা, পথ। কোন কোন তাফসীরকার এবং শব্দ তত্ত্ববিদদের মতে এর অর্থ স্তর, অর্থাৎ আকাশ, উপর-নীচে সাতটি স্তর বিশিষ্ট- যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন— (كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا) অর্থাৎ তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ তাআলা কিরূপে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী ? আবার কেউ কেউ طرائق অর্থ পথসমূহ অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন যেগুলো ফেরেশতাদের চলাফেরা করার রাস্তারূপে ব্যবহৃত হয়। আবার সাম্প্রতিককালের কোন কোন গ্রন্থকার سبع طرائق দ্বারা আকাশে সাত তারার বিচরণকে বুঝিয়েছেন এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১৬. প্রতিটি বস্তু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, যথাযথ নির্দেশনা ও সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করেছেন। উর্ধ্বাকাশের সশরীরী ও দেহধারী বিষয়বস্তু اجرام سماء। এবং নিম্ন জগতের সৃষ্টিকুলের মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই যা আমার জ্ঞানের পরিধি এবং ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। যদি এমনটি না হত তবে গোটা শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যেত (يعلم مايلج فى

(১৯) فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ ۘ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۙ
(২০) وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ تَنْۢبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ ۝

১৯. এরপর আমি এর দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল; আর তা থেকে তোমরা আহার করে থাক২০
২০. এবং এমন এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তেল/ভোজ্যতেল ও ব্যঞ্জন ভোজনকারীদের জন্য ।২১

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا الخ অর্থাৎ তিনি জানেন, যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু অবতরণ কর এবং আকাশে যা কিছু আরোহণ হয়। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ৪)

১৭. আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি পরিমাণ মত মেপে মেপে, তা না এতটা বেশী যে, পৃথিবী অসময়ে ও অপ্রয়োজনে ভরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, আর না এত কম যে, প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট না হয়।

১৮. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি মাটির ভিতরে চুষে নেয় যা আমরা কূয়া ইত্যাদি খনন করে প্রয়োজন মত বের করে নেই।

১৯. অর্থাৎ আমি যদি বৃষ্টির পানি বর্ষণ করার ইচ্ছা না করি, তবে আমি তা নাও করতে পারি; পক্ষান্তরে বর্ষণ করার পর যদি তোমাদেরকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না দেই, যেমন এত পরিমাণ গভীর করে দিই যে, তোমরা তলদেশ থেকে সে পানি উত্তোলনে সমর্থ না হও, কিংবা আমি ঐ পানি শুকিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিই, অথবা তা লবণাক্ত ও বিস্বাদ করে দিই, বুঝে নাও, এ সব কিছুই আমি করতে পারি।

২০. অর্থাৎ ওগুলোর সজীবতা দেখে তোমরা খুশী হও কোনটি ফল হিসেবে, আবার কোনটি খাদ্যরূপে ব্যবহার কর।

২১. 'যায়তুন গাছ' যা থেকে তেল নির্গত হয়, যা মালিশরূপে ব্যবহৃত হয়, এছাড়া বহুদেশের লোক ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করে। এ গাছের উল্লেখ— বিশেষভাবে এ কারণে করা হয়েছে যে, এর উপকারিতা অসংখ্য। তাই এর বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এ কারণে সূরা 'তীনে' এর শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। তূর পর্বতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাও এরই গুণ ও বরকত প্রকাশ করার জন্য; ঐ স্থানে এ গাছ প্রচুর উৎপন্ন হয়ে থাকবে।

(২১) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

(২২) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

(২৩) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

২১. এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে; আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের পেটে যা আছে তা থেকে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট উপকারিতা; তা থেকে তোমরা খাদ্যরূপে ব্যবহার কর২২;
২২. তোমরা তাতে ও নৌযানে আরোহণও করে থাক এবং চড়ে ভ্রমণ কর।২৩
২৩. আমি পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার জাতির নিকট, সে বললো, হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত। তবুও কি তোমরা ভয় করবে না ?

---

২২. উদ্ভিদ জগতের কিছু বর্ণনার পর প্রাণী জগতের বেশ কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে আমি আপন ক্ষমতা বলে তাদের প্রজাতির মধ্যে তোমাদের জন্য বহুবিধ উপকারের ব্যবস্থা রেখেছি, এমনকি, কোন কোন পশুর গোশতও খাওয়া হালাল করে দিয়েছি।

২৩. স্থলভাগে পশুদের পৃষ্ঠে এবং জলভাগে জাহাজ ও নৌকায় স্থান থেকে স্থানান্তরে চলাচল কর, ভারি ওজনের জিনিসপত্র সে সব নৌবাহনে বোঝাই করে নিয়ে যাও। উল্লেখ্য যে, নৌকার সঙ্গে এখানে সম্পর্ক থাকার কারণে নূহ (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নৌকা নির্মাণ করালেন যাদ্বারা ভয়াবহ তুফানের সময় মু'মিনদের ত্রাণের ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর নূহ (আ)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে অন্যান্য নবীদের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে, এ সব কাহিনী বর্ণনায় এটাও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যেমন উপরের আয়াতগুলোতে দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর বিষয় বর্ণিত ছিল। অনুরূপভাবে পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রথম থেকেই ওহী ও রিসালাতের ধারাবাহিকতাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন অথবা, এ কথাও বলা যেতে পারে যে, উপরে তাঁর কুদরতের লক্ষণাদি বর্ণনায় তাওহীদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য ছিল যার পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে নবুওয়তের ধারাবাহিকতার বর্ণনা শুরু করা হল, যে প্রসঙ্গে আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারীদের শুভ পরিণাম এবং মিথ্যাচারী ও বিরুদ্ধবাদীদের অশুভ পরিণামের বিষয়ও বলে দেয়া হল।

(٢٤) فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۚ

(٢٥) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ ۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

(٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

২৪. তার সম্প্রদায়ের নেতারা যারা ছিল কাফির, তারা বললো- এতো একজন মানুষ তোমাদের মতই[২৪] প্রাধান্য লাভ করতে চায় তোমাদের ওপর, যদি আল্লাহ্ চাইতেন পাঠাতেন, ফেরেশতাই।[২৫] আমরাতো এমন শুনিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে এমন ঘটেছে।[২৬]

২৫. এ তো এমন লোক যাকে উন্মাত্ততা পেয়ে বসেছে; অতএব, এ লোকের ব্যাপারে অপেক্ষা কর কিছুকাল,[২৭]

২৬. নূহ বললো, হে আমার প্রভু! সাহায্য কর আমাকে। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে[২৮];

---

২৪. অর্থাৎ নূহ (আ) তাঁর জাতির নিকট হিদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হন। তিনি বলেন, হে আমার জাতি! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তাঁর জাতির লোকেরা উত্তরে উপস্থিত সবাইকে বললো, এ লোক বলে কি ? এ তো তোমাদেরই মত একজন লোক, তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আর তোমাদের মধ্যে তো কোন প্রভেদ নেই, যে কারণে এ লোক রাসূল হয়ে বসবে, আর তোমরা হবে না ?

২৫. অর্থাৎ বড় বনে, প্রভাবশালী হয়ে থাকতে চায় আর কি! এ কারণে এ সব ঢং শুরু করেছে, তা না হলে যদি আল্লাহ্ কাউকে রাসূলই বানিয়ে পাঠাতো তবে এ উদ্দেশ্যে আর কেউ ছিল না ? পেরেছিল না কি কোন ফেরেশতা পাঠাতে ?

২৬. অর্থাৎ আমরা এমন আজব কথা কখনো শুনিনি যে, আমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূল বনে যাবে ? সমস্ত দেবতাদেরকে হটিয়ে দিয়ে সবাইকে অপসারণ করে দিয়ে কেবল এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করে নেবে।

২৭. বুঝতেই পারা যাচ্ছে— এ বেচারার মাথাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, গোটা জাতির বিরোধিতায় আর বাপ-দাদার বিপক্ষে এমন কথা যাদের যবান থেকে বেরোয়, তা যদি কেউ বুঝতে না পারে, তবে তা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কি হতে পারে ? তবে ভাল কথা, তোমরা কিছুটা ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর, সম্ভবত অল্প কয়েকদিন পরেই তার হুশ আসবে, আর সংজ্ঞা ফিরবে এবং পাগলামী থেকে উদ্ধার পাবে। অথবা এমনিতেই সে মরে ধরে গিয়ে তার সবকিছুরই অবসান ঘটবে। নাউযুবিল্লাহ্!

(٢٧) فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

(٢٨) فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৭. এরপর আমি ওহী পাঠালাম তার নিকট, তুমি নৌযান নির্মাণ কর আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুসারে। এরপর যখন আমার আদেশ আসবে আর উনান উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিবে এতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে। তবে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে[২৯] তুমি আমাকে কিছু বলো না সেই জালিমদের সম্পর্কে[৩০] অবশ্যই তাদেরকে ডুবতে হবে।[৩১]

২৮. এরপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন জালিম সম্প্রদায় থেকে।[৩২]

---

২৮. অর্থাৎ যখন নূহ (আ)-এর সব ধরনের চেষ্টা ও সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল, এমনকি, সাড়ে নশো বছর ধরে বিপদাপদ সহ্য করেও যখন তাঁর জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তখন খোদার নিকট কাতর প্রার্থনা জানালেন, প্রভু হে! এখন এ হতভাগ্যদের মুকাবিলায় আমাকে সাহায্য কর, কেননা, এরা এখন প্রকাশ্যে আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করা থেকে আর ফিরবার পাত্র নয়, তাছাড়া এরা অপরাপর সকলকেই গোমরাহ করে তবে ছাড়বে।

২৯. এ করুণ কাহিনী সূরায়ে 'হূদ' ও অন্যান্য সূরাতেও বর্ণিত হয়েছে; বিস্তারিত কথা সে সব স্থানেই দ্রষ্টব্য।

৩০. ভয়াবহ তুফানের কবলে পতিত হওয়ার প্রাক্কালে নৌকায় আরোহণের জন্য বিশেষ নির্দেশ— অর্থাৎ কাফিরদেরকে, তারা তোমার স্ববংশীয়ই হোক না কেন, তাদেরকে নৌকায় আরোহণের সুযোগ দিবে না।

৩১. অর্থাৎ তাদের উপর অকাট্য আযাবের অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ হয়ে গিয়েছে, এ সিদ্ধান্ত অটল, অনড়, এবং অবশ্যম্ভাবী। এখন এ সব জালিমদের রক্ষা করার জন্য আমার কাছে কোন সুপারিশ করবে না।

৩২. অর্থাৎ আমাদেরকে তাদের দল থেকে পৃথক করে আযাব থেকে নিরাপদে রাখ।

(٢٩) وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

(٣٠) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ○

(٣١) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

(٣٢) فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ
اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(٣٣) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ
فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَ
يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ○

২৯. আর বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর; আর আসলে তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।৩৩
৩০. এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম।৩৪
৩১. তারপর আমি সৃষ্টি করেছিলাম তাদের পর অন্য এক সম্প্রদায়৩৫
৩২. এবং তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম৩৬ সে বলেছিল, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, তোমাদের কোন উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?
৩৩. তাঁর গোত্রীয় প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল এবং অস্বীকার করেছিল আখিরাতের সাক্ষাতকারকে এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ।৩৭ সে তাই আহার করে যা তোমরা আহার কর এবং সে তাই পান করে যা তোমরা পান কর।৩৮

---

৩৩. অর্থাৎ নৌকায় আরামপ্রদ আশ্রয় দান কর এবং নৌকা থেকে অবতরণ স্থল যেখানে, সেখানেও যেন কোন কষ্ট না হয়। সবদিক থেকে, সর্বত্রই যেন রহমত ও বরকত সার্বক্ষণিকভাবে সাথী হয়ে থাকে।

৩৪. এতে রয়েছে নিদর্শনাবলী; আমি পরীক্ষা করে নেব, কে এ সব নিদর্শন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, আর কে না করে। যেমন বলা হয়েছে- وَلَقَدْ تَّرَكْنَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আমি তাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ? (সূরা কামার- ৫৪ : ১৫)

৩৫. এ হচ্ছে বর্ণনা 'আদ' অথবা 'ছামূদ' জাতির।

৩৬. অর্থাৎ এঁরা হচ্ছেন হযরত 'আদ' অথবা হযরত ছামূদ (আ)।

(٣٤) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُونَ ۝

(٣٥) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ۝

(٣٦) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۝

(٣٧) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝

(٣٨) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝

৩৪. যদি তোমরা আনুগত্য কর তোমাদেরই মত একজন মানুষের, তবে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৯]

৩৫. সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ?

৩৬. অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব।[৪০]

৩৭. একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না।[৪১]

৩৮. সে তো এমন এক লোক যে উদ্ভাবন করেছে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই।[৪২]

---

৩৭. অর্থাৎ এ বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল না যে, মৃত্যুর পর একদিন আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ব্যস্ পার্থিব জীবন ও এখানকার সুখ-শান্তিই তাদের ভোগের এলাকা আর আয়েশ-আরামের স্থান।

৩৮. অর্থাৎ বাহ্য-দৃষ্টিতে তার (হযরত সালিহ (আ) ও তোমাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের কোন বিষয় লক্ষণীয় নেই।

৩৯. অর্থাৎ আমাদের পক্ষে এর চাইতে জঘন্যতম অপমানের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আমাদেরই ন্যায় একজন সাধারণ লোককে অকারণে-অযথা আমাদের নেতা নির্বাচন করে নেয়া হবে ?

৪০. অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত এ কেমন কথা যে, মৃতদেহের হাড় টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর কবর থেকে কি করে মানুষরূপে পুনরুত্থিত হবে ? এমন বাজে কথা কে মানতে রাযী হবে ?

৪১. অর্থাৎ কোথায় আখিরাত আর কোথাকার হিসাব-নিকাশ! আমরা তো জানি কেবলমাত্র এ দুনিয়ারই ধারাবাহিকতা আর শুধু ইহকালেরই জীবন-মরণ আর বাঁচা-মরা যা চোখের সামনেই প্রত্যক্ষভাবে হয়ে চলছে কারো জন্ম হচ্ছে, কেউ মরে যাচ্ছে। এরপর আর কোন কিছু নেই- সব কিছুরই অবসান ঘটবে।

৪২. অর্থাৎ এই, যে ব্যক্তি নিজেকে পয়গাম্বর বলে দাবী করছে আর বলছে যে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে আযাব ও ছওয়াব দান করবেন এ ধরনের উভয়

(٣٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُوْنِ ۝

(٤٠) قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۝

(٤١) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٤٢) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ ۝

(٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝

৩৯. সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।[৪৩]

৪০. আল্লাহ্ বললেন, অচিরেই তারা অবশ্যই প্রভাতে অনুতপ্ত হবে। [৪৪]

৪১. এরপর তাদেরকে আঘাত করলো সত্য সত্যই এক প্রচণ্ড আওয়ায[৪৫] এবং আমি করে দিলাম তাদেরকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনার ন্যায়।[৪৬] সুতরাং দূর হয়ে গেল সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।[৪৭]

৪২. তারপর আমি সৃষ্টি করেছি তাদের পরে বহু জাতি।

৪৩. কোন জাতিই তার নির্ধারিত সময়কাল ত্বরান্বিত করতে পারে না, বিলম্বিতও করতে পারে না।[৪৮]

দাবী আমরা কখনো সমর্থন করতে রাযী নই। অযথা ঝগড়া আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোতে কি লাভ ?

৪৩. অর্থাৎ অবশেষে পয়গাম্বর (আ) নিরাশ হয়ে তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন।

৪৪. অর্থাৎ অত্যল্পকাল মধ্যেই তাদের অনুশোচনাগ্রস্ত হতে হবে; অর্থাৎ আযাব আসার কামনা করে যার পর অনুতপ্ত হবে আর সে অনুতাপ কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না।

৪৫. বাহ্যত এতে প্রকাশিত হয় যে, এ কাহিনী ছামূদের, কারণ ছামূদ জাতি প্রচণ্ড আওয়াযে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৪৬. যেমন বন্যার স্রোতের পানি তৃণাদি ও ঘাস-পাতাও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, অনুরূপভাবে আল্লাহ্র আযাবের বন্যাও ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

৪৭. অতএব দূর হয়ে যাক, পাপাচারী লোকেরা খোদার রহমত থেকে।

৪৮. অর্থাৎ প্রতি সম্প্রদায় যারা পয়গাম্বরদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদের প্রতি আপন আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, না কেউ ওয়াদাকৃত সময়ের আগে, আর না কেউ ওয়াদার পরে। এভাবে প্রতিশ্রুতি মুতাবিক নিধন কার্য অনবরত চলতে থাকে।

(٤٤) ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوۡلُـهَا كَذَّبُوۡهُ فَاَتۡبَـعۡنَا
بَعۡضَهُمۡ بَعۡضًا وَّ جَعَلۡنٰهُمۡ اَحَادِيۡثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوۡمٍ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ۝
(٤٥) ثُمَّ اَرۡسَلۡنَا مُوۡسٰى وَ اَخَاهُ هٰرُوۡنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَ سُلۡطٰنٍ مُّبِيۡنٍ ۝
(٤٦) اِلٰى فِرۡعَوۡنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسۡتَكۡبَرُوۡا وَ كَانُوۡا قَوۡمًا عَالِيۡنَ ۝
(٤٧) فَقَالُوۡۤا اَنُؤۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثۡلِنَا وَ قَوۡمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوۡنَ ۝

৪৪. এরপর আমি প্রেরণ করতে থাকি আমার রাসূল একের পর এক। যখনই এসেছে কোন জাতির নিকট তার রাসূল তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তখন আমি ধ্বংস করেছি তাদের একের পর একে। আমি করেছি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়।[৪৯] অতএব, দূর হোক অবিশ্বাসীর দল![৫০]
৪৫. তারপর আমি পাঠালাম মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ,
৪৬. ফিরআওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু তারা অহংকার করলো; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়।[৫১]
৪৭. তারা বললো 'আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব আমাদেরই মত দু'ব্যক্তিকে? এবং তাদের গোষ্ঠী আমাদেরই দাসত্ব করে' ?[৫২]

---

৪৯. অর্থাৎ রাসূলদের ধারাবাহিক সূত্র সংযোগ বেঁধে দেয়া হয়. একের পর আরেকজন পয়গাম্বর পাঠানো হতে থাকে, পক্ষান্তরে বিরোধীদের মধ্য থেকেও একজনকে অপরজনের পেছনে পরিচালিত করা হয়। এদিকে পয়গাম্বরদের অভ্যুদয় ঘটানোর কাজ এবং অপর দিকে নিধন করার নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হল। অতএব, বহু সম্প্রদায় এভাবেই ধ্বংস সাধন করা হল যাদের কাহিনী ব্যতীত কোন কিছুই আর বাকি নেই। অধুনা, তাদের ইতিহাস কেবলমাত্র উপদেশ হিসেবেই পঠিত আর শ্রুত হয়।

৫০. অর্থাৎ এসব বেঈমান লোকেরা নিপাত যাক! আর আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়ুক!

৫১. এ কারণে আল্লাহ্য়ী বার্তাকে অগ্রাহ্য করলো, মনে প্রাণে গ্রহণ করলো না, কেননা, গর্ব ও অহংকারের নেশা তাদের মন ও মগজকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল।

৫২. অর্থাৎ তাদের গর্ব ও অহমিকার মাত্রা এত বেশী ছিল যে, মূসা (আ) হারূন (আ)-এর গোষ্ঠী যারা বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত ছিল, তাদেরকে তারা (ফিরআওনের সম্প্রদায়) অহংকারের সঙ্গে তুচ্ছ জ্ঞানে বলতো— ওরা তো আমাদের গোলামী করে আসছে, তাদের মধ্য থেকে দু'জনকে আমরা কি করে আমাদের নেতারূপে মেনে নিতে পারি ?

(৪৮) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ○

(৪৯) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

(৫০) وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَّ مَعِيْنٍ ○

৪৮. এরপর তারা মিথ্যাবাদী বললো তাদেরকে ফলত তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

৪৯. আমি দিয়েছিলাম মূসাকে কিতাব যাতে তারা সৎপথ পায়।৫৩

৫০. এবং আমি করেছিলাম মারয়াম পুত্র ও তার জননীকে এক নিদর্শন।৫৪ তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।৫৫

---

৫৩. অর্থাৎ ফিরআওনীদেরকে ধ্বংস করার পর আমি তাদেরকে তাওরাত শরীফ দান করলাম, যাতে করে জনগণ তা অনুসরণ করে চলে জান্নাত ও আল্লাহ্‌র সন্তোষের শীর্ষস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন এই যে, পিতা ব্যতীত এককভাবে কেবলমাত্র মায়ের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করলেন, যেমন সূরা আলে-ইমরান ও সূরা মারয়ামে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

৫৫. সম্ভবত এ স্থানটি সেই টিলা বা উঁচু ভূমি, যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের আসন্ন দিনগুলোতে হযরত মারয়াম (আ) অবস্থান করতেন; সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁকে সস্নেহে অভয় দিয়ে সূরা মারয়ামে বলে দেয়া হল ঃ

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَاۤ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّىْۤ اِلَيْكِ
بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا -

"ফেরেশতারা নিম্ন পার্শ্ব থেকে আহবান করে বললো, তুমি দুঃখ করো না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করেছেন, তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, সে তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে।" (মারয়াম ঃ ২৪-২৫)

এ আয়াতও প্রমাণিত করে যে, ঐ স্থানটি উঁচু ছিল, যার নীচে প্রস্রবণ বা নদী প্রবাহিত ছিল এবং খেজুর গাছ নিকটেই ছিল আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (এভাবেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন (كذا فسره ابن كثير رحمه الله) কিন্তু সাধারণভাবে তাফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এটা হযরত মাসীহ (আ)-এর বাল্যকালের ঘটনা। হীরোদোস নামে কোন অত্যাচারী বাদশাহ কোন জ্যোতিষীর নিকট শোনে যে, হযরত ঈসা (আ) এক সময় নেতৃত্ব লাভ করবেন। একথা শোনার পর বাল্যকাল থেকেই সে তাঁর দুশমন বনে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। হযরত মারয়াম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

(৫১) يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

৫১. হে রাসূলগণ! আহার কর তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে ও সৎ কাজ কর৫৬ তোমরা যা কর আমি তা সবিশেষ অবগত।৫৭

এলহাম বা ওহী প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে পুত্রকে নিয়ে মিসরে চলে যান এবং ঐ অত্যাচারী বাদশাহ্‌র মৃত্যুর পর পুনরায় সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতএব, লক্ষণীয় যে, ইনজীল মাতা নামক গ্রন্থেও এ ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, এবং মিসরের ভূমির উচ্চতা নীল নদের ঝিলের কারণে। অন্যথায় সমগ্র মিসর পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যেত। আর ماء معين বলতে রাউদে নীল, নীল নদের ঝিল বুঝায়, মতান্তরে কেউ কেউ ربوه (উচ্চ স্থান) দ্বারা সিরিয়া বা 'প্যালেস্টাইন' অর্থ গ্রহণ করেছেন তবে এটা কোন অযৌক্তিক বা দূরের কথা বা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, টিলার ওপর পুত্রের জন্ম সময় হযরত মারয়াম উপস্থিত ছিলেন, সেখানেই এ বিপদের সময়েও আশ্রয় দেয়া হয়ে থাকবে আর এ বিষয়ে আল্লাহ্‌ই সম্যক অবগত।

যা হোক, ইসলামপন্থীদের মধ্যে কেউই রাবওয়া দ্বারা কাশ্মীর অর্থ নেন নি, আর না কেউ ঈসা (আ)-এর কবর কাশ্মীরে হওয়ার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আমাদের সাম্প্রতিক কালের কিছু সংখ্যক বক্রপন্থীরা ربوه দ্বারা কাশ্মীর অর্থ নিয়েছে এবং সেখানেই হযরত ঈসা (আ)-এর কবর বলে বর্ণনা করেছে যার কোন প্রমাণ ঐতিহাসিক সূত্রে নেই, কেবলমাত্র মিথ্যা ও ঝুঁটা রটনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীনগরের 'মহল্লা খান ইয়ারে' ইয়ূব্‌ আসিফ' নামে যে কবর পরিচিত রয়েছে এবং যেটি সম্পর্কে 'তারীখ-ই আযমী' -এর গ্রন্থকার শুধু সাধারণ একটি গুজব নকল করেই বলে দিয়েছেন যে, সাধারণত লোকে একে কোন নবীর কবর বলে আখ্যায়িত করে- সে একজন শাহজাদা ছিল এবং অন্য দেশ থেকে এখানে এসেছিল। তবে আর যাই হোক, এর ওপর ভিত্তি করে একে হযরত ঈসা (আ)-এর কবর বলা নিকৃষ্ট ধরনের বেহায়াপনা ও বেওকুফী। এ ধরনের আনুমানিক কথার ব্যবহারে হযরত মাসীহ (আ)-এর পবিত্র জীবনীকে মিথ্যা দ্বারা কলংকিত করা, নিছক বিভ্রান্তি ও পাগলামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে যদি এ কবরের সত্যতা ও যথার্থতা অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে যাচাই করা উদ্দেশ্য হয় এবং যূয়াসিফ কে ছিল তা জানা দরকার মনে করা হয়, তবে জনাব মুন্সী হাবীবুল্লাহ অমৃতসরীর পুস্তক দ্রষ্টব্য, যা বিশেষত এ বিষয়ের উপরেই অত্যন্ত অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে লিখিত হয়েছে এবং যাতে এই বাহুল্য ধারণার মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং সমগ্র মুসলিম জনতার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন!

৫৬. হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎ কাজ কর অর্থাৎ সব রাসূলদের ধর্মীয় মতবাদে একটাই হুকুম ছিল যে, বৈধ পথে অর্জন করে হালাল বস্তু

(৫২) وَاِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

(৫৩) فَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

৫২. এবং তোমাদের এ জাতি, এতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, তোমরা আমাকেই ভয় করতে থাক।

৫৩. এরপর তারা বিভক্ত করে নিয়েছে নিজদের মধ্যে তাদের দীনকে বহু অংশে।৫৮ প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই আনন্দিত।৫৯

খেতে হবে এবং সৎ কাজ করতে হবে। সৎ কাজ কি এবং কাকে বলা হয়, তা সৃষ্টিজগতের সকলেই অবগত। অতএব, পয়গাম্বরগণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের সঙ্গে হালাল খাওয়া, সত্য বলা এবং নেক আমলের উপর স্থিতিশীলতা এবং স্বীয় উম্মতদেরকে এরই উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। কুরআন মাজীদে স্থানান্তরে এ ধরনেরই নির্দেশ যা এক্ষেত্রে রাসূলগণকে দেওয়া হয়েছে তা সাধারণভাবে মু'মিনদের প্রতিও দেওয়া হয়েছে; এতে খৃষ্টানদের রুহবানিয়াত বা সংসার বৈরাগ্যেরও প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে যা হযরত ঈসা (আ)-এর বর্ণনার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, যার পানাহার ও পরিধেয় বস্ত্র নিষিদ্ধ বস্তু থেকে প্রাপ্ত, তার জন্য তার দু'আ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হওয়ার আশা করা উচিত নয় এবং কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে গোশতের উৎপত্তি হারাম বস্তু থেকে ঘটেছে দোযখের আগুন তার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার। এ থেকে আল্লাহ্র শরণ একান্তভাবে কাম্য!

৫৭. অর্থাৎ হালাল বস্তু ভোগ-ব্যবহারকারী এবং সৎ কর্মকারীদের এ ধারণা রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রকাশ্য ও গোপন, সমস্ত অবস্থা ও কার্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত; অতএব, তিনি তদনুযায়ীই তাদের সঙ্গে আচরণ করবেন, এ বিষয়টি তিনি রাসূলগণকে উদ্দেশ্য করে তাদের উম্মতদের অন্তর্ভুক্ত জনগণকে শুনিয়ে দিলেন।

৫৮. অর্থাৎ নীতিগতভাবে, সমস্ত নবীর ধর্ম ও সমাজ এক ও অভিন্ন, আর সকলের আল্লাহ্ও এক যার নাফরমানী ও অবাধ্যতা থেকে সর্বদাই ভীত থাকতে হবে। কিন্তু জনগণ এই ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে মূলত ধর্মকেই টুক্রো টুক্রো করে ফেলে এবং পৃথক পৃথক মত ও পথের সৃষ্টি করে। এভাবে বিভিন্ন ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণে হাজারো দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়; মতবাদের এই বিভিন্নতা নবীগণ শেখান নি, তাঁদের যুগে স্থান ও কাল ইত্যাদির বিভিন্নতায়, শুধুমাত্র শাখাগতভাবে কিছুটা বিরোধ থাকলেও মূলত নীতিগতভাবে ধর্মীয় ব্যাপারে সবাই সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। সাধারণভাবে তফসীরকারগণ আয়াতের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য এভাবেই পেশ করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখছেন দীনের ব্যাপারে তখনকার সময়ে জনগণের মাঝে যে যৎসামান্য বিকৃতি ঘটেছিল, তা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গাম্বরের মাধ্যমে পরিশোধন করেন, তারপর লোকেরা জানতে পারে যে, তাদের ধর্মীয় বিধান কিছুটা বিভিন্ন ছিল। অবশেষে আমাদের পয়গাম্বরের মাধ্যমে সব ধরনের পরিবর্তন ও বিভিন্নতাজনিত সব

(৫৪) فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

(৫৫) اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ○

(৫৬) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

৫৪. অতএব, থাকতে দাও তাদেরকে আপন বিভ্রান্তিতে কিছুকালের জন্য।৬০
৫৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তদ্বারা
৫৬. তাদের জন্য সর্বপ্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি ?৬১ না, তারা বুঝতে পারছে না।৬২

ত্রুটির সংশোধন একত্রে করে দেয়া হয়, যার ফলে সব দীন মিলে একই দীনে পরিণত হয়ে যায় এবং সব শক্তি একই ঝাণ্ডার নীচে একত্রিত করে দেওয়া হয়।

৫৯. অর্থাৎ তারা বুঝে যে, তারাই সত্যের উপর আছে এবং তাদেরই পথ সত্য ও সরল।

৬০. অর্থাৎ যে সব লোক নবীদের সম্মিলিত হিদায়াতে ত্রুটি ও ফাটলের সৃষ্টি করে পৃথক পৃথক দল ও মতবাদের উৎপত্তি ঘটায়, যার ফলে প্রতিটি দল তার নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদ ও ধারণার উপরেই তাদের মন ও মগজ মযবূতরূপে বসিয়ে নেয়, যা থেকে কেউ কোনক্রমেই একটুও সরে যেতে চায় না যদিও তাকে হাজারো নসীহত করা হোক না কেন। অবস্থার এ প্রেক্ষিতে হে নবী, আপনিও তাদের ব্যাপারে অতটা চিন্তিত হয়ে পড়বেন না; বরং তাদেরকে সামান্য অবকাশ দিন, যাতে করে তারা তাদের উদাসীনতা ও মূর্খতার নেশায় নিমগ্ন থাকে। যে পর্যন্ত না ঐ নির্দিষ্ট সময় সমাগত হয় যখন তাদের চক্ষু উন্মুক্ত ও নিষ্পলক হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যু অথবা আল্লাহ্‌র আযাব তাদের মাথার উপর এসে লক্ষ্যস্থলে ঘুরতে থাকে।

৬১. অর্থাৎ এটাই তাদের খেয়াল ধারণা ছিল যে, তাদেরকে আযাব করা হবে না, এ কারণে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে তাদেরতে প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। (সূরা সাবা, রুকূ ৪) অধিকন্তু, তারা বলতো 'যদি আমরা অভিশপ্ত নিকৃষ্ট ও বিতাড়িতই হতাম, তবে আমাদের এই বিত্ত-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য কেন হত ?

৬২. অর্থাৎ তারা বুঝতে পারছে না যে, এই প্রচুর সম্পদ ও বংশ-বৃদ্ধি তাদের গুণ ও মর্যাদার কারণে নয়, বরং তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দানের ভিত্তিতে; যতই তাদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে আর সুযোগ দেয়া হচ্ছে ততটাই তাদের দুর্ভাগ্যের পাল্লা ভারি হচ্ছে। তাই আল্লাহ্ বলছেন, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ وَاُمْلِيْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ আমি তাদেরকে এমনিভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে তারা জানতেও পারে না। আমি তাদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮২-১৮৩)।

(৫৭) إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۝

(৫৮) وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

(৫৯) وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝

(৬০) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

৫৭. নিঃসন্দেহে যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত৬৩,

৫৮. যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে৬৪

৫৯. যারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরীক করে না৬৫

৬০. এবং যারা তাদের যা দান করার তা দান করে আর তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত যে তাদের প্রতিপালকের নিকট তারা ফিরে যাবে,৬৬

---

৬৩. যারা ঈমানদার ও মুহসিন, তারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও সদা-সন্ত্রস্ত থাকে অর্থাৎ তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ থাকা সত্ত্বেও গর্বিত কাফিরদের মত আল্লাহ্র কৌশল থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে না; বরং সর্বদা আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত শংকাগ্রস্ত থাকে। এ কারণে যে, না জানি, পার্থিব জগতে যে সম্পদ তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলোতো 'ইস্তেদ্‌রাজ' বা অবকাশের কারণে নয় ?

এ প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র)-এর বাণী এই ان للمؤمن جمع احسانا وشفقة وان المنافق جمع اساءة وامنا অর্থাৎ ঈমানদার সৎকাজ করে এবং ভয় করতে থাকে, পক্ষান্তরে মুনাফিক পাপকর্ম করে, আর নিশ্চিন্ত থাকে।

৬৪. অর্থাৎ আয়াতে কাওনিয়্যা বা ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কিত আয়াতে শারইয়্যা বা শরীআতের বিধান সম্পর্কিত আয়াত এই উভয় শ্রেণীর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে– এভাবে যে, যা কিছু সে দিক থেকে আসে তা কৌশলগতভাবেই আসে এবং যে সংবাদ দেয়া হয় তা সবৈব সত্য এবং যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা সর্বদিক থেকেই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত।

৬৫. অর্থাৎ তাঁরা নিরঙ্কুশ নির্ভেজাল তাওহীদের উপর স্থিতিশীল রয়েছে; প্রতিটি আমল সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। প্রকাশ্য কিংবা গোপন শিরকের সামান্যতম মিশ্রণ ও স্পর্শও তাতে লাগতে দেয় না।

৬৬. তাদেরকে দেয়া সম্পদ থেকে তারা দান করে, এ সময় তাদের মন শংকিত ও সন্দিগ্ধ থাকে এ আশংকায় কি জানি, আল্লাহ্র দরবারে সে দান গ্রহণযোগ্য হয় কি-না এবং এতে তাদের কোন উপকার হয় কি-না; এভাবে আল্লাহ্র পথে খরচ করে মনে খট্‌কা লেগেই থাকে। নিজের আমলের উপর তারা গর্বিত হয় না; পুণ্য কাজ করা সত্ত্বেও তারা ভয় পায়।

(٦١) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ○

(٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

(٦٣) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ○

৬১. তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ, এবং তারাই তাতে অগ্রগামী হয়।৬৭

৬২. আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে লিখিত এক কিতাব যা 'সত্য' বলে এবং তাদের ওপর জুলুম করা হবে না।৬৮

৬৩. বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এছাড়া তাদের আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে।৬৯

---

৬৭. পুণ্য কাজের পথিক যারা, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণের পথে সর্বাগ্রে ধাবিত হয়। যেমন, আল্লাহ্ বলেছেন فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং পারলৌকিক উত্তম পুরস্কার দান করেন (আল্-ইমরান ঃ ১৪৮)।

অতএব, লক্ষণীয় যে, প্রকৃত কল্যাণ নেক আমল, সাধু-চরিত্র এবং উত্তম মেধায় নিহিত ও নির্ভরশীল, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততিতে নয়; যেমন কাফিরদের ধারণা।

৬৮. অর্থাৎ উপরে যে সব সৎকর্ম ও পুণ্য চরিত্রের বিষয়ে আলোচনা করা হল, সেগুলো এমন কোন কঠিন কাজ নয় যা, পালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার আদৌ এ অভ্যাস নয় যে, আমি মানুষকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেব; এ সব বিষয় এমন, যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে অনায়াসেই মানুষ তা অর্জন করতে পারে। যে সব লোক পূর্ববর্তী কামিল লোকদের মর্যাদায় পৌঁছতে না পারে তাদেরকেও সাহস ও সামর্থানুযায়ী পূর্ণরূপে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যার জন্য তারা দায়ী, যে তাদেরকেও অনুরূপ সাধনা করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন, আমার এখানে আমলনামায় পুস্তকাবলীতে ক্রমানুসারে প্রত্যেকের আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা কিয়ামতের দিন সবার সামনে খুলে দেয়া হবে আর তদনুযায়ীই প্রতিদান দেয়া হবে যাতে বিন্দু পরিমাণও অবিচার করা হবে না, আর কারো পুণ্যও বিনষ্ট করা হবে না এবং প্রতিদানেও কম করা হবে না আর না অকারণে বিনা দোষে অপরের পাপের বোঝা কারো উপর চাপানো হবে।

(٦٤) حَتّٰىٓ اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْــَٔرُوْنَ ۝

(٦٥) لَا تَجْــَٔرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ ۝

৬৪. এমনকি আমি যখন ধৃত করি তাদের বিত্তশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠে,
৬৫. তাদের বলা হবে, 'আর্তনাদ করো না আজকের দিনে, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না'।৭০

---

৬৯. অর্থাৎ আখিরাতের হিসাব-নিকাশ থেকে এ সব লোক উদাসীন এবং পার্থিব জীবনের বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন, যেগুলো থেকে অবসর গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না যে, তারা আখিরাতের দিকে মনোযোগ দেবে অথবা অর্থ এই যে, তাদের মন, দ্বিধা-সন্দেহ, উদাসীনতা ও মূর্খতার অন্ধকার সাগরে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। এ তো গেল কাবীরা গোনাহ্‌র কথা, বাকি এরই নিকটে পাশাপাশি আরো বহু পাপ যেগুলো তারা একত্রে সঞ্চিত করে যাচ্ছে অহরহ, যেগুলো থেকে তারা পৃথকই হতে পারছে না এবং পৃথকই বা কি করে হতে পারবে ? যে সব পাপকর্ম তাদের মন্দ মেধার কারণে অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে সেগুলো তো তারা করেই ছাড়বে এবং তার শাস্তিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভোগ করতেই হবে।

৭০. অর্থাৎ যখন ইহলৌকিক বা পারলৌকিক শাস্তি দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করা হবে, তখন তারা চিৎকার করতে থাকবে আর শোর গোল করে বলবে– 'আমাদেরকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও, কিন্তু সেখানে রক্ষা করার কেই বা থাকবে ? হুকুম হবে, চিৎকার করো না, নিষ্ফল এ সব ডাকাডাকি, আর্তনাদ আর চিৎকার। আজকের দিনে কেউ তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, আর আমার আযাব থেকে কেউ তোমাদের রক্ষা করবে না। অতএব, লক্ষ্য করা যায়, এই আযাবের এক নমুনাস্বরূপ মক্কার কাফিরদের উপর 'বদরের যুদ্ধ' চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে তাদের বহুসংখ্যক বীরযোদ্ধা ও নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে অথবা বহুলোক কয়েদী হিসেবে গ্রেফতার হয়েছিল। তাদের নারীরা মাসের পর মাস আহাযারী ও মাতম করেছে; মাথার চুল ছিঁড়েছে– কেটে ফেলেছে, হাত-পা আছড়িয়েছে, কেঁদেছে আর চিৎকার করেছে। কিন্তু সবই নিষ্ফল, লাভ তাতে কিছুই হয়নি। কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বদদু'আ করেন যার ফলে নেমে আসে দীর্ঘ সাত বছরের দুর্ভিক্ষ। ফলত মৃতদেহের অস্থি, চর্ম ভক্ষণের দৃশ্যে অবতরণ ঘটে এবং রক্ত পান করার উপক্রম হয়। অবশেষে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনের (সা) মাধ্যমে দুআ করার করুণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ আযাব তুলে নেন। ঠিক ঐ সময়ে তাদের প্রধানতম উপাস্য দেবতা 'লাত' ও মানাত' তাদের কোন উপকারে আসেনি, আর 'হুবল' ও 'নায়েলা'-ও এ মহাবিপদে কোন সাহায্য করতে পারেনি।

(٦٦) قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ۝

(٦٧) مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ۝

(٦٨) اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৬৬. আমার আয়াত তো তোমাদের নিকট পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা তো তখন পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে

৬৭. দম্ভভরে[৭১]; এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে।[৭২]

৬৮. তবে কি তারা অনুধাবন করেনি এ বাণী ?[৭৩] অথবা তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসে নি ?[৭৪]

---

৭১. অর্থাৎ এখন কেন তোমরা চিৎকার করছো, ঐ সময়টাকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর (সা) কুরআন পাকের আয়াত পড়ে শোনাতেন, আর তোমরা পিছপা হয়ে কেটে পড়তে; ঐ আয়াত শোনাটাও তোমরা বরদাশ্‌ত করতে না– তোমাদের অহমিকা, আত্ম-গৌরব তোমাদেরকে অনুমতি দিত না যে, তোমরা সত্য কথা শ্রবণ ও গ্রহণ কর এবং রাসূলের কথার মূল্যায়ন করে তা নিবিষ্ট মনে শ্রবণ কর।

৭২. অর্থাৎ রাসূলের বৈঠক থেকে তোমরা এমনভাবে পালিয়ে যেতে, যেমন কোন বাজে কাহিনী বর্ণনাকারীর বৈঠক থেকে তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া হয়। অথবা, 'سامرا' 'تهجرون' কথাটির অর্থ এই যে, রাতের বেলায় তারা সবাই হারাম শরীফে বৈঠকে বসে নবী (সা) ও কুরআন মাজীদ সম্পর্কে নানা কথার অবতারণা করতো– আর নানা কাহিনীর সৃষ্টি করে কেউ বলতো– সে যাদুকর, কেউ বলতো সে একজন গণক, এভাবে নানাজনে নানা কথায় তাঁকে আখ্যায়িত করতো এবং এভাবে অনর্থক কাজে কথা-বার্তা ও আলোচনায় সময় কাটাতো– তাই বলা হচ্ছে আজ এর মজা চেখে নাও, আজ এখানে চিৎকার করলে কোন লাভ হবে না।

৭৩. অর্থাৎ কুরআনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা করতো না, অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে তাদের নিকট প্রমাণিত হয়ে যেত যে, নিঃসন্দেহে এ কুরআন মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র বাণী, যাতে তাদের ব্যাধিসমূহের সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ উপদেশদাতার অভাব নেই; কেউ পয়গাম্বর, কেউবা তাদের অনুসারী, সর্বদাই তাদের কাজ চলে আসছে। আসমানী গ্রন্থাবলীরও অবতারণ যথারীতি চলে এসেছে, তা কখনো এক স্থানে, আবার কখনো স্থানান্তরে। অতএব, এ কোন বিচিত্র ঘটনা নয়, যার দৃষ্টান্ত পূর্বকাল থেকে নেই। তবে যে পূর্ণ ও পবিত্রতম গ্রন্থ এবার সবশেষে অবতীর্ণ হয়ে এসেছে, অবস্থা ও মর্যাদার দিক থেকে ইতোপূর্বে এমনটি আর কখনো আসেনি। অতএব, এর দাবী এই ছিল যে, জনগণ– এ অমূল্য নিআমতের অধিকতর মূল্যায়ন করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এর ডাকে যথারীতি সাড়া দেবে যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রা) দিয়েছিলেন।

(٦٩) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۝

(٧٠) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

(٧١) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ
أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ۝

৬৯. অথবা তারা কি চিনে না তাদের রাসূলকে, তাই তাকে অস্বীকার করে ?৭৫
৭০. অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ ? বস্তুত সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশের নিকট সত্য কথা অপসন্দ মনে হয়।৭৬
৭১. সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে বিশৃঙ্খল হয়ে যেত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুই।৭৭ পক্ষান্তরে, আমি দিয়েছি তাদেরকে তাদের উপদেশ৭৮ কিন্তু তারা সে উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।৭৯

(বিঃ দ্রঃ) ঃ সম্ভবতঃ এখানে ابـاء اولـيـن। পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষগণ দ্বারা ابـاء العبديـن।'দূরবর্তী পূর্বপুরুষগণ' অর্থ গৃহীত হয়েছে; এবং সূরায়ে ইয়াসীনে যে لتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ বলা হয়েছে, সেখানে সম্ভবত 'ابـاء اقـربـيـن' নিকটবর্তী পূর্ব পুরুষগণ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৭৫. নবী করীম (সা)-কে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার মিথ্যা ওজুহাত ও তার অপনোদন ঃ অর্থাৎ আয়াতে বলা হয়েছে— কাফিরগণ কি এ কারণেই নবীকে মিথ্যা বলে অস্বীকার করছে এবং তাঁর বিরোধীতায় বদ্ধপরিকর, যে তারা তাঁকে চিনে না আর তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তারা অবগত নয় ? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, গোটা আরব দেশ তাঁকে জানে, তিনি বাল্যকাল থেকেই সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও পুত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। অতএব, লক্ষণীয় যে, হযরত জা'ফর, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র সামনে, হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা, কিস্রার উপ-সম্রাটের সামনে এবং আবূ সুফিয়ান, রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে তার ইসলাম-পূর্বাবস্থায় এ বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন। সুতরাং এমন একজন প্রখ্যাত, সুপরিচিত, সত্যনিষ্ঠ এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কি করে ধারণা করা যায় যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্র ওপর মিথ্যারোপ শুরু করেছেন?

৭৬. অর্থাৎ পাগল ও উম্মাদগ্রস্তদের কথাবার্তা কি কখনো এমন সচ্ছ, সুন্দর ও সুস্পষ্ট হয় ? আসল কথা এই যে, এ সব লোক কেবল মুখেই এমন কথা বলে থাকে, কিন্তু তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং জানে যে, নিঃসন্দেহে যা কিছু তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এনেছেন, তা বাস্তব সত্য ও সঠিক। কিন্তু যেহেতু হক কথা তাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার অনুকূলে নয়, কাজেই তা তাদের পসন্দনীয় নয়, অতএব তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতো না।

(٧٢) اَمۡ تَسۡـَٔلُهُمۡ خَرۡجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيۡرٌ ۖۗ وَّهُوَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ ○

(٧٣) وَاِنَّكَ لَتَدۡعُوۡهُمۡ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ ○

(٧٤) وَاِنَّ الَّذِيۡنَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوۡنَ ○

৭২. অথবা, তুমি কি তাদের নিকট কোন প্রতিদান চাও ? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।৮০

৭৩. এবং তুমি তো তাদেরকে সরল পথে আহ্বান করছ।

৭৪. এবং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত।৮১

---

৭৭. অর্থাৎ সত্য কথা তাদের খারাপ লাগে, লাগতে দাও। তবে যা 'সত্য', তা তাদের সন্তোষ ও অসন্তোষের অনুগত নয়। যদি 'সত্য খোদা'– তাদের খুশী ও না-খুশীর উপর পরিচালিত হয় তবে সে আর 'খোদা' থাকলো কোথায় ? নাউযুবিল্লাহ্! তবে তো সে বান্দার হাতে একটি কাঠের পুতুল মাত্র বনে গেল। অবস্থার এ প্রেক্ষিতে আসমান যমীনের এ সুষ্ঠু মযবুত ব্যবস্থাপনা কি করে স্থায়ী থাকতে পারে ? যদি পল্লীর ছোট্ট একটি গ্রামের ব্যবস্থাপনা কেবলমাত্র সাধারণ জনগণের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অধীনস্থ করে দেয়া যায়, তাহলে, তাও তিন-চার দিনের বেশী সময় টিকে থাকতে পারে না। বাকি বিশাল যমীন ও আসমানের রাজত্বের কল্পনা তো বহু দূরের কথা! কেননা, জনগণের সাধারণ ইচ্ছা ও আগ্রহ, বৌদ্ধিক ব্যবস্থাপনার বিপরীত এবং পরস্পর বিরোধী হতে দেখা গিয়েছে। অতএব, শুভবুদ্ধি ও প্রবৃত্তির ঝগড়া-ঝাটি এবং বিভিন্নমুখী লড়াইতে গোটা ব্যবস্থাপনাই লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে।

৭৮. যে আশা তারা করে এসেছে তা এইঃ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত, তবে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম।

৭৯. কিন্তু যখন সেই কাঙ্ক্ষিত কিতাব এসে গেল এবং এমন ধরনে এলো যাদ্বারা জাতি হিসেবে তাদের মহাগৌরব ও সম্মান অর্জিত হলো, কিন্তু কিছুকাল পরেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং এমন সর্বোচ্চ মর্যাদা তারা তাদের অধিকার থেকে হারিয়ে ফেললো।

৮০. অর্থাৎ আপনি দাওয়াত ও তাবলীগ, নসীহত ও সদিচ্ছামূলক কার্যাদি করলেও এ জন্য কোন বিনিময়ের প্রার্থী নন। আল্লাহ্ তা'আলা যে অমূল্য সম্পদ আপনাকে দান করেছেন; সে তুলনায় এ বিনিময় অতি তুচ্ছ এবং সে সম্পদ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

৮১. অর্থাৎ আপনার সত্যবাদীতা ও আমানতদারী সর্বজনবিদিত পবিত্র কুরআনের যে বাণী আপনি এনেছেন, তার সৌন্দর্য সূর্যকিরণ থেকেও অধিক দেদীপ্যমান। নাঊযুবিল্লাহ্! আপনার মস্তিষ্কে কোনরূপ বিকৃতি নেই; তাদের কাছ থেকে আপনি কোন

(৭৫) وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

(৭৬) وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ○

(৭৭) حَتّٰٓى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

৭৫. এবং আমি তাদেরকে দয়া করলেও আর তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে[৮২]

৭৬. এবং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম শাস্তি দ্বারা, কিন্তু তারা বিনত হল না তাদের প্রতিপালকের প্রতি এবং সকাতরে প্রার্থনাও জানালো না।[৮৩]

৭৭. অবশেষে যখন আমি খুলে দেই তাদের উপর কঠিন শাস্তির দ্বার, তখনই তারা তাতে হতাশ হয়ে পড়ে।[৮৪]

বিনিময়ে ও প্রার্থী নন, জনগণকে যে পথে আপনি আহবান জানাচ্ছেন তা বিল্‌কুল্‌ সরল, সোজা ও পরিষ্কার, যা প্রতিটি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক বুঝতে সক্ষম, কোন পেঁচালো নয়, দুর্বোধ্যও নয়, আর বাঁকা টেরাও নয়। তবে হাঁ, এ পথে চলাচল তারই পক্ষে সম্ভব, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর অপর এক জীবনে বিশ্বাসী এবং নিজের মন্দ পরিণামে ভীত ও শংকাগ্রস্ত। আর যার পরিণাম ফলের ভয় নেই আর পরকালের চিন্তাই নেই সে আবার কখনোও কেন সোজা পথে চলবে ? সে অবশ্যই বক্রপথের পথিক হয়ে থাকবে এবং সোজা-সরল কথাকেও বক্র বানিয়ে নেবে।

৮২. যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করে তাদের যা কষ্ট তা দূর করে দিই অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট দূর করে সুখ-শান্তি ও আরামের সুব্যবস্থা করে দিই, তবুও তারা আমার সে উপকারের কথা স্বীকার করবে না– কৃতজ্ঞ হবে না, এবং বিদ্রোহ ও পাপাচার থেকে বিরতও হবে না। উল্লেখ্য যে, কোন সময়ে হযরত (সা)-এর বদ্‌ দু'আয় মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে, আবার তাঁরই দু'আর বরকতে তা তুলে নেয়া হয়। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । অথবা, এখানে অর্থ ও ধারণা এই যে, যদি আমি দয়াপরবশ হয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেই অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষা দিয়ে দিই তথাপি, ভাগ্যলিপি অনুসারে তাদের অনন্তকালীন ক্ষতিগ্রস্ততা দুষ্ট মেধা ও মানসিক প্রস্তুতির কারণে তারা অনুগত ও বাধ্য হওয়ার পাত্র নয়– যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌ তাদের মধ্যে ভাল কিছু দেখতেন, তবে তিনি তাদেরকেও শোনাতেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে শোনালেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩)।

৮৩. আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করেছি যেমন দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দ্বারা; কিন্তু তবুও তারা বিনীত হয় নি এবং আল্লাহ্‌র কথা মানেনি।

(৭৮) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

(৭৯) وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(৮০) وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৭৮. এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।[৮৫]

৭৯. এবং তিনিই তোমাদেরকে বিস্তৃত করে রেখেছেন পৃথিবীতে এবং তোমাদেরকে তারই নিকট একত্রিত করা হবে।[৮৬]

৮০. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তারই অধিকারে পরিবর্তন রাত ও দিনের। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?[৮৭]

---

৮৪. যে পর্যন্ত না আমি তাদের জন্য প্রচণ্ড আযাবের দ্বার খুলে দিলাম– অর্থাৎ আখিরাতের আযাব অথবা যুদ্ধের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৮৫. অর্থাৎ কান দ্বারা তাঁর অবতারিত আয়াতগুলোকে শোন আর সংঘটিত আয়াতসমূহকে চোখে দেখ এবং উভয় শ্রেণীর আয়াত মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। এসব নিআমতের শুকরিয়া ও দাবী এই ছিল যে, আল্লাহ্র দেয়া শক্তিগুলোকে তাদ্বারা নির্ধারিত কাজে লাগাবে; কিন্তু কার্যত এমনটি হয় না। অধিকাংশ লোক প্রায় সময় এ সব ক্ষমতার অপব্যবহার করে।

৮৬. কিয়ামতে আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর সবাইকে একত্রিত করা হবে, তখন প্রত্যেককেই তার কৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতার প্রতিদান মিলবে; সে সময় কোন ব্যক্তি বা কারো কাজ হিসাবের বাইরে থাকবে না; যিনি বিস্তার করেছেন, তাঁর পক্ষে পুনরায় একত্রিত করা কি কঠিন হবে ?

৮৭. জীবিত থেকে মৃত এবং মৃত থেকে জীবিত কিংবা অন্ধকার থেকে আলো, আর আলো থেকে অন্ধকার করা যার আয়ত্তাধীন, তাঁর বিরাট ক্ষমতার সামনে এ কি কঠিন ব্যাপার যে, তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করে দেবেন ? এবং চোখের সামনে থেকে মূর্খতার অন্ধকার পর্দা তুলে দেবেন, যার পর বস্তুসমূহের গূঢ় রহস্য সঠিক ও সুস্পষ্টরূপে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে। যেমন, কিয়ামতে প্রমাণিত হবে, সেদিন প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে তার চালক ও তার কর্মের সাক্ষী– বলা হবে لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ তুমি তো এ দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সামনে থেকে পর্দা তুলে দেয়া হয়েছে। আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর।

(٨١) بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ○

(٨٢) قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

(٨٣) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَ اٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(٨٤) قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٨٥) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

(٨٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

৮১. এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাই বলে যা বলেছিল পূর্ববর্তিগণ।

৮২. তারা বলে আমরা যখন মরে যাব আর যখন মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, আমরা কি পুনরুত্থিত হব ?

৮৩. আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষগণকেও। এ তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৮৮]

৮৪. তুমি জিজ্ঞেস কর কার এ পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার, যদি তোমরা জান ?

৮৫. তারা বলবে 'আল্লাহ্‌র'। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ?[৮৯]

৮৬. জিজ্ঞেস কর, কে অধিপতি স্বপ্তাকাশ ও কে অধিপতি মহা-আরশের ?

---

৮৮. অর্থাৎ এ কোন বিবেক-বুদ্ধির বিষয় নয়; নিছক পুরনো লোকদের অন্ধ অনুকরণে বহু পুরাতন কিছু সন্দেহজনক কাহিনী পেশ করা হয়, যা তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তৈরি করে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে টুকরো টুকরো হয়ে মিশে যাবার পর আমাদেরকে কি করে পুনরায় জীবিত করা হবে ? এমন বিবেক-বুদ্ধির অতীত কথা যা আমাদেরকে শোনানো হচ্ছে, ইতোপূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও তাই বলা হয়েছিল। কিন্তু আমরাতো অদ্যাবধি মাটির দেহ, ক্ষুদ্রাংশ ও মানবাস্থি সূক্ষ্ম টুকরোয় পরিণত হবার পর পুনরায় কখনো মানুষে পরিণত হতে দেখিনি। তবে হোক, আর নাই হোক, এগুলো কিচ্ছা-কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়, যা পুরনো কালের লোকেরা গঠন করে গেছে এবং অদ্যাবধি সেগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

৮৯. অর্থাৎ যার অধিকার সমগ্র পৃথিবীতে, সর্বত্র সকল বস্তুর উপর বিদ্যমান, এ অবস্থায় তোমাদের দেহের মাটির তৈরী এ মুঠোটিও কি সেই আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকার বহির্ভূত ?

(٨٧) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(٨٨) قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٨٩) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ؕ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ○

(٩٠) بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(٩١) مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

৮৭. তারা বলবে 'আল্লাহ্'। বল,তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না ?[৯০]
৮৮. জিজ্ঞেস কর, কার হাতে কর্তৃত্ব সব কিছুর; যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান ?
৮৯. তারা বলবে 'আল্লাহ্র'।[৯১] তারপর কি করে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ ?[৯২]
৯০. বরং আমি তো তাদের নিকট পৌঁছেয়েছি সত্য; কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী।[৯৩]
৯১. আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তার সঙ্গে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক ইলাহ আপন আপন সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।[৯৪] আল্লাহ্ কত পবিত্রতা থেকে যা তারা বলে।[৯৫]

---

৯০. অর্থাৎ তোমরা কি ভয় পাও না যে, এত বড় শাহানশাহ মালিকুল মুল্‌ক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এহেন বে-আদবী ও না-ফরমানীর উপর তোমাদেরকে পাকড়াও করে ভূ-লুণ্ঠিত করে ছেছ্ড়াবেন না? এ কি তোমাদের চরম বে-আদবী নয় যে, ঐ নিরঙ্কুশ শাহানশাহকে সামান্যতম পরিমাণ থেকেও দুর্বল ও অক্ষম জ্ঞান করে নিলে?

৯১. অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর ওপর তাঁরই স্বাধীন ইখ্‌তিয়ার ও অধিকার রয়েছে–যাকে ইচ্ছা, তিনিই আশ্রয় দান করেন, কিন্তু অপর কেউ তাঁর অপরাধীকে আশ্রয় দিতে পারে না।

৯২. যাদ্বারা জাদুকৃত হয়ে হুশ-জ্ঞান হারিয়ে বসেছ যে, এমন মোটা কথাগুলোও বুঝতে পারছো না যে, সমগ্র পৃথিবী ও আকাশের মালিক তিনিই হয়েছেন এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই স্বাধীন ইচ্ছা ও অধিকারভুক্ত রয়েছে এবং তদ্‌বস্থায় শেষ পর্যায়ে তোমাদের দেহের অস্থিসমূহ ও টুকরোগুলো তাঁর অধিকারের বাইরে কোথায় চলে যাবে যে, তাদের ওপর ঐ নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর, তাদের ওপর তাঁর স্বাধীন-সার্বভৌম ক্ষমতা, ইচ্ছা ও অধিকার আর কার্যকর রাখতে পারবেন না ?

৯৩. অর্থাৎ দলীল ও প্রমাণাদি দ্বারা প্রকাশ্যে যা তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও সঠিক, পক্ষান্তরে তারা কেবলমাত্র মিথ্যা ধারণার আনুগত্য করছে।

৯৪. অর্থাৎ যমীন ও আসমান এবং বিন্দু বিন্দু বস্তুসমূহের একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম মালিক তিনিই। না তাঁর কোন পুত্রের প্রয়োজন আছে, না সাহায্যকারীর, না

(৯২) عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۟

(৯৩) قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۟

(৯৪) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۟

৯২. তিনি জ্ঞাত দৃশ্য ও অদৃশ্যের বহু উর্ধ্বে, তারা যাকে শরীক করে তা থেকে।[৯৬]
৯৩. তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি আমাকে দেখাতে যাও– যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে,
৯৪. তবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে করো না জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৯৭]

তাঁর রাজত্ব ও রাজ্য পরিচালনায় কেউ শরীক রয়েছে। যার বিন্দু পরিমাণেও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অধিকার আছে। যদি এমন হত তবে প্রত্যেক স্বাধীন ক্ষমতাবান রাষ্ট্রনায়ক তার নিজের প্রজাদের নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং তাঁর নিজস্ব দল-বল নিয়ে অপরের উপর আক্রমণ চালাতো এবং এভাবে পৃথিবীর এই মযবূত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সামান্য কয়েকদিনও টিকে থাকতো না। সূরায়ে আম্বিয়ার আয়াত– لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا। এর টীকাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– যা সেখানেই দ্রষ্টব্য।

৯৫. আল্লাহ্‌র মর্যাদা কি এমন হতে পারে যে, তাঁর সামনে কেউ অহংকারের সঙ্গে কথা বলতে পারে ? অথবা তাঁর হুকুমের বাইরে এক চুল এদিক-সেদিক কিছু করতে পারে ?

আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

৯৬. অর্থাৎ তাঁর সাধারণ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার বিষয় পূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষণে তাঁর পরিবেষ্টিত জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য যার আওতা এই যে, এমন কোন প্রকাশ্য ও গোপন, দৃশ্য ও অদৃশ্য দিক নেই, যা তাঁর অজানা রয়েছে। তাঁর রাজত্বে কি এমন সব বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যেগুলোর ক্ষমতা ও জ্ঞান ইত্যাদি গুণ সীমিত ও ধারকৃত হবে ? استغفر الله। এমন ধারণা থেকেও আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনীয়।

৯৭. অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র দরবারে এমন বে-আদবী করা হয়, তবে অনিবার্যরূপে কোন কঠিন আযাব আপতিত হবে। এ কারণে মু'মিনদের প্রত্যেককেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আযাবে ভীত-শংকিত হয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ দু'আটি যেন

(৯৫) وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَٰدِرُونَ ۝

(৯৬) ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝

(৯৭) وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ۝

৯৫. আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম।

৯৬. মন্দের মুকাবিলা কর, যা উত্তম তাদ্বারা; আমি অবগত তারা যা বলে।৯৮

৯৭. বল, হে তোমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে।৯৯

প্রার্থনাস্বরূপ তারা পাঠ করে– প্রভু হে! যদি জালিমদের উপর কোন আযাব আসে তবে তুমি যেন আমাকে তার অন্তর্ভুক্ত করো না। যেমন হাদীসে ব্যক্ত করা হয়েছে : واذا اردت بقوم فتنة فتوفنى غير مفتون। যার মর্মকথা এই, ইয়া আল্লাহ্! আমাদেরকে ঈমান ও ইহ্সানের উপর স্থায়ী ও স্থিতিশীল রেখো– এমন কোন দোষ-ত্রুটি যেন আমার না হয়ে যায়, যার ফলে নাউযুবিল্লাহ্! তোমার আযাবে গ্রেফতার হয়ে পড়ি।

অনুরূপভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে– وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ ভয় কর এমন আযাবকে, যা আপতিত হয়েছিল তাদের উপর যারা তোমাদের মধ্য থেকে নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল– (আনফাল : ২৫) এখানে নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বিষয়টি অপর লোকদেরকে শোনানো হয়েছে যা কুরআন মাজীদের একটি নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গী ও নিয়ম।

৯৮. অর্থাৎ আমার এ ক্ষমতা আছে যে, ইহজগতেই তোমাদের সবার চোখের সামনেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে দিই, কিন্তু আপনার উচ্চ মর্যাদা ও সুমহান চরিত্রের দাবী এই যে, তাদের মন্দ আচরণকে সদাচরণ দ্বারা যথাসম্ভব প্রতিহত করবেন এবং তাদের অন্যায় ও অযথা বকাবকিতে রাগান্বিত হবেন না। এ বিষয়টি আমি ভাল করেই জানি ও বুঝি এবং যথাসময়ে এর শাস্তি বিধানও করা হবে। তবে দৃষ্টিপথে তাদেরকে আপনার 'এড়িয়ে যাওয়া' এবং আপনার নমনীয় মধুর আচরণের সুফল এই দাঁড়াবে যে, অধিকাংশ লোক আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আপনাকে মূল্যায়ন করবে এবং এভাবে দাওয়াত ও সংস্কারের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে।

৯৯. প্রথমত মানুষ শয়তানদের সাথে আচরণ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছিল; কিন্তু জিন শয়তানেরা ঐ পদ্ধতি গ্রহণ করবে না এবং তাদেরকে ঐ নিয়মে বাগে আনা যাবে না, কোন চেষ্টা-তদ্বীর বা কোন নমনীয় ব্যবহার তাদেরকে সংশোধন করতে পারবে না। তাদের চিকিৎসা কেবলমাত্র শরণ-প্রার্থনা অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রিত হওয়া যার ফলে ঐ নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অত্যাচার, টানা-হেঁচড়া, বিভিন্ন রকমের মন্দ, জঘন্য ও অকথ্য আচরণ থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ সাহেব লিখেছেন– শয়তানের 'ছিড়ু' ঠোকাঠুকি বা অত্যাচার-উপদ্রব এই, দীনের প্রশ্নে অযথা ও

(৯৮) وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ○

(৯৯) حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ○

(১০০) لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ

وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

৯৮. আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে।[১০০]

৯৯. যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে পাঠাও।

১০০. যাতে আমি কিছু ভাল কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।[১০১] কখনই নয়, এ তো একটি উক্তি মাত্র যা সে বলে।[১০২] তাদের সামনে থাকবে বারযাখ-বা পর্দা যা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকবে।[১০৩]

অকারণে রাগের উদ্ভব হয়, এমন কি যুদ্ধ লেগে যায়। সুতরাং এ কারণেই বলা হয়েছে– মন্দাচরণের জবাব সদাচরণ দ্বারা দিতে হবে।

১০০. অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই যেন শয়তানকে আমার কাছে আসতে দেবেন না– এভাবে যে, সে যেন আমার উপর কোন আক্রমণ ও অনিষ্ট সাধন করতে না পারে।

১০১. অর্থাৎ আপনি এ সব কাফিরের মন্দ আচরণগুলোকে সদাচরণ দ্বারা প্রতিরোধ করতে থাকুন এবং যে সব কুৎসা ও মিথ্যা রটনা তারা আপনার বিপক্ষে তৈরি করে জনসমাজে প্রচার করে বেড়াচ্ছে সেগুলো আমার দিকে সমর্পণ করুন। এমনকি ক্রমান্বয়ে এভাবে এদের কারো কারো মৃত্যু সময় অত্যাসন্ন হয়ে যাবে এবং এই সংকটকালে আযাবের প্রারম্ভকাল প্রত্যক্ষ করে তাদের অনুতাপ ও অনুশোচনা শুরু হয়ে যাবে। যে সময় তারা কামনা করতে থাক্‌বে– আয় পরওয়ারদেগার! কবরের দিকে নিয়ে যাবার পরিবর্তে আমাদেরকে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়ে দাও, যাতে করে বিগত জীবনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পাপাচার আমরা করেছি এক্ষণে সৎকাজ দ্বারা আমরা সে সবের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি। ভবিষ্যতে এমন পাপকর্ম আমরা কখনো করব না; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যু এলে সে বলবে– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১০)

১০২. অর্থাৎ মৃত্যু সময় আসন্ন হওয়ার পর এ কাজের জন্য কখনো ফিরিয়ে দেওয়া হবে না এবং যদিও ধরে নেওয়া হয় যে, ফিরিয়ে দেওয়া হবে তা হলে কস্মিনকালেও সৎ

(১০১) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝
(১০২) فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
(১০৩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

১০১. এবং যখন ফুৎকার দেয়া হবে সিঙ্গায়, আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না পরস্পরের মধ্যে সেই দিন। এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না।[১০৪]

১০২. অতএব যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই হবে সফলকাম।

১০৩. এবং যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে তারাই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

কাজ করবে না– 'যথাপূর্বং তথাপরং'– অর্থাৎ পূর্ববৎ সেই পাপাচার শুরু করে দেবে, وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ যদিও তাদেরকে ফিরে দেওয়া হয়, তারা আবার সেই নিষিদ্ধ পাপকাজ শুরু করে দেবে, আসলে তারা তো নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (আনআম– ঃ ২৮)। এ তো কেবলমাত্র মুখেরই কথা যা সে বানিয়ে নিচ্ছে– আসলে সে পরিতাপ ও লজ্জার আতিশয্যে চুপ করে থাকতে পারছে না–; সে নিজেই তার দিক থেকে এ সব কথা বলে যাচ্ছে, বলুক– আমার দরবারে তার কোন মূল্য নেই, কর্ণপাতও করা হবে না।

১০৩. অর্থাৎ এখনই কি দেখেছ! মৃত্যুতেই এমন ঘাব্‌ড়িয়ে গেলে ? সামনে এরপরেই বারযাখ নামে অন্য একটি জগত আসছে, যেখানে পৌঁছে মৃত মানুষেরা জগদ্বাসীদের নিকট থেকে পর্দার আড়াল হয়ে যায় আর আখিরাতও সামনে দেখা যায় না। তবে হাঁ, আখিরাতের কিছুটা নমুনা সম্মুখে নজরে পড়ে– যার মজা কিয়ামত পর্যন্ত পড়ে থেকে গ্রহণ করতে থাকবে।

১০৪. অর্থাৎ عالم برزخ 'আলমে বারযাখ' বা মধ্য জগতের পরেই কিয়ামতের সময়কাল। দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার পরপরই সৃষ্টি জগতের সবাইকে এক ময়দানে নিয়ে একত্রে দাঁড় করানো হবে। এ সময়ে প্রতিটি ব্যক্তি স্ব স্ব চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন থাকবে– সন্তান-সন্ততি মা-বাবা থেকে, ভাই-ভাই থেকে এবং স্বামী তার স্ত্রী থেকে কোন সম্পর্ক রাখ্‌বে না– একজন অপরজন থেকে বিরক্তিবোধ করবে কেউ কারো সঙ্গে কোন কথা বলবে না, কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না– অবস্থাটি এমনতর হবে যা কুর্‌আন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ অর্থাৎ সে দিন মানুষ পালিয়ে যাবে, তার ভাই থেকে এবং তার মা তার বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে; সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন এক গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আবাসা- ঃ ৩৪-৩৭)। এ সময়ের পর কোন সময় হয়ত বা কোন কোন ঘনিষ্ঠ

(١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ○

(١٠٥) أَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

(١٠٦) قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ ○

১০৪. আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়।[১০৫]

১০৫. তোমাদের নিকট কি আবৃত্তি করা হত না আমার আয়াতসমূহ ? অথচ তোমরা সেগুলো অস্বীকার করতে।[১০৬]

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়;

আত্মীয়-স্বজন দ্বারা কিছুটা উপকার পাওয়া যেতেও পারে। যেমন বলা হয়েছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ অর্থাৎ যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সঙ্গে আমি মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত-কর্মের জন্য দায়ী। (সূরা-তূর-ঃ ২১)।

(বিঃ দ্রঃ) ঃ কোন কোন হাদীস অনুসারে নবী করীম (সা) বলেছেন যে, সব ধরনের বংশগত ও বৈবাহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ কোন উপকার দেবে না) কিন্তু আমার বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত الا نسبی وصهری। এতে বুঝা যায় যে, হুযূর (সা)-এর সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক, সাধারণ আত্মীয় সম্পর্কের ব্যতিক্রম।

এ হাদীস সূত্রে হযরত উমর (রা) উম্মে কুলছূম বিন্‌ত আলী ইব্‌ন আবী তালিব-এর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং এই বিয়েতে দেন মোহর হিসেবে ৪০ হাজার দিরহাম নির্ধারিত হয়। প্রসঙ্গত হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন 'সেখানে পিতা-পুত্র একে অপরের অন্তর্ভুক্ত নয়, প্রত্যেকের জন্য তার কৃতকর্মের হিসাব পৃথক পৃথক যার জন্য সে-ই এককভাবে দায়ী।'

১০৫. জাহান্নামীদের চেহারা আগুনে ঝল্‌সে যাবে এবং শরীর জ্বলতে জ্বলতে ফুলে যাবে, যার ফলে নিম্নওষ্ঠ লম্বা হয়ে নাভি পর্যন্ত লট্‌কে যাবে এবং উপরের ওষ্ঠ ফুলে গিয়ে মাথার খুপড়ি পর্যন্ত পৌঁছবে, আর জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে এসে মাটিতে লট্‌কিতে থাকবে, যাকে দোযখী তার নিজের পা দ্বারা মাড়াতে থাক্‌বে। ইয়া আল্লাহ্! আমাদের সকলকে জাহান্নামের বিভিন্নরূপী আযাব থেকে রক্ষা করুন!

১০৬. অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে– যে সব কথা ও বিষয় তোমরা দুনিয়ায় মিথ্যা জ্ঞান করেছিলে, এখন সেগুলো স্বচক্ষে দেখে নাও– সত্য ছিল কি মিথ্যা ছিল।

(١٠٧) رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ ۝

(١٠٨) قَالَ اخْسَـُٔوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝

(١٠٩) إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنتَ خَيْرُ الرَّٰحِمِينَ ۝

(١١٠) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ۝

(١١١) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ۝

১০৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে উদ্ধার কর এ আগুন থেকে, এরপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি, তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালজ্ঘনকারী হব।[১০৭]
১০৮. আল্লাহ্ বলবেন– 'তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলিস না'।
১০৯. আর বান্দাদের মধ্যে এমন এক দল ছিল, যারা বলত 'হে আমাদের প্রতিপালক ? আমরা ঈমান এনেছি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর; তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১০৮]
১১০. কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।[১০৯]
১১১. আমি আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম তাদের ধৈর্যের কারণে যে, তারাই হল সফলকাম।[১১০]

---

১০৭. অর্থাৎ এখন তারা স্বীকার করে নেবে যে, নিঃসন্দেহে আমাদের দুর্ভাগ্যই আমাদেরকে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছে যার ফলে আমরা সোজা-সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে চির ধ্বংসের গহীন গর্তে পড়ে গিয়েছি; এখন আমরা সব কিছুই প্রত্যক্ষ করলাম। প্রভু! দয়াপরবশ হয়ে একবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন– যদি পুনরায় কখনো এমন কাজ করি তবে অবশ্যই আমরা পাপী বলে গণ্য হবো, যে শাস্তি ইচ্ছা দেবেন।

১০৮. অর্থাৎ উত্তরে বলা হবে– 'বক্বক্ করবি না, যা করেছিস এখন তার শাস্তি ভোগ কর্। রিওয়ায়াত সূত্রে জানা যায়, এ ধরনের জবাবের পর সব প্রার্থনা ও কামনার পালা বন্ধ হয়ে যাবে কেবলমাত্র চিৎকার ও আর্তনাদ ব্যতীত তারা কোন কথাই আর বলতে পারবে না।

১০৯. অর্থাৎ মুসলমানগণ দুনিয়ায় যখন প্রভু পরওয়ার দেগারের কাছে অপরাধের জন্য সকাতরে দু'আ-মুনাজাত করতো– তখন তোমাদেরকে হাস্তে দেখা যেতো। তোমরা তাদেরকে এত ঠাট্টা করতে যে, তোমরা তাদের সৎ অভ্যাসগুলো নিয়ে এমন হাসি-তামাশা করতে যে, তাদের পেছনে লেগে তোমরা আমাকেও বে-মালূম ভুলে যেতে; তোমাদের সে ভাব-ভঙ্গী ও আচরণ দেখে মনে হতো যেন তোমাদের মাথার ওপর কোন বিচারকই নেই যে, এসব অপরাধমূলক গতিবিধি ও আপত্তিকর আচরণের ওপর কোন সময় লক্ষ্য করবেন এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারেন।

(١١٢) قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○

(١١٣) قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ○

(١١٤) قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ○

(١١٦) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ○

১১২. আল্লাহ্ বলবেন—'তোমরা কত সময় অবস্থান করেছিলে পৃথিবীতে বছরের গণনা হিসাবে ?

১১৩. তারা বল্বে, আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন, অথবা দিনের কিছু অংশ আপনি না হয়, গণনাকারীদের জিজ্ঞেস করে নিন।[১১১]

১১৪. তিনি বলবেন– তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে যদি তোমরা জানতে।[১১২]

১১৫. তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না ?[১১৩]

১১৬. মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই অধিপতি।[১১৪]

---

১১০. অসহায় মুসলমানেরা তোমাদের মৌখিক ও কার্যত বহুবিধ দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচারের উপর ধৈর্যধারণ করেছিল, কিন্তু আজ লক্ষ্য কর যে, তোমাদের পাশাপাশি পরিণাম ফল হিসেবে তারা কি পেয়েছে। তাদেরকে এমন স্থানে পৌছানো হয়েছে যেখানে তাদের জীবন সব ধরনের সফলতা, সুখ-শান্তি ও মানসিক প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে।

১১১. অর্থাৎ ফেরেশতারা যারা প্রতিটি পাপ-পুণ্য হিসাব করে গুণে রেখেছে তারা এ বিষয়গুলোও গুণে থাকবে। যেমন মাটিতে বা কবরের অবস্থান বা দুনিয়ায় তার আয়ুষ্কাল ইত্যাদি তাদের দৃষ্টিতো অল্পই মনে হবে। অতএব, তাদের নিকট এ ধরনের প্রশ্নের কারণ এই যে, তারা দুনিয়ায় আযাব পাঠানোর জন্য ক্ষিপ্রতা করতো– এক্ষণে তারা জানতে পারলো– প্রার্থিত আযাব শীঘ্রই এসে পড়লো। (মুযিহুল কুরআন)

১১২. অর্থাৎ আসলেই দুনিয়ায় আমাদের বয়স অল্পই ছিল। কিন্তু যদি এই বাস্তব কথাটি পয়গাম্বরের উক্তিতে বিশ্বাস করে দুনিয়াতেই উপলব্ধি করতাম, তবে কখনো এই অস্থায়ী সম্পদে গর্বিত হয়ে পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন হতাম না এবং ঐ সব বে-আদবী অসদাচরণ ও দুষ্কর্ম করতাম না যেগুলো দুনিয়ার অস্থায়ী ও সাময়িক মজায় আকৃষ্ট হয়ে সোৎসাহে করেছিলাম।

১১৩. অর্থাৎ দুনিয়ার এই অস্থায়ী জীবনে তো পাপ ও পুণ্যের পরিপূর্ণ ফলাফল প্রাপ্তব্য নয়। যদি এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনের পর অপর একটি যিন্দেগী না হয় তবে তো এখানকার এ সব কারখানা ও কর্মক্ষেত্র কেবলই খেল-তামাশা ও নিষ্ফল মাত্র। অতএব,

(১১৭) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ
عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(১১৮) وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

১১৭. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ডাকে অন্য ইলাহ্‌কে, ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন সনদ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে।[১১৫] নিশ্চয়ই সফলকাম হবে না কাফিরগণ।

১১৮. বল! হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।[১১৬]

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সমুন্নত দরবার, এ ধরনের তুচ্ছ-কল্পনা থেকেও বহুদূরে ও বহু উর্ধ্বে।

১১৪. যেহেতু তাঁর সত্তা মহান ও মহিমান্বিত এবং যেহেতু তিনি সার্বভৌম শাহানশাহ। নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত মালিক সেহেতু এটা হতেই পারে না যে, তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত বিশ্বস্ত বান্দা এবং অবাধ্য ও অপরাধীদেরকে এমনিতেই অজিজ্ঞাসিত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে ?

১১৫. অর্থাৎ সেখানে হিসাব-নিকাশ সমাপ্তির পর অপরাধের পরিমাণ অনুসারে শাস্তি দেয়া হবে।

১১৬. অর্থাৎ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর এবং তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান ও সফলতা দান কর। তোমার অশেষ রহমতের সামনে কোন বিষয়ই কঠিন নয়।

উপসংহার ঃ افحسبتم থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো বড় মর্যাদা বিশিষ্ট ও ফলদায়ক, যার প্রমাণ বেশ কিছু হাদীস থেকে পাওয়া যায় এবং কুরআন ও হাদীসের বিশেষজ্ঞগণ এ কয়েকটি আয়াতকে পরীক্ষিত পেয়েছেন। অতএব, মুসলমান ভাইদের উচিত, তাঁরা যেন বিষয়টি মূল্যায়ন করত আয়াত ক'টি প্রাত্যহিক ওয়াজীফা হিসেবে নিয়মিত আমল করেন।

সূরার শেষে সে দু'আটিও তাবাররুক' ও শুভ কামনার্থে লিখিত হল, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা, এর শব্দগুলো আয়াতের সঙ্গে সুসঙ্গত, যা এই ঃ

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت
فاغفرلى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم

আয় আল্লাহ্! আমি নিজের নাফ্‌সের ওপর জুলুম করেছি– আর প্রকৃত অবস্থা এই, তুমি ব্যতীত গোনাহ-মার্জনাকারী অপর কেউ নেই; অতএব, তুমি তোমার নিজস্ব ক্ষমা থেকে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দয়া কর; নিঃসন্দেহেই তুমি পরম ক্ষমাশীল, অত্যন্ত মেহেরবান।

॥ সূরা মু'মিনূনের তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা নূর

৬৪ আয়াত, ৯ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

(١) سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝

১. এটি একটি সূরা। আমি এটি নাযিল করেছি এবং যিম্মাদারীতে অপরিহার্য করে নিয়েছি। এতে আমি সুস্পষ্ট বিষয়াদি নাযিল করেছি যাতে তোমরা স্মরণ রাখতে পার।[১]

সূরা নূরের বিষয়বস্তু ও শিক্ষা

১. এ সূরায় কতকগুলো অতীব জরুরী বিধান ও দণ্ডবিধি, উপমা ও উপদেশ, একত্ববাদের রহস্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ও সংস্কারধর্মী বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিষয় হল, সেটি যা হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ বিষয়ক।

মুনাফিকরা হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল কতক নিরীহ খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির তাতে কিছুটা পদস্খলন ঘটেছিল। এর ভয়ানক প্রতিক্রিয়ায় শুধু যে হযরত আইশা (রা)-এর মান-মর্যাদায় আঘাত হেনেছিল তা নয় এক হিসেবে স্বয়ং প্রিয়নবী (সা)-এর মর্যাদার উপরও তার প্রভাব পড়েছিল। এ জন্যে কুরআনে কারীমের মাধ্যমে একান্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তা সহকারে এই ভ্রান্ত পদক্ষেপ ও ভুল বুঝাবুঝির অপনোদন জরুরী হয়ে পড়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে ঈমানদার লোকদেরকেও চিরদিনের জন্যে সতর্ক করে দেওয়ার দরকার ছিল। যাতে করে ভবিষ্যতে কোন সময় শত্রুর প্রপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত না হয়, পদস্খলন না ঘটে।

প্রিয়নবী (সা)-এর সুউচ্চ মর্যাদা অথবা মু'মিনকুল জননিগণের পবিত্র ও শ্রদ্ধার্হ অবস্থান এমন নয় যে, তা অনুধাবন ও স্মরণ রাখার ক্ষেত্রে কোন মুসলমান কোন সময়

(২) اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۪ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২. ব্যভিচারিণী মহিলা ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে লাগাও একশ' করে বেত্রাঘাত।২ আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে থাক।৩ কতক মুসলমান যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।৪

সামান্যতম অবহেলা ও জাইয মনে করবে। সম্ভবত এ জন্যেই সূরার শুরুতে বলা হয়েছে سُوْرَةٌ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا এ সূরা আমি নাযিল করেছি এবং যিম্মাদারীতে অপরিহার্য করে নিয়েছি যাতে করে শ্রোতারা উপলব্ধি করে নিতে পারে যে, এ সূরার বিষয়বস্তুগুলোর একটি সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখতে হবে এবং ধরে রাখতে হবে। যে সব সুস্পষ্ট উপদেশাবলী ও স্বচ্ছ বাণীসমূহ এ সূরায় বিধৃত হয়েছে সেগুলো প্রাণান্তকর সাধনার মাধ্যমে স্মরণ রাখা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এক মুহূর্তের জন্যেও তা থেকে গাফিল থাকা চলবে না। এ ব্যাপারে গাফিল হলে কিন্তু সে ব্যক্তির দীন দুনিয়া দু'টোরই সর্বনাশ ঘটবে।

ব্যভিচারের শাস্তি

২. প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং সাবালক অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্যে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে কিন্তু সহবাস করেনি তার জন্যেও এ বিধান। যে পুরুষ কিংবা নারী স্বাধীন নয় তার শাস্তি ৫০টি বেত্রাঘাত। এ দণ্ডবিধি কুরআন মাজীদের ৫ম পারার প্রথম রুকূর শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক কিংবা সাবালক নয় সে তো দায়বদ্ধও নয়। যে মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে সবগুলো বৈশিষ্ট্য (স্বাধীন হওয়া, সাবালক হওয়া, বিবাহিত এবং সহবাসকৃত হওয়া) বিদ্যমান থাকে তাকে শরীআতের পরিভাষায় 'মুহসান বলে'। তার ব্যভিচারের শাস্তি রজম বা প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যু। যেমন আসমানী কিতাব তাওরাতের বরাতে সূরা মায়িদাতে বলা হয়েছে— وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আছে (৫ ঃ ৪৩)।

আল্লাহ্‌র ওই নির্দেশ হল রজম বা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। উক্ত আয়াতের টীকায় আমরা তা উল্লেখ করেছি। বস্তুত প্রিয়নবী (সা) সে অনুযায়ী বিচার করেছেন। এবং বলেছেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا اَمْرَكَ اِذَا مَاتُوْا হে আল্লাহ! আমিই তো প্রথম ব্যক্তি যে আপনার নির্দেশকে পুনর্জীবিত করেছি যখন তারা সেটির মৃত্যু ঘটিয়েছিল।

এরপর থেকে শুধু ইয়াহূদীদের ক্ষেত্রে নয়; বরং এ প্রকারের যত ঘটনা ঘটেছে তার সবটিতেই নবী কারীম (সা) মুহসান যিনাকারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তাঁরপরে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ বিধান কার্যকর করে গিয়েছেন। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের কেউই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করার ধৃষ্টতা দেখান নি। যেন চলমান সুন্নাত ও সত্যপন্থীদের ঐকমত্য এ কথা ঘোষণা করেছিল যে, এ মাস্আলায় মুহাম্মাদী শরীআত তাওরাতের বিধানটিকেই অক্ষুণ্ন রেখেছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল করীম আসমানী কিতাব তাওরাতের বরাতে বলেছে .... وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। (৫ ঃ ৪৫)।

মুরতাদ ও ধর্মত্যাগীদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার ব্যাপারে ইসরাঈলীদেরকে নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি সূরা বাকারাতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ। সুতরাং এখন তাওবা কর নিজেদের স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বধ কর। (২ ঃ ৫৪)।

তারপর উক্ত বিধানগুলো মুহাম্মাদী উম্মতের জন্যে বলবৎ রাখা হয়েছে। বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান এবং নরহত্যার শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি উল্লেখ করার পর আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান বর্জনে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং শেষে বলেছেন وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ....'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি সত্যগ্রন্থ। এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবে। (৫ ঃ ৪৮)।

সম্ভবত এর দ্বারা এটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাওরাতের এ বিধান এখন কুরআন মাজীদের আওতাভুক্ত করে দেয়া হল, এগুলো বাস্তবায়নে নবী করীম (সা) যেন কারো প্রবৃত্তি কিংবা মতামতের পরোয়া না করেন। বস্তুত প্রিয়নবী (সা) এগুলো বাস্তবায়নে কারো কোন প্রবৃত্তি ও মতামতের তোয়াক্কা করেন নি। তাঁর খলীফাগণ (রা)-ও এতে কারো কোন মতামতের পরওয়া করেন নি। এমনকি পরবর্তীতে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান সম্পর্কে কোন ভিন্নমত সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকা যখন হযরত উমর (রা)-এর মনে জাগ্রত হল, তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, কতক সত্য বিচ্যুত লোক এটি প্রত্যাখ্যান করবে (বস্তুত খারিজী সম্প্রদায় এবং আমাদের যুগের কতক বিভ্রান্ত লোক এরূপ করেছে) তখন তিনি মিম্বারে আরোহণ করে সাহাবী ও তাবিঈদের সমাবেশে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার এ বিধান সম্পর্কে ঘোষণা দেন। এ বিষয়ে তিনি কুরআন মজীদের একটি আয়াতের উদ্‌ধৃতি দিলেন যার মধ্যে বিবাহিত ব্যভিচারীর প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের স্পষ্ট বিধান ছিল। ঐ আয়াতটির তিলাওয়াত মানসূখ বা রহিত হয়েছে বটে কিন্তু তার বিধান ও নির্দেশ সব সময়ের জন্যে অটুট ও অক্ষুণ্ন রয়েছে।

(৩) اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ؗ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৩. ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করে না। আর ব্যভিচারিণী-ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত বিয়ে করে না।[৫] এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে।[৬]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন আয়াতের শুধু তিলাওয়াত মানসূখ বা রহিত হওয়া আর তার বিধান বলবৎ থাকা এটি একটি স্বতন্ত্র মাসআলা। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা আলোচনা সম্ভব নয়। যদি পৃথক তাফসীর গ্রন্থ রচনার সুযোগ হয় তখন ইনশাআল্লাহ্ সেখানে আলোচনা করব।

শাস্তি প্রদানে অনুকম্পা প্রদর্শন করা যাবে না

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে এদিক-সেদিক করো না। এমন যেন না হয় যে, পাপী ও দোষী ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি বশে তার শাস্তি পুরোপুরি ক্ষমা করে দিবে কিংবা হ্রাস করে দিবে কিংবা শাস্তি প্রদানে এমন সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করবে যে, শাস্তি তখন আর শাস্তিই থাকবে না। গভীরভাবে বুঝে নাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমাহীন প্রজ্ঞাময় এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি তোমাদের চাইতে অধিকতর সদয়। তাঁর কোন বিধান আপাতদৃষ্টিতে কঠোর মনে হোক কিংবা কোমল সমগ্র বিশ্বের জন্যে সেটি প্রজ্ঞা ও রহমত থেকে শূন্য নয়। তাঁর বিধান কার্যকরকরণে তোমরা যদি গাফলতি কর তবে আখিরাতে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

৪. অর্থাৎ শাস্তি প্রদান নির্জনে হবে না। মুসলমানদের উপস্থিতিতে হবে। এতে শাস্তি ও অপমান পূর্ণ মাত্রায় হবে, এ সংবাদ প্রচারিত হবে এবং দর্শক ও শ্রোতাদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হবে। জনসমক্ষে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, তার করুণ অবস্থা দেখে মুসলমানগণ তার জন্যে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। 'আল্লাহ্-ই সম্যক জানেন'।

৫. যিনা ও ব্যভিচারের সাজা বর্ণনার পর এখন ওই কর্মের চূড়ান্ত কদর্যতা ও মন্দের বিবরণ দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে নারী কিংবা পুরুষ ওই ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত থাকে কোন পবিত্র মুসলমানের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সহবাস করার উপযুক্ততা তার থাকে না। তার অসৎ চরিত্রের জন্যে সমীচীন তো তার মত কোন পাপী কিংবা তদপেক্ষা অধিক পতিত কোন পুরুষ কিংবা মহিলার সাথে কিংবা কোন মুশরিক পুরুষ কিংবা মহিলার সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল, দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে (২৪ঃ ২৬)।

کند ہمجنس باہمجنس پرواز * کبوتر باکبوتر باز با باز

অর্থাৎ 'সম জাতি সম জাতির সাথে উড়ে চলে
কপোত কপোত সনে বাজ বাজ দলে।'

তাদের কৃতকর্মের এটিই উপযুক্ত প্রতিফল বটে। তবে এটি একটি পৃথক ব্যাপার যে, অন্যান্য হিকমাত ও কৌশলের প্রেক্ষিতে স্রেফ নামধারী মুসলমানের জন্যেও মুশরিক নারী-পুরুষের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জাইয নেই। অবশ্য পুণ্যবতী মহিলার সাথে পাপাচারী পুরুষের বিবাহ হয়ে গেলে তা সম্পূর্ণ বাতিল বলে রায় দেয়া হয়নি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আলোচ্য আয়াত উপলক্ষে আমরা যে আলোচনা রেখেছি তা সহজ ও সরল। এতে لاَ يَنْكِحُ এর অর্থ তাই এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমনটি اَلسُّلْطَانُ لاَ يَكْذِبُ এবং অন্যান্য বাক্যে অর্থ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন কর্মের অক্ষমতাকে ঐ কর্ম না করা রূপে গণ্য করা হয়। তাই এখানে বিবাহ করে না অর্থ বিবাহের যোগ্যতা নেই বুঝে নিন এবং সরল পথে থাকুন।

ব্যভিচারীর জন্যে সতী-সাধ্বী স্ত্রী নয়

৬. অর্থাৎ যিনা ব্যভিচার ঈমানদার লোকদের জন্যে হারাম। একজন মু'মিন লোক মু'মিন থাকা অবস্থায় কী করে এই অপকর্ম করতে পারে ? হাদীস শরীফে এসেছে لاَ يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ যিনাকারী অন্তরে ঈমান থাকা অবস্থায় যিনা করে না।

অথবা আয়াতের মর্ম এই, যিনাকারিণী মহিলাকে বিয়ে করা সব পূত-চরিত্রের পুরুষদের জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাদেরকে ঈমানদার বলে অভিহিত করা চলে। অর্থাৎ সৃষ্টিগতভাবে পুণ্যাত্মাদেরকে ওদের পুঁতি গন্ধময় স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তখন حُرِّمَ শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হবে حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ পূর্ব থেকেই ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম (২৮ ঃ ১২) আয়াতে এবং حَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا -যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তাদের ফিরে না আসা অবধারিত (২১ ঃ ৯৫) আয়াতে حرام শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আল্লাহ্ই ভাল জানেন।'

(৪) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ
ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝
(৫) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪. যারা সতী সাধবী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। তারপর উপস্থিত করতে না পারে চারজন সাক্ষী[৭] তাদেরকে লাগাও আশিটি বেত্রাঘাত। কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।[৮] ওসব লোক নাফরমান।[৯]

৫. তবে যারা এরপর তাওবা করে নেয় এবং সংশোধিত হয় তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[১০]

মানহানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ

৭. অর্থাৎ এমন সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে যিনার অপবাদ দিয়েছে যাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়া কোনভাবেই সপ্রমাণিত নয়। এখানে তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ পুরুষদেরকে অপবাদ দিলেও এই শাস্তি। একজন মহিলাকে উপলক্ষ করে আয়াতটি নাযিল হয়েছে বিধায় আয়াতে মহিলাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অপবাদদাতা যদি তার বক্তব্যের সমর্থনে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে এবং শরীআত সম্মতভাবে যদি তার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় তবে অপবাদপ্রাপ্তা নারী কিংবা পুরুষের উপর যিনার দণ্ড কার্যকর হবে।

৮. এটি অপবাদদাতার শাস্তি যে, অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাবী করলে তাকে ৮০টি বেত্রাঘাত লাগাতে হবে এবং চিরদিনের জন্যে তার সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ ব্যক্তি তাওবা করলেও মুআমালাত বা পার্থিব লেন-দেনের ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হবে না।

৯. যদি জেনে শুনেই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে তবে তো তার ফাসিক ও নাফরমান হওয়াটা সুস্পষ্ট। কিন্তু মূলত তার বক্তব্য যদি সত্য হয়; কিন্তু সে জানত যে, ৪ জন সাক্ষী দ্বারা সে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারবে না, তাহলে এরূপ বক্তব্য প্রকাশের পেছনে একজন মুসলমান ব্যক্তির মানহানি ব্যতীত অন্য কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? এটিতো একটি স্বতন্ত্র পাপ। উলামায়ে কিরাম এটিকে কবীরা গুনাহ্রূপে গণ্য করেন।

১০. অর্থাৎ তাওবা ও সংশোধনের পর সে আল্লাহ্র নাফরমান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। অবশ্য অপবাদের দণ্ডরূপে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিধান সব সময় কার্যকর থাকবে। পূর্ববর্তী যুগে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কাযী শুরায়হ (র), ইব্রাহীম নাখঈ (র), সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র), মাক্হুল (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসায়্যিব (র) এ মত পোষণ করেন। 'দুর্রে মানসূর' এবং 'তাফসীরে ইব্ন কাছীরে'-এর উল্লেখ রয়েছে।

(٦) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(٧) وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

(٨) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

(٩) وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

৬. যারা অপবাদ দেয় নিজেদের স্ত্রীদেরকে[১১] এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী থাকে না তখন তাদের সাক্ষ্যের ধরন এই, সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় সে সত্যবাদী।

৭. এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত।

৮. এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে, যদি সে আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

৯. পঞ্চমবার বলবে যে, আল্লাহ্র গযব আসুক তার নিজের উপর যদি ওই পুরুষটি সত্যবাদী হয়।[১২]

কেউ নিজের স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিলে তার ফায়সালা

১১. অর্থাৎ যদি স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় কিংবা সন্তান তার ওরসজাত নয় বলে দাবী করে।

১২, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দিবে প্রথমে তাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে স্ত্রীকে ব্যভিচারের দণ্ড দেয়া হবে। সাক্ষী উপস্থিত করতে অক্ষম হলে তাকে বলা হবে সে যেন চারবার আল্লাহ্র শপথ করে বলে আপন স্ত্রীকে দেওয়া অপবাদের ব্যাপারে সে সত্যবাদী। তার চারবার শপথসহ সাক্ষ্য যেন চারজন সাক্ষীর সমকক্ষ। শেষে পঞ্চমবারে সে বলবে যে, 'আপন বক্তব্যে সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্র লা'নত ও অভিশাপ তার উপর পতিত হবে।' উপরোক্ত ভাষ্য উচ্চারণে সে যদি অস্বীকার করে তাকে আটক রাখা হবে এবং বিচারক তাকে বাধ্য করবে ঐ ভাষ্য উচ্চারণ করতে কিংবা নিজের মিথ্যাবাদিতা স্বীকার করতে। নিজের মিথ্যাবাদিতা স্বীকার করলে উপরোল্লিখিত অপবাদ দণ্ড তার উপর কার্যকর করা হবে।

যদি সে যথা নিয়মে উপরোক্ত ভাষ্য উচ্চারণ করে তবে তার স্ত্রীকে বলা হবে সে যেন চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলে 'অপবাদদাতা এই পুরুষটি মিথ্যাবাদী।' পঞ্চম বার সে বলবে, 'পুরুষটি যদি তার বক্তব্যে সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে তার নিজের

(১০) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ ۟

১০. যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও রহমত না হত। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও প্রজ্ঞাময় না হতেন তবে কত কিছু হয়ে যেত।১৩

উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে।' এই ভাষ্য উচ্চারণ না করা পর্যন্ত মহিলাকে আটক রাখা হবে এবং তাকে বাধ্য করা হবে পুরুষের দাবী সত্য বলে স্বীকার করতে। পুরুষের দাবী সত্য বলে স্বীকার করলে তার উপর ব্যভিচারের দণ্ড কার্যকর করা হবে। অথবা তাকে বাধ্য করা হবে উপরোক্ত ভাষ্য উচ্চারণের মাধ্যমে পুরুষের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করতে।

সে যদি পুরুষের ন্যায় এই ভাষ্য উচ্চারণ করে দেয় এবং 'লিআন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তবে ঐ স্ত্রীর সাথে ঐ পুরুষটির সহবাস ও সহবাসপূর্ব সকল আচরণ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর পুরুষটি যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে ভাল কথা। নতুবা বিচারক উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। তারা উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদে রাযী না হলেও। অর্থাৎ বিচারক মুখে ঘোষণা করে দেবেন যে, আমি ওদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলাম। এই বিচ্ছেদ বাইন তালাকরূপে গণ্য হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ স্বামী-স্ত্রী থেকে এরূপ বক্তব্য উচ্চারণ করানোকে শরীআতে লিআন বলা হয়। লিআন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র স্ত্রীকে অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সতী-সাধ্বী মহিলাদেরকে অপবাদ দিলে বিধান তাই হবে যা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

লিআনের বিধান যুক্তি ও প্রজ্ঞার অনন্য দৃষ্টান্ত

১৩. অর্থাৎ লিআনের এই বিধান প্রবর্তন না করলে অপবাদের সাধারণ বিধান অনুযায়ী স্বামীর উপর অপবাদ দণ্ড কার্যকর করা হত। অথবা জীবন ভর তাকে ঘৃণা হজম করে চলতে হত, কারণ এমনও হতে পারে যে, আপন বক্তব্যে সে সত্যবাদী।

স্বামী ভিন্ন অন্যদের ব্যাপার আলাদা। কারণ তারা ওই সংবাদ প্রকাশে বাধ্য নয়। এ জন্যে তার বিষয়ে এত কিছু দেখা জরুরী নয়। অন্যদিকে শুধু স্বামীর শপথে যদি যিনা সাব্যস্ত হয়ে যেত তাহলে মহিলার জন্যে গুরুতর বিপদ হত। এও তো হতে পারে যে, মহিলাটি সত্যবাদী। অনুরূপভাবে শুধু মহিলার শপথ দ্বারা তাকে নিশ্চিতরূপে নির্দোষ মেনে নিলে পুরুষের উপর অপবাদ দণ্ড অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ তারও সত্যবাদী হওয়ার সমান সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান।

তারপর লিআন বিধি প্রবর্তন করায় সকলের দিকে লক্ষ্য রাখা হল। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া, রহমত ও প্রজ্ঞারই নিদর্শন। কারণ, উভয়পক্ষের যে পক্ষ সত্যবাদী সে অন্যায়ভাবে শাস্তি ভোগ থেকে রক্ষা পায়। আর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী এ প্রক্রিয়ায় তার দোষ গোপন রেখে তাকে তাওবার সুযোগ দেয়া হল। এরপর তাওবা কবূল করা আল্লাহ্ তা'আলার তাওয়্যাবিয়ৎ বা তাওবা কবূলকারী গুণের বহিঃপ্রকাশ।

(১১) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

১১. যারা এই ঝড় তুলেছে[১৪] তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল।[১৫] তোমরা এটিকে তোমাদের জন্য মন্দ মনে করো না; বরং এটি তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।[১৬] তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে পাপ করেছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তার জন্যে আছে বিরাট শাস্তি।[১৭]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-এর প্রতি অপবাদের পটভূমি

১৪. এখান থেকে সে ঝড়ের কথা শুরু হল, যা হযরত আইশা (রা)-এর উপর বয়ে গিয়েছিল। ঘটনা এই, ৬ষ্ঠ হিজরী সন। প্রিয়নবী (সা) বনী মুসতালিক যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফিরছিলেন। হযরত আইশা (রা) সাথে ছিলেন। তিনি পৃথক উটে ছিলেন। তিনি পর্দা ঝুলিয়ে হাওদায় বসে যেতেন। উট চালক হাওদা তুলে পিঠের উপর বেঁধে দিত। এক জায়গায় এসে কাফেলা যাত্রা বিরতি করল। পুনঃযাত্রার পূর্বক্ষণে হযরত আইশা (রা)-এর প্রাকৃতিক প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তিনি কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যান। ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হারটি ছুটে পড়ে যায়। সেটি খুঁজতে গিয়ে বিলম্ব ঘটে। এদিকে কাফেলা যাত্রা শুরু করেছে। উটচালক যথা নিয়মে হাওদা বাঁধে এবং পর্দা ঝুলে থাকায় ধারণা করে যে, হযরত আইশা (রা) হাওদার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। হাওদা উটের পিঠে তোলার সময়ও তার সন্দেহ হয়নি। কারণ তাঁর বয়স ছিল কম, শরীর ছিল নিতান্ত হাল্কা।

মোটকথা, উট চালকগণ হাওদা বেঁধে উট ছেড়ে দেয়। হযরত আইশা (রা) যখন ফিরে এলেন তখন সেখানে কেউ ছিল না। অত্যন্ত ধীরস্থিরতা ও দৃঢ়তার সাথে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এখন এখান থেকে চলে যাওয়া সমীচীন হবে না। সম্মুখে গিয়ে সাথীরা যখন আমাকে পাবে না তখন খুঁজতে খুঁজতে এখানেই ফিরে আসবে। শেষ পর্যন্ত তিনি ওখানেই থেকে গেলেন। তখন রাত্রিবেলা। নিদ্রার প্রাবল্যে ওখানেই শুয়ে গেলেন। কাফেলা কিছু ফেলে যায় কিনা তা দেখার জন্যে হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তাল (রা) কিছুটা দূরত্ব রেখে কাফেলার পেছনেই থাকতেন। তিনি প্রত্যুষে সেখানে এসে পৌঁছেন। তিনি দেখতে পেলেন কে একজন শুয়ে রয়েছে। নিকটে এসে চিনলেন যে, ইনি হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) (কারণ, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আইশা (রা)-কে দেখেছিলেন।) এমতাবস্থায় হযরত সাফওয়ান (রা) হতচকিত ও ভীত হয়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলেন। শব্দ শুনে হযরত আইশা (রা)-এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। অবিলম্বে তিনি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নেন। হযরত সাফওয়ান উট এনে তাঁর নিকটে বসিয়ে দিলেন। হযরত আইশা (রা) পর্দা সহকারে

উটে আরোহণ করলেন। হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম টেনে টেনে দুপুর নাগাদ কাফেলার নিকট এসে পৌঁছলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ছিল নোংরা মনের এক জঘন্য লোক এবং প্রিয়নবী (সা)-এর শত্রু। একটি ইস্যু তার হাতে এসে গেল। সে তার দুর্ভাগ্য অর্জন করতে লাগল। কতক সাদা-সিধে মুসলমান (যেমন পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসসান ইব্ন ছাবিত, মিসতাহ এবং মহিলাদের মধ্যে হামনা বিন্ত জাহ্শ) মুনাফিকদের বিভ্রান্তিমূলক প্রপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে ঐ দুঃখজনক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন। প্রায় সকল মুসলমান এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ অপপ্রচারে মর্মাহত হলেন।

দীর্ঘ একমাস যাবৎ এই দুঃখজনক সমালোচনা চলতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সব শুনতেন; কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে তিনি কোন মন্তব্য করতেন না। কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হতেন। দীর্ঘ একমাস পর হযরত আইশা (রা) এ অপপ্রচার সম্পর্কে অবগত হলেন। গভীর মর্মবেদনায় তিনি ভেঙ্গে পড়েন এবং রোগগ্রস্ত হয়ে যান। দিন-রাত কান্নাকাটি করে কাটাতেন। এক মুহূর্তের জন্যেও অশ্রু বন্ধ হত না। এ সময়ে বহু ঘটনা ঘটেছে এবং বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এগুলো অবশ্য পাঠ করা ও জানা দরকার। শেষ পর্যন্ত হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষ হওয়া প্রসঙ্গে খোদ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূর-এর اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত সূরা নাযিল করলেন। এ নিয়ে হযরত আইশা (রা) গর্ব করতেন। তিনি যত গর্বই করুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা নিতান্তই কম ছিল।

১৫. অর্থ এই অপপ্রচারে ঝড় তুলেছিল এমন কতক নামধারী মুসলমান যারা সত্য সত্যই অথবা মিছামিছি ইসলামের নাম নিত এবং নিজদেরকে মুসলমানরূপে জাহির করত। তাদের মধ্য থেকে কতক লোক মিলে এ ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। তবে না জেনে না শুনে কতক সরল প্রাণ মুসলমান এ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। তবুও আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ যে, সাধারণ ও অধিকাংশ মুসলমান তাদের ফাঁদে পা দেয়নি।

১৬. এই সম্বোধন এইসব মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্যে এই ঘটনায় যারা দুঃখ পেয়েছিলেন। বিশেষত হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর পরিবার-পরিজনের সান্ত্বনার জন্যে। বলা বাহুল্য তারাই এ ঘটনায় সর্বাধিক মর্মাহত ও বিব্রত হয়েছিলেন। অর্থাৎ যদিও বাহ্যত এটি খুব দুঃখজনক, ঘৃণ্য ও অপ্রীতিকর ছিল; কিন্তু মূলত তোমাদের জন্যে এটি অত্যন্ত কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে। হবেই তো, এমন হৃদয়বিদারক আক্রমণ ও আঘাতের মুকাবিলায় এতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা কি বৃথা যেতে পারে ? এটি কি কম কথা যে, তোমাদের সততা ও নির্দোষ হওয়ার পক্ষে খোদ আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেছেন। শত্রুদেরকে অপমানিত করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন করীমের তিলাওয়াতকারীদের মুখে তোমাদের প্রশংসা ও সুনাম জারী করে দিয়েছেন। প্রিয়নবী (সা) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে মুসলমানদেরকে এমন শিক্ষা দিলেন যা কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।

(১২) لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ○

১২. তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করলো না এবং বললো না যে, এটি স্পষ্ট অপবাদ।[১৮]

---

১৭. অর্থাৎ যে লোক এই ফিৎনায় যতটুকু অংশ নিয়েছে ততটুকু পাপ অর্জন করেছে এবং শাস্তির যোগ্য হয়েছে। যেমন কেউ কেউ এই মান-হানিকর অপপ্রচারে অংশ নিত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সানন্দে। কেউ কেউ অনুশোচনা প্রকাশের ভান করে তা আলোচনা করত। কেউ কেউ অহেতুক অপ্রাসঙ্গিকভাবে মজলিসে ঐ আলোচনা নিয়ে আসত আর নিজে নীরবে তা শুনত। কেউ কেউ এটি শুনে সন্দেহ সংশয়ে পতিত হত। কতক লোক এটি শুনে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকত। কতক লোক স্পষ্টভাবে বলে দিত যে, এটি মিথ্যা কথা। আল্লাহ্ তা'আলা এই শেষ দলটিকে পসন্দ করেছেন আর অন্যান্য দলগুলোকে তাদের কর্ম অনুপাতে ভর্ৎসনা করেছেন। এ অপকর্মে মুখ্য ভূমিকা পালন করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই। একাধিক বর্ণনায় এটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সে-ই ঘৃণ্য লোকদেরকে প্ররোচিত করত এবং অত্যন্ত চালাকির সাথে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে অন্যদের মাধ্যমে প্রচারণা চালাতো। তার জন্যে আখিরাতে কঠিন শাস্তি তো আছেই দুনিয়াতেও সে অভিশপ্ত ও অপমানিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে লাঞ্ছনা ও ঘৃণার সাথে স্মরণ করা হবে।

সকল মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে

১৮. মুসলমানদের কর্তব্য হল নিজের মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা। যখন শুনবে যে, লোকজন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার ন্যায় একজন মুসলমানের উপর অন্যায় অপবাদ দিচ্ছে তখন আপন মনে ঐ অপবাদকে স্থান না দেওয়া; বরং অপবাদ আরোপকারীদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে গণ্য করা। প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, আপন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে কেউ তার সাহায্য করলে সাহায্যকারীর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। যাচাই ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো ঈমান থেকে বহু দূরের কাজ। মানুষের উচিত অন্যের মান-ইয্‌যতকে নিজের মান-ইয্‌যতের সমান জ্ঞান করা। যেমনটি করেছেন হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) প্রমুখ 'মিথ্যা অপবাদের' ঘটনায়। একদিন তাঁর স্ত্রী বলেন, লোকজন হযরত আইশা (রা) সম্পর্কে এ সব সমালোচনা করছে। তিনি বললেন, সবই মিথ্যা, সবই মিথ্যা। তুমি কি এরূপ অপকর্ম করতে পার ? স্ত্রী বললেন, কক্ষণো না। তিনি বললেন, তাহলে হযরত আইশা (রা) যিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা এবং নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সতী-সাধ্বী সহধর্মিণী তাঁর ব্যাপারে এরূপ সন্দেহ কেন পোষণ করা হবে ?

(১৩) لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ
فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

(১৪) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ
اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(১৫) اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ○

১৩. কেন তারা আনেনি এ বিষয়ে চারজন সাক্ষী। সাক্ষী যখন আনেনি তখন তারা আল্লাহ্‌র নিকট মিথ্যাবাদী।[১৯]

১৪. যদি না হত আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও দয়া তোমাদের প্রতি দুনিয়াতে ও আখিরাতে তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে তজ্জন্যে তোমাদেরকে স্পর্শ করত গুরুতর আযাব।[২০]

১৫. যখন তোমরা এটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা এটিকে তুচ্ছ মনে করেছিলে। অথচ এটি আল্লাহ্‌র নিকট ছিল গুরুতর ব্যাপার।[২১]

---

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান এবং তাঁর দেওয়া শরীআত মুতাবিক তারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে যারা কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দিয়ে তার সমর্থনে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি। আর নিশ্চিতভাবে তা প্রমাণিত করতে পারেনি এবং কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই এরূপ গুরুতর কথা-প্রচার করে বেড়িয়েছে।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নবী কারীম (সা)-এর ওসীলায় এই উম্মতকে দুনিয়ার আযাবসমূহ থেকে রক্ষা করেছেন। না হয় এ কথাটিও আযাব আনয়ন যোগ্য ছিল (মুযিহুল কুরআন)। উপরন্তু তোমাদের মধ্যে যারা সত্যনিষ্ঠ বান্দা তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে পাপগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। নতুবা তারাও কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের ন্যায় কঠোর শাস্তিতে পতিত হত।

২১. অর্থাৎ কঠিন শাস্তির উপযোগী হবে না কেন ? যখন তোমরা এমন একটি সুস্পষ্ট বাতিল ও অসার কথা একে অন্যের নিকট চালিয়ে দিয়েছ এবং মুখে এমন অনুমান নির্ভর ও অমূলক কথা প্রকাশ করেছ যার সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তোমাদের কোনই অবগতি ছিল না। তদুপরি লক্ষণীয় এটি যে, এমন একটি জঘন্য কথা (কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে বিশেষত প্রিয়নবী (সা)-এর সহধর্মিণী ও মু'মিনদের রূহানী

(১৬) وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ○

(১৭) يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(১৮) وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

১৬. তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্ তো পবিত্র মহান। এটিতো এক গুরুতর অপবাদ।২২

১৭. আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন আর কখনও তোমরা এমন কাজ না কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।২৩

১৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।২৪

মাতাকে অপবাদ দেওয়া) যা আল্লাহ্র নিকট ভীষণ অপরাধরূপে গণ্য সেটিকে একটি হাল্কা ও মামুলি ব্যাপার মনে করা সাধারণ পাপের চাইতে জঘন্যতর পাপ।

২২. অর্থাৎ প্রথমত ঈমানদারের প্রতি সুধারণা পোষণ করার দাবী তো এটি ছিল যে, অন্তরের মধ্যেও যেন এ মন্দ ধারণা স্থান না পায়, যেমনটি উপরে বলা হয়েছে। কিন্তু শয়তানী কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার প্রেক্ষিতে ধরুন কারো মনে যদি উল্লিখিত মন্দ ধারণা এসে যায় তবুও মুখে ঐ নাপাক বক্তব্য প্রকাশ করা জাইয নেই। তখনও মু'মিন ব্যক্তির উচিত নিজের অবস্থান ও দীনদারী অক্ষুণ্ন রাখা এবং স্পষ্ট বলে দেয়া যে, এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হওয়া শোভনীয় নয়। হে আল্লাহ্! আপনি তো পবিত্র, মানুষ কেমন করে তাদের মুখ থেকে এমন বিবেক-বিবেচনাহীন কথা বের করে? আচ্ছা যে মহিলাকে আপনি নবীশ্রেষ্ঠ ও মুত্তাকীকূল শিরোমণির সহধর্মিণী হওয়ার জন্যে মনোনীত করেছেন তিনি কি নিজেকে ইয্যতহীন করে (নাঊযুবিল্লাহ্) নবীর ইয্যত নষ্ট করতে পারেন ? (না, কখনো তা হয় না)। যাহোক এটি নিশ্চয়ই শত্রুদের ষড়যন্ত্র। তারা একজন নির্দোষ মানুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে।

নবী পরিবারের মান-ইয্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখা মুসলমানের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য

২৩. অর্থাৎ মু'মিনদেরকে সম্পূর্ণভাবে চৌকষ ও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। নষ্ট হৃদয় মুনাফিকদের কূটবুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের ফাঁদে জড়ানো চলবে না। সর্বদা প্রিয়নবী (সা) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের শান-মান ও ইয্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন এই অপবাদের ঝড় তুলেছে কে ? এতদ্বারা জানা গেল যে, মুনাফিকরাই এ ঝড় তুলেছে। তারা সব সময়ই পর্দার অন্তরালে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। পরবর্তী আয়াতে ঐ তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন। (তাফসীরে মুযিহুল

(১৯) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○
(২০) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

১৯. যারা পসন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচারের প্রসার হোক২৫ তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।২৬ আল্লাহ্ জানেন, কিন্তু তোমরা জান না।২৭

২০. আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকলে এবং আল্লাহ্ দয়ালু ও মেহেরবান না হলে কত কিছুই হয়ে যেত।২৮

কুরআন)। প্রায় সকল তাফসীরকার উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বিধি-বিধান, উপদেশাবলী, দণ্ডবিধি এব; তাওবা কবূল হওয়ার বিষয়গুলো বুঝিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ আল্লাহ্ তা'আলার সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় হওয়ার বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ঈমানদারদের আন্তরিক অনুশোচনা ও লজ্জিত হওয়ার কথা ভালভাবে জানেন, এজন্যে তাওবা কবূল করেছেন এবং যেহেতু তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সেহেতু অত্যন্ত কৌশল ও বিচক্ষণতার সাথে তোমাদের বিহিতও করে দিয়েছেন।

অশ্লীলতার প্রসারকামীদের জন্যে রয়েছে শাস্তি

২৫. অর্থাৎ যারা চায় ব্যভিচারের প্রসার ঘটুক অথবা ব্যভিচার সম্পর্কিত সংবাদের প্রচার ঘটুক। মুনাফিকরাই এরূপ কামনা করে। কিন্তু মুনাফিকদের প্রসঙ্গ আলোচনা করে ঈমানদারদেরকেও সতর্ক করে দেয়া হল যে, মনে কর, কারো অন্তরে কোন মন্দ কথা উদিত হয়েছে এবং অসতর্কতা হেতু মুখে তা প্রকাশও করে ফেলেছে তাহলে তখনই তাকে ঐ কথার চর্চা বন্ধ রাখতে হবে। যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সে কোন ঈমানদার লোকের মানহানি করে বসে তবে, ভাল করে জেনে রাখুক যে, তার নিজের মান-ইয্যতও অক্ষুণ্ন থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেই তবে ছাড়বেন। যেমনটি মুসনাদে ইমাম আহমদ (র) গ্রন্থে রয়েছে।

২৬. অন্যায় অপবাদ প্রদানের শাস্তি দুনিয়াতে হল অপমান-লাঞ্ছনা ও বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড আর আখিরাতে তার শাস্তি হল জাহান্নাম।

২৭. অর্থাৎ এরূপ ফিতনাবাজ লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল করেই চিনেন, যদিও তোমরা তাদেরকে চেন না। আল্লাহ্ তা'আলা এও জানেন কার অপরাধ কতটুকু এবং কার উদ্দেশ্য কি ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অশ্লীলতার প্রসার-কামনা হিংসা ও বিদ্বেষের ন্যায় অন্তরঘটিত মন্দ কর্মের পর্যায়ভুক্ত। এটি নিছক 'ইচ্ছা'-এর পর্যায়ভুক্ত নয়। সুতরাং অশ্লীলতার প্রসার-কামনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নেই।

(٢١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ
مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
(٢٢) وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى
وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ
يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১. হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের পদাংক অনুসরণ করবে, সে তো অশ্লীলতা ও মন্দেরই নির্দেশ দিবে।২৯ আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমাদের কেউ কখনও পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন আর আল্লাহ্ সব শুনেন, জানেন।৩০

২২. তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা যেন কসম না খায় এ মর্মে যে, আত্মীয়-স্বজনকে অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের উচিত ক্ষমা করা এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন ? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।৩১

---

২৮. অর্থাৎ এই তুফান তো যেভাবে উঠেছিল না জানি আরও কতজন এর শিকার হত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়া, করুণা ও রহমত দ্বারা তোমাদের তাওবাকারীদের তাওবা কবূল করলেন এবং কতককে শরীআত নির্ধারিত দণ্ড কার্যকর করে পবিত্র করলেন এবং যে সবচেয়ে জঘন্য ছিল তাকে এক প্রকারের অবকাশ দিলেন বটে।

অশ্লীলতা কামনা শয়তানী কুমন্ত্রণার ফসল

২৯. অর্থাৎ শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থেক। জিন ও মানুষ জাতিভুক্ত শয়তানদের পদাংক অনুসরণ করা মুসলমানের কাজ নয়। ঐ অভিশপ্তদের তো মিশন-ই এই যে, মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দের দিকে নিয়ে যাবে। তোমরা জেনে-শুনে তাদের ফাঁদে পা দেবে কেন ? দেখ তো শয়তান একটু চাকা ঘুরিয়ে কত বড় ঝড় তুলে দিল। আর কয়েকজন সহজ-সরল মুসলমান মানুষ কিভাবে তার পদাংক অনুসরণ করল ?

৩০. অর্থাৎ শয়তান তো সকলকেই সত্যচ্যুত করে ছাড়ত, একজনকেও সরল পথে থাকতে দিত না। এটি তো আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি তাঁর

সত্যনিষ্ঠ বান্দাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করে তাদের অনেককে রক্ষা করেন। আর কতককে ঐ ষড়যন্ত্রে জড়িত হওয়ার পর তাওবা করার তাওফীক দিয়ে পরিশুদ্ধ করে নেন। এটি একক খোদার ইখতিয়ারাধীন। তিনিই তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পূর্ণ প্রজ্ঞার দ্বারা জানতে পারেন যে, কোন্ বান্দা পরিশুদ্ধির যোগ্য আর কোন্ বান্দার তাওবা কবূল করা যায়। সকলের তাওবা ও অন্যান্য সকল কথা তিনি শুনেন এবং তাদের হৃদয়ের অবস্থা জানেন।

পুণ্য কর্মে বিরত থাকার শপথ করা চলবে না

৩১. হযরত আইশা (রা)-এর উপর অপবাদের ঝড় তোলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত লোকদের মধ্যে অজ্ঞতাবশত কতক মুসলমানও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত মিসতাহ (রা)। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র মুহাজির সাহাবী। উপরন্তু সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর ভাগ্নে কিংবা খালাত ভাই। অপবাদের দুর্ঘটনা ঘটার পূর্বে হযরত আবূ বকর (রা), মিসতাহ (রা) এর খোঁজ-খবর নিতেন এবং আর্থিকভাবে তাকে সাহায্য-সহযোগিতাও করতেন। যখন অপবাদ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত আইশা (রা)-এর পবিত্রতার আয়াত নাযিল হল তখন হযরত আবূ বকর (রা) শপথ করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি মিসতাহ (রা)-কে আর কোন সাহায্য করবেন না। হতে পারে অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটে থাকতে পারে। এ প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হল।

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দীনের ক্ষেত্রে সম্মান এবং দুনিয়াতে স্বচ্ছলতা দান করেছেন, এরূপ শপথ করা তাদের উচিত নয়। তাদের মন আরও প্রশস্ত এবং চরিত্র আরও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীরত্বের পরিচয় তো মন্দের প্রতিদানে ভাল আচরণ করা। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য বন্ধ করে দেয়া সম্মানিত ও সাহসী লোকদের কাজ নয়। এ বিষয়ে শপথ করে ফেললেও শপথ কার্যকরী করবে না। বরং শপথ ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা আদায় করে দেবে। তোমাদের কাজ হওয়া উচিত দোষীদের দোষ ক্ষমা করে দেওয়া এবং তাদের দোষ ত্রুটিকে উপেক্ষা করা। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দোষত্রুটিও ক্ষমা করে দেবেন। তোমরা কি আল্লাহ্র ক্ষমা লাভের প্রত্যাশী নও ? আল্লাহ্র ক্ষমার প্রত্যাশী হলে তোমাদেরকে তাঁর বান্দাদের সাথে এরূপ ক্ষমার আচরণ করতে হবে। এ আয়াতে যেন تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ চরিত্রে চরিত্রবান হও এর শিক্ষা দেয়া হল।

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ (তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন) আয়াত শুনলেন তখন তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, হাঁ আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তা চাই। এটি বলেই হযরত মিসতাহ (রা)-এর জন্যে তার পূর্ব নির্ধারিত সাহায্য পুনরায় চালু করে দিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, তারপর তিনি হযরত মিসতাহ (রা)-এর জন্যে তাঁর বরাদ্ধ দ্বিগুণ করে দেন।

(٢٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

(٢٤) يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

২৩. যারা সতী-সাধ্বী নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা ইহকাল ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[৩২]

২৪. যে দিন প্রকাশ করে দিবে তাদের জিহ্বাসমূহ, তাদের হাতসমূহ এবং তাদের পাসমূহ যা কিছু তারা করত।[৩৩]

---

৩২. সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبٰوا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغٰفِلٰتِ

সাতটি ধ্বংস আনয়নকারী কাজ তোমরা পরিহার কর। আল্লাহ্র সাথে শির্ক করা, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ নরহত্যা, অবশ্য আইন সঙ্গত হলে তা ভিন্ন কথা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা, এবং নিরীহ ঈমানদার সতী-সাধ্বী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

আলোচ্য হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সতী নারীকে অপবাদ দেয়া ধ্বংসকারী কর্মসমূহের অন্যতম। উপরন্তু নবী পত্নীদেরকে অপবাদ দেওয়া তাও আবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে অপবাদ দেওয়া কেমন জঘন্যতর পাপ হতে পারে?

উলামায়ে কিরাম স্পষ্ট ফাতাওয়া দিয়েছেন যে, এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি– হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা) কিংবা নবী সহধর্মিণীদের মধ্যকার অন্য কাউকে অপবাদ দেয় তবে সে কাফির, কুরআন অস্বীকারকারী এবং ইসলামের সীমারেখা থেকে বহিষ্কৃতরূপে গণ্য হবে।

তাবারানী শরীফের এক হাদীসে এসেছে– قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ একশ' বছরের আমলকে নষ্ট করে দেয় (নাউযুবিল্লাহ্)।

প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিয়ামত দিবসে নিজ নিজ কর্মের সাক্ষ্য দিবে

৩৩. অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি তখন কথা বলতে চাইবে না, দোষ প্রকাশ করতে চাইবে না। কিন্তু তার জিহবা, হাত এবং পা সব বলে দিবে। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নিজ নিজ কর্মের কথা প্রকাশ করে দেবে।

দ্রষ্টব্য ঃ অপবাদ প্রদানকারী দুনিয়াতে তার রসনা দ্বারা অপবাদ দিয়েছিল। তাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হয়েছিল যা সে উপস্থিত করতে পারেনি। এর

(٢٥) يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ
الْمُبِيْنُ ○
(٢٦) اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ
الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

২৫. সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।[৩৪]

২৬. দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে।[৩৫] লোকজন যা বলে তা থেকে এরা পবিত্র।[৩৬] তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।[৩৭]

বিপরীতে এখানে পাঁচটি সাক্ষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১টি রসনা, এটি অপবাদ প্রদানের প্রধান মাধ্যম ছিল। দুই হাত এবং দুই পা। এগুলো তার মন্দ কর্মের সাক্ষী হবে।

৩৪. তিনি অণু-পরিমাণ আমলসহ তার সম্মুখে স্পষ্টভাবে উপস্থিত করবেন। তাঁর হিসাব-নিকাশও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার। তাঁর নিকট কোন প্রকারের জুলুম কিংবা সীমালঙ্ঘন নেই। এ বিষয়টি কিয়ামত দিবসে সকলের নিকট আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

দুশ্চরিত্রা নারীকুল দুশ্চরিত্র-পুরুষকুলের জন্যে ঃ সতী নারী সৎ পুরুষের জন্যে

৩৫. অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও মন্দ মহিলাগণ ব্যভিচারী ও মন্দ পুরুষদের উপযুক্ত। মন্দ ও ব্যভিচারী পুরুষের যোগ্য হল মন্দ ও ব্যভিচারিণী মহিলাদের সাথে সম্পর্ক-যুক্ত হওয়া। পবিত্র ও সচ্চরিত্র মানুষের সাথে চরিত্রহীন ও নোংরা চরিত্রের লোকদের কি-ই বা সম্পর্ক। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী সহধর্মিণী কখনো পাপাচারী হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সতীত্ব রক্ষা করেন। (তাফসীরে মুযিহুল কুরআন)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আয়াতের এই ব্যাখ্যা অনুবাদভিত্তিক। কতক পূর্ববর্তী তাফসীরকার থেকে বর্ণিত আছে যে, اَلْخَبِيْثٰت ও اَلطَّيِّبَات। দ্বারা এখানে মহিলাদেরকে বুঝানো হয়নি; বরং এতদ্বারা বক্তব্য ও বাক্যাবলী বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মন্দ ব্যক্তির জন্য মন্দ কথাই সমীচীন এবং সৎ ব্যক্তির জন্যে সৎ কথা সমীচীন। পবিত্র ও সচ্চরিত্র পুরুষ ও নারী এরূপ মন্দ অপবাদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন পরবর্তীতে اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ওদের বক্তব্য থেকে তারা পবিত্র ও মুক্ত দ্বারা তা স্পষ্ট হয়। অথবা এমন বলা যায় যে, মন্দ কথা মন্দ লোকদের মুখ থেকে বের হয়। সুতরাং যারা কোন সচ্চরিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ কথা বলে বুঝে নিতে হবে যে, তারা নিজেরাই মন্দ চরিত্রের লোক।

(٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ
تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○
(٢٨) فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ
قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।[৩৮]
২৮. যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না।[৩৯] যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে অধিকতর পরিচ্ছন্নতা।[৪০] এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা ভাল জানেন।[৪১]

---

৩৬. অর্থাৎ ওই অপবিত্র লোকেরা যা বলে ফিরে পবিত্র ব্যক্তিগণ তা থেকে মুক্ত।

৩৭. অর্থাৎ মানুষের কথায় ঐ সব পবিত্র ব্যক্তিগণ মন্দ হয়ে যান না; বরং তারা যখন তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন তাদের দোষত্রুটিসমূহ ও পাপগুলোর জন্যে কাফ্ফারাস্বরূপ হয়ে যায়। অশান্তি সৃষ্টিকারী লোক এদেরকে যতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে চাইবে ওখানে তার বিনিময়ে তত অধিক সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে।

বিনা অনুমতিতে কারো বাসগৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ

৩৮. অর্থাৎ নিজের বসবাসের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো বাসগৃহে বিনা নোটিশে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ো না। কে জানে ঐ গৃহের বাসিন্দা তখন কি অবস্থায় থাকবে। তখন কারো আগমন তার ভাল লাগবে কি, লাগবে না। তাই প্রবেশের পূর্বে শব্দ করে অনুমতি গ্রহণ করবে। সবচেয়ে উত্তম শব্দ হল সালাম দেওয়ার শব্দ। হাদীস শরীফে এসেছে যে, আগন্তুক ব্যক্তি তিনবার সালাম দিবে এবং প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করবে। একে একে তিনবার সালাম দেওয়ার পরও যদি অনুমতি না পায় তবে ফিরে আসবে। মূলতঃ এটি এমন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যে, এটি মেনে চললে গৃহের মালিক এবং আগন্তুক দু'জনই উপকৃত হবে। কিন্তু দুঃখ হয় যে, মুসলমানগণ এই কল্যাণকর উপদেশাবলী বর্জন করছে অথচ অন্যান্য জাতি এগুলো শিখে উন্নতি করছে।

প্রসঙ্গের সামঞ্জস্যতা ঃ সূরার শুরুতে যিনা-ব্যভিচার ও অপবাদের দণ্ড বিষয়ে বর্ণনা এসেছে। যেহেতু বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ করা মানুষকে উপরোক্ত অপরাধের দিকে এগিয়ে নেয়, সেহেতু এ আয়াতে প্রবেশের জন্যে অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি বর্ণনা করে দেওয়া হল।

৩৯. যদি এটি জানা যায় যে গৃহে কেউ নেই তবুও মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ গৃহে প্রবেশ করবে না। কারণ, মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের মালিকানাধীন বস্তু

(২৯) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

(৩০) قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ
اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○

২৯. যে গৃহে কেউ বাস করে না যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে[৪২] এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই, এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর।[৪৩]

৩০. মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে[৪৪] এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।[৪৫] এতে তাদের জন্যে রয়েছে অধিকতর পরিচ্ছন্নতা। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন।[৪৬]

ব্যবহারের কোন অধিকার নেই। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে না জানি আবার কোন সমস্যার উদ্ভব হয়। হাঁ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকলে প্রবেশে কোন ক্ষতি নেই।

৪০. অর্থাৎ এরূপ উত্তর পাওয়াকে মন্দ আচরণ মনে করো না। কারণ, অনেক সময় কারো নিকট অন্যের সাক্ষাৎ প্রীতিকর মনে হয় না বা বিব্রতকর হয়। অথবা সে হয়তো তখন এমন কোন গোপনীয় কাজ করছে যা অন্যে জানুক তা তার পসন্দ নয়। তাহলে অহেতুক তাকে কষ্ট দেয়ার কি প্রয়োজন ? এরূপ বিরক্তির উদ্রেক করলে সুসম্পর্ক বহাল থাকে না।

৪১. তিনি তোমাদের অন্তরের বাহিরের সকল কর্ম সম্পর্কে অবগত। তোমরা যা করবে এবং যে নিয়্যতে করবে আল্লাহ্ তা'আলা সে অনুযায়ী তোমাদেরকে তার প্রতিফল প্রদান করবেন। তিনি তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের আলোকে তোমাদের জন্যে এ বিধান নির্ধারণ করেছেন।

৪২. অর্থাৎ যে সকল স্থানে কোন বিশেষ ব্যক্তি বসবাস করে না এবং সেখানে প্রবেশে কোন বাধা বিঘ্ন থাকে না। যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, মুসাফিরখানা ইত্যাদি, সে সকল স্থানে যদি তোমাদের কোন দ্রব্যসামগ্রী থেকে থাকে এবং তোমাদের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে নিশ্চয় তোমরা সেখানে যেতে পারবে। এ জন্যে অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এ প্রকারের মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবে দেখে নেবেন।

৪৩. তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি তোমাদের জন্যে এ বিধান প্রদান করেছেন। এর উদ্দেশ্য ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। ঈমানদারদের কর্তব্য হল অন্তরে ঐ উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে ওগুলো আমল করা।

(৩১) وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ
اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي
الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ
الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৩১. ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান[৪৭] তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না দ্বারা বক্ষদেশ ঢেকে রাখে[৪৮] এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা[৪৯] শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক[৫০] অধিকারভুক্ত বাঁদী,[৫১] যৌন কামনামুক্ত পুরুষ[৫২] ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ[৫৩] তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে সশব্দে পদচারণা না করে।[৫৪] মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্র সামনে তাওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৫৫]

পরপুরুষ ও পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চলবে না

৪৪. বদ-নজর বা কামদৃষ্টি সাধারণত যিনা-ব্যভিচার সংঘটনের প্রথম ধাপ। এটি দ্বারা জঘন্য জঘন্য অশ্লীলতার পথ উন্মুক্ত হয়। ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কুরআন কারীম প্রথম এ ছিদ্রটি বন্ধ করতে চেয়েছে। অর্থাৎ মুসলিম নারী-পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে যে, কামদৃষ্টি থেকে যেন তারা নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং নিজেদের যৌন কামনাকে যেন নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে। হঠাৎ কোন পর-স্ত্রীর প্রতি যদি কোন পুরুষের নজর পড়ে যায় কিংবা কোন পর-পুরুষের প্রতি যদি কোন পর-স্ত্রীর দৃষ্টি পতিত হয়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিতীয়বার যেন তার প্রতি না তাকায়। কারণ, দ্বিতীয়বার দেখা হবে তার উদ্দেশ্যমূলক দেখা। এতে তাকে ওযরগ্রস্তরূপে গণ্য করা যাবে না। মানুষ যদি নিজের দৃষ্টি অবনত রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং নিজের ইচ্ছায় অবৈধ দৃশ্যের প্রতি না তাকায় তাহলে খুব শীঘ্র তার অন্তরের পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে।

প্রথম দৃষ্টি হঠাৎ পতিত হওয়ায় এবং তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কামনা ও অসৎ উদ্দেশ্য না থাকায় হাদীস শরীফে এটিকে ক্ষমাযোগ্য বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ আয়াতেও مِنْ أَبْصَارِهِنَّ। তাদের কতক দৃষ্টি— আয়াতে অংশ বাচক مِنْ শব্দ ব্যবহার করে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪৫. অর্থাৎ যেন হারাম কর্ম ও নিষিদ্ধ কার্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে এবং কারো সম্মুখে সতর উন্মুক্ত না করে। তবে শরীআত যাদের সম্মুখে সতর উন্মুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে, তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করতে পারবে। যেমন স্বামী-স্ত্রী ও ক্রীতদাসী।

বান্দার সকল কর্ম আল্লাহ্‌র গোচরাধীন

৪৬. অর্থাৎ চোরা-চাহনি, অন্তরের গোপন ভাব এবং নিয়্যতের প্রকৃতি সবই তাঁর গোচরাধীন। সুতরাং তাঁর কথা স্মরণে রেখে চোরা-চাহনি এবং সকল প্রকারের পাপাচারিতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। নতুবা তাঁর অবগতি সূত্রে তিনি তোমাদেরকে সাজা প্রদান করবেন। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ। চোরা-চাহনি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (সূরা মু'মিন– ৪০ ঃ ১৯)।

হযরত শাহ সাহেব (র) مَا يَصْنَعُونَ 'তোমরা যা কর' দ্বারা সম্ভবত জাহিলী যুগের সীমালজ্ঘনজনিত কর্মসমূহ বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ সীমালংঘনজনিত যে সকল কাজ তোমরা পূর্ব থেকে করে আসছ, তার সবই আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে। তাই এখন তাঁর নবীর মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্যে এই বিধি-বিধান জারী করেছেন যাতে তোমাদের অন্তরের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়।

মহিলাদের সতর

৪৭. সাজসজ্জা বলতে সাধারণতঃ কোন বাহ্যিক উপকরণ ও প্রসাধনী দ্বারা সজ্জিতকরণ বুঝায়। যেমন পোশাক ও গহনা ইত্যাদি। আমার মতে এখানে زِينَةٌ অর্থ 'সাজ সজ্জা' না নিয়ে 'সৌন্দর্য' নেয়াটাই অধিকতর ব্যাপক ও সমীচীন হত। সৌন্দর্য শব্দ দ্বারা দৈহিক ও কৃত্রিম সকল প্রকারের সৌন্দর্যই বুঝায়। চাই সেটি দেহ ও শরীরের সৃষ্টিগত কাঠামোর কারণে হউক, চাই গহনা ও পোশাক ইত্যাদির দ্বারা হউক। মূল অর্থ এই, মহিলার জন্যে তার বিবাহ নিষিদ্ধ আত্মীয়গণ ব্যতীত 'যাদের পরিচিতি পরবর্তীতে আসছে' অন্য কারো নিকট নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করা জাইয নেই। দৈহিক এবং সৃষ্টিগত সৌন্দর্য হউক আর কৃত্রিম সৌন্দর্য হউক। হাঁ, যতটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং প্রয়োজন ও অনিবার্যতার প্রেক্ষিতে যা গোপন রাখা সম্ভব নয় বাধ্য-বাধ্যকতা ও প্রয়োজন বশে ততটুকু প্রকাশ করাতে কোন দোষ নেই। (এই শর্তে যে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকবে না)।

প্রিয়নবী (সা)-এর হাদীস ও সাহাবীদের (রা) বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের তালু إِلَّا مَا ظَهَرَ। "তবে যা সাধারণতঃ প্রকাশমান" এর অন্তর্ভুক্ত।

কারণ, অনেক দীনী ও পার্থিব প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধ্যকতা ওগুলো খোলা রাখতে বাধ্য করে। এগুলো যদি ঢেকে রাখার সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয় তবে মহিলাদের জন্যে কাজ-কর্ম ও জীবন-যাপন অত্যন্ত দুরূহ ও সংকটগ্রস্ত হয়ে উঠবে। পরবর্তীতে ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ দু'পাকেও এ অঙ্গগুলোর বিধিভুক্ত করেছেন। এ অঙ্গগুলো যখন ব্যতিক্রমী বিধানভুক্ত হল, এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তসমূহ যেমন আংটি, মেহদী, কাজল ইত্যাদিও ব্যতিক্রমী বিধিভুক্ত মেনে নিতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, إِلَّا مَا ظَهَرَ। যেগুলো 'সাধারণত প্রকাশমান সেগুলো ব্যতীত' দ্বারা শুধু মহিলাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এগুলো উন্মুক্ত রাখার। পরপুরুষদেরকে কিন্তু এ অনুমতি দেয়া হয়নি যে, তারা চোখ তুলে ঐ অঙ্গগুলোর প্রতি তাকিয়ে থাকবে এবং ঐ অঙ্গগুলো দেখবে। সম্ভবত এ কারণেই, এ অনুমতি ঘোষণা করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখার নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছেন।

এর দ্বারা জানা গেল যে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এক পক্ষকে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত করার অনুমতি দেওয়াতে এটি অনিবার্য নয় যে, অপর পক্ষের জন্যে তা দেখা জাইয হবে।

অবশেষে পুরুষ লোক যাদের জন্যে পর্দা করার বিধান নেই উপরোক্ত আয়াতে মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তারা যেন, ঐ পুরুষদের প্রতিও না তাকায়।

স্মরণ রাখা দরকার যে, আয়াতে শুধু সতরের মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটুকু বলা হয়েছে যে, মহিলার জন্যে গৃহের ভেতরে হউক কিংবা বাহিরে হউক, কার সম্মুখে কোন্ অবস্থায় তার দেহের কতটুকু খোলা রাখা জাইয ? বাকী পর্দার মাসআলা অর্থাৎ কোন্ অবস্থায় গৃহ থেকে বের হওয়া এবং চলাফেরা করা জাইয তা এখানে উল্লিখিত হয়নি। সূরা আহযাব-এ ইনশাআল্লাহ্ তার কিছুটা বিবরণ আসবে। ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার আশংকা না থাকার যে শর্ত আমরা লাগিয়েছি, তা অন্যান্য দলীলাদি এবং শরীআতসম্মত সূত্রাবলী থেকে গৃহীত। সামান্য চিন্তা-গবেষণা এবং দলীলাদির পর্যালোচনা দ্বারা তা অনুধাবন করা যায়।

মহিলাদের ওড়না পরিধান করার নির্দেশ

৪৮. দেহের সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বক্ষের উন্নত ও উঁচু অংশ। সেটিকে ভালভাবে ঢেকে রাখার জন্যে বিশেষ নির্দেশ এসেছে। এবং জাহিলী যুগের মন্দ রীতির পথ বন্ধ করার পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে মহিলাগণ তাদের ওড়না ও দোপাট্টা মাথায় রেখে তার দু'মাথা পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিত। এই পদ্ধতিতে বক্ষের অবস্থান দৃশ্যমান থাকতই। এটিতো বরং সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটানো। কুরআন কারীম শিখিয়ে দিল যে, ওড়নাকে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে বক্ষের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে কান, ঘাড় এবং বক্ষ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা থাকে।

৪৯. চাচা এবং মামাও এ বিধিভুক্ত। এই মাহরামদের মধ্যেও স্তর ভেদ রয়েছে। যেমন, যে সকল সৌন্দর্য স্বামীর সম্মুখে প্রকাশ করা যায়, তার সবগুলো অন্যান্য

(৩২) وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন[৫৬] তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে[৫৭] যারা সৎ কর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, নিজ অনুগ্রহে আল্লাহ্ তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।[৫৮] আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৫৯]

মাহরামের সম্মুখে প্রকাশ করা যায় না। সৌন্দর্যেরও প্রকারভেদ রয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্যে তাফসীর ও ফিকহের কিতাবাদি দেখা দরকার। এখানে শুধু এটুকু জানিয়ে দিলেন যে, গাইর মাহরাম ও পর পুরুষের ব্যাপারে যে পরিমাণ সতর ঢাকা ও পর্দা করা জরুরী মাহরাম বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্যে ততটুকু সতর ঢাকা জরুরী নয়। এর অর্থ এই নয় যে, সকল মাহরামের সম্মুখে প্রত্যেক অঙ্গ খোলা যাবে।

দুশ্চরিত্রা মহিলা থেকে পুণ্যবতী মহিলাদের পর্দা করা দরকার

৫০. অর্থাৎ যে সকল মহিলা তার সম্মুখে উঠা-বসা করে, তবে শর্ত হল তাদেরকেও সচ্চরিত্র হতে হবে। দুশ্চরিত্র মহিলাদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা যাবে না। অনেক পূর্ববতী উলামায়ে কিরামের মতে এর দ্বারা মুসলমান মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে। কাফির মহিলাদের ব্যাপারে পর পুরুষের বিধান প্রযোজ্য।

৫১. অর্থাৎ নিজের ক্রীতদাসিগণ। কতক পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মতে ক্রীতদাসগণও এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন কারীমের বাহ্যিক অর্থ এটি সমর্থন করে। কিন্তু প্রায় সকল ইমাম ও পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের অভিমত তার বিপরীত। অর্থাৎ ক্রীতদাসগণের ব্যাপারে ক্রীতদাসীদের বিধান প্রযোজ্য নয়।

৫২. অর্থাৎ বয়স্ক খিদমতগার যে শুধু নিজের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং খাওয়া-দাওয়ার চিন্তায় ডুবে থাকে। কোন কামনা-বাসনা যার নেই। অথবা অপ্রকৃতিস্থ পাগল পুরুষ যার ইন্দ্রিয়গুলোর কোন ঠিকানা নেই। শুধু পানাহারের সময় পরিবারের লোকজনের সাথে থাকে।

৫৩. অর্থাৎ যে সকল শিশু রমণীকুলের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনও সচেতন নয়। আর রিপুগত কামনা-বাসনা ও যাদের সৃষ্টি হয়নি।

পরপুরুষের শ্রুতিগোচর হয় অলংকারে এমন শব্দ করা নিষিদ্ধ

৫৪. অর্থাৎ চাল-চলন এমন না হওয়া দরকার যাতে অলংকার-গহনার শব্দে পরপুরুষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়। কোন কোন সময় পরপুরুষের কামভাবকে চাঙ্গা করার জন্যে এ ধরনের শব্দ চেহারা দেখার চেয়ে অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে।

৫৫. অর্থাৎ ইতোপূর্বে যে সব অন্যায় চর্চা হয়েছে ,সেগুলো থেকে তাওবা কর। আর ভবিষ্যতের জন্যে সকল নারী-পুরুষের উচিত আল্লাহ্কে ভয় করে নিজের সকল

চাল-চলন কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় তাওবা ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। উভয় জগতের কল্যাণ ও সাফল্য এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।

তিনটি কাজ যথাসম্ভব দ্রুত শেষ করা কর্তব্য

৫৬. উপরে অনুমতি প্রার্থনা, দৃষ্টি অবনত রাখা এবং পর্দা ইত্যাদির বিধান বর্ণিত হয়েছে। অশ্লীলতা ও মন্দ কর্মের জন্যে এটি প্রতিবন্ধক। এ আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে সকল রমণীর এখনও বিয়ে হয়নি। হয়ত, বিয়ে হওয়ার পর বিধবা হয়ে গিয়েছে এ সময় সুযোগমত তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া দরকার।

হাদীস শরীফে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, হে আলী! তিনটি কাজে দেরী করো না। ফরয নামায তার সময় হয়ে গেলে। জানাযা উপস্থিত হয়ে গেলে এবং বিধবা মহিলা তার সমকক্ষ পুরুষ পাওয়া গেলে। যে সকল লোক বিধবা বিবাহে নাক সিঁটকায় বুঝে নিবে যে তাদের ঈমান-আকীদা ঠিক নেই।

৫৭.অর্থাৎ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে তোমরা যদি মনে কর যে, তারা দাম্পত্য দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবে এবং বিয়ে হয়ে গেলে অহংকারবশত তোমাদের খিদমত ছেড়ে দেবে না তবে তাদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেবে।

বিবাহ করলে অভাব বৃদ্ধি পাবে এ আশংকা ভিত্তিহীন

৫৮. কতক লোক বিয়ে করতে এ জন্যে গড়িমসি করে যে, বিয়ের পর বউ-বাচ্চার বোঝা কি করে বহন করবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এমন আশংকার বশবর্তী হয়ে বিয়ে বর্জন কর না। তোমাদের রিয্ক এবং তোমাদের সন্তানাদির রিয্ক সব আল্লাহ্রই হাতে। এমনও তো হতে পারে যে, তাদের ভাগ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিয্ক প্রশস্ত করে দিবেন। একাকী থাকাটাই সম্পদশালী হওয়ার উপায় নয়, আবার বিয়ে করা দারিদ্র্য ও অভাবের কারণ নয়। সম্পদশালী করা এবং দরিদ্র করা এ সব আল্লাহ্ তা'আলারই ইচ্ছা, যেমন অন্যত্র বলেছেন, وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ তোমরা যদি দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তবে আপন অনুগ্রহে তোমাদেরকে সম্পদশালী করে দেবেন (সূরা তাওবা ৯:২৮)।

বাহ্যিক উপায় উপকরণের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি যুক্তিগ্রাহ্য হয় যে, বিয়ে করে নিলে কিংবা বিয়ে করার নিয়্যত করলে মানুষের দায়-দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক চাপের বোঝা বৃদ্ধি পায় আর এ জন্যে অতিরিক্ত আয় উপার্জনের লক্ষ্যে প্রথম থেকেই সে অতিরিক্ত শ্রম ও মেহনত শুরু করে দেয়। অন্যদিকে বউ ও ছেলে-মেয়ে সংসারে এলে ওরা তার সংসার সচ্ছল রাখার চেষ্টা করে। এমনকি স্ত্রীর পিতৃপক্ষীয় লোকেরাও এ ব্যক্তির আয় উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বস্তুত জীবিকায় সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা বিয়ে করা না করার উপর নির্ভরশীল নয়। তাহলে অর্থ সংকটের চিন্তা বিয়ের ব্যাপারে বাধ সাধবে কেন?

(٣٣) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ؕ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ
فِيْهِمْ خَيْرًا ۖ وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ
عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ
اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩৩. যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।[৬০] তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তার সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, এতে তাদের জন্যে কল্যাণ আছে।[৬১] আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান কর।[৬২] তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৬৩] যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৪]

---

৫৯. যার জন্যে ভাল মনে করেন তাকে সচ্ছলতা প্রদান করেন।

স্ত্রীর খোরপোশ দানে অসমর্থ ব্যক্তি সংযম পালন করবে

৬০. অর্থাৎ যদি কারো অবস্থা এমন হয় যে, এখন বিয়ে করার মত সামর্থ্য নেই তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সামর্থ্যবান না করা পর্যন্ত সে নিজেকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখবে। নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। বিচিত্র কি তার এই আত্মসংযম ও পবিত্রতার বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করে দেবেন এবং বিয়ে-শাদীর উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।

৬১. অর্থাৎ কারো ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসী যদি বলে অথবা অধিক দৃঢ়তার জন্যে যদি লিখিয়ে নিতে চায় যে, এ মেয়াদে আমি আপনাকে এ পরিমাণ অর্থকড়ি উপার্জন করে দেব, আপনি আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিন। তাহলে মালিকের উচিত তার প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং ঐ চুক্তিনামা লিখে নেওয়া। (এই প্রকারের লেনদেনকে মুকাতাবাহ্ চুক্তি বলা হয়। এটি দাসমুক্তির একটি বিশেষ পদ্ধতি)। কিন্তু মালিক এ প্রস্তাব তখনই গ্রহণ করবে যখন সে নিশ্চিত হবে যে, এই দাস কিংবা দাসীকে মুক্ত করে দিলে তা তার জন্যে কল্যাণকর হবে। দাসত্বের শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে চুরি-ডাকাতি কিংবা অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হবে না। মালিক যদি ঐ দাস-দাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

হবে বলে নিশ্চিত হন, তবে তার উচিত মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া— যাতে মুক্ত হয়ে সাফল্যের ময়দানে সে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে এবং কোথাও বিয়ে শাদী করতে চাইলে নিজের পসন্দ মত বিয়ে-শাদী করতে পারে। দাসত্বের কারণে যেন সংকটগ্রস্ত না হয়।

৬২. সম্পদশালী মুসলমানদেরকে বলেছেন যে, এরূপ দাস-দাসীদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান কর, যাকাত থেকে হোক কিংবা দান সাদকা থেকে। যাতে করে তারা অচিরেই মুক্ত হতে পারে। মালিক যদি মুক্তিপণের কিছুটা রহিত করে দেয় তবে তাও একটা বড় রকমের সাহায্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ যাকাতের ব্যয় খাতসমূহে وَفِى الرِّقَابِ 'দাস-মুক্তি' নামে যে খাত আছে সেটি এ ধরনের দাস-মুক্তির তহবিল। খুলাফায়ে রাশিদীনের আমলে বায়তুলমাল থেকে এ ধরনের দাসদেরকে সাহায্য করা হত।

পতিতাবৃত্তি এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট উপার্জন সবই হারাম

৬৩. জাহিলী যুগে কতক লোক নিজেদের ক্রীতদাসীদেরকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করত। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর নিকট একাধিক ক্রীতদাসী ছিল যাদেরকে দেহ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে সে অর্থ উপার্জন করত। ওদের মধ্যে কতক ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা এ পাপকর্মে নিয়োজিত হতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ অভিশপ্ত মুনাফিক তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালাত ও প্রহার করত। ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। এই শানে নুযূলের প্রেক্ষাপটে তার কর্মকে আরও ঘৃণিতরূপে চিহ্নিত করার জন্যে— اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا। যদি তারা পবিত্র থাকতে চায় এবং لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব সম্পদের লালসায়— বাক্যাংশ যুক্ত করা হয়েছে।

নতুবা ক্রীতদাসীদের ব্যভিচারে নিয়োজিত করা সম্পূর্ণই হারাম ও নিষিদ্ধ। এই পথে যা আয় উপার্জন হয় তার সবই নাপাক-অপবিত্র। ক্রীতদাসিগণ এ অপকর্ম স্বেচ্ছায় করুক কিংবা বাধ্য হয়ে করুক তা হারাম এবং এ উপার্জনও হারাম। হাঁ, তাদের অমতে যদি পার্থিব লোভ-লালসায় তাদেরকে এ পাপকর্মে নিয়োজিত করা হয় তবে তা হবে আরও অধিক শাস্তিযোগ্য, কদর্যতম এবং লজ্জাহীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন।

৬৪. অর্থাৎ যিনা-ব্যভিচার এমন ঘৃণ্য ও মন্দ কাজ যা জোর-জবরদস্তি করে ঘটালেও মন্দই থেকে যায়। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে যে মহিলাকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হল, তার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেন। এ অবস্থায় বল প্রয়োগকারী পুরুষকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং যার ওপর বলপ্রয়োগ করা হল তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।

(٣٤) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

(٣٥) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ
اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ
زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى
نُوْرٍ ؕ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৩৪. আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ।[৬৫]
৩৫. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি[৬৬], তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি তাক যাতে আছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তা' বরকতময় যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্বলিত হয়–যা পূর্বমুখীও নয় পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার উপক্রম হয়। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।[৬৭]

---

৬৫. অর্থাৎ কুরআন করীমে সকল প্রকারের উপদেশাবলী বিধি-বিধান এবং অতীত জাতিসমূহের শিক্ষণীয় ঘটনাসমূহ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যাতে আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে পোষণকারী ব্যক্তিগণ তা শুনে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে।

অথবা مَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا অতীত উম্মতদের উদাহরণ দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, অতীত উম্মতদের উপরও এরূপ বিধি-বিধান ও দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়েছিল যা তোমাদের জন্যে এ সূরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই সূরায় 'অপবাদ সম্পর্কিত' যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে ওদের মধ্যেও এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারয়াম সিদ্দীকা এবং হযরত ইউসুফ সিদ্দীক (আ)-কে যেভাবে শত্রুদের অপবাদ থেকে রক্ষা করেছিলেন, হযরত আবূ বকর (রা) তনয়া হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা ও মর্যাদা ও আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সত্যবাদীদের অন্তরে পাথর খোদাই করে অংকিত করে দিয়েছেন এবং শত্রুদের মুখ কালো করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল নূরের উৎসস্থল

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার দ্বারা-ই তো আকাশ ও পৃথিবীর এই আলোক-সজ্জা এবং বসবাস যোগ্যতা। আল্লাহ্র সাহায্য না হলে তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুযিহুল কুরআন)। সমগ্র সৃষ্টি জগত তাদের অস্তিত্বের আলো তো আল্লাহ্ তা'আলা থেকেই পেয়েছে। চন্দ্রে, সূর্যে, নক্ষত্রে, ফেরেশতাদের মধ্যে এবং নবীগণ ও ওলীগণের মধ্যে যে যাহেরী ও বাতেনী নূর আছে তা তো ঐ নূরের খনি ও জ্যোতির উৎসস্থল থেকেই প্রাপ্ত। হিদায়াত ও মাআরিফাতের যে উজ্জ্বলতা কারো নিকট পৌছে তা ঐ সর্বোচ্চ দরবার থেকেই আসে। উর্ধ্বদেশ ও অধঃদেশের সকল কিছু তাঁর সৃষ্টিগত ও অবতরণগত নিদর্শন দ্বারা আলোকিত। সৌন্দর্য ও মোহনীয়তা, লাবণ্য ও পরিপূর্ণতার কোন চাকচিক্য যদি কোথাও নজরে পড়ে তবে সেটি ঐ জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল ও বরকতময় সত্তার সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি।

সীরাতে ইব্ন ইসহাক গ্রন্থে আছে যে, তায়েফের ময়দানে শত্রুরা যখন প্রিয় নবী (সা)-এর উপর নির্যাতন করল তখন তাঁর মুখ দিয়ে ঐ দু'আ উচ্চারিত হচ্ছিল,

اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَنْزِلَ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

যে জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার আলোকিত হয়, যে জ্যোতির প্রভাবে দুনিয়া ও আখিরাতের কার্যাদি যথা নিয়মে চলে, আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের সেই জ্যোতির ওসীলায় আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি এবং আমার উপর আপনার গযব পতিত হওয়া থেকে এবং আমার প্রতি আপনার অসন্তোষ পতিত হওয়া থেকে। শেষ পরিণতি আপনারই হাতে। আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ্য নেই।

রাতের আঁধারে প্রিয় নবী (সা) তাঁর প্রতিপালককে "اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আপনি তো আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি" বলে আহবান জানাতেন। এবং নিজের চোখে-মুখে, নাকে-কানে, অন্তরে সকল অঙ্গে এমনকি প্রতিটি লোমে লোমে যেন ওই নূর আসে সে জন্যে প্রার্থনা জানাতেন। সবশেষে সার কথাস্বরূপ বলতেন, " وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا "আমার জন্যে নূর নির্ধারিত করে দিন", وَاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا আমার জন্যে বিশাল নূর নির্ধারিত করে দিন, অথবা এটা বলতেন وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا আমাকেই নূরে পরিণত করে দিন। এক হাদীসে এসেছে, اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِىْ ظُلْمَةٍ ثُمَّ اَلْقٰى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ فَمَنْ اَصَابَهٗ مِنْ نُوْرِهٖ يَوْمَئِذٍ اهْتَدٰى وَمَنْ اَخْطَاَهٗ ضَلَّ আল্লাহ্ সৃষ্টি জগত সৃজন করলেন অন্ধকারে। তারপর তাদের উপর তাঁর নূর ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। সে দিন যে ব্যক্তি তাঁর নূর পেয়েছে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত

হয়েছে, আর সে দিন যে ব্যক্তি নূরের আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে পথভ্রষ্ট হবে। (ফাতহুল বারী জিলদ ৬ পৃঃ ৪৩০)।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য গুণাবলী যথা— শোনা, দেখা ইত্যাদির কোনরূপ বর্ণনা করা যায় না, তেমনি নূর হওয়ার গুণটিকেও নশ্বর পৃথিবীর নূরের সাথে তুলনা করা যাবে না। আরো বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম গায্যালী (র)-এর 'মিশকাতুল আনোয়ার' কিতাবটি দেখে নেবেন।

হিদায়াত ও মাআরিফাতের নূরের উপমা

৬৭. অর্থাৎ এমনি তো সমগ্র অস্তিত্ব জগত দৃশ্যমান হয় আল্লাহ্র নূর দ্বারা। কিন্তু হিদায়াতপ্রাপ্ত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহ্র নূর থেকে হিদায়াত ও মাআরিফাতের যে বিশেষ অংশটুকু লাভ করে তার উদাহরণ এভাবে বুঝে নিন, ইবাদতকারী ঈমানদার বান্দার দেহ যেন একটি তাক। তার মধ্যে তারকার ন্যায় আলোকোজ্জ্বল একটি বিশাল প্রদীপ। যার সম্পর্ক ঊর্ধ্ব জগতের সাথে তার কল্‌ব বা অন্তর হল— ঐ বিশাল প্রদীপ। ঐ প্রদীপে হিদায়াত ও মাআরিফাতের আলো জ্বলছে। এই আলো জ্বলে উঠছে এমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও পবিত্র তৈল থেকে যে তৈল উৎসারিত হচ্ছে একটি পরম বরকতময় বৃক্ষ থেকে (যায়তূন বৃক্ষ থেকে)। যায়তূন বৃক্ষটিও এমন যে, কোন অন্তরালের কারণে এটিকে পূর্বদিকের কিংবা পশ্চিম দিকের বলা যাবে না। অর্থাৎ কোন দিক থেকেই বাধা নেই, ঐ বৃক্ষে রৌদ্র আগমনে। বরং উন্মুক্ত ও খোলা ময়দানে সেটি অবস্থিত। সকাল-বিকাল সর্বক্ষণ ঐ বৃক্ষে রোদ পড়ে। অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, এ প্রকারের যায়তূন বৃক্ষের তৈল অত্যধিক স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়। মোটকথা, ঐ বৃক্ষের তৈল এতই পরিষ্কার ও চকচকে যে, মনে হয় আগুন না জ্বালালেও তা আলো ছড়াবে।

আমার মতে, ঐ তৈল হল সেই সুন্দর যোগ্যতা ও তাওফীকের নূর সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ্ তা'আলার বরকতময় নূর থেকে যা ঈমানদার মানুষের উপর পতিত হয়েছিল। যেমন উপরের টীকায় আলোচিত হয়েছে। আয়াতে বরকতময় বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে এটি পূর্বমুখীও নয়, পশ্চিমমুখীও নয়। আল্লাহ্ তা'আলার নূর তো দিক-দিগন্তের সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে।

মূলকথা এই, মু'মিন ব্যক্তির অন্তরের প্রদীপ পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছ থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ঐ অন্তরে সত্য গ্রহণের এমন যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় যে, দিয়াশলাই লাগানো ব্যতীতই জ্বলে উঠতে প্রস্তুত থাকে। তারপর যেখানে ঐ অন্তরে সামান্যতম আগুনের ছোঁয়া লাগে অর্থাৎ ওহী ও কুরআনের গতিশীল আলো তাকে স্পর্শ করেছে সেখানে তার জন্মগত ঐ আলো দপ করে জ্বলে উঠেছে। এটিকেই "نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ" 'নূরের উপর নূর' বলা হয়েছে।

অবশ্য এর সবই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। যাকে ইচ্ছা তাঁর আলো দান করেন। এই আলো পাওয়ার যোগ্য কে, আর কে তার যোগ্য নয়; তা তিনিই ভাল জানেন। এই চমৎকার উদাহরণ পেশ করার উদ্দেশ্যও এই যে, প্রতিভাবান ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকগণ যেন দূরদর্শিতার কিছু রশ্মি অর্জন করে।

(৩৬) فِىۡ بُيُوۡتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيۡهَا اسۡمُهٗ ۙ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيۡهَا بِالۡغُدُوِّ وَالۡاٰصَالِ ۙ

৩৬. আল্লাহ্ যে সব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার৬৮ এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার ৬৯ আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।৭০

উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত প্রদানের উপযুক্ত স্থানও ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত। অন্য কারো ওই যোগ্যতা কোথায় যে, এমন যুৎসই ও ব্যাপকার্থক উদাহরণ পেশ করতে পারবে ? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন যে, ওই আলো পাওয়া যায় ওই সকল মসজিদে যেগুলোতে কামিল বান্দাগণ সকাল-সন্ধ্যা ইবাদত বন্দেগী করে। এবং সেখানে ধ্যান মগ্ন থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীরকারগণ এই উদাহরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন বহুরূপে। হযরত শাহ সাহেব (র) তাফসীর গ্রন্থ 'মুযিহুল কুরআনে' খুব গভীর ও সূক্ষ্ম আলোচনা এনেছেন। কিন্তু আমি অধমের মনে যে ব্যাখ্যা এসেছে আমি তা বর্ণনা করলাম। 'মানুষ যা ভালবাসে তার বিভিন্ন পথ তৈরী করে'।

প্রকাশ থাকে যে, يُوۡقَدُ "প্রজ্বলিত করা হয়" এবং وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٌ "যদিও আগুন তাকে স্পর্শ না করে' বাক্য দু'টিতে উপমাস্বরূপ সে আগুনের কথা বলা হয়েছে তার লক্ষ্য বস্তুরূপে আমি ওহী ও কুরআন উল্লেখ করেছি। এটি আমি ওই টীকা থেকে সংগ্রহ করেছি, مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ الَّذِى اسۡتَوۡقَدَ نَارًا আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত শাহ সাহেব (র) যে টীকা উল্লেখ করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীসে তার সমর্থন পাওয়া যায় বটে। যে হাদীসে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেছেন— اِنَّمَا مَثَلِىۡ وَمَثَلُ النَّاسِ كَرَجُلٍ اسۡتَوۡقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتۡ مَا حَوۡلَهٗ جَعَلَ الۡفِرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِىۡ تَقَعۡنَ فِيۡهَا—আমার ও লোকদের উদাহরণ হল, সে ব্যক্তির ন্যায়— যে প্রজ্বলিত করেছে আগুন। তারপর যখন তার চারিদিক আলোকিত হল কীট-পতঙ্গ ও এসব জীব-জন্তু তার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে শুরু করল...।

মসজিদের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য রক্ষা জরুরি

৬৮. সেগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সেগুলোকে ইয্যত করার নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ এগুলোর দেখাশুনা করতে হবে। সকল প্রকারের ময়লা-আবর্জনা এবং বাজে গল্প-গুজব থেকে পবিত্র রাখতে হবে। মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এও যে, সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে।

৬৯.তাসবীহ, তাহলীল এবং তিলাওয়াতে কুরআনসহ সকল যিক্র-ই এর অন্তর্ভুক্ত।

(٣٧) رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءِ
الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۙ
(٣٨) لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৭. এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না।[৭১] তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।[৭২]

৩৮. যাতে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন।[৭৩] আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।[৭৪]

পাঁচ ওয়াক্‌ত নামায ফরয

৭০. অর্থাৎ সকল উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে। কতক তাফসীরকার বলেছেন غُدُوٌّ দ্বারা ফজরের নামায এবং اٰصَالٌ দ্বারা অবশিষ্ট চার ওয়াক্‌ত নামায বুঝানো হয়েছে। কারণ, সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর থেকে সকাল পর্যন্ত সময়কে اَصِيْلٌ বলা হয়।

আল্লাহ্‌প্রেমিকদের জীবনযাত্রা

৭১. অর্থাৎ জীবিকার চিন্তা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁর বিধি-বিধান পালন করা থেকে গাফিল ও উদাসীন রাখতে পারে না। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ছোট-খাটো বেচা-কেনা কিছুই তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিরত রাখতে ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অবস্থা ও শান ছিল এরূপই।

৭২. অর্থাৎ যেদিন অন্তর ও হৃদয় সে সকল বিষয় উপলব্ধি করবে যেগুলো তখনো বুঝে আসেনি। চক্ষুগুলো এমন সব ভয়ানক দৃশ্য দেখবে যা কখনো দেখেনি। অন্তরে কখনো মুক্তির প্রত্যাশা সৃষ্টি হবে আবার কখনো ধ্বংসের আশঙ্কার উদ্রেক হবে। চক্ষু একবার ডানদিকে তাকাবে আবার তাকাবে বামদিকে; না জানি কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসছে, কোন্ দিক থেকে ধরা হবে কিংবা কোন্ দিক থেকে আমলনামা হাতে দেয়া হচ্ছে।

৭৩. অর্থাৎ ভাল কাজের যে পুরস্কার তা তারা পাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার অনুগ্রহে আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। এই বৃদ্ধির ব্যাখ্যা ও সীমা এখন বর্ণনা করা যাবে না।

৭৪. অর্থাৎ তাঁর নিকট কি কোন কমতি আছে ? জান্নাতীদেরকে অসীম ও অগণিত পুরস্কার দিতে কোন অসুবিধা নেই।

(৩৯) وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۚ حَتّٰٓى
إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللّٰهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ۙ

(٤٠) أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ ۗ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۗ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۗ
وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۟

৩৯. যারা কাফির তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার মত। তৃষ্ণার্ত লোক সেটিকে পানি মনে করে থাকে। অবশেষে সেখানে এসে পৌঁছলে তার কিছুই পায় না; বরং পায় আল্লাহ্‌কে। তারপর আল্লাহ্ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।৭৫

৪০. অথবা (তাদের কর্ম) গভীর সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায় থাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার।৭৬ যখন সে তার হাত বের করে তখন তা একেবারেই দেখতে পায় না।৭৭ আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দেন না, তার জন্যে কোন জ্যোতি নেই।৭৮

কাফিরের প্রকারভেদ

৭৫. কাফির দু' প্রকার। এক প্রকার হল— যারা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী কিছু কিছু ভাল কাজ করে বটে এবং তারা মনে করে যে, এগুলো মৃত্যুর পর তাদের কাজে আসবে। কিন্তু তাদের এ কাজগুলোর কোন কোনটি বাহ্যত ভাল হলেও তাদের কুফরীর দরুন ওগুলো আল্লাহ্‌র নিকট কবূল হবে না।

এই প্রতারিত কাফিরদের উদাহরণ এমন— ধরে নিন যে, দুপুর বেলা এক পিপাসার্ত লোক মরুভূমিতে পানি দেখেছে। সেটি ছিল মূলত মরুভূমির চাকচিক্যময় বালি মরীচিকা। চরম তৃষ্ণায় আত্মভোলা হয়ে সে ওখানে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে গিয়ে দেখে পানি বলতে কিছুই নেই। তবে তার ধ্বংসের সময়টা সেখানে সমুপস্থিত— আল্লাহ্ তা'আলা তার জীবনের হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। এই অস্থিরতা ও অশান্তির সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল হিসাব এক মুহূর্তে চুকিয়ে দিলেন। কারণ, আল্লাহ্‌র নিকট হিসাব গ্রহণে দেরী লাগবে কেন ? তার সারা জীবনের সকল মন্দ কাজ ও গাফিলতির হিসাব তখনই নগদ হাতে হাতে চুকিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় প্রকারের কাফির তারা যারা আপাদমস্তক দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত। অজ্ঞতা, কুফরী, যুলুম ও পাপাচারিতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। এদের উদাহরণ পরে বর্ণনা করেছেন যে, এদের নিকট এতটুকু আলোও পৌঁছেনি যতটুকু মরুভূমির মরীচিকায়

(٤١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ؕ كُلٌّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৪১. তুমি কি দেখ না যে, নভোজগত ও ভূ-জগতে যা আছে তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে।[৭৯] আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার যথাযোগ্য ইবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি।[৮০] তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।[৮১]

প্রতারিত কাফিরের নিকট দৃশ্যমান হয়েছিল। এরা ঘন অন্ধকারে এবং থরে থরে সাজানো আঁধারের মধ্যে বন্দী। কোন দিক থেকে আলোক রশ্মি নিজেদের নিকট প্রবেশ করতে দেয় না, নাঊযুবিল্লাহ্।

৭৬. অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যখানে খোদ সমুদ্রের অন্ধকার, তারপর ঝড়ের ন্যায় আগত ঢেউয়ের অন্ধকার, যা একের পর এক আসছে। তারপর সবার উপরে হল মেঘমালার অন্ধকার। আর যদি এর সাথে রাত্রিবেলার অন্ধকার ধরা হয়, তাহলে উপরোক্ত অন্ধকারের সাথে আরো অন্ধকার যোগ হবে।

৭৭. অর্থাৎ হাত তুলে এনে চোখের নিকটবর্তী করে দেখলেও অতিরিক্ত অন্ধকারের কারণে তা দেখতে পাবে না। এটিকে আমাদের এখানে বলা হয় 'হাত হাত চিনে না'।

৭৮. উপরে ঈমানদারদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের প্রতি পথ দেখান। আলোচ্য বাক্য ঐ বাক্যের বিপরীত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে নূর না দেন অন্য কে আছে যে, তাকে আলো দিতে পারবে? তাদের যোগ্যতা নিম্নমানের ছিল। নূর পাওয়ার সুযোগ মিলেনি। সমুদ্রের নানা স্তরের নীচে পড়ে তারা আলোর সকল দরজা নিজেদের জন্যে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর আলো আসবে কোন্ দিক থেকে?

৭৯. শূন্যে উড়ন্ত পাখীদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এ জন্যে যে, এগুলো উড়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ঝুলন্ত থাকে। সেগুলোর এভাবে শূন্যে উড়া আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির বিরাট নিদর্শন।

সৃষ্টি মাত্রই আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে

৮০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে তার নিজ নিজ অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে ইবাদত বন্দেগী ও তাসবীহ পাঠের যে নিয়ম-রীতি জানিয়ে দিয়েছেন তা অনুধাবন করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ওযীফা আদায় করে। কিন্তু আফসোস ও তাজ্জবের বিষয় এই যে, অনেক নামধারী মানুষ অহংকার ও গাফলতির বশে অন্ধকার ও মূর্খতায় ফেঁসে গিয়ে প্রকৃত মালিকের স্মরণ ও বন্দেগীর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সৃষ্টিকুলের তাসবীহ্ পাঠ সম্পর্কে পঞ্চদশ পারার প্রথম-চতুর্থাংশের কাছাকাছি কিছু আলোচনা অতীত হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

(٤٢) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ۝

(٤٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ
فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَآءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ
بِالْاَبْصَارِ ۝

৪২. নভোজগত ও ভূজগতের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।[৮২]

৪৩. তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, তারপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, তারপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন, তারপর তুমি দেখতে পাও যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়।[৮৩] তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।[৮৪] তার বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।[৮৫]

একটি হাদীছ শরীফে এসেছে যে, হযরত নূহ (আ) তাঁর পুত্রগণকে তাসবীহ পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন وَاِنَّهَا لَصَلٰوةُ الْخَلْقِ এটি সৃষ্টি জগতের নামায।

৮১. অর্থাৎ ওগুলোর বন্দেগী ও তাসবীহ তোমরা বুঝতে না পারলেও আল্লাহ্ তা'আলা সব জানেন যে, কে কি করছে।

৮২. অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান যেমন সর্বব্যাপী, সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী তাঁর রাজত্বও তেমন ঊর্ধ্ব জগত ও নিম্নজগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সবাইকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক ও ক্ষমতা জ্ঞাপক কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিচ্ছেন।

৮৩. অর্থাৎ শুরুতে মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডসমূহ উপরে উঠতে থাকে। তারপর সবগুলো মিলে বড় মেঘে পরিণত হয়। এরপর মেঘগুলোকে থরে থরে সাজানো হয়।

৮৪. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেমন পাথরের পর্বত রয়েছে। কোন কোন পূর্বতন আলিম বলেছেন যে, আকাশেও তেমন মেঘের পর্বত রয়েছে। অনুবাদক (র) সে অনুসারেই অনুবাদ করেছেন। কিন্তু অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, আয়াতে سَمَاء বা আসমান বল্‌তে মেঘকে বুঝানো হয়েছে। মর্ম এই, ঘন ও ভারী মেঘমালা পর্বতের ন্যায় হয়। সেগুলো শিলা বর্ষণ করে। এতে অনেকেরই জান-মালের ক্ষতি হয়। আবার অনেকেই তা থেকে রক্ষা পায়। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, শিলাখণ্ড বলদ গরুর এক শিংয়ের উপর পড়ে আর অপর শিং শুকনো-ই থেকে যায়।

(٤٤) يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِی الْاَبْصَارِ ○

(٤٥) وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ یَّمْشِیْ عَلٰی بَطْنِهٖ ۚ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ یَّمْشِیْ عَلٰی رِجْلَیْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ یَّمْشِیْ عَلٰۤی اَرْبَعٍ ؕ یَخْلُقُ اللّٰهُ مَا
یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ○

৪৪. আল্লাহ্ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান।[৮৬] এতে চিন্তার উপকরণ রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্যে।[৮৭]

৪৫. আল্লাহ্ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে সৃষ্টি করেছেন পানি দ্বারা।[৮৮] তাদের কতক চলে বুকে ভর দিয়ে।[৮৯] কতক চলে দু'পায়ে ভর দিয়ে।[৯০] এবং কতক চলে চারপায়ে ভর দিয়ে।[৯১] আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম।[৯২]

---

৮৫. অর্থাৎ বিদ্যুতের ঝলক এত তীক্ষ্ণ হয় যে, চক্ষু হত বিহবল হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির নিদর্শন

৮৬. অর্থাৎ দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিন আসে তাঁরই কুদরত ও ক্ষমতার প্রভাবে। তিনি কখনো দিনকে হ্রাস করে দেন কিংবা বৃদ্ধি করে দেন আবার কখনো রাতকে হ্রাস করে দেন কিংবা বৃদ্ধি করে দেন। আবার দিন রাতের খর তাপকে শীতলতায় পরিণত করেন শৈত্যকে পরিণত করেন খর তাপে।

৮৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তির এরূপ নিদর্শনাদি দেখে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সাচ্চা অন্তরে ঐ প্রকৃত বাদশাহের দিকে রুজু করা। তাঁর হাতেই তো সকল কর্মকাণ্ড ও পরিবর্তনের বাগডোর।

৮৮. এটি বুঝার জন্যে ১৭ পারার তৃতীয় রুকূর وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ আয়াতের টীকা দেখে নিন।

৮৯. যেমন সাপ ও মাছ।

৯০. যেমন মানুষ এবং পক্ষীকুল।

৯১. যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি।

৯২ অর্থাৎ কোন জীব-জন্তুকে যদি চারের অধিক পা দিয়ে থাকেন, তবে তা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। তাঁর অসীম শক্তি ও ইচ্ছাকে কেউই সীমিত করতে পারে না।

(٤٦) لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ○

(٤٧) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ
بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ○

(٤٨) وَإِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم
مُّعْرِضُونَ ○

(٤٩) وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓا۟ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ○

৪৬. আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন।৯৩

৪৭. তারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি, কিন্তু তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। এবং তারা বিশ্বাসী নয়।৯৪

৪৮. তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৯. তাদের কিছু পাওয়ার হলে তারা কবূল করে করে রাসূলের নিকট ছুটে আসে।৯৫

---

৯৩. অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিগত ও অবতরণগত নিদর্শনাদি তো এতই মূর্তমান ও স্পষ্ট যে, সেগুলো দেখা ও শুনার পর কোন মানুষ বিপথে যেতে পারে না। তবে সরল পথে অগ্রসর হয় সে ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দান করেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তো এই প্রকাশ্য নিদর্শনাদি দেখছে তারপর ফলাফলের দিক থেকে তাদের দেখা না দেখা এক সমান।

মুনাফিকী চরিত্র

৯৪. এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে। তারা মুখে ইবাদত ও আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়; কিন্তু যখন আমলের প্রশ্ন আসে তখন তারা ফিরে যায়। মূল কথা এই যে, প্রথম থেকেই তাদের অন্তরে ঈমান ও আনুগত্য বিদ্যমান ছিল না। যা ছিল সব মুখের জমা-খরচ। পরীক্ষা ও যাচাইয়ের সময় তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়।

৯৫. অর্থাৎ কারো সাথে তাদের ঝগড়া-বিবাদ ঘটে গেলে তারা যদি মনে করে যে, তারা অন্যায় করেছে তখন অপর পক্ষ মীমাংসার জন্যে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

(৫০) اَفِیۡ قُلُوۡبِهِمۡ مَّرَضٌ اَمِ ارۡتَابُوۡۤا اَمۡ یَخَافُوۡنَ اَنۡ یَّحِیۡفَ اللّٰهُ عَلَیۡهِمۡ وَ رَسُوۡلُهٗ ؕ بَلۡ اُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ ۝

৫০. তাদের অন্তরে কি রোগ আছে৯৬ নাকি তারা ধোঁকায় পড়ে আছে ? না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ? বরং তারাই তো অবিচারকারী।৯৭

নিকট আসতে বললে এই মুনাফিকগণ তার কাছে আসতে রাযী হয় না। কারণ, তারা জানে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন্ প্রকারের পক্ষপাতিত্ব ব্যতিরেকে সত্য ও ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন যা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। অথচ তারা পূর্ব থেকে এ দাবী করত যে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁদের ফায়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছি। এখন সেই দাবী গেল কোথায় ?

ধরুন কোন ঘটনায় হক তাদের পক্ষে, তখন কিন্তু কাল-বিলম্ব না করে ঘাড় কাত করে প্রিয় নবী (সা)-এর দরবারে এসে যাবে এবং মীমাংসার কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই হাতে সীমিত রাখবে। কারণ, তারা জানে যে, ন্যায়ভিত্তিক রায় তাদের পক্ষে যাবে। তাহলে ঈমান ও ইসলাম থাকল কোথায় ? সবইতো খেয়াল-খুশীর অনুসরণ।

৯৬. রোগ এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলকে সত্যরূপে মেনে নিয়েছে; কিন্তু লোভ-লালসা ত্যাগ করেনি যে, তাঁদের কথামত চলবে। যেমন অসুস্থ মানুষ হাঁটতে চায়; কিন্তু তার পা চলে না।

৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) সম্পর্কে তাদের কি কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে ? প্রিয়নবী (সা)-এর সততা অথবা আল্লাহ্ তা'আলার পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির অঙ্গীকার সম্পর্কে কি কোন সংশয় সৃষ্টি হয়েছে ? কিংবা তারা কি মনে করেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) তাদের বিচার সালিশীতে ন্যায়ের পরিপন্থী ফায়সালা করবেন ? এ জন্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের আদালতে মামলা পেশ করতে তারা গড়িমসি করে ?

না, বরং তোমরা স্মরণ রেখো যে, সেখানে অন্যায় ও অবিচারের কোনই আশঙ্কা নেই। বরং তারাই অন্যায় ও জুলুম করার জন্যে কোমর বেঁধে নেমেছে। তারা চায় যে, তাদের হক ও অধিকার পুরোপুরি উসূল করে নেবে। কিন্তু অন্যদেরকে এক পয়সাও দেবে না। এ জন্যে ঐ সব মামলা ও বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি আল্লাহ্র আদালতে পেশ করতে ভয় পায়। যেগুলো সম্পর্কে তারা বুঝতে পারে যে, এগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

এ সব তো মুনাফিকদের বিষয়ে আলোচনা ছিল। পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের বিপরীত পক্ষ খাঁটি ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার লোকদের আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর কথা বর্ণনা করছেন।

(٥١) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○
(٥٢) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○
(٥٣) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا
تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

৫১. মু'মিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।৯৮

৫২. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য।৯৯

৫৩. তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন, তোমরা কসম করো না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে জ্ঞাত।১০০

খাঁটি ঈমানদারের লক্ষণ

৯৮. অর্থাৎ সত্যিকার মুসলমানের কাজ এটাই হয় এবং এটাই হওয়া উচিত যে, যখন কোন বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তাতে বাহ্যত তাদের লাভ বা লোকসান যা-ই হোক, তারা যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে। তখনই 'শুনলাম এবং মেনে নিলাম' বলে সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে নেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর মধ্যেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ এবং মৌলিক সফলতা নিহিত রয়েছে।

৯৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখন আনুগত্যশীল আর অতীত জীবনের পাপ-পঙ্কিলতার জন্যে লজ্জিত হয়ে এবং আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাওবা করে এবং ভবিষ্যতে ও পরবর্তী জীবনে মন্দ পথ ও পাপের পথ বর্জন করে জীবন-যাপন করে তার জন্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

অধিক শপথ অন্তরের কুটিলতার প্রমাণ

১০০. অর্থাৎ মুনাফিকগণ খুব কঠিন ও দৃঢ় শপথ করে প্রিয়নবী (সা)-কে বিশ্বাস করাতে চাইত যে, আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিলেই আমরা সবাই ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। হে রাসূল (সা)! আপনি একটু

(٥٤) قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلٰغُ
الْمُبِينُ ○

৫৪. বলুন, তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎপথ পাবে। রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়া।[১০১]

ইঙ্গিত দিলেই সকল ধন-সম্পদ আমরা আল্লাহ্‌র পথে বিলীন করে দিয়ে তার দাবী ছেড়ে দেব। তাদের এ ধরনের কথা-বার্তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, অত গাল ভরা বুলি আওড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানা আছে। মুখে তো বহু কিছু বল। অনেক কিছু দাবী কর। কিন্তু কাজের সময় উপস্থিত হলে নিঃশব্দে পেছনের দিকে সরে যাও। শপথের প্রয়োজন নেই; বরং কর্তব্য হল প্রকৃত মুসলমানদের ন্যায় নির্দেশ পালন করে দেখাও। মুখে কসম করলে তাতে কোন লাভ নেই।

মনে কর, তোমরা কসম করে বান্দাদের মনে তোমাদের বক্তব্য সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিলে; কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তো কারো ছল-চাতুরী ও প্রতারণা চলে না। তিনি সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে অবগত থাকেন। পরবর্তীতে তিনি তোমাদের সকল ধূর্ততা ও প্রতারণারস্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেবেন।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রিয়নবী (সা)-কে বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বস্তুত প্রিয়নবী (সা) পুরোপুরিভাবে ঐ দায়িত্ব পালন করেছেন। তোমাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা হল, সত্য গ্রহণ করা এবং সেটিকে সত্য বলে মেনে নেয়া, এবং তোমরা যেন তাঁর নির্দেশ মুতাবিক জীবন-যাপন কর।

তোমরা যদি নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি করে তাঁর দেয়া বিধানাবলী পালন কর তাহলে তোমরা উভয় জগতের সফলতার পথ পাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে খুশী থাকবে। আর যদি তা না কর তবে নবী করীম (সা)-এর কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের পাপাচারিতা ও সত্যদ্রোহিতার পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে।

নবী করীম (সা) তো তাঁর দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করে আল্লাহ্‌র দরবারে দায়মুক্ত হয়ে গিয়েছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের কতক সুফল বর্ণনা করছেন। দুনিয়া থেকে সেগুলোর ক্রমপ্রকাশ শুরু হয়ে যাবে।

(৫৫) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى
الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى
ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا
يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পসন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।১০২ এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে; তারাই হচ্ছে অবাধ্য।১০৩

পুণ্যবান লোকদের হাতে শাসন ক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি

১০২. সম্বোধন করা হয়েছে, প্রিয় নবী (সা)-এর যুগের লোকদেরকে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের পুণ্যবান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর তাঁদেরকে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা দেবেন এবং যে ইসলাম ধর্ম আল্লাহ্র প্রিয় ও মনোনীত ধর্ম ওদের দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা সেটিকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। 'اسْتَخْلَفَ বা খলীফা বানাবেন' শব্দ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁরা ভোগবাদী দুনিয়াদার রাজা-বাদশাহ্দের মত হবেন না; বরং নবী করীম (সা)-এর প্রতিনিধি হয়ে আসমানী রাজত্বের ঘোষণা দেবেন এবং সত্য ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করবেন। জলে-স্থলে এই দীনের প্রভাব রেখে যাবেন। তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে কোন ভয়-ভীতি তাঁদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে না। পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাঁরা আপন প্রতিপালকের ইবাদতে নিয়োজিত থাকবেন। তখন দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জয়-জয়কার হবে। ঐ মাকবূল ও সম্মানিত বান্দাদের বিশেষ অবস্থান এই হবে যে, তাঁরা নির্ভেজালভাবে একক আল্লাহ্র বন্দেগী করবেন। তাতে অণু পরিমাণ শিরকের চিহ্ন থাকবে না। প্রকাশ্য শিরকের উপস্থিতি না থাকার কথা তো আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অপ্রকাশ্য শিরকের বাতাসও তাঁদের নিকট পৌঁছবে না। তাঁরা একক আল্লাহ্র দাস ও বান্দারূপেই থাকবেন। একমাত্র তাঁকেই ভয় করবেন, তাঁর নিকটই আশা রাখবেন, নির্ভর করবেন তাঁরই উপর, তাঁর সন্তুষ্টিতে তাঁদের জীবন ও মরণ। অন্য কারো ভয়-ডর তাঁদের মধ্যে স্থান পাবে না। অন্য কারো সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিরও তাঁরা পরওয়া করবেন না। আলহামদুলিল্লাহ্! আল্লাহ্র শুকর যে, খুলাফায়ে রাশিদীন খলীফা চতুষ্টয়ের

হাতে আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং পৃথিবী এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছে। খলীফা চতুষ্টয়ের পরেও কতক ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক মাঝে মাঝে এই আদর্শের অনুসারীরূপে এসেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী ভবিষ্যতেও আসবেন ইনশাআল্লাহ্।

হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, শেষ খলীফা হবেন হযরত ইমাম মাহ্দী (আ), যাঁর সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর সুসংবাদ শুনানো হয়েছে; তিনি আল্লাহ্র এই পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফে পূর্ণ করে দেবেন এবং অলৌকিকভাবে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের কালেমা ও বাণীকে বিজয়ী করে দিবেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْشُرْنَا فِىْ زُمْرَتِهٖ وَارْزُقْنَا شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ اِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

হে আল্লাহ্! আমাদের তাঁর দলভুক্ত করে হাশর ময়দানে একত্রিত করবেন এবং আপনার পথে শাহাদত দান করবেন। আপনি তো প্রশস্ত ক্ষমার অধিকারী এবং মহা অনুগ্রহের মালিক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াত দ্বারা খুলাফায়ে রাশিদীন (রা)-এর বিরাট সম্মান ও মর্যাদার কথা জানা যায়। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) এই আয়াতের পাদটীকায় প্রিয়নবী (সা)-এর আমল থেকে হযরত উসমান (রা)-এর শাসনামল পর্যন্ত রাজ্য জয়ের সকল বিবরণ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং শেষে এ কথাটুকু লিখেছেন 'পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত থেকে খাজনা ও কর আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা হত। এটি ছিল তাঁর কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন পাঠ এবং সমগ্র উম্মতকে কুরআন সংরক্ষণে ঐক্যবদ্ধ করার বরকতস্বরূপ। এ মর্মে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِىْ مَازُوِىَ لِىْ مِنْهَا

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে একত্রিত করে আমার নিকট উপস্থিত করেছিলেন। তখন আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তগুলো এবং পশ্চিমপ্রান্তগুলো সব দেখেছি। পৃথিবীর যতটুকু আমার নিকট একত্রিত করা হয়েছিল আমার উম্মতের রাজত্ব অতি সত্বর ততটুকু বিস্তৃত হবে।

এখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডে বিজয়ী বেশে চলাফেরা করছি। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর বাণীতে বিশ্বাস অটুট রাখার তাওফীক দেন এবং তাঁরই সন্তুষ্টি মুতাবিক এর শুকরিয়া প্রকাশের সুযোগ দেন।

১০৩. অর্থাৎ এমন মহান পুরস্কার পাওয়ার পরও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও না-শুকরী করা জঘন্য নাফরমান ও কুখ্যাত অপরাধীর কাজ। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, যে ব্যক্তি খলীফা চতুষ্টয়ের খিলাফত (এবং তাঁদের মান-মর্যাদা) অস্বীকার করেছে আলোচ্য فَاسِقُوْنَ নাফরমান শব্দ দ্বারা তার পরিচয় ও পরিণতি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

(٥٦) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

(٥٧) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ○

৫৬. নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।১০৪

৫৭. তোমরা কাফিরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কতইনা নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তনস্থল।১০৫

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের ভ্রাতাগণকে যারা ঈমান আনয়নে আমাদের অপেক্ষা অগ্রণী এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

আল্লাহ্‌র রহমত পেতে হলে রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের চরিত্র অর্জন কর

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমত পেতে হলে তোমরাও ঐ সকল মাকবূল বান্দাদের পন্থা অবলম্বন কর। ঐ পন্থা হল নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রিয়নবী (সা)-এর বিধান অনুযায়ী পথ চলা।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مُتَابَعَةَ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّنَا عَلَيْهِ وَالْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ

"হে আল্লাহ! আপনার রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করা আমাদের নসীব করুন এবং এ পথেই আমাদের মৃত্যুদান করুন আর আমাদেরকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন।"

১০৫. নেক ও পুণ্যবান বান্দাদের বিপরীতে মরদূদ, প্রত্যাখ্যাত এবং অভিশপ্ত লোকদের পরিণাম ফল এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সৎকর্মশীল ও পুণ্যবান লোকদেরকে যেখানে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ও পৃথিবীর খিলাফত দেওয়া হবে তখন কাফির ও ষড়যন্ত্রকারীদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কেউই বাধ সাধতে পারে না। আল্লাহ্‌র রাজত্বে তারা যদি এদিক-সেদিক পালিয়ে বেড়ায় তবুও আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে তারা নিজেদেরকে বাঁচাতে পাররে না। জাহান্নামের জেলখানায় তাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে।

(৫৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ؕ مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظَّهِيْرَةِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ؕ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ ؕ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৫৮. হে মু'মিনগণ! তোমাদের দাস দাসীরা[১০৬] এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশা নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়।[১০৭] এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়।[১০৮] এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

---

১০৬. অর্থাৎ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী। ৪ রুকূ পূর্বে গৃহে প্রবেশের অনুমতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। এটি তার উপসংহার। প্রসঙ্গক্রমে মধ্যখানে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

শয়নকক্ষে প্রবেশে বিধি-নিষেধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

১০৭. এ তিন সময়ে সাধারণত অতিরিক্ত পোশাক পরিচ্ছদ খুলে রাখা হয় বা পোশাক পরিবর্তন করা হয়। স্ত্রী-সম্ভোগ ও বেশীর ভাগ এ সময়গুলোতেই হয়। কখনো ফজরের পূর্বে অথবা দুপুর বেলা মানুষ গোসল করার ইচ্ছা করে এবং তখন চায় যে, কেউ তার এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হোক। এ জন্যে নির্দেশ দেওয়া হল যে, এই তিন সময়ে দাস-দাসী এবং নাবালক শিশুরাও ভেতরে প্রবেশ করবে অনুমতি নিয়ে। অন্যান্য সময়ে বাইরের লোকদের ন্যায় তাদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। হাঁ, কেউ যদি প্রয়োজনবশত অন্য সময়েও বিনানুমতিতে প্রবেশে বিধি-নিষেধ আরোপ করে, তবে তাও মেনে চলতে হবে।

১০৮. অর্থাৎ উপরোল্লিখিত সময়গুলো ব্যতীত অন্যান্য সময়ে সাধারণত একজন অন্যজনের নিকট যেমন বিনা বাধায় সচরাচর আসা-যাওয়া করে সে সব সময়ে দাস-দাসী এবং নাবালক শিশুরাও বিনা অনুমতিতে আসা-যাওয়া করতে পারবে। তখনও যদি অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তবে তাতে স্বাভাবিক কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সংকট সৃষ্টি হবে। এটি আল্লাহ্ তা'আলার হিকমাত ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

(৫৯) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○
(৬০) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৫৯. তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।১০৯ এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৬০. বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম।১১০ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।১১১

পিতামাতার শয়নকক্ষে প্রবেশকালে সাবালক ছেলেমেয়ের জন্যে অনুমতি লাগবে

১০৯. অর্থাৎ ছেলে যতদিন নাবালক থাকে, ততদিন উল্লিখিত তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে পারে। যখন সাবালক হয়ে যায় তখন তার বিধান তার পূর্বেকার সাবালক পুরুষদের ন্যায় হয়ে যায়। যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ـ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না দাও' (২৪ ঃ ২৭)।

বৃদ্ধা মহিলার ক্ষেত্রে পর্দার হুকুম

১১০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন যে, বৃদ্ধা মহিলাগণের জন্যে সংক্ষিপ্ত পোশাকে গৃহে অবস্থান করা জাইয। আর পূর্ণ পর্দা মেনে চলা উত্তম বটে। গৃহ থেকে বের হওয়ার সময়েও অতিরিক্ত বস্ত্র যেমন বোরখা ইত্যাদি খুলে ফেললেও কোন দোষ নেই। তবে শর্ত থাকে যে, وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (২৪ ঃ ৩১) আয়াতে যে সকল সৌন্দর্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সে সকল সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। এ থেকে যুবতী নারীদের সতর ও পর্দা বিষয়ে কুরআন মজীদের স্পিরিট কী তা অনুমান করা যায়।

১১১. অর্থাৎ এটি তো ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের বাহ্যিক ব্যবস্থাদি। উপরন্তু পর্দার ভিতরে থেকে যে আলাপ-আলোচনা করা হয় এবং ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হয় স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সবই শুনেন এবং সবগুলো সম্পর্ক অবগত। তদনুযায়ী সবার প্রতি ব্যবস্থা নিবেন।

(٦١) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا
مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْ ؕ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا
اَوْ اَشْتَاتًا ؕ فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝

৬১. অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই[১১২] এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মায়েদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সে গৃহে যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে।[১১৩] তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের দোষ নেই। তারপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।[১১৪]

পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের সাথে পানাহারে দোষ নেই

১১২. অর্থাৎ যে সকল কাজ কষ্টদায়ক সেগুলো এ সকল লোকের জন্যে ক্ষমাযোগ্য। যেমন— জিহাদ, হজ্জ, জুমুআ, জামাআত এবং এ জাতীয় অন্যান্য কার্যাদি। (তফসীর মুযিহুল কুরআন)।

অথবা অর্থ এই অক্ষম ও অভাবী লোকদের সুস্থ লোকদের সাথে বসে পানাহারে কোন দোষ নেই। জাহিলী যুগে এ প্রকারের মা'যূর ও পঙ্গু লোকগণ ধনী ও সুস্থ লোকদের সাথে বসে পানাহার করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখত। তারা মনে করত যে, সুস্থ লোকদের সাথে আমরা খেতে বসলে আমাদের কারণে ওরা অস্বস্তিবোধ করবে এবং আমাদের কতক নড়া-চড়া ও উঠা-বসা দেখে ওরা কষ্ট পাবে। অবশ্য বাস্তবে কেউ

কেউ অস্বস্তি ও কষ্টবোধ করতই। তদুপরি চূড়ান্ত তাকওয়ার প্রেক্ষিতে কতক ঈমানদার মানুষ ও পঙ্গু-অন্ধ তাদের সাথে বসে পানাহারে অস্বস্তিবোধ করত। তারা মনে করত যে, এ সব মা'যূর ও প্রতিবন্ধী লোকদের সাথে খেতে বসলে পানাহারে ন্যায়-নীতি ও সাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। কারণ, একই সাথে বসলে অন্ধ ব্যক্তি যে, সে তো সকল খাদ্য দেখতে পাবে না, খঞ্জ যে, সে হয়ত বিলম্বে উপস্থিত হবে এবং যুৎসইভাবে বসতে পারবে না। ফলে তারা সুস্থ লোকের সমান তালে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে না আবার তৃপ্তিও পাবে না। রোগীর ব্যাপারটার বলারই বা কি আছে ? এ সব দৃষ্টিকোণ থেকে কতক ঈমানদার লোক ওদের সাথে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে চাইতেন যাতে করে ওদের অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

অবশ্য এখানে আরও একটি দিক আছে যে, এ প্রকারের মা'যূর লোক হয়ত একজন সুস্থ লোকের নিকট গেল সাহায্য চাইতে কিংবা খাদ্য চাইতে। ঘটনাক্রমে ঐ লোকের সামর্থ্য নেই সাহায্য করার। ফলে সে সরাসরি ঐ অভাবী ব্যক্তিকে তার পিতা, ভাই, বোন-চাচা, মামা কিংবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠজনের নিকট নিয়ে গেল খাদ্য খাওয়াতে। এ পর্যায়ে অভাবী লোকটির মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে, আমি এলাম এর নিকট। সে আমাকে অন্যখানে নিয়ে এল! কী জানি, সে আমাকে সাহায্য করতে বা খাদ্য খাওয়াতে অনীহাগ্রস্ত কি না!

উপরোল্লিখিত সকল অমূলক ধারণার অবসান করে দেওয়া হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। বলা হয়েছে যে, অহেতুক ওসব সন্দেহ-সংশয়ে পড়ো না। এ সকল বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা উদারতা দেখিয়েছেন, সুযোগ রেখেছেন, তাহলে তোমরা শুধু শুধুই নিজেদের জন্যে সংকট সৃষ্টি করতে যাবে কেন ?

১১৩. অর্থাৎ যে ঘর তোমাদের তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছে। যেমন, কেউ তোমাদেরকে তার কোন বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক নিযুক্ত করেছে এবং সততার সাথে তা থেকে আহার করার অনুমতি দিয়েছে।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের গৃহে খাদ্য গ্রহণের বিধান

১১৪. অর্থাৎ নিজের ঘনিষ্ঠজনদের গৃহে খাদ্য ও আহার গ্রহণে সবসময় জিজ্ঞাসা ও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। যে খাবে সেও যেন সংকোচবোধ না করে আর গৃহস্বামীও যেন নাখোশ না হয়। তবে কোন মহিলার নিকট গেলে এবং মহিলাটি যদি তার স্বামীর গৃহে থাকে তবে, তার স্বামীর অনুমতি নিতে হবে।

"সবাই এক সাথে খাও অথবা পৃথক পৃথক হয়ে খাও" অর্থাৎ একা খাচ্ছ কি সবাই মিলে খাচ্ছ তা অন্তরে জপ করার প্রয়োজন নেই যে, কে কম খেল আর কে বেশী খেল। শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, সবাই মিলে রান্না করেছ, সবাই মিলে খেয়েছ। কারো সন্তুষ্টি না থাকলে তার কিছু খাওয়া মোটেই জাইয নেই। আয়াতে সালাম দেওয়ার কথা বলা

(٦٢) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ
عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ
فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬২. মু'মিনতো তারাই যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলের সাথে সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী।[১১৫] অতএব, তারা তোমার নিকট তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।[১১৬]

হয়েছে পরস্পর সাক্ষাত হলে। কারণ, সালামের চাইতে বড় দু'আ নেই। যারা এই সালাম বাদ দিয়ে অন্য বাক্যের প্রচলন ঘটায় আল্লাহ্র নির্ধারিত বাক্যের চেয়ে তাদের নির্ধারিত বাক্য উত্তম হতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, একাকী পানাহার করাও জাইয। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে যে, মেহমান সাথী না পেলে তাঁরা খাদ্য খেতেন না। আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, তাঁদের এই রীতি বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, কয়েকজন মিলে এক সাথে খাওয়া-দাওয়া করলে তাতে বরকত পাওয়া যায়। হাদীস শরীফে এরূপ এসেছে।

১১৫. উপরের আয়াতগুলোতে প্রবেশের সময় অনুমতি বিষয়ে আলোচনা ছিল। এখানে যাওয়ার সময় অনুমতি গ্রহণের আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার মানুষ সে ব্যক্তি যে রাসূলের ডাকে হাযির হয় এবং যখন কোন সম্মিলিত কাজে অংশ নেয় যেমন— জুমুআ, দুই ঈদের নামায, জিহাদ এবং পরামর্শ বৈঠক ইত্যাদিতে অংশ নেয়, তবে অনুমতি ব্যতীত উঠে যায় না। এরাই বিশুদ্ধ অর্থে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহ্-রাসূলের অনুসরণকারী।

১১৬. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনার পর যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাকে আপনি অনুমতি দিয়ে দেন। যেহেতু অনুমতি নিয়ে যাওয়াটাও এক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রিয়নবী (সা)-এর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং দীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়া। তাই ঐ সব নিষ্ঠাবান ঈমানদারদের জন্যে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। যাতে আপনার ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতে ঐ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

(٦٣) لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৬৩. রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহবানের মত গণ্য করো না।১১৭ আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে।১১৮ অতএব, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।১১৯

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্বানে সাড়া দেওয়া ফরয

১১৭. অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা)-এর ডাকে উপস্থিত হয়ে যাওয়া ফরয ও অত্যাবশ্যক। তাঁর আহবান অন্যান্য লোকের আহবানের ন্যায় নয় যে, ইচ্ছা করলে 'হাযির' বললাম ইচ্ছা হলে 'হাযির' বললাম না। প্রিয়নবী (সা)-এর ডাকে উপস্থিত না হলে তাঁর বদ দু'আ লাগার ভয় মনে রেখ। কারণ, তাঁর দু'আ অন্যান্য সাধারণ মানুষের দু'আর মত নয়। তদুপরি কথা-বার্তা বলার সময় আদব-তমীযের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের ন্যায় 'হে মুহাম্মদ' ইত্যাদি বলে ডেকো না; বরং 'ইয়া নাবী আল্লাহ্ (সা)' এবং 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)'-এর ন্যায় সম্মানজনক লকবে আহ্বান করবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন যে, প্রিয়নবী (সা) কাউকে ডাকলে, সে ডাকে সাড়া দেয়া এবং উপস্থিত হওয়া ফরয হয়ে যায়। তিনি যে কাজের জন্যেই ডাকুন না কেন। আবার তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সম্মুখ থেকে চলে যেতেও পারবে না। এখনও সকল মুসলমানের উচিত নিজেদের নেতৃবর্গের সাথে সেরূপ আচরণ করা।

১১৮. তারা ছিল মুনাফিক। প্রিয়নবী (সা)-এর মজলিসে বসা এবং ওয়ায-নসীহত শুনা তাদের নিকট কঠিন ও অসহ্য মনে হত। অধিকাংশ সময় তারা সুযোগ বুঝে চুপিসারে অনুমতি ব্যতীত মজলিস থেকে চলে যেত। যেমন একজন মুসলমান অনুমতি নিয়ে মজলিস থেকে উঠে যাচ্ছে, তখন একজন মুনাফিকও তাঁর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে তাঁর সাথে বেরিয়ে গেল। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, প্রিয়নবী (সা) থেকে তোমরা কতটা গোপন কর, তোমাদের সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে।

১১৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণকারীদের এই ভয় মনে পোষণ করা উচিত যে, কখনও যেন তাদের অন্তরে, কুফ্রী আর মুনাফিকীর ফিতনা চিরস্থায়ীভাবে স্থান করে না নেয়। আর এ প্রক্রিয়ায় দুনিয়ার কোন কঠিন বিপদ কিংবা আখিরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতিত না হয়। (নাউযুবিল্লাহ্)।

(٦٤) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ ؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۠

৬৪. মনে রেখো, আসমানসমূহে ও পৃথিবীতে যা আছে তা আল্লাহ্‌রই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দিবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন।১২০

আল্লাহ্‌র অগোচর কিছু নেই

১২০. অর্থাৎ হতে পারে যে, সৃষ্টিজগতের চোখে ফাঁকি দিয়ে তোমরা কোন কাজ করে ফেলবে। কিন্তু তোমাদের কোন কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার অগোচর নয়। তাঁর আকাশ ও পৃথিবী ছেড়ে তোমাদের অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ারও কোন সুযোগ নেই। তিনি তোমাদের নিত্য দিনকার অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে যেমন অবগত, তেমনি ঐ দিবসের প্রতিদান প্রদান বিষয়েও অবগত, যখন সমগ্র সৃষ্টিজগত হিসাব-নিকাশের জন্যে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং প্রত্যেকের সম্মুখে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলগুলোও উপস্থিত করা হবে। এমন সর্বজ্ঞাত ও সর্বাধিপতি প্রভুর শাস্তি থেকে অপরাধী ব্যক্তি কি করে রক্ষা পেতে পারে ? কেমন করে নিজেকে বাঁচাতে পারবে ?

আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওফীক ও অনুগ্রহে সূরা 'নূর' সমাপ্ত হল। হে আল্লাহ্‌! ঈমান ও ইহ্‌সান দ্বারা আমাদের অন্তরকে জ্যোতির্ময় করে দিন। আমাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দিন! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল এবং দু'আ কবূলে পূর্ণ পারঙ্গম।

॥ সূরা নূর-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা ফুরকান

১১৮ আয়াত; ৬ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۙ

১. পরম কল্যাণময় তিনি যিনি অবতীর্ণ করেছেন ফায়সালার গ্রন্থ।[১] তাঁর বান্দার প্রতি।[২] যাতে সে বিশ্বজগতের প্রতি হয় সতর্ককারী।[৩]

কুরআন শরীফকে ফুরকান বলা হলো কেন ?

১. ফুরকান (ফায়সালার গ্রন্থ) বলা হয়েছে কুরআন কারীমকে। এটি সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়সালাকারী, যা হালাল ও হারামকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়। এই গ্রন্থই তার অবতীর্ণকারীর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্বোচ্চ স্তরের প্রজ্ঞা ও বাৎসল্যকে পূর্ণরূপে বিবৃত করেছে। এটি সমগ্র বিশ্বের হিদায়াত ও পরিশুদ্ধির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদেরকে প্রাচুর্যময় কল্যাণ ও নিরবচ্ছিন্ন বরকত প্রদানের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছে।

২. অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ও পূর্ণতম বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এই গ্রন্থ নাযিল করেছেন। বন্দেগীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে যাঁর অনন্য উপাধি হয়ে গেল 'আবদুল্লাহ্''— আল্লাহ্‌র বান্দা (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

৩. অর্থাৎ কুরআন কারীম সমগ্র বিশ্বকে কুফ্‌রী ও নাফরমানীর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। এই সূরার মধ্যে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও সত্যদ্রোহীদের আলোচনা বেশী থাকায়ই সম্ভবত এখানে 'সতর্ককারী' বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে, 'সুসংবাদ দানকারী' বিশেষণটি এখানে উল্লেখ করা হয়নি। 'বিশ্বজগতের প্রতি' কথাটা

(٢) الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لَمۡ یَتَّخِذۡ وَلَدًا وَّ لَمۡ یَكُنۡ لَّهٗ شَرِیۡكٌ فِی الۡمُلۡكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیۡءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقۡدِیۡرًا ۝

(٣) وَ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اٰلِهَۃً لَّا یَخۡلُقُوۡنَ شَیۡئًا وَّ هُمۡ یُخۡلَقُوۡنَ وَ لَا یَمۡلِكُوۡنَ لِاَنۡفُسِهِمۡ ضَرًّا وَّ لَا نَفۡعًا وَّ لَا یَمۡلِكُوۡنَ مَوۡتًا وَّ لَا حَیٰوۃً وَّ لَا نُشُوۡرًا ۝

২. তিনি সেই সত্তা যাঁর রয়েছে নভোজগত ও ভূ-জগতের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে পরিমিত করেছেন যথাযথভাবে।[৪]

৩. তারা তাঁর পরিবর্তে গ্রহণ করেছে কত উপাস্য যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং তারা মালিক নয়[৫] জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও।

উল্লেখ করে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই কুরআন কারীম শুধু আরবের নিরক্ষর লোকদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি; বরং গোটা জিন-ইনসান জাতির সকলের হিদায়াত ও পরিশুদ্ধির জন্যে এটি এসেছে।

৪. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে এক একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমিত রেখেছেন। সেটি থেকে শুধু তাই পাওয়া যাবে যার জন্যে সেটিকে তৈরী করা হয়েছে। আপন সীমারেখার বাইরে যাওয়া সেটির পক্ষে সম্ভব নয়। আবার আপন সীমারেখায় থেকে তার উদ্দিষ্ট ফল প্রদানে কমতিও করে না। মোট কথা, প্রত্যেক বস্তুকে মেপে-জোখে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তার সৃষ্টিগত অবস্থান থেকে সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন অবকাশ রাখেননি। বড় বড় বিজ্ঞানী কৌশল ও বিজ্ঞানের সমুদ্রে ডুব দিয়ে খুঁজে দেখে আর অবশেষে বলতে বাধ্য হয় যে, এই বিশ্বজগত صُنۡعَ اللّٰهِ الَّذِیۡۤ اَتۡقَنَ كُلَّ شَیۡءٍ 'এটা আল্লাহ্‌র কারিগরী যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত। (সূরা নামল- ২৭ ঃ ৮৮) এবং فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحۡسَنُ الۡخٰلِقِیۡنَ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত কল্যাণময় (সূরা মু'মিনূন– ২৩ ঃ ১৪)।

৫. অর্থাৎ কেমনতর অন্যায়, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এমন নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, সর্বাধিপতি এবং সার্বিক প্রজ্ঞাময় প্রভুকে যথেষ্ট জ্ঞান না করে তারা অন্য উপাস্য ও শাসক গ্রহণ করেছে যারা আল্লাহ্‌র রাজত্বে কোন প্রকারেই অংশীদার নয়। বস্তুত ঐগুলোর তো নিজেদের অস্তিত্বও ওগুলোর হাতে নেই। তারা তিল পরিমাণ কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। কাউকে বাঁচানো কিংবা মারার ক্ষমতা তাদের নেই। নিজের শক্তিতে তারা কাউকে সামান্যতম উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না। বরং

(٤) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨ افْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ
قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۛ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا ۚ

(٥) وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً
وَّاَصِيْلًا ○

৪. কাফিররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা সে উদ্ভাবন করেছে এবং অন্য লোকেরা তাকে সাহায্য করেছে।[৬] অবশ্যই তারা যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।[৭]

৫. তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা সে লিখে রেখেছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে লিখিয়ে নেয়া হয়।[৮]

তাদের নিজেদের জন্যেও তিল পরিমাণ কল্যাণ অর্জন কিংবা অকল্যাণ প্রতিরোধ করার অধিকারী নয়। এমন অক্ষম ও অসহায় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার শরীক ও সমকক্ষরূপে গ্রহণ করা কত জঘন্য বোকামী ও নিলর্জ্জতা! (পূর্বাপর সম্পর্ক) এ পর্যন্ত ছিল কুরআন অবতীর্ণকারী আল্লাহ্ তা'আলার পরিচিতি ও মর্যাদার বিবরণ এবং তাঁর সম্পর্কে মুশরিকরা যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত তার প্রত্যুত্তর। পরবর্তী আয়াতগুলোতে কুরআন করীম ও কুরআন বাহক প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কে তারা যে নির্বুদ্ধিতামূলক মন্তব্য করে তার জবাব আসছে।

৬. অর্থাৎ তারা বলে 'এটি কি কোন কথা হল যে, কুরআন আল্লাহ্র কিতাব ? বরং কতক ইয়াহূদীর সহযোগিতা নিয়ে মুহাম্মদ (সা) নিজে একটি বাণী গ্রন্থ রচনা করেছে আর সেটিকে মিছামিছি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বলে প্রচার করছে। তার সঙ্গী-সাথীরাও এটি প্রচারে তার সাথী হয়েছে। কুরআনের মূল রহস্য এতটুকু-ই।

৭. অর্থাৎ এর চাইতে বড় যুলুম আর মিথ্যাচার কী হতে পারে যে, এমন অসাধারণ বাণী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব যার শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা সূর্যের চেয়ে অধিক আলোকময় সেটিকে মিথ্যা ও মানব রচিত বলা হচ্ছে ? কতক ইয়াহূদী গোলামের সাহায্যে কি এমন একটি গ্রন্থ রচনা করা যায় যার মুকাবিলায় সমগ্র দুনিয়ার বাকপটু ও বাগ্মী কবি-সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, জিন ও ইনসান সকলেই অক্ষম ? এবং যে কিতাবের জ্ঞান ও রহস্যের সামান্যতম রশ্মি বড় বড় বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের চোখ ঝলসিয়ে দেয় ?

৮. অর্থাৎ তারা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) ইয়াহূদী-খৃস্টানদের নিকট থেকে কিছু কিস্সা-কাহিনী শুনে তা নোট করে রেখেছেন। অথবা কারো দ্বারা নোট করিয়ে নিয়েছেন। এখন এটিই দিনে-রাতে তাঁর নিকট পঠিত ও জপ করা হচ্ছে। নিত্য নতুন রীতি ও আঙ্গিকে ওসবই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাঠ করা হচ্ছে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

(٦) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(٧) وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ
لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

৬. বল, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভো-জগত ও ভূ-জগতের গোপন রহস্য অবগত আছেন।[৯] তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান।[১০]

৭. তারা বলে, এটি কেমন রাসূল, যে খাবার খায় এবং হাটবাজারে চলাফেরা করে?[১১] তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি কেন কোন ফেরেশতা যে তাঁর সাথে থাকতো সতর্ককারীরূপে ?

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন যে, প্রথমে নামায নির্ধারিত ছিল দু'ওয়াক্ত, সকালে ও সন্ধ্যায়। তখন নামায উপলক্ষে মুসলমানগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হত। প্রিয় নবী (সা)-এর উপর নতুন কোন ওহী নাযিল হলে তিনি মুখস্থ করার জন্যে তা লিখে নিতেন। ওই ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে কাফিরদের উপরোক্ত মন্তব্য।

৯. অর্থাৎ এই কিতাব নিজেই ঘোষণা দিচ্ছে যে, সে কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিমণ্ডলীর রচিত গ্রন্থ নয়। বরং এটি ঐ মহান প্রভুর অবতারিত কিতাব যাঁর অবগতির গণ্ডী থেকে আসমান-যমীনের কোন কিছুই বাইরে থাকতে পারে না। এ বাণীর অসাধারণ ভাষাগত উৎকর্ষতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অদৃশ্যের সংবাদাদি, বিধি-বিধান এবং ঐ সকল অন্তর্নিহিত রহস্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ তাওফীক ও অনুগ্রহ ব্যতীত মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা যা উদঘাটন সম্ভব নয়, এ সবই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, এটি সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষ কিংবা কোন যোগ-সাজশকারী মানবমণ্ডলীর কালাম নয়।

১০. অর্থাৎ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন (মুযিহুল কুরআন)। তারপরও যারা এই সুস্পষ্ট বিষয়টি অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করছে, তাদের অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ জানা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না, এটিও তাঁর দয়া ও করুণারই বহিঃপ্রকাশ।

১১. অর্থাৎ যে যখন আমাদেরই মত খাদ্য গ্রহণ করে, আমাদেরই মত ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে হাটে বাজারে যায় তখন আমাদের আর তার মধ্যে ব্যবধান থাকল কিসে ? সে যদি প্রকৃতই রাসূল হত তবে তার জন্যে এটাই শোভন ছিল যে, ফেরেশতাদের মত খাওয়া-দাওয়া ও ঘর-সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকবে।

(৮) اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ
الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ○
(৯) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
سَبِيْلًا ○

৮. অথবা সে প্রাপ্ত হলো না কেন ধন-ভাণ্ডার অথবা নেই কেন তার একটি বাগান যা থেকে সে আহার করতো ?[১২] যালিমরা বলে, তোমরা তো অনুসরণ করছ একজন জাদুগ্রস্ত লোকের।[১৩]

৯. দেখ, ওরা বর্ণনা করে তোমার কেমন দৃষ্টান্ত ? অতএব, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পেতে পারে না পথ।[১৪]

---

১২. অথবা সে ফেরেশতাদের দলভুক্ত না হলো অন্তত এক-আধজন ফেরেশতা তো তার সাথে সাথী হয়ে থাকা উচিত ছিল, যারা তার সত্যবাদিতা প্রমাণ করত এবং তার সম্পর্কে মানুষের মনে ভয় সৃষ্টি করত। যাদেরকে দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ তার প্রতি অনুগত হত। এ কেমন ব্যক্তি যে, নিতান্ত দীনহীনভাবে একাকী দীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে ? অথবা অন্তত এতটুকু তো হতে পারত যে, আকাশ থেকে সোনা-রূপার কোন গায়েবী ভাণ্ডার তার নিকট এসে যেত আর ওখান থেকে অকাতরে দান করে লোকজনকে তার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করত। আচ্ছা, তাও যদি না হয় তবে সাধারণ রঈস ও জমিদারদের ন্যায় আঙ্গুর-খেজুর ইত্যাদির একটি বাগান তো তার থাকতে পারতো, যেখান থেকে অন্যকে দান নাই করুক অন্তত নিজে নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করতে পারত। এর কিছুই যখন তার কাছে নেই তখন আমরা কী করে বিশ্বাস করব যে, রিসালাতের এত বড় একটি পদে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন নিত্যান্ত সাধারণ মানুষকে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

১৩. অর্থাৎ এত সাদামাটা সাধারণ লোক হওয়া সত্ত্বেও তার মুখে এত বড় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ? তার সম্পর্কে এ ছাড়া আর কী বলা যায় যে, তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে কিংবা কেউ জাদু করে তার মাথা বিগড়িয়ে দিয়েছে। তাই এরূপ উল্টা-পাল্টা বক্ছে। (নাউযুবিল্লাহ)।

নবী করীম (সা) সম্পর্কে কাফিরদের নানারূপ কটূক্তি

১৪. অর্থাৎ তারা আপনার সম্পর্কে কখনো বলে যে, এ লোক শুধু বানোয়াট কথা বলে যাচ্ছে। কখনো বলে না, সে বরং অন্যের নিকট থেকে শিখে নিয়ে নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করছে। কখনো আপনাকে জাদুগ্রস্ত আবার কখনো জাদুকর বলছে। আবার কখনো গণক, কখনো কবি, আবার কখনো বিকারগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের

(১০) تَبٰرَكَ الَّذِیْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَ یَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ۝

(১১) بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ ۟ وَ اَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا ۝

(১২) اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَیُّظًا وَّ زَفِیْرًا ۝

১০. কল্যাণময় তিনি যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে দিতে পারেন তদপেক্ষা উত্তম বস্তু বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদী-নালা এবং তিনি দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ।[১৫]
১১. বরং তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করে আমি তার জন্যে প্রস্তুত রেখেছি আগুন।[১৬]
১২. ওটা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার গর্জন ও হুংকার।[১৭]

এই অস্থিরতা নিজেই প্রমাণ করে যে, ঐ সব দুর্নামের কোনটাই আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ জন্যে তারা কোন একটি বলে স্থির থাকতে পারছে না। আর দোষারোপ করার কোন সুযোগও খুঁজে পাচ্ছে না। যে সকল মানুষ নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে এমন শিষ্টাচার বর্জিত কথাবার্তা বলে গোমরাহীর পথে এগিয়ে যায় তাদের সৎপথে ফিরে আসার কোনই সম্ভাবনা নেই।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কিসের কমতি আছে ? তিনি চাইলে এ সব লোক যেমন বাগানের কথা বলছে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বহু বাগান আপনাকে প্রদান করতে পারেন। বরং তাঁর তো এই ক্ষমতাও আছে যে, আখিরাতে যে বাগান, নদীসমূহ এবং হূর ও হর্মরাজি পাওয়ার কথা তার সবগুলো এখনই দুনিয়াতে আপনাকে দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও কৌশল কার্যত এখনই তার বাস্তবায়ন সমর্থন করে না। তদুপরি সত্যদ্রোহীদের সকল দাবী পূর্ণ করে দিলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। প্রিয়নবী (সা)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্যে যে সব প্রমাণাদি ও মু'জিযা পেশ করা হয়েছে সেগুলো যথেষ্টই নয় বরং তারও অধিক।

১৬. অর্থাৎ এ সব লোক যে সকল বিষয় দাবী করছে সত্যানুসন্ধান নয়; বরং নোংরামি ও সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে। আর এই নোংরামির কারণ এই যে, কিয়ামত ও পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কার বিষয়ে তাদের এখনও বিশ্বাস জন্মেনি। সুতরাং মনে রাখা দরকার যে, তাদের প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতিতে কিছুই যায় আসে না; কিয়ামত আসবেই এবং সত্য-অস্বীকারকারীদের জন্যে আগুনের যে জেলখানা তৈরী করা হয়েছে তাতে তাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে এবং থাকতে হবে।

(١٣) وَإِذَآ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝

(١٤) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝

(١٥) قُلْ أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ

جَزَآءً وَّمَصِيرًا ۝

(١٦) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خٰلِدِينَ ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ۝

১৩. যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা ডাকবে মৃত্যুকে।[১৮]
১৪. বলা হবে আজ তোমরা ডেকোনা এক মৃত্যুকে ডাক অনেক মৃত্যুকে।[১৯]
১৫ বল, এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে ?[২০] সেটি হবে, তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান।
১৬. তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে তাই পাবে।[২১] এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব।[২২]

---

১৭. অর্থাৎ হাশর ময়দানে দূর থেকে জাহান্নামীদেরকে দেখে দোযখের আগুন উতলা ও উত্তাল হয়ে যাবে। তার রুদ্র গর্জন এবং ভয়ংকর হুংকারে বড় বড় বীর-বাহাদুর লোকের রক্ত পানি হয়ে যাবে।

১৮. অর্থাৎ জাহান্নামে প্রত্যেক অপরাধীর জন্যে নির্ধারিত স্থান আছে। ওখান থেকে নড়তেও পারবে না। একই অপরাধে অপরাধী কয়েকজনকে একই শিকলে বেঁধে রাখা হবে। তখন বিপদ-ভয়ে ভীত হয়ে তারা মৃত্যুকে আহ্বান করবে। আহ্ মৃত্যু এসে যদি এই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে দিত!

১৯. অর্থাৎ একবার মৃত্যু হলে তো বেঁচেই যেত। কিন্তু একদিনে হাজার বার মৃত্যু ঘটলে তো দুর্গতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। (মুযিহুল কুরআন)।

২০. অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম ফল তো জেনেছো, এখন নিজেই ফায়সালা কর যে, এটাই কি ইঙ্গিত, নাকি সেটি, ঈমানদার মুত্তাকীদেরকে যেটির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ?

২১. তারা তাই চাইবে যা তাদের অবস্থান ও মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২২. وَعْدًا مَّسْئُولًا বা প্রার্থিত প্রতিশ্রুতি দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন মেহেরবানী ও দয়াবশত যা নিজের দায়িত্বে আবশ্যক করে নিয়েছেন। অথবা এর দ্বারা সে সকল প্রতিশ্রুতি পূরণের সুনিশ্চিত প্রার্থনা জানাবে

(১৭) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰٓؤُلَآءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۞

(১৮) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْۢبَغِىْ لَنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۚ وَكَانُوْا قَوْمًا ۢ بُوْرًا ۞

১৭. সেদিন আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে। সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমারই কি আমার এ বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল ?[২৩]

১৮. তারা বলবে– আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুরব্বীরূপে গ্রহণ করতে পারতাম না।[২৪] কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি-বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।[২৫]

যেগুলো পূরণ করা অবশ্যম্ভাবী। যেমন দু'আতে আছে رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে আপনার রাসূলের মাধ্যমে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আমাদেরকে দান করুন!

২৩. অর্থাৎ উপাসকদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে উপাস্যদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, 'তোমরাই কি ওদেরকে শিরকের প্রতি এবং তোমাদের উপাসনার প্রতি উৎসাহিত করেছিলে, না কি ওরাই নিজেদের বোকামী, অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছিল ?

২৪. অর্থাৎ আমাদের কী অবকাশ ছিল যে, আমরা আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাব ? তারপর আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে যখন আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিনি তখন অন্য কাউকে আমরা কেমন করে নির্দেশ দেই যে, তারা আমাদেরকে তাদের উপাস্য ও কর্ম-বিধায়করূপে গ্রহণ করুক ?

২৫. অর্থাৎ মূলকথা এই যে, এ সব হতভাগ্য লোক নিজেদের মন্দ মেধার দরুন নিজেরাই ধ্বংসের পথে বিচরণ করছিল। ধ্বংস এদের জন্যে নির্ধারিত ছিল। তার বাহ্যিক কারণরূপে দেখা দিয়েছে যে, ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে, গাফলতির নেশায় আত্মভোলা হয়ে আপনার যিক্র ও স্মরণের কথা তারা ভুলে গিয়েছে। কোন উপদেশই তারা মনোযোগ সহকারে শুনেনি, নবী রাসূল (আ)-গণের হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছিল।

(١٩) فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۙ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۚ
وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا ○

(٢٠) وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْاَسْوَاقِ ؕ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ؕ
اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ○

১৯. (আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে বলবেন) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল।[২৬] এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না[২৭] এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহগার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।[২৮]

২০. তোমার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই খাদ্য গ্রহণ করত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত।[২৯] আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। দেখি তোমরা সবর কর কিনা।[৩০] তোমার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।[৩১]

আপনি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাদেরকে যে পরিমাণে দুনিয়ার লাভ ও উন্নতি দিয়েছেন তারা সে পরিমাণে গাফিলতি ও সত্য-বিস্মৃতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। উচিত তো ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতসমূহ দেখে প্রকৃত নিআমতদাতা আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী ও শুকরগুযারী করা। কিন্তু তারা উল্টা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হয়ে কুফ্রী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। এটা যেন তাই যে, যা অমৃত ছিল দুর্ভাগ্য হেতু তা-ই তাদের জন্যে বিষে পরিণত হয়েছে।

২৬. এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা হবে যে, নাও, যাদের সাহায্যের আশা করে তোমরা বসেছিলে তারা নিজেরাই এখন তোমাদের দাবীগুলোকে সর্বসমক্ষে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমাদের কর্মকাণ্ড থেকে তাদের সম্পর্কহীনতার কথা প্রকাশ করছে।

২৭. এখন তোমরা আল্লাহ্র শাস্তিও ঠেকাতে পারবে না, তোমাদের বক্তব্যও উল্টাতে পারবে না এবং একে অন্যকে সাহায্যও করতে পারবে না। যার জন্যে যে শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে সে মুখ বুঁজে ঐ শাস্তি ভোগ করতে থাক।

২৮. এখানে যুলুম দ্বারা সম্ভবত শিরক বুঝানো হয়েছে অবশ্য 'সকল প্রকারের যুলুম ও পাপ' অর্থ ও গ্রহণ করা যেতে পারে।

নবীর মানবসুলভ কাজ-কর্ম সম্পর্কে আপত্তি ও তার জবাব

২৯. এটি " مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ এ কেমন রাসূল যে খাদ্য গ্রহণ করে?" এর উত্তর। অর্থাৎ আপনার পূর্বে যত নবী-রাসূল (আ) দুনিয়াতে এসেছেন তাঁরা

(٢١) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ؕ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ○

২১. যারা আমার সাক্ষাত আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতীর্ণ করা হল না কেন ? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন?[৩২] তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে।[৩৩]

সকলেই মানুষ ছিলেন। সাধারণ মানুষের মত তাঁরা খাওয়া-দাওয়া করতেন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে হাটে-বাজারেও যেতেন। তাঁদেরকে ফেরেশতা বানিয়ে পাঠাইনি যে, পানাহার ও মানবীয় প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত থাকবেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রয়োজনের খাতিরে বাজারে যাওয়া বুযুর্গী ও পবিত্রতা রক্ষার বিরোধী নয়। বরং বাজারে না যাওয়ার মূলে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অহংকার ও আত্মগরিমা থাকে, তবে সেটি বুযুর্গী ও পরহেযগারীর বিরোধী।

৩০. অর্থাৎ নবী-রাসূলের আবির্ভাব কাফিরদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্যে আর কাফিরদের সৃষ্টি নবী-রাসূলদের ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে। এখন ভেবে দেখ, কাফিরদের তিরস্কার-কটূক্তি ও অর্থহীন আপত্তিসমূহ শুনে তোমরা কতটুকু ধৈর্য ও স্থিরতা প্রদর্শন করতে পার।

৩১. অর্থাৎ কাফিরদের কুফ্‌রী ও অত্যাচার আর ধৈর্যশীলদের ধৈর্য ও সহনশীলতা সবই আল্লাহ্ তা'আলার গোচরীভূত। প্রত্যেককে তিনি নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল দান করবেন।

৩২. অর্থাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দেয়ার আশা যাদের নেই তারা শাস্তির ব্যাপারে শংকাহীন হয়ে শিষ্টাচারবর্জিত ও সত্যদ্রোহিতামূলক কথাবার্তা বলে। যেমন তারা বলে, ফেরেশতাগণ ওহী নিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর মত আমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়নি কেন ? অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্মুখে এসে মুখোমুখি কথাবার্তা বলেন না কেন ? অন্তত তোমার সত্যায়নের জন্যে যদি কোন ফেরেশতা নাযিল হত অথবা মহান প্রভু নিজে আসতেন, আমরা তাঁকে দেখতাম এবং তিনি আমাদের সম্মুখে তোমার দাবীর সত্যায়ন করে দিতেন। যেমন কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে— قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ "তারা বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে সেরূপ না দিলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করবই না" (সূরা আন্‌আম– ৬ ঃ ১২৪)।

অন্যত্র এসেছে— اَوْ تَأْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে মুখোমুখি উপস্থিত করবে। (সূরা বনী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৯২)।

(٢٢) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ۝

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে হায়, কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত![৩৪]

---

৩৩. অর্থাৎ তারা নিজেরা নিজেদেরকে খুব মর্যাদাবান মনে করে। তারা নিজেদের প্রতি ওহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতা আগমনের কামনা পোষণ করে। তাদের দুষ্টামী ও সত্যদ্রোহিতা সীমা ছাড়িয়ে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে যে, নিজেদের এত পাপাচারিতা সত্ত্বেও তারা নিজ চোখে দুনিয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখে এবং তাঁর সাথে মুখোমুখি আলাপ করে ধন্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে।

৩৪. অর্থাৎ ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। এমন একদিন আসবে যেদিন তোমরা ফেরেশতাদেরকে স্বচক্ষে দেখবে। তবে ফেরেশতাদেরকে দেখলে তোমাদের ন্যায় অপরাধীরা খুশী হবে না; বরং তোমরা ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হবে। এমনকি এখন যারা ফেরেশতা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করছে তখন তারা حِجْرًا مَحْجُوْرًا 'প্রতিরোধক বাধা চাই' অর্থাৎ এই বিপদ প্রতিরোধকারী এবং বিপদ থেকে রক্ষাকারী বাধা চাই বলে আশ্রয় কামনা করবে এবং তারা চাইবে তাদের মাঝে ও ফেরেশতাদের মাঝে যেন সুদৃঢ় অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। যাতে করে ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আসতে না পারে। আল্লাহ্র ফায়সালা কীভাবে বন্ধ করবে ? তখন ফেরেশতাগণও حِجْرًا مَحْجُوْرًا বলে জানিয়ে দেবে যে, আজ আনন্দ ও সফলতা চিরদিনের জন্যে তোমাদের উপর নিষিদ্ধ করা হল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হতে পারে ফেরেশতাদের এই কথোপকথন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুর সময় সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وَجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ তুমি যদি দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ হরণ করছে তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে করে (সূরা আনফাল– ৮ ঃ ৫০)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন,

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ ـ

যদি তুমি দেখতে পেতে যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফেরেশতারা নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, বের কর তোমাদের প্রাণ আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে (সূরা আনআম– ৬ ঃ ৯৩)।

(২৩) وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ○

(২৪) اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا ○

(২৫) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ○

২৩. আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা করে দেব।[৩৫]

২৪. সেদিন জান্নাতীদের বাসস্থান হবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হবে সর্বাধিক মনোরম।[৩৬]

২৫. সেদিন আকাশ-মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং সেদিন ফেরেশতাদের নামিয়ে দেয়া হবে।[৩৭]

এ অবস্থা যেন ঈমানদারদের সেই অবস্থার বিপরীত, যা তাদের সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে— اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, তারপর তাতেই অবিচল থাকে তাদের নিকট ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং বলে তোমরা ভয় করো না চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হও। (সূরা হা-মীম সাজদা ৪১ঃ ৩০)। অবশ্য এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত দিবসের কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কাফিরদের উত্তম কাজের পরিণাম ফল

৩৫. অর্থাৎ তারা আমাকে ডাকত। আমিও এসে পৌঁছেছি। তবে তাদের ইয্যত বাড়ানোর জন্যে নয়; বরং আমি এসেছি এজন্য যে, তাদের বাতিল ধারণা অনুসারে তারা যে সব ভাল কাজ করেছে সেগুলো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং যেগুলোর উপর নির্ভর করার আশায় থাকত সেগুলোকে এভাবে মূল্যহীন করে বাতাসে উড়িয়ে দিতে যেমন— ধূলিকণাসমূহ বাতাসে এদিক-ওদিক উড়ে যায়। কারণ, ওইসব আমল ও কর্ম নিষ্ঠা ও ঈমানের রূহ থেকে খালি ছিল এবং এ জন্যে যে, ওগুলো সত্য পথের বিলকুল বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ "যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা তাদের কর্মসমূহ ছাইতুল্য যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ডবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়।" (সূরা ইবরাহীম- ১৪ ঃ ১৮)। ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

৩৬. অর্থাৎ এ সকল লোক সেদিন এ সব বিপদে পতিত হবে। অন্যদিকে যাদেরকে নিয়ে তারা ঠাট্টা মশ্করা করত তারা জান্নাতে অত্যন্ত আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন করতে থাকবে।

(٢٦) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۭ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ○
(٢٧) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ○

২৬. সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্র এবং কাফিরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন।[৩৮]

২৭ যালিম ব্যক্তি সেদিন আপন হাত দু'টি কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম।[৩৯]

---

৩৭. কিয়ামতের দিনে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার পর উপরের দিক থেকে মেঘের ন্যায় একটি বস্তু অবতরণ করতে দেখা যাবে। সেটিতে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ আলোকরশ্মি থাকবে। সেটিকে আমরা حَرّ شَاهِيْ নামে আখ্যায়িত করি। এটি সম্ভবত তাই আবূ রাযীনের হাদীছে যেটিকে عَمَاءُ বলা হয়েছে। এবং নাসাঈ শরীফের মি'রাজ সম্পর্কিত একটি বর্ণনায় সেটিকে غَيَابَةٌ বলা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ওই মেঘরূপী বস্তুর সাথে বহুসংখ্যক ফেরেশতা উপস্থিত থাকবে। আকাশের ফেরেশতাগণ সেদিন অনবরত হাশর ময়দানের দিকে অবতরণ করতে থাকবেন। দ্বিতীয় পারার অর্ধাংশের কাছাকাছি আয়াত هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ তারা শুধু এর প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, 'আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়ায় তাদের নিকট উপস্থিত হবেন' (সূরা বাকারা– ২ ঃ ২১০) এর মধ্যেও এ ধরনের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে, বাহ্যিকভাবে ও আভ্যন্তরীণভাবে সর্বদিক দিয়ে রাজত্ব হবে একক দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার। একমাত্র তাঁরই নির্দেশ কার্যকর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 'আজ কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্রই'' (সূরা মু'মিন– ৪০ ঃ ২)। কর্তৃত্ব যখন দয়াময় আল্লাহ্র তখন রহমত ও দয়া পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে রহমতের অভাব হবে কেন? তারা সীমাহীন ও অগণিত রহমতে ধন্য হবে। হাঁ, এমন সীমাহীন রহমত সত্ত্বেও কাফিরদের জন্যে ঐ দিনটি হবে খুব কঠিন ও বিপদসংকুল।

بازار چندان که اگنده تر
تهیدست را دل پراگنده تر •

৩৯. অর্থাৎ লজ্জায় ও ক্ষোভে নিজের হাত কামড়াবে এবং অনুশোচনা করবে, হায়, আমি দুনিয়াতে রাসূল (সা)-এর পথ অনুসরণ করলাম না কেন ? জিন ও ইনসান শয়তানদের পথে কেন গেলাম– যার ফলশ্রুতিতে আজ আমার এই ঘৃণ্য ও মন্দ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল ?

(٢٨) يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ○

(٢٩) لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ○

(٣٠) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ○

২৮. হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।[৪০]

২৯. আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। শয়তান তো মানুষকে সময়ে ধোঁকা দেয়।[৪১]

৩০. রাসূল বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে।[৪২]

---

৪০. অর্থাৎ যাদের বন্ধুত্ব ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির ফলে সে বিভ্রান্ত হয়েছিল কিংবা বিভ্রান্তির গভীরে পৌঁছেছিল, তখন অনুশোচনা করে সে বলবে, হায়! এমন লোকদেরকে আমি কেনই বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করলাম ? হায়! যদি এমন হত যে, আমার ও তাদের মাঝে কখনও কোন বন্ধুত্ব না হতো!

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীরকারগণ এ প্রসঙ্গে উকবা ইব্ন আবী মুঈত ও উবাই ইব্ন খাল্ফের যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন আলোচ্য আয়াতের মর্মকে তার মধ্যে সীমিত করে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হাঁ, আমরা যে বক্তব্য রেখেছি তার মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

৪১. অর্থাৎ নবীর উপদেশ আমার নিকট পৌঁছেছিল। সৎপথপ্রাপ্তি ও হিদায়াতের জন্যে তা যথেষ্ট ছিল। সেটি আমার অন্তরে স্থান করে নিক তাও সম্ভব ছিল। কিন্তু ওই হতভাগ্যের বন্ধুত্ব আমার সর্বনাশ করেছে এবং আমাকে ওই হিদায়াতের দিকে মনোনিবেশ করতে বাধা দিয়েছে। শয়তান তো জঘন্য প্রতারক। সে যথা সময়ে মানুষকে প্রতারিত করে এবং যারপর নাই অপমানিত করে।

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নবীর ফরিয়াদ

৪২. অর্থাৎ গোড়া সত্যদ্রোহিরা যখন কোনভাবেই উপদেশ শোনেনি তখন নবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অভিযোগ পেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়তো শুনছে না। কুরআন কারীমের ন্যায় মহাসম্মানিত কিতাবকে তারা 'কল্পকাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা খুব হৈ-হল্লা ও চীৎকার জুড়ে দেয় এবং বক-বক, ঝক-ঝক করে যাতে কেউ কুরআন কারীমের পাঠ শুনতে না পায় এবং বুঝতে না পারে। এ দুর্ভাগা লোকেরা কুরআন কারীমের ন্যায় মর্যাদাবান গ্রন্থকে এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে বর্জন ও পরিত্যাগ করেছে।

(৩১) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَّنَصِيْرًا ○

(৩২) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ
لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ○

৩১. এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু তৈরী করেছি।[৪৩] তোমার জন্যে তোমার পালনকর্তাই যথেষ্ট পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে।[৪৪]

৩২. সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, তার প্রতি সমগ্র কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন ?[৪৫] আমি এমনিভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং আবৃত্তি করেছি থেমে থেমে–[৪৬] যাতে করে তোমার অন্তকরণকে মযবূত করে দেই।

কুরআন বর্জনের অর্থ

আয়াতে কুরআন বর্জনকারীরূপে শুধু কাফিরদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কুরআনকে সত্যরূপে গ্রহণ না করা, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা, তদনুযায়ী আমল না করা, তা তিলাওয়াত না করা, তার উপদেশাবলীর প্রতি মনোযোগ না দেয়া, কুরআন বিমুখ হয়ে অন্যান্য অসার ও তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি স্তর অনুপাতে কুরআন বর্জনের মধ্যে শামিল হতে পারে।

সুতরাং অনুগ্রহশীল এবং আপন ইচ্ছা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সে সকল কাজ থেকে আমাদেরকে যেন রক্ষা করেন, যে সকল কাজ তাঁর অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে এবং কুরআন সংরক্ষণ করা, তার মর্ম অনুধাবন করা, এবং তদনুযায়ী আমল করা ইত্যাদি কর্মসমূহ যা তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করে আমাদেরকে যেন তাঁর সন্তোষ অনুযায়ী রাতে ও দিনে ওগুলো আমল করার তাওফীক দান করেন। তিনি দানশীল, মহান দাতা।

৪৩. যারা নবীর নির্দেশ পালনে বাধা সৃষ্টি করে এবং লোকদেরকে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে।

৪৪. অর্থাৎ কাফিরগণ শুধু শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনবেন-ই। অথবা আয়াতের মর্ম এই, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করবেন। আর যার তাকদীরে হিদায়াত নেই তাদের সকলের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করবেন। অথবা মর্ম এই, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়ে দিবেন। কোন বাধা-ই তা থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

৪৫. অর্থাৎ নবী (সা)-এর শত্রুরা মানুষকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার জন্যে এ সকল আপত্তি উত্থাপন করে। তারা বলে আচ্ছা, অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় এই

(৩৩) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

(৩৪) اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৩৩. তারা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে তার সঠিক জবাব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।[৪৭]

৩৪. যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

কুরআন সম্পূর্ণ একবারে নাযিল হল না কেন ? বছরের পর বছর একটু একটু করে নাযিল হয়েছে, তাহলে কি আল্লাহ্ তা'আলার ভেবে-চিন্তে এটি নাযিল করতে হয়েছে ? এ থেকে তো সন্দেহ হয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিজে ভেবে-চিন্তে এটি রচনা করেন এবং উপযুক্ত সময় বুঝে অল্প অল্প করে তা শুনিয়ে থাকেন।

অল্প অল্প করে কুরআন নাযিলের রহস্য

৪৬. অর্থাৎ অল্প অল্প করে নাযিল করার পেছনে তোমাদের মনে যে কারণের কথা জন্ম নিয়েছে একমাত্র কারণ তাই তা মেনে নেয়ার কি আবশ্যকতা রয়েছে ? গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবে যে, এভাবে অল্প অল্প নাযিল করার পেছনে এমন বহু উপকারিতা রয়েছে যা একসাথে নাযিল করার মধ্যে পুরোপুরি পাওয়া যেত না। যেমন, অল্প অল্প নাযিল করায় কুরআন কারীম মুখস্থ করা অধিকতর সহজ হয়েছে। অনুধাবনে সহজ হয়েছে। বাণীগুলো পূর্ণভাবে মনে স্থান করে নিয়েছে। এর মধ্যে যে সব বিধান ও উপকারিতার কথা রয়েছে মানুষ ধাপে ধাপে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছে। প্রত্যেক আয়াতের পৃথক পৃথক শানে নুযূল দেখে সেগুলোর যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হয়েছে। প্রত্যেক সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল বিধায় নবী করীম (সা) ও মুসলমানদের অন্তর শান্তি পাচ্ছিল। প্রত্যেক আয়াতের অবতরণে কুরআন কারীমের অনন্যতা বার বার প্রমাণিত হচ্ছিল। উপরন্তু হযরত জিবরাঈল (আ) বার বার আগমন নির্গমন করেছেন এটি একটি আলাদা বরকত। আরও বহু উপকারিতা এর মধ্যে রয়েছে। এগুলোর কতক উপকারিতার কথা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৭. অর্থাৎ কাফিরগণ যখন কুরআন কারীম সম্পর্কে কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন অভিযোগ কিংবা দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে তবে সেটির উত্তরে কুরআন কারীম ঠিক ঠিক বক্তব্য পেশ করে। তাতে কোন প্রকারের হেরফের থাকে না। বরং এই উত্তর হয় পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ। হাঁ, যাদের বিবেক ও বুদ্ধি মুখ থুবড়ে পড়েছে তারা তো সরল ও পরিষ্কার কথাকে বক্রই মনে করবে। এটি পৃথক ব্যাপার। এসব লোকের পরিণাম পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

(٣٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۚۖ

(٣٦) فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ؕ

(٣٧) وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ
وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚۖ

(٣٨) وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًۢا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝

৩৫. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সাহায্যকারী করেছি।

৩৬. তারপর আমি বলেছি, তোমরা দু'জন সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।[৪৯] তারপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছি।

৩৭. নূহের সম্প্রদায় যখন তারা রাসূলদের প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন করল[৫০] তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে করে দিলাম মানব জাতির জন্য নিদর্শন। যালিমদের জন্যে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩৮. আমি ধ্বংস করেছি আদ, ছামূদ, কূপবাসী[৫১] এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে।

---

৪৮. এরা সে সকল লোক যাদের বিবেক-বুদ্ধি মুখ থুবড়ে পড়েছে এবং উন্নত আচরণ বর্জন করে নিম্নমানের কাজ-কর্ম ও রিপুর অনুসরণের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। এরূপ কতক সম্প্রদায়ের দুঃখজনক পরিণতির কথা পরবর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দলীলরূপী আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত নিদর্শনাদিকে এবং পূর্ববর্তী নবীদের সর্বসম্মত বিষয়াদিকে যেগুলোর চর্চা পূর্ব থেকেই চলে আসছিল তারা সেগুলোকে অস্বীকার করে খোদায়ী দাবী করতে লাগল।

৫০. একজন নবীকে অস্বীকার করা সকল নবীকে অস্বীকার করারই নামান্তর; কেননা, দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সকল নবীর বক্তব্যই এক অভিন্ন।

৫১. আসহাবুর রাসস বা কূপ অধিবাসিগণ কারা ছিল, এ বিষয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ রয়েছে। 'রূহুল মা'আনী' তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বহু মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। তার সারমর্ম এই যে, তারা একটি সম্প্রদায় ছিল, তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন যে, তারা একটি উম্মত। নিজেদের রাসূলকে কূপসমূহের

(٣٩) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ○

(٤٠) وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ط اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ج بَلْ
كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ○

(٤١) وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا ○

(٤٢) اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ
حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ○

৩৯. আমি প্রত্যেকের জন্যেই বর্ণনা করেছি দৃষ্টান্ত এবং প্রত্যেককেই ধ্বংস করেছি সম্পূর্ণরূপে।[৫২]
৪০. তারাতো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি।[৫৩] তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না ?[৫৪] বরং তারা করে না পুনরুজ্জীবনের আশা।[৫৫]
৪১. তারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; বলে, এই কি সে, যাকে আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন রাসূলরূপে ?
৪২. সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের কাছ থেকে সরিয়েই দিত।[৫৬] যদি আমরা তাদেরকে আঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিকতর পথভ্রষ্ট।[৫৭]

মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। ফলে তাদের উপর আযাব এসেছিল। এবং তাতে ওই রাসূল মুক্তি পেয়েছিলেন।

৫২. অর্থাৎ প্রথমে সবাইকে ভালভাবে বুঝিয়েছেন। যখন কোনভাবেই তারা তা মানেনি তখন তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছেন।

৫৩. অর্থাৎ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বাসস্থানসমূহে। যেগুলোর ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে মক্কাবাসিগণ সিরিয়া যাতায়াত করে।

৫৪. অর্থাৎ ওদের ধ্বংসাবশেষগুলো কি তারা শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিতে দেখেনি ?

৫৫. অর্থাৎ তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে কোত্থেকে ? তারা তো এ আশঙ্কাই করে না যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করবে তো তারা যাদের অন্তরে কম হোক বেশী হোক ভয় থাকে এবং পরিণাম ফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন না থাকে।

(٤٣) اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ۙ

(٤٤) اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ؕ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ

هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا ۟

৪৩. তুমি কি তাকে দেখ না যে, উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তার প্রবৃত্তিকে ? তবুও কি তুমি হবে তার যিম্মাদার ?[৫৮]

৪৪. তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে ? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং ততোধিক পথভ্রষ্ট ।[৫৯]

নবী করীম (সা)-এর প্রতি কাফিরদের উপহাসের নমুনা

৫৬. অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ তো নয়ই বরং তার স্থলে তাদের একমাত্র চিন্তা থাকে নবী-রাসূলকে উপহাস করার। বস্তুত তারা প্রিয়নবী (সা)-কে দেখলেই ঠাট্টা করে বলে, এটিই কি সেই সম্মানিত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল করে প্রেরণ করেছেন ? হায়! এটিই কি রিসালাতের পদ ও অবস্থান ? সমগ্র জগতে কি এই একজনই রাসূল হওয়ার যোগ্য ছিল ? কিছু একটা রহস্য তো অবশ্যই আছে। হাঁ, সেটি অবশ্যই এই যে, তাঁর বক্তব্যে জাদুর প্রভাব আছে। বাগ্মিতা, অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাষা প্রয়োগ এবং বক্তৃতার অনবদ্যতা দ্বারা তো এমনভাবে জমিয়ে তুলেছেন যে, বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের পদস্খলন ঘটেছে। তাঁর বক্তৃতায় তো এমন উপক্রম হয়েছিল যে, আমরা আমাদের উপাস্যগুলোকে ছেড়ে দেই। অন্যান্য লোকেরা তো আছেই আমাদের মত পাক্কা ও দৃঢ় আস্থাশীল লোকেরাও সার্বক্ষণিক সতর্কতার সাথে অবিচল থেকেছি এবং তার কোন কথার প্রভাব গ্রহণ করিনি। তা না হলে সে আমাদের সবাইকে কবেই গোমরাহ করে দিতেন। (নাউযুবিল্লাহ্)

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব স্বচক্ষে যখন দেখবে তখন তারা বুঝতে পারবে যে, প্রকৃতপক্ষে কেমন জঘন্য গোমরাহীতে তারা ছিল।

৫৮. অর্থাৎ এমন রিপু অনুসরণকারী লোকদের হিদায়াতের যিম্মাদারী আপনি কতটুকুই বা নিবেন যাদের উপাস্য হল তাদের কুপ্রবৃত্তি ও রিপুর তাড়না। কুপ্রবৃত্তি তাদেরকে যেদিকে নেয় তারা সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। যে বিষয়টি কুপ্রবৃত্তির অনুকূল হয় তারা সেটি গ্রহণ করে আর যেটি তার বিপরীত হয় তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। আজ একটি পাথর পসন্দ হল সেটির পূজা করতে লাগল। পরের দিন অন্য একটি পাথর আরও ভাল মনে হল বেশ প্রথমটি ছেড়ে এটির সম্মুখে মাথা নত করে দিল।

৫৯. অর্থাৎ ওদেরকে যত মূল্যবান উপদেশই শুনান না কেন, ওরা তো চতুষ্পদ জন্তু। বরং সেগুলোর চাইতেও অধম। শুনা কিংবা বুঝায় তাদের কাজ কি ? চতুষ্পদ

(৪৫) اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۙ

(৪৬) ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ○

৪৫. তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখনা, তিনি কিভাবে ছায়াকে প্রলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটিকে পারতেন স্থির রাখতে। এরপর আমি সূর্যকে করেছি নির্দেশক।

৪৬. তারপর আমি এটিকে গুটিয়ে আনি নিজের দিকে ধীরে ধীরে।[৬০]

জন্তু তো অন্তত তার পালনকারী মুনিবের সম্মুখে ঘাড় নত করে দেয়, তার প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীকে চিনে। কল্যাণ-অকল্যাণ বিষয়ে কিছুটা হলেও উপলব্ধি তার থাকে। বন্ধন মুক্ত ছেড়ে দিলে তার চারণক্ষেত্র ও পানি পান করার স্থানে পৌঁছে যায়। কিন্তু এই হতভাগা লোকজন না বুঝে তাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতার অধিকার আর না বুঝে তাঁর অনুগ্রহসমূহ। তারা ভাল-মন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে না। শত্রু ও বন্ধু চিনতে পারে না। আত্মার খাদ্য আর হিদায়াতের ঝর্ণাধারার প্রতি তারা অগ্রসর হয়নি। বরং এগুলো হতে বহু ক্রোশ দূরে পালিয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে সব শক্তি সামর্থ্য দিয়েছিলেন সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। বরং সেগুলো অপাত্রে ব্যয় করেছে। তারা যদি বিন্দুমাত্র জ্ঞান বুদ্ধিও প্রয়োগ করতো তাহলে তারা দেখতে পেত যে, এই কুদরতী কারখানায় এই মহাবিশ্বে অসংখ্য নিদর্শনাদি বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্রতা ও দীনের মৌলিক বিষয়াদির সত্যতা ও যথার্থতার প্রতি পথনির্দেশ করে। সেগুলোর কতক পরবর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৬০. ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্বত্র ছায়া বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে সূর্য উদিত করেন, ফলে রৌদ্র বিস্তৃত হতে থাকে এবং ছায়াটি ক্রমান্বয়ে একদিকে গুটিয়ে যেতে থাকে। রৌদ্রের আবির্ভাব না হলে আমরা ছায়ার অস্তিত্বই উপলব্ধি করতে পারতাম না। কারণ, কোন বিপরীতধর্মী বস্তু দ্বারা তার বিপরীত বিষয়টি বুঝা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ -

বলুন, ভেবে দেখ তো আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে ? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না ? (সূরা কাসাস–২৮ : ৭১)। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, প্রথমে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পড়ে লম্বালম্বিভাবে। এরপর সূর্য যেদিকে

(٤٧) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ
نُشُوْرًا ○
(٤٨) وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ
مَآءً طَهُوْرًا ۙ○
(٤٩) لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ○

৪৭. তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে।[৬১]
৪৮. তিনি আপন রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন বাতাসকে এবং আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি পবিত্রতা অর্জনের।
৪৯. যাতে করে সঞ্জীবিত করি মৃত ভূ-ভাগকে এবং নিবারণ করি আমার সৃষ্ট জীব-জন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণার।[৬২]

অগ্রসর হয় তার বিপরীত দিকে ছায়া ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। মূল ছায়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত এভাবে গুটাতে থাকে। আয়াতে বর্ণিত ‘আমি এটিকে নিজের দিকে গুটিয়ে আনি’ তাদ্বারা এটিই বুঝানো হয়েছে যে, ছায়া তার মূল অবস্থানের দিকে গিয়ে পৌঁছে। সব কিছুর মূল আল্লাহ্ তা‘আলা (মুযিহুল কুরআন)।

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে একদিকে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস পেতে থাকে আর অপরদিকে ছায়া লম্বা হতে থাকে। এভাবে দিন শেষে রোদ অদৃশ্য হয়ে যায়। দুনিয়ার অবস্থানও এরূপ বুঝতে হবে। প্রথমে কিছুই ছিল না। তারপর আলোর সৃষ্টি। শেষে পুনরায় অস্তিত্বহীনতায় চলে যাবে। এই শরীরী আলো ও ছায়ার সাথে রূহানী আলো ও অন্ধকারকে তুলনা করে দেখুন। কুফ্রী ও নাফরমানী এবং অজ্ঞতা ও সত্যদ্রোহিতার অন্ধকারে আল্লাহ্ তা‘আলা যদি নবুওয়াতী সূর্যের আলো প্রেরণ না করতেন তবে কেউই সত্য চেনার পথ খুঁজে পেত না।

হিদায়াত বৃষ্টিতুল্য প্রাণসঞ্চারী

৬১. অর্থাৎ রাতের অন্ধকার চাদরের ন্যায় সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে নেয়। তখন লোকজন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। এরপর দিনের আলো ফুটে উঠে। তখন মানুষ ঘুম থেকে উঠে এদিক-ওদিক চলাফেরা শুরু করে দেয়। এভাবে মৃত্যুর নিদ্রার পর কিয়ামতের ভোর হবে। তখন সমগ্র জগত পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। এমন একটি পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয় যখন নবী-রাসূলগণ (আ) ওহী ও ইল্হামের আলোয় দুনিয়াকে আলোকিত করে দেন। তখন অজ্ঞতা ও উদাসীনতার নিদ্রায় নিদ্রামগ্ন সৃষ্টিজগত এক সাথে চক্ষু মেলে উঠে বসে।

(৫০) وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۖ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

(৫১) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ۝

(৫২) فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ۝

৫০. এবং আমি তা তাদের মাঝে বিতরণ করি বিভিন্নভাবে। যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক করে না অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুই।[৬৩]

৫১. আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে প্রেরণ করতে পারতাম একজন করে সতর্ককারী।

৫২. অতএব, তুমি আনুগত্য করো না কাফিরদের এবং তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে করো কঠোর সংগ্রাম।[৬৪]

---

৬২. অর্থাৎ প্রথমে বৃষ্টি-পূর্ব প্রবাহিত বায়ু বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে। এরপর আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। এটি নিজেও পাক, অন্যান্য বস্তুকেও পাক করে। পানি পড়লেই মৃত শুকনো জমিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। ক্ষেত ফসল লক লক করে বেড়ে উঠে এবং বাতাসে দুলতে থাকে। যেখানে ধূলা উড়ত সেখানে সবুজ শ্যামল বাগান সৃষ্টি হয়। অসংখ্য জীব-জন্তু ও মানুষ পানি পান করে তৃপ্তি লাভ করে। এভাবে কিয়ামত দিবসে এক অদৃশ্য বৃষ্টি দ্বারা মাটিতে মিশে যাওয়া সকল মৃতদেহকে জীবিত করা হবে। এমনিভাবে দুনিয়াতেও যে সকল অন্তর অজ্ঞতা ও নাফরমানীর মৃত্যুতে মরে গিয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর আসমানী বৃষ্টি সেগুলোকে জীবিত করে দেয়। যে সকল রূহ ও আত্মা অপবিত্রতায় কলুষিত হয়ে পড়েছিল রূহানী বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সেগুলো পাক-সাফ হয়ে যায়। আল্লাহ্র মাআরিফাত অর্জন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় যারা তৃষ্ণার্ত ওই রূহানী পানি পান করে তারা তৃপ্ত হয়ে থাকে।

৬৩. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি সকল মানুষের নিকট এবং সকল ভূমিতে এক সমান প্রবেশ করে না। কোথাও বেশী প্রবেশ করে কোথাও কম। আবার কোথাও দ্রুত প্রবেশ করে কোথাও দেরীতে। আল্লাহ্র প্রজ্ঞা যেরূপ অনুমোদন করে সেরূপ হয়। যাতে করে মানুষ বুঝতে পারে যে, এ ভাগ-বাটোয়ার ক্ষমতা কোন সর্বশক্তিমান, সকল ইখতিয়ারের মালিক পরম প্রজ্ঞাময়ের হাতে। কিন্তু বহু লোক এরপরও বুঝতে পারে না এবং আল্লাহ্র নিআমতের শুকরিয়া প্রকাশ করে না। বরং কুফ্রী ও অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়। রূহানী ও আধ্যাত্মিক বৃষ্টির অবস্থাও তাই। যোগ্যতা ও পাত্র অনুসারে প্রত্যেকেই তা থেকে উপকৃত হয়। আর বহু লোক এই মহান নিআমতের প্রতি কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে।

৬৪. অর্থাৎ নবীর আগমন কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখনও এত বেশী সংখ্যক নবী প্রেরণ করতে পারেন যে, প্রত্যেক জনপদে ও

(৫৩) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

৫৩. তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্টি, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিস্বাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য অন্তরাল।[৬৫]

গ্রামে একজন একজন ভিন্ন ভিন্ন নবী এসে যেতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত হচ্ছে এই যে, এখন সর্বশেষে সমগ্র জগতের জন্যে এককভাবে শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই নবীরূপে প্রেরণ করবেন। সুতরাং হে রাসূল! কাফিরদের কটূক্তি তিরস্কার ও মূর্খতাপ্রসূত সমালোচনায় কান দেবেন না। আপনি পূর্ণোদ্দমে আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। কুরআন কারীম হাতে ঐ কাফির ও অস্বীকারকারী দলের মুকাবিলা করুন। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে জয়যুক্ত করবেন।

সমুদ্রের দুই ধারা আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন ঃ বাঙ্গালী আলিমের বরাত

৬৫. তাফসীর গ্রন্থ বয়ানুল কুরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাঙ্গালী আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমুদ্রের অবস্থা এই যে, ঐ সমুদ্রের দু'দিক দু'প্রকারের পৃথক পৃথক সমুদ্রের ন্যায় দেখা যায়। একটির পানি সাদা, অপরটির পানি কালো। কালো অংশে সাধারণ সমুদ্রের ন্যায় ঝড়-ঝঞ্ঝামূলক ঢেউ ও তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাদা অংশ সম্পূর্ণ নীরব ও শান্ত থাকে। সাদা অংশে নৌকা চলাচল করে। উভয়ের মাঝখানে সীমানার ন্যায় একটা রেখা দেখা যায় ওটা উভয়ের মিলনস্থল। মানুষ বলে যে, সাদা পানি হচ্ছে মিঠাপানি আর কালো পানি লবণাক্ত।

বরিশালের কতক ছাত্র আমাকে জানিয়েছে যে, বরিশাল জিলায় একই নদী (বলেশ্বর নদী) থেকে দু'টো ধারা বের হয়েছে। এক ধারার পানি লোনা ও বিস্বাদ। আর অন্য ধারার পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু। লেখক আমি এখন গুজরাটের যে এলাকায় বসবাস করছি (সুরাট জিলার ডাভীল অঞ্চলে) এখান থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় ১০/১২ মাইল। এখানকার নদীগুলোতে নিয়মিত জোয়ার ভাটা হয়। বহু নির্ভরযোগ্য লোক আমাকে বলেছেন যে, জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি যখন নদীতে প্রবেশ করে তখন সমুদ্রের লোনা পানি প্রবল বেগে নদীর মিঠা পানির উপর উঠে যায়। কিন্তু তখনও উভয় পানি মিশ্রিত হয় না। লোনা পানি থাকে উপরে আর নীচে থাকে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপরের লোন পানি নেমে যায় আর মিঠা পানি যা ছিল তা যথারীতি রয়ে যায়। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

এ সব প্রমাণ দৃশ্যমান হওয়ায় আয়াতের মর্ম পরিপূর্ণভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় সমুদ্রের পানি কোথাও না কোথাও মিলিত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে আলাদা থেকে যায়!

(৫৪) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

(৫৫) وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا ○

(৫৬) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ○

৫৪. তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, তারপর তাকে সম্পর্কশীল করেছেন রক্তগত, বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কে। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম।
৫৫. তারা উপাসনা করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফিরতো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।[৬৬]
৫৬. আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।

অথবা আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা লোনা ও মিঠা উভয় সমুদ্রকে পৃথক পৃথক প্রবাহ পথে প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে বহুস্থানে ভূমির অন্তরাল ও প্রাচীর সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এভাবে উন্মুক্ত ছেড়ে দেননি যে, উভয় সমুদ্র ধাক্কা দিয়ে আঘাত করে ভূমি-প্রাচীর ভেঙ্গে দেবে এবং ভূমির অস্তিত্ব বিলীন করে দেবে। তদুপরি প্রত্যেক সমুদ্রকে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বাদ বিশিষ্ট করেছেন সে স্বাদ বিশিষ্ট থাকা তার জন্যে অনিবার্য। এমন হতে পারবে না যে, মিঠা সমুদ্র লোনা সমুদ্রে এবং লোনা সমুদ্র মিঠা সমুদ্রে পরিণত হবে। যেন গুণগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি তার প্রতিপক্ষ থেকে পৃথক থাকতে চায়। কেউ কেউ অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই আমার নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্-ই ভাল জানেন।

৬৬. দেখে নাও, নিজের অপরিসীম কুদরতে এক ফোঁটা পানি থেকে কেমন করে বুদ্ধিসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করে দিলেন। এরপর তার বংশধারা চালু করলেন। শ্বশুর-জামাতারূপে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যবস্থা করলেন। একটি তুচ্ছ পানি ফোঁটাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিলেন! কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিলেন! কিন্তু এই লোকেরা অল্প সময়েই তার উৎসের কথা ভুলে গেল। ঐ মহা শক্তিশালী প্রভুকে ছেড়ে অক্ষম-অথর্ব সৃষ্টিকে প্রভু মানতে লাগল। আপন প্রতিপালকের হক আদায় করবে কি; বরং তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে শয়তানের দলে শামিল হয়ে জগতকে গোমরাহ বানানো ও বিভ্রান্তকরণের শয়তানী মিশনে তার সহায়ক বনে গেল! (নাউযুবিল্লাহ্)।

(৫৭) قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا۝

(৫৮) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ؕ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚۛ۝

(৫৯) الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛۚ اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا۝

৫৭. বল, আমি তোমাদের নিকট চাই না এর কোন বিনিময়, কিন্তু যে ইচ্ছা করে সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।[৬৭]

৫৮. তুমি ভরসা কর, সেই চিরঞ্জীবের উপর, যার মৃত্যু নেই[৬৮] এবং ঘোষণা কর তার সপ্রশংস পবিত্রতা। তিনি অবগত বান্দার পাপসমূহ সম্পর্কে।[৬৯]

৫৯. তিনি নভোজগত, ভূ-জগত ও এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। তারপর সমাসীন হন আরশে[৭০] তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর।[৭১]

---

৬৭. অর্থাৎ আপনার কাজ হল আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার বিনিময়ের সুসংবাদ প্রদান করা এবং অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। কেউ মানল কি মানল না তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। আপনি কি তাদের থেকে কোন ফী বা বিনিময় নিচ্ছেন যে, তারা আপনার কথা না মানলে ঐ ফী থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন ? আপনি তো শুধু এতটুকু চাচ্ছেন যে, যার ইচ্ছা আল্লাহ্‌র তাওফীক লাভ করে আপন প্রতিপালকের পথে চলুক। ফী বলুক আর পারিশ্রমিক বলুক, তা তো আপনার এই চাওয়াই।

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে আপনি একাই আপনার কর্তব্য পালন করতে থাকুন (তাবলীগ-দাওয়াত ইত্যাদি চালিয়ে যেতে থাকুন)। কারো সমর্থন কিংবা বিরোধিতার কোন পরওয়া করবেন না। ধ্বংসশীল বস্তুর কী-ই বা আশ্রয় ? তাঁর আশ্রয় ও সাহায্যই তো প্রকৃত সাহায্য যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।

৬৯. অর্থাৎ তাঁরই উপর ভরসা রাখুন এবং তাঁরই ইবাদত ও প্রশংসা করুন। ওই অপরাধী ও পাপীদেরকে তিনিই দেখে নেবেন।

৭০. সূরা আ'রাফ-এ এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

৭১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় ও তাঁর রহমত সম্পর্কে এমন ব্যক্তির নিকট জানতে চাও যে এ বিষয়ে অবগত। এ সব অজ্ঞ মুশরিকগণ-এর কী-ই বা জানবে ? وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ তারা আল্লাহ্‌কে চিনতে পারেনি যথার্থভাবে (সূরা

(٦٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۩

(٦١) تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ○

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময় প্রভুকে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব ? এতে তাদের বেঁকে বসার প্রবণতাই কেবল বৃদ্ধি পায়।[৭২]

৬১. বরকতময় তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভোজগতে রাশিচক্র[৭৩] এবং রেখেছেন তাতে বাতি[৭৪] ও দীপ্তিময় চন্দ্র।

আনআম- ৬ ঃ ৯১)। আল্লাহ্ তা'আলার শান, অবস্থান ও পূর্ণ পরিচয় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ 'হে প্রতিপালক! আপনি তো তাই যেমনটি আপনি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সৃষ্টি জগতের মধ্যে এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। যাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের জ্ঞানের সমাহার ও সম্মিলন ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার শান সম্পর্কে তাঁকেই জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

৭২. অর্থাৎ এই মূর্খ মুশরিকগণ দয়াময় আল্লাহ্র শান ও মর্যাদার কী বুঝবে ? যারা তাঁর নামটুকু শুনলেও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে ? তারা যখন এই নাম শোনে তখন চরম অজ্ঞতা বশে কিংবা লজ্জাহীনতা বশে কিংবা গোঁয়ার্তুমী বশে অজ্ঞ সেজে বলে, রহমান আবার কে, যাকে সিজদা করতে তুমি আমাদেরকে বলছ ? তোমার কথায়ই কি আমরা তা মেনে নেব ? তুমি শুধু একটি নাম বলে দিলে আর আমরা সিজদাবনত হয়ে গেলাম তা কি হয় ? মোটকথা, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি যতই আহবান জানানো হয় তারা ততই দূরে সরে যায় এবং বেঁকে বসে।

৭৩. অর্থাৎ বড় বড় নক্ষত্ররাজি অথবা আকাশের দুর্গসমূহ যেগুলোতে ফেরেশতাগণ প্রহরায় থাকে। এও হতে পারে যে, এর দ্বারা সূর্যের বারটি মানযিল বুঝানো হয়েছে জ্যোতির্বিদগণ যেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন যে, আকাশের বারটি অংশ আছে। ওগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি বুর্জ বলা হয়ে থাকে। (বহুবচনে বুরূজ)। প্রত্যেকটির সাথে নির্দিষ্ট নক্ষত্ররাজির সম্পর্ক রয়েছে। হিসাব রাখার জন্যে এ সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে। (মুযিহুল কুরআন)।

৭৪. অর্থাৎ সূর্য, সম্ভবত আলো ও তাপের সম্মিলন ঘটায় এবং দাহন শক্তির অধিকারী হওয়ায় সেটিকে বাতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা

(٦٢) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ
شُكُوْرًا ۝

(٦٣) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝

৬২. তিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন একে অপরের অনুগামীরূপে[৭৫] তাদের জন্যে যারা চায় অনুধাবন করতে ও শুক্‌র আদায় করতে।

৬৩. রাহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করে নম্রভাবে[৭৭] এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম।[৭৮]

বলেছেন ঃ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا 'এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। (সূরা নূহ ৭১ ঃ ১৬)।

৭৫. দিন-রাত্রির বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া অথবা আগমন-নির্গমনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে আগমন বলা হয়েছে। অথবা মর্ম এই যে, দিন ও রাত্রির একটিকে অন্যটির স্থলাভিষিক্ত করেছেন ওসব বান্দাদের জন্যে। যেমন তাদের কারো দিনের বেলার কাজ অবশিষ্ট রয়ে গেলে রাতে তা আদায় করে দেয় আর রাতের নির্ধারিত কর্ম অবশিষ্ট থেকে গেলে দিনের বেলা তা সম্পন্ন করে নেয়। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে।

৭৬. অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য ও দিন-রাত্রির আবর্তন বিবর্তন এ জন্যে হচ্ছে যে, এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে লোকজন মহান প্রতিপালকের পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয় এবং তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, এ সব উলট-পালট ও বিরাট বিরাট পরিবর্তন তাঁরই কুদরতী হাতের সুদক্ষ কর্মকাণ্ড এবং এও উদ্দেশ্য যে, দিনের ও রাতের উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা দেখে লোকজন তাঁর শুকরগুযারী করবে। বস্তুত দয়াময় প্রভুর নিষ্ঠাবান ও খাঁটি বান্দাগণ (যাদের পরিচয় পরবর্তী আয়াতগুলোতে দেওয়া হবে) তাঁরা এরূপই করে থাকেন।

আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দাদের পরিচয়

৭৭. অর্থাৎ এরা মুশরিকদের ন্যায় রাহমানের নাম শুনলে নাক সিঁটকায় না; বরং প্রত্যেক কথায় ও কাজে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাদের চাল-চলনে বিনয়, নম্রতা ও অকৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। অহংকারীদের ন্যায় পৃথিবীতে দম্ভ ভরে চলাচল করে না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, লোক দেখানো, আত্মম্ভরিতা ও কৃত্রিমতাবশত অসুস্থ

(٦٤) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ○

(٦٥) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

(٦٦) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ○

৬৪. এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়।[৭৯]

৬৫. এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিতবিনাশ।

৬৬. বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট জায়গা।[৮০]

ব্যক্তির ন্যায় পা তোলে। কারণ, হাদীস শরীফ থেকে প্রিয় নবী (সা)-এর হাঁটা চলা সম্পর্কে যা জানা যায় তাতে এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

৭৮. অর্থাৎ নির্বোধ ও বেআদব লোকদের কথার উত্তর তারা দেয় ক্ষমা ও উপেক্ষার মাধ্যমে। যখন কেউ মূর্খতা ও অজ্ঞতাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলে তখন নম্র কথা 'ও ভাই! সালাম' বলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। ওদের সাথে জড়িয়ে পড়ে না- ওদের দলভুক্ত হয় না। আবার ঝগড়া বিবাদেও লিপ্ত হয় না। এ প্রকারের বান্দাদের চরিত্র তেমন নয় যেমন জাহিলী যুগে কে একজন বলেছিল

اَلاَ لاَ يَجْهَلَنْ اَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِيْنَ

ওহে ! কেউ যেন আমাদের সাথে মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ না করে, যদি সেরূপ আচরণ করে তবে কিন্তু আমরা মূর্খদের মূর্খতা অপেক্ষা জঘন্য মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ করব। এগুলো হল আল্লাহ্ তা'আলার খাঁটি বান্দাদের দিনের বেলার আচরণ ও কাজ-কর্ম। পরবর্তী আয়াতে তাঁদের রাত্রিকালীন কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করছেন।

৭৯. অর্থাৎ রাত্রিকালে গাফিল ও উদাসীন বান্দাগণ যখন নিদ্রা ও বিশ্রামের স্বাদ ভোগ করে, তখন এরা আল্লাহ্র সমীপে দণ্ডায়মান হয়ে এবং সিজদাবনত হয়ে রাত কাটায়। রুকূ যেহেতু দাঁড়ানো ও সিজদার মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত সম্ভবত সে কারণে পৃথকভাবে রুকূর উল্লেখ করা হয়নি। যেন এ দু'টোর মধ্যে রুকূর কথাও এসে গেছে।

৮০. অর্থাৎ যত ইবাদত তত খোদার ভয়ও পোষণ করে। এটা নয় যে, আট রাকআত তাহাজ্জুদের নামায পড়েই আল্লাহ্র আযাব ও গযব থেকে নিশ্চিন্ত বোধ করে।

(٦٧) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

(٦٨) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ

اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۝

(٦٩) يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝

৬৭. এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।[৮১]

৬৮. এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন তাকে হত্যা করে না[৮২] সঙ্গত কারণ ব্যতীত এবং করে না ব্যভিচার। যারা এ কাজ করে তারা হবে শাস্তির সম্মুখীন।[৮৩]

৬৯. কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি হবে দ্বিগুণ এবং তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়।[৮৪]

---

৮১. অর্থাৎ পরিস্থিতি দেখে-শুনে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে। ধন-সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহগ্রস্তও হয় না আবার তা অযথা নষ্টও করে না। যেমন— আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

"তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না আবার সেটিকে সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। (সূরা বনী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ২৯)।

৮২. উদাহরণস্বরূপ ইচ্ছাকৃত খুনের শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড দেয়া, ব্যভিচারের অপরাধে বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, মুরতাদকে হত্যা করা, এগুলো আইন সঙ্গত কারণে হত্যার অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে।

৮৩. অর্থাৎ জঘন্য পাপ করেছে যার শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কতক বর্ণনায় এসেছে যে, 'আছাম (اَثَام) হল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। যেখানে বহু ভয়ংকর শাস্তি তৈরী রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেটি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন!

৮৪. অর্থাৎ অন্যান্য পাপের চেয়ে এ পাপগুলো গুরুতর। তাই এগুলোর শাস্তিও কঠোরতর। আর এই শাস্তি প্রতি মুহূর্তেই ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

(৭০) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ
حَسَنَٰتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ○

(৭১) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ○

(৭২) وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِٱللَّغْوِ مَرُّوا۟ كِرَامًا ○

৭০. কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের পাপ কর্মগুলোকে পুণ্যকর্মে পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮৫]

৭১. যে তাওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে ফিরে আসে ফিরে আসার স্থান আল্লাহ্র দিকে।[৮৬]

৭২. এবং যারা শামিল হয় না মিথ্যা কাজে[৮৭] এবং যখন সম্মুখীন হয়, অসার ক্রিয়াকর্মের তখন চলে যায় গাম্ভীর্য সহকারে।[৮৮]

---

৮৫. অর্থাৎ পাপ কর্মের স্থলে পুণ্যকর্ম করার তাওফীক দান করবেন এবং কুফরীর গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। অথবা অর্থ এই যে, পাপগুলো মুছে দিয়ে তাওবা ও সৎকর্মের বরকতে তত সংখ্যক পুণ্য লিখে দেবেন। কতক হাদীস থেকে তা জানা যায়।

৮৬. পূর্ববর্তী আলোচনা ছিল কাফিরের পাপ সম্পর্কে যে পরবর্তীতে ঈমান আনয়ন করেছে আর এটি হচ্ছে তাদের ব্যাপারে যারা ইসলামে থেকে পাপ করে। এরাও যখন তাওবা করে এবং মন্দ কর্ম থেকে ফিরে আসে তখন আল্লাহ্র নিকট স্থান পাবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সূরা নিসাতে যা বলা হয়েছে,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا -

"যে ব্যক্তি মুসলমান হত্যা করে স্বেচ্ছায়, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে থাকবে চিরকাল। আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন তার প্রতি। তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি।" (সূরা নিসা– ৪ ঃ ৯৩)। এ বিধান সেই হত্যাকারীর জন্যে প্রযোজ্য যে, তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৮৭. অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার কর্ম ও পাপের মজলিসে উপস্থিত হয় না।

৮৮. হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, অর্থাৎ পাপ কর্মে অংশ নেয়না, ক্রীড়া কৌতুকে মনোযোগ দেয় না। ঐ সব মন্দ কাজে অংশগ্রহণকারী লোকদের দলভুক্তও হয় না আবার ওদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত হয় না।

(٧٣) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا۝

(٧٤) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ
اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۝

(٧٥) اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا۝

৭৩. এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে আচরণ করে না অন্ধ ও বধিরের মত।[৮৯]

৭৪. এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে[৯০] এবং আমাদেরকে অগ্রপথিকস্বরূপ করুন মুত্তাকীদের জন্যে।[৯১]

৭৫. তাদেরকে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এ জন্যে যে, তারা অটল রয়েছে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে দু'আ ও-সালাম সহকারে।[৯২]

---

৮৯. বরং অত্যন্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনে। এবং তা শোনার পর তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মুশরিকদের ন্যায় নীরব-নিথর হয়ে পাথরের মূর্তির রূপ ধারণ করে না।

নেককার স্ত্রীর পুত্র লাভের প্রার্থনার শিক্ষা

৯০. অর্থাৎ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এমন দান করুন যাদেরকে দেখে নয়ন জুড়ায় অন্তর প্রফুল্ল হয়। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির অন্তর তখনই প্রশান্ত হয়, যখন পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের পথে জীবন যাপনকারী এবং কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত দেখতে পায়। দুনিয়ার সকল নিআমত ও আনন্দের স্থান এর পরে।

৯১. অর্থাৎ এমন করে দিন যে, আমাদের অনুসরণ করেই যেন মানুষ মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়ে যেতে পারে। মোটকথা, আমরা যে শুধু নিজেরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হব তা নয়, বরং অন্যদের জন্যে হিদায়াতকারী ও পথ প্রদর্শনকারী হব। আর তাকওয়া ও পবিত্রতা অর্জনে আমাদের পরিবার যেন আমাদের অনুগামী হয়।

৯২. অর্থাৎ জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। ফেরেশতাগণ সালাম ও দু'আ সহকারে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। পরস্পর দেখা-সাক্ষাতে তাদের ইয্‌যত ও সম্মানার্থে এই দু'আ ও সালামের ভাষ্যগুলোই ব্যবহৃত হবে।

(৭৬) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ۝

(৭৭) قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۝ۧ

৭৬. সেখানে তারা বসবাস করবে চিরকাল। সেটি কতই না উত্তম অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে;[৯৩]

৭৭. বল, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক।[৯৪] তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ। অতএব, সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।[৯৫]

---

৯৩. অর্থাৎ এরূপ স্থানে এক দণ্ড দাঁড়ানোও পরম ভাগ্যের ব্যাপার। আর এরা তো সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

৯৪. অর্থাৎ তোমাদের উপকার-অপকার কিসে সে কথাগুলো তিনি বুঝিয়ে দেবেন। বান্দা যতই প্রতারিত ও শংকাহীন হোক না কেন আল্লাহ্ তা'আলার তাতে কী-ই বা আসে যায় ? হাঁ, কেউ তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি তার প্রতি দয়া করেন। যদি তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি না কর এবং দম্ভ নিয়ে বসে থাক তবে ডান্ডা-বেড়ী ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাক। অতি সত্বর তা আসবে।

৯৫. অর্থাৎ কাফির যে কুফ্রী করেছে এবং সত্য অস্বীকার করেছে, ঐ অস্বীকৃতি অতি সত্বর তাদের গল-বেড়ীতে পরিণত হবে। ঐ শাস্তি থেকে কোনক্রমেই নিস্তার পাবে না। আখিরাতের চিরস্থায়ী ধ্বংস তো আসবেই, দুনিয়াতেও নগদ ঐ শাস্তি আপতিত হবে। অর্থাৎ লড়াই-জিহাদ। বস্তুত বদর যুদ্ধে ঐ গোয়ার্তুমীর পরিণাম তো দেখেছ-ই।

॥ সূরা ফুরকান-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা শু'আরা

২২৭ আয়াত, ১১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) طٰسٓمٓ ○

(٢) تِلۡكَ اٰيٰتُ الۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ○

(٣) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفۡسَكَ اَلَّا يَكُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِيۡنَ ○

(٤) اِنۡ نَّشَاۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِمۡ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتۡ اَعۡنَاقُهُمۡ لَهَا خٰضِعِيۡنَ ○

১. তা-সীম-মীম।

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

৩. তারা বিশ্বাস করছে না-এ কারণে যেন তুমি আত্মহননকারী[২] হবে,

৪. আমি চাইলে তাদের প্রতি আকাশ থেকে এক নিদর্শন পাঠাতাম, ফলে তার প্রতি তাদের গ্রীবাদেশ বিনত হত।[৩]

---

১. অর্থাৎ এ কিতাবের অলৌকিকত্ব সুস্পষ্ট, বিধানাবলী পরিষ্কার এবং এ কিতাব সত্যকে মিথ্যা হতে পৃথক করে দেয়।

মানুষের ঈমান না আনায় মহানবী (সা)-এর মনোকষ্ট

২. অর্থাৎ ঐ হতভাগাদের চিন্তায় নিজেকে এতটা হয়রানীতে ফেলার প্রয়োজন নেই। তাদের পিছনে পড়ে আপনি কি নিজেকে নিজে ধ্বংস করে ফেলবেন ? মর্ম-বেদনা ও স্নেহেরও তো একটা সীমা আছে।

(৫) وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ○

(৬) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

(৭) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ○

৫. দয়াময়ের পক্ষ হতে তাদের নিকট এমন কোন নতুন উপদেশ পৌঁছে না, যা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে না নেয়।[৪]

৬. তা তারা তো অস্বীকার করেছেই। সুতরাং, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা শীঘ্রই তাদের নিকট পৌঁছুবে।[৫]

৭. তারা কি লক্ষ্য করে না পৃথিবীর দিকে ? তাতে আমি উদ্‌গত করেছি প্রতিটি প্রকারের কত উৎকৃষ্ট জিনিস।

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনতে কেন বাধ্য করা হয় না

৩. অর্থাৎ এ জগত হচ্ছে পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে বান্দার আনুগত্য ও অবাধ্যতা যাচাই করে দেখা হয়। এ কারণেই তাদের ইখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেওয়া আল্লাহ্‌র অপার হিকমাতের কাছে কাম্য নয়। নচেৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করলে আসমান থেকে এমন কোন নিদর্শন পাঠাতে পারতেন, যার সম্মুখে সবাই মাথা নোয়াতে বাধ্য হত। বড় বড় সর্দার-মাতব্বরদের অস্বীকার করা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সাধ্য থাকত না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ করেননি। তবে হাঁ, তিনি এমন সব নিদর্শন পাঠিয়েছেন, যা দেখে মানুষ ইচ্ছা করলে সহজেই সত্য উপলব্ধি করতে পারে। আবার অনেক সময় নিরুপায় হয়ে মাথা নত না করে পালাতেও না পারে।

আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নিদর্শনের প্রতি কাফিরদের আচরণ

৪. অর্থাৎ আপনি যাদের জন্য চিন্তা করে সারা হচ্ছেন তাদের তো অবস্থা এই যে, দয়াময় আল্লাহ্‌ আপন দয়া ও করুণায় তাদের কল্যাণার্থে যখন কোন উপদেশ পাঠান তখন তারা সে দিকে মনোযোগী হবে তা নয়, বরং উল্টো মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন কত মন্দ জিনিস তাদের সামনে এসে গেছে।

৫. অর্থাৎ কেবল মামুলি মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই নয়, সেই সঙ্গে অবিশ্বাস-অস্বীকৃতি জানায় এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সুতরাং সত্বর তারা দুনিয়ায় ও আখিরাতে নিজেদের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করবে। আর তখন তারা সেই বস্তুর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে, যা নিয়ে তারা পরিহাস করত।

(৮) اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً ؕ وَ مَا کَانَ اَکۡثَرُهُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ ○

(৯) وَ اِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الرَّحِیۡمُ ○

(১০) وَ اِذۡ نَادٰی رَبُّکَ مُوۡسٰۤی اَنِ ائۡتِ الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِیۡنَ ○

(১১) قَوۡمَ فِرۡعَوۡنَ ؕ اَلَا یَتَّقُوۡنَ ○

৮. নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু লোক স্বীকার করবার নয়।[৬]
৯. তোমার প্রতিপালক-তিনিই পরাক্রমশালী পরম, দয়ালু।[৭]
১০. আর যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাক দিলেন যে, তুমি যাও অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে।
১১. ফিরআওনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি ভয় করে না ?[৮]

ভূ-পৃষ্ঠে বিরাজমান আল্লাহ্‌র নিদর্শন

৬. অর্থাৎ ওই অবিশ্বাসীরা যদি তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত পৃথিবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করত, তবে এটাই তো তাদের সৃষ্টির উৎস ও পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট হত। তারা কি দেখে না এই কড়-কড়ে তুচ্ছ মাটি হতে কত রঙ-বেরঙের মন মাতানো ফল-ফুল এবং রকমারি ফসলাদি উৎপন্ন হয় এবং তা সাধিত হয় কত সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে ? এটা কি এ কথার প্রমাণ বহন করে না যে, এমন কোন অসীম, অশেষ শক্তি ও প্রজ্ঞার অধিকারী স্রষ্টা এই সুদৃশ্য উদ্যানের কারুকার্য করেছেন, যার হাতে গোটা অস্তিত্বের বাগডোর ? তিনি যখন ইচ্ছা একে ধ্বংস করতে পারেন আবার যখন ইচ্ছা পুনর্জীবিতও করতে পারেন। সৃষ্ট-জাগতিক এ সব নিদর্শন উপলব্ধি করার পর অবতারিত নিদর্শন তথা কুরআনী আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে আর কিসের সংশয় থাকতে পারে? হাঁ, যদি বিশ্বাস করার ইচ্ছাই না থাকে সে তো ভিন্ন কথা।

৭. অর্থাৎ তিনি তো এমন পরাক্রমশালী যে, অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে অবিলম্বেই শাস্তি পাঠাতে পারেন, কিন্তু তিনি দয়ালু, তাই বিলম্ব করেন যাতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বান্দা ঈমান আনে। সামনে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবিশ্বাসীদের কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাদ্বারা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কতদূর পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন এবং কোন অবস্থাতেই যখন ঈমান আনল না তখন কিভাবে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেন। তন্মধ্যে প্রথম ঘটনা হচ্ছে ফিরআওনী সম্প্রদায় সম্পর্কে, যা পূর্বে সূরা আ'রাফ ও সূরা ত্বা-হাতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

৮. তুমি গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র ক্রোধ সম্পর্কে হুঁশিয়ার কর।

(১২) قَالَ رَبِّ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اَنۡ یُّکَذِّبُوۡنِ ؕ
(১৩) وَ یَضِیۡقُ صَدۡرِیۡ وَ لَا یَنۡطَلِقُ لِسَانِیۡ فَاَرۡسِلۡ اِلٰی هٰرُوۡنَ ۝
(১৪) وَ لَهُمۡ عَلَیَّ ذَنۡۢبٌ فَاَخَافُ اَنۡ یَّقۡتُلُوۡنِ ۚ
(১৫) قَالَ کَلَّا ۚ فَاذۡهَبَا بِاٰیٰتِنَاۤ اِنَّا مَعَکُمۡ مُّسۡتَمِعُوۡنَ ۝

১২. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে।

১৩. এবং আমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে আর আমার রসনা নয় সাবলীল সুতরাং তুমি হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও ।[৯]

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে একটি অপরাধের অভিযোগ তাদের আছে।[১০] আমার ভয় হয়, তারা আমাকে হত্যা করবে।[১১]

১৫. তিনি বললেন, কখনও নয়। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সংগে আছি, আমি শ্রবণকারী।[১২]

---

৯. অর্থাৎ সম্পূর্ণ কথা শোনার আগেই মিথ্যুক বলতে শুরু করবে এবং মজলিসে কোন সমর্থক পাওয়া যাবে না। অসম্ভব নয় তখন ক্ষোভে-দুঃখে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারব না, হৃদয় সংকুচিত হয়ে উঠবে। জিহ্বায় কিছুটা জড়তা তো আগে থেকেই ছিল। মনের দুঃখ ও বেদনায় শেষে কিনা কথা বলাই বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমার শক্তি বৃদ্ধি ও সমর্থনের জন্য হারূনকে আমার মিশনের অংশীদার বানিয়ে দিলে অতি বড় মেহেরবানী হবে। সে আমার চেয়ে সুস্পষ্টভাষী ও সুবক্তা।

১০. অর্থাৎ একজন কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ, যার বিস্তারিত বিবরণ সূরা 'কাসাস'-এ আসবে।

১১. দাওয়াত ও তাবলীগের আগেই হয়ত এই বলে আমার কাজ সারা করে দেবে যে, এ তো সেই লোকই, যে আমাদের লোক হত্যা করে পালিয়েছিল। এমতাবস্থায় তাবলীগের দায়িত্ব কিভাবে আদায় হবে ?

১২. অর্থাৎ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করার সাধ্যও তাদের নেই। যাও এবং তোমার আবেদন অনুযায়ী হারূনকেও নবী করা হল, তাকেও সাথে নিয়ে যাও, আমার প্রদত্ত মু'জিযা ও নিদর্শনাবলীসহ সেখানে গিয়ে হাযির হও। এসব নিদর্শনাবলী সঙ্গে থাকতে তোমাদের ভয় কিসের ? আর কেবলই কি নিদর্শন ? প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং তোমাদের উভয় পক্ষের কথোপকথন শুনছি।

(১৬) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝
(১৭) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۝
(১৮) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝
(১৯) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ ۝

১৬. তোমরা যাও ফিরআওনের কাছে এবং তাকে বল, আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের বার্তা নিয়ে এসেছি।

১৭. এই মর্মে যে, তুমি আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দেবে ।১৩

১৮. সে বলল, আমরা কি তোমাকে নিজেদের মধ্যে পুত্রের মত লালন-পালন করিনি।১৪ কাটাওনি আমাদের মধ্যে নিজ জীবনের কয়েক বছর ?১৫

১৯. আর তুমি তো ঘটিয়ে গিয়েছ তোমার সেই কাণ্ড যা তুমি ঘটিয়েছ।১৬ বস্তুত তুমি একজন অকৃতজ্ঞ।১৭

বনী ইসরাঈলের মুক্তি প্রসঙ্গ

১৩. হযরত ইবরাহীম আলায়হিস-সালামের আমল থেকে বনী ইসরাঈলের নিবাস ছিল সিরিয়ায়। হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারণে মিসরে তাদের আগমন ঘটে। সেখানে তাদের বেশ কিছুকাল কেটে যায়। এবার আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সিরিয়ার অধিকার দিতে চাচ্ছেন। ফিরআওন তাদেরকে মুক্তি দিচ্ছিন না। কারণ, সে (-ও তার সম্প্রদায়) তাদেরকে গোলামের মত বেগার খাটাত। হযরত মূসা (আ) তাদের মুক্তি দাবী করেন।

মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরআওনের অভিযোগ

১৪. অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি নও, যাকে আমরা দুধ-ভাত দিয়ে পুষে বড় করেছিলাম ? এখন তোমার এত দেমাক যে, আমাদের কাছে দাবী-দাওয়া নিয়ে আসছ এবং আমাদের দ্বারা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব মানাতে চাচ্ছ।

১৫. সেই দীর্ঘকালের মধ্যে একটি বারও এরূপ দাবী করনি আর এখান থেকে বের হতেই রাসূল বনে গেছ।

১৬. অর্থাৎ যে কাণ্ড ঘটিয়ে (অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা) গিয়েছিলে তা আমরা ভুলিনি।

১৭. অর্থাৎ আমাদের সমস্ত দয়া-কৃপা ভুলে গিয়ে এখন নবুওয়াতের দাবী করতে শুরু করেছ। তখন তো তুমি তাদেরই একজন ছিলে (নাঊযুবিল্লাহ্) যাদেরকে আজ তুমি কাফির সাব্যস্ত করছ।

(٢٠) قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

(٢١) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(٢٢) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۝

২০. সে বলল, করেছিলাম বটে সে কাজ যখন আমি ছিলাম দিশাহারা।[১৮]
২১. তারপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। অনন্তর আমার প্রতিপালক আমাকে দান করলেন প্রজ্ঞা এবং আমাকে বানালে রাসূল।[১৯]
২২. আর তুমি যে দয়ার খোঁটা আমাকে দিচ্ছ তা কি দয়া যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ।[২০]

মূসা (আ)-এর জবাব

১৮. অর্থাৎ আমি যে কিবতীকে হত্যা করেছিলাম, তা জ্ঞাতসারে করিনি। ভুলে এমন হয়ে গিয়েছিল। কে জানত একটা ঘুষিতেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে, যেখানে সে ঘুষিরও উদ্দেশ্য ছিল আদব তমিজ শিক্ষা দেওয়া ? সূরা কাসাস-এ বলা হয়েছে فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ 'মূসা তাকে ঘুষি মারল এবং এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল' (কাসাস– ২৮ ঃ ১৫)।

১৯. নিশ্চয়ই আমি ভীত হয়ে পলায়ন করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা যে, তিনি আমাকে নবুওয়াত ও হিকমাত দান করেছেন। তিনি আমাকে আবাস অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন এবং রাসূল বানিয়ে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। বরং এটাও আমার সত্যতার একটা দলীল যে, যে ব্যক্তি তোমাদের ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করেছিল সে আজ তোমাদের সম্মুখে এভাবে বুক টান করে নির্ভীক চিত্তে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ?

২০. অর্থাৎ শৈশবে আমাকে লালন-পালন করার যে অনুগ্রহের কথা বলছ সে খোঁটা দেওয়া তোমার মুখে শোভা পায় না। বলতো একটি ইসরাঈলী শিশুর প্রতিপালন দ্বারা কি তুমি যে তার গোটা সম্প্রদায়কে গোলাম বানিয়ে রেখেছ তার প্রতিদান হয়ে যায় ? বিশেষত সে শিশুর প্রতিপালনও যেখানে তোমার দুর্বিষহ যুলুম-নির্যাতনের উৎস হতেই নিষ্পন্ন হয়েছে ? তুমি যদি বনী ইসরাঈলের শিশুদেরকে হত্যা না করতে তাহলে আমার মা আমাকে বাক্সবন্দী করে নদীতে ফেলতেন না আর তোমার রাজ প্রাসাদেও আমি পৌঁছতাম না। সে সব কথা মনে করে তোমার আজ লজ্জা হওয়া উচিত যে, অনুগ্রহ করার খোঁটা দিচ্ছ। স্পষ্ট কথা হচ্ছে যে, নিখিল বিশ্বের যেই প্রতিপালক তোমার মত দুশমনের ঘরে আমাকে লালন-পালন করিয়েছেন তিনিই আজ তোমার কল্যাণার্থে আমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন।

(২৩) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(২৪) قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۭ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝
(২৫) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝

২৩. ফিরআওন বলল, জগতসমূহের প্রতিপালক মানে কী ?২১

২৪. সে বলল, আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বিশ্বাস কর।২২

২৫. সে তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা শুনছ তো ?২৩

'রাব্বুল আলামীন' সম্পর্কে ফিরআওনের আপত্তি এবং মূসা (আ)-এর জবাব

২১. 'তোমরা বল, আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের বার্তা নিয়ে এসেছি' এই নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) যখন নিজেকে 'রাব্বুল আলামীন' তথা জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল হিসেবে পরিচয় দিলেন, তখন ফিরআওন অবিশ্বাস, অস্বীকৃতি ও হঠকারিতা সাথে বলল, 'রাব্বুল আলামীন' আবার কী জিনিস ? আমার বর্তমানে অন্য কোন রবের নাম উচ্চারণের অর্থ কী ? আমার সম্প্রদায়ের সম্মুখে সে নিয়তি নির্দিষ্ট হতভাগার দাবী ছিল।

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ 'আমি তোমাদের জন্য আমা ভিন্ন কোন ইলাহের কথা জানি না' (কাসাস– ২৮ ঃ ৩৮) এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের প্রধান প্রতিপালক (নাযিআত– ৭৯ ঃ ২৪)। সুতরাং তার সম্প্রদায়ের কতক লোক চরম মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এবং কতকে ভয় বা লোভ-লালসার কারণে তার পূজা-অর্চনা করত, যদিও অন্তরে সে অভিশপ্তের পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল। ইরশাদ হয়েছে—

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ ۔

'মূসা বলেছিল, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ (বনী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ১০২)। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় ফিরআওনও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করত।

২২. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সমস্ত জিনিস যার প্রতিপালনাধীন তিনিই রাব্বুল আলামীন, তোমাদের অন্তরে যদি কোন জিনিসে বিশ্বাস করার যোগ্যতা থেকে থাকে, তবে মনে রেখ, এর প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য মানব প্রকৃতিই যথেষ্ট।

২৩. ফিরআওন জেনে-শুনে বিষয়টিকে ঘোলাটে করতে চাচ্ছিল। সে তার পারিষদবর্গ ও চাটুকারদেরকে উত্তেজিত ও মূসা (আ)-এর কথাকে হালকা করার প্রয়াসে বলতে লাগল, শুনছ তো, মূসা কেমন অবান্তর কথা বলছে ? তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আসমান-যমীনে আমি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক আছে ?

(٢٦) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(٢٧) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ○

(٢٨) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৬. মূসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।[২৪]

২৭. সে বলল, তোমাদের কাছে যাকে পাঠান হয়েছে, তোমাদের সে রাসূল নিশ্চিত পাগল।[২৫]

২৮. মূসা বলল, তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের প্রতিপালক, যদি তোমাদের বোধবুদ্ধি থেকে থাকে।[২৬]

---

২৪. মূসা (আ) বুঝাতে চাইলেন যে, আরে আহমক! আমি যে রাব্বুল-আলামীনের কথা বলছি তিনি খোদ তোমাদেরকে এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমাদের বীজও ছিল না তখনও তিনি আসমান-যমীনের প্রতিপালন ও নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

২৫. অর্থাৎ দেখছ (নাউযুবিল্লাহ্) কেমন একটা পাগলকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে। সে আমাদের ও আমাদের বাপ-দাদাদের খবর নিচ্ছে এবং আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না ? বুঝা যাচ্ছে তার মগজ বিলকুল বুদ্ধিশূন্য।

২৬. হযরত মূসা (আ) রাব্বুল-আলামীন সম্পর্কে সর্বশেষ দলীল দিলেন; যেমন দলীল হযরত ইবরাহীম আলায়হিস-সালাম নমরূদের সম্মুখে দিয়েছিলেন, তিনি বললেন, রাব্বুল-আলামীন সেই সত্তা, যিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক, যিনি সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের উদয়-অস্ত নিয়ন্ত্রণ করেন এক সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল বিশ্ব-ব্যবস্থার অধীন। তোমাদের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্রও বিবেক বুদ্ধি থাকে তবে বল তো, মহাবিশ্বের এই বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে ? কারও কি এ ক্ষমতা আছে যে, আল্লাহ্র প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-শৃঙ্খলা এক সেকেণ্ডের জন্য ভঙ্গ কিংবা পরিবর্তন করতে পারে ? এই শেষ কথা শুনে ফিরআওন সম্পূর্ণ নিরুত্তর হয়ে গেল। অগত্যা তর্ক-বিতর্কের পথ ছেড়ে দিয়ে হুমকি-ধমকির পথ অবলম্বন করল, যেমন সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন, মূসা (আ) আল্লাহ্র কুদরত সম্পর্কে এক একটি কথা বলে যাচ্ছিলেন, আর ফিরআওন মাঝখানে চেষ্টা চালাচ্ছিল তার পারিষদবর্গকে উত্তেজিত করে তুলতে, যাতে করে তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস না করে বসে।

(২৯) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۝

(৩০) قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৩১) قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(৩২) فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

(৩৩) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

(৩৪) قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗٓ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۝

(৩৫) يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝

২৯. সে বলল, তুমি যদি আমা ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত কর, তবে তোমাকে নির্ঘাত কারাগারে নিক্ষেপ করব।[২৭]
৩০. মূসা বলল, আর যদি আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন বস্তু উপস্থিত করি তবু?[২৮]
৩১. সে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে তা উপস্থিত কর।
৩২. সুতরাং মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, ফলে তা এক সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল।
৩৩. এবং সে ভিতর থেকে হাত বের করল। ফলে তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র প্রতিভাত হল।
৩৪. ফিরআওন তার পাশে উপস্থিত পারিষদবর্গকে বলল, এতো এক সুদক্ষ জাদুকর।
৩৫. সে নিজ জাদুবলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। সুতরাং তোমরা আমাকে কী করতে বল ?[২৯]

---

২৭. এবার ফিরআওন তার মনের কথা পরিষ্কার বলে দিল যে, এ মিসরে আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি ভিন্ন আর কোন উপাস্যের কর্তৃত্বের কথা বললে মনে রেখ কারাগার প্রস্তুত রয়েছে।

২৮. অর্থাৎ মূসা (আ) বললেন, অত শীঘ্র সিদ্ধান্ত নিও না। এ যাবত তো ছিল তোমার কথার জবাব। এবার একটু সেই সব সুস্পষ্ট নিদর্শনও দেখে নাও, যাদ্দারা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত এবং নবুওয়াতের সত্যতা দু'টোই স্পষ্ট হয়ে যায়। এরূপ নিদর্শন যদি দেখাতে পারি তবু কি তোমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকবে ?

২৯. এটা হয়ত খোদায়ীর দাবী ছিল অথবা এত অল্প সময়ের ভেতরই সে এমন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যে, নিজের গোলাম ও পূজারীদের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

(٣٦) قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ
(٣٧) يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ○
(٣٨) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ
(٣٩) وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ۙ
(٤٠) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ○
(٤١) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○
(٤٢) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

৩৬. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দিন এবং নগরগুলোতে নকীব পাঠিয়ে দিন—
৩৭. যাতে তারা আপনার কাছে বড় বড় সুদক্ষ জাদুকরদের নিয়ে আসে।
৩৮. সুতরাং এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের একত্র করা হল।৩০
৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হল, তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি ?
৪০. যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।৩১
৪১. তারপর জাদুকরগণ এসে ফিরআওনকে বলল, আমরা যদি জয় লাভ করতে পারি, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো ?
৪২. ফিরআওন বলল, হাঁ, এবং তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে শামিল হবে।৩২

মু‘জিযা বনাম জাদুর লড়াই

৩০. অর্থাৎ ঈদের দিন পূর্বাহ্নে জাদুকরদের একত্র করা হল।

৩১. ঘোষণা দেওয়া হল, জনসাধারণও যেন উপস্থিত থাকে, আমরা আশাবাদী যে, আমাদের জাদুকরগণই বিজয়ী হবে। তখন আমরা মূসার পরাজয় ও পরাভব ফুটিয়ে তোলার জন্য জাদুকরদের পথই অনুসরণ করব। এভাবে যেন দেখাতে চাচ্ছিল যে, আমাদের কোন স্বেচ্ছাচারিতা নেই। প্রতিযোগিতায় যখন আমাদের পাল্লা ভারী দেখা যাবে তখন আমাদের পথ পরিহার করার কোন সুযোগ থাকতে পারে না।

৩২. ফিরআওন জাদুকরদেরকে বলল, তোমরা জয়ী হলে কেবল আর্থিক পুরস্কারই পাবে না, সেই সাথে তোমরা আমার বিশিষ্ট সভাসদদের মধ্যে গণ্য হবে। এ সব আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা আ'রাফ ও সূরা তা-হা-তে চলে গেছে।

(٤٣) قَالَ لَهُمْ مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۝
(٤٤) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝
(٤٥) فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝
(٤٦) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝
(٤٧) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(٤٨) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝
(٤٩) قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ
السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَ
لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৪৩. মূসা তাদেরকে বলল, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।৩৩
৪৪. তারপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফিরআওনের মর্যাদায় আমরাই জয়ী হব।৩৪
৪৫. তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল। সহসা তা তাদের মিথ্যা ভোজবাজি গ্রাস করতে লাগল।৩৫
৪৬. অনন্তর-জাদুকরগণ লুটিয়ে পড়ল সিজদায়।
৪৭. তারা বলল, আমরা স্বীকার করে নিলাম জগতের প্রতিপালককে–
৪৮. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।
৪৯. ফিরআওন বলল, তোমরা তাকে স্বীকার করে নিলে, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই ? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।৩৬ কাজেই সত্বর জানতে পারবে। আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের হাত-পা কেটে দেব বিপরীত দিক থেকে এবং শুলে চড়াব তোমাদের সকলকে।

---

৩৩. অর্থাৎ জাদুকরগণ যখন মূসা (আ) কে বলল যে, তুমি প্রথমে নিজ লাঠি নিক্ষেপ করবে, না—কি আমরা নিক্ষেপ করব, তখন তার উত্তরে মূসা (আ) বললেন, তোমরাই শক্তি ব্যয় করে দেখাও।

৩৪. بعزة فرعون -শব্দকে কেউ কেউ শপথের অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ ফিরআওনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।

৩৫. শায়খ আকবর (র) লিখেন যে— খালি রশি ও লাঠি থেকে গেল, তারা যে সাপের আকৃতি তৈরী করেছিল মূসা (আ)-এর লাঠি সেগুলো গিলে ফেলল।

(৫০) قَالُوْا لَا ضَيْرَ ز اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ
(৫১) اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
(৫২) وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○
(৫৩) فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۚ

৫০. তারা বলল, কুচ পরওয়া নেই, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৩৭]

৫১. আমরা আশা করি আমাদের প্রতিপালক আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন, এজন্যে যে আমরা প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।[৩৮]

৫২. আর আমি প্রত্যাদেশ পাঠালাম মূসার কাছে যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড় অবশ্য তোমাদের পিছু ধাওয়া করা হবে।[৩৯]

৫৩. তারপর ফিরআওন নগরসমূহে পাঠাল নকীব।[৪০]

---

৩৬. অর্থাৎ মূসা তোমাদের প্রধান গুরু। পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে চক্রান্ত করে এসেছ যে, তুমি এরূপ করো, আমরা এরূপ বলব। হযরত শাহ সাহেব (র) লেখেন 'তোমাদের প্রধান' বলতে রবকে বুঝিয়েছে, অর্থাৎ মূসা ও তোমরা একই একই গুরুর শিষ্য।

৩৭. অর্থাৎ ফিরআওনের শাসানীর জবাবে জাদুকরগণ বলল, তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। মৃত্যুর পর তো আল্লাহ্‌র কাছেই যেতে হবে। এভাবে মৃত্যু হলে শহীদের মর্যাদা পাব, এসব বিষয়ে সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৩৮. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের পর ভরা সভায় যালিম ফিরআওনের মুখের উপর আমরাই সর্বপ্রথম সত্যের স্বীকারোক্তি করেছি। এর ফলে আশা হয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ ও ফিরআওনীদের পরিণতি

৩৯. অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবত বোঝানো ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখানোর পরও যখন ফিরআওন সত্য স্বীকার করল না এবং বনী ইসরাঈলকে উৎপীড়ন-নির্যাতন করাও বন্ধ করল না, তখন আমি মূসাকে আদেশ করলাম যে, নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ে রাত্রিবেলা মিসর ত্যাগ করে রওয়ানা হয়ে যাও। আর দেখ, ফিরআওনী সম্প্রদায় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। কাজেই ভয় পেয়ো না যেন।

৪০. যাতে তারা সমস্ত কিবতীকে একত্র করে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে।

(৫٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۙ

(৫৫) وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۙ

(৫৬) وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ؕ

(৫৭) فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ

(৫৮) وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ

(৫৯) كَذٰلِكَ ۚ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ

৫৪. যে লোকগুলো, ওরা তো একটি ক্ষুদ্র দল।[৪১]

৫৫. ওরা তো সৃষ্টি করেছে আমাদের অন্তর্দাহ।[৪২]

৫৬. আমরা সবাই তাদের পক্ষ হতে আশঙ্কাগ্রস্ত।[৪৩]

৫৭. তারপর আমি তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে।

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য ঘর-বাড়ী হতে।

৫৯. এরূপই ঘটেছিল[৪৪] এবং এ সব জিনিস আমি বনী ইসরাঈলের হস্তগত করেছিলাম।[৪৫]

---

৪১. অর্থাৎ এই মুষ্টিমেয় লোকগুলো তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, অথচ তাদের অস্তিত্ব এমন কি হিসেবের যে, তোমাদের মুকাবিলায় নামতে পারে ? এ সব কথা সে বলেছিল সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করে তোলার এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য।

৪২. কিংবা আমাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। মনে হচ্ছে তাদের দুর্ভাগ্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

৪৩. সুতরাং এই নিত্য-নৈমিত্তিক শংকার মূলোৎপাটনই করে ফেল। কোন কোন তাফসীরকারক এর অর্থ করেছেন এ রূপ— আমাদের রয়েছে বিরাট সংঘবদ্ধ দল, যারা সচেতন ও অস্ত্র সজ্জিত। এ কথা বলেছিল তাদের সাহস প্রদান ও উৎসাহ জোগানোর জন্য।

৪৪. অর্থাৎ এভাবে কিবতীরা ঘর-বাড়ী, ধন-দৌলত, ক্ষেত-খামার সব কিছু ছেড়ে বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে পড়ল। আর ফিরে আসা তাদের ভাগ্যে জুটেনি। যেন আল্লাহ্ তা'আলা এই কৌশলে তাদেরকে বের করে আনেন।

(٦٠) فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۝

(٦١) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ۝

(٦٢) قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

(٦٣) فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

৬০. অনন্তর তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল সূর্যোদয়কালে।
৬১. তারপর যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখী হল, তখন মূসার সঙ্গীগণ বলল, আমরা তো ধরা পড়লাম বলে।[৪৬]
৬২. মূসা বলল, কখনও নয়। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার প্রতিপালক; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।[৪৭]
৬৩. তখন আমি মূসার কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালাম যে, তুমি নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত কর সাগরে। ফলে তা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। প্রতিটি ভাগ হয়ে গেল বিশাল পাহাড়ের মত।[৪৮]

বনী ইসরাঈলের উদ্বেগ

৪৫. হয়ত এর পরপরই বনী ইসরাঈল এ সব জিনিস লাভ করেছিল অথবা পরবর্তীকালে সুলায়মান আলায়হিস সালামের সময় মিসর রাজ্য তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কিত মতভেদ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে বনী ইসরাঈল চিন্তা করছিল কিভাবে ওপার যাওয়া যাবে। সহসা পেছন থেকে ফিরআওনী বাহিনী চোখে পড়ল। তারা ভীত চকিত হয়ে মূসা (আ)-কে বলতে লাগল, এবার তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী? সম্মুখে আছে সাগর বাধা, আর পিছন থেকে ধেয়ে আসছে শত্রু।

চরম বিপদের সময় মূসা (আ)-এর আশ্বাসবাণী

৪৭. অর্থাৎ মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, শংকিত হয়ো না, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখ তাঁর সাহায্য আমার সঙ্গে আছে। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের জন্য কোন পথ বের করে দেবেন। দুশমন আমাদেরকে পাকড়াও করবে এটা অসম্ভব।

অলৌকিকভাবে বনী ইসরাঈলের সমুদ্র অতিক্রম ও ফিরআওনের সদলবলে নিপাত

৪৮. সাগরের পানি ছিল সুগভীর, বার জায়গা থেকে সাগর ফেটে রাস্তা তৈরী হয়ে গেল। বনী ঈসরাঈলের বারটি উপদল সে পৃথক পৃথক পথে নেমে পড়ল। মাঝখানে পানির পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকল। (মূযিহুল—কুরআন)

(٦٤) وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۚ

(٦٥) وَ اَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۚ

(٦٦) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ؕ

(٦٧) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(٦٨) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۚ

(٦٩) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ ۘ

(٧٠) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ

৬৪. আর সে স্থলে উপনীত করলাম অপর দলকে।
৬৫. আর আমি রক্ষা করলাম মূসা এবং তার সহগামী সকলকে।
৬৬. তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।[৪৯]
৬৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে এক নিদর্শন। তাদের মধ্যে বহু লোকই ছিল না মান্যকারী।[৫০]
৬৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[৫১]
৬৯. এবং তাদেরকে শুনিয়ে দাও ইবরাহীমের বার্তা।
৭০. যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের পূজা কর ?[৫২]

---

৪৯. ওদিক থেকে ফিরআওনী বাহিনীও নিকটে এসে গেল। তারা সাগরের বুকে রাস্তা দেখে বনী ইসরাঈলের পেছনে পেছনে নিশ্চিন্ত মনে নেমে পড়ল। সমস্ত সৈন্য যখন সাগর বক্ষে চলে আসল তখন সহসাই আল্লাহ্‌র নির্দেশে পানির পাহাড়গুলো পরস্পরে মিলে গেল। এ ঘটনা পূর্বে চলে গেছে।

৫০. অর্থাৎ অধিকাংশই যখন সত্য গ্রহণ করল না, তখন পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা এই নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন, যাদ্বারা পৃথকভাবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের পরিণাম এ দুনিয়াতেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

৫১. এ ঘটনা শুনিয়ে আমাদের প্রিয়নবী (সা)-কে বলা হচ্ছে যে, মক্কার ফিরআওন ও মুসলিমদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য যুদ্ধ করতে বের হয়ে আসবে। তারাও দেশের বাইরে বদরে ধ্বংস হবে, যেমনটি ধ্বংস হয়েছিল ফিরআওন। (মূযিহুল-কুরআন)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

৫২. ইবরাহীম (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা করছ এগুলো কী জিনিস ?

(٧١) قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ ○
(٧٢) قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ○
(٧٣) اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ○
(٧٤) قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○
(٧٥) قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ○

৭১. তারা বলল, আমরা পূজা করি মূর্তির এবং তাদের কাছে বসে থাকি দিনমান ভর।৫৩
৭২. সে বলল, তারা তোমাদের কথা কিছু শোনে কি যখন তোমরা তাদেরকে ডাক।৫৪
৭৩. কিংবা করে কি তোমাদের কোন উপকার বা অপকার।৫৫
৭৪. তার বলল, না তবে আমরা আমাদের পূর্ব পূরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি ।৫৬
৭৫. ইবরাহীম বলল, তা তোমরা যাদের পূজা করছ তাদের সম্বন্ধে কি ভেবে দেখছ?

---

৫৩. তারা বলল, তুমি আমাদের উপাস্যদেরকে কি চেন না যে, এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রশ্ন করছ ? আমরা এ প্রতিমাগুলোর পূজা করি এবং আমাদের অন্তরে এদের ভক্তি-শ্রদ্ধা এতটা নিবিড় যে, দিনভর আসন গেড়ে এদের পাশেই বসে থাকি।

৫৪. ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা যে তাদেরকে এত ডাকা ডাক, তা তারা কি কখনও তোমাদের কথা শোনে ? যদি না শোনে (আর বলা বাহুল্য জড় পদার্থ শোনবেই বা কি করে ?) তবে তোমাদের এ ডাকা নিরর্থক।

৫৫. অর্থাৎ পূজা করলে কিছু উপকার এবং পূজা না করলে কোন অপকার তারা করতে পারে কি ? বলাই বাহুল্য ,যারা নিজেদের উপর থেকে মাছিটিও তাড়াতে অক্ষম তারা অন্যের কী উপকার-অপকার করবে ? এমতাবস্থায় তাদেরকে মা'বূদ ও উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করাটা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ ?

৫৬. ইবরাহীম (আ)-এর উপরিউক্ত প্রশ্নের-উত্তরে তার সম্প্রদায় বলল, আমরা এতসব যুক্তি-তর্ক বুঝি না। এসবের উপর আমাদের ভক্তি-বিশ্বাস ও পূজা-অর্চনার ভিত্তিও নয়। শত দলীলের এক দলীল এই যে, আমাদের মুরুব্বীরা এভাবেই করে এসেছেন। আমরা কি তাদেরকে নির্বোধ বিবেচনা করব ?

(٧٦) اَنۡتُمۡ وَ اٰبَآؤُكُمُ الۡاَقۡدَمُوۡنَ ۙ
(٧٧) فَاِنَّهُمۡ عَدُوٌّ لِّیۡۤ اِلَّا رَبَّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ
(٧٨) الَّذِیۡ خَلَقَنِیۡ فَهُوَ یَهۡدِیۡنِ ۙ

৭৬. তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষগণ ?৫৭
৭৭. তারা সকলেই আমার শত্রু৫৮ জগতের প্রতিপালক ব্যতীত।৫৯
৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান।৬০

মূর্তি-দেবতাদের বিরুদ্ধে ইবাহীম (আ)-এর জিহাদ ঘোষণা

৫৭. ইবরাহীম (আ) বললেন, এদের পূজা করা একটা আহম্মকী, নচেৎ যাদের ইখতিয়ার ও ক্ষমতায় উপকার-অপকারের বিন্দু-বিসর্গটুকু নেই তাদের উপাসনা করার কী অর্থ থাকতে পারে ?

৫৮. অর্থাৎ তোমরা শুনে রাখ, আমি নির্ভয়ে, নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘোষণা করছি যে, তোমাদের এ সব উপাস্যদের সঙ্গে আমার আজ থেকে লড়াই। আমি এদের নির্মূল করে তবে ছাড়ব। অন্যত্র আছে, تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব; (আম্বিয়া– ২১ ঃ ৫৭)। এদের যদি শক্তি থাকে তবে আমার অনিষ্ট করে দেখাক। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ 'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তার শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না' (আনআম– ৬ ঃ ৮০)। হযরত নূহ (আ) বলেছিলেন, فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 'তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ সেগুলোসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে ফেল' (ইউনুস– ১০ ঃ ৭১)। এবং হযরত হূদ (আ) বলেছিলেন, فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ 'তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, তারপর আমাকে অবকাশ দিও না' (হূদ– ১১ ঃ ৫৫)।

কোন কোন তাফসীরবেত্তা বলেন যে, ইবরাহীম (আ) এ বক্তব্য দ্বারা অতিসূক্ষ্মভাবে মুশরিকদেরকে খোঁচা দিয়েছেন। বলতে চাচ্ছেন, তোমরা যাদের পূজা কর আমি তাদেরকে নিজের শত্রু মনে করি। আল্লাহ্ পানাহ, যদি আমি তাদের পূজা করি তো ষোল আনাই ক্ষতি, কাজেই বুঝে নাও, তোমরা তাদের পূজা করে নিজেদের ক্ষতিই সাধন করছ।

৫৯. অর্থাৎ তিনিই আমার মা'বূদ বন্ধু ও সাহায্যকারী।

৬০. অর্থাৎ উভয় জগতের সাফল্য ও মুক্তির পথ দেখান এবং উচ্চ স্তরের উপকার ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করেন।

(৭৯) وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يَسْقِيْنِ ۙ

(৮০) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۙ

(৮১) وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۙ

(৮২) وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ؕ

(৮৩) رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۙ

৭৯. এবং যিনি আমাকে আহার করান ও পান করান।

৮০. এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে যিনি আমাকে করেন আরোগ্য।

৮১. এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপর করবেন পুনর্জীবিত।৬১

৮২. এবং আমি আশা করি যিনি বিচার দিবসে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন বলে।৬২

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হিকমাত দাও এবং আমাকে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল করে নাও।৬৩

---

৬১. অর্থাৎ পানাহার করানো, জীবিত রাখা, মৃত্যু ঘটানো, রোগ-ব্যাধি হতে আরোগ্য দান করা সব কিছু তারই ইখতিয়ারাধীন।

৬২. অর্থাৎ কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি বা নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী স্খলন বিচ্যুতি হয়ে গেলে তারই দয়ায় মার্জনার আশা রাখা যায়। অন্য কোন ক্ষমাকারী নেই। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবরাহীম (আ) তাঁর নৈকট্য ও সন্নিধানের উপলব্ধিতে মেতে ওঠেন এবং তাঁর হুযূরে দু'আ শুরু করে দেন, যা কিনা বন্দেগী ও দাসত্বের এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ

৬৩. অর্থাৎ অতিরিক্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং নৈকট্য ও সমাদৃতির উচ্চতর মর্যাদা দান কর এবং প্রথম সারির পুণ্যবান (আম্বিয়ায়ে কিরাম)-দের মধ্যে শামিল করে নাও। যেমন রাসূলে করীম (সা) দু'আ করেছিলেন, اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى 'হে আল্লাহ্! মহান বন্ধুর সন্নিধানে আমায় পৌছে দাও। এ প্রার্থনা দ্বারা নিজের চরম মুখাপেক্ষিতা ও আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষিহীনতা তুলে ধরাই ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নবী হোক কি ওলী কারও ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা দায়বদ্ধ ও নিরূপায় নন। তার দয়া ও করুণা দ্বারাই সকলের সব কিছু সর্বদা আঞ্জাম পায়।

(٨٤) وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۙ

(٨٥) وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۙ

(٨٦) وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

(٨٧) وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۙ

(٨٨) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۙ

৮৪. এবং আমাকে যশস্বী কর পরবর্তীদের মধ্যে।৬৪

৮৫. এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর স্বাচ্ছন্দ্যময় উদ্যানের অধিকারীদের।৬৫

৮৬. আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি ছিলেন অন্তর্ভুক্ত পথভ্রষ্টদের।৬৬

৮৭. আর আমাকে লাঞ্ছিত করো না সেই দিন, যে দিন সকলে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে।

৮৮. যে দিন কোন কাজে আসবে না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি।

---

৬৪. অর্থাৎ এমন সন্তোষজনক কর্ম ও উত্তম কৃতিত্বের তাওফীক দাও, যাতে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ আমার যশগাথা বর্ণনা করে এবং আমার পথে চলতে আগ্রহী হয়। এমন অর্থও হতে পারে যে, আখেরী যমানায় আমার খান্দানের থেকে যেন নবী ও উম্মতের আবির্ভাব ঘটে, যারা আমার দীন যিন্দা করবে। কার্যত তা-ই ঘটেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সারা বিশ্বে ব্যাপক সমাদৃতি দান করেন এবং তাঁর খান্দানে শেষ নবী (সা)-কে প্রেরণ করেন, যিনি ইবরাহীমী মিল্লাতের সংস্কার সাধন করেন এবং ঘোষণা দেন যে, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দু'আরই ফলশ্রুতি আজও ইবরাহীম (আ)-এর সুখ্যাতি সমস্ত ধর্মালম্বীর মুখে মুখে। উম্মতে মুহাম্মাদী তো প্রত্যেক নামাযেই পাঠ করে; كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ এবং كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

৬৫. অর্থাৎ জান্নাতের অধিকারী, যা আদম (আ)-এর উত্তরাধিকার।

পিতার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ সংক্রান্ত ভ্রান্তির নিরসন

৬৬. তরজমা দ্বারা বাহ্যত মনে হয় এ দু'আ পিতার ইন্তিকালের পরে করেছিলেন। কিন্তু অন্যত্র স্পষ্ট আছে, যখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন তখন ইবরাহীম (আ) তার প্রতি অসন্তুষ্টি এবং তার সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকার ঘোষণা দেন। ইরশাদ হচ্ছে—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ـ

(৮৯) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝
(৯০) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝
(৯১) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝
(৯২) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝
(৯৩) مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۝

৮৯. তবে যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে সুস্থ অন্তকরণ নিয়ে।[৬৭]
৯০. এবং নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের।
৯১. এবং জাহান্নামকে তুলে ধরা হবে পথভ্রষ্টদের সম্মুখে।[৬৮]
৯২. এবং তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদের তোমরা উপাসনা করতে।
৯৩. আল্লাহ্ ব্যতীত ? তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে বা তারা কি পারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ?[৬৯]

ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; তারপর যখন তার কাছে এটা স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল (তাওবা ৯ ঃ ১১৪)।

আর যদি إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ -এর 'كَانَ' এর অর্থ অতীত বাচকরূপে না করে বর্তমান কাল দিয়ে করা হয় তবে আর কোন প্রশ্নই বাকি থাকে না। কেননা, জীবদ্দশায় ঈমান আনার সম্ভাবনা তো ছিল। এ হিসেবে দু'আর সারমর্ম এই যে, হে আল্লাহ্ তাকে ঈমানের তাওফীক দিয়ে কুফ্‌রী যমানার গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করে দাও। এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে চলে গেছে সেখানে দ্রষ্টব্য।

৬৭. অর্থাৎ বিশুদ্ধ, সুস্থ ও নীরোগ অন্তঃকরণ, যা কুফ্‌র, মুনাফিকী ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে পাক থাকবে, তাই সেখানে কাজে আসবে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। কাফির যদি কিয়ামতের দিন মাল ও আওলাদ মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, তবে তা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এখানকার দান-খয়রাত ও সুসন্তান দ্বারাও উপকার লাভের আশা কেবল তখনই করা যাবে যখন নিজের অন্তর কুফ্‌রের আবিলতা থেকে মুক্ত থাকবে।

৬৮. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে মুত্তাকীদের কাছে জান্নাতের আরাম-আয়েশের যাবতীয় উপকরণসহ জান্নাত অতি নিকটে দৃষ্টিগোচর হবে, যা দেখে তারা জান্নাতে প্রবেশের আগেই আনন্দিত হবে ও তৃপ্তি বোধ করবে। অনুরূপ জাহান্নামকে অপরাধীদের কাছে নিয়ে আসা হবে, যাতে প্রবেশ করার আগেই তারা ভয়ে প্রকম্পিত হতে থাকবে।

(٩٤) فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۙ

(٩٥) وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۗ

(٩٦) قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۙ

(٩٧) تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(٩٨) اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٩٩) وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

(١٠٠) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۙ

(١٠١) وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝

৯৪. তারপর অধোমুখী করে তাতে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে।
৯৫. এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও।
৯৬. তারা সেখানে বলবে পরস্পরে বিতর্ক করতে করতে।
৯৭. আল্লাহ্‌র কসম! আমরা ছিলাম সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে।
৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে সমকক্ষ গণ্য করেছিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের।
৯৯. আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল এই পাপিষ্ঠরাই।
১০০. ফলে আজ আমাদের নেই কোন সুপারিশকারী।
১০১. এবং নেই কোন সদয় বন্ধু।[৭০]

---

৬৯. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হবে, তোমাদের সেই কাল্পনিক উপাস্যরা কোথায় গেল ? তাদের সাধ্য নেই যে, তোমাদেরকে সাহায্য করে এ আযাব থেকে রক্ষা করবে বা কোনরূপ প্রতিশোধ নেবে; বরং নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করার ক্ষমতাও তাদের নেই।

জাহান্নামে অপরাধীদের বাদানুবাদ

৭০. অর্থাৎ মূর্তি, মূর্তিপূজক ও ইবলীসের গোটা বাহিনীকে অধঃমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে পৌঁছে তারা পরস্পর তর্ক-বির্তকে প্রবৃত্ত হবে। একে অন্যকে দোষারোপ করবে এবং শেষ পর্যন্ত নিজ নিজ দোষ স্বীকার করে বলবে, সত্যিই আমাদের বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল যে, তোমাদেরকে অর্থাৎ প্রতিমা বা অপরাপর যে সব জিনিসকে খোদায়ী ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছিলাম, তাদেরকে বিশ্বজগতের

(١٠٢) فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٠٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١٠٤) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

(١٠٥) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(١٠٦) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(١٠٧) اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

১০২, যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হয়, তবে আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব মু'মিনদের।[৭১]
১০৩. নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নয় বিশ্বাসী।[৭২]
১০৪. আর তোমার প্রতিপালক তিনিই তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১০৫. নূহের সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল বার্তাবাহকদেরকে।
১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় করো না ?
১০৭. আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত বার্তাবাহী।

প্রতিপালকের সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছিলাম। কী বলব আসলে এই সব বড় শয়তানই আমাদের দ্বারা এরূপ ভুল করিয়েছিল। আজ আমরা বিপন্ন। না কোন প্রতিমা কাজে আসছে, না শয়তান সাহায্যে এগিয়ে আসছে ; বরং তারা নিজেরাই জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হয়েছে। এমন কেউও নেই যে, আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে কিংবা এই ঘোর বিপদে অন্ততপক্ষে আমাদের প্রতি একটু সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করবে। সত্য বটে। اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ। 'বন্ধুরা সে দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত'; (সূরা যুখরুফ– ৪৩ ঃ ৬৭)।

৭১. অর্থাৎ একটি বারের জন্য যদি আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে এবার সেখান থেকে পাক্কা মু'মিন হয়ে আসব, কিন্তু এটাও মিথ্যা কথা। ইরশাদ হচ্ছে– وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ তারা যদি প্রত্যাবর্তিত হতো তবু যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, পুনরায় তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী (আনআম– ৬ ঃ ২৮)।

৭২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর এ ঘটনায় তাওহীদ ইত্যাদির প্রমাণ এবং মুশরিকদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু মানুষ কোথায় মানে ?

(١٠٨) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ
(١٠٩) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ
(١١٠) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۗ
(١١١) قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۗ
(١١٢) قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ
(١١٣) اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۚ
(١١٤) وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

১০৮. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার কথা মান।৭৩

১০৯. আমি তোমাদের কাছে প্রার্থনা করি না কোন বিনিময়। আমার বিনিময় তো জগতের প্রতিপালকের কাছে।

১১০. সুতরাং ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং মান আমার কথা।৭৪

১১১. তারা বলল, আমরা কি বিশ্বাস স্থাপন করব তোমার প্রতি অথচ তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনেরা ?৭৫

১১২. সে বলল, আমি কী জানি তারা কী করে ?

১১৩. তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, যদি তোমরা বুঝতে।

১১৪. আমি তাড়াবার নই ঈমানদারদেরকে।৭৬

হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

৭৩. হযরত নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আমি অত্যন্ত সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম হুবহু তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কাজেই তোমাদের কর্তব্য আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনে তাঁকে ভয় করা এবং আমার কথা মেনে চলা।

৭৪. অর্থাৎ একজন নিঃস্বার্থ লোকের কথা মানাই উচিত।

৭৫. কতকগুলো ইতর ও নিম্ন শ্রেণীর লোক সমাজের চোখে পড়ার উদ্দেশ্যে—তোমার দলে ভিড়েছে। বলিহারি এরা কী বড় কাজ করবে ? আমাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কি করে এটা অনুমোদন করতে পারে যে, আমরা ঐসব ইতরদের পাশাপাশি তোমার মজলিসে বসব ? আগে তো তুমি এদেরকে তাড়িয়ে দাও, তারপরে আমাদের সঙ্গে কথা বল।

৭৬. অর্থাৎ তাদের ঈমান ও বিশ্বাস আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। বাকি তাদের পেশা ও নিয়্যত এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি জানার কোন প্রয়োজন আমার নেই। তার ফায়সালা

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○ (١١٥)

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ○ (١١٦)

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ○ (١١٧)

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (١١٨)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ○ (١١٩)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ○ (١٢٠)

১১৫. আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।[৭৭]

১১৬. তারা বলল, তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, হে নূহ! তবে তোমাকে পাথর বর্ষণে হত্যা করা হবে।[৭৮]

১১৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

১১৮. সুতরাং তুমি কোন একটি ফায়সালা করে দাও আমার ও তাদের মধ্যে।[৭৯] এবং রক্ষা কর আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন আছে তাদেরকে।[৮০]

১১৯. অনন্তর আমি তাকে রক্ষা করলাম এবং তার সঙ্গে বোঝাই নৌযানে যারা ছিল তাদেরকেও।

১২০. তারপর নিমজ্জিত করলাম অবশিষ্ট সকলকে।[৮১]

ও হিসাব তো মহান প্রতিপালকের দরবারে হবে। তোমাদের খাতিরে আমি গরীব ঈমানদারদেরকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না।

৭৭. অর্থাৎ আমার দায়িত্ব ছিল তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া, আর তা আমি করেছি। তোমরা যে নিরর্থক ও ফালতু দাবি করছ, তা পুরা করা আমার দায়িত্ব নয়।

৭৮. কাফিররা বলল, ব্যস, এখন তুমি আমাদেরকে মাফ কর। আমাদেরকে আর নসীহত করতে এসো না। আর যদি এ সব থেকে নিবৃত্ত না হও, তবে প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।

৭৯. নূহ (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন যে, হে প্রতিপালক! তুমি আমার ও তাদের মধ্যে কার্যত মীমাংসা করে দাও। তাদের আর সৎপথে আসার কোন আশা নেই।

৮০. অর্থাৎ আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে তাদের থেকে পৃথক করে তাদেরকে দলবলসহ ডুবিয়ে দাও।

৮১. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে একাধিক জায়গায় চলে গেছে।

(١٢١) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ○

(١٢٢) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

(١٢٣) كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ○

(١٢٤) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○

(١٢٥) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○

(١٢٦) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

(١٢٧) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

(١٢٨) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ○

(١٢٩) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ○

১২১. নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নয় বিশ্বাসী।

১২২. এবং তোমার প্রতিপালক তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১২৩. 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল রাসূলগণকে–

১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় করো না ?

১১৫. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত বার্তাবাহী।

১১৬. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং আমার কথা মেনে চল।

১২৭. আমি তোমাদের কাছে চাই না কোন প্রতিদান, আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বের প্রতিপালকের কাছে।

১২৮. তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক ?

১২৯. আর তোমরা নির্মাণ করছ স্থাপত্যসমূহ যেন তোমরা চিরস্থায়ী হবে।[৮২]

'আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ)

৮২. 'আদ জাতির সুউচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের বড় সখ ছিল। তা কোন কাজে লাগুক না লাগুক, কিন্তু নাম ডাক তো হয়ে যাক! তারা বসবাসের দালান-কোঠাও নির্মাণ করত অত্যন্ত রমরমা আকারে। এর পিছনে তারা তাদের শিল্প নৈপুণ্য উজাড় করে দিত এবং বিপুল অর্থের অপচয় ঘটাত। যেন তারা মনে করত চিরদিন এখানেই থাকা হবে এবং এসব স্মৃতিসৌধ ও দালান-কোঠা যেন কোন দিনই ধ্বংস হবে না। অথচ আজ তাদের ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়ে না।

(١٣٠) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝
(١٣١) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝
(١٣٢) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ۝
(١٣٣) أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝
(١٣٤) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
(١٣٥) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
(١٣٦) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ۝
(١٣٧) إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৩০. আর যখন তোমরা হাত তোল, তখন হাত তোল যুলুমের সহিত।
১৩১. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং কথা মেনে চল আমার।[৮৩]
১৩২. এবং তোমরা ভয় কর সেই সত্তাকে যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমুদয়, যা তোমরা জান।
১৩৩. তোমাদেরকে দিয়েছেন গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি।
১৩৪. এবং উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহ।
১৩৫. আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি শাস্তির এক মহা দিবসের।[৮৪]
১৩৬. তারা বলল, আমাদের জন্য সমান তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই হও উপদেশদাতা।
১৩৭. এ সব আর কিছুই নয় পূর্ববর্তীদের স্বভাব ছাড়া।

---

৮৩. অর্থাৎ যুলুম-অত্যাচার করে অধীনস্থ ও দুর্বল-অসহায়দের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছ। যেন তোমরা ইনসাফ ও দয়ার কোন সবকই পড়নি। আল্লাহ্র দুর্বল মাখলূকদেরকে তোমরা যুলুম-নির্যাতনের পাত্র বানিয়ে রেখেছ। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। যুলুম ও অহংকার ত্যাগ কর এবং আমার কথা মেনে চল।

৮৪. অর্থাৎ এতটুকু তো চিন্তা কর যে, এ সব উপকরণ তোমাদেরকে কে দিয়েছেন। সেই প্রকৃত অনুগ্রহকর্তার কোন হক কি তোমাদের উপর নেই ? এরূপ দুষ্কৃতি ও অহংকারের ভিতর দিয়েই যদি তোমরা চলতে থাক, তবে আমার ভয় হয় অতীতের জাতিসমূহের মত তোমরাও না কোন কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত হয়ে যাও। আমি আমার উপদেশ দিয়ে দিলাম। এখন তোমরা নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা কর।

(١٣٨) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۚ

(١٣٩) فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(١٤٠) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

(١٤١) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٤٢) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(١٤٣) اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۝

(١٤٤) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

(١٤٥) وَمَا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৩৮. আমাদের উপর আসবার নয় কোন আযাব।[৮৫]

১৩৯. এরপর তারা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল তাকে। ফলে আমি ধ্বংস করে দিলাম তাদেরকে।[৮৬] এর মধ্যে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নয় বিশ্বাসী।

১৪০. এবং তোমার প্রতিপালক তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৪১. ছামূদ জাতি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল রাসূলগণকে

১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না ?

১৪৩. আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল।

১৪৪. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং মেনে চল আমার কথা।

১৪৫. আমি চাই না তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো জগত-পালকেরই কাছে।

---

৮৫. 'আদ জাতি বলল, তোমার উপদেশদান বৃথা। এ সব জাদু আমাদের উপর চলবার নয়। প্রাচীন কাল থেকেই এ রীতি চলে আসছে যে, কিছু লোক নবী সেজে শাস্তির ভয় দেখায়। জীবন-মরণের ধারাও এভাবে চলে আসছে। এতে আমাদের ভয়ের কী কারণ থাকতে পারে ? আমরা যে রীতি-নীতির উপর চলছি তা নতুন কিছু নয়। পুরুষানুক্রমে পাওয়া। আমরা তা কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করবার নাই। শাস্তির শাসানিকেও আমরা পরওয়া করি না।

৮৬. অর্থাৎ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেই। এদের ঘটনাও বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে চলে গেছে।

(١٤٦) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ۙ

(١٤٧) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ

(١٤٨) وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۚ

(١٤٩) وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۚ

(١٥٠) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۚ

(١٥١) وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

(١٥٢) الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ

(١٥٣) قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۚ

১৪৬. তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে।
১৪৭. উদ্যান ও প্রস্রবণে ?
১৪৮. এবং শস্যক্ষেত্র ও সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে ?
১৪৯. তোমরা তো পাহাড় কেটে তৈরি করছ জাঁক-জমকপূর্ণ ঘর-বাড়ী।
১৫০. তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং মেনে চল আমার কথা।[৮৭]
১৫১. এবং আদেশ মেন না সীমালঙ্ঘনকারীদের।
১৫২. যারা রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।[৮৮]
১৫৩. তারা বলল, তোমার উপর তো কেউ জাদু করেছে।

সালিহ্ (আ) ও ছামূদ জাতি

৮৭. অর্থাৎ সালিহ্ (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভাবছ এই আরাম-আয়েশ ও বাগ-বাগিচার মাঝে তোমরা চিরদিন মজা লুটতে থাকবে এবং পাহাড় কেটে যে সুরম্য অট্টালিকাদি তৈরি করছ তা থেকে কখনও বের হবে না ? কিংবা এই মযবুত ও সংরক্ষিত দালান-কোঠা তোমাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে ? এই স্বপ্ন-বিলাস হৃদয় থেকে বের করে দাও। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমার কথা শোন। আমি তোমাদের কল্যাণের কথাই বলছি।

৮৮. অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকদেরকে তিনি বললেন, তোমরা এ সব ফিতনাবাজ শয়তান মোড়লদের পিছনে চলে ধ্বংস হয়ো না। এরা তো পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ করে বেড়ায়। শান্তি স্থাপন ও মানুষের কল্যাণ করা এদের কাজ নয়।

(١٥٤) مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ○

(١٥٥) قَالَ هٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ○

(١٥٦) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

(١٥٧) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نٰدِمِينَ ○

১৫৪. তুমিও তো আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ নও।[৮৯] সুতরাং তুমি কোন নিদর্শন পেশ কর যদি তুমি হয়ে থাক সত্যবাদী।[৯০]

১৫৫. সে বলল, এই যে উটনী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক দিনে।[৯১]

১৫৬. তোমরা এর কোন অনিষ্ট করো না, পাছে মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের উপর এসে পড়ে।[৯২]

১৫৭. কিন্তু তারা তাকে বধ করল, ফলে তারা অনুতপ্ত হল।[৯৩]

---

৮৯. ছামূদ জাতি তাঁকে বলল, তোমার মধ্যে আমাদের চেয়ে এমন কোন্ গুণটা বেশী আছে যে, তুমি নবী বনে গেলে ? মনে হচ্ছে কেউ তোমাকে জাদু করেছে, যার দরুন তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। (নাঊযুবিল্লাহ্)

৯০. অর্থাৎ তুমি যদি নবীই হয়ে থাক এবং আমাদের চেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাক তবে আল্লাহ্কে বলে এমন কোন নিদর্শন দেখাও, যাতে আমরাও মানতে বাধ্য হই। তারপর বলল, এই পাথর খণ্ডটি হতে অমুক অমুক এই গুণের একটি উটনী বের করে দাও। হযরত সালিহ (আ) দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার অসীম শক্তিবলে এরূপ নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন।

৯১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, পাথরের ভেতর থেকে আল্লাহ্র কুদরতে হযরত সালিহ (আ) এর দু'আয় উটনী জন্ম নিল। সেটি চলা-ফেরা, ছোটাছুটি করত। যেই মাঠে চরত বা যেই জলাশয়ে পানি পান করতে যেত সেখান থেকে আর সব পশু পালিয়ে এক পাশে সরে যেত। তখন স্থির করা হল যে, জলাশয়ে পানি খেতে একদিন যাবে সেই উটনীটি এবং অন্য দিন তাদের পশু।

৯২. অর্থাৎ উটনীর সাথে কোন রকম দুর্ব্যবহার করবে না। নতুবা তোমরা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে।

৯৩. এক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের বাড়িতে গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল প্রচুর। সে দানা-পানির সংকটে পড়ে শেষ পর্যন্ত তার ঘনিষ্ঠ একজনকে প্ররোচিত করল। সে গিয়ে উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল। এর তিন দিন পর আযাব আসে (মুযিহুল-কুরআন)। এ ঘটনাও পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

(١٥٨) فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

(١٥٩) وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

(١٦٠) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِیْنَ ۝

(١٦١) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(١٦٢) اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۝

(١٦٣) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِیْعُوْنِ ۝

(١٦٤) وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(١٦٥) اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(١٦٦) وَ تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

১৫৮. তারপর তাদেরকে গ্রাস করল শাস্তি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে নিদর্শন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই নয় বিশ্বাসী।

১৫৯. তোমার প্রতিপালক; তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৬০. লূতের সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল রাসূলগণকে।

১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না ?

১৬২. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১৬৩. সুতরাং তোমরা ভয় কর আল্লাহ্কে এবং মেনে চল আমার কথা।

১৬৪. আমি এর জন্য তোমাদের কাছে চাই না কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো জগত-পালকের কাছে।

১৬৫. তোমরা কি উপগত হও পুরুষদের সাথে গোটা বিশ্বের মধ্যে ?[৯৪]

১৬৬. এবং পরিহার কর তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে ? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।[৯৫]

হযরত লূত (আ) ও তার সম্প্রদায়

৯৪. অর্থাৎ তোমাদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য জগতের মধ্যে কেবল পুরুষরাই রয়ে গেল। অথবা, জগতের মধ্যে কেবল তোমরাই এক জাতি যারা এইরূপ ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত।

৯৫. অর্থাৎ এই স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হয়ে তোমরা মনুষ্যত্বের গণ্ডী থেকে বের হয়ে গেছ।

(١٦٧) قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ○

(١٦٨) قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ○

(١٦٩) رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

(١٧٠) فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ○

(١٧١) اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ○

(١٧٢) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

(١٧٣) وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

১৬৭. তারা বলল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে তোমাকে নির্বাসিত করে দেওয়া হবে।[৯৬]
১৬৮. সে বলল, আমি তোমাদের কর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করি।[৯৭]
১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা কর তারা যা করছে তা থেকে।[৯৮]
১৭০. সুতরাং আমি রক্ষা করলাম তাকে এবং তার পরিবারস্থ সকলকে।
১৭১. তবে একটি বৃদ্ধা ব্যতীত যে রয়ে গিয়েছিল পেছনে রয়ে যাওয়া লোকজনদের মধ্যে।[৯৯]
১৭২. তারপর আমি ধ্বংস করে দেই সেই বাদ-বাকীদেরকে।
১৭৩. তাদের উপর বর্ষণ করি এক বৃষ্টি। কত নিকৃষ্ট ছিল ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য সে বৃষ্টি।[১০০]

---

৯৬. অর্থাৎ এসব ওয়ায-নসীহত রেখে দাও। আর যদি আমাদেরকে বিরক্ত কর, তবে আমরা তোমাকে এ জনপদ থেকে বের করে দেব।

৯৭. এজন্যে আমি অবশ্যই তোমাদের এ কু-কর্মের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে যাব। আমি উপদেশ হতে নিবৃত্ত হতে পারি না।

৯৮. লূত (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করলেন যে, এদের অশুভ পরিণাম ও দুর্গতি হতে আমাদের রক্ষা কর এবং এদেরকে ধ্বংস কর।

৯৯. লূত (আ)-এর স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। সে ছিল বৃদ্ধা এবং সে দুষ্কৃতিকারীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। সুতরাং আযাব আসলে সেও ধ্বংস হয়ে যায়।

১০০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জনপদ উল্টিয়ে দেন এবং আকাশ হতে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এভাবে তারা সব দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এদের ঘটনাও সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে বিস্তারিত চলে গেছে।

(١٧٤) اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

(١٧٥) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

(١٧٦) كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔیْكَةِ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

(١٧٧) اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

(١٧٨) اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ ۝

(١٧٩) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ ۝

(١٨٠) وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(١٨١) اَوْفُوا الْكَیْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۝

১৭৪. নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছে নিদর্শন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই নয় বিশ্বাসী।
১৭৫. তোমার প্রতিপালক তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।
১৭৬. বনের অধিবাসীরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল রাসূলগণকে।১০১
১৭৭. যখন শুআয়ব তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় কর না ?
১৭৮. আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।
১৭৯. সুতরাং ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং কথা মেনে চল আমার।
১৮০. আমি তোমাদের নিকট এজন্য চাই না কোন প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো জগত-পালকের কাছে।
১৮১. তোমরা পূর্ণ মাত্রায় মাপ দিবে আর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না তাদের যারা মাপে কম দেয়।

হযরত শুআয়ব (আ) ও বনবাসীর বৃত্তান্ত

১০১. ইব্‌ন কাছীর (র) লেখেন, 'আসহাবুল-আয়কা' তথা বনের অধিবাসী বলতে মাদয়ানবাসীকেই বুঝানো হয়েছে। 'আয়কা' ছিল এক জাতীয় বৃক্ষ। তারা এর পূজা করত। এ কারণেই তাদেরকে 'আসহাবুল আয়কা' বলা হয়েছে। আর এ কারণেই হযরত শুআয়ব (আ)-কে اخوهم (তাদের ভাই) শব্দে ব্যক্ত করা হয়নি। কেননা, নবীগণের ভ্রাতৃত্ব কেবল জাতিগত ও বংশীয় সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল নয়। যদি 'মাদয়ান'-এর উল্লেখ করা হত তবে اخوهم বলা সংগত হত, কিন্তু 'আসহাবুল আয়কা' বলে একটি ধর্মীয় অভিধায় সে জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় اخوهم বলতে তা হযরত শুআয়ব (আ)-এর নবুওয়াতী মর্যাদার সংগে সংগতিপূর্ণ হত না। যা হোক, 'আসহাবুল আয়কা' ও 'মাদ্‌য়ান' অভিন্ন সম্প্রদায়। হযরত শুআয়ব (আ)-এদেরই প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। পূর্বেও এদের সম্পর্কে কিছুটা আলোচিত হয়েছে।

(١٨٢) وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۝

(١٨٣) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

(١٨٤) وَ اتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٨٥) قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝

(١٨٦) وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

(١٨٧) فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(١٨٨) قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮২. এবং ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়।১০২

১৮৩. আর লোকদেরকে কম দিও না তাদের প্রাপ্য বস্তু এবং দেশে বেড়িয়ো না অশান্তি বিস্তার করে।১০৩

১৮৪. এবং ভয় কর সেই সত্তাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহকে।

১৮৫. তারা বলল, তোমাকে তো কেউ জাদু করেছে।

১৮৬. আর তুমিও তো আমাদের মত একজন মানুষ বৈ নও! আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।১০৪

১৮৭. কাজেই আমাদের উপর ফেলে দাও আকাশের একটি খণ্ড, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।১০৫

১৮৮. সে বলল, আমার প্রতিপালক অধিকতর জ্ঞাত, তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে।১০৬

---

১০২. (এ সম্প্রদায়ের স্বভাব ছিল মাপে কম দেওয়া) শুআয়ব (আ) তাদেরকে বললেন, লেনদেনে খিয়ানত ও বেইনসাফী করো না। নেওয়ার সময় যেমন পূর্ণমাত্রায় মেপে নাও, দেওয়ার সময়ও তেমনি পূর্ণমাত্রায় দিও।

১০৩. অর্থাৎ দেশের ভেতর লুটতরাজ করে বেড়িয়ো না এবং মানুষের হক মেরে খেয়ো না।

১০৪. অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস, তোমার নবুওয়াতের দাবী এবং আযাব ইত্যাদির হুমকি-ধমকি সবই মিথ্যা জারিজুরি।

১০৫. যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে আসমানের বা মেঘের কোন খণ্ড নিপতিত করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছ না কেন ?

১০৬. শুআয়ব (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন কোন্ অপরাধে কখন কি পরিমাণ শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ ছিল শুধু সাবধান করে দেওয়া। তা আমি করেছি।

(১৮৯) فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

(১৯০) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(১৯১) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

(১৯২) وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(১৯৩) نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝

(১৯৪) عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

১৮৯. তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। ফলে, তাদেরকে পাকড়াও করল মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি। নিশ্চয়ই তা ছিল এক মহাদিবসের শাস্তি।১০৭

১৯০. নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই নয় বিশ্বাসী।

১৯১. তোমার প্রতিপালক তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৯২. আর এ কুরআন অবতীর্ণ জগত-পালকের পক্ষ হতে।

১৯৩. এটা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্বস্ত ফেরেশতা।

১৯৪. তোমার অন্তরে, যাতে করে তুমি হও সতর্ককারী।১০৮

---

১০৭. কালো শামিয়ানার মত মেঘ দেখা দিল। তা থেকে অগ্নিবর্ষিত হল। নীচ থেকে ভূমিকম্প হল। ভয়াল তীব্র ধ্বনিতে এক প্রলয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হল এবং এভাবে গোটা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এদের ঘটনাও ইতোপূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। একটিবার সেখানকার টীকা দেখে নেওয়া হোক।

যোগসূত্র ঃ সূরার শুরুতে কুরআন মাজীদের উল্লেখ ছিল এবং তার সত্যতায় অবিশ্বাস করলে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছিল। মাঝখানে সত্যে অবিশ্বাসীদের কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর আবার পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে যাওয়া হয়েছে।

কুরআন নাযিলের প্রক্রিয়া

১০৮. অর্থাৎ কুরআন তো সেই পবিত্র মহাগ্রন্থ যা আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন, জিবরাঈল আমীন বহন করে এনেছেন এবং তোমার স্বচ্ছ ও পবিত্র অন্তরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে এই গুরুভার আমানত বহন করার ও সামাল দেওয়ার যোগ্য কেবল এ অন্তরই ছিল। সুতরাং কুরআনের ওহী আসল এবং সোজাসুজি তোমার অন্তরে স্থাপিত হল। তুমি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা শুনেছ-বুঝেছ ও হিফাযত করেছ।

(১৯৫) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝
(১৯৬) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।১০৯
১৯৬. আর এটা লিখিত আছে পূর্ববর্তীদের কিতাবে।১১০

সম্ভবত عَلٰى قَلْبِكَ শব্দের মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কুরআনে নাযিলের যে দুই পদ্ধতির কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম পদ্ধতিতেই নাযিল বেশী হত আর তা হচ্ছে صَلْصَلَةُ الْجَرَسِ অর্থাৎ 'ঘণ্টাধ্বনির' মত আসা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ফেরেশতার মানবাকৃতি ধারণ করে মুখোমুখি এসে কথা বলা। মুহাক্কিক আলিমগণের মতে উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথম অবস্থায় নবী করীম (সা)-কে মনুষ্যত্ব হতে মুক্ত হয়ে ফেরেশতা প্রকৃতির দিকে অধিরোহণ করতে হত। তখন শারীরিক ইন্দ্রিয়সমূহকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে কেবল রূহানী শক্তি ও আত্মিক ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতেন। হৃদয়ের কান দিয়ে ওহীর আওয়ায শুনতেন, হৃদয়ের চোখ দিয়ে ফেরেশতাকে দেখতেন এবং হৃদয়ে গচ্ছিত শক্তি দ্বারা ওহীর জ্ঞান আহরণ ও সংরক্ষণ করতেন। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় অবস্থায় ফেরেশতাকে তার ফেরেশতাত্ব হতে মনুষ্যত্বের দিকে অবরোহণ করে আসতে হত। তখন নবী তাঁর বাহ্যিক চোখ দ্বারা ফেরেশতাকে দেখতেন, এ কান দ্বারাই তাঁর কথা শুনতেন। এ কারণেই ওহীর প্রথম প্রকার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে هُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ (এই প্রকারের ওহী আমার পক্ষে সর্বাধিক দুর্বহ), যেহেতু এ সময় তাঁকে মনুষ্যত্ব হতে ফেরেশতা প্রকৃতির দিকে অধিরোহণ করতে হত।

১০৯. অর্থাৎ অবতীর্ণ করেন অত্যন্ত বিশুদ্ধ, অলংকারপূর্ণ, সুস্পষ্ট ও সাবলীল আরবী ভাষায়। এত দ্বারা জানা গেল, عَلٰى قَلْبِكَ এর অর্থ এ নয় যে, কেবল কুরআনের বিষয়বস্তুই প্রিয়নবী (সা)-এর অন্তরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারপর তিনি তা নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, বরং বিষয়বস্তু ও ভাষা উভয়ই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

কুরআন কোন অপ্রত্যাশিত গ্রন্থ নয়

১১০. অর্থাৎ কুরআন ও তার বাহক সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। অতীতের নবীগণ সর্বকালেই এ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে এসেছেন। সুতরাং অভাবনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন সত্ত্বেও আজও সে সব গ্রন্থে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর এক বিপুল বহর পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুরআনের অধিকাংশ বিষয়বস্তু সংক্ষেপে কি বিস্তারিত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। বিশেষত ঘটনাবলী, তাওহীদ, রিসালাত আখিরাত ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা। সমস্ত আসমানী কিতাবের মূল বক্তব্য এগুলো। সমস্ত নবী-রাসূলই এগুলো প্রচার করে গেছেন।

(১৯৭) اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

(১৯৮) وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۝

(১৯৯) فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

১৯৭. তাদের জন্য কি এটা নিদর্শন নয় যে, এ সম্পর্কে অবগত বনী ইসরাঈলের আলিমগণ ?১১১

১৯৮. আমি যদি এ কুরআন নাযিল করতাম কোন অনারবের প্রতি,

১৯৯. এবং সে তা পড়ে শোনাত তাদেরকে, তবু তারা তাতে করত না বিশ্বাস।১১২

কুরআনের সত্যতার আরেক প্রমাণ

১১১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলিমগণ ভাল করে জানে যে, এটাই সেই কিতাব এবং ইনিই সেই নবী যে সম্পর্কে আবহমানকাল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হয়ে এসেছে এবং আসমানী কিতাবসমূহে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে এবং কেউ তাদের একান্ত মজলিসে এ সত্য স্বীকার করে। কোন কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। যথা হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) ও তাঁর সাথিগণ। অর্থাৎ একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ও আল্লাহ্‌ভীরু হৃদয়ের অধিকারী ন্যায়নিষ্ঠ ও সমঝদার ব্যক্তির জন্য এ জিনিসের মধ্যে মস্ত বড় নিদর্শন রয়েছে যে, অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতগণও নিজেদের অন্তরে কুরআনের সত্যতা উপলব্ধি করে, যদিও কোন কারণে অনেক সময় তা প্রকাশ করার সাহস করে না।

কুরআন যে মহানবী (সা)-এর রচিত নয় এ সম্পর্কিত সংশয়ের জবাব

১১২. অর্থাৎ আপনি তো আরবের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাঞ্জল ভাষী। মক্কার মুশরিকরা হয়ত বলে বসবে যে, কুরআন আপনি স্বয়ং রচনা করে নিয়েছেন, অথচ কুরআন এরূপ অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্বের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থিত, যার কোন নযীর সমস্ত জিন ও ইনসান মিলেও পেশ করতে সক্ষম নয়। তবু এরূপ বেফাস উক্তি তারা করতে পারে বৈকি! কিন্তু তাদের হঠকারিতা ও দুর্ভাগ্য তো এই পর্যায়ের যে, মনে কর এ কুরআন যদি আমি কোন অপ্রাঞ্জল ভাষী আরব কিংবা এক হরফও আরবী বলতে পারে না এমন কোন অনারব ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম কিংবা অসম্ভব হলেও মনে কর কোন অবোধ পশুর উপর অবতীর্ণ করতাম তবুও ওরা মানত না। তখন অন্য কোন প্রশ্ন উত্থাপন করত।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, কাফিররা বলত, কুরআন আরবী ভাষায় এসেছে। এ নবীর ভাষাও আরবী। হয়ত তিনি নিজেই এটা রচনা করেন। যদি অন্য কোন

(২০০) كَذٰلِكَ سَلَكۡنٰهُ فِیۡ قُلُوۡبِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ؕ

(২০১) لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِهٖ حَتّٰی یَرَوُا الۡعَذَابَ الۡاَلِیۡمَ ۙ

(২০২) فَیَاۡتِیَهُمۡ بَغۡتَةً وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ۙ

(২০৩) فَیَقُوۡلُوۡا هَلۡ نَحۡنُ مُنۡظَرُوۡنَ ؕ

২০০. এভাবেই আমি তা (অবিশ্বাস) ঢুকিয়ে দিয়েছি অপরাধীদের অন্তরে।
২০১. তারা তাতে ঈমান আনবে না, যাবত না দেখতে পাবে মর্মন্তুদ শাস্তি।১১৩
২০২. আর সে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে আকস্মিকভাবে; তারা তা টেরও পাবে না।
২০৩. তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেওয়া হবে?১১৪

ভাষাভাষীর প্রতি আরবী কুরআন অবতীর্ণ করা হত, তবে আমরা বিশ্বাস করতাম। আল্লাহ্ বলছেন, ধোঁকাবাজের মন কোন কিছুই মানতে চায় না। তখন তারা অন্য কোন অজুহাত দেখাত। বলত, নিশ্চয়ই কেউ তাকে শিখিয়ে যায়। (মূযিহুল-কুরআন)

পাপের পরিণাম ইহজগতে

১১৩. অর্থাৎ যারা অপরাধ ও পাপাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং নিজের শক্তিসমূহকে দুষ্কৃতি ও অহংকার-অহমিকার মধ্যে নিয়োজিত রাখে আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদের রশিতে ঢিল দেন এবং তাদের অন্তরে অবিশ্বাস-অস্বীকৃতির শিকড় বসিয়ে দেন। এ ব্যাখ্যা তরজমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু বহু তাফসীরবেত্তা سَلَكۡنٰهُ -এর সর্বনামকে কুরআনের দিকে ফিরিয়েছেন। অর্থাৎ আমি অপরাধীদের অন্তরে কুরআনকে এভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছি যে, তারা ভাল করে জানে এটা মানুষের কথা হতে পারে না। তথাপি হঠকারিতার কারণে ঈমান আনতে পারে না; বরং সমানে অবিশ্বাস করা যায়। হ্যাঁ, যখন দুনিয়া বা আখিরাতে স্বচক্ষে মর্মন্তুদ শাস্তি দেখতে পাবে, তখন বলবে, সত্য বটে নবী সঠিক ছিলেন। তার বয়ে আনা কিতাব আল্লাহ্‌র কালাম ছিল, কিন্তু তখন স্বীকার করলে তা কী কাজে আসবে।

১১৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব সহসা যখন মাথার উপর এসে পড়বে, তখন বলবে, আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তাহলে এবার আমরা তাওবা করে নিজেদের চাল-চলন সংশোধন করে আসব এবং নবীর অনুসরণ করে দেখাব। দুনিয়ায় বসে তো আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়া দেখাচ্ছিল, কিন্তু এখন অবকাশ প্রার্থনা করছে।

(٢٠٤) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ○
(٢٠٥) اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ○
(٢٠٦) ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○
(٢٠٧) مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ○
(٢٠٨) وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ○
(٢٠٩) ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○
(٢١٠) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ○

২০৪. তবে কি তারা চায় আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে ?

২০৫. আচ্ছা দেখ তো আমি যদি তাদেরকে ভোগ-বিলাস করতে দেই।

২০৬. তারপর তাদের নিকট এসে পড়ে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তা বছরের পর বছর ধরে।

২০৭. তখন তাদের কী কাজে আসবে সে ভোগ বিলাস ?১১৫

২০৮. আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য ছিল না সতর্ককারীরা।

২০৯. স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমার কাজ নয় যুলুম করা।১১৬

২১০. এ কুরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি শয়তান।

---

১১৫. অর্থাৎ বছরের পর বছর যে অবকাশ ও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তখন তা কোন কাজে আসবে না। তখন এই সুদীর্ঘকালের অবকাশ সম্পর্কেও মনে হবে যেন কোন অবকাশই ছিল না। যেন বড় তাড়াতাড়ি তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে — كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا 'যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে'। (নাযিআত–৭৯ ঃ ৪৬)

১১৬. অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়কে সহসাই কুপোকাত করে দেওয়া হয়নি। আযাব পাঠানোর আগে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করার জন্য নবী পাঠানো হয়েছে, যাতে মানুষ উদাসীন না থাকে। পরিশেষে যখন কোন অবস্থাতেই ঈমান আনেনি তখন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

(২১১) وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

(২১২) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝

২১১. তারা এর যোগ্যও নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না।১১৭

২১২. তাদেরকে তো শ্রবণের স্থান হতে দূর করে দেওয়া হয়েছে।১১৮

কুরআন মাজীদের মাহাত্ম্য

১১৭. মাঝখানে অবিশ্বাসীদের অবস্থা তুলে ধরার পর আবার মূল বিষয়বস্তু (وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ) এর দিকে ফিরে গিয়ে তার পরিসমাপ্তি ও পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এ কিতাব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে জিবরাঈল আমীন নিয়ে এসেছেন। এটা শয়তানের শেখানো জিনিস নয়। তা শয়তানের পক্ষে এরূপ কিতাব পেশ করা কী করেই বা সম্ভব ? তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যই তো হচ্ছে গোমরাহী, অশান্তি ও অন্ধকার বিস্তার করা। যেখানে এ কিতাব হিদায়াত, শান্তি ও আলোয় পরিপূর্ণ। এর তা'লীম লাভ করে এমন এক দল লোক গড়ে ওঠেছে যাদের চেয়ে বেশি পবিত্র, ও আল্লাহ্ভীরু কোন জামাআত আসমানের নীচে এক নবী-রাসূল ছাড়া জন্ম নেয়নি। কাজেই এ কিতাবের বিষয়বস্তু এবং শয়তানদের স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে কোন মিল নেই। বরং এই আজিমুশ-শান, বরকতময় মহাগ্রন্থের গুরুভার বহন করারও উপযুক্ত তারা নয়। ইরশাদ হয়েছে—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

'যদি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করতাম পাহাড়ের উপর তুমি দেখতে তা বিনীত এবং বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে আল্লাহ্র ভয়ে। (হাশর– ৫৯ ঃ ২১)

বর্ণিত আছে, কোন কোন মুশরিকের ধারণা ছিল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কোন জিন্ এসে এ কুরআন শিখিয়ে দিয়ে যায়। বুখারী শরীফে আছে, একবার ওহী আসতে কিছু বিলম্ব ঘটে। তখন একটি স্ত্রীলোক মহানবী (সা)-কে বলল, তোমার শয়তান জিন তোমাকে ত্যাগ করেছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে ধারণাকেই খণ্ডন করা হয়েছে।

কুরআন নাযিলের পথে গায়েবী পাহারা

১১৮. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের সময় তার হিফাজতের জন্য এমন অদৃশ্য পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, শয়তানেরা (দুষ্ট জিনেরা) তার কাছেও পৌঁছতে পারত না এবং তার একটি হরফও গায়েব করতে সক্ষম হত না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا

(٢١٣) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ۚ

(٢١٤) وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

(٢١٥) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২১৩. সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বূদকে ডেক না। ডাকলে তুমি শাস্তিতে পতিত হবে।১১৯

২১৪. তুমি আপন নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও।১২০

২১৫. এবং তোমার ডানা নুইয়ে রাখ তাদের জন্য যে সব মু'মিন তোমার অনুসরণ করেছে।১২১

[জিনেরা বলেছিল] পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসে থাকতাম সংবাদ শোনবার জন্য। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে সম্মুখীন হয় তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের। (জিন– ৭২ ঃ ৯)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন– فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا 'আল্লাহ্ প্রহরী নিযুক্ত করেন তাঁর রাসূলের সামনে ও পেছনে।' (জিন– ৭২ ঃ ২৭)। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন,

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

অনুপ্রবেশ করবে না, কোন মিথ্যা এতে সম্মুখ হতেও নয়, পেছন থেকেও নয়। এটা প্রজ্ঞাময় অবতীর্ণ প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হতে (হা-মীম সাজদা– ৪১ ঃ ৪২)

দুষ্ট জিনদের কর্তৃক গায়বী সংবাদ আহরণের প্রচেষ্টা ও তাতে তাদের ব্যর্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা হিজরে চলে গেছে। বিষয়টি সেখানে দ্রষ্টব্য।

১১৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়ে অন্যদেরকে তাকীদ করা হচ্ছে যে, এ কুরআন এখন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, শয়তানদের বিন্দুমাত্র দখল এতে নেই, তখন তোমাদের অবশ্য কর্তব্য এর শিক্ষা মেনে চলা, যার মূল বস্তু হচ্ছে, তাওহীদ। সাবধান কুফ্‌র, শির্‌ক ও মিথ্যাচারের শয়তানী পথ অনুসরণ করো না। নচেৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির কোন উপায় থাকবে না।

নিকটাত্মীয়দের সতর্কীকরণের নির্দেশ

১২০. অর্থাৎ অন্যদের আগে নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। কেননা, হিতাকাঙ্খার ব্যাপারে তাদের হক অগ্রগণ্য। তাছাড়া এমনিতেও মানুষের সত্যতা ও বিশ্বস্ততা আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারাই যাচাই করা হয়ে থাকে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন। এ আয়াত নাযিল হলে হযরত (সা) কুরায়শের লোকদেরকে ডেকে তা শুনিয়ে দেন এবং নিজের চাচা, ফুফু এমনকি কন্যাকে পর্যন্ত ডেকে বলে দেন, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার ফিকির নিজেরাই কর। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

১২১. অর্থাৎ আপন-পর নির্বিশেষে সমস্ত মু'মিন নর-নারীর প্রতি সদয় থাক।

(٢١٦) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۚ

(٢١٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۙ

(٢١٨) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۙ

(٢١٩) وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

(٢٢٠) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

২১৬. তারপর তারা যদি করে তোমার অবাধ্যতা তবে বলে দাও আমার কোন সম্বন্ধ নেই তোমরা যা কর তার সংগে ।[১২২]

২১৭. এবং নির্ভর কর সেই পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের প্রতি ।[১২৩]

২১৮. যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি উঠ ।

২১৯. এবং তোমার উঠা-বসা সালাত আদায়কারীদের সঙ্গে ।[১২৪]

২২০. নিশ্চয় তিনিই শ্রোতা ও জ্ঞাতা ।

---

১২২. তবে আল্লাহ্‌র হুকুম যে-কেউ অমান্য করবে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর ও তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কর, তা সে আত্মীয়-অনাত্মীয় যাই হোক।

আল্লাহ্ ভরসা, ভয় করো না অবিশ্বাসীদের

১২৩. অর্থাৎ অবাধ্য-অবিশ্বাসী যত শক্তিশালী হোক, যত সংখ্যকই হোক তারা তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সবার থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত। তার মুকাবিলায় দাঁড়াবার সাধ্য নেই কারও। তিনি পরম দয়ালুও বটে। আপন অনুগ্রহে সদা-সর্বদা তোমার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখেন।

১২৪. অর্থাৎ যখন তুমি তাহাজ্জুদের জন্য ওঠ এবং ভক্ত-অনুরক্তদের খোঁজ-খবর নাও যে, তারা আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল, না কি গাফিল (মুযিহুল কুরআন)। অথবা এর অর্থ, তুমি যখন সালাত আদায়ে দণ্ডায়মান হও, জামাআতের সকলের সাথে রুকূ, সিজদা ইত্যাদির জন্য উঠা-বসা কর এবং মুক্তাদীদের তত্ত্বাবধান কর।

কারো কারো মতে سَاجِدِيْنَ দ্বারা প্রিয়নবী (সা)-এর পিতৃ-পুরুষদের বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঔরস পরিক্রমায় তাঁর নূর এক নবী হতে অপর নবীতে স্থানান্তরিত হওয়া এবং সবশেষে নবী হয়ে আগমন করা—এটাই تَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -এর মর্ম। কোন কোন মুফাস্‌সির এর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, প্রিয় নবী (সা)-এর পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন। আল্লাহ্ ভালই জানেন।

(২২১) هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۟ؕ

(২২২) تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۟ۙ

(২২৩) يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۟ؕ

২২১. আমি কি অবহিত করব তোমাদেরকে কার প্রতি অবতীর্ণ হয় শয়তানও ?
২২২. অবতীর্ণ হয় যত সব মিথ্যাচারী, পাপিষ্ঠের প্রতি।১২৫
২২৩. তারা অবতারণা করে শোনা কথার এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক।১২৬

শয়তানী ওহী হয় যাদের প্রতি

১২৫. এখান থেকে আবার কুরআন মাজীদের সত্যতা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, সিজদাকারী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের যেই মহান ইমাম আল্লাহ্ তা'আলার বিষয়ে আপন-পরের কোনও পরওয়া করেন না এবং দুনিয়ার সব কিছু হতে সম্পর্কচ্ছেদ করে এক আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখেন, তার সম্বন্ধে কি এটা কল্পনা করা যায় যে, শয়তান তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসত ? (নাঊযুবিল্লাহ্) বরং এসো, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেই শয়তানী ওহী কী ধরনের লোকের কাছে আসে। তা আসে মিথ্যুক ও দুষ্কৃতিকারী পাপিষ্ঠদের কাছে। কেননা, যারা সৎ ও পুণ্যবান, শয়তান তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। সে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। মিথ্যুক প্রতারকরাই তার পসন্দের লোক। যারা তার মর্যী মত চলে তাদের প্রতি সে প্রসন্ন। কাজেই যে মহামানব সত্যবাদীদের মাথার মুকুট এবং পুণ্যবানদের মধ্যমণি শয়তানী ওহীর সাথে তার কী সম্বন্ধ ? মহানবী (সা)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, তাক্ওয়া আল্লাহ্ভীতি ইত্যাদি গুণাবলী তো তাঁর শৈশব হতে নুবুওয়াত দাবী পর্যন্ত গোটা সম্প্রদায়ের কাছে ছিল অবিসংবাদিত বিষয়। তারা তো তাঁর উপাধিই দিয়েছিল আস্-সাদিক আল আমীন 'সত্যনিষ্ঠ' ও 'বিশ্বস্ত'।

শয়তানী ওহী ও নবুওয়াতী ওহীর প্রভেদ

১২৬. অর্থাৎ শয়তানেরা অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে যে এক-আধটা কথা অসম্পূর্ণভাবে চুরি করে শোনে তার সঙ্গে তারা শতটা মিথ্যা মিলিয়ে তাদের প্রাণের বন্ধু গণক-জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছায়। এই হচ্ছে তাদের ওহীর রহস্য। পক্ষান্তরে নবী-রাসূলগণের ওহীর একটি হরফও একটি বিন্দু-বিসর্গও মিথ্যা হতে পারে না।

কেউ কেউ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ -এর অর্থ করেছেন, শয়তানেরা আসমানের দিকে কান পেতে রাখে, যাতে গায়েবী কোন আওয়াজ কানে পড়ে যায়। অথবা মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠরা শয়তানদের দিকে কান পেতে রাখে, যাতে তাদের পক্ষ হতে কিছু পেয়ে তা চালিয়ে দিতে পারে।

(٢٢٤) وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۞

(٢٢٥) اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۞

(٢٢٦) وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ ۞

২২৪. আর কবিগণ–তা তাদের অনুসরণ করে কেবল পথভ্রষ্টরা।[১২৭]

২২৫. তুমি কি দেখ না তারা প্রতিটি ময়দানে ঘুরে বেড়ায় উদভ্রান্তের মত ?[১২৮]

২২৬. এবং তারা তাই বলে যা তারা করে না ?[১২৯]

---

১২৭. কাফিররা নবী করীম (সা)-কে কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী বলত, কখনও কবি। উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কবিদের কথা নিছক কল্পনা-বিলাস হয়ে থাকে। তার কোন বাস্তবতা ও সারবত্তা থাকে না। এ কারণেই তাদের কথা দ্বারা সভা-সমিতি গরম করা বা উপস্থিত আবেগ-উত্তেজনা ও বাহবা ছাড়া কারও হিদায়াতের কোন কাজ হয় না। অথচ নবীর সাহচর্যে কুরআনের বাণী শুনে অগণিত মানুষ সত্যের সন্ধান পেয়ে যায় এবং বনে যায় আল্লাহ্‌ভীরু সোনার মানুষ।

কবি ও কবিতার স্বরূপ

১২৮. অর্থাৎ কবিরা কোন বিষয় ধরল তো ব্যস, তা নিয়ে এগুতে থাকে। কারও প্রশংসা শুরু করলে তাকে আকাশে তুলে দেয়। আর নিন্দা করলে দুনিয়ার যত দোষ সব তার মধ্যে দেখিয়ে দেয়। আছে কে নাই ও নাই-কে আছে প্রমাণ করাটা তো তাদের বাম হাতের খেল। মোটকথা, মিথ্যা, অতিশয়োক্ত ও কল্পনার যে ময়দানে তারা একবার নামে উদভ্রান্তের মত তার মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, কোনও দিকে ফিরে তাকায় না। এ জন্যই কবিতা সম্পর্কে বলা হয় اَحْسَنِ اَوْ اَكْذَبِ اَوْ যত মিথ্যা তত চমৎকার।

১২৯. অর্থাৎ কবিতা পড়লে মনে হবে রুস্তমের চেয়েও বড় পালোয়ান এবং সিংহের চেয়েও সাহসী, কিন্তু সাক্ষাত হলে দেখবে কাপুরুষের হদ্দ এবং চরম ডরপোক। আবার কখনও দেখা হলে সে কী হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু কবিতা পড়ে দেখ মনে হবে, এই বুঝি নাড়ি থেমে গেল, জান কবজের দেরী নেই। হালী তার মুসাদ্দাস নামক কাব্যগ্রন্থে এদের মিথ্যার সুন্দর চিত্রাঙ্কন করেছেন। মোদ্দাকথা, একজন নবী এবং তাও খাতামুল-আম্বিয়া (সা)-এর সংগে এই শ্রেণীর লোকের কিসের তুলনা ? তাই ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ

আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়; (ইয়াসীন–৩৬ ঃ ৬৯)। তিনি যা-কিছুই বলতেন সবই হত সত্য, সঠিক, নিখুঁত, নির্জলা

(২২৭) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا
مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ○

২২৭. কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকার্য করেছে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছে বেশী বেশী এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে নির্যাতিত হওয়ার পর।১৩০ শীঘ্রই জানতে পারবে অত্যাচারীরা তারা কোন্ দিকে ফিরে যাচ্ছে।১৩১

এবং যাচাই-বাছাইয়ের নিক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ। তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যা-ই শোনা যেত তাই কার্যত প্রত্যক্ষও করা যেত। তা কবি কি এমন হয় এবং একে কি কাব্য বলা যায়? কখনোও নয়, কখনোও নয়।

নির্দোষ কবিতা চর্চার স্বীকৃতি

১৩০. কেউ যদি কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বা সৎ কাজে উদ্দীপনা জোগায় কিংবা কুফ্‌রীর নিন্দা ও মন্দ কাজের প্রতিবাদ করে অথবা যদি কোন অবিশ্বাসী ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে আর সে তার জবাব দেয় অথবা কেউ তাকে কষ্ট-ক্লেশ দেয় এবং সে সীমার ভেতর থেকে তার উত্তর দেয়, তবে এরূপ কাব্যচর্চা দূষণীয় নয়। সুতরাং হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা) এরূপ কবিতাই চর্চা করতেন। তাই প্রিয়নবী (সা) তাঁকে বলতেন, ওদের জবাব দাও, জিবরাঈল তোমার সংগে আছেন।

১৩১. এটা বলা হয়েছে مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا -এর প্রসঙ্গে। অর্থাৎ যুলুম করার পরিণাম যালিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। তারা দেখতে পাবে উট বসে কোন্ কাতে। তাদের সবচেয়ে বড় যুলুম ও অবিচার তো এই যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীগণকে তারা গণক-জ্যোতিষী ও কাবি নাম দিয়ে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

[সূরা শুআরার তাফসীর সমাপ্ত]

সূরা নাম্‌ল

৯৩ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(٢) هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(٣) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۙ

১. তা-সীম-মীম। এগুলো হচ্ছে আয়াত কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের,

২. হিদায়াত এবং সুসংবাদ মু'মিনদের জন্যে।

৩. যারা কায়েম করে সালাত, দেয় যাকাত এবং বিশ্বাস করে আখিরাতে।

৪. যারা বিশ্বাস করে না আখিরাত, তাদের দৃষ্টিতে আমি শোভন করে দিয়েছি তাদের কাজকে। ফলে তারা ঘুরে বেড়ায় উদ্ভ্রান্তভাবে।[১]

পরিণাম-চিন্তাহীন মানুষের দৃষ্টিতে ইহজগত ও ধর্মহীনতাই সুন্দর

১. অর্থাৎ পরিণাম সম্পর্কে যাদের চিন্তা নেই এবং নেই আগামীর ভাবনা, তারা এই নশ্বর জগতের ফিকিরেই নিমজ্জিত থাকে। তাদের যাবতীয় চেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু এই দু'দিনের জীবন। যে কিতাব ও যে নবী তাদেরকে যে দিক হতে ফিরিয়ে আখিরাতমুখী হওয়ার আহ্বান জানায় তার কথায় তারা কর্ণপাত করবে কেন ? তারা দুনিয়ার মোহ ও বিষয়াসক্তিতে বিভোর থেকে পথ-প্রদর্শকদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়ে এবং আসমানী

(٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ○

(٦) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ○

(٧) إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ
آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ○

৫. এরাই তারা, যাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং আখিরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

৬. আর তোমার কাছে তো কুরআন পৌঁছে এক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের পক্ষ হতে।[৩]

৭. যখন মূসা বলল, তার পরিবারবর্গকে আমি দেখেছি[৪]এক আগুন। আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি কোন সংবাদ অথবা নিয়ে আসছি জ্বলন্ত অঙ্গার, যাতে তোমরা সেঁকতে পার।[৫]

কিতাবকে লক্ষ্য করে নিন্দা-বান ছোড়ে। নবী-রাসূলকে করে পরিহাস। আর এ সব কাজ তাদের কাছে অতি উত্তম, ভারী সুন্দর, যে কারণে তারা উত্তরোত্তর গোমরাহীর মাত্রাই বাড়াতে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ শোভন করে তোলার কাজকে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এ হিসেবে যে, সব কিছুর স্রষ্টা তো তিনিই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনও কারণ থেকেই কার্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। এ হিসেবেই অন্যত্র বিভ্রান্তকরণ, মোহরাঙ্কিতকরণ ইত্যাদি কাজকে তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। সূরা নাম্‌লের প্রারম্ভিক এ আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু এবং সূরা বাকারার প্রারম্ভিক আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কাজেই সেখানে একবার দৃষ্টি বুলানো যেতে পারে।

২. অর্থাৎ আখিরাতে এরাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য

৩. অর্থাৎ এ হতভাগাদেরকে বিভ্রান্তির মরুভূমিতে ঘুরপাক খেতে দাও। তারা যখন কুরআন মাজীদের মূল্য বুঝল না এবং তার হিদায়াত ও সুসংবাদ দ্বারা উপকার লাভ করল না, তখন এরূপ পরিণতিই তাদের অনিবার্য ছিল। তুমি আল্লাহ্‌র শুক্র আদায় কর যে, প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ সত্তার শ্রেষ্ঠতম কিতাব তোমাকে দেওয়া হয়েছে, যার থেকে সর্বদা নতুন নতুন ফায়দা তোমরা লাভ করে থাক এবং যার মধ্যে মু'মিনদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ আর অবিশ্বাসীদের জন্যে বর্ণিত হয়েছে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, যাতে করে সত্যপন্থী বিশ্বাসীদের অন্তর আরও শক্তিশালী হয় এবং মিথ্যার সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষকগণ নিজেদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হয়। সুতরাং এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সামনে হযরত মূসা (আ) ও ফিরআওনী সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে।

(৮) فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْۢ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(৯) يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৮. তারপর সে যখন পৌঁছল তার কাছে তখন ঘোষিত হল, বরকতময় সে, যে আছে আগুনের মধ্যে এবং যে আছে এর আশেপাশে।[৬] পবিত্র আল্লাহ্‌র সত্তা, যিনি প্রতিপালক সমগ্র বিশ্বের।[৭]

৯. হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৮]

মাদয়ান হতে মিসরের পথে হযরত মূসা (আ) এবং নবুওয়াত লাভ

৪. তিনি এটা বলেছিলেন মাদয়ান হতে মিসর যাওয়ার পথে 'তুওয়া' নামক উপত্যকার কাছে পৌঁছে। যখন তীব্র শীতের অন্ধকার রাতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা সূরা তা-হা-এর টীকায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৫. অর্থাৎ আগুনের কাছে কেউ থাকলে তার কাছ থেকে পথের খোঁজ নিয়ে আসি আর তা না হলে অন্ততপক্ষে সেঁক-তাপের জন্য কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার তো আনতে পারব।

৬. আগুনের কাছে পৌঁছে জানা গেল এটা দুনিয়ার আগুন নয়, বরং গায়েবী ও নূরের আলো, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী প্রকাশ পাচ্ছিল। সম্ভবত এটাই সে বস্তু যে সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে حجابه النار 'তাঁর পর্দা হচ্ছে আগুন' অথবা حجابه النور। 'তাঁর পর্দা নূর'।

তারপর গায়েবী আওয়াজ পাওয়া গেল— اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا অর্থাৎ এই ভূ-খণ্ডটি বরকতময়, আগুনের এ জ্যোতিও বরকতময় এবং এর ভেতরে বা আশে-পাশে যারা আছে, যেমন ফেরেশতা বা খোদ মূসা (আ) সকলেই বরকতময়। সম্ভবত হযরত মূসা (আ)-এর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর প্রতি সম্মান ও অভিবাদনস্বরূপ এ সব কথা বলা হয়েছিল।

৭.অর্থাৎ স্থান, দিক, দেহ, আকৃতি এবং বর্ণ ইত্যাদি যা কিছু সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা পবিত্র। আগুনে তাঁর তাজাল্লীর অর্থ এ নয় যে, তাঁর পবিত্র সত্তা আগুনের মধ্যে প্রবিষ্ট ও একীভূত হয়ে গিয়েছিল (নাঊযুবিল্লাহ্)। আয়নার ভিতর গোটা বিশ্বে আলো বিকিরণকারী সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে তাই বলে কি কোন আহমক বলবে যে, গোটা সৌরজগত ছোট্ট সে আয়নার মধ্যে ঢুকে পড়ে?

৮. অর্থাৎ এইক্ষণে তোমার সঙ্গে কথোপকথনকারী হচ্ছি স্বয়ং আমি। এ সব ঘটনা সূরা 'তা-হা'তে বিস্তারিত চলে গেছে।

(١٠) وَاَلْقِ عَصَاكَ ؕ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ
يُعَقِّبْ ؕ يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ ۫ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ۝
(١١) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًاۢ بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
(١٢) وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝

১০. এবং তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি। অনন্তর সে যখন সেটিকে ছুটাছুটি করতে দেখল সাপের মত ফণা তুলে[৯] তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকাল না।[১০] হে মূসা! ভয় পেও না। আমি তো এমন যে, রাসূলগণ ভয় পায় না আমার সান্নিধ্যে।[১১]

১১. তবে যারা যুলুম করবার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাদের প্রতি তো আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১২]

১২. এবং তোমার হাত ঢুকিয়ে দাও আপন জামার বুক সংলগ্ন ভিতরের অংশে। তা বের হয়ে আসবে নির্দোষ শুভ্র হয়ে। এ দু'টিসহ নয়টি নিদর্শনসহ তুমি যাও ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল অবাধ্য সম্প্রদায়।[১৩]

---

৯. সম্ভবত প্রথম দিকে হালকা-পাতলা ছিল। অথবা দ্রুত ছোটাছুটির বিষয়টিকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অবয়বের ক্ষুদ্রতাকে নয়।

১০. এটা ছিল সহজাত ভীতি, যা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়।

১১. অর্থাৎ সান্নিধ্য ও মনোনয়নের এই পুণ্যধামে উপনীত হয়ে এরূপ জিনিসে ভয় পাওয়ার কী অর্থ থাকতে পারে? নবী-রাসূলদের জন্য এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, তারা আমার দরবারে পৌঁছে লাঠি বা সাপ কিংবা অন্য কোন মাখলূককে ভয় করবে। এখানে এসে তো হৃদয়ের পরম প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করা চাই।

১২. এটা পূর্বের সাথে সম্বন্ধ রহিত ব্যতিক্রম (استثناء منقطع) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে ভয়-ভীতি কেবল তারই হতে পারে যে, অন্যায়-অবিচার ও ভুল-ত্রুটি করে এসেছে। এমনকি তার ব্যাপারেও আমার দরবারে এই নিয়ম রয়েছে যে, অন্যায় করার পর যদি আন্তরিকভাবে তাওবা করে চাল-চলন সংশোধন করে ফেলে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দ কাজের প্রভাব মুছে ফেলে আমি তাকে আপন করুণায় ক্ষমা করে দেই।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, হযরত মূসা (আ)-এর দ্বারা অসতর্কতাবশত একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল। এক কাফিরের মৃত্যু ঘটেছিল তাঁর হাতে। তাঁর অন্তরে সে ভুলের ভাবনা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন।

(١٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ
(١٤) وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۚ
(١٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ
فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

১৩. যখন তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলী আসল তাদেরকে বুঝানোর জন্য তখন তারা বলল, এটা স্পষ্ট জাদু।[১৪]
১৪. তারা এগুলো প্রত্যাখ্যান করল, অন্যায় ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে, যদিও তাদের অন্তর বিশ্বাস করেছিল সেগুলো সত্য বলে। সুতরাং দেখ, পরিণাম কী হয়েছিল অনর্থ সৃষ্টিকারীদের।
১৫. আমি দান করেছিলাম দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান[১৫] এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্‌র শুক্‌র। যিনি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন[১৬] আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দার উপর।[১৭]

মূসা (আ)-এর নয়টি নিদর্শন

১৩. এ সম্পর্কে সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْئَلْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُمْ

'তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, যখন সে তাদের নিকট এসেছিল'। (বনী ইসরাঈল– ১০১)। এ সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. তাদের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যখন সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেসব নিদর্শন একের পর এক দেখানো হয়, তখন তারা বলতে থাকে এসব তো জাদু। অথচ তাদের মনে বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ) সত্য নবী এবং তিনি যা দেখাচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিদর্শন। জাদু-টোনা ও ভোজবাজি নয়। কিন্তু তারা বে-ইন্‌সাফী ও অহংকার অহমিকাবশত জেনে-শুনে নিজেদের মনের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যাচ্ছিল। তারপর কী হয়েছিল ? হাঁ, কিছুদিনের মধ্যেই খবর হয়ে গিয়েছিল যে, এরূপ হঠকারী ফাসাদকারীদের পরিণাম কী হয়। লোহিত সাগরের তরঙ্গরাশি তাদের সবাইকে গ্রাস করে নেয়। গোর-কাফন পর্যন্ত কারও নসীব হয়নি।

(১৬) وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিল দাউদের[১৮] এবং সে বলেছিল, হে মানুষ! আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পাখীদের ভাষা[১৯] এবং আমাকে সকল কিছু হতে দেওয়া হয়েছে।[২০] এ নিশ্চয়ই এটাই সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।

হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর বৃত্তান্ত

১৫. হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত দাউদ (আ)–এর পুত্র। পিতা-পুত্র উভয়কে আল্লাহ্ তা'আলা যার যার অবস্থা অনুযায়ী জ্ঞানের বিশেষ অংশ দান করেছেন। শরীআত ও বিধি-বিধান এবং রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি সব কিছুর জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত।

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তারই একটা ফল এই ছিল যে, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নিআমতসমূহের কৃতজ্ঞতা আদায় করতেন। বস্তুত কোন নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায় আসল নিআমতের চেয়েও বড় নিআমত।

১৭. 'বহু মু'মিন বান্দার উপর' কথাটি বলেছিলেন এ কারণে যে, আল্লাহ্‌র অনেক বিশিষ্ট বান্দা, তার চেয়েও বেশী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। আর সমস্ত সৃষ্টির উপর সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীতে কেবল এক বান্দাই লাভ করেছিলেন, যার মহান, পবিত্র নাম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)।

১৮. দাউদ (আ)-এর পুত্রদের মধ্যে তাঁর প্রধান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)। যার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা নবুওয়াত ও রাজত্ব উভয়ই একীভূত করে দিয়েছিলেন। এমন রাজত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যেমনটি আগে পরে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। জিন, বাতাস ও পক্ষীকুলকে তাঁর বশীভূত করে দেওয়া হয়েছিল, যেমন সূরা 'সাবা'-তে আসবে।

পাখীর ভাষা ও হযরত সুলায়মান এবং সংশয় নিরসন

১৯. এ কথা অনস্বীকার্য যে, পাখীদের বুলির মধ্যে সীমিত পর্যায়ের হলেও মনোভাব প্রকাশ ও বুঝানো সমঝানোর একটা দিক বিদ্যমান। একটি পাখী যখন তার সঙ্গী, কি সঙ্গিনীকে ডাকে বা দানা-পানি খাওয়ানোর জন্য তার ছানাকে আওয়াজ দেয় কিংবা কোন জিনিসে ভীত হয়ে সতর্ক করে, তো এই সবগুলো অবস্থায় তার বুলি এবং সুর ও ছন্দ এক রকমের হয় না। যাকে উদ্দেশ্য করে ডাকে সে ঠিকই পার্থক্য ধরে নেয়। এর দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, অন্যান্য অবস্থা ও অপরাপর প্রয়োজনের সময়ও পাখীদের কিচিরমিচিরে এরূপ সূক্ষ্ম প্রভেদ থেকে থাকবে, যদিও আমাদের কাছে তা একই

রকমের অনুভূত হয়। কিন্তু তারা নিজেরা তা ঠিকই বুঝে নেয়। আপনি কোন টেলিগ্রাফ
অফিসে চলে যান এবং তারের সাদৃশ্যময় খট্‌খট্‌ শব্দ লক্ষ্য করে শুনতে থাকুন। কী মনে
হবে ? মনে হবে কতগুলো অর্থহীন, গুরুত্বহীন আওয়াজ, কিন্তু টেলিগ্রাম মাস্টার তা
শোনামাত্র বলে দেবে, অমুক স্থান থেকে অমুক ব্যক্তি এই কথা বলছে কিংবা অমুক
লেকচারারের ভাষণ এই তারের খটাখট ধ্বনি থেকে শ্রুতিগোচর হচ্ছে। কেননা, তিনি
টেলিগ্রামের শব্দরাজি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কোন্ আওয়াজ দ্বারা কী বুঝানো হয় তা
তার নখদর্পণে। ঠিক এভাবেই যদি বলা হয়, নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা পক্ষীকুলের বুলি ও
কিচিরমিচিরকেও বিভিন্ন অর্থ ও মর্ম প্রকাশের জন্যই জারি করেছেন এবং মানব শিশু
যেমন পিতা-মাতার ভাষা সম্পর্কে ক্রমে ক্রমে অবগতি লাভ করে তেমনি পাখীর
ছানারাও সহজাত যোগ্যতা বলে তাদের স্ব-জাতীয় বুলি বুঝে নেয় আর আল্লাহ্ তা'আলা
অলৌকিক শক্তিস্বরূপ তাঁর কোন নবীকেও তা বুঝবার ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন, তবে
এতে অসম্ভবের কী আছে ?

পশু-পক্ষীর সীমাবদ্ধ চেতনার বিষয়টি প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। তবে ইউরোপের আধুনিক গবেষণা জীব-জন্তুর বোধ-বুদ্ধিকে উত্তরোত্তর মানব-বুদ্ধির কাছাকাছি নিয়ে আসছে। এমন কি পশুদের বুলির বর্ণমালা আবিষ্কারেরও চেষ্টা চলছে। কুরআন মাজীদ আগেই বলেছিল ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

'এমন কিছু নেই যা আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তোমরা অনুধাবন কর না তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা' (বনী ইসরাঈল–১৭ ঃ ৪৪)। অন্যত্র,

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ
قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ -

'তুমি কি দেখ না যে, আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান পক্ষীকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে! প্রত্যেকেই জানে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি (নূর– ২৪ ঃ ৪১)।

বহু বিশুদ্ধ হাদীছে পশু-পাখীর কথোপকথন, এমনকি জড় পদার্থের পর্যন্ত কথাবার্তা ও তাসবীহ পাঠের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, প্রতিটি বস্তুর স্বভাবের মাঝে তার স্রষ্টার সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধ পরিচয় নিহিত রাখা হয়েছে। সুতরাং তাদের তাসবীহ ও আল্লাহ্‌র স্তুতিবাদ কিংবা তাদের বিশেষ পরিভাষা ও কথাবার্তা সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ তা'আলা তার কোন বান্দাকে অসাধারণ ও অস্বাভাবিকভাবে আপন কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ অবগতি দান করে থাকেন তবে বুদ্ধি-বিচারে সেটা কিছুতেই অসম্ভব নয়। হাঁ, সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বৈকি! তা মু'জিযা ও কারামত যদি সাধারণ রীতি অনুযায়ী হয় তবে সেটা মু'যিজা ও কারামত হল কীরূপে ? (মু'জিযা ও কারামত সম্পর্কে আমার স্বতন্ত্র রচনা আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে তা দেখুন)।

(১৭) وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

১৭. সুলায়মানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে-জিন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে। তারপর তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে।২১

আলোচ্য রুকূতে এ রকমের কয়েকটি মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে। বক্র স্বভাব ও বিভ্রান্ত শ্রেণীর লোক সেগুলোর আশ্চর্য রকমের তরল ও গরল অপব্যাখ্যা শুরু করে দিয়েছে। কেননা, কোন কোন পাখী কর্তৃক নিজের ভাষায় মানুষের বিশেষ কোন জ্ঞান-বিদ্যা প্রকাশ করা বা পিঁপড়েদের নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে সম্বোধন করে কথা বলা এবং হযরত সুলায়মান (আ) কর্তৃক তা বুঝে ফেলা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তাদের কাছে এমনই যুক্তিহীন ও হাস্যকর যে, একটা শিশুও তা বিশ্বাস করতে পারে না, কিন্তু আমি বলব, প্রাচীন ও আধুনিককালের লাখো মুহাক্কিক, বিদগ্ধ উলামা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা যে, তারা এমন সব কাঁচা, অবান্তর ও সুস্পষ্ট বাতিল বিষয় বিনা দ্বিধা ও বিনা প্রশ্নে স্বীকার ও প্রচার করে আসছেন, যা একটা শিশুও বিশ্বাস করতে পারে না এবং এ সব অবাস্তব কল্পনাসমূহ খণ্ডন করত আয়াতের সত্যিকারের মর্ম ও তত্ত্ব তাদের কেউ বুঝতে পারেন নি, যা আজ তোমরা উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছ, এ ধারণা তো তার চেয়েও বেশী হাস্যকর ও নির্বুদ্ধিতাসুলভ, যাকে তোমরা হাস্যকর প্রমাণ করতে চাচ্ছ। সব যুগেই জ্ঞানী-পণ্ডিত ও আলিম-উলামার ভুল-বিচ্যুতি হতে পারে, কিন্তু এটা কখনই সম্ভব নয়। যে, দিবা-রাত্রের যে সব চাক্ষুস ও সদা প্রকাশমান তত্ত্বসমূহ শিশুরা পর্যন্ত জানে, শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়ে গেল, কিন্তু বড় বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মুহাক্কিক আলিম-উলামার চোখে তা একদিনও ধরা পড়বে না। নিশ্চয়ই ইসরাঈলী আজগুবী বর্ণনায় আমাদের কোন বিশ্বাস নেই এবং তার সমর্থনও আমরা করি না, কিন্তু অতীত যুগের মনীষিগণ অবিসংবাদিতভাবে আল্লাহ্‌র কালামের যে অর্থ ও মর্ম প্রকাশ করে এসেছেন আমরা তা নিঃসন্দেহে শিরোধার্য করি, ঘটনাক্রমে তা ইসরাঈলী বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণই হোক বা তার বিরোধীই হোক।

২০. অর্থাৎ এরূপ বিশাল অনন্য সাধারণ রাজত্ব ও নবুওয়াতের জন্য যে সব আসবাব-উপকরণের প্রয়োজন ছিল তা সবই আমাকে দেওয়া হয়েছে।

২১. অর্থাৎ সুলায়মান (আ) যখন কোন দিকে গমন করতেন তখন জিন, ইনসান ও পক্ষীকুল এ তিনও প্রকারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নিতেন। সৈন্যদের মধ্যে যথারীতি নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হত। যেমন, পেছনের সৈন্যরা দ্রুত বেগে চলে বা উড়ে গিয়ে সামনের সৈন্যদের অতিক্রম করতে পারত না। কোন সৈন্য নিজ ডিউটি বা অবস্থান ত্যাগ করতে পারত না। আধুনিককালে যেমন স্থল সৈন্য, নৌ বাহিনী ও বিমান বাহিনীকে বিশেষ নিয়ম-নীতি অনুসারে কাজে লাগানো হয় তেমনি নিয়ম-কানূন সেখানেও ছিল।

(১৮) حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৮. যখন তারা পিঁপড়ের ময়দানে[২২] এসে পৌঁছল, তখন একটি পিঁপড়ে বলে উঠল, হে পিঁপড়ে দল! তোমরা ঢুকে পড় নিজ নিজ ঘরে, পাছে সুলায়মান ও বাহিনী তোমাদেরকে পিষে ফেলে, যার খবরও তাদের থাকবে না।[২৩]

হযরত সুলায়মান (আ) ও পিঁপড়ের দেশ এবং প্রসঙ্গ কথা

২২. অর্থাৎ সুলায়মান (আ) সসৈন্যে এমন একটি ময়দান অতিক্রম করছিলেন, যেখানে পিঁপড়েদের এক বিরাট বসতি ছিল। পিঁপড়েরা বিশেষ নৈপুণ্যের সাথে যে বাসস্থান নির্মাণ করে আরবী ভাষায় তাকে قرية النمل পিঁপড়ের বসতি বলা হয়।

তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন দেশে এরূপ কয়েকটি উপত্যকার সন্ধান দিয়েছেন, যেখানে পিঁপড়েদের বহু সংখ্যক বসতি ছিল। ঘটনাক্রমে তারই কোন একটি বসতি দিয়ে হযরত সুলায়মান (আ) অতিক্রম করছিলেন।

২৩. সুলায়মান (আ) জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন তা নয়, তবে এটা অসম্ভব নয় যে, তার অগোচরে তোমরা পিষ্ট হয়ে যাবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, পিঁপড়ের আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। হযরত সুলায়মান (আ) যে শুনতে পেয়েছিলেন, সে তাঁর মু'জিযা। জীব বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালীন গবেষণা ও অনুসন্ধান দ্বারা যে তথ্য জানা গেছে তার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, ক্ষুদ্রতর প্রাণী পিঁপড়ে তাদের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার দিক থেকে এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং এ দিক দিয়ে তারা মানুষের অতি কাছাকাছি। মানুষের মত তাদেরও বংশ ও গোত্র আছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি, কর্ম বণ্টনের নীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারাসমূহ মানব জাতির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউরোপের গবেষকগণ পিঁপড়ে অধ্যুষিত অঞ্চলে দীর্ঘদিন অবস্থান করে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। আমি দুঃখিত যে, এই সংক্ষিপ্ত টীকায় তা পেশ করতে পারছি না। প্রসঙ্গক্রমে কেবল 'দাইরাতুল মাআরিফ আল মিসরিয়্যা', তথা মিসরীয় বিশ্ব কোষের সর্বশেষ বাক্যটি উদ্ধৃত করছি ঃ

فمتى داهم عدو قرية النمل اختفت النملة وخرجت الجنود للقتال والنضال فيخرج اولا واحد منها للاستطلاع ثم يعود مخبرا بما رأى وبعد هنيهة تخرج ثلاثة او اربعة يتبعها عدد كثيف من الجيوش باديه عليهم علائم الخفق فتلدغ كل ما صدفته ولاتفلت من تلدغه ولو قطعت اربا اربا فاذا انتهى القتال رجعت الفعلة فاعادوا ابناء ما تهدم يتخللها عدد من الجنود للحراسة لا للعمل ـ

(১৯) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ ۝

(২০) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِىَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ۝

১৯. সুলায়মান মৃদু হেসে দিল তার কথায়[২৪] এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি সামর্থ দাও আমাকে যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তোমার অনুগ্রহের, যা তুমি করেছ আমার প্রতি এবং আমার পিতার প্রতি আর যাতে করতে পারি সৎকর্ম, যা তুমি পসন্দ কর আর আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর আপন অনুগ্রহে তোমার পুণ্যবান বান্দাদের।[২৫]

২০. সুলায়মান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল, কী ব্যাপার, হুদহুদকে[২৬] যে দেখছি না ? নাকি সে অনুপস্থিত ?[২৭]

চিন্তিত অংশে বলা হয়েছে যে, কোন বিপদের আঁচ পেলে একটি পিঁপড়ে বের হয়ে আসে। তারপর সে যা দেখল ফিরে গিয়ে সম্প্রদায়কে তা অবগত করে। আয়াতে বর্ণিত পিঁপড়েটি তাই করেছিল। সুলায়মান (আ) যে তার সে কথা শুনতে পেয়েছিলেন এটা তাঁর একটি মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা।

২৪. পিঁপড়ের কথা বুঝতে পেরে সুলায়মান (আ) বিস্মিত হলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রেরণা তার মনে জাগ্রত হলো।

২৫. অর্থাৎ আমি খুঁজে পাচ্ছি না হে আল্লাহ্! তোমার শুকর কিভাবে আদায় করব। কাজেই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। তুমি আমাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞ বানিয়ে দাও–মুখেও এবং কাজেও। আর হে আল্লাহ্! তোমার নেক বান্দা তথা নবী-রাসূলগণের সঙ্গে যেন আমার হাশর কর।

হুদহুদের বৃত্তান্ত

২৬. কোনও প্রয়োজনে সুলায়মান (আ) উড্ডীয়মান সৈন্যদের খোঁজ-খবর নিলেন। তাদের মধ্যে হুদহুদকে দেখা গেল না। তিনি বললেন, কী ব্যাপার, হুদহুদকে যে দেখছি না? পাখীদের ঝাঁকের মধ্যে আমার চোখে পড়ছে না, না কি আসলেই সে অনুপস্থিত ? সুলায়মান (আ) পাখীদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ নিতেন। যেমন, আকাশ পথে ভ্রমণকালে তাদের পক্ষ বিস্তার দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থাকরণ, প্রয়োজনকালে পানির সন্ধান গ্রহণ, পত্র প্রেরণ ইত্যাদি। সম্ভবত সে সময় বিশেষ কোন কাজে হুদহুদের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

প্রসিদ্ধি আছে, কোথাও মাটির নীচে কাছাকাছি স্তরে পানি থাকলে হুদহুদ তা অনুভব করতে পারত। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন প্রাণীকে বিশেষ অনুভূতি মানুষ বা

(২১) لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ○

(২২) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ○

(২৩) اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ○

২১. আমি অবশ্যই তাকে শাস্তি দেব সুকঠিন শাস্তি অথবা যবাহ করব। যদি না সে দর্শাতে পারে সুস্পষ্ট কারণ।[২৮]

২২. তারপর অনতিবিলম্বেই হুদহুদ এসে বলল, আমি এমন একটি বিষয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে আপনি অবগত নন। আর আমি সাবা হতে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে এক সুনিশ্চিত সংবাদ।[২৯]

২৩. আমি পেলাম এক নারীকে, যে তাদের উপর রাজত্ব করছে এবং তাকে দেওয়া হয়েছে সব কিছু হতে।[৩০] আর তার আছে এক বিরাট সিংহাসন।[৩১]

অপরাপর প্রাণীর চেয়ে বেশী দিতে পারেন—এটা অসম্ভব কিছু নয়। এই হুদহুদ সম্পর্কেই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলেছেন যে, মাটির নীচে কোথাও কেঁচো থাকলে সে তা টের পেয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ বের করে আনে। এমনকি কখনও কখনও আধা হাত পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে ফেলে। তারপর ঠিকই সেখান থেকে কেঁচো বের হয়ে আসে।

২৭. অর্থাৎ অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারে।

২৮. যেমন তার পশম ও পালক ছিঁড়ে ফেলব।

রাণী বিলকীস, সাবা রাজ্য এবং তাদের ধর্মাদর্শ

২৯. এ দেশের বিস্তারিত তথ্য ইতোপূর্বে সুলায়মান (আ)-এর কাছে পৌঁছেনি। এবার তিনি জানতে পারলেন, সাবা একটি জাতির নাম। আরবের অন্তর্গত ইয়ামন এলাকায় ছিল তাদের বাস (মূযিহুল-কুরআন)। হুদহুদের মাধ্যমে যেন আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, মানুষ যত বড়ই হোক, তার জ্ঞান সীমিত। সে সবজান্তা হতে পারে না কিছুতেই। দেখুন যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا 'আমি দাউদ ও সুলায়মানকে দিয়েছিলাম জ্ঞান', ক্ষুদ্র এক পাখি হুদহুদ তাদেরকে একটি বিষয়ে অবগত করছে।

৩০. এর মধ্যে ধন-সম্পদ, আসবাব-উপকরণ, সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র এবং রূপ-সৌন্দর্য ও জাঁকজমক সবই এসে গেছে।

(٢٤) وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۙ
(٢٥) أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا
تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

২৪. আমি পেলাম তাকে ও তার সম্প্রদায়কে যে, তারা সিজদা করছে। আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে। শয়তান তাদের কাছে শোভন করে তুলেছে তাদের কার্যাবলী এবং তাদেরকে নিবৃত্ত করে রেখেছে সৎপথ হতে; ফলত তারা সৎপথ পায় না।৩২

২৫. কেন সিজদা করে না সেই আল্লাহ্কে। যিনি প্রকাশ করেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত বস্তুকে এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর।৩৩

---

৩১. অর্থাৎ সে রাণীর বসার সিংহাসন এমনই জাঁকাল, কারুকার্যময় ও মহামূল্যবান ছিল যে, সমকালীন কোন রাজা-বাদশার তেমনটি ছিল না। তাফসীরবেত্তাগণ রাণীর নাম বলেছেন বিলকীস। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

৩২. অর্থাৎ সে জাতি ছিল মুশরিক বা অংশীবাদী, অগ্নিপূজারী। শয়তান তাদেরকে পথহারা করে দেয় এবং মুশরিকসুলভ রীতি-নীতিকে তাদের চোখে সুন্দর ও শোভন করে তোলে। এ কারণেই তারা সরল-সঠিক পথ পায় না। হুদহুদ যেন এ কথা বলে সুলায়মান (আ)-কে সে জাতির বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করল।

স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান সৃষ্টি মাত্রেরই স্বভাবজাত

৩৩. খুব সম্ভব এটা হুদহুদের বক্তব্যের পরিশিষ্ট। বুঝা যাচ্ছে জীব-জন্তু সহজাতভাবেই তার স্রষ্টার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে। এমনও হতে পারে যে, এরূপ বিস্তারিত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা কেবল হুদহুদকে অস্বাভাবিকরূপে দান করেছিলেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এক খণ্ড শুকনা কাঠকেও এরূপ জ্ঞান দিতে পারেন। জীব-জন্তুর মধ্যে যে এরূপ স্বভাবগত জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যমান, 'সদর সীরাজী' তাঁর 'আসফার-ই আরবাআ' গ্রন্থে 'ইলম-ই হুযূরী' বা 'শুউরই বাসীত' (অবিমিশ্র উপলব্ধি) নামে অভিহিত করেছেন। এর অনিবার্য দাবী এটা নয় যে, তাদের কাছে কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করতে হবে। কেননা, তাদের সে জ্ঞান তা স্বোপার্জিত নয়, বরং আল্লাহ্-প্রদত্ত ও সহজাত। নবী প্রেরণের সম্পর্ক স্বোপার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে। তাছাড়া এটাও সঠিক ধারণা নয় যে, কোন কিছুর মধ্যে যে-কোনও মাত্রার জ্ঞান থাকলেই তার উপর শরীআতের বিধি-বিধান

(٢٦) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۩

(٢٧) قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

(٢٨) اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ

২৬. আল্লাহ্ তিনি ছাড়া কারও ইবাদত নেই। মহা আরশের অধিপতি।[৩৪]
২৭. সুলায়মান বলল, আমি দেখছি তুমি সত্য বলেছ, না কি তুমি মিথ্যাবাদী।[৩৫]
২৮. আমার এই চিঠি নিয়ে যাও এবং এটি ফেলে দাও তাদের প্রতি তারপর তাদের কাছ থেকে সরে থেকো এবং লক্ষ্য করো তারা কী জবাব দেয়।[৩৬]

প্রযোজ্য হবে। এই, শরীআত তো শিশুদের প্রতি বিধান আরোপ করে না, অথচ বালেগ হওয়ার আগে তার মধ্যে বেশ জ্ঞান-বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে ? এর দ্বারাই জীব-জন্তুর বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ নির্ণয় করা যেতে পারে, যাদ্বারা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে তারা বিধি-বিধানের কতটুকু উপযুক্ত।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, হুদহুদের খাদ্য হচ্ছে পোকা-মাকড়, যা সে বালুর ভেতর থেকে খুঁজে বের করে। সে কোন শস্য বা ফল-মূল খায় না। আল্লাহ্‌র এই কুদরতই তার চিন্তার উৎস। সম্ভবত এ কারণেই সে বিশেষভাবে يُخْرِجُ الْخَبْ .... 'লুক্কায়িত জিনিস বের করেন'-এর উল্লেখ করেছিল।

৩৪. অর্থাৎ তার মহা আরশের সঙ্গে বিলকীসের সিংহাসনের কিসের তুলনা ?

৩৫. অর্থাৎ তোমার সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা নিচ্ছি।

সুলায়মান (আ)-এর চিঠি ও বিলকীসের প্রতিক্রিয়া

৩৬. অর্থাৎ সুলায়মান (আ) একটি চিঠি লিখে হুদহুদকে দিলেন, যাতে সাবার রাণীর কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয় এবং উত্তর নিয়ে আসে। বলে দিলেন, চিঠি পৌঁছিয়ে সেখান থেকে এক পাশে সরে যাবে। কেননা, কাসিদের জন্য সেখানেই মুখের উপর দাঁড়িয়ে থাকা রাজকীয় আদব-কায়দার পরিপন্থী। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ, 'তুমি আত্মগোপন করবে ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষ্যও রাখবে সেখানে কী ঘটছে।'

হুদহুদ চিঠি নিয়ে গেল। বিলকীসের শয়নকক্ষে গবাক্ষপথ দিয়ে প্রবেশ করল এবং তার বুকের উপর চিঠিটি রেখে দিল। (মূযিহুল–কুরআন)

(২৯) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

(৩০) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(৩১) اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

(৩২) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى
تَشْهَدُوْنِ ○

(৩৩) قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ۬ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا
تَاْمُرِيْنَ ○

২৯. সে বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি মর্যাদাপূর্ণ চিঠি।
৩০. সে চিঠি সুলায়মানের পক্ষ হতে[৩৭] এবং তা এই যে, 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ (করছি), যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু'।
৩১ তুমি আমার মুকাবিলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং আমার আনুগত্য বরণ করে নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও।[৩৮]
৩২. সে বলল, হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও আমার এ বিষয়ে। আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ভিন্ন।[৩৯]
৩৩. তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। সুতরাং আপনি ভেবে দেখুন, কী আদেশ করবেন![৪০]

---

৩৭. বিলকীস চিঠি পড়লেন তারপর উপদেষ্টা ও অমাত্যবর্গকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে বললেন, এই চিঠিটি আশ্চর্যজনকভাবে আমার কাছে পৌঁছেছে। একজন মহামান্য বাদশাহ্ (সুলায়মান)-এর পক্ষ হতে এটি এসেছে। খুব সম্ভব সুলায়মান (আ)-এর নাম এবং তাঁর অতুলনীয় রাজত্ব ও প্রবল পরাক্রমের কথা তিনি পূর্বেই শুনে থাকবেন।

৩৮. এরূপ সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ ও ভাব-গম্ভীর চিঠি আল্লাহ্ই জানেন কেউ কখনও লিখেছে কি না। চিঠির সারকথা ছিল এই যে, আমার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করলে কোন ফায়দা হবে না। মঙ্গল এরই মধ্যে নিহিত যে, ইসলাম গ্রহণ কর এবং আজ্ঞাবহ হয়ে ভাল মানুষের মত সোজা আংগুলে আমার সামনে হাযির হয়ে যাও। তোমার দর্প অহংকার আমার সঙ্গে একটুও খাটবে না।

৩৯. রাণী তার অমাত্যবর্গকে বললেন যে, তোমরা পরামর্শ দাও কী জবাব দেওয়া যেতে পারে এবং কী ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন। তোমরা তো অবগত রয়েছ যে, তোমাদের পরামর্শ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়েই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

(٣٤) قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ
اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ○
(٣٥) وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ○

৩৪. সে বলল, রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন প্রবেশ করে তখন কোন জনপদে তখন বিপর্যস্ত করে দেয় তাকে এবং অপদস্থ করে তথাকার নেতৃবর্গকে। এরাও এরূপ কিছু করবে।

৩৫. আমি পাঠাচ্ছি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকন। দেখি দূতেরা কী উত্তর নিয়ে ফিরে আসে।[৪১]

---

৪০. অর্থাৎ আমাদের শক্তি-সামর্থ ও রণ-সামগ্রীর কমতি নেই। কোন রাজা-বাদশাহ্‌র কাছে নতি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। আপনার হুকুম হলে আমরা বাদশাহ্ সুলায়মানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। বাকি ইখতিয়ার আপনার হাতে। চিন্তা-ভাবনা করে আদেশ করুন। আমরা তা শিরোধার্য করব। বোঝা যাচ্ছে পারিষদবর্গের রায় যুদ্ধ করার পক্ষেই ছিল। তবে রাণী তড়িঘড়ি করে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন মনে করেন নি। তিনি একটি মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করেন, যা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

৪১. প্রতীয়মান হয়, চিঠির দৃপ্ত কঠোর বক্তব্য এবং অন্যান্য আভাস-ইঙ্গিত দেখে বিলকীসের মনে প্রতীতি জন্মে গিয়েছিল যে, বাদশাহ্ সুলায়মানের সঙ্গে লড়াই করে জয় লাভ করা যাবে না অন্ততপক্ষে এরূপ আশংকা তো তার ছিলই। সুতরাং তিনি বললেন, এরূপ পরাক্রমশালী বাদশাহ্‌র সংগে যুদ্ধ করা খেল-তামাশা নয়। তিনি যদি জয়ী হন (যার সম্ভাবনা যথেষ্ট), তবে রাজা-বাদশাহ্‌দের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তোমাদের দেশ তছনছ করে ফেলবেন এবং সে এমনই এক বিপর্যয় হবে, যাতে সম্মানিত দেশ নেতাদেরকে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। সুতরাং আমার মতে এটাই শ্রেয় যে, যুদ্ধের জন্য অতটা ব্যস্ত না হয়ে বরং প্রথমে, তাঁর শক্তি, স্বভাব-প্রকৃতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে খোঁজ নেই এবং এটাও অনুসন্ধান করে দেখি যে, তাঁর এরূপ হুমকির পেছনে কী শক্তি কাজ করছে। তিনি আসলে আমাদের কাছে কী চান তাও জানা উচিত। কিছু উপহার-উপঢৌকন দিয়ে যদি আসন্ন এ বিপদকে মাথার উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটাই উত্তম হবে। অন্যথায় পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, বিলকীস চাইলেন সেই বাদশাহর আগ্রহ কিসে তা অবগত হতে। তিনি কি অর্থ-সম্পদ চান, না সুদর্শন মানুষ নাকি বিরল সামগ্রী ? সুতরাং তিনি সব রকমের জিনিসই পাঠালেন।

(٣٦) فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ؗ فَمَآ اٰتٰىنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ
اٰتٰىكُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ○
(٣٧) اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ
اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ○
(٣٨) قَالَ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ
مُسْلِمِيْنَ ○

৩৬. তারপর (দূত) যখন সুলায়মানের কাছে পৌঁছল তখন সে (সুলায়মান) বলল, তোমরা কি আমাকে সাহায্য করছ অর্থ দিয়ে ? তো আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন; বরং তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশী থাক।[৪২]

৩৭. ফিরে যাও তাদের কাছে। আমি তাদের নিকট উপনীত হচ্ছি এমন সব সৈন্য নিয়ে যাদের প্রতিরোধ করার সাধ্য তাদের নেই এবং আমরা সেখান থেকে বহিষ্কার করব তাদেরকে অপদস্থ করে এবং তারা হবে হীনতাগ্রস্ত।[৪৩]

৩৮. সে বলল,হে পারিষদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছে,যে তার সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসবে তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার আগেই ?[৪৪]

সুলায়মান (আ)-এর জবাব

৪২. সুলায়মান (আ) দূতকে বললেন, তোমাদের উপঢৌকন তোমাদেরই থাকুক। তোমরা কি আমাকে নিছক একজন দুনিয়াবী রাজা মনে করেছ যে, আমাকে অর্থ-সম্পদের লোভ দেখাচ্ছ ? তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে আত্মিক ও বৈষয়িক সম্পদ দিয়েছেন তা তোমাদের রাজত্ব ও ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ শ্রেয়। এসব উপহার সামগ্রীর আমার পরওয়া কিসের ?

৪৩. অর্থাৎ তারা বন্দী হবে, নির্বাসিত হবে এবং তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা ও দুঃখ-দুর্দশার সাথে রাজত্বহারা ও ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, অন্য কোন নবী এ ধরনের কথা বলেননি। সুলায়মান (আ)-এর ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি, যে কারণে তিনি এরূপ বলেছিলেন।

রাণী বিলকীসের আনুগত্য ও শাম যাত্রা এবং সুলায়মান (আ)-এর রাজসভায় ধুমধাম

৪৪. কাসিদ ফিরে গিয়ে যুদ্ধের বার্তা পৌঁছিয়ে দিল। বিলকীসের প্রত্যয় হয়ে গেল ইনি কোন মামূলি রাজা-বাদশাহ নন। তাঁর শক্তির উৎস আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য।

(٣٩) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ
وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ○
(٤٠) قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ ﵇ لِيَبْلُوَنِيْۤ
ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ
غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ○

৩৯. জিনদের মধ্য হতে এক দৈত্য বলল, আমি তা এনে দিচ্ছি আপনি আপনার স্থান হতে উঠার আগেই।[৪৫] আমি অবশ্যই এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।[৪৬]

৪০. সে বলল, যার কাছে ছিল কিতাবের এক জ্ঞান আমি তা আপনাকে এনে দিচ্ছি, আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই।[৪৭] অনন্তর সে যখন তা দেখতে পেল নিজের পাশে রাখা অবস্থায় তখন বলল, এটা অনুগ্রহ আমার প্রতিপালকের।[৪৮] যাতে করে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন আমাকে যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাকি অকৃতজ্ঞতা।[৪৯] যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে নিজেরই জন্য আর কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে আমার প্রতিপালক তো অভাবমুক্ত, মহানুভব।[৫০]

যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কোন ফায়দা হবে না। এর বিরুদ্ধে কোন কৌশল ও বাহুবল খাটবে না। পরিশেষে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযিরা দিতে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি শাম দেশের কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন সুলায়মান (আ) সভাসদদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, এমন কেউ আছ কি, যে বিলকীস এসে পৌঁছার আগেই তার সিংহাসন আমার সামনে এনে হাযির করতে পারবে। এর দ্বারাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত তাঁর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিলকীসকে দেখানো, যাতে করে বিলকীস বুঝতে পারেন যে, ইনি কেবল এক বাদশাহই নন। অস্বাভাবিক কোন অতীন্দ্রিয় শক্তিরও তিনি অধিকারী।

قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ -এর দ্বারা জানা গেল, ইসলাম ও আনুগত্য প্রকাশের পূর্বে হারবী (অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির নাগরিক)—এর সম্পদ বৈধ।

৪৫. হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজসভা প্রত্যহ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলত। জিনের কথার অর্থ এই যে, আপনি দরবার ত্যাগ করার আগেই আমি সিংহাসন এনে

দিতে পারি; কিন্তু এতেও তো কিছুটা সময় লেগে যেত। হযরত সুলায়মান (আ)-তার চেয়েও তাড়াতাড়ি চাচ্ছিলেন।

৪৬. অর্থাৎ আমি আপন বাহুবলে অতি ক্ষিপ্র গতিতে তা তুলে আনতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সে শক্তি দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আমি বিশ্বস্তও বটে। এ কাজে আমি কোনরূপ খিয়ানত করব না।

কথিত আছে যে, সিংহাসনটি অতি মূল্যবান ছিল। তাতে ছিল সোনা-রূপা ও মণি-মুক্তার কারুকার্য।

৪৭. অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে এই যে, ইনি ছিলেন সুলায়মান (আ)-এর সাহাবী ও মন্ত্রী আসফ ইব্ন বারখিয়া। তিনি আসমানী কিতাবে সুপণ্ডিত এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও কালামের শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি আরয করলেন, আমি চোখের এক পলকের মধ্যে সিংহাসনটি এনে হাযির করতে পারি। আপনি কোন দিকে লক্ষ্য করুন। দেখবেন সে দিক থেকে চোখ ফেরানোর আগেই সেটি আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে।

কারামতের স্বরূপ

৪৮. সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র শুক্র আদায় করলেন যে, এ সিংহাসন কোন বাহ্যিক তদবীর দ্বারা এখানে আসেনি। আল্লাহ্ তা'আলারই অনুগ্রহ যে, আমার সঙ্গী এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যাদ্দরুন তার থেকে কারামত প্রকাশ পাচ্ছে। ওলী এবং বিশেষত সাহাবীর কারামত প্রকারান্তরে তাঁর নবীর মু'জিযাস্বরূপ হয়ে থাকে। কেননা, তাঁর অনুসরণের ফলশ্রুতিতেই তা লাভ হয়। এ কারণেই হযরত সুলায়মান (আ)-এর উপরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্তব্য বর্তিয়েছিল। এর দ্বারা জানা গেল যে, মু'জিযা ও কারামত প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার কাজ, যা নবী বা ওলীর হাত দিয়ে অস্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করা হয়। যে সত্তার কুদরতে সূর্য বা পৃথিবীর গোলক এক মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মাইল পথ পরিভ্রমণ করে তাঁর পক্ষে এটা এমনকি কঠিন কাজ যে, এক পলকের ভিতর বিলকীসের সিংহাসনকে মাআরিব থেকে সিরিয়া পৌঁছিয়ে দেবেন ? অথচ সূর্য ও পৃথিবীর সাথে সে সিংহাসনের তুলনা করলে সেটা দাঁড়াবে বালুকণা বনাম পাহাড়ের অনুরূপ।

৪৯. হযরত সুলায়মান (আ) প্রতিটি কদমে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ উপলব্ধি করতেন এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন। এভাবে তিনি যেন আল্লাহ্র সেই আদেশই তামিল করতেন, যা দাউদ (আ)-এর পরিবারবর্গের প্রতি আরোপিত হয়েছিল اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا। 'হে দাউদের পরিবারবর্গ! তোমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কাজ করতে থাক'। (সাবা ঃ ১৩)

(٤١) قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا
يَهْتَدُوْنَ ○

(٤٢) فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَ اُوْتِيْنَا الْعِلْمَ
مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ○

৪১. সে (সুলায়মান) বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও। আমরা দেখব সে কি বুঝতে পারছে, না কি সে দলভুক্ত যারা বুঝতে পারে না।[৫১]

৪২. সেই নারী যখন আসল, তখন তাকে বলা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই ? সে বলল, এ তো যেন সেটাই।[৫২] আমরা জ্ঞান লাভ করেছি এর আগেই এবং আমরা আনুগত্যও স্বীকার করেছি।[৫৩]

কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ফলভোগ কে করে ?

৫০. অর্থাৎ কৃতজ্ঞতার সুফল কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই ভোগ করে। দুনিয়া ও আখিরাতে এ কারণে তার প্রতি অতিরিক্ত নিআমত বর্ষিত হয়। আর অকৃতজ্ঞতা করলে তাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নেই। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন আদৌ। তিনি তো সর্বপ্রকার সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ এবং তাঁর সত্তা যাবতীয় মাহাত্ম্যের আধার। আমাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে তাঁর গুণ গরিমার কিছু হ্রাস পায় না। এটাও তাঁর এক দয়া যে, অকৃতজ্ঞদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না। এরূপ মহানুভব সত্তার না-শুক্‌র হচ্ছে চরম নির্লজ্জ ও নির্বোধ।

৫১. অর্থাৎ সিংহাসনের রং ও আকৃতি এবং ধরন-ধারণ পরিবর্তন করে ফেল, যাতে বিলকীস সহজে চিনতে না পারে। এর দ্বারা বিলকীসের বিচক্ষণতা পরীক্ষা করাই এবং হিদায়াত লাভের যোগ্যতা তার মধ্যে কতটুকু বিদ্যমান আছে তার নিরিখ নেয়াই উদ্দিষ্ট ছিল।

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীস

৫২. প্রশ্নের উত্তরে বিলকীস সরাসরি বললেন না যে, হ্যাঁ এটাই আমার সিংহাসন, আবার অস্বীকারও করলেন না, বরং প্রকৃত সত্য যথাযথভাবে প্রকাশ করলেন যে, সিংহাসন সেটাই, তবে তার গুণগত কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু তেমন কিছু পার্থক্য নেই, তাই বলা যেতে পারে যেন সেটাই এটা।

৫৩. তিনি বললেন, এ অলৌকিকতার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের তো আগেই বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, সুলায়মান রাজা মাত্র নন, বরং আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। আর এ কারণেই আমরা আনুগত্য ও বশ্যতার পথ অবলম্বন করেছি।

(٤٣) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ○
(٤٤) قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ
سَاقَيْهَا ۚ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ
نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৩. সে তাকে নিবৃত্ত করলো সেগুলো থেকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যেসব জিনিসের সে পূজা করত, নিশ্চয়ই সে নারীটি ছিল অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[৫৪]

৪৪. বলা হল সে নারীকে প্রবেশ কর প্রাসাদের অভ্যন্তরে। যখন সে তা দেখল তখন সে তাকে মনে করল এক গভীর জলাশয় এবং অনাবৃত করল পায়ের গোছা।[৫৫] সে (সুলায়মান) বলল, এটা তো স্ফটিকমণ্ডিত প্রাসাদ।[৫৬] নারীটি বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো অবিচার করেছি আমার নিজের প্রতি। আমি বশ্যতা স্বীকার করেছি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র।[৫৭]

---

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজে অথবা তাঁর নির্দেশে সুলায়মান (আ) রাণী বিলকীসকে সূর্য প্রভৃতির পূজা হতে নিবৃত্ত করলেন, যাতে তিনি এ যাবত সম্প্রদায়সহ লিপ্ত ছিলেন। অথবা এর অর্থ, সুলায়মান (আ)-এর দরবারে হাযির না হওয়া পর্যন্ত যে তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেননি তার কারণ এই যে, অলীক উপাস্যদের চিন্তা এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের অনুসরণ ও সাহচর্য তাঁকে এরূপ করা হতে বিরত রেখেছিলেন। নবীর সাহচর্যে পৌঁছে গেলে তাঁর সে বাধা দূর হয়ে যায়। নচেৎ সুলায়মান (আ) যে একজন সত্য নবী এ বিশ্বাস ও জ্ঞান মোটামুটিভাবে আগেই তাঁর অন্তরে এসে গিয়েছিল।

৫৫. অর্থাৎ পানিতে নামার জন্য তিনি গোছার কাপড় তুলে ফেললেন। সাধারণত মানুষ এরূপ করে থাকে, যখন পানির গভীরতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকে, তখন নিচের দিক থেকে কাপড় তুলে নেয়।

৫৬. হযরত সুলায়মান (আ) রাজ-সভায় উপবিষ্ট। সভাস্থলের মেঝেতে পাথরের পরিবর্তে স্ফটিক বসানো ছিল। স্বচ্ছ-শুভ্র সে স্ফটিকে দূর থেকে মনে হচ্ছিল ঢেউ খেলানো জলাশয়। অসম্ভব নয়, কাঁচের নীচে সত্যিই পানি ছিল, অর্থাৎ কাঁচের পাট দিয়ে হাউজ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। বিলকীস পানিতে নামার জন্য পায়ের গোছা খুলে ফেললেন। সুলায়মান (আ) ডেকে বললেন, এটা কাঁচনির্মিত ফরাশ। পানি নয়। তখন বিলকীসের চোখে নিজ বুদ্ধির কমতি এবং সুলায়মান (আ)-এর বুদ্ধির ব্যাপ্তি ধরা পড়ল। তিনি উপলব্ধি করলেন, দীনের ব্যাপারেও সুলায়মান (আ) যা বুঝেছেন তাই সঠিক হবে। সেই সঙ্গে তাঁর খবর হয়ে গেল যেই আসবাব-উপকরণ নিয়ে তার সম্প্রদায়

(٤٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا
هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ○

(٤٦) قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৪৫. আর আমি ছামূদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম তাদের ভাই সালিহকে এই মর্মে যে, ইবাদত কর আল্লাহ্‌র। অনন্তর তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হল।[৫৮]

৪৬. সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন অকল্যাণের জন্যে ত্বরা করছ কল্যাণের আগে ? কেন তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছ না আল্লাহ্‌র কাছে, যাতে তোমাদের প্রতি করা হয় অনুগ্রহ ?[৫৯]

দর্পিত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী এখানে রয়েছে। যেন সুলায়মান (আ) তার চোখে আংগুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সূর্য ও নক্ষত্রের চমক দেখে এগুলোকে উপাস্য মনে করা ঠিক এই রকমেরই এক ধোঁকা, যেমন কোন ব্যক্তি কাঁচের উজ্জ্বলতা দেখে তাকে পানি মনে করে বসে।

৫৭. বিলকীস ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে সুলায়মানের পথ অবলম্বন করছি। এ যাবত আমি শির্‌ক ও কুফ্‌রে লিপ্ত থেকে আমার নিজের উপর বড়ই অবিচার করেছি। এবার আমি তা থেকে তাওবা করে তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি।

হযরত সালিহ (আ) ও ছামূদ জাতি

৫৮. অর্থাৎ একদল বিশ্বাসী, আরেক দল অবিশ্বাসী, যেমন নবী কারীম (সা)-এর আবির্ভাবে মক্কাবাসিগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ছামূদ জাতির বাদানুবাদ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফে চলে গেছে, সেখানে ইরশাদ হয়েছে— قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ ....

'তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালিহ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত ? তারা বলল, তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'। (আ'রাফ–৭ ঃ ৭৫-৭৬)

৫৯. হযরত সালিহ্‌ (আ) তাদেরকে অনেক বুঝালেন। নানা ভাবে অনুরোধ-উপদেশ করলেন। সবশেষে শাস্তির ধমক পর্যন্ত দিলেন, যার জবাবে তারা বলল يَا صَالِحُ

(٤٧) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ؕ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ○

(٤٨) وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ○

৪৭. তারা বলল, আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে।[৬০] সে বলল তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র কাছে।[৬১] বস্তুত তোমাদেরকে করা হচ্ছে পরীক্ষা।[৬২]

৪৮. সে নগরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করত এবং সংশোধন করত না।[৬৩]

ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ 'হে সালিহ! যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস। যদি তুমি সত্যিই রাসূল হয়ে থাক। দেরী করছ কিসের জন্য ? (আ'রাফ ঃ ৭৭)

হযরত সালিহ (আ) বললেন, হতভাগার দল! ঈমান, তাওবা ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে তা নয়, যা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয়লোকে কাজে আসত, উল্টো অমঙ্গল ও শাস্তি প্রার্থনায় ব্যস্ততা দেখাচ্ছ। অশুভ সে সময়টি যখন এসে পড়বে তখন সব বাহাদুরী খতম হয়ে যাবে। এখনও সুযোগ আছে। পাপাচার থেকে তাওবা করে নিজেদের নিরাপদ করে নাও। কেন তাওবা ও ইস্‌তিগফার করছ না, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উপর আযাবের পরিবর্তে রহমত বর্ষণ করেন?

৬০. অর্থাৎ যখন থেকে তোমার অশুভ আবির্ভাব ঘটেছে এবং এই সব অদ্ভুত কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছ তখন থেকেই খরা-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সঙ্কট একের পর এক দেখা দিচ্ছে এবং ঘরে ঘরে ঝগড়া-ফাসাদ শুরু হয়ে গেছে।

৬১. অর্থাৎ এ সব সংকট বা অমঙ্গল আমার কারণে নয়, বরং তোমাদের দুর্ভাগ্য, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের দুষ্কর্ম ও বদ আমলের কারণে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৬২. অর্থাৎ কুফরের কুফলেই তোমাদের উপর এ সব বিপদাপদ পতিত হয়েছে। এগুলোর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যে, তোমরা তা দেখে সত্য উপলব্ধি কর কি না।

ছামূদ জাতির নয় দুরাচার

৬৩. নগরের এ নয় ব্যক্তি সম্ভবত তাদের নয়টি গ্রুপের নেতা ছিল। যাদের কাজই ছিল দেশে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার করা ও অশান্তির সৃষ্টি করা। সংশোধন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে তারা এক কদমও এগুতো না। মক্কায়ও কাফিরদের এরূপ নয়জন সর্দার

(٤٩) قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا
شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ○

(٥٠) وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ○

(٥١) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ○

৪৯. তারা বলল, পরস্পরে কসম কর আল্লাহ্‌র যে, আমরা অবশ্যই চালাবো নৈশ্য আক্রমণ তাকে ও তার পরিবার-পরিজনের উপর। তারপর তার অভিভাবককে বলে দেব, আমরা তো প্রত্যক্ষ করিনি তার পরিবার-পরিজনের ধ্বংস। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।৬৪

৫০. তারা করেছিল এক চক্রান্ত এবং আমিও অবলম্বন করলাম এক কৌশল। অথচ তারা বুঝতে পারেনি।৬৫

৫১. সুতরাং তুমি দেখ, কী পরিণাম হয়েছে তাদের চক্রান্তের; আমি তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দেই।৬৬

ছিল, যারা সর্বক্ষণ এই ফিকিরে লেগে থাকত যে, কি করে ইসলামের মূলোৎপাটন করা যায় এবং কখন কিভাবে ইসলামের নবীর ক্ষতি করা যায়। কোন কোন মুফাস্‌সির তাদের নামও বর্ণনা করেছেন।

৬৪. অর্থাৎ সেই নয় নেতার পরামর্শে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই চুক্তি ও হলফ সম্পন্ন হল যে, সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে সালিহ (আ)-এর বাড়িতে চড়াও হয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাবে, কাউকে রেহাই দেবে না। তারপর কেউ বিচার দাবি করলে বলে দেবে, আমরা কিছু জানি না। আমরা সত্য বলছি যে, তার বাড়ীর ধ্বংসযজ্ঞ আমরা চোখে দেখিনি। অর্থাৎ আমরা নিজেরা কবর তো দূরের কথা, আমরা তখন সেখানে উপস্থিতও ছিলাম না। এরূপ সম্মিলিত চক্রান্ত ও মিথ্যাচারের ফলে আমাদের মধ্যে একজনও দোষী সাব্যস্ত হতে পারবে না, যাকে দিয়ে তারা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

৬৫. তাদের চক্রান্ত তো উপরে বর্ণিত হল আর আল্লাহ্‌র কৌশল ছিল তাদের সূতায় ঢিল দেওয়া, যাতে মন খুলে নিজেদের দুষ্কর্মের ঝোলা পূর্ণ করতে পারে এবং এভাবে মহাশাস্তির উপযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ ওযর-ওজুহাত বাকি না থাকে। তারা মনে করেছিল, সালিহ (আ)-এর কিস্‌সা খতম হয়ে যাচ্ছে। আসলে যে ভিতরে ভিতরে নিজেদেরই শিকড় কাটা যাচ্ছে এবং নিজেদেরই কিস্‌সা খতম হয়ে যাচ্ছে সে খবর তাদের ছিল না। হযরত শাহ সাহের (র) লিখেন, তাদের ধ্বংসের কারণসমূহ পূর্ণ হওয়ার ছিল। দুষ্কর্মের মাত্রা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি আসে না।

৬৬. সেই নয় ব্যক্তি একত্র হয়ে প্রথমে উটনীটি মেরে ফেলল। হযরত সালিহ (আ) বললেন, এখন তিন দিনের বেশী সময় পাবে না। শাস্তি আসবেই আসবে। তখন তারা

(৫২) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

(৫৩) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

(৫৪) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ○

৫২. ওই তো ওদের ঘর-বাড়ী পড়ে রয়েছে বিধ্বস্ত অবস্থায়। তাদের অবিশ্বাসের কারণে।[৬৭] নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।[৬৮]

৫৩. আর আমি তাদেরকে মুক্তি দেই যারা বিশ্বাস করেছিল ও সন্তর্পণে চলে ছিল।[৬৯]

৫৪. এবং (স্মরণ কর) লূতের কথা, যখন সে বলল, তার সম্প্রদায়কে তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছ।[৭০] অথচ তোমরা দেখে থাক?

সলা-পরামর্শ করে স্থির করল তা তিন দিনের মাথায় আমরা তো ধ্বংস হবই। তার আগে আগে এর তো কর্ম সাবাড় করে দেই। সে মতে তারা রাত্রিবেলা সালিহ (আ)-এর বাড়িতে হানা দেওয়ার এবং তাঁকে সপরিবারে হত্যা করার চক্রান্ত পাকাপোক্ত করল। চক্রান্তের মূল হোতা সেই নয় গোত্র প্রধান তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়ে পড়ল। বাকি সকলে ছিল তাদের অনুগত বা সহযোগী। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-কে হিফাযত করলেন। একদল ফেরেশতাকে পাহারায় নিযুক্ত করে দিলেন। পরিশেষে সে নয়জন আসমানী আযাবে ধ্বংস হয়ে গেল এবং নিজেদের সাথে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করাল।

৬৭. মক্কাবাসীরা যখন শাম দেশে সফর করত তখন পথে 'ওয়াদিল-কুরা' নামক স্থানে ছামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেত। فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬৮. অর্থাৎ সে পথের যাত্রীদের উচিত তাদের সে ভয়াবহ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৬৯. অর্থাৎ হযরত সালিহ (আ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ, যারা ঈমান এনেছিল এবং কুফ্র ও পাপাচার হতে নিজেদের রক্ষা করে চলেছিল আমি তাদের শাস্তির করাল গ্রাস থেকে রেহাই দেই। আল্লাহ্র কুদরত লক্ষ্য কর! মু'মিন ও কাফির একই জনপদে মিশ্রিত আকারে বাস করত— অথচ আযাব এসে কাফিরদেরকে বেছে বেছে ধ্বংস করে দিল, মু'মিনদেরকে স্পর্শ মাত্র করল না।

হযরত লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

৭০. অর্থাৎ তোমরা জান এটা কত নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য কাজ।

(৫৫) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

(৫৬) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○

(৫৭) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○

(৫৮) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ○

৫৫. তোমরা কি পুরুষে উপগত হও কাম-লালসায় নারীকে ছেড়ে ? তোমরা এক অবুঝ সম্প্রদায় বৈ কিছু নও।[৭১]

৫৬. তার সম্প্রদায়ের উত্তর আর কিছুই ছিল না, কেবল এ কথাই বলা ব্যতীত যে, লূত-পরিবারকে বের করে দাও তোমাদের জনপদ হতে। এরা তো এমন লোক, যারা থাকতে চায় সাফ-সুতরা।[৭২]

৫৭. তারপর উদ্ধার করলাম[৭৩] তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; অবশ্য তার স্ত্রী ছাড়া, তাকে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম অবশিষ্টদের মধ্যে।[৭৪]

৫৮. তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম ভয়ংকর বৃষ্টি। তা সে বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট ছিল তাদের জন্য, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।[৭৫]

---

৭১. অর্থাৎ তোমরা বুঝছ না এ নির্লজ্জতার পরিণাম কত ভয়ংকর হবে। বস্তুত তোমরা চরম মূর্খ ও নির্বোধ।

৭২. অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে বড় পাক-পবিত্র রাখতে চাচ্ছে। তা আমাদের মত অপবিত্রদের মধ্যে তাদের থাকা কেন ?

৭৩. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে ধ্বংস করে দেই এবং তাদেরকে রক্ষা করি।

৭৪. অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী দুষ্কৃতিকারীদের সাহায্য করত, যে কারণে সেও ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে থেকে গেল।

৭৫. অর্থাৎ আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করলাম এবং নগরটিকে উল্টিয়ে দিলাম।

হযরত শাহ সাহেব (র) উপরিউক্ত কাহিনী তিনটির উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত সুলায়মান (আ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, 'আমি এমন সব সৈন্য নিয়ে আসছি যাদের প্রতিরোধ করার সাধ্য তাদের নেই।' ঠিক এরূপ ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে। হযরত সালিহ (আ)-এর বিরুদ্ধে নয়জন গোত্রপতি একজোট হয়ে স্থির করেছিল যে, রাত্রিকালে হামলা চালাবে। আল্লাহ্ তা'আলা সালিহ (আ)-কে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। মক্কাবাসীরাও এমনটি চেয়েছিল, কিন্তু

(৫৯) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

৫৯. বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য এবং সালাম তার সেই সমস্ত বান্দার প্রতি, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন।৭৬ তা আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, না যাদেরকে তারা শরীক করে তারা ?৭৭

সফল হতে পারেনি। যে রাতে প্রিয়নবী (সা) হিজরত করেন, সে রাতে একদল কাফির তাঁর বাড়ী ঘিরে রেখেছিল, যাতে সকাল বেলা তিনি যখন বের হবেন তখন তারা একজোটে তাঁর উপর চড়াও হতে পারে এবং বিশেষ কোন একজনকে রক্তপণ দিতে না হয়। কিন্তু হযরত (সা) নিরাপদে বের হয়ে গেলেন, তারা টেরও পেল না।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায় চেয়েছিল আল্লাহ্‌র নবীকে দেশ থেকে বের করে দেবে। মক্কাবাসীরাও তাই চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার নবীকে বললেন, তুমি নিজেই স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে যাও। তিনি তাই করলেন এবং এ পন্থাতেই কার্যোদ্ধার হল।

বক্তৃতা যেভাবে শুরু করা উচিত

৭৬. ঘটনাবলী বর্ণনা শেষ হওয়ার পর সম্মুখে তাওহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ 'আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা ?' তার আগে বক্তৃতার শুরুতে পঠিতব্য খুত্‌বা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বক্তৃতা আরম্ভ করার আগে পড়ে নেওয়া উচিত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিখিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবীর প্রতি সালাম পাঠ করে তারপর আলোচনা শুরু করবে। (মুযিহুল কুরআন)। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেন, উপরে ঘটনাবলী বর্ণনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যে গুণাবলী, মহিমা ও অনুগ্রহের কথা তুলে ধরা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নবী কারীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করেন এবং তাঁর শুক্‌র আদায়ে লিপ্ত থাকেন। সেই সঙ্গে তাঁর সমাদৃত বান্দাদের প্রতি সালাম পেশ করেন, যাঁদের কয়েকজনের নাম উপরে বর্ণিত হয়েছে।

তাওহীদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

৭৭. এখান থেকে তাওহীদ সম্পর্কে নসীহত করা হচ্ছে— বলা হচ্ছে যে, উপরিউক্ত ঘটনাবলী শুনে এবং সৃষ্টির নিদর্শনাবলী ও আসমান হতে অবতীর্ণ দলীল-প্রমাণের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে তোমরা বলত দেখি, এক অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহ্‌কে মানা উত্তম, না কি দুর্বল মাখলূককে তাঁর সার্বভৌমত্বে শরীক করাটা উত্তম ? তোমরাই বল কোন্‌টা

(٦٠) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا
بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ
هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝
(٦١) اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَ
جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬০. আচ্ছা (বল তো) কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেছেন পানি, তারপর তা দ্বারা আমি উদ্‌গত করেছি চমৎকার বাগান। তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না উদ্‌গত করা তার বৃক্ষ।[৭৮] তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন হুকুমদাতা আছে কি ? কেউ নেই, বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।[৭৯]

৬১. আচ্ছা বল তো, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী[৮০] এবং তার মাঝে মাঝে সৃষ্টি করেছেন নদী-নালা এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপিত করেছেন ভার[৮১] এবং দুই সাগরের মাঝখানে রেখেছেন অন্তরায়।[৮২] তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন হুকুমদাতা আছে কি ? কেউ নেই, তাদের অধিকাংশেই বুঝে না।[৮৩]

কল্যাণকর ও যুক্তিযুক্ত ? বিষয়টি এখন আর এমন কিছু জটিল থাকেনি যে, সিদ্ধান্ত নিতে তোমাদের এতটুকু কালক্ষেপণ করতে হবে। তথাপি আরও নসীহত প্রদান ও দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সামনে আল্লাহ্ তা'আলার কিছু শান ও গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যা তাওহীদের প্রমাণবহ।

৭৮. অর্থাৎ গাছ-বৃক্ষ উদ্‌গত করাই যেখানে তোমাদের ইখতিয়ারে নয়, সেখানে তাতে ফুল-ফল ফলানোর তো প্রশ্নই আসে না।

তাওহীদের প্রমাণ

৭৯. অর্থাৎ সারা দুনিয়া জানে এবং খোদ এই মুশরিকরাও স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, গাছ-বৃক্ষ উদ্‌গত করা ইত্যাকার সৃজনকার্যের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া আর কারও অংশ নেই। কুরআন মাজীদে অন্যত্র মুশরিকদের পক্ষ হতে এর স্বীকারোক্তিও বর্ণিত আছে। তো এতদূর পৌঁছার পর তারা পথ হতে পাশ কাটিয়ে যায় কেন ? সৃজন ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা কোন কিছুর নিরঙ্কুশ ইখতিয়ার রাখে এমন কোন সত্তা যখন আল্লাহ্ ছাড়া নেই তখন তার উলূহিয়্যাত ও উপাস্যত্বে আর কেউ শরীক হয় কী করে ? ইবাদত-উপাসনা হচ্ছে চরম বিনয় প্রদর্শন ও হীনতা স্বীকারের নাম। এটা কেবল তাঁরই প্রাপ্য হতে পারে যিনি অতি মহান, পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর। ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল কোন সৃষ্টিকে উপাস্যত্বের ব্যাপারে বিশ্ব-স্রষ্টার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার মত অবিচার ও হঠকারিতা আর কী হতে পারে ?

(٦٢) اَمَّنۡ یُّجِیۡبُ الۡمُضۡطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ یَكۡشِفُ السُّوۡٓءَ وَ یَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ الۡاَرۡضِ ؕ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِیۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَ ؕ

৬২. আচ্ছা বল তো, কে সাড়া দেন নিঃসহায়ের ডাকে, যখন সে তাকে ডাকে এবং তাকে করেন বিপদমুক্ত[৮৪] এবং তোমাদেরকে করেন পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত ?[৮৫] তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন হুকুমদাতা আছে কি ? তোমরা খুব অল্পই চিন্তা কর।[৮৬]

---

৮০. অর্থাৎ মানুষ ও জীব-জন্তুর বাসস্থল। তারা সহজে শান্তিতে এর উপর জীবন-যাপন করে এবং এতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হয়।

৮১. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী স্থির তাকে, নড়া-চড়া না করে।

৮২. পূর্বে সূরা ফুরকানে এর ব্যাখ্যা চলে গেছে। আয়াত–
وَهُوَ الَّذِیۡ مَرَجَ الۡبَحۡرَیۡنِ هٰذَا عَذۡبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلۡحٌ اُجَاجٌ وَ جَعَلَ بَیۡنَهُمَا بَرۡزَخًا وَّ حِجۡرًا مَّحۡجُوۡرًا এর টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৩. অর্থাৎ এমন ইখতিয়ারসম্পন্ন আর কোন সত্তা আছে কি, যার পক্ষে এ সমস্ত কাজ সম্ভব, যে ভিত্তিতে সে উপাস্যত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে ? যখন কেউ নেই তখন বুঝা গেল মুশরিকরা নিছক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে শির্ক ও সৃষ্টি পূজার অতল গহ্বরে পতিত হচ্ছে।

বিপদাপদে একমাত্র উদ্ধারকর্তা

৮৪. যখন আল্লাহ্ চান ও সমীচীন মনে করেন তখন অসহায় ও নিরুপায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেন। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–
فَیَكۡشِفُ مَا تَدۡعُوۡنَ اِلَیۡهِ اِنۡ شَآءَ 'যে দুঃখের জন্য তোমরা তাকে ডাক, ইচ্ছা হলে তিনি সে দুঃখ দূর করেন' (আনআম–৬ : ৪১)। যেন তিনিই দু'আ ও প্রার্থনাকেও স্বাভাবিক কারণ ও উপকরণের ন্যায় একটি কারণ বানিয়ে দিয়েছেন, যার উপর শর্তাবলীর উপস্থিতি ও বাধাসমূহের অপসৃতির কার্য সংঘটিত করেন।

আল্লামা তীবী প্রমুখ বলেন, এ আয়াতে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করে বলা হয়েছে যে, কঠিন বিপদে ও সংকটময় মুহূর্তে তো তোমরাও নিরুপায় হয়ে তাঁকেই ডাক এবং দেব-দেবীদের ভুলে যাও। তো স্বভাব-প্রকৃতির এই চিরন্তন সাক্ষ্যকে শান্তি ও নিরাপত্তার সময় কেন মনে রাখ না ?

৮৫. অর্থাৎ এক সম্প্রদায় ও প্রজন্মকে তুলে নেন এবং তার স্থলে অন্যদেরকে আবাদ করেন, যারা পৃথিবীতে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব করে।

(٦٣) اَمَّنۡ يَّهۡدِيۡكُمۡ فِىۡ ظُلُمٰتِ الۡبَرِّ وَالۡبَحۡرِ وَمَنۡ يُّرۡسِلُ الرِّيٰحَ بُشۡرًاۢ
بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ۝

(٦٤) اَمَّنۡ يَّبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ وَمَنۡ يَّرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَالۡاَرۡضِ ؕ ءَاِلٰهٌ
مَّعَ اللّٰهِ ؕ قُلۡ هَاتُوۡا بُرۡهَانَكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝

৬৩. আচ্ছা বল তো কে তোমাদেরকে পথ দেখায় জল ও স্থলের অন্ধকারে[৮৭] এবং কে প্রেরণ করে তাঁর রহমতের পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু ?[৮৮] তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন হুকুমদাতা আছে কি ? তারা যাকে শরীক বলে আল্লাহ্ তার বহু উর্ধ্বে।[৮৯]

৬৪. আচ্ছা বল তো, কে সৃষ্টি করেন প্রথম বার তারপর তাকে সৃষ্টি করবেন পুর্নবার।[৯০] আর কে তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন আসমান ও যমীন থেকে।[৯১] তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে আর কোন হুকুমদাতা আছে কি ? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৯২]

---

৮৬. অর্থাৎ ভালভাবে চিন্তা করলে দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। নিজেদের এই সব প্রয়োজন এবং জাতিসমূহের উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারতে যে, এ সব জিনিসের বাগডোর যার হাতে, কেবল তাঁরই ইবাদত করা উচিত।

৮৭. অর্থাৎ জল ও স্থলের অন্ধকারের মাঝে তারকার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন, তা সরাসরি হোক, কি দিক দর্শন যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে।

৮৮. অর্থাৎ রহমতের বারিধারা বর্ষণের পূর্বে বায়ু প্রবাহিত করেন, যা বৃষ্টির আগমনী বার্তা শুনিয়ে যায়।

৮৯. অর্থাৎ কোথায় সেই সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় সত্তা আর কোথায় অক্ষম ও ক্রটিপূর্ণ সৃষ্টি, যাকে তাঁর উলূহিয়্যাতের শরীক সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

৯০. প্রথমবারের সৃষ্টি সম্পর্কে তো সবাই স্বীকার করে যে তা আল্লাহ্‌র কাজ। এরই দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরায় সৃষ্টির বিষয়টিকে বুঝে নিতে পার। যারা পরকালকে অস্বীকার করে তারাও এতটুকু বুঝে যে, যদি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হয়ও, তবে তা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব হবে, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।

৯১. অর্থাৎ নভোমণ্ডলীয় ও ভূ-মণ্ডলীয় আসবাব-উপকরণের মাধ্যমে যে স্বীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা অনুযায়ী তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেন ?

৯২. অর্থাৎ এত পরিষ্কার নিদর্শন ও দ্ব্যর্থহীন দলীল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও যদি তোমরা আল্লাহ্‌র একত্ব ও শির্‌কের অনিষ্টতা স্বীকার না কর তবে নিজেদের বাতিল দাবীর স্বপক্ষে যা কিছু দলীল প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে তা পেশ কর। এখনই

(٦٥) قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ۝

৬৫. বল, কেউই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের গায়েবের খবর রাখে না আল্লাহ্ ছাড়া।[৯৩] আর তাও তারা জানে না যে, কখন তারা পুনরুজ্জীবিত হবে।[৯৪]

তোমাদের সত্য-মিথ্যা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কাছে দলীল-প্রমাণ কোথায়? কেবলই অন্ধ অনুকরণ। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে, ওই বিষয়ে তার কোন সনদ নেই, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে'। (মু'মিনূন ঃ ১১৭)

অদৃশ্য বিষয়াবলীর একমাত্র জ্ঞাতা

৯৩. এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার এবং পরবর্তী আয়াতের উপক্রমণিকা স্বরূপ। পারার শুরু হতে এ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, সর্বব্যাপী অনুগ্রহ ও সার্বজনীন রাবূবিয়্যাত সম্পর্কে বর্ণনা ছিল। যার সার কথা এই যে, তিনি যখন এ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে একক ও অদ্বিতীয়, তখন উলূহিয়্যাত ও উপাস্যত্বেও এককই হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে অন্যভাবে তাঁর উলূহিয়্যাত প্রমাণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ মা'বূদ তো তিনিই হবেন, যিনি নিরঙ্কুশ শক্তির সাথে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক জ্ঞানেরও অধিকারী, এটা এমন এক গুণ, যা ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন সৃষ্টির মাঝে নেই। এ কেবল সেই মহান প্রতিপালকেরই বৈশিষ্ট্য। এ হিসেবেও মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত তাঁরই একক সত্তা হল।

যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই। কোন একটি গায়ব সম্পর্কেও সত্তাগত জ্ঞান কারও থাকতে পারে না, কেবল আল্লাহ্ দান করলেই লাভ হতে পারে। মাফাতীহুল-গায়ব (অদৃশ্যের চাবিসমূহ, সূরা আনআমে যা আলোচিত হয়েছে)–কোন মাখলূককে আল্লাহ্ দান করেননি। হাঁ, কোন কোন মাখ্লূককে বিশেষ কোন গায়ব সম্পর্কে তিনি স্বেচ্ছায় অবহিত করে থাকেন, যার কারণে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অমুক বান্দাকে গায়ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন বা গায়বের খবর দিয়েছেন। কিন্তু কেবল এতটুকুর কারণে কুরআন ও হাদীছে কোথাও এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে 'আলিমুল-গায়ব' বা 'ফুলান আলামুল-গায়ব' (অমুকে গায়ব জানে) ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়নি; বরং হাদীসে এরূপ শব্দ প্রয়োগের নিন্দা করা হয়েছে। কেননা, বাহ্যত এরূপ শব্দ অদৃশ্য জ্ঞান যে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট, এ বিশ্বাসের পরিপন্থী ধারণা জন্মায়। এ কারণেই এরূপ শব্দ কোন বান্দা সম্পর্কে ব্যবহার করার অনুমতি হক্কানী

(٦٦) بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۚ

(٦٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○

৬৬. বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের চিন্তা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, বরং তারা সে বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত, বরং তারা সে সম্বন্ধে অন্ধ।[৯৫]

৬৭. এবং অবিশ্বাসীরা বলে, আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা যখন মাটিতে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে মাটি হতে উত্থিত করা হবে ?

উলামায়ে কিরাম প্রদান করেন না। যদিও আভিধানিক দিক থেকে দোষের নয়। যেমন কেউ বলল, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ 'আল্লাহ্ গায়ব জানেন না' এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন জিনিস গায়ব বা অদৃশ্যই নয়, কিন্তু তবু এরূপ বলা মারাত্মক অন্যায় ও বেআদবী। কিংবা কেউ সত্য দ্বারা মৃত্যু এবং ফিত্‌না দ্বারা সন্তান-সন্ততি বুঝিয়ে বলল, আমি সত্য অপসন্দ করি এবং ফিতনা পসন্দ করি। এমনিভাবে রহমত দ্বারা বৃষ্টি বুঝিয়ে বলল, আমি রহমত হতে আত্মরক্ষা করি। এ সবই অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকাশ ভঙ্গি ও দৃষ্টতাপূর্ণ ভাষা। অথচ নিয়্যত ও উদ্দেশ্য হিসেবে মন্দ ছিল না। 'অমুক গায়ব জানে' ধরনের বাক্যকে এরূপ বাক্যের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য গায়বী জ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল আন্দাজ-অনুমান বুঝাচ্ছি না এবং যে সব বিষয় লক্ষণ ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা হয় তাও নয়। বরং যে সম্পর্কে কোন দলীল ও আলামত নেই তা-ই গায়বের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আনআম ও আ'রাফে এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত লেখা হয়েছে। সেখানকার টীকা দ্রষ্টব্য।

পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ ও তার জবাব

৯৪. অর্থাৎ কিয়ামত কবে আসবে, যার পর মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ? এর সঠিক খবর কারও নেই। পূর্বে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এখান থেকে কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

৯৫. অর্থাৎ তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির দৌড় শেষ হয়ে গেছে। আখিরাত সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি কখনও সন্দেহ করে, কখনও অবিশ্বাস। (মূযিহুল-কুরআন)

কোন কোন তাফসীরবেত্তা ব্যাখ্যা করেন, আখিরাত উপলব্ধি করা পর্যন্ত তাদের জ্ঞান পৌঁছতে পারেনি, আবার অজ্ঞানতার কারণে যে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে তাও নয়। বরং এ সম্পর্কে তারা সংশয় সন্দেহে নিপতিত। কেবলই কি সন্দেহ ? এ সম্পর্কে যে সব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ আছে তা হতে তারা চোখ বন্ধ করে রেখেছে, অথচ তার মাঝে চিন্তা-ভাবনা করলে সন্দেহের নিরসন হতে পারত।

(٦٨) لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(٦٩) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

(٧٠) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝

(٧١) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

৬৮. ইতোপূর্বে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল আমাদেরকে এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকে। এটা কিছুই নয় পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া।[৯৬]

৬৯. বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পরিণাম কী হয়েছে অপরাধীদের।[৯৭]

৭০. তুমি তাদের প্রতি দুঃখ করো না এবং তাদের প্রতারণার কারণে রুষ্ট হয়ো না।[৯৮]

৭১. তারা বলে, কবে বাস্তবায়িত হবে এ প্রতিশ্রুতি–যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৯৯]

---

৯৬. অর্থাৎ পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদের সঙ্গেও একই ওয়াদা করা হয়েছিল। পূর্বে যা বলা হত এ নবীও আজ তার পুনরাবৃত্তি করছে। কত কাল অতিবাহিত হয়ে গেল, কত প্রজন্ম আসল গেল, কই আজ পর্যন্ত তো কেউ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ও শাস্তি ভোগ করেছে বলে কোথাও দেখিওনি, শুনিওনি।

৯৭. অর্থাৎ কত অপরাধী ইহকালেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করেছে এবং নবীদের সতর্ক বাণী বাস্তবায়িত হয়েই তবে ছেড়েছে। এরই সঙ্গে তুলনা করে বুঝে নাও যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকালীন শাস্তির যে খবর নবীগণ দিয়ে এসেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। এ বিশ্ব চরাচর লক্ষ্যহীন ও শাসকহীন নয়। এর নিয়ন্তা একে এমনিতেই ছেড়ে দেবেন না। সকল অপরাধী যখন এখানে পূর্ণ শাস্তি পায় না তখন অবশ্যই অপর কোন জীবন হবে যেখানে প্রত্যেকে তার পূর্ণ কর্মফল ভোগ করবে। তোমাদের অবিশ্বাস যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে অবিশ্বাসীদের যে পরিণাম অতীতে ইহজগতে হয়েছে, তা তোমাদেরও হতে পারে।

৯৮. অর্থাৎ তাদেরকে বুঝানোর এবং অসৎকর্মের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার পর আলাদা হয়ে যাও। তারা যদি না মানে তবে আপনি বেশি দুঃখিত ও ব্যথিত হবেন না এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্ত ও প্রতারণার কারণে ক্রুদ্ধ ও বেদনাক্লিষ্ট হবেন না। আপনি নিজ দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছেন। এরূপ যেদী অপরাধীদের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বোঝাপড়া করবেন। অতীতকালের অপরাধীদেরকে যেমন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তদ্রূপ এদেরকেও দেবেন।

৯৯. অর্থাৎ তা সে কিয়ামত কবে আসবে ? যে শাস্তির হুমকি দেওয়া হচ্ছে তা কখন অবতীর্ণ হবে ?

(৭২) قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

(৭৩) وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

(৭৪) وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

(৭৫) وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৭৬) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

৭২. বল, অসম্ভব কি যে, তার কিছু তোমাদের পিঠের উপর এসেই গেছে।[১০০] যার জন্যে তোমরা ত্বরা করছো।

৭৩. তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[১০১]

৭৪. এবং তোমার প্রতিপালক জানেন, যা-কিছু গোপন থাকে তাদের বুকে এবং যা-কিছু তারা প্রকাশ করে।

৭৫. আসমান ও যমীনে অদৃশ্য এমন কিছুই নেই, যার উল্লেখ নেই সুস্পষ্ট কিতাবে।[১০২]

৭৬. এ কুরআন বনী ইসরাঈলকে তার অনেক কিছুই শুনিয়ে দেয় তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করে।

---

১০০. অর্থাৎ চিন্তা করো না। প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিছু অসম্ভব নয় যে, প্রতিশ্রুতির অংশবিশেষ নিকটেই এসে গেছে। (সুতরাং বেশী দিন যায় নি, বদর যুদ্ধে শাস্তির এক কিস্তি তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।) বাকি থাকল আসল কিয়ামত। তো কিছু লক্ষণ ও আলামত তারও প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে শাস্তি দানে যদি বিলম্ব করেন, তবে উচিত তো ছিল সে অবকাশকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা এবং তার মেহেরবানীর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত ঈমান ও সৎকর্মের পথ অবলম্বন করা, কিন্তু তারা তার পরিবর্তে করে অকৃতজ্ঞতা, পরন্তু নিজ মুখে করে শাস্তি যাচনা।

আল্লাহ্‌র জ্ঞানের ব্যাপকতা

১০২. অর্থাৎ তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন কর্ম, মনের ভেদ, নিয়্যত ও উদ্দেশ্য এবং আসমান-যমীনের অতি গোপন রহস্য সব কিছুই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে উপস্থিত, তার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ। সে অনুযায়ীই সব কিছু আপন আপন সময়ে সংঘটিত হবে। তাড়াহুড়া করলে বা বিলম্বিত করতে চাইলে তাতে কোন লাভ নেই। আল্লাহ্‌র জ্ঞানে যে জিনিস স্থিরীকৃত তা অচিরে কি বিলম্বে যথাসময়ে আসবে এবং প্রত্যেকে তার কর্ম, নিয়্যত ও সংকল্প অনুযায়ী ফল লাভ করবে।

(৭৭) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

(৭৮) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝

(৭৯) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

(৮০) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝

৭৭. এবং নিশ্চয়ই এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[১০৩]

৭৮. তোমার প্রতিপালক আপন শাসন ক্ষমতায় তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, তিনিই পরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞানী।[১০৪]

৭৯. সুতরাং তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি রয়েছ সত্য সুস্পষ্ট পথে।[১০৫]

৮০. তুমি তো শোনাতে পারবে না মৃতদের এবং তুমি শোনাতে পারবে না বধিরদেরকে নিজের ডাক–যখন তারা ফিরে যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

মীমাংসাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন

১০৩. অর্থাৎ কার্যকরী মীমাংসার সময় এখনও আসেনি, অবশ্য কুরআন এসেছে কিতাবী ও বাস্তব ফায়সালার জন্য। সেকালে বনী ইসরাঈলকে আসমানী জ্ঞান ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে সর্বাধিক পারদর্শী মনে করা হত। সেই তাদেরও আকীদা-বিশ্বাস, বিধি-বিধান, ঘটনাবলী ও বর্ণনা সংক্রান্ত তীব্র মতবিরোধসমূহের মীমাংসাকর সিদ্ধান্ত আল-কুরআন শুনিয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কুরআনই সেই গ্রন্থ, যা মহান আল্লাহ্‌র সর্বশেষ পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছে এবং যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে দিয়েছে পথের দিশা। যাতে করে মানুষ সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে যে দিন সব কিছুর কার্যকর ফায়সালা হয়ে যাবে।

১০৪. অর্থাৎ কুরআন তো এসেছে সতর্ক করার ও বুঝানোর জন্য, বাকি সকল বিষয়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও শাসকসুলভ মীমাংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই করবেন।

১০৫. অর্থাৎ আপনি কারও মতবিরোধ ও অবিশ্বাসে প্রভাবান্বিত হবে না। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আপন কাজ চালিয়ে যান। যেই সত্য-সঠিক ও সুস্পষ্ট পথে আপনি চলছেন তাতে কোনরূপ খটকা নেই। সত্যপথের অনুসারী হয়ে এক আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখলে আর কিসের চিন্তা ?

(৮১) وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

(৮২) وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰیٰتِنَا لَا یُوْقِنُوْنَ ○

৮১. আর তুমি পথ দেখাতে পারবে না অন্ধদেরকে, যখন তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।[১০৬] তুমি শোনাতে পার কেবল তাদেরকেই, যারা বিশ্বাস করে আমার আয়াতে। বস্তুত তারাই মান্যকারী।[১০৭]

৮২. এবং যখন তাদের উপর নিপতিত হবে কথা, তখন আমি যমীন হতে তাদের সামনে বের করব এক জন্তু, যা কথা বলবে তাদের সঙ্গে, এই হেতু যে, মানুষ আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করত না।[১০৮]

উপদেশ যাদের জন্য ফলপ্রসূ ও যাদের জন্য ফলপ্রসূ নয়

১০৬. অর্থাৎ একজন মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা বা কোনও অন্ধকে ডাকা, বিশেষত সে যখন পেছন ফিরে চলে যায় এবং আহ্বানকারীর দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না, যেমন তাদের জন্য ফলপ্রসূ নয়, ঠিক তেমনই অবস্থা এ সব অবিশ্বাসীদের, যাদের আত্মার মৃত্যু ঘটেছে, হৃদয়ের কান বধির হয়ে গেছে, শোনার কিছু ইচ্ছাও করছে না। তাদের জন্য কোন উপদেশ উপকারী ও ফলদায়ক হতে পারে না। একজন অন্ধ ব্যক্তি, যাবত না দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হয়, কী করে তাকে আপনি পথ বা অন্য কোন জিনিস দেখাতে সক্ষম হবেন ? এরাও আত্মার দিক থেকে অন্ধ, অন্ধত্ব ঘুচুক-এটাও তাদের কাম্য নয়। তো আপনি যতই পথ দেখান এরা দেখবে কী করে ?

১০৭. অর্থাৎ উপদেশ প্রদান তাদের জন্যই ফলপ্রসূ হয়, যারা তা শুনে প্রভাবান্বিত হয়। প্রভাবান্বিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে অনুগত বান্দা হয়ে যাওয়া।

কিয়ামতের পূর্বে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আবির্ভাব

১০৮. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, কিয়ামতের পূর্বে মক্কার সাফা পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে তার ভেতর থেকে একটি জন্তু বের হয়ে আসবে। জন্তুটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে বলবে যে, কিয়ামত কাছে এসে গেছে। তারপর সে মু'মিন ও কাফিরদেরকে পৃথক পৃথক চিহ্ন লাগিয়ে আলাদা করে দেবে (মূযিহুল কুরআন)। কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এটা হবে বিলকুল আখিরী যামানায়, যে দিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। কিয়ামত তো এরই নাম যে, মহা বিশ্বের বর্তমান সব নিয়মনীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কাজেই এ ধরনের অস্বাভাবিক বিষয়ের কথা শুনে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। এগুলোর আবির্ভাব ঘটবে কিয়ামতের নিকটতম আলামত ও পূর্বাভাস

(৮৩) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝
(৮৪) حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
(৮৫) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۝

৮৩. যে দিন আমি একত্রিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে সেই সমস্ত লোকদের এক একটি দলকে, যারা মিথ্যা সাব্যস্ত করত আমার আয়াতসমূহকে, তারপর তাদেরকে বিভক্ত করা হবে পৃথক পৃথক দলে।
৮৪. পরিশেষে যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন তিনি বলবেন, তোমরা কি মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে আমার আয়াতসমূহকে। অথচ তোমরা তা ভাল রকমে বুঝনি, কিংবা বল, তোমরা কী কর্ম করেছিলে ?[১১০]
৮৫. এবং তাদের উপর নিপতিত হয়েছে কথা, এই হেতু যে, তারা করেছিল অপকর্ম, সুতরাং এখন তারা পারে না কিছুই বলতে।[১১১]

হিসেবে। সম্ভবত 'দাববাতুল-আরদ'-এর মাধ্যমে এটা দেখানো উদ্দেশ্য হবে যে, নবীর কথায় তোমরা যে জিনিস মানতে প্রস্তুত ছিলে না, আজ তাই একটি জন্তুর মুখে শুনে মানতে বাধ্য হচ্ছ। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস কোন কাজে আসবে না। কেবল অবিশ্বাসীদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। মানার ও বিশ্বাস করার প্রকৃত যে সময় ছিল তা চলে গেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তাফসীর গ্রন্থসমূহে 'দাব্বাতুল-আরদ' সম্পর্কে নানা রকমের সত্য-মিথ্যা কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়াত দ্বারা হযরত শাহ সাহেব (র) যা লিখেছেন, ঠিক ততটুকুই প্রমাণিত।

১০৯. এক এক ধরনের গুনাহগারদেরকে এক এক দলে বিভক্ত করা হবে। সাধারণত তাফসীরকারকগণ فَهُمْ يُوزَعُونَ -এর অর্থ করেছেন বাধা দেওয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীদেরকে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা এত বিপুল সংখ্যক হবে যে, পেছনের লোকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে বাধা দেওয়া হবে, যেমনটি বিশাল জমায়েতের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য করা হয়ে থাকে।

১১০. অর্থাৎ ভালভাবে বুঝার এবং সকল দিকে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টাও করনি। প্রথমেই অবিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছ। নয়ত বল, এরূপ করনি তো কী করেছ ? অর্থাৎ এ ছাড়া তোমাদের আর কাজই বা কি ছিল ? এরূপ অর্থও হতে পারে যে, চিন্তা-ভাবনা না করে শুধু অবিশ্বাসই করেছিল, না কি এ ছাড়া আরও কিছু গুনাহ সঞ্চয় করেছিলে ?

১১১. অর্থাৎ তাদের অন্যায়-অপকর্মের অকাট্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এখন আর তারা কীই বা বলতে পারে ?

(٨٦) اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(٨٧) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝

৮৬. তারা কি দেখে না যে, আমি বানিয়েছি রাত, যাতে তারা পারে তাতে বিশ্রাম করতে এবং বানিয়েছি দিন দেখার জন্য। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য যারা বিশ্বাস করে।[১১২]

৮৭. আর যে দিন ফুৎকার করা হবে শিঙ্গায়[১১৩] যে দিন ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে[১১৪] নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে সকলেই, তবে আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছে করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র এবং সকলেই তার সামনে আসবে বিনীত অবস্থায়।[১১৫]

বাকি যে সব আয়াতে আছে যে, তারা ওযর-অজুহাত প্রদর্শন করবে, তা সম্ভবত এর পূর্বেকার কথা। মোটকথা, কথা বলা না বলা সম্পর্কিত ইতি ও নীতিবাচক বর্ণনাকে বিভিন্ন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

রাত-দিনের নিদর্শন ও তার শিক্ষা

১১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় সুস্পষ্ট-অবারিত কত রকমের নিদর্শন দেখিয়েছেন, তথাপি তারা একটুও চিন্তা করল না। এক রাত-দিনের আবর্তনের মাঝেই যদি চিন্তা করত, তবুও তো আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব, নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সত্যতা, সব কিছুই বুঝতে পারত। তা কে সে জন, যিনি এরূপ সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে দিনের পর রাত এবং রাতের পর দিনকে দৃশ্যপটে আনছেন ? কে সে জন, যিনি আমাদের বাহ্যিক দেখার জন্য রাতের অন্ধকারের পর দিবালোক দান করেছেন। তা তিনি কি আমাদের অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিপাতের জন্য খেয়াল-খুশী ও কু-প্রবৃত্তির অন্ধকারের মাঝে দিব্য জ্ঞান ও হিদায়াতের আলো না দিয়ে পারেন ? রাত কী জিনিস ? নিদ্রার সময়, যাকে আমরা মৃত্যুর একটি নমুনা সাব্যস্ত করতে পারি। তারপরে দিন আসল। আমরা চোখ খুলে এদিক-ওদিক চলাফেরা করতে লাগলাম। এভাবেই যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মৃত্যু ঘটান এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে উত্থিত করেন, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে ? মোদ্দাকথা, এই এক দৃষ্টান্তের মাঝেই বিশ্বাসীদের জন্য আবশ্যকী সমস্ত বিষয়ের সমাধান নিহিত আছে।

শিঙ্গায় ফুৎকার প্রসঙ্গ

১১৩. শিঙ্গায় ফুৎকার করবেন হযরত ইসরাফীল (আ)। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতীক্ষায় শিঙ্গা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

(৮৮) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ○

৮৮. আর তুমি দেখ পর্বতমালাকে ধারণা কর তা বুঝি স্থির হয়ে আছে, অথচ তা ছুটাছুটি করবে মেঘমালার ছুটাছুটির মত।[১১৬] আল্লাহ্‌র কারিগরী, যিনি সুগঠিত করেছেন প্রতিটি জিনিসকে।[১১৭] তিনি খবর রাখেন তোমরা যা কিছু কর সে সবের।[১১৮]

---

১১৪. কোন কোন বর্ণনায় আছে, اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ। (আল্লাহ্ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তাদের কথা স্বতন্ত্র) দ্বারা হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও মালাকুল-মাওতকে বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, এটা প্রযোজ্য শহীদদের সম্পর্কে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

১১৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হলে সকল সৃষ্টি মরে যাবে। দ্বিতীয় ফুঁতে সকলে জীবিত হবে। তৃতীয় ফুঁতে সকলে ঘাবড়িয়ে যাবে। তারপরের ফুঁতে বেহুশ হয়ে যাবে। আবারও ফুঁ দেওয়া হলে সংজ্ঞা ফিরে পাবে। এভাবে কয়েকবার ফুঁ দেওয়া হবে (মুযিহুল কুরআন)। বহু আলিমের মতে সর্বমোট দু'বার ফুঁ দেওয়া হবে। তারা সবগুলো অবস্থাকে এ দু' ফুঁয়ের মধ্যে শামিল করেন।

কিয়ামতের দিন পাহাড়-পর্বতের অবস্থা

১১৬. অর্থাৎ তোমরা আজ যে সকল বড় বড় পাহাড় দেখে ধারণা কর যে, এগুলো চিরদিনের জন্য যমীনের উপর অবিচল হয়ে আছে, কখনও আপন জায়গা থেকে নড়াচড়া করবে না। কিয়ামতের দিন এ সব তুলার গুটির মত শূন্যমণ্ডলে উড়ে বেড়াবে এবং মেঘমালার মত সবেগে ছুটাছুটি করবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا 'এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়' (ওয়াকিআ– ৫৬ : ৫–৬) আরও ইরশাদ হয়েছে— وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ। 'এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত (সূরা কারিআ : ৫)। আরও আছে فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا 'বল, আমার প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন' (তা-হা– ২০ : ১০৫)। পৃথিবী ঘোরে কি ঘোরে না তার সাথে আলোচ্য আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন কোন কোন আধুনিকপন্থী ধারণা করে থাকেন।

১১৭. অর্থাৎ যেই সত্তা সমস্ত কিছুকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে গঠন করেছেন, তিনিই পাহাড়-পর্বতকে আজ এরূপ ভারী ও সুদৃঢ় বানিয়েছেন এবং তিনিই একদিন এগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেবেন। আর এটা কেবল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই করা হবে না, বরং বিশ্ব-জগতকে ভেঙ্গে-চূরে সেই স্থানে পৌঁছানোই এর উদ্দেশ্য যেখানে পৌঁছানোর জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তো এ সব হল সেই মহান স্রষ্টার কারিগরী, যার কোন কাজ হিকমাতবিহীন নয়।

(٨٩) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ○
(٩٠) وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○
(٩١) اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَيْءٍ ؗ
وَّ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৮৯. যে-কেউ আসবে সৎকর্ম নিয়ে, সে পাবে তার চাইতে উত্তম প্রতিদান।[১১৯] এবং তারা সে দিন থাকবে উৎকণ্ঠা হতে নিরাপদ।[১২০]
৯০. আর যে কেউ আসবে অসৎকর্ম নিয়ে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখে আগুনে। তোমরা তো সে কর্মফলই পাবে, যা তোমরা করতে।[১২১]
৯১. আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে যে, আমি যেন ইবাদত করি এই নগরের প্রতিপালকের, যিনি একে সম্মানিত করেছেন এবং প্রতিটি তারই জিনিস।[১২২] এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি অন্তর্ভুক্ত থাকি অজ্ঞানুবর্তীদের।[১২৩]

হাশরের হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গ

১১৮. অর্থাৎ এই ভাঙচুর ও মহা পরিবর্তনের পর বান্দাদের হিসাব-নিকাশ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের খুঁটিনাটি প্রতিটি কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। কাজেই প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার কর্ম অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কার দেওয়া হবে। কারও প্রতি যুলুমও করা হবে না, কাউকে ঠকানোও হবে না। সামনে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে।

১১৯. অর্থাৎ একটি সৎ কাজের বদলা দেওয়া হবে কমপক্ষে দশটি সৎকর্মের হিসাব অনুযায়ী যা কখনও নিঃশেষ হওয়ার নয়।

১২০. অর্থাৎ মহা উৎকণ্ঠা হতে, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে— لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ। 'মহা ভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবে না' (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩)। অপেক্ষাকৃত কম ভয়-ভীতি হলে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী নয়।

১২১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে কোন যুলুম করা হবে না। যেমন কর্ম হবে, তেমন ফল পাবে। নিজ কৃতকর্মের আর কী প্রতিকার হতে পারে ?

মক্কা নগরীর মর্যাদা

১২২. এ আয়াতে 'নগর' দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অতি সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কারণেই

(৯২) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

(৯৩) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

৯২. এবং আমি যেন আবৃত্তি করি কুরআন।[১২৪] তারপর যে কেউ অবলম্বন করবে সৎপথ, যে সৎপথ অবলম্বন করবে তার নিজেরই মঙ্গলার্থে এবং যে কেউ বিপথগামী হবে বলে দাও, আমি তো কেবল সতর্ককারীই।[১২৫]

৯৩. এবং বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।[১২৬] শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন তাঁর নিদর্শনাবলী তখন তোমরা তা চিনতে পারবে।[১২৭] তোমার রব অনবহিত নন তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে।[১২৮]

'রব'-কে তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, নচেত সব কিছুরই রব ও মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।

১২৩. অর্থাৎ সেই সমস্ত লোকের মধ্যে থাক, যারা সর্বতোভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত এবং সর্বাত্মকভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী।

১২৪. অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে যেন আমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্য করতে যত্নবান থাকি এবং অন্যদেরকে কুরআন শুনিয়ে আল্লাহ্‌র পথ চিনিয়ে দেই।

১২৫. অর্থাৎ আমি উপদেশ দান করে নিজ দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছি। না শুনলে তোমাদেরই ক্ষতি।

১২৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার হাজার শুক্‌র, যিনি আমাকে সৎপথের অনুসারী ও দিশারী বানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার উপযুক্ত কেবল তাঁরই সত্তা। কেউ কোন গুণ ও সৌন্দর্য পেয়ে থাকলে তা তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছে।

১২৭. অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভিতরে বা বাইরে আপন কুদরতের এমন নিদর্শন এবং আমার সত্যতার এমন প্রমাণ দেখাবেন, যা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে যে, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্ তা'আলার সেই সে নিদর্শন যার সংবাদ তাঁর নবী তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। বাকি সে সময়কার উপলব্ধি ও বিশ্বাস কোন কাজে আসবে কি আসবে না সে ভিন্ন কথা। কিয়ামত ও অন্যান্য বিষয়ের আলামত সবই এর মাঝে এসে গেছে।

১২৮. অর্থাৎ তোমরা যে আমল ও কাজ-কর্ম কর সবই তার দৃষ্টির সামনে রয়েছে। সে অনুযায়ীই শেষ পর্যন্ত বদলা পাবে। শাস্তি ইত্যাদিতে বিলম্ব দেখে মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খবর রাখেন না।

আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা, সব তাঁরই অনুগ্রহ।

॥ সূরা নাম্‌ল-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা কাসাস

৮৮ আয়াত, ৯ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) طٰسٓمّٓ ○

(٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○

(٣) نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

১. তা-সীম-মীম।

২. এগুলো আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. আমি তোমাকে শুনাচ্ছি মূসা ও ফিরআওনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে সেই সমস্ত লোকের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।[১]

ফিরআওন ও বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে মুসলিমদের জন্য শিক্ষা

১. অর্থাৎ যাতে মুসলিমগণ যালিমদের মুকাবিলায় নিজেদের অবস্থাকে (মূসা ও ফিরআওনের ঘটনার সঙ্গে) তুলনা করে দেখে (মূযিহুল কুরআন)। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও মূসা (আ)-এর মাধ্যমে শক্তিমান ফিরআওনীদের মুকাবিলায় বিজয়ী ও কামিয়াব করেন। তেমনিভাবেই যে মুসলিমগণ আপাতত মক্কায় সংখ্যালঘু, দুর্বল ও নিঃসম্বল, তারা তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভ করবে ও কৃতকার্য হবে।

(٤) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

৪. ফিরআওন উদ্ধত হয়ে উঠেছিল রাজ্যে এবং তার অধিবাসীকে বিভক্ত করে রেখেছিল বহু দলে। তন্মধ্যে দুর্বল করে রেখেছিল একদলকে।[২] পুত্রদেরকে সে যবাহ করত এবং মেয়েদেরকে রাখত জীবিত।[৩] নিশ্চয়ই সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।[৪]

---

২. অর্থাৎ মিসরে প্রধানত দুটি সম্প্রদায় বাস করত। ফিরআওনের সম্প্রদায় কিবতী এবং বনী ইসরাঈল নামে খ্যাত সিবতী। ফিরআওন যুলুম ও অহংকারবশত বনী ইসরাঈলকে দাবিয়ে রাখত। তাদেরকে মাথা তুলতে দিত না। এভাবে কিবতীরা যেন প্রভু সেজে বসেছিল এবং নবী-রাসূলের আওলাদ বনী ইসরাঈলকে বানিয়ে রেখেছিল গোলাম। তাদের দিয়ে বেগার খাটাত ও যত সব হীন ও নিকৃষ্ট কাজ করাত। তারা দেশে কোন শক্তি সঞ্চয় ও মর্যাদা লাভ করতে পারে এমন সুযোগ তারা তাদেরকে দিত না।

ফিরআওনের দুঃস্বপ্ন এবং তা প্রতিরোধের নিষ্ঠুর স্কীম

৩. কথিত আছে যে, ফিরআওন স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা জ্যোতিষীরা এই দিয়েছিল যে, কোন ইসরাঈলী পুরুষের হাতে আপনার রাজত্বের অবসান ঘটবে। তা প্রতিরোধ করার জন্যে ফিরআওন এই মূর্খতাসুলভ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বনী ইসরাঈলকে চিরদিনের জন্য দুর্বল করে রাখতে হবে, যাতে ক্ষমতা দখলের হিম্মতই তাদের কখনও না হয়। আর ভবিষ্যতে যত পুত্র সন্তান তাদের জন্ম নেবে সবাইকে যবাহ করে ফেলতে হবে। এতে করে আসন্ন সে বিপদ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য কন্যা সন্তানদের নিয়ে যেহেতু ভবিষ্যতে কোন আশংকা নেই তাই তাদেরকে জীবিত রাখা হবে। তারা বড় হয়ে আমাদের দাসীবৃত্তি করবে।

ইব্ন কাছীর (র) লিখেন, বনী ইসরাঈল নিজেদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত। তাতে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যে, এক ইসরাঈলী যুবকের হাতে মিসর রাজ্যের ধ্বংস নির্দিষ্ট আছে। এ-কান থেকে ও-কান করতে করতে শেষ পর্যন্ত ফিরআওনের কানেও তা পৌঁছে গেল। সে নির্বোধ নিয়তির লেখা খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে যুলুম-নির্যাতনের উপরিউক্ত স্কীম চালু করল।

৪. অর্থাৎ পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার তো সে করতই, কাজেই এরূপ যুলুম-নির্যাতন করতে তার বাধবে কেন ? ব্যস মনে যা আসল স্বীয় দর্প ও অহংকারে আত্মহারা হয়ে নিশ্চিন্তে তা করে ফেলল।

(٥) وَنُرِيدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ
نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۙ

(٦) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا
كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

(٧) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৫. আমি চাই সে দেশে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, যাদেরকে হীনবল করে রাখা হয়েছে তাদেরকে নেতা বানিয়ে দিতে এবং দেশের উত্তরাধিকারী করতে।

৬. এবং দেশে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে[৫] আর ফিরআওন, হামান[৬] ও তাদের বাহিনীকে সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে যা তাদের পক্ষ হতে তারা আশংকা করত।[৭]

৭. আর আমি প্রত্যাদেশ পাঠালাম মূসার মায়ের কাছে যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক। তারপর যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করো[৮] এবং তুমি কোন ভয় করো না ও দুশ্চিন্তা করো না। আমি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দেব তোমারই কাছে এবং তাকে করব রাসূলদের একজন।[৯]

---

৫. অর্থাৎ সে অভিশপ্তের ব্যবস্থাপনা তো ঐরূপ ছিল, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, দুর্বলকে শক্তিশালী করা, পতিতকে উচ্চ মর্যাদা দান করা। যে জাতিকে ফিরআওনীরা হীন গোলাম বানিয়ে রেখেছিল তাদেরই মাথায় দীনের নেতৃত্ব ও দুনিয়ার রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া, যালিম ও গর্বোদ্ধতদেরকে হটিয়ে তাদের শূন্যস্থানে মযলূম ও শোষিত মানবগোষ্ঠিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি পার্থিব রাষ্ট্রক্ষমতাও সে পরাধীন ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করা।

৬. হামান ছিল ফিরআওনের মন্ত্রী এবং সব রকমের যুলুম-নির্যাতনে তার সহযোগী ও হাতিয়ার।

৭. অর্থাৎ যে আশংকায় সে বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার শিশুকে যবাই করেছিল আমি সেটাই তার সামনে উপস্থিত করতে চাইলাম। ফিরআওন সম্ভাব্য সব চেষ্টা করল এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করল, যাতে সেই ইসরাঈলী শিশুটি হতে নিজেকে নিরাপদ করে ফেলতে পারে, যার হাতে তার ধ্বংস ছিল নিয়তি-নির্দিষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্‌র লিখন টলে কি করে ? সর্বশক্তিমান সে সত্তা শিশুটিকে তারই প্রাসাদে, তারই বিছানায় এবং তারই কোলে রাজকীয় আরাম-আয়েশে প্রতিপালন করালেন এবং দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি যখন যে ব্যবস্থা করেন কোন শক্তি তা ব্যাহত করতে পারে না।

(৮) فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕیْنَ ○

৮. তারপর ফিরআওনের পরিবারবর্গ তাকে তুলে নিল, যাতে সে তাদের দুশমন এবং দুঃখদায়ক হয়। নিশ্চয়ই ফিরআওন, হামান ও তাদের কাহিনী ছিল ভুলের মধ্যে।[১০]

মূসা (আ)-কে রক্ষা ও প্রতিপালনের খোদায়ী ব্যবস্থাপনা

৮. মূসা (আ)-এর মায়ের প্রতি ইলহাম হল কিংবা তিনি স্বপ্ন দেখলেন অথবা অন্য কোন উপায়ে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যার আশংকা না হয় ততক্ষণ যেন শিশুটিকে দুধ পান করাতে থাকেন এবং যখন হত্যার আশংকা হয় তখন যেন সিন্ধুকের ভিতর রেখে তাকে নীল নদে ফেলে দেন। সূরা তা-হা-তে এ ঘটনা আগেই আলোচিত হয়েছে।

৯. মাকে নিশ্চিন্ত করে দেওয়া হল যে, ভয় করো না। নির্দ্বিধায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। এ শিশু ধ্বংস হতে পারে না। শিশুর বিরহে দুঃখও করো না। আমি শীঘ্রই একে তোমারই কোলে ফিরিয়ে দেব। একে দিয়ে আল্লাহ্‌র মস্ত বড় কাজ রয়েছে। একে রিসালাতের সুমহান পদে অধিষ্ঠিত করা হবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন শক্তি বাধ সাধতে পারে না। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করে তিনি তাঁর সেই লক্ষ্য পূর্ণ করেই তবে ছাড়বেন, যা এ শিশুর জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১০. অবশেষে মা তাঁর সন্তানকে কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে নদীতে ছেড়ে দিলেন। বাক্স ভাসতে ভাসতে এমন জায়গায় এসে থামল, যেখান থেকে সেটি ফিরআওন-পত্নী হযরত আসিয়া (রা)-এর হাতে এসে পড়ল। শিশুর হৃদয় কাড়া চেহারা তাঁর চোখে লেগে গেল। আভিজাত্য ও খান্দানী আভাস-আলামত পরিলক্ষিত হল। সুতরাং প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তুলে নিলেন। কিন্তু এ তুলে নেওয়ার পরিণাম তো এই হওয়ার ছিল যে, যে শিশু বড় হয়ে ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের দুশমন প্রমাণিত হবে তার জন্য অন্তর্দাহের কারণ হবে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তুলে নেওয়ার সুযোগ করে দেন। অভিশপ্ত ফিরআওনের কি খবর ছিল যে, যে শত্রুর ভয়ে সে অগণিত নিষ্পাপ শিশুকে তরবারির নীচে সমর্পণ করেছে সে-ই এই শিশু যাকে তার রাজপ্রাসাদে পরম সোহাগ ও যত্নে লালন-পালন করা হচ্ছে ? বস্তুত ফিরআওন, তার মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টাগণ নিজেদের ন্যাক্কারজনক পরিকল্পনা হিসেবে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছিল যে, কেবল সন্দেহের বশে অসংখ্য ইসরাঈলী শিশুকে হত্যা করা সত্ত্বেও মূসাকে ঠিকই জ্যান্ত ছেড়ে ছিল। কিন্তু ভুল না করে কি উপায় ছিল ? আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ও ভাগ্য-লিখনকে পরিবর্তন করার বা ব্যাহত করার শক্তি কি তাদের ছিল ? তাদের বড় ভুল তো এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র ফায়সালা সম্পর্কে ধারণা করে বসেছিল, বুঝি বা মানবীয় চেষ্টা-চরিত্র দ্বারা তা প্রতিহত করা যাবে।

(৯) وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(১০) وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ؕ اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৯. ফিরআওনের পত্নী বলল, এ তো তোমার ও আমার জন্য নয়ন-প্রীতিকর।[১১] একে হত্যা করো না। অসম্ভব নয় যে, এ আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা একে পুত্র বানিয়েও নিতে পারি।[১২] আসলে তারা কিছু টের করতে পারেনি।[১৩]

১০. মূসার মার মনে শান্তি থাকল না। সে তো তার মনের অস্থিরতা প্রকাশই করে দিচ্ছিল,যদি না আমি তার অন্তরে গ্রন্থি লাগিয়ে দিতাম, যাতে সে থাকে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[১৪]

---

১১. অর্থাৎ কী চোখে জুড়ানো শিশু। আমাদের কোন পুত্র-সন্তান নেই। এসো, একে দিয়েই মনের তৃষ্ণা মেটাই, চোখ জুড়াই। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ফিরআওন উত্তর দিয়েছিল لَكِ لَا لِيْ 'তোমার চোখ জুড়াবে, আমার নয়।' অনাদিকালের ভাগ্য-লিখনই সে অভিশপ্তের মুখ দিয়ে এ কথা উচ্চারণ করিয়েছিল।

১২. অর্থাৎ অন্ততপক্ষে বড় হয়ে এ শিশুটি আমাদের উপকারে তো আসবে! আর সমীচীন মনে হলে আমরা একে দত্তকও বানিয়ে নিতে পারি।

১৩. অর্থাৎ এ খবর তো তাদের ছিল না যে, বড় হয়ে সে কী করবে ? মনে করে নিল, বনী ইসরাঈলের কেউ ভয়ে তাকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। একটা শিশুকে না মারলে আর কী হবে ? এর কি বাধ্যবাধকতা আছে যে, এটাই সেই শিশু, যাকে নিয়ে আমরা আশংকা করছি ? পরন্তু লালন-পালন করলে এ নিজেই আমাদেরকে সমীহ করবে। এর পক্ষে কী করে সম্ভব হবে যে, আমাদেরই সঙ্গে শত্রুতা করবে ? তাদের কি খবর ছিল যে, এ হবে সেই সত্তার বন্ধু, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক ? আর তোমরা যেহেতু তাঁর দুশমন তাই পরম প্রতিপালকের নির্দেশে সে তোমাদের বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়ে যাবে। তোমরা তোমাদের বাহ্যিক প্রতিপালনের কারণে এতটা আশা করছ, তা তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, সেই প্রকৃত পালনকর্তার বিরুদ্ধে 'আমিই তোমাদের বড় খোদা' বলে ঘোষণা দিচ্ছ ?

১৪. মূসা (আ)-এর মা সন্তানকে নদীতে ফেলে তো দিয়ে আসলেন, কিন্তু মায়ের মন এ অবস্থায় কী করে স্থির থাকতে পারে ? থেকে থেকে মূসার মুখটি ভেসে উঠছিল। মনের শান্তি তো চলেই গিয়েছিল, ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। মূসার স্মরণ ছাড়া অন্তরে আর কিছুর ঠাঁই ছিল না। সময়ের অপেক্ষা মাত্র যে, ধৈর্যের বাঁধন টুটে

(১১) وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ
(১২) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ
يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ○

১১. সে তার বোনকে বলে দিল, এর পেছনে পেছনে যাও। সে তাকে দেখছিল তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিত হিসেবে।[১৫]

১২. আমি তার জন্য ধাত্রীদেরকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলাম পূর্ব হতেই। তারপর মূসার বোন বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যে, একে লালন-পালন করবে তোমাদের হয়ে এবং হবে তার শুভাকাঙ্ক্ষী ?[১৬]

যাবে এবং সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দেবেন যে, আমি আমার বুকের ধন নদীতে ফেলে দিয়ে এসেছি। তোমরা কেউ সন্ধান পাও তো এনে দাও। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন, যে আল্লাহ্ তা'আলা তো তাকে বলে দিয়েছেন– اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ। 'আমি একে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং একে একজন রাসূল করব। বস্তুত এটা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ ছিল যে, তিনি তাঁর অন্তরকে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে আল্লাহ্‌র রহস্য সময়ের আগে খুলে না যায়। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মূসার মা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ হয়েই থাকে।

১৫. ফিরআওনের রাজপুরীতে যখন সিন্দুক খোলা হল এবং শিশুটি বের হয়ে আসল, তখন সে কথা রাজধানীময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। মূসার মা তার কন্যা (মূসার সহোদরা)-কে বলে দিয়েছিলেন, শিশুর সন্ধান নেওয়ার জন্য চলে যাও এবং দূর থেকে লক্ষ্য কর কী পরিস্থিতি ঘটে। কন্যাটি ছিল বুদ্ধিমতী। শিশুটির কাছে তো মানুষের ভীড় লেগেই ছিল। সে অপরিচিতের ভান করে দূর থেকে দেখতে থাকল। কেউ টের পেল না যে, সে শিশুটিরই বোন।

১৬. অর্থাৎ ফিরআওনের স্ত্রী সে অভিশপ্তকেও যখন লালন-পালনের জন্য রাযী করে ফেললেন, তখন দুধ পান করানোর ফিকির হল এবং ধাত্রী ডাকা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আগে থেকেই বন্‌ধ্ জারি করে দিয়েছিলেন যে, আপন মা ছাড়া তিনি আর কারও দুধ মুখে নেবেন না। ফলে প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হল। সবাই চিন্তা করতে লাগল এমন ধাত্রী কোথায় পাওয়া যাবে, যার দুধ মূসা পান করবেন ? তিনি তো কারুরই দুধ মুখে নিচ্ছেন না। তাদের এই ফিকির ও খোঁজা-খুঁজির এক পর্যায়ে মূসার বোন বলে উঠলেন, আমি তোমাদেরকে একটি পরিবারের সন্ধান দিতে পারি। আশা করা যায় তারা শিশুটিকে লালন-পালন করতে পারবে এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যতদূর জানি তাতে অনুমান করি তারা আদর-যত্নের সঙ্গেই এ কাজ আঞ্জাম দেবে। কারণ,

(١٣) فَرَدَدْنٰهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۟
(١٤) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১৩. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম, তার মায়ের কাছেই, যাতে জুড়ায় তার চোখ, সে না করে দুঃখ এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য,[১৭] কিন্তু বহু লোকই জানে না।[১৮]

১৪. যখন সে আপন শক্তি-সামর্থে উপনীত হল এবং দাঁড়িয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম হিকমাত ও জ্ঞান-বুদ্ধি আর এভাবেই আমি প্রতিদান দেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে।[১৯]

তারা শরীফ খান্দানের লোক। তাছাড়া রাজার পক্ষ হতে মোটা অংকের পুরস্কার প্রাপ্তিরও যখন আশা রয়েছে তখন প্রতিপালনে অবহেলাই বা করবে কেন ? অবশেষে মেয়েটির পরামর্শ অনুযায়ী মূসা (আ)-এর মা-কে ডাকা হল। তিনি বুকে লাগানো মাত্রই শিশুটি দুধ পান শুরু করে দিল। ফিরআওনের পরিবারবর্গ এটাকে অনেক বড় প্রাপ্তি মনে করল যে, শিশুটি যা হোক একজন স্ত্রীলোকের দুধ গ্রহণ করেছে। এ জন্য অনেক আনন্দ-স্ফূর্তি করা হল এবং বিপুল পুরস্কার বিতরণ করা হল।

ধাত্রী ওযর পেশ করল যে, আমি এখানে থাকতে পারব না। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একে লালন-পালন করব। সুতরাং মূসা (আ) শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মায়ের কোলে ফিরে গেলেন। ফাউ মাঝখান থেকে ফিরআওনের কাছ থেকে তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

১৭. অর্থাৎ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর মাঝে যে দুই ওয়াদা করা হয়েছিল তার একটি তো চাক্ষুষ দেখলে যে, কী বিস্ময়করভাবে তা পূর্ণ হয়েছে আর দ্বিতীয়টিকে এরই সাথে তুলনা করে দেখার সুযোগ হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে সেটিও যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হয়েই যায়। হ্যাঁ, মাঝখানে বড় বড় ফের দেখা দেয় বৈকি এবং সে ক্ষেত্রে অনেক লোক অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

১৯. মূসা (আ) যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছলেন, তখন আমি তাকে বহু কিছু হিকমাতের বিষয় শিখালাম এবং বিশেষ জ্ঞান ও উপলব্ধিও দান করলাম। কেননা, শৈশব হতেই সে ছিল সুবোধ, সুশীল। এরূপ সুশীলদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি।

(١٥) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ ۗ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ
عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۙ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ○
(١٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ○

১৫. যে প্রবেশ করল নগরীতে, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক।[২০] সেথায় সে দেখতে পেল দু'জন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত। একজন তার নিজ দলের এবং অপর জন শত্রুদলের। তার দলের লোকটি তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে। তখন তাকে ঘুষি মারল মূসা এবং এভাবে কাজ সারা করে দিল। সে বলল, এটা শয়তানের কাজ। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

১৬. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি যুলুম করেছি আমার নিজের প্রতি আমাকে ক্ষমা কর। সুতরাং তিনি ক্ষমা করলেন তাকে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২১]

মূসা (আ)-এর হাতে জনৈক কিবতীর মৃত্যু

২০. অর্থাৎ মূসা (আ) যুবক হওয়ার পর একদিন শহরে বের হলেন। তখন শহরবাসী বে-খবর হয়ে বিশ্রাম করছিল। সম্ভবত সেটা ছিল রাত কিংবা দুপুরবেলা।

২১. হযরত মূসা (আ) যৌবনে পদার্পণ করে যখন দেখলেন ফিরআওনের সম্প্রদায় যুলুম-নির্যাতন এবং কুফ্র ও পাপাচারে লিপ্ত তখন তাদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। বনী ইসরাঈলও তাদের সংগে লেগে থাকত। তাঁর মায়ের বাড়ী ছিল নগরের বাইরে। মূসা (আ) কখনও সেখানে যেতেন, কখনও ফিরআওনের বাড়িতে আসতেন। ফিরআওনের কওম (কিবতী) তাঁর দুশমন ছিল। তাদের ভাবনা ছিল, এ যুবক শত্রুপক্ষের লোক, শেষে কিনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। একদিন তিনি দেখলেন, দুই ব্যক্তি পরস্পরে লড়াই করছে। একজন ইসরাঈলী, অপরজন কিবতী। ইসরাঈলী লোকটি মূসা (আ)-এর নিকট এই বলে সাহায্য প্রার্থনা করল যে, আমাকে এই কিবতীর যুলুম হতে রক্ষা কর। কথিত আছে যে, কিবতী লোকটি ছিল ফিরআওনের একজন বাবুর্চি। মূসা (আ) আগে থেকেই কিবতীদের যুলুম-নির্যাতনের কথা জানতেন। এ সময় স্বচক্ষে কিবতীটির বাড়াবাড়ি দেখে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধে পরিপূর্ণ রক্ত টগবগ করে উঠল।

(١٧) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ فَلَنۡ اَکُوۡنَ ظَهِیۡرًا لِّلۡمُجۡرِمِیۡنَ ○

১৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তাই আমি কখনও সাহায্যকারী হব না অপরাধীদের।২২

সম্ভবত, মূসা (আ) কিবতীটিকে বুঝাতে চাইলে সে তাঁকেও দু'চার কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, যেমনটি কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, মূসা তাকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে একটি ঘুষি বসিয়ে দিলেন। মা-শাআল্লাহ্, তিনি বলিষ্ঠ ও শক্তিমান যুবক ছিলেন। এক ঘুষিতেই তার কাজ সারা হয়ে গেল। মূসা (আ)-এর নিজেরও কল্পনা ছিল না এক ঘুষিতেই হতভাগার কাজ সারা হয়ে যাবে। অনিচ্ছাজনিত এ হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁর আফসোস হল। মানলাম, কিবতীটি ছিল কাফির, প্রতিপক্ষ ও যালিম এবং মূসা (আ)-এর নিয়তও ছিল কেবল শিক্ষা দান করা, জানে মারা নয়, কিন্তু বলাই বাহুল্য, সেটা কোন রণক্ষেত্র ছিল না। মূসা (আ) কিবতী সম্প্রদায়কে কোন সতর্ক সঙ্কেতও দেননি; পরন্তু মিসরে তাঁর জীবন-যাত্রার যে ধরন-ধারণ শুরু হয়েছিল তাতে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অহেতুক কারও জানমালে হস্তক্ষেপ করবেন না। সাথে সাথে সম্ভাবনা রয়েছে যে, ক্রোধবশত বিষয়টির তদন্তও যথাযথভাবে না হয়ে ভাসাভাসাভাবেই হয়েছিল এবং ঘুষি মারার সময় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকেনি যে, শিক্ষাদানের জন্য কতটুকু জোর খাটালে যথেষ্ট হবে, অন্যদিকে এই অনিচ্ছাজনিত হত্যাকাণ্ডের কারণে এ আশংকাও মনে জেগে উঠেছিল যে, শেষে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বশে অন্য কোন বিপদ ও ফিৎনা-ফাসাদের দুয়ার না খুলে যায়। এতসব ভেবে তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং উপলব্ধি করলেন, এর মধ্যে একটু না একটু শয়তানেরও হাত রয়েছে। আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের স্বভাব-প্রকৃতি এত পাক-পবিত্র এবং তাঁদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও যোগ্যতা এমনই উচ্চস্তরের হয়ে থাকে যে, নবুওয়াত লাভের আগেই তাঁরা নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজেরও পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ করেন এবং মামূলি ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ইজতিহাদী ভুলের কারণেও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সুতরাং মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিজের ভুলের স্বীকারোক্তি করে ক্ষমা চাইলেন। তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হল। সম্ভবত ইলহাম ইত্যাদি কোন উপায়ে তাঁকে সে ক্ষমা প্রাপ্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল। নবীগণ নবুওয়াত লাভের আগে ওলী হবেন তাতে সন্দেহ কী ?

২২. অর্থাৎ আপনি নিজ অনুগ্রহে যেমন আমাকে ইয্যত-সম্মান দান করেছেন, সুখ-শান্তি ও শক্তি-সামর্থের অধিকারী করেছেন এবং আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা এই যে, আমি ভবিষ্যতে কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। সম্ভবত সে ইসরাঈলী সাহায্যপ্রার্থীরও কোন ত্রুটি তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। এ কারণে অপরাধী বলে তাকেই বুঝিয়ে দিলেন। অথবা এর দ্বারা কাফির ও যালিমদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমার দেওয়া শক্তিকে ভবিষ্যতেও কখনও তাদের সাহায্যে

(١٨) فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ
بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ۝
(١٩) فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ
اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ ۖۗ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي
الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝

১৮. তারপর সে নগরীতে সে প্রভাতে উঠল ভীত ও প্রতীক্ষিত অবস্থায়।[২৩] হঠাৎ শুনল ঐ ব্যক্তিটি তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে যে আগের দিন সাহায্য চেয়েছিল।[২৪] মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।[২৫]

১৯. তারপর মূসা যখন সেই ব্যক্তির প্রতি হাত তুলতে উদ্যত হল, যে উভয়ের শত্রু, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও, যেমনটি তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ ?[২৬] তুমি তো দেশে কেবল জোর যুলুম করে বেড়াতে চাও, শক্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না।[২৭]

নিয়োগ করব না। এমনও হতে পারে যে, অপরাধী দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, শয়তানের মিশনে আমি কখনও সাহায্যকারী হব না যে, সে প্ররোচনা দিয়ে আমাকে দিয়ে এমন কোন কাজ করাবে যার দরুন ভবিষ্যতে আমাকে অনুতাপ করতে হবে। অথবা সেই ইসরাঈলী ব্যক্তিকেই এ কারণে অপরাধী বলা হয়েছে যে, সে অপরাধ সংঘটনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২৩. অর্থাৎ অপেক্ষা করছিল ও পথের দিকে দৃষ্টি রাখছিল যে, নিহতের ওয়ারিসগণ ফিরআওনের কাছে গিয়ে বিচারপ্রার্থী হচ্ছে কিনা এবং তার ফলে কে অপরাধী সাব্যস্ত হয় আর তার জন্যে ফিরআওনের পক্ষ থেকে আমার প্রতি কী আচরণ করা হয়।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বদিনের ঘটনা প্রকাশ

২৪. অর্থাৎ সে ইসরাঈলী ব্যক্তিই আজ অন্য একজনের সংগে বিবাদরত।

২৫. অর্থাৎ রোজ রোজ তুমি যালিমদের সঙ্গে হাঙ্গামা কর আর আমাকে তাতে জড়িয়ে দাও।

২৬. মূসা (আ) হাত তুলতে চাইলেন সেই যালিমের উপর। কিন্তু মযলূম ব্যক্তিটি মনে করল, মূসা (আ) মুখে যেমন আমার উপর রাগ ঝেড়েছেন তেমনি হাতও বুঝি আমার উপরই চালাবেন। গত দিনের হত্যাকাণ্ডের কথা সে গোপন রেখেছিল যে, কে তা ঘটিয়েছে, কিন্তু আজ তার মুখ থেকে তা প্রকাশ হয়ে পড়ল (মূযিহুল কুরআন)।

(٢٠) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ
بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّيْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ○

(٢١) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ○

(٢٢) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ○

২০. এক ব্যক্তি ছুটে আসল নগরীর দূর প্রান্ত হতে এবং বলল, হে মূসা! দরবারীরা তোমার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে যে, তারা তোমাকে হত্যা করবে। সুতরাং তুমি বেরিয়ে পড়। আমি তোমার একজন হিতাকাঙ্খী।[২৮]

২১. সুতরাং সে বের হয়ে পড়ল সেখান থেকে ভীত অবস্থায় অতি সন্তর্পণে-পথ চেয়ে চেয়ে। বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে রক্ষা কর। এই যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে।

২২. এবং যখন সে যাত্রা করল মাদয়ান অভিমুখে তখন বলল, আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে নিয়ে যাবেন সরল পথে।[২৯]

---

২৭. অর্থাৎ জোর জবরদস্তিমূলকভাবে কেবল হত্যা করতেই জান। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আপোস রক্ষা করিয়ে দিতে পার না।

ফিরআওনের দরবারে মূসা (আ)-কে হত্যার পরামর্শ

২৮. অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ফিরআওনের কানে পৌঁছে গেল। তার দরবারে সলাপরামর্শ হল। কথা হল যে, অন্য সম্প্রদায়ের একজন লোকের এতবড় স্পর্ধা যে, সে রাজকীয় সম্প্রদায়ের লোক ও সরকারী কর্মচারীদেরকে হত্যা করে ? সুতরাং মূসা (আ)-কে গ্রেপ্তার করে আনার জন্য পুলিশ পাঠিয়ে দেওয়া হল। নাগালে পেলে হয়ত হত্যাই করত। দরবারে উপস্থিত এক ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি সহানুভূতি সঞ্চার করলেন। সে সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে দৌড়ে আসল এবং মূসা (আ)-কে ঘটনা অবহিত করে পরামর্শ দিল, আপনি এখনই নগর ছেড়ে চলে যান।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, এর দ্বারা আমাদের নবী করীম (সা)-কে বুঝানো হচ্ছে যে, কাফিররা তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করবে এবং তিনিও দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। সে মতে, কাফিররা এক যোগে হামলা করার জন্য একত্র হয়েছিল। তিনি সে রাতেই দেশ থেকে হিজরত করেন।

মাদয়ানের পথে হযরত মূসা (আ)

২৯. হযরত মূসা (আ) মিসর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথ চিনতেন না। আল্লাহ্র কাছে দরখাস্ত করলেন যে, তিনি যেন তাঁকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্

(٢٣) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ

(٢٤) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلۡتَ إِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٖ فَقِيرٞ

২৩. এবং যখন সে পৌঁছল মাদ্‌য়ানের কুয়ার কাছে তখন সে একদল লোককে পেল, যারা পশুকে পানি পান করাচ্ছিল[৩০] আর তাদের পেছনে পেল দু'জন স্ত্রীলোককে, যারা তাদের বকরীগুলো আগলাচ্ছিল, সে বলল, তোমাদের কী হাল? তারা বলল, আমরা পারি না পানি পান করাতে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাখালেরা তাদের পশুগুলো সরিয়ে নিয়ে যায়।[৩১] আর আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।[৩২]

২৪. সুতরাং সে পানি পান করিয়ে দিল তাদের পশুকে।[৩৩] তারপর সরে আসল ছায়ার দিকে। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ বর্ষণ কর আমি তার মুখাপেক্ষী।[৩৪]

তা'আলা তাঁকে মাদ্‌য়ানের সরল সঠিক পথে তুলে দিলেন, যেখানে পৌঁছিয়ে তাকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সংসারী বানিয়ে দেওয়াই নির্ধারিত ছিল। কেবলই কি এতটুকু? বরং সরল সঠিক পথে বহুদূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে নেয়াটা নির্ধারিত ছিল।

৩০. মিসর থেকে মাদ্‌য়ান পর্যন্ত আট-দশ দিনের পথ। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে মূসা (আ) ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি একটি কুয়ার কাছে পৌঁছলেন। দেখলেন লোকে গবাদি পশুকে পানি পান করাচ্ছে।

৩১. দু'জন স্ত্রীলোক নিজেদের ছাগপাল নিয়ে এক কোণে লজ্জায় জড়সড় হয়ে অপেক্ষারত। রাখাল দলকে সরিয়ে দেওয়া বা কুয়োর বৃহদাকার বালতি দিয়ে পানি তোলার শক্তি তাদের ছিল না। সম্ভবত অন্যদের বেঁচে যাওয়া পানি তারা পান করাত।

৩২. তারা বলল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ না হলে বা তাঁর দৈহিক শক্তি থাকলে আমাদের আসতে হত না। তিনি নিজেই এ সব পুরুষদের সঙ্গে বুঝতেন।

৩৩. নবীদের স্বভাবগত আবেদন এমনই হয়ে থাকে। ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ছিলেন, কিন্তু লজ্জা লাগল যে, আমি থাকতে অবলা নারী জাতি চোখের সামনে সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকবে। তিনি উঠলেন এবং ভীড় হটিয়ে অথবা তারা আপনিই চলে গেলে কুয়া হতে নতুন পানি তুলে মহিলা দুটির পশুগুলিকে তৃপ্তির সাথে পান করিয়ে দিলেন।

(٢٥) فَجَاءَتْهُ اِحْدٰىهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ز قَالَتْ اِنَّ اَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ
اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَاءَهٗ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف
نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

২৫. তারপর স্ত্রীলোক দু'টির একজন তার কাছে আসল লজ্জাবিজড়িত চরণে।[৩৫] সে বলল, আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন, পারিশ্রমিক দিতে তুমি যে আমাদের পশুকে পানি পান করিয়ে দিয়েছ তার বিনিময়ে।[৩৬] তারপর মূসা যখন তার কাছে পৌঁছল এবং বর্ণনা করল তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত তখন সে বলল, তুমি ভয় করো না। তুমি রক্ষা পেয়েছ সে যালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে।[৩৭]

---

৩৪. অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তা'আলা! কোন মাখলূকের কাছে কাজের প্রতিফল চাই না, তবে হাঁ, তোমার পক্ষ হতে কোন কল্যাণ বর্ষিত হলে আমি তার নিত্য মুহতাজ।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, স্ত্রীলোক দু'টি বুঝে ফেলল যে, এ লোকটি দূর দেশ থেকে আগত মুসাফির, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। বাড়ী গিয়ে পিতাকে তা জানাল (প্রসিদ্ধ মতানুসারে তাদের সে পিতা ছিলেন আল্লাহ্র নবী হযরত শু'আয়ব আলায়হিস-সালাম)। তাঁর একজন সচ্চরিত্র লোকের প্রয়োজন ছিল, যে তার বকরীর রাখালী করবে এবং যার কাছে মেয়েও বিয়ে দেওয়া যাবে।

হযরত শু'আয়ব (আ)-এর সম্মুখে

৩৫. শরীফ ঘরের মেয়েরা যেমনটি হয়ে থাকে। বলা হয় যে, মেয়েটি লজ্জায় মুখ লুকিয়ে কথা বলছিল।

৩৬. হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মঙ্গল কামনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপ্রত্যাশিতভাবে মঙ্গল পাঠিয়ে দিলেন। তা কবূল না করবেন কেন ? উঠে তরুণীর সাথে চললেন। বর্ণিত আছে, রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি তরুণীকে বললেন, আমি আগে হাঁটব। তুমি পেছনে, পাছে পর নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। সুতরাং সে তরুণী পেছন থেকে পথ বাতলে দিতে দিতে তাঁকে নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছল।

৩৭. মূসা (আ) হযরত শু'আয়ব (আ)-কে নিজের সমুদয় ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। তিনি সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, এবার তুমি সে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গেছ। ইনশাআল্লাহ্ তারা তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না (কেননা, মাদ্য়ান ছিল ফিরআওনের রাজ্য সীমার বাইরে)।

(٢٦) قَالَتْ إِحْدٰىهُمَا يٰٓأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ؗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ۝

(٢٧) قَالَ إِنِّيْٓ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ ۚ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

২৬. তাদের একজন বলল, হে পিতা! নওকর রেখে দিন একে। কেননা, আপনি উত্তম নওকর কাউকে রাখতে চাইলে তাকে হতে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।৩৮

২৭. সে বলল, আমি চাই বিয়ে দিতে তোমার কাছে আমার ঐ মেয়ে দু'টির একটিকে এ শর্তে যে, তুমি আমার নওকরী করবে আট বছর।৩৯ তবে যদি তুমি পূর্ণ কর দশ বছর সে তোমার ইখতিয়ার।৪০ আমি চাই না তোমাকে কষ্ট দিতে। আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে পাবে পূণ্যবানদের একজনরূপে।৪১

---

৩৮. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর মধ্যে উভয় গুণ বিদ্যমান ছিল। শক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল বালতি দিয়ে পানি তোলা বা ভীড় হটানোর দ্বারা। আর বিশ্বস্ত হওয়ার প্রমাণ তাঁর নির্লোভ ও পুত-পবিত্র চরিত্র।

শু'আয়ব (আ)-এর কন্যার সঙ্গে বিবাহ

৩৯. সম্ভবত এই শ্রমই ছিল কন্যার মোহরানা। আমাদের হানাফী মাযহাবে এখনও বয়স্কা কন্যা রাযী থাকলে এরূপ শ্রমকে মোহরানা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। (শায়খ আনওয়ার শাহ এরূপই উদ্ধৃত করেছেন।) (আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন?)

এ স্থলে কেবল বিবাহের প্রাথমিক আলোচনার কথা বর্ণিত আছে। বলাই বাহুল্য হযরত শু'আয়ব (আ) বিবাহানুষ্ঠানের প্রাক্কালে কন্যাদ্বয়ের একজনকে নির্দিষ্ট ও তার অনুমতি গ্রহণ করে থাকবেন।

৪০. অর্থাৎ কমপক্ষে আট বছর, আমার নওকরী করতে হবে। যদি অতিরিক্ত আরও দু'বছর থাক, তবে সেটা তোমার ইচ্ছা।

৪১. অর্থাৎ তোমার দ্বারা কঠিন কোন কাজ করাব না। আমার কাছে থাকলে তুমি দেখবে, আমি মন্দ স্বভাবের লোক নই। বরং আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ভদ্র ও সৎ। আমার কাছে থাকতে তোমার ভয়ের কোন কারণই নেই; বরং স্বভাব চরিত্রের মধ্যে মিল থাকার কারণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে।

(২৮) قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۟

(২৯) فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ
نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ
جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝

(৩০) فَلَمَّاۤ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ
مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰۤى اِنِّيْۤ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

২৮. সে বলল, এ চুক্তিই থাকল আমার ও আপনার মধ্যে এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলেই যেন আমার প্রতি কোন জোর জবরদস্তি আরোপ করা না হয়। আমরা যা বলছি সে বিষয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা।[৪২]

২৯. মূসা যখন পূর্ণ করল মেয়াদ এবং যাত্রা করল সপরিবারে তখন সে দেখতে পেল আগুন তুর পাহাড়ের দিকে। সে বলল তার পরিবারবর্গকে তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য আনতে পারব কোন খবর অথবা জ্বলন্ত অংগার, যাতে তোমরা পোহাতে পার আগুন।

৩০. তারপর সে যখন পৌঁছল তার কাছে তখন তাকে ডাক দেওয়া হল, উপত্যকার ডান দিকে পবিত্র ভূমিস্থ এক বৃক্ষ[৪৩] হতে এ মর্মে যে, হে মূসা! আমিই আল্লাহ্! জগতসমূহের প্রতিপালক।

---

৪২. অর্থাৎ আট বছর থাকব কি দশ বছর সে ইখতিয়ার আমার থাকবে। বাকি যে চুক্তি আমাদের মধ্যে হল আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমি তা গ্রহণ করে নিলাম। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে চুক্তি চূড়ান্ত করছি। হাদীসে আছে, হযরত মূসা (আ) দীর্ঘতর মেয়াদটি অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, আমাদের হযরত নবী (সা)-ও দেশ থেকে হিজরত করেন। তিনি আট বছর পর মক্কা জয় করেন। ইচ্ছা করলে তখনই মক্কা নগরীকে কাফিরমুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় আরও দু'বছর অপেক্ষা করেন। দশ বছর পর মক্কাকে কাফিরমুক্ত করেন।

৪৩. এটাই সেই বৃক্ষ, যার উপর তিনি জ্বলন্ত আগুন দেখতে পেয়েছিলেন।

(٣١) وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ
يُعَقِّبْ ۖ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۗ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ ○
(٣٢) اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ۫ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ۖ
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○
(٣٣) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ ○
(٣٤) وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْٓ ۫
اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ ○

৩১. আরও (বলা হল) যে, তুমি নিক্ষেপ কর তোমার লাঠি। তারপর সে যখন ছুটাছুটি করতে দেখল, তাকে সাপের মত ফণা তুলে, তখন ছুটতে লাগল পেছনের দিকে এবং ফিরে তাকাল না পেছনে। হে মূসা! সামনে এসো এবং ভয় করো না। তোমার কোন বিপদের আশংকা নেই।

৩২. ঢুকিয়ে দাও তোমার হাত নিজ বগলে। তা বের হয়ে আসবে শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে–যা কোন দোষের কারণে নয়।[৪৪] চেপে ধর তোমার হাত দুটি নিজের দিকে ভয়ের প্রতিবিধান স্বরূপ।[৪৫] এ দুটি তোমার স্বপক্ষে প্রমাণ প্রতিপালকের পক্ষ হতে ফিরআওন ও তার পারিষদবর্গের জন্য।[৪৬] নিশ্চয়ই তারা ছিল অবাধ্য সম্প্রদায়।

৩৩. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো হত্যা করেছি তাদের একজনকে। ফলে আমার আশংকা হয় তারা আমাকে মেরে ফেলবে।[৪৭]

৩৪. আর আমার ভাই হারূন–সে অধিকতর বাগ্মী আমা অপেক্ষা। সুতরাং তাকেও পাঠাও আমার সহযোগীরূপে। সে আমাকে সত্য প্রতিপন্ন করবে। আমি আশংকা করি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।[৪৮]

নবুওয়াত ও নিদর্শন লাভ

৪৪. এ রুকূর শুরু হতে এ পর্যন্ত যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে সূরা তা-হা'তে চলে গেছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

৪৫. অর্থাৎ হাত বুকের উপর চেপে ধর। এতে সাপ ইত্যাদির ভয় দূর হয়ে যাবে। সম্ভবত ভবিষ্যতের জন্যও ভয়-ভীতি দূর করার জন্য এই ব্যবস্থা বাতলে দিয়েছেন।

৪৬. অর্থাৎ 'লাঠি' ও 'শুভ্রহস্ত' এ দুটিকে নুবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ দেওয়া হল। যাতে ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়।

(٣٥) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
اِلَيْكُمَا ۚ بِاٰيٰتِنَآ ۚ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ○

(٣٦) فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى
وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ○

(٣٧) وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ
تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৩৫. তিনি বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করে দেব তোমার ভাইকে দিয়ে এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দেব। ফলে তারা পৌঁছতে পারবে না তোমাদের পর্যন্ত। আমার নিদর্শনাবলী দ্বারা এবং বিজয়ী থাকবে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা।[৪৯]

৩৬. তারপর মূসা যখন তাদের কাছে পৌঁছল, আমার স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ, তখন তারা বলল, এটা অলীক ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছু নয়।[৫০] আমরা কখনও এরূপ শুনিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে।[৫১]

৩৭. মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁর নিকট হতে পথ-নির্দেশ নিয়ে এসেছে এবং কে লাভ করবে আখিরাতের নিবাস। নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে না যালিমদের।[৫২]

---

৪৭. অর্থাৎ পৌঁছামাত্রই হত্যা করে ফেললে আপনার দাওয়াত পৌঁছাব কী করে ?

৪৮. অর্থাৎ কোন সহযোগী ও সমর্থক সঙ্গে থাকলে স্বভাবতই মনে জোর ও শক্তি থাকে। আর তাদের অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি তর্কযুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন আমার মুখের জড়তার কারণে তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। তখন হারূন সঙ্গে থাকলে কাজে আসবে। কেননা, তার ভাষা অধিকতর স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ।

৪৯. অর্থাৎ তোমার উভয় আবেদনই মঞ্জুর। হারূন তোমার সহযোগী থাকবে। আর আমার নিদর্শনসমূহের বরকতে ফিরআওনীদের হস্তক্ষেপ ও বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা পাবে। তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

৫০. অর্থাৎ মু'জিযাসমূহ দেখে তারা বলতে লাগল এ সব জাদু। যেগুলোকে আল্লাহ্র কথা বলে চালাচ্ছে তাও আসলে ইন্দ্রজালের তুক-তাক, যা নিজেই লিখে এনেছে এবং দাবী করছে আল্লাহ্ আমার প্রতি ওহী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ওহী-টহী কিছু নয়। নিছক ইন্দ্রজালিক ধোঁকা ও মিথ্যাচার।

৫১. অর্থাৎ সে যেসব কথা বলেছে (যেমন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এক আল্লাহ্, এক সময় তিনি সব কিছুকে ধ্বংস করবেন, তারপর আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন,

(৩৮) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ
يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَطَّلِعُ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ
لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

(৩৯) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُوْنَ ○

৩৮. ফিরআওন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি তো জানি না যে, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন হুকুমদাতা আছে। কাজেই হে হামান! তুমি আমার জন্য পোড়াও ইট এবং তৈরি করব একটি সুউচ্চ ভবন, হয়ত আমি তাতে উঠে উঁকি মেরে দেখতে পারব মূসার প্রতিপালককে। তবে আমি তো ধারণা করি সে মিথ্যাবাদী।[৫৩]

৩৯. দেশে অহংকার করেছিল সে ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার কাছে ফিরে আসবে না।

হিসাব-নিকাশ হবে এবং আল্লাহ্ আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন ইত্যাদি) এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কখনও শুনতে পাইনি।

৫২. অর্থাৎ মূসা (আ) জবাবে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জানেন যে, আমার দাবি সত্য এবং আমি তাঁরই কাছ থেকে হিদায়াতের বাণী নিয়ে এসেছি। কাজেই পরিণাম আমারই শুভ হবে। যে সব লোক আল্লাহ্ তা'আলার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও এবং সত্যের প্রমাণাদির কথা শুনেও হঠকারিতা ও জোর-যুলুমের সাথে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনও সফলকাম হতে পারে না। পরিণামে তাদেরকে লাঞ্ছনাও ব্যর্থতার গ্লানিই বহন করতে হবে।

ফিরআওনের দম্ভোক্তি ও তার পরিণতি

৫৩. ফিরআওন তার মন্ত্রী হামানকে বলল, একটা ইটের ভাটা তৈরি কর এবং পাকা ইটের একটি সুউচ্চ মিনার তৈরি কর। যাতে আমি আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে মূসার খোদাকে দেখে আসতে পারি যে, সে কোথায় এবং কেমন। কেননা, পৃথিবীতে তো আমি নিজেকে ছাড়া আর কোন খোদা দেখছি না। আমার ধারণা, আকাশেও আর কোন খোদা থাকবে না। তবু মূসার কথার একটা জবাব তো হবে। সে অভিশপ্ত এ কথা বলেছিল পরিহাস করে। সম্ভবত সে এতটাই দিশেহারা ও পাগল হয়ে গিয়েছিল যদ্দরুন এরূপ হাস্যকর প্রস্তাবনার কথা চিন্তা করতে পারছিল।

৫৪. অর্থাৎ পরিণাম সম্পর্কে বিলকুল গাফিল হয়ে দেশে অহমিকা প্রদর্শন করতে লাগল। চিন্তা করল না যে, তারা মাথা অবনমিত ও ঘাড় মটকে দেওয়ার মত কোন

(٤٠) فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٤١) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

(٤٢) وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ○

৪০. অনন্তর ধরলাম আমি তাকে ও তার বাহিনীকে এবং তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম সাগরে। দেখ, কেমন হয়েছিল পাপিষ্ঠদের পরিণাম।[৫৪]

৪১. তাদেরকে আমি করে দেই পথিকৃত, যারা লোকদেরকে ডাকে জাহান্নামের দিকে।[৫৫] কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।[৫৬]

৪২. আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে রেখেছি এই পৃথিবীতে অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত।[৫৭]

সত্তাও বর্তমান রয়েছেন। পরিশেষে পরাক্রমশালী সে সত্তা তাকে তার সৈন্য-সামন্তসহ লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারেন। যাতে এ কথা চির স্মরণীয় হয়ে থাকে যে, পরিণাম সম্পর্কে যে হতভাগা যালিমরা গাফিল হয়ে থাকে, তাদের পরিণাম এমনই হয়। কিভাবে তারা নিমজ্জিত হয়েছিল সে সব ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৫৫. অর্থাৎ এ পৃথিবীতে তারা গোমরাহী ও পাপাচারে ছিল সবার অগ্রণী। সবাইকে তারা জাহান্নামের দিকে ডাকত। আখিরাতেও তাদেরকে জাহান্নামীদের অগ্রণীরূপে রাখা হবে। ইরশাদ হয়েছে–

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ

“সে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে কিয়ামতের দিন এবং সে তাদেরকে প্রবিষ্ট করাবে আগুনে। কতই না নিকৃষ্ট স্থান তাদেরকে প্রবিষ্ট করানো হবে যেখানে।”

(সূরা হূদ– ১১ ঃ ৯৮)

৫৬. অর্থাৎ এখানকার সৈন্য-সামন্ত সেখানে কোন কাজেই আসবে না এবং কোন দিক থেকে কোন সাহায্যও লাভ হবে না। সৈন্য-সামন্তসহ জাহান্নামে ছুঁড়ে দেওয়া হবে। কোন ত্রাণকর্তা থাকবে না।

৫৭. অর্থাৎ আখিরাতের দুর্ভোগ ও মন্দ পরিণতি তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও মানুষ কিয়ামতকাল পর্যন্ত তাদের প্রতি লা'নত করতে থাকবে।

(٤٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝
(٤٤) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشّٰهِدِيْنَ ۝
(٤٥) وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْٓ اَهْلِ
مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝

৪৩. আমি তো মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে[৫৮] ধ্বংস করার পর উপদেশ মানবজাতির জন্য এবং পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৫৯]

৪৪. তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না যখন আমি মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম।[৬০] এবং তুমি ছিলে না প্রত্যক্ষদর্শী।[৬১]

৪৫. বস্তুত আমি সৃষ্টি করেছিলাম বহু মানবগোষ্ঠীকে। তারপর তাদের উপর দিয়ে বয়ে যায় সুদীর্ঘকাল। আর তুমি বিদ্যমান ছিলে না মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও যে, তাদেরকে শোনাবে আমার আয়াত তবে আমি রাসূল পাঠাতে থাকি।[৬২]

---

৫৮. অর্থাৎ তাওরাত নাযিল করার পূর্বে (পাপাচারের কারণে) বহু জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তাওরাত নাযিলের পর এরূপ ধ্বংসাত্মক শাস্তি কম এসেছে। আসমানী আযাব দ্বারা ধ্বংস করার পরিবর্তে এ যুগের জন্য জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। কেননা, এ সময় থেকে কতক লোক শরীআতের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

৫৯. অর্থাৎ মূসা (আ)-কে যে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আদেশ উপদেশে পূর্ণ। তা ছিল মানুষের হিদায়াতের দিশারী এবং তাদেরকে আল্লাহ্র করুণা লাভের উপযুক্ত করে তোলার যথার্থ ব্যবস্থাপত্র, যাতে মানুষ তা পড়ে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে, তাঁর বিধানাবলী শেখে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। সত্য কথা হচ্ছে, হিদায়াতের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের পরেই তাওরাত শরীফের স্থান। আজ যখন তার অনুসারী ও ধারকেরা তাকে বিকৃত করে ফেলেছে, তখন কুরআন মাজীদই তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও হিদায়াতের রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

৬০. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের পশ্চিম পাশে, যথায় মূসা (আ) নবুওয়াত ও তাওরাত লাভ করেন।

প্রিয় নবী (সা)-এর নবুওয়াতের এক জ্বলন্ত প্রমাণ

৬১. অর্থাৎ তুমি সে সময়কার ঘটনাবলী এমন বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করছ যে, যেন তুমি তূর পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখেছিলে। অথচ

(٤٦) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

৪৬. আর তুমি উপস্থিত ছিলে না তূর পাহাড়ের পাশেও। যখন আমি ডাক দেই। তবে এটা তোমার প্রতিপালকের করুণা[৬৩] যাতে করে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের কাছে আসেনি কোন সতর্ককারী তোমার আগে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৬৪]

বলাই বাহুল্য, যে তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। পরন্তু সবাই জানে তুমি উম্মী নিরক্ষর। কোন জ্ঞানী-বিদ্বান লোকের সাহচর্যেও থাকনি। তাছাড়া ছিল কি মক্কায় এমন কোন লোক যে এ সব ঘটনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখত ? এটা কি চিন্তার দাবী রাখে না যে, তোমার কাছে এ জ্ঞান কোত্থেকে আসল ?

বস্তুত বিশ্ব সম্প্রদায়ের উপর দিয়ে সুদীর্ঘকাল বয়ে গেছে। কাল পরিক্রমায় এ সব জ্ঞান বিকৃত ও বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, হিদায়াত যাচ্ছিল বিলুপ্ত হয়ে। ফলে সে সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয়ে অবহিত সত্তার ইচ্ছা হল যে, একজন নিরক্ষর লোকের মুখ দিয়ে সে ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেওয়া হোক এবং সে দৃষ্টান্তমূলক ও উপদেশপূর্ণ ঘটনাবলীর এমন বিশুদ্ধ চিত্র জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরা হোক, যা দেখামাত্র স্বীকার করে নিতে হয় যে, এর উপস্থাপক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং যাবতীয় অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। সেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছেন এবং যার সামনে প্রকাশ্য গুপ্ত প্রতিটি ব্যাপার সমান উপস্থিত।

৬২. অর্থাৎ মাদ্‌য়ানে পৌঁছার পর মূসা (আ)-এর যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার এরূপ সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ বর্ণনা দ্বারা তো দৃশ্যত মনে হয় তখন তুমি নবুওয়াতের পদমর্যাদাসহই সেখানে অবস্থান করছিলে এবং আজ যেন স্বদেশ মক্কা ভূমিতে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে শোনাচ্ছ, সে সময় মাদ্‌য়ানবাসীদেরও এরূপ শুনিয়ে থাকবে। অথচ এরূপ আদৌ ঘটেনি। আসল কথা হচ্ছে আমি প্রতি যুগেই নবী রাসূল পাঠিয়ে আসছি, যারা অচেতন বিশ্ব মানবতাকে চেতনা দান করতে থাকে এবং পথহারা মানুষকে অতীতের শিক্ষাপ্রদ ঘটনারাজি স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। এই সাধারণ নীতি অনুযায়ীই আমি এ যুগে তোমাকে নবী করে পাঠিয়েছি, যাতে অতীত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দাও এবং গাফলতির ঘুম হতে মানুষকে জাগিয়ে দাও। এ কারণে অতীত ঘটনাবলী সম্পর্কে তোমাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করা এবং তোমার মুখ দিয়ে তা বিবৃত করানো জরুরী ছিল, যা আমি করেছি।

তূর ও মাদয়ানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি জাবালুন-নূর ও মক্কা-মদীনায়

৬৩. অর্থাৎ আমি যখন মূসাকে ডেকে বললাম اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'আমিই আল্লাহ্ বিশ্ব-জগতের প্রভু' তখন কি তুমি তা সেখানে দাঁড়িয়ে শুনেছিলে ? এটা

(٤٧) وَلَوْلَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٤٨) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ؕ اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ٚ وَقَالُوْآ اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ○

৪৭. অন্যথায় তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের কাছে পাঠালে না কেন কোন রাসূল ? তাতে আমরা মেনে চলতাম তোমার নিদর্শন এবং আমরা হতাম বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[৬৫]

৪৮. তারপর যখন তাদের নিকট সত্য আসল আমার নিকট হতে তখন তারা বলতে লাগল, এ রাসূলকে সেরূপ দেওয়া হল না কেন যেমনটি দেয়া হয়েছিল মূসাকে ?[৬৬] তারা কি অস্বীকার করেনি? যা ইতোপূর্বে দেওয়া হয়েছিল মূসাকে ?[৬৭] তারা বলেছিল, উভয় জাদু, একে অপরকে সমর্থন করে এবং তারা বলেছিল আমরা উভয়কে অস্বীকার করি।[৬৮]

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাকে এ সব তথ্য ও তত্ত্ব অবহিত করেছেন এবং মূসার সঙ্গে তিনি যে ঘটনা ঘটিয়েছিলেন সে জাতীয় ঘটনা তোমার সঙ্গেও ঘটিয়েছেন। এ যেন জাবালুত তূর ও মাদয়ানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি জাবালুন-নূর (যেখানে হেরা গুহা অবস্থিত) ও মক্কা মদীনায়।

৬৪. অর্থাৎ আরববাসীকে এ সব ঘটনার মাধ্যমে বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। হতে পারে, তারা এগুলোকে শুনে মনে রাখবে এবং উপদেশ গ্রহণ করবে।

مَـــا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ -এর দ্বারা সম্ভবত পৈত্রিক আত্মীয়-স্বজনকে বুঝানো হয়েছে–আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

নবী প্রেরণ আল্লাহ্র রহমত

৬৫. অর্থাৎ তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব তো তাদের এক বিরাট সৌভাগ্য। নবী প্রেরণ ব্যতিরেকে তাদের প্রকাশ্য আহম্মকী ও বেঈমানীর কারণে যদি শাস্তি দেওয়া হত তবে সেটাও যুলুম হত না, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা করুণা করেছেন যে, তাদেরকে নবী প্রেরণের মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। তাদের ওযর-ওজূহাতের কোন সুযোগ রেখে দেননি। অসম্ভব নয় যে, শাস্তি দানের সময় তারা বলে বসত, সাহেব! আমাদের কাছে তো কোন

(٤٩) قُلْ فَأْتُوا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ○

৪৯. বল, আল্লাহ্‌র নিকট হতে এমন কোন কিতাব নিয়ে এসো যা পথ নির্দেশে এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে; আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। যদি প্রকৃতই তোমার সত্যবাদী হয়ে থাকে।[৬৯]

নবী পাঠাননি, যিনি আমাদের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অন্তত সতর্ক করে দিতেন। একেবারে হঠাৎ করেই ধরে শাস্তি দিতে শুরু করলেন। কোন নবী-রাসূল আসলে দেখতেন আমরা কেমন নেককার ও ঈমানদার প্রমাণিত হতাম।

৬৬. অর্থাৎ রাসূল না পাঠালে বলতে রাসূল পাঠালেন না কেন ? এখন রাসূল আগমন করেছেন, যার মর্যাদা অন্য সব নবী-রাসূলের উপরে। অথচ তোমরা বলছ সাহেব! আমরা তো বিশ্বাস তখনই করতাম, যখন দেখতাম এ রাসূলের হাতে মূসা (আ)-এর মত 'লাঠি' 'শুভ্রহস্ত' ইত্যাদি মু'জিযা প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার কাছেও তাওরাতের মত পূর্ণ এক গ্রন্থ এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। একী কাণ্ড যে, দুই-দুই, চার-চার আয়াত করে পেশ করছে ?

৬৭. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর মু'জিযা ও তাঁর কিতাবকেই তারা কোথায় মেনে নিয়েছিল? সংশয় সৃষ্টিকারীরা তাঁকেও মিথ্যুক, জাদুকর ইত্যাদি বলেছিল, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আসলে বিশ্বাস করাই যাদের ইচ্ছা নয় তারা সব কথাতেই কিছু না কিছু খুঁত ধরার চেষ্টা করে।

তাওরাত ও কুরআনের সাদৃশ্য দৃষ্টে কাফিরদের মন্তব্য ও তার জবাব

৬৮. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, মক্কার কাফিররা হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহের কথা শুনে বলতে লাগল, এরূপ মু'জিযা এ নবীর কাছে থাকলে আমরা বিশ্বাস করতাম। তারপর তারা ইয়াহূদীদের কাছে তাওরাত সম্পর্কে জানতে চাইল, কিন্তু দেখতে পেল তার বিষয়বস্তু এ নবীর পক্ষে এবং তাদের খেয়াল-খুশীর বিপক্ষে, যেমন তাওরাতও বলে, পৌত্তলিকতা কুফ্‌র, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য, আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া যবাহকৃত পশু মৃত, হারাম (এবং আরবে শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যাঁর এই এই নিদর্শন থাকবে ইত্যাদি)। এ সব দেখে তারা উভয়কেই এই বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, উভয়টাই জাদু এবং মূসা ও মুহাম্মদ (আলায়হিমাস সালাতু ওয়াস সালাম) উভয়েই জাদুকর (নাঊযুবিল্লাহ্), যারা একে অপরের সমর্থন করে।

৬৯. অর্থাৎ আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত কিতাব এ দু'খানিই। আর কোন কিতাব এ দু'খানায় সমকক্ষ হতে পারে না। এ দু'খানিই যদি জাদু হয় তবে ঠিক আছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে এমন কোন কিতাব এনে দাও যা এরচেয়ে উৎকৃষ্ট হবে এবং আরও বেশী হিদায়াতকারী হবে। সম্ভব তো নয়, তবু বলছি,

(৫০) فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(৫১) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(৫২) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

৫০. তারপর তারা যদি সাড়া না দেয়, তোমার আহ্বানে তবে জেনে নিও তারা কেবল অনুসরণ করে তাদের খেয়াল-খুশীরই। তার চেয়ে অধিকতর বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে ? যে ব্যক্তি আপন খেয়াল-খুশী অনুযায়ী চলে আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ ব্যতিরেকেই ? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথের দিশা দেখান না।[৭০]

৫১. আমি তো তাদের কাছে একের পর এক পাঠাতে থাকি আমার বাণী, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৭১]

৫২. এর আগে আমি যাদেরকে দিয়েছিলাম কিতাব তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

যদি তোমরা এমন কোন কিতাব পেশ করতে পার তবে আমি তারই অনুসরণ করব। কিন্তু তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত তা পারবে না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, নিজেরা তো রব্বানী হিদায়াত থেকে বিলকুল রিক্তহস্ত, অথচ যে কিতাব হিদায়াত নিয়ে আসে তাকে জাদু আখ্যা দিয়ে কর প্রত্যাখ্যান ? যদি এটা কোন মানুষের উদ্‌ভাবিত জাদু হয়ে থাকে। তবে ঠিক আছে, তোমরা দুনিয়ার সমস্ত জাদুকরকে একত্র করে এর চেয়ে বড় জাদু পেশ করছ না কেন ? জাদু তো এমন কিছু নয় যে, তার মুকাবিলা করা যাবে না।

৭০. অর্থাৎ এরা যখন হিদায়াত কবূল করছে না এবং এর মুকাবিলায় পারছে না কোন কিছু পেশ করতে তখন হিদায়াতের পথে চলা যে আদৌ তাদের কাম্য নয় এটাই প্রমাণিত হয়। তারা কেবলই খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে; যে জিনিস মন চাইল, মেনে নিল আর যে জিনিসকে মেজাজ মর্যীর বিপরীত পেল তা প্রত্যাখ্যান করল। বলত দেখি এরূপ প্রবৃত্তি পূজারী যালিমদের কী করে হিদায়াত নসীব হতে পারে ? কেবল সেই সব লোককে হিদায়াত দান করাই আল্লাহ্‌র নীতি, যারা হিদায়াত পেতে ইচ্ছুক, যারা নিজেদের মন মর্যী ও প্রবৃত্তিকে সত্যের মানদণ্ড বানায় না।

৭১. অর্থাৎ আমার ওহী নাযিলের ধারা আগে থেকেই চলে আসছে। এক ওহীর সমর্থনে অন্য ওহী নাযিল আমি সব সময়ই করে এসেছি। কুরআনকেও আমি পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি। এক আয়াতের পর অন্য আয়াত নাযিল হয়ে আসছে। এর উদ্দেশ্য, যাতে বান্দা-চিন্তা ভাবনা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে যায় এবং মুখস্থ রাখাও সহজ হয়।

(৫৩) وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ
مُسْلِمِينَ ۝
(৫৪) أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا۟ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ
ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

৫৩. আর যখন তাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনান হয় তখন বলে আমরা এতে বিশ্বাস করি। এটাই আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। আমরা তো আজ্ঞানুবর্তী আগে থেকেই।[৭২]

৫৪. এরা তাদের পারিশ্রমিক লাভ করবে দু'বার। কেননা, তারা অটল রয়েছে।[৭৩] এবং তারা মন্দের জবাব দেয় ভালোর দ্বারা[৭৪] আর তারা তা হতে ব্যয় করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি।[৭৫]

ন্যায়নিষ্ঠ কিতাবিগণের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের দ্বিগুণ প্রতিদান ও তার কারণ

৭২. অর্থাৎ এসব জাহিল মুশরিকদের অবস্থা তো এই যে, তারা না পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে না বর্তমান কিতাবকে মানে। পক্ষান্তরে, ন্যায়নিষ্ঠ আহলে কিতাবকে দেখ, তারা উভয়কেই স্বীকার করে। তাওরাত ও ইন্‌জীলে তো বিশ্বাস আগে থেকেই ছিল। তারপর যখন কুরআন আসল তখন বলে উঠল, নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব। আমাদের প্রতিপালকই এ কিতাব নাযিল করেছেন। আমরা এর প্রতি নিজেদের বিশ্বাস ও ভক্তির ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা তো আগেও আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মান্য করতাম। এখনও তা শিরোধার্য করছি। বস্তুত আমরা আজ থেকে নয়, বহু পূর্ব থেকেই মুসলিম। কেননা, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আমাদের বিশ্বাস ছিল। সে সব কিতাবে আখিরী যমানার নবী সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। সে সব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আমরা পূর্বেই ঈমান এনেছিলাম। যে সংক্ষিপ্ত ঈমানের বিশদ হাল আজ আমরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলাম।

৭৩. অর্থাৎ অহংকার ও আত্মম্ভরিতার সাথে সত্য গ্রহণ হতে দূরে সরে থাকে নি, বরং যখন যে সত্য তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তা শিরোধার্য করে নিয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ শায়খ আকবর (র) তাঁর 'ফুতূহাত' গ্রন্থে লিখেছেন, নিজেদের নবীর প্রতি এ সব আহলে কিতাবের ঈমান দু' দু'বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একবার তো সরাসরি এবং দ্বিতীয়বার হয়েছে নবী করীম (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। কেননা, প্রিয়নবী (সা) পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলের সমর্থক। তিনি তাঁদের

(৫৫) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ○

৫৫. তারা যখন শোনে নিরথক কথাবার্তা, তখন তা এড়িয়ে চলে এবং বলে আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। তোমরা সালামতে থাকো। আমাদের কাজ নেই নির্বোধ লোকদের দিয়ে।৭৬

প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে জরুরী সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপ প্রিয় নবী (সা)-এর প্রতিও তাঁদের ঈমান দু' দু'বার হয়েছে। এক তো এখন, যা প্রত্যক্ষভাবে হচ্ছে আর দ্বিতীয়বার হয়েছে তাদের নিজেদের নবীদের প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে। কেননা, প্রত্যেক নবীই প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে আসছেন এবং পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থন করে আসছেন। এ কারণেই তাদেরকে প্রতিদানও দেওয়া হবে দু' দু'বার।

হাদীসে যে বলা হয়েছে— ثَلٰثٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ "তিন ব্যক্তি প্রতিদান লাভ করবে দু' দু'বার করে। এ স্থলে তার ব্যাখ্যা প্রদানের অবকাশ নেই। আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবাণী যে, আমি মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করেছি এবং সম্ভাব্য সব প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি" —আল-হামদুলিল্লাহ্।

৭৪. অর্থাৎ কেউ তাদের সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে তার জবাবে তারা ভদ্রোচিত আচরণ করে ও তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। কিংবা এর অর্থ, কখনও তাদের দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে গেলে ভাল কাজ দিয়ে তার প্রতিবিধান করে, যাতে পুণ্যের পাল্লা পাপের পাল্লার চেয়ে ভারী থাকে।

৭৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে হালাল অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন তার যাকাত আদায় করে, দান-খয়রাত করে এবং আত্মীয়-স্বজনের দেখা-শোনা করে। মোদ্দাকথা, বান্দার হক আদায়েও তার ত্রুটি করে না।

বদ-দীন লোকের গোয়ার্তুমীর জবাবে দীনদারের কর্তব্য

৭৬. অর্থাৎ কোন মূর্খ গোয়ার্তুমী করলে তার সঙ্গে লেগে পড়ে না। বলে দেয়, ব্যস সাহেব! তোমাদের বকবকানি শোনার সময় আমাদের নেই। সালাম লও। এ সব মূর্খতার ঝুলি তোমাদেরই কাঁধে থাকুক। আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে দাও। তোমাদের কর্মফল তোমাদের এবং আমাদের কর্মফল আমাদের সামনে একদিন আসবে। তোমাদের মত বোধ-বুদ্ধিহীন লোকদের সঙ্গে ঝগড়াতে আমাদের কাজ নেই।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তার সীরাত গ্রন্থে লিখেন, হিজরতের আগে মক্কায় অবস্থানকালে আবিসিনিয়া থেকে আনুমানিক বিশজন লোক প্রিয় নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হল। তারা তার সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে জানতে এসেছিল। তার সম্পর্কে তারা যা শুনেছে তা সত্য কিনা ? তা যাচাই করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তারা তাঁর সঙ্গে

(٥٦) اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

৫৬. তুমি পথে আনতে পারবে না যাকে তুমি ইচ্ছে কর; কিন্তু আল্লাহ্ পথে আনেন যাকে তিনি ইচ্ছে করেন। আর তিনিই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন যারা পথে আসবে।[৭৮]

কথাবার্তা বলল। প্রিয় নবী (সা) যখন তাদেরকে কুরআন পড়ে শোনালেন, তখন তাদের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। সুতরাং তারা দৃপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাঁর প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিল। ইসলাম গ্রহণের পর যখন তারা বিদায় নিচ্ছিল আবূ জাহ্ল প্রমুখ মুশরিক মোড়লেরা তাদের প্রতি বাক্যবাণ ছুঁড়তে লাগল। তারা বলতে লাগল, এরূপ নির্বোধের কাফেলা তো আজ পর্যন্ত কোথাও দেখি নি। এসেছিল একজন লোক সম্পর্কে যাচাই করতে, আর ফিরে যাচ্ছে তার গোলাম হয়ে এবং নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে। উত্তরে তারা বলল, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لانجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه لم نأل انفسنا خيرا 'তোমাদেরকে সালাম। মাফ কর। তোমাদের মূর্খতার জবাব আমরা মূর্খতা দিয়ে দিতে চাই না। আমরাও তোমরা যে যে অবস্থায় আছি সে অনুযায়ী প্রতিফল পাব। আমরা নিজেদের কল্যাণকামিতায় কোনরূপ ত্রুটি করিনি।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, বুঝালে তা মানার আশা যে নির্বোধ-মূর্খ সম্পর্কে নেই তার থেকে পাশ কাটিয়ে চলাই শ্রেয়। (মূযিহুল-কুরআন)

চাচা আবূ তালিব কর্তৃক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রিয়নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান

৭৭. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, মহানবী (সা) আপন চাচা আবূ তালিবের পেছনে অনেক অনেক চেষ্টা করেন, যাতে অন্তত মৃত্যুকালে কালিমা পাঠ করে নেয়, কিন্তু আবূ তালিব কবূল করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (মূযিহ) অর্থাৎ যার প্রতি তোমার সহজাত ভালবাসা আছে যার হিদায়াত লাভের আন্তরিক কামনা তুমি কর, সে যে বাস্তবিকই হিদায়াত লাভ করবে এর তেমন কোন কথা নেই। তোমার কাজ কেবল পথ বাতলে দেওয়া। তারপর কে সে পথে চলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে আর কে পৌঁছবে না তা তোমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়। এটা আল্লাহ্র ইখতিয়ার যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সত্য গ্রহণ ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছার তাওফীক দান করেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ সাহেব (র) যা বলেছেন তা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করা এবং আবূ তালিবের ঈমান ও কুফ্রের বিষয়টিকে বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করা একটি অনাবশ্যক কাজ। এ জাতীয় অনাবশ্যক ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় হতে মুখ (ও কলমকে) নিবৃত্ত রাখাই শ্রেয়।

(৫৭) وَقَالُوٓا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰی مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ اَوَلَمۡ نُمَكِّنۡ لَّهُمۡ حَرَمًا اٰمِنًا یُّجۡبٰۤی اِلَیۡهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَیۡءٍ رِّزۡقًا مِّنۡ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ○

৫৭. তারা বলতে লাগল, আমরা যদি সৎপথ অনুসরণ করি তোমার সঙ্গে তবে আমাদেরকে উৎখাত করা হবে আমাদের দেশ থেকে।[৭৯] আমি কি তাদেরকে ঠাঁই দেইনি এক সম্মানিত নিরাপদ স্থানে, যেখানে সব রকমের ফলমূল আমদানী হয় আমার দেওয়া রিয্‌কস্বরূপ ? কিন্তু তাদের মধ্যে বহু লোকই তা অনুধাবন করে না।[৮০]

---

৭৮. অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার ইখতিয়ার কারও হাতে থাকা তো দূরের কথা কেউ তো এতটুকুও জানে না যে, কে সৎপথ অবলম্বন করবে বা কার মধ্যে তা অবলম্বন করার যোগ্যতা আছে? এ আয়াত দ্বারা রাসূলে কারীম (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি মূর্খ-নির্বোধদের গোয়ার্তুমীপূর্ণ উক্তি তাদের হঠকারিতামূলক হৈচৈ কিংবা বিশেষ কোন আত্মীয়-স্বজনের ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে দুঃখিত হবেন না। আপনার যতটুকু দায়িত্ব তা পালন করে যান। মানুষের যোগ্যতা বিভিন্ন রকমের। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই জ্ঞান ও ইখতিয়ারভুক্ত যে, তাদের মধ্যে কাকে সৎপথে পরিচালিত করা হবে।

সত্যগ্রহণের পথে কল্পিত প্রতিবন্ধক ও তার জবাব

৭৯. যে সব জিনিস মানুষের হিদায়াতের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে জান-মালের ক্ষতির আশংকা। তাই তো মক্কার কতিপয় মুশরিক মহানবী (সা)-কে বলেছিল, আমরা জানি, আপনি সত্যের উপর আছেন। কিন্তু আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে আপনার অনুসারী হয়ে যাই তবে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে। আশেপাশের সবগুলো গোত্র সংঘবদ্ধভাবে আমাদের উপর চড়াও হবে এবং আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে—না জান রক্ষা পাবে, না অর্থ-সম্পদ। সামনে এর জবাব দেওয়া হয়েছে।

৮০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, মক্কার লোক বলতে লাগল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলে গোটা আরব আমাদের সঙ্গে বৈরিতা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এখন তোমরা (তাদের বৈরিতা থেকে কার আশ্রয়ে আছ ? এই পবিত্র স্থান (হারাম শরীফ) -এর (আদবই তাদেরকে বাধা দিচ্ছে যে, তোমাদের চরম পারস্পরিক শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও বাইরের লোকে আক্রমণ করে তোমাদেরকে মক্কা হতে বের করে দিচ্ছে না) এবং সেই আল্লাহ্ তা'আলাই (যিনি এ স্থানকে পবিত্র করেছেন) তোমাদেরকে তখনও আশ্রয় দান করবে না। (মূযিহুল-কুরআন)। বল তো, যিনি তোমাদেরকে শির্‌ক ও কুফরে লিপ্ত

(٥٨) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن
مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ○
(٥٩) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ○

৫৮. আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, কত জনপদকে, যার বাসিন্দারা দম্ভ করত নিজেদের ভোগ-সম্পদের। এই তো তাদের ঘরবাড়ী; লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে তাদের পর এগুলোতে।[৮১] পরিশেষে আমিই সব কিছুর অধিগ্রহণকারী।[৮২]

৫৯. তোমার প্রতিপালক ধ্বংস করবার নন, জনপদসমূহ যাবত না তার বৃহত্তম জনপদে পাঠান কোন রাসূল, যে তাদেরকে শোনায় আমার আয়াত পাঠ করে।[৮৩] আর আমি কখনই ধ্বংস করি না জনপদসমূহ, যাবত না তার অধিবাসীরা হয় অন্যায়কারী।[৮৪]

থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ রাখছেন। ঈমান ও তাক্ওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের পর তিনি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন না? হাঁ, ঈমান ও তাক্ওয়ার পরীক্ষাস্বরূপ যদি সাময়িককালের জন্য কোন বিপদ-আপদ দেখা দেয় তবে ঘাবড়ানো উচিত নয়। কেননা— فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ 'শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদেরই জন্য।'

৮১. অর্থাৎ আরববাসীর শত্রুতাকে কী ভয় কর, আল্লাহ্‌র আযাবকে ভয় কর। দেখ না কত জাতি গত হয়ে গেছে। জীবনের প্রাচুর্য দৃষ্টে যাদের মনে দম্ভ এসে গিয়েছিল। সে দম্ভ ও অহংকারের কারণে পরিশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে কীরূপ শাস্তি দান দিয়েছেন? আজ ভূ-পৃষ্ঠে তাদের নাম-নিশানাটুকু পর্যন্ত বাকি নেই। তাদের সে জনপদসমূহের ধ্বংসাবশেষ ওই পড়ে রয়েছে। তাতে কোন বাসিন্দা নেই। কেবল পথিক ও পর্যটকরা বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা আল্লাহ্‌র কুদরতের শিক্ষাপ্রদ তামাশা দেখার উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের জন্য সেথায় উপস্থিত হয়।

৮২. অর্থাৎ সব ধ্বংস হয়ে গেছে। উত্তরাধিকারীও কেউ নেই। বাকি থাকে তো কেবল আল্লাহ্‌র নাম।

শাস্তিদানে আল্লাহ্‌র আচরিত রীতি

৮৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জনপদকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তাদের কেন্দ্রীয় মর্যাদাপূর্ণ স্থানে কোন সতর্ককারী নবী প্রেরণ করেন। কেন্দ্রস্থলকে বাছাই করার কারণ সম্ভবত এই যে, তার প্রভাব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিরাজ করে। তাছাড়া নগরবাসীদের স্বভাব-চরিত্রও সাধারণত মার্জিত ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে থাকে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মক্কা মুকাররামা।

(٦٠) وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

(٦١) اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা তো কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ ও তথাকার শোভা এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী। তোমাদের কি বোধ-বুদ্ধি নেই।[৮৫]

৬১. আচ্ছা, যাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি উত্তম পুরস্কারের, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি ভোগ-সম্ভার দিয়েছি পার্থিব জীবনের। তারপর যে কিয়ামতের দিন আসবে ধৃত হয়ে ?[৮৬]

ইরশাদ হয়েছে ঃ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا 'তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি আরবী কুরআন, যাতে করে তুমি সতর্ক করে দাও জনপদসমূহের কেন্দ্র ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে'। (শূরা– ৪২ ঃ ৭) এ কারণেই সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীকে প্রেরণ করা হয়।

৮৪. অর্থাৎ সতর্ক করার পরও যখন মানুষ অন্যায়-অনাচার হতে নিবৃত্ত না হয়, বরং আরও বেশী পাপ-পঙ্কিলতায় লিপ্ত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন ও ধ্বংস করে দেন।

পার্থিব জীবনের স্বরূপ

৮৫. অর্থাৎ মানুষের উচিত বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে অন্ততপক্ষে এতটুকু উপলব্ধি করা যে, দুনিয়ার জীবন কত দিনের ? এখানকার রং-ঢং ও জাঁকজমক কত দিন স্থায়ী হবে। কতকাল লোটা যাবে এ মজা। যদি দুনিয়াতে শাস্তি নাও আসে, তবে মৃত্যু থেকে কি রেহাই আছে ? মৃত্যু তো ভোগ-বিলাসের এ সব উপকরণ তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবেই। তারপর আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে ছোট-বড় প্রতিটি কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে। সেখানকার সুখ-শান্তি যদি নসীব হয়ে যায়, তবে তার সামনে ইহকালের আরাম-আয়েশ তো কিছুই নয়। এমন কোন বুদ্ধিমান আছে যে, ক্লেদাক্ত ও বিষাদময় জীবনকে চিন্তাহীন শান্তিময় জীবনের উপর এবং অসম্পূর্ণ ও নশ্বর ভোগ-বিলাসকে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর নিআমতের উপর প্রাধান্য দেবে ?

মু'মিন ও কাফিরের পরিণাম পর্যবেক্ষণ

৮৬. অর্থাৎ একজন মু'মিন ও একজন কাফির-এ দু'জন পরিণামের দিক থেকে কি করে সমকক্ষ হতে পারে ? একজনের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখের ওয়াদা, যা অবশ্যই পূরণ

(٦٢) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ○

(٦٣) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ○

৬২. এবং যে দিন তাদেরকে আহ্বান করবেন এবং বলবেন কোথায় আমার সেই শরীকরা যাদের ব্যাপারে তোমরা দাবী করতে ?[৮৭]

৬৩. তারা বলবে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ সব লোককেই বিভ্রান্ত করেছিলাম আমরা। তাদের বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমনটি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আমরা নিজেরা। আমরা অস্বীকার করছি আপনার সামনে, তারা আমাদের পূজা করত না।[৮৮]

হবে আর অন্যজনের জন্য আছে দু'দিনের আনন্দ-স্ফূর্তির পর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ও স্থায়ী-কারাবাস (নাউযুবিল্লাহ্)। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখছে যে, তার মাথায় রাজমুকুট, সামনে সারিবদ্ধ চাকর-নকর, এবং খাঞ্চা ভরা রঙ-বেরঙের পানাহার সামগ্রী, আর সে তা মহানন্দে ভোগ করছে, কিন্তু চোখ খুলেই দেখল পুলিশ ইন্সপেক্টর গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্ট ও হাতকড়া নিয়ে দণ্ডায়মান। তখনই তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল এবং আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করল। বলত দেখি, তার সে স্বপ্নের বাদশাহী ও কোর্মা-পোলাওয়ের আনন্দ কতটুকু মনে থাকবে ?

আল্লাহ্‌র দরবারে শির্‌ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

৮৭. অর্থাৎ খোদায়ীর সে হিস্যাদাররা কোথায় ? সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আজ তাদেরকে একটু ডাক তো দেখি।

৮৮. অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয়েছিল তো মুশরিকদেরকে, কিন্তু বিভ্রান্তকারী শরীকরা বুঝে ফেলবে যে, আসলে আমাদেরকে শাসানো হচ্ছে। তাই আগে বেড়ে জবাব দেবে, হে আল্লাহ্! নিঃসন্দেহে আমরাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম আর সে বিভ্রান্তি এমনই ছিল, যেমনটি আমরা নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। অর্থাৎ বিভ্রান্ত হওয়ার সময় যে হোঁচট আমরা নিজেরা খেয়েছিলাম তারই পূর্ণতা বিধান করেছিলাম বিভ্রান্তকরণের মাধ্যমে। কেননা, বিভ্রান্ত করাই হচ্ছে বিভ্রান্ত হওয়ার চূড়ান্ত ধাপ। সুতরাং সে অপরাধ আমরা স্বীকার করছি, কিন্তু এ সব মুশরিকদের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল না, যে জোর-জবরদস্তি করে তাদেরকে কথা শুনতে বাধ্য করব। আসলে তারা ছিল কুপ্রবৃত্তির পূজারী, যে কারণে আমাদের প্রতারণায় ধরা দিয়েছে। এ হিসেবে তারা আমাদের নয়, বরং নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তিরই পূজা করত। আজ আমরা আপনার সম্মুখে তাদের বন্দেগীর দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করছি। কোন্ কোনও মুফাস্‌সির এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(٦٤) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ○

(٦٥) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ○

(٦٦) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ○

৬৪. আর বলা হবে তোমরা ডাক তোমাদের শরীকদেরকে। সুতরাং তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না[৮৯] আর তারা দেখতে পাবে শাস্তি। হায়! যদি তারা হিদায়াত গ্রহণ করত।[৯০]

৬৫. আর যে দিন তাদেরকে আহ্বান করবেন এবং বলবেন, তোমরা কী উত্তর দিয়েছিলে বার্তা-প্রচারকদেরকে ?

৬৬. সেদিন তাদের নিকট হতে সকল কথা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।[৯১]

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এ কথা বলবে শয়তান। বিভ্রান্ত তো করেছিল সেই, পরন্তু তা করেছিল পুণ্যবানদের নাম নিয়ে নিয়ে। এ কারণেই বলবে, পূজা আমাকে করত না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ -এর দ্বারা এই ঘোষণার কথাই বুঝানো হয়েছে যাতে বলা হয়েছে— لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 'আমি অবশ্যই জাহান্নামকে পূর্ণ করব জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা' (হূদ ১১ ঃ ১১৯)।

৮৯. অর্থাৎ বলা হবে যে, এখন সাহায্যের জন্য তাদেরকে ডাক, কিন্তু তারা কি সাহায্য করবে, নিজেরাই তো থাকবে বিপন্ন, বিপর্যস্ত। কতক মুফাস্‌সির এরূপ বলেছেন, কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র)-এর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে যে, শয়তান যখন পুণ্যবানদের নাম উল্লেখ করবে তখন মুশরিকদেরকে বলা হবে যে, সেই সব পুণ্যবানকে ডাক। কিন্তু তাদের ডাকে তারা সাড়া দেবে না। কেননা, তারা এসব অংশীবাদীসুলভ কর্মকাণ্ডে মোটেই খুশী ছিল না বা এ সবের খবর রাখত না।

৯০. অর্থাৎ তখন আযাব দেখে তারা আফ্‌সোস করবে যে, হায়! দুনিয়ার জীবনে সরল পথে চললে আর এ বিপদের সম্মুখীন হতে হত না।

রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ

৯১. এতক্ষণ ছিল তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ এবার রিসালাত সম্পর্কে। অর্থাৎ তোমরা যদি নিজেদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সত্য না চিনে থাক তো নবী তো তোমাদের সম্মুখে সত্য প্রচার করেছিল। তাদের কথা শুনলে তোমরা সত্যের পরিচয় পেতে। এখন

(٦٧) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ۝

(٦٨) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحٰنَ
اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৭. তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৯২]

৬৮. তোমার প্রতিপালক সৃষ্টি করেন তার যা ইচ্ছে এবং যাকে ইচ্ছা তিনি মনোনীত করেন। তাদের হাতে নয় মনোনয়নের ক্ষমতা।[৯৩] তারা যে শরীকের কথা বলে তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র ও উর্ধ্বে।[৯৪]

বল, তাদের সঙ্গে তোমরা কী ব্যবহার করেছিলে ? তখন কারও মুখে জবাব সরবে না। কথা বলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

৯২. অর্থাৎ তথাকার সফলতা কেবল ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। এখনও যদি কেউ কুফ্র ও শির্ক হতে তাওবা করে ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্মে লিপ্ত হয়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্ববর্তী অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে সাফল্য মণ্ডিত করবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ 'আশা করা যায় সে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। এটা এক রাজকীয় ভঙ্গীর অঙ্গিকার। অর্থাৎ মুক্তিলাভের আশাবাদী থাকা তার বাঞ্ছনীয়, যদিও আমার উপর কারও কোন চাপ নেই যে, নিরূপায় হয়ে সেটা আমাকে করতেই হবে। কেবল নিজ দয়া ও অনুগ্রহেই এরূপ ওয়াদা করা হচ্ছে।

সৃষ্টি ও নির্বাচন আল্লাহ্র একচ্ছত্র

৯৩. অর্থাৎ সব কিছুর সৃজন যেমন তাঁরই ইচ্ছা ও এখতিয়ারাধীন তেমনি কোন কিছুকে বাছাই ও পসন্দ করে নির্বাচন করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই। তাঁর যা মর্যী হয় সে অনুযায়ী বিধি-বিধান পাঠান। যাকে সমীচীন মনে করেন তাকে বিশেষ কোন পদে অধিষ্ঠিত করেন। যার মধ্যে যোগ্যতা দেখেন তাকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে সাফল্য মণ্ডিত করেন। মাখলূকাতের প্রতিটি জাতির মধ্যে যে শ্রেণীকে এবং শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যক্তিকে ইচ্ছা আপন হিকমাত অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণী ও ব্যক্তির তুলনায় বিশেষ মর্যাদা দান করেন। তিনি ছাড়া আর কারও এ জাতীয় ক্ষমতা ও মনোনয়নের ইখতিয়ার নেই।

হাফিয ইব্নুল কায়্যিম (র) 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থের প্রথম দিকে এ বিষয়টি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে দ্রষ্টব্য।

(৬৯) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

(৭০) وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(৭১) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

৬৯. তোমার প্রতিপালক জানেন, যা কিছু তাদের অন্তরে গোপন থাকে এবং যা তারা প্রকাশ করে।[৯৫]

৭০. এবং তিনিই আল্লাহ্। তিনি ছাড়া কারও ইবাদত নেই। তাঁরই প্রশংসা দুনিয়ায় ও আখিরাতে। তাঁরই হাতে বিধান এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৯৬]

৭১. বল, দেখত, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর রাতকে স্থায়ী করে দেন কিয়ামত পর্যন্ত।[৯৭] তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ইলাহ আছে যে তোমাদেরকে আলো দান করবে। তোমরা কি শোন না?[৯৮]

---

৯৪. অর্থাৎ সৃজন ও বিধান দান এবং উপরিউক্ত ইখতিয়ারের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কোন শরীক নেই। মানুষ নিজেদের মর্জি ও পসন্দমত যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করেছে সবই ভ্রান্ত, ভিত্তিহীন।

৯৫. অর্থাৎ অন্তরে যে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও অসদুদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখে এবং মুখ ও হাত-পা ইত্যাদি দ্বারা যে কাজ-কর্ম করে সবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং তিনিই প্রত্যেকের গুপ্ত যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত। সে অনুযায়ীই তিনি ব্যবহার করবেন।

ইবাদত-বন্দেগী পাবার অধিকার একমাত্র তাঁরই

৯৬. অর্থাৎ সৃজন, মনোনয়ন ও সর্বজ্ঞানে যেমন তিনি এক, অদ্বিতীয়, তেমনি উলূহিয়্যাতের মধ্যেও তিনি একক। তিনি ছাড়া আর কারুরই ইবাদত-বন্দেগী হতে পারে না। কেননা, তাঁরই সত্তা সর্বগুণের আধার। যাবতীয় সৎ গুণাবলীর সমাহার রয়েছে তাঁর মধ্যে। দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু প্রশংসা হয়, তা যার নাম নিয়েই জ্ঞাপিত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা তাঁরই। তাঁরই আদেশ চলে। তাঁর সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে। পরিশেষে সবাইকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। সামনে বলা হচ্ছে যে, দিবারাত্র যে পরিমাণ নিআমত ও কল্যাণ তোমরা লাভ করে থাক তা তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণার দান; বরং খোদ দিন-রাতের আবর্তনও তো তাঁর এক স্বতন্ত্র মেহেরবানী।

দিবা-রাত্রের সৃষ্টিও আল্লাহ্র বিরাট নিআমত

৯৭. উদাহরণত যদি তিনি সূর্যকে উদিত হতে না দেন কিংবা তার আলো কেড়ে নিয়ে গেলে তোমরা তোমাদের কাজ-কর্মের জন্য এরূপ আলো কোথায় পাবে?

(٧٢) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝
(٧٣) وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ
فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝
(٧٤) وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

৭২. বল, দেখত, আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করে রাখেন কিয়ামত পর্যন্ত, তবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কে ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে রাত্র দান করবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম নেবে ? তবে কি তোমরা দেখ না ?[৯৯]
৭৩. তিনি নিজ করুণায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার আর পার তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে।[১০০]
৭৪. এবং যে দিন তাদেরকে ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকগণ, যাদের দেবত্বের দাবী তোমরা করতে ?

---

৯৮. অর্থাৎ এটা এমনই স্পষ্ট ও দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, শোনা মাত্রই বুঝে এসে যায়। তা তোমরা কি শোনও না ?

৯৯. অর্থাৎ তিনি যদি সূর্যকে অস্ত যেতে না দেন, সর্বদা তোমাদের মাথার উপর খাড়া করে রাখেন, তবে আরাম ও শান্তি এবং অন্যান্য যে সব উপকার রাত থেকে তোমরা পেয়ে থাক তার ব্যবস্থা কোন্ শক্তি করতে পারে ? এরূপ সমুজ্জ্বল সত্যও কি তোমাদের চোখে পড়ে না ?

اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ 'তোমরা কি দেখ না ?' কথাটি আয়াত— اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا (আল্লাহ্ যদি তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করে রাখেন)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা, চোখের দেখাটা আলোর উপর নির্ভরশীল, যা দিনের বেলা পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। রাতের অন্ধকারে দেখা নয়; বরং শোনা সম্ভব যে কারণে— اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ 'যদি আল্লাহ্ রাতকে তোমাদের উপর স্থায়ী করে রাখেন'-এর সঙ্গে اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ 'তোমরা কি শোনও না' বলাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

১০০. অর্থাৎ তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে দিবা-রাত্রের আবর্তন ঘটাচ্ছেন। যাতে রাত্রের অন্ধকার ও নিঝুম স্তব্ধতায় তোমরা আরাম ও বিশ্রাম নিতে পার এবং দিনের আলোয় কাজ-কর্ম চালু রাখতে পার। তোমাদের কর্তব্য দিন ও রাতের রকমারি নিআমত ও করুণাধারার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

(৭৫) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ
الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

(৭৬) إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ
مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ
قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ○

৭৫. আমি বের করব প্রত্যেক দল থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা[১০১] এবং তারপর বলব, উপস্থিত কর তোমাদের প্রমাণ।[১০২] তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহ্রই পক্ষে। আর তারা যে সব বিষয় রচনা করত তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।[১০৩]

৭৬. কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু সে তাদের প্রতি দুষ্টমী করতে লাগল।[১০৪] আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধন-ভাণ্ডার, যার চাবিগুলি বহন করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ত কয়েকজন বলবান লোকও।[১০৫] যখন তাকে বলল তার সম্প্রদায় দম্ভ করো না। আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিকদেরকে।[১০৬]

---

১০১. অর্থাৎ পরিস্থিতির বর্ণনাদাতা নবী অথবা তার প্রতিনিধি কিংবা পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গকে (মূযিহুল-কুরআন)। তারা বিবৃত করবে যে মানুষ আসমানী শরীআত ও আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলীর সঙ্গে কীরূপ আচরণ করেছে।

১০২. অর্থাৎ কী প্রমাণ ও সনদের ভিত্তিতে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করেছিলে এবং হালাল-হারামের বিধান তোমরা কোন্ উৎস হতে আহরণ করেছিলে ? নবীগণকে তো তোমরা মাননি। তাহলে কে তোমাদেরকে বলে দিল যে, এইটা আল্লাহ্র বিধান ওটা নয়।

১০৩. অর্থাৎ তখন দেখতে পাবে, সত্য আল্লাহ্রই পক্ষে। মা'বূদ হওয়াটা কেবল তাঁরই অধিকার। তাঁর কোন শরীক নেই। দুনিয়ায় নবী যা বলত তাই ঠিক ছিল। মোটকথা, মুশরিকরা যে সব মনগড়া আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত এবং নিজেদের পক্ষ হতে যে সব বিষয় উদ্ভাবন করে নিয়েছিল তা সব সে দিন হাওয়া হয়ে যাবে।

কারূনের বৃত্তান্ত

১০৪. আগের রুকূর সূচনায় আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার নশ্বরতা ও তুচ্ছতা তুলে ধরা হয়েছিল। তারপর আখিরাতের আলোচনা প্রসঙ্গে তথাকার কিছু পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য রুকূতে আবার সেই মূল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে যাওয়া হয়েছে। সে দাবীরই প্রমাণস্বরূপ কারূনের ঘটনা শোনানো হচ্ছে। বর্ণিত আছে যে, কারূন ছিল মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই। সে ফিরআওনের পারিষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অত্যাচারী শাসকদের এটা চিরাচরিত রীতি যে, কোনও সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণের জন্য তারা সে

সম্প্রদায়েরই কোন ব্যক্তিকে হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। ফিরআওন বনী ইসরাঈলের রক্ত শোষণের জন্য এই অভিশপ্তকে বেছে নিয়েছিল।

কারূনও তখন নিজের আখের গোছানোর সুযোগ পেয়ে গেল। সে দু'হাতে দেদারসে কুড়িয়ে নিল এবং সেই সঙ্গে পার্থিব ক্ষমতাও যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করল।

বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ)-এর অধীনে চলে আসল এবং ফিরআওন ডুবে মরল তখন কারূনের অবৈধ আমদানীর পথ বন্ধ হয়ে গেল। সর্দারীও হারানোর পথে। এ কারণে মূসা (আ)-এর প্রতি তার অন্তরে ঘৃণা ও আক্রোশের বিষবাষ্প জন্ম হতে লাগল। তথাপি প্রকাশ্যে মু'মিন সেজেই থাকত। তাওরাত গ্রন্থ খুব করে পড়ত এবং জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকত। বলাই বাহুল্য, অন্তর তার পরিষ্কার ছিল না।

হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত ইয্যত ও সম্মান দেখে সে মনে মনে পুড়ে মরতো এবং বলত, আমিও তো তাদেরই চাচাত ভাই। এর কী অর্থ হতে পারে যে, তারা দু'জন নবী ও ধর্মীয় নেতা বনে যাবে আর আমি কিছুই হতে পারব না ? আবার কখনও হতাশ হয়ে দম্ভোক্তি করত, তারা নবুওয়াত পেয়েছে তো কী হয়েছে ? আমার কাছে ধন-দৌলতের যে বিপুল ভাণ্ডার আছে এমন আর কার আছে ?

হযরত মূসা (আ) একবার যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন। কারূন তা শুনে মানুষকে বলতে লাগল, এ যাবত মূসা যে সব বিধান শুনিয়েছিল তোমরা আমরা তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা কি এটাও মেনে নেবে যে, সে আমাদের গাঁটের পয়সাও উসূল করে নেবে ? কিছু লোক তার সঙ্গে হাঁ মিলিয়ে বলল, আমরা কিছুতেই এটা বরদাশ্ত করতে পারি না। শেষ পর্যন্ত সে অভিশপ্ত হযরত মূসা (আ)-কে বদনাম করার জন্য এক ঘৃণ্য চক্রান্ত আঁটল। সে একটি স্ত্রীলোককে ফুসলিয়ে-ফাঁসলিয়ে রাজি করল যে, ভরা মজলিসে মূসা (আ) যখন ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণনা করবেন, তখন সে নিজেকে জড়িয়ে তাঁর সম্পর্কেই অভিযোগ উত্থাপন করবে। সে মতে স্ত্রীলোকটি ভরা মজলিসে তাই বলে দিল। মূসা (আ) যখন তাকে শক্তভাবে কসম দিলেন এবং আল্লাহ্র গযব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করলেন, তখন তার অন্তর কেঁপে উঠল। অবশেষে সে স্বীকার করল, কারূন তাকে উৎকোচ দিয়ে এরূপ বলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তখন মূসা (আ)-এর বদ্ দু'আয় কারূনকে তার ঘর-বাড়ী ও ধন-ভাণ্ডারসহ মাটির নিচে ধসিয়ে দেওয়া হল।

১০৫. কেউ কেউ مفاتح -এর অর্থ করেছেন ধন-ভাণ্ডার। অর্থাৎ তার এত টাকা-পয়সা ছিল শক্তিশালী লোকদের একটি দলেরও তা বহন করতে কষ্ট হত। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে مفاتح -এর অর্থ চাবি। অর্থাৎ তার অর্থ-কড়ি রাখার সিন্ধুক এতগুলো ছিল যে, তার চাবিগুলো বহন করতে গিয়ে একদল শক্তিশালী লোকও ক্লান্তি বোধ করত। আর এটা অসম্ভব কিছু নয়, যেমন কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে তার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

১০৬. অর্থাৎ এই ধ্বংসশীল, অস্থায়ী ধন-সম্পদের কারণে কী দম্ভ দেখাচ্ছ ? আল্লাহ্র কাছে তো এর মূল্য একটা মশার পাখার সমানও নয়। ভাল করে বুঝে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দাম্ভিক ও অহংকারী লোক পসন্দ নয়। আল্লাহ্র কাছে যা পসন্দ নয়, তার পরিণতি ধ্বংস ও সর্বনাশ ছাড়া কী হতে পারে ?

(৭৭) وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(৭৮) قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ؕ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ
مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ؕ وَلَا
يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

৭৭. আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তাদ্বারা অর্জন করে নাও পরবর্তীকালের নিবাস।[১০৭] আর ভুলে যেও না দুনিয়া হতে তোমার অংশ। অপরের কল্যাণ সাধন কর, যেমনটি আল্লাহ্ কল্যাণ করেছেন তোমার।[১০৮] দেশে অশান্তি বিস্তার করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ ভালবাসেন না অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে।[১০৯]

৭৮. সে বলল, এ সম্পদ তো আমার অর্জিত হয়েছে এক জ্ঞান বলে, যা আমাকে প্রদত্ত হয়েছে।[১১০] সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ ধ্বংস করেছেন তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা ছিল তার চেয়ে বেশী শক্তিমান ও বেশী সঞ্চয় সম্ভারের অধিকারী।[১১১] আর জিজ্ঞেস করা হবে না অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে।[১১২]

---

১০৭. আল্লাহ্ তা'আলা তো মানুষকে ধন-সম্পদ এ জন্যই দেন যে, মানুষ তা দিয়ে আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করবে। গাফ্লতির নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে দর্প ও বাহাদুরী ফলাবার জন্য এগুলো দেওয়া হয় না।

১০৮. অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী ভরণ-পোষণে ব্যয় কর এবং বেশীর ভাগ দিয়ে আখিরাত সঞ্চয় কর। সৃষ্টি কল্যাণে নিয়োজিত থাক।

১০৯. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধিতা কর না। আল্লাহ্র যমীনে সরল-সোজাভাবে চলাফেরা কর। দেশে অহেতুক অশান্তি সৃষ্টি করা ও ফিতনা বিস্তার করা কিছু ভাল কাজ নয়।

১১০. অর্থাৎ আমি প্রতিভাবান ছিলাম। কামাই-রোজগারের বুদ্ধি ছিল। নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিবলে কিংবা অন্য কোন বিশেষ কলা-কৌশলের বলে এ সব ধন-সম্পদ আমার অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাও আমার দক্ষতা দেখে এবং আমাকে উপযুক্ত মনে করে এ সব আমাকে দিয়েছেন। এগুলো কি এমনিতেই বসে বসে বিনা মেহনতে পেয়ে গেছি যে, মূসার আদেশ এবং তোমাদের পরামর্শ অনুযায়ী আল্লাহ্র নামে খরচ করে ফেলব?

১১১. অর্থাৎ সম্পদ উপার্জনের যোগ্যতা কে দিয়েছে? আফসোস! প্রকৃত দাতাকে ভুলে গিয়ে তার দেওয়া ধন-দৌলত ও যোগ্যতা নিয়ে বড়াই করছে? তবে কি সে তার

(৭৯) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِيْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

(৮০) وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ۝

৭৯. তারপর সে বের হল তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবনের প্রত্যাশী ছিল তারা বলল, হায়! আমাদেরকেও যদি দেওয়া হত যেমনটি কারূনকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান।[১১৩]

৮০. তারা বলল, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, ধিক তোমাদেরকে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।[১১৪] আর এ কথা তাদের অন্তরেই স্থান পায়, যারা ধৈর্যশীল।[১১৫]

ধন-সম্পদকে নিজ মুক্তির গ্যারাণ্টি বলে ধারণা করছে ? তার কি জানা নেই ইতোপূর্বে কত কত সম্প্রদায়কে তাদের দুষ্কৃতি ও অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে ? তাদের হাতে রাজত্ব, ধন-সম্পদ সব কিছুই ছিল। এ অভিশপ্তের চেয়ে আরও বেশী ধনবল জনবলের তারা অধিকারী ছিল। তাদের পরিণতি শুনে কি তার শিক্ষা হয় নি ?

১১২. অর্থাৎ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে কেন ? তাদের প্রতিটি দুষ্কৃতি আল্লাহ্র জানা এবং ফেরেশতাদের কাছে লিপিবদ্ধ আছে। হাঁ, হুমকি-ধমকি দেওয়ার জন্য যদি কখনও জিজ্ঞেস করা হয় সে স্বতন্ত্র কথা। অথবা এর দ্বারা তাদের পাপাচারের আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তা এত বেশী যে, এক একটি করে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়বে না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। অর্থাৎ গুনাহগারের বুঝ-সমঝ পরিষ্কার থাকলে সে গুনাহ করবেই বা কেন ? বুঝ যখন উল্টা হয় তখন জিজ্ঞাসাবাদের কী ফায়দা যে, গুনাহ কেন করছ ? সে তো তাকে খারাপই মনে করছে না। (মূযিহুল কুরআন)

১১৩. অর্থাৎ জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকাদি পরে বহু চাকর-নকর পরিবেষ্টিত হয়ে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বের হল, যা দেখে দুনিয়াকামীদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আহা! আমরাও যদি দুনিয়ার এরূপ উন্নতি লাভ করতে পারতাম। নিশ্চয়ই কারূন বড় ভাগ্যবান। কত বড় কিসমত তার!

১১৪. অর্থাৎ সমঝদার ও জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বলল, আরে হতভাগার দল! এই নশ্বর চাকচিক্যের মধ্যে আছে কি যে, এমন হাপিত্যেস করছ ? নেক্কার মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্র কাছে যে সম্পদ রক্ষিত আছে তার সামনে এই শান-শওকত তো নিতান্তই তুচ্ছ, বরং কিছুই নয়। সাগরের সঙ্গে বিন্দুর যে তুলনা তাও এক্ষেত্রে অচল।

১১৫. অর্থাৎ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে সেই উত্তম মনে করে, যে কষ্ট সহ্য করতে পারে। ধৈর্যহীন লোক লোভের তাড়নায় দুনিয়ার আসক্তি ও বিত্ত বাসনায়

(٨١) فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ○
(٨٢) وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ
بِنَا ۖ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮১. তারপর আমি মাটিতে ধসিয়ে দিলাম কারূনকে ও তার ঘরবাড়ীকে। তখন আর তার স্বপক্ষে থাকল না এমন কোন দল। যারা তাকে সাহায্য করতে পারে আল্লাহ্ ছাড়া এবং সে নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে।[১১৬]

৮২. প্রভাতকালে তারাই বলতে লাগল যারা আগের দিন তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল হায় দুর্ভোগ! এ যে দেখছি আল্লাহ্ তাঁর রিযিক খুলে দেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা ও সংকুচিত করে দেন।[১১৭] আল্লাহ্ যদি সদয় না হতেন আমাদের প্রতি, তবে আমাদেরকেও ধসিয়ে দিতেন। হায় দুর্ভোগ! এ তো দেখছি নিষ্কৃতি পায় না কাফিররা।[১১৮]

নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। নাদান লোকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দেখে মনে করে, সে খুব ভাগ্যবান। তার চব্বিশ ঘণ্টার দুশ্চিন্তা ও মাথা ব্যথা এবং আখিরাতের লাঞ্ছনা তার চোখে পড়ে না। দেখে না সে শতজনকে কিভাবে খোশামোদ করে বেড়ায়, কিভাবে নিজেকে ছোট করে। লক্ষ্য করে না যে, দুনিয়ায় যদি কিছুটা সুখ পেয়েও থাকে তবে তার স্থায়িত্ব দশ-বিশ বছর, কিন্তু মৃত্যুর পর কাঁটার যাতনা হাজার বছর, অনন্তকাল।

১১৬. অর্থাৎ কেউ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও সাহায্য করতে এগিয়ে এল না এবং সেও কাউকে ডাকতে পারল না। না নিজের শক্তি কাজে আসল, না অপরের শক্তি।

কারূনের পরিণতি দেখে দুনিয়াকামীদের বোধোদয়

১১৭. অর্থাৎ কারূনের উন্নতি ও সাফল্য দেখে গতকালও যারা কামনা করছিল যে, আমরাও যদি তার মত উন্নতি লাভ করতে পারতাম, আজ তারা তার নিকৃষ্ট পরিণাম দেখে কানে হাত রাখতে লাগল। আজ তাদের বোধোদয় হল যে, এরূপ ধন-দৌলত তো আসলে এক সুদৃশ্য সাপ, যার ভিতরটা ধ্বংসাত্মক বিষে পরিপূর্ণ। কারও পার্থিব উন্নতি ও সাফল্য দেখে আমাদের কখনই এমন মনে করে নেওয়া উচিত নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার কিছু ইয্যত-সম্মান আছে। এ জিনিস কারও সমাদৃত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না। এটা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমাত যে, তিনি যার প্রতি সমীচীন মনে করেন রিয্কের দুয়ার খুলে দেন আর যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য কারও মকবূল বান্দা হওয়ার এবং পরিণাম শুভ হওয়ার প্রমাণ

(٨٣) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

৮৩. ওই সে পরবর্তীকালের নিবাস, যা আমি সেই সব লোককে দান করব, যারা কামনা করে না দেশে নিজ আধিপত্য ও অশান্তি বিস্তার। আর শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য।[১১৯]

নয়; বরং অনেক সময় এর পরিণাম ধ্বংস ও স্থায়ী দুর্ভোগ আকারে প্রকাশ পায়। সত্য বটে–

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ اَعْيَتْهُ مَذَاهِبُهُ + وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مَرْزُوْقًا

هٰذَا الَّذِىْ تَرَكَ الْاَوْهَامَ حَائِرَةً + وَصَيَّرَ الْعَالِمَ النِّحْرِيْرَ زِنْدِيْقًا

কত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান রুযী-রোজগারের পথে হয়ে পড়ে ব্যর্থ, পরাস্তু। আবার কত মূর্খ, নির্বোধকে দেখবে ধনৌশ্বর্যে রমরমা।

এটা এমনই এক বিষয় চিন্তা করে যার কুল-কিনারা পাওয়া যায় না; বরং এ ভাবনা বহু জ্ঞানী-পণ্ডিতকে শেষে নাস্তিকে পরিণত করেছে।

১১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে কারূনের মত বানান নি। অন্যথায় এই পরিণতি আমাদেরও হত। নিজেরা তো লোভের বশবর্তীতে বলেই বসেছিলাম يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنَ 'আহা! আমাদেরও যদি কারূনের মত ধন-দৌলত দেওয়া হত।' আল্লাহ্ ভাল করেছেন যে, তিনি আমাদের আশা পূরণ করেননি এবং সে লোভের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দেননি। বরং কারূনের পরিণতি চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে দিয়ে আমাদেরকে সজাগ করে তুলেছেন। এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে যে, কেবল অর্থ-সম্পদের উন্নতি দিয়ে প্রকৃত মুক্তি ও সাফল্য লাভ হতে পারে না। আরও বুঝে এসে গেছে যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে অবাধ্য অবিশ্বাসীদের নিস্তার নেই।

তাক্‌ওয়াই সাফল্যের চাবিকাঠি

১১৯. কারূনের ধন-সম্পত্তিকে নির্বোধেরা বলেছিল তার সৌভাগ্য। আসলে এটা কোন ভাগ্যের কথা নয়। সৌভাগ্য তো হচ্ছে আখিরাতের প্রাপ্তি। আর তা পাবে কেবল তারা, যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যে দুষ্কৃতি করে বেড়াতে, অশান্তি বিস্তার করতে চায় না এবং নিজেকে কি করে সবার উপরে স্থাপিত করা যায় সে ধান্ধায়ও থাকে না; বরং বিনয় ও নম্রতা এবং তাকওয়া-পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করে। নিজেকে উঁচু করার পরিবর্তে বরং তাদের চেষ্টা থাকে কি করে নিজেদের দীনকে সর্বোচ্চে স্থাপিত করা যায়, সত্যকে সু-প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তারা নিজেদের ইসলামী উম্মাহ্‌কে বিজয়ী ও উন্নত করে তোলার জন্যই সর্বশক্তি ব্যয় করে। তারা দুনিয়ার জন্য লালায়িত থাকে না, থাকে আখিরাতের

(৮৪) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○
(৮৫) اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ؕ قُلْ
رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৮৪. যে আসবে সৎকর্ম নিয়ে তার জন্যে রয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম ফল[১২০] এবং কেউ আসবে মন্দকর্ম নিয়ে তবে মন্দকর্মকারিগণ কেবল সেই শাস্তিই পাবে, যা তারা করত।[১২১]

৮৫. যিনি বিধান পাঠিয়েছেন তোমার প্রতি কুরআনের তিনি অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে আনবেন পূর্বস্থানে।[১২২] বল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে এনেছে সৎপথের নির্দেশনা আর কে পতিত আছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।[১২৩]

জন্য পাগল পারা। দুনিয়া নিজেই তাদের পদতলে গড়িয়ে পড়ে। এবার চিন্তা কর, দুনিয়া স্বয়ং যাদের কামনা করে তারা কি দুনিয়াকামীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় ? সাহাবায়ে কিরামকে দেখে নাও। তাঁরাই সবচেয়ে বেশী দুনিয়াত্যাগী ছিলেন, কিন্তু দুনিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত ছিলেন না। মোদ্দা কথা, মু'মিনের লক্ষ্যবস্তু হবে আখিরাত। দুনিয়ার কতটুকু অংশ এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হয় সেটুকুই বরকতময়, বাকি সব আবর্জনা।

১২০. অর্থাৎ যে ভাল কাজ এখানে করবে তারচেয়ে অনেক বেশী ভাল আচরণ সেখানে পাবে। একটি পুণ্যের বিনিময় যা হতে পারে তার চেয়ে অন্ততপক্ষে দশগুণ বেশী সওয়াব সেখানে দেওয়া হবে।

১২১. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, পুণ্যের বদলে প্রতিদানের ওয়াদা করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পূরণ হবে। মন্দ কাজের বদলে শাস্তির ওয়াদা করা হয়নি যে, তা অবশ্যই কার্যকর করা হবে। বরং তা ক্ষমা করে দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। হাঁ, এতটুকু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কৃতকর্মের তুলনায় বেশী শাস্তি দেওয়া হবে না।

শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যেই

১২২. পূর্বে বলা হয়েছিল– وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ 'পরিণাম ভাল হয় মুত্তাকীদের।' অর্থাৎ আখিরাতের মুক্তি, যেমন উপরে স্পষ্ট করা হয়েছে। এবার বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতেও চূড়ান্ত সাফল্য তাদেরই হয়। দেখ, আজ কাফিরদের যুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তোমাদেরকে মক্কা ত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যেই আল্লাহ্ তোমাকে নবী বানিয়েছেন এবং কুরআনের মত কিতাব দান করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে সফলতার সাথে সে স্থানেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

(٨٦) وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

৮৬. তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি অবতীর্ণ হবে কিতাব এ তো কেবল অনুগ্রহ তোমার প্রতিপালকের।[১২৪] সুতরাং তুমি হয়ো না কাফিরদের সাহায্যকারী।[১২৫]

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এ আয়াত হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এতদ্বারা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, দুঃখ করো না, পুনরায় মক্কায় ফিরে আসবে। সুতরাং তাই হল, কেবল ফিরেই আসলেন না, আসলেন বিজয়ী হয়ে।

কোন কোন তাফসীরকারক 'معاد' অর্থ করেছেন মৃত্যু। কেউ করেছেন আখিরাত, কেউ জান্নাত এবং কেউ শাম দেশ, যেখানে তিনি ইতোপূর্বে একবার শবে মি'রাজে তাশরীফ এনেছিলেন। হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র) এ সব মতের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তিনি বলেন,এ স্থলে 'معاد' দ্বারা বুঝানো হয়েছে পবিত্র মক্কাকে (যেমন বুখারী শরীফে আছে), তবে মক্কা বিজয় ছিল মৃত্যু সন্নিকট হওয়ার একটি আলামত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও উমর (রা) সূরা اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... -এর তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। আর মৃত্যুর পর হাশর, তারপর আখিরাত এবং আখিরাতের সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে জান্নাত। সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তোমাকে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে, বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন, তার কিছুকাল পর ওফাত হবে, তারপর শাম দেশে হাশর হবে (যখন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে) তারপর আখিরাতে অত্যন্ত শান-শওকতের সঙ্গে উপস্থিত হবে এবং সবশেষে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে স্থায়ীভাবে পৌঁছে যাবে।

১২৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার হিদায়াত এবং হঠকারী অবিশ্বাসীদের গোমরাহী সম্পর্কে ভাল করে অবগত। নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করেন। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, তিনি আমার চেষ্টা নিষ্ফল করবেন তা পথ ভ্রষ্টদেরকে অপদস্থ না করেই ছেড়ে দেবেন।

১২৪. অর্থাৎ তুমি আগে থেকে নবুওয়াতের প্রতীক্ষায় ছিলে না। এটা কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁর দান যে, তিনি তোমাকে নবুওয়াত ও ওহীর দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনিই আপন মেহেরবানী ও দয়ায় তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কৃতকার্য করবেন। সুতরাং সদা-সর্বদা তাঁরই সাহায্যের উপর ভরসা রাখবে।

১২৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়কে আপন মনে করো না। তারা তো তোমার সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে যে, তোমাকে এমনকি দেশ ত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করেছে। এখন যারা তোমার সাহায্য-সহযোগিতা করছে তারাই তোমার আপনজন।

(৮৭) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(৮৮) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۣ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৮৭. তারা যেন তোমাকে কিছুতেই বিরত না করতে পারে। আল্লাহ্‌র আয়াত থেকে তুমি ডাক তা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর তোমার প্রতিপালকের দিকে এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের।[১২৬]

৮৮. আর ডেকো না আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন হুকুমদাতাকে।[১২৭] তিনি ব্যতীত আর কারও ইবাদত নেই। সব কিছুই ধ্বংসশীল, কেবল তাঁর চেহারা ছাড়া।[১২৮] হুকুম কেবল তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।[১২৯]

---

১২৬. অর্থাৎ দীনের কাজে নিজ সম্প্রদায়ের কোন খাতির ও রিওয়ায়াত করো না। তাদেরকে গণারই কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি আত্মীয় হলেও। হ্যাঁ, তাদেরকে আপন প্রতিপালকের দিকে ডাকতে থাক এবং আল্লাহ্‌র আদেশের উপর অবিচলিত থাক।

১২৭. এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করা হলেও বুঝানো হচ্ছে অন্যদেরকে। উপরের আয়াত সম্পর্কেও কোন কোন তাফসীরকারক এরূপ লিখেছেন।

সৃষ্টিকুলের নশ্বরতা ও আল্লাহ্‌র অবিনশ্বরতা

১২৮. অর্থাৎ সত্তাগতভাবে সব কিছুই নাস্তি এবং সবারই জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তা যখনই হোক। ব্যতিক্রম শুধু আল্লাহ্‌র চেহারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তা কখনই নাস্তি ছিল না এবং তাঁর ধ্বংসও অসম্ভব। সত্য বটে— اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهِ بَاطِلُ শোন! আল্লাহ্‌ ছাড়া আর সবই মিথ্যা।

ইরশাদ হচ্ছে— كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা। যিনি মহিমময়, মহানুভব' (রাহমান ঃ ২৬, ২৭) কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, সকল কাজই মুছে যাবে, যাবে ধ্বংস হয়ে। বাকি থাকবে কেবল সেইগুলো যা কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।

১২৯. অর্থাৎ সকলকেই আল্লাহ্‌ তা'আলার আদালতে হাযির হতে হবে, যেখানে কেবল তারই হুকুম চলবে। বাহ্যিক ও দৃশ্যতও কারও হুকুম ও ক্ষমতা বাকি থাকবে না। হে আল্লাহ্‌! তখন এই গুনাহগার বান্দার প্রতি দয়া করো এবং নিজ ক্রোধ ও গযব হতে মুক্তি দিও।

আল্লাহ্‌রই সব প্রশংসা।

॥ সূরা কাসাস-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা আন্‌কাবূত

৬৯ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) الٓمّٓ ۚ

(٢) اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. মানুষ কি ধারণা করে যে, তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে কেবল এ কথা বলেই যে আমরা ঈমান এনেছি আর তাদেরকে যাচাই করা হবে না ?[১]

শ্রেণীভেদে মু'মিনদের পরীক্ষা অনিবার্য

১. অর্থাৎ মুখে ঈমানের দাবী করা সহজ ব্যাপার নয়। এ দাবী যে করবে তাকে পরীক্ষা ও বিপদ-আপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই সে কষ্টি, যা দ্বারা খাঁটি-ভেজাল যাচাই করা হয়। হাদীসে আছে, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীগণের। তারপর সালিহীন (পুণ্যবান)-দের। তারপর পর্যায়ক্রমে সেই সব লোকের যারা তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। পরীক্ষা হয় ব্যক্তির দীনী অবস্থা অনুযায়ী। যে ব্যক্তি দীনের উপর যত বেশী মযবূত ও পরিপক্ক হয় তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী কঠিন হয়।

(٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ
لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○
(٤) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

৩. আমি তো যাচাই করেছি তাদেরকে যারা ছিল তাদের পূর্বে।[২] অতএব আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকে।[৩]

৪. ঐ সব লোক কি ধারণা করে যারা মন্দ কাজ করে যে, তারা ছুটে চলে যাবে আমার কবল থেকে ? কতই না মন্দ সেই ফায়সালা যা তারা করে থাকে।[৪]

---

২. অর্থাৎ পূর্বেকার নবীগণের অনুসারীদেরকে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হত। বুখারী শরীফে আছে, সাহাবায়ে কিরাম একবার রাসূলে কারীম (সা)-এর কাছে ফরিয়াদ করলেন যে, হযরত! আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ করুন। এটা সেই সময়কার কথা, যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নিপীড়ন চালাচ্ছিল। তারা যুলুমের সকল মাত্রা পার হয়ে গিয়েছিল। জবাবে তিনি (সা) বললেন, তোমাদের আগে এক একজনকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত এবং তারপর মাথায় করাত চালিয়ে তাকে দু'ভাগ করে ফেলা হত। কারও শরীরে লোহার চিরুনী চালিয়ে হাড় থেকে গোশত ও চামড়া আলাদা করে ফেলা হত। তারপরও এ সব নিপীড়ন তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করে দেবেন ও দেখে নেবেন ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী প্রমাণিত হয় আর কে মিথ্যাবাদী। সে অনুসারেই প্রত্যেককে প্রতিফল দেবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ .... فَلَيَعْلَمَنَّ 'আল্লাহ্ জেনে নেবেন'–এর দ্বারা আল্লাহ্র জ্ঞান সম্বন্ধে যে অনিত্যতার ধারণা সৃষ্টি হয় তার অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রামাণ্য উত্তর হযরত শায়খুল হিন্দ (র)। দ্বিতীয় পারার প্রথম রুকূতে দিয়েছেন। দ্র আয়াত اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ .... 'আমি এখানে সেই সব ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে দিয়েছি যা তাফসীরকারকগণ লিখেছেন।

মু'মিনদের নিপীড়নকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, প্রথম দুই আয়াত ছিল সেই সব মু'মিনদের সম্পর্কে, যারা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছিল। আর আলোচ্য আয়াতের সম্পর্ক সেই সব কাফিরদের সঙ্গে যারা মু'মিনদেরকে নির্যাতন করছিল (মূযিহুল-কুরআন)। অর্থাৎ মু'মিনদের পরীক্ষা দেখে তারা যেন না ভাবে যে, আমরা মজা করে নির্যাতন চালিয়ে যাব এবং বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকব। আমার হাত থেকে তারা কোথায় পালাবে ? যে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে তার সামনে মুসলিমদের এ পরীক্ষার কষ্ট

(٥) مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝
(٦) وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৫. যে কেউ আশা রাখে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের (সে জেনে রাখুক যে,) আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত ব্যাপার অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।[৫]
৬. যে কেউ সাধনা করে, সে তো তা করে নিজেরই জন্য। আল্লাহ্‌র তো পরওয়া নেই বিশ্ববাসীদের।[৬]
৭. আর যারা এনেছে ঈমান ও করেছে সৎকর্ম আমি তাদের মন্দকর্মগুলি নামিয়ে ফেলব তাদের উপর থেকে এবং তাদেরকে দান করব উত্তম ফল তাদের কৃতকর্মের।[৭]

নিতান্তই তুচ্ছ। এখনকার সাময়িক অবকাশ দৃষ্টে যদি তারা মনে করে বসে যে, আমরা হামেশাই নিরাপদ থাকব এবং শাস্তি দানের সময় আল্লাহ্‌র ধরা ছোঁয়ার কাছে যাব না, তবে সত্য কথা হচ্ছে যে, এটা তাদের প্রতি মন্দ ফায়সালা। এরূপ নির্বোধসুলভ সিদ্ধান্ত তাদের জন্যে অনিবার্য বিপদকে প্রতিহত করতে পারবে না।

আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের ঈমানী বাসনা

৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই আশায় বিপদাপদ বরণ করে নিচ্ছে যে, একদিন আমাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হতে হবে। যেখানে প্রতিটি বিষয়ের হিসাব-নিকাশ হবে। কৈফিয়ত দিতে হবে। কৃতকার্য না হতে পারলে এখানকার কষ্ট-ক্লেশের চেয়ে কত বেশী কষ্ট সেখানে ভোগ করতে হবে। আর কৃতকার্য হতে পারলে এ সব কষ্টের কথা কিছুই মনে থাকবে না। কারণ, সেখানে আল্লাহ্‌র দীদার ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হবে। তো এরূপ ব্যক্তি যেন মনে রাখে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত ব্যাপার অবশ্যই আসবে। কোন শক্তি তা প্রতিহত করতে পারবে না। তার উচ্চাশা অবশ্যই পূরণ হবে। তার চোখ অবশ্যই জুড়ানো হবে। আল্লাহ্ সকলের কথা শোনেন ও জানেন। কারও সাধনা বিফল যাবে না।

কর্ম যার যার, আল্লাহ্ বেনিয়ায

৬. অর্থাৎ কারও ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা আল্লাহ্‌র কী লাভ এবং কেউ পাপাচার করলেই বা তার কী ক্ষতি? তিনি তো সম্পূর্ণরূপে অনপেক্ষাও বেনিয়ায। হাঁ, বান্দা তার প্রতিপালকের ইবাদত-আনুগত্যে যে পরিমাণ মেহনত করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে অনুযায়ী ফল পাবে। কাজেই সাধনাকারী যেন কখনও তার মনে এ ধারণার ঠাঁই না দেয় যে, আমরা আল্লাহ্‌র পথে মেহনত করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করছি (নাঊযুবিল্লাহ্)। বরং এটা তার দয়া যে, খোদ তোমাদেরই স্বার্থে তিনি ইবাদত বন্দেগী ও সাধনা মুজাহাদার তাওফীক তোমাদেরকে দিয়েছেন।

(৮) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৮. আমি মানুষকে জোর নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।৮ তারা যদি তোমাকে জবরদস্তি করে যাতে তুমি আমার শরীক কর, যে সম্বন্ধে নেই তোমার কোন খবর, তবে কথা মানবে না তাদের।৯ আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে।১০

من نکردم خلق تا سودے کنم - بلکه تا بر بندگاں جودے کنم

'নিজের কিছু লাভের জন্য সৃজিনি এময়াল সংসার
বরং সৃজেছি বান্দায় বিতরিতে বাৎসল্য আমার।'

৭. অর্থাৎ বিশ্বজগত হতে বেনিয়ায ও মুখাপেক্ষীহীন হওয়া সত্ত্বেও আপন দয়া ও অনুগ্রহে তোমাদের পরিশ্রমের মূল্য দান করেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ ঈমানের বরকতে পুণ্য লাভ হবে এবং গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে (মূযিহুল-কুরআন)।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার কিন্তু শিরকের ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা চলবে না

৮. অর্থাৎ সমগ্র জগতে এমন কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই, যা আল্লাহ্‌র শরীক হতে পারে। এমতাবস্থায় তার খবর কে কোত্থেকে লাভ করবে ? যারা শরীক সাব্যস্ত করে তারা নিছক মূর্খতাপ্রসূত কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন কল্পনার অনুসরণ করে। বাস্তবতার কোন জ্ঞান তাদের আদৌ নেই।

৯. দুনিয়ায় পিতা-মাতার চেয়ে বেশী হক আর কারও নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র হক তাদেরও উপরে। সুতরাং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও তাদের খাতিরে দীন ত্যাগ করা যাবে না–(মূযিহুল-কুরআন)।

হাদীসে আছে, হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর মা মুশরিক ছিল। পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে শুনে অঙ্গীকার করল যাবত না সা'দ ইসলাম ত্যাগ করবে তাবত সে দানাপানি কিছু স্পর্শ করবে না এবং ছাদের নীচে ঘুম যাবে না।

যেই কথা সেই কাজ। পানাহার করা ছেড়ে দিল। এক পর্যায়ে তার অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল। জোর করে তাকে হাঁ করিয়ে মুখে খাদ্য পুরে দেওয়া হত। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। যেন জানিয়ে দেওয়া হল, সত্যবিরোধী

(٩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ ○

(١٠) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ۭ وَلَىِٕنْ جَاۗءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۭ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○

৯. যারা এনেছে ঈমান ও করেছে সৎকর্ম আমি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করব সৎকর্মশীলদের।[১১]

১০. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি। তারপর যখন কষ্ট-ক্লেশে পতিত হয় আল্লাহ্‌র পথে তখন মানুষের উৎপীড়নকে সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌র আযাবের সমতুল্য।[১২] আর যদি সাহায্য এসে পৌছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তখন বলে, আমরা তো রয়েছি তোমাদেরই সঙ্গে।[১৩] আল্লাহ্ কি সম্যক অবগত নন সে সম্বন্ধে যা আছে বিশ্ববাসীর অন্তরে ?[১৪]

কাজে পিতা-মাতার জোর-জবরদস্তিও এক ধরনের পরীক্ষা। কোন অবস্থাতেই মু'মিনের কদম যাতে অবিচলতা না হারায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

১০. অর্থাৎ সকলকেই আল্লাহ্‌র আদালতে হাযির হতে হবে। তখন জানিয়ে দেওয়া হবে পিতা-মাতা ও সন্তান—এ দু'য়ের মধ্যে কে ন্যায়ের উপর ছিল এবং কে অন্যায়ের উপর।

১১. অর্থাৎ এরূপ জবরদস্তি ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ঈমান ও পুণ্যের পথে অবিচলিত থাকে আল্লাহ্ তা'আলা হাশরের ময়দানে তাকে তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে স্থান দেবেন.।

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, অন্যায় কথায়. সন্তান যদি পিতা-মাতার কথা না শোনে এবং পিতা-মাতা অন্যায় জেদের উপরই বসে থাকে, তবে সন্তানের হাশর হবে সালিহীনের কাতারে। সে পিতা-মাতার কাতারে নয়। যদিও স্বভাবগত ও বংশগতভাবে পিতা-মাতার সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা বেশী ছিল। এর দ্বারা বুঝা গেল, হাদীসে যে বলা হয়েছে— المرأ مع من احب 'যে যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে তার হাশর হবে।' এর দ্বারা দীনী ভালবাসা বুঝানো উদ্দেশ্য, সহজাত ভালবাসা নয়।

বিপদাপদে দুর্বল ঈমানদারদের অবস্থা

১২. এটা সেই সব লোকের কথা যারা মুখে নিজেদেরকে মু'মিন বলত, কিন্তু অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও পরিপক্ক ছিল না। আল্লাহ্‌র পথে যখনই তারা কোন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয় কিংবা দীনের কারণে মানুষ তাদেরকে উৎপীড়ন করে তখন তারা সে পরীক্ষাকে আল্লাহ্‌র আযাব মনে করতে থাকে। মানুষ যেমন আল্লাহ্‌র আযাব দেখে

(১১) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

(১২) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَیْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

১১. আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন সেই সব লোককে যারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন ধোঁকাবাজদের।[১৫]

১২. বলতে লাগল অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে অনুসরণ কর তোমরা আমাদের পথ এবং আমরা বহন করে নেব তোমাদের গুনাহ্।[১৬] বস্তুত তারা কিছুমাত্র বহন করবে না তাদের গুনাহ্। নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

ঘাবড়িয়ে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় এবং নিজের পূর্বেকার দাবী প্রত্যাহার করে নেয় আর নিরুপায় হয়ে স্বীকার করতে থাকে যে, আমি ভুলের উপর ছিলাম, ঠিক এরূপ অবস্থা দুর্বল ঈমানদারদের। দীনের কারণে কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হলে তারা ঘাবড়িয়ে যায় এবং ঈমানের দাবী প্রত্যাহার করে নিয়ে মুখে যেন বলতে শুরু করে বা কাজ দিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে, আমার আগের দাবী ভুল ছিল কিংবা এরূপ দাবী আমি আদৌ করিই নি।

১৩. অর্থাৎ মুসলিমদের কোন সাফল্য বা উন্নতি দেখলে তখন বলতে শুরু করে দেয়, আমরা তো তোমাদের সঙ্গে ছিলাম এবং এখনও আমরা তোমাদের ইসলামী ভাই। বিশেষত মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলে কিংবা মনে কর কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করে বন্দী হয়ে আসলে তখন তো মুনাফিকী ও কপটতার কোন সীমা থাকে না।

১৪. অর্থাৎ ওরা মুসলিমদের কী রকম সঙ্গে তা আল্লাহ্ জানেন। মুখের দাবী দিয়ে কি আল্লাহ্র কাছে মনের অবস্থা গোপন রাখতে পারবে?

১৫. অর্থাৎ তাঁর তো আগে থেকেই সব কিছু জানা, কিন্তু এখন তোমাদের কার্যাবলী দ্বারা দেখে নেবেন যে, কে নিজেকে সাচ্চা মু'মিন প্রমাণ করে আর কে মিথ্যুক, প্রতারক ও মুনাফিক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এরূপ ক্ষেত্রে لَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ এর অর্থ لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ (আল্লাহ্ দেখিয়ে বা প্রকাশ করে দেবেন) করার প্রমাণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে পাওয়া যায়, যেমন তাফসীরে ইব্ন কাছীরে বর্ণিত হয়েছে।

পরকালে কেউ কারো পাপের দায়িত্ব নেবে না

১৬. মুসলিমদের কর্তব্য ঈমানে অবিচলিত থাকা। কারও নির্যাতন নিপীড়ন যেন তাকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে না পারে কিংবা কাফিরদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা সুলভ কথাও যেন তাকে প্রভাবিত করতে না পারে। কাফিররা বলত, তোমরা ইসলাম

(١٣) وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

১৩. অবশ্যই তারা বহন করবে নিজেদের ভার এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও অনেক ভার।[১৭] এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে তারা যে সব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামতের দিন।[১৮]

ত্যাগ করে স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে মিলে যাও এবং আমাদের পথ অনুসরণ কর। তাহলে সব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। অহেতুক কেন মুসীবত কাঁধে নিচ্ছ। যদি এটা করলে পাপ হবে বলে মনে কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে ধরা পড়ার আশংকা কর, তবে আল্লাহ্‌র কাছেও আমাদের নাম বলে দিও যে, তারাই আমাদেরকে এরূপ করার পরামর্শ দিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতি দাঁড়ালে আমরা তোমাদের সব দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেব এবং তোমাদের পাপের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নেব। যেমন কবি বলেন, تو مشق ناز کر خونِ دو عالم میری گردن پر

ফুর্তি কর, মজা উড়াও, যা-কিছু হয় আমার মাথায়।

১৭. অর্থাৎ তারা মিথ্যুক। তোমাদের বোঝা রত্তি পরিমাণও লাঘব করতে পারবে না। হাঁ, নিজেদের বোঝা ভারী করছে বৈকি! এক তো ছিল তাদের নিজেদের পাপের বোঝা। এখন অন্যকে প্ররোচনা দান ও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যে বাড়তি পাপ করছে তা তাদের সে বোঝাকে আরও ভারী করে তুলছে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, কেউ যদি বন্ধুত্ব ও সঙ্গ দান করে অন্যের গুনাহ নিজের মাথায় নিতে চায় তবে তা কখনই সম্ভব নয়, হ্যাঁ যাকে বিভ্রান্ত করেছে সে যে গুনাহ তার বিভ্রান্তকরণের কারণে করবে সে গুনাহের বোঝা যেমন গুনাহকারীর মাথায় পড়বে, তেমনি সমপরিমাণ বোঝা বিভ্রান্তকারীকেও বহন করতে হবে (মূযিহ্)। হাদীসে আছে, দুনিয়ার কেউ যদি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তবে তার সমপরিমাণ গুনাহ আদম (আ)-এর প্রথম পুত্র কাবীলের উপরও বর্তায়। যেহেতু এ দুষ্কৃতি পথ সেই প্রথম উদ্ভাবন করেছিল।

১৮. অর্থাৎ তারা যে মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে অর্থাৎ তাদের এই উক্তি যে, তোমাদের পাপ আমরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিব। এটাই তো এক স্বতন্ত্র পাপ, যে কারণে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে। সামনে কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করে বুঝানো হচ্ছে যে, সত্যবাদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীরা চিরদিনই এমন দুষ্কৃতি ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে। সত্যবাদীদেরকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বিপদাপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই কৃতকার্য হয়েছে। পরিণাম তাদেরই ভাল হয়েছে। অবিশ্বাসী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক সর্বদা ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়েছে। সে দুর্ভাগাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল মাকড়সার জালের মতই দুর্বল প্রমাণিত হয়েছে।

(١٤) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(١٥) فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১৪. আমি পাঠিয়েছিলাম নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে অবস্থান করেছিল তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর।[১৯] তারপর তাদেরকে গ্রাস করে প্লাবন কারণ তারা ছিল অপরাধী।[২০]
১৫. তারপর আমি রক্ষা করলাম তাকে এবং জাহাজের যাত্রীদেরকে[২১] এবং সে জাহাজকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীর জন্যে।[২২]

হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

১৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংস্কার ও সংশোধনের প্রচেষ্টার লিপ্ত থাকেন। তারপর মহা প্লাবন হয়। প্লাবনের পর ষাট বছর জীবিত থাকেন। এভাবে সর্বমোট বয়স দাঁড়ায় এক হাজার পঞ্চাশ বছর।

২০. অর্থাৎ যখন তারা পাপাচার ও অন্যায়-অনাচার হতে বিরত হল না, তখন মহা-প্লাবন সবাইকে গ্রাস করল। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে গেল।

২১. অর্থাৎ যে সব লোক ও পশু-পক্ষী জাহাজে চড়েছিল নূহ (আ)-সহ তাদেরকে আমি রক্ষা করি। সূরা হূদে এ ঘটনা বিস্তারিত চলে গেছে।

২২. কথিত আছে, হযরত নূহ (আ)-এর জাহাজখানি দীর্ঘকাল পর্যন্ত জুদী পাহাড়ে স্থাপিত ছিল, যাতে দর্শকগণ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এখনও যেসব জাহাজ ও নৌকা দুনিয়ায় আমরা দেখতে পাই। তাও এক নিদর্শন বৈ কি যা আমাদেরকে হযরত নূহ (আ)-এর জাহাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আল্লাহ্‌র কুদরতের নমুনা আমাদের স্মৃতি-পটে ভেসে ওঠে। কিংবা এ অর্থও হতে পারে যে, নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাকে আমি সর্বকালের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এ সূরা যখন নাযিল হয়, তখন হযরত (সা)-এর বহু সাহাবী কাফিরদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে জাহাজে চড়ে আবিসিনিয়া চলে গিয়েছিলেন। হযরত (সা) যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন সেই জাহাজযাত্রী সাহাবীগণও নিরাপদে সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন (মূযিহ্)। যেন এ ভাবে নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হলো।

(١٦) وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(١٧) اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(١٨) وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ؕ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৬. স্মরণ কর ইবরাহীমের কথা, যখন সে বলল তার সম্প্রদায়কে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র এবং ভয় করে চল তাঁকে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জ্ঞানী হও।

১৭. তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করছ কেবল মূর্তির এবং উদ্ভাবন করছ মিথ্যা।[২৩] নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের পূজা করছ তারা মালিক নয় তোমাদের জীবনোপকরণের। সুতরাং তোমরা সন্ধান কর রিযিক আল্লাহ্‌র কাছে এবং ইবাদত কর তাঁরইও হক স্বীকার কর তাঁর। তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।[২৪]

১৮. তোমরা যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন কর, তো মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোও, রাসূলের দায়িত্ব তো কেবল প্রচার করে দেওয়া সুস্পষ্টরূপে।[২৫]

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

২৩. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা মিথ্যা আকীদা-বিশ্বাস উদ্ভাবন করছ এবং যতসব অলীক ও ভিত্তিহীন কল্পনা-কুসংস্কারের পেছনে ছুটে চলছ। এই যে দেখ তোমরা নিজ হাতে প্রতিমা বানিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছ এবং তাকে আবার মিছামিছি মা'বূদও বলছ।

২৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অধিকাংশ মানুষই রুজি-রিযিকের পেছনে ঈমান নষ্ট করে। তাই বলা হচ্ছে যে, জেনে রাখ, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রিযিক দেয় না। তিনিই দেন এবং নিজ ইচ্ছা মাফিক দেন। সুতরাং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং তাঁরই বন্দেগী কর। তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন কী করে তাঁর সামনে মুখ দেখাবে ?

২৫. অর্থাৎ তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে ও প্রত্যাখ্যান করলে তাতে আমার কিছু ক্ষতি হবে না। আমি সুস্পষ্টরূপে প্রচারকার্য চালিয়ে এবং উপদেশ দান করে

(১৯) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

(২০) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২১) يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

১৯. তারা কি দেখে না, কিভাবে সূচনা করেন আল্লাহ্ সৃষ্টির ? তারপর তিনি পুনরাবৃত্তি করবেন।[২৬] এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ।[২৭]

২০. বল, তোমরা ভ্রমণ কর যমীনে এবং দেখ তিনি কিভাবে সূচনা করেছেন সৃষ্টির? তারপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু পারেন।

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন যার প্রতি ইচ্ছা[২৯] এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করে ফেলেছি। কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ তা বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন না মানলে ক্ষতি তোমাদেরই হবে, যেমন ক্ষতির শিকার তোমাদের পূর্বে আদ ও ছামূদ জাতি হয়েছিল।

২৬. অর্থাৎ খোদ নিজেদের সত্তা নিয়ে চিন্তা করে দেখ। প্রথমে তোমরা কিছুই ছিলে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এভাবেই মৃত্যুর পর তোমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, শুরুটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এর উপর ভিত্তি করে পুনরুজ্জীবিতকরণকেও বুঝে নাও।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে তো কোন জিনিসই কঠিন নয়। অবশ্য তোমাদের বুঝবার বিষয় যে, যিনি প্রথমে একটা জিনিসকে কোন পূর্ব নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করলেন, তার জন্য কি নমুনা উপস্থিত হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্টি করাটা সহজতর নয় ?

২৮. অর্থাৎ নিজেদের সত্তা ছাড়াও অপরাপর জিনিসের মধ্যেও একটু চিন্তা করে দেখ তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ? এমনিভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ আল্লাহ্ তা'আলা কত রকমের বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই আখিরাতের জীবনকে উপলব্ধি করে নাও। তা আল্লাহ্র শক্তি তো আর সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়নি।

২৯. অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি করে আপন হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা আপন করুণা ও রহমত বর্ষণ করবেন।

(٢٢) وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۫ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ
اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۝

(٢٣) وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖۤ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوۡا مِنۡ رَّحۡمَتِىۡ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ۝

(٢٤) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ قَالُوا اقۡتُلُوۡهُ اَوۡ حَرِّقُوۡهُ فَاَنۡجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ
النَّارِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يُّؤۡمِنُوۡنَ ۝

২২. তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতেও এবং আকাশেও। এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ্ ছাড়া এবং সাহায্যকারীও নেই।[৩০]

২৩. যারা অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র আয়াত ও তার সাক্ষাতকারকে তারাই নিরাশ হয় আমার অনুগ্রহ হতে।[৩১] আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২৪. তারপর কিছুই জবাব ছিল না তার সম্প্রদায়ের, তবে তারা কেবল বলেছিল, তাকে হত্যা কর অথবা তাকে আগুনে পোড়াও।[৩২] অনন্তর আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন আগুন থেকে।[৩৩] নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।[৩৪]

---

৩০. অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দিতে চান সে না ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে শাস্তি হতে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না আকাশে উঠে। কোনও উচ্চস্থান কিংবা নিম্নস্থান আল্লাহ্‌র অপরাধীকে আশ্রয় দিতে পারে না। এমন কোনও শক্তি নেই যে, তার সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

৩১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করে এবং তার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটার আশা রাখে না (যেহেতু তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাসই করে না) তারা কী করে আল্লাহ্‌র রহমতের আশাবাদী হতে পারে? সুতরাং তারা আখিরাতেও বঞ্চিত ও হতাশই থাকবে। এটা যেন مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ (যে-কেউ আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে মনে রাখুক আল্লাহ্‌র ওয়াদা সমাসন্ন)–এর বিপরীত ঘোষণা।

ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে সম্প্রদায় কর্তৃক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ও আল্লাহ্‌র সাহায্য

৩২. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা ও দলীল-প্রমাণ শুনে তাঁর সম্প্রদায়ের লোক যখন নিরুত্তর হয়ে গেল তখন তারা শক্তি প্রয়োগের পর্যায়ে নেমে

(২৫) وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝ۙ

২৫. সে (ইবরাহীম) বলল,[৩৫] তোমরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে পরস্পরে বন্ধুত্বের খাতিরে পার্থিব জীবনে।[৩৬] এরপর কিয়ামতের দিন তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে একে অপরকে এবং লা'নত করবে একে অপরকে।[৩৭] তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন আর তোমাদের নেই কোন সাহায্যকারী।[৩৮]

আসল। তারা নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করল যে, হয় তাকে হত্যা করে তার কিস্‌সাই একদম খতম করে দাও। অথবা তাকে আগুনে নিক্ষেপ কর। হয়ত দহনের কষ্টে নিরুপায় হয়ে নিজ মত পরিবর্তন করবে, তখন তাকে আগুন থেকে তুলে নেব। অন্যথায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

৩৩. তারা পরামর্শ করে ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আগুনকে ফুল-বাগিচায় পরিণত করে দিলেন। সূরা আম্বিয়ায় এ ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৩৪. এ ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিয়ে দিলেন তিনি তাঁর খাঁটি বান্দাদেরকে কিভাবে রক্ষা করেন এবং সত্যবিরোধীদের কেমন ব্যর্থকাম ও বিপর্যস্ত করেন। এর দ্বারা আরও জানা গেল, প্রতিটি বস্তুর ক্রিয়া আল্লাহ্র হুকুমেই নিষ্পন্ন হয়। তার হুকুম না হলে আগুন পর্যন্ত জ্বালাবার ক্ষমতা রাখে না।

৩৫. অর্থাৎ আগুন হতে বের হয়ে ইব্‌রাহীম (আ) পুনরায় উপদেশ দানে রত হলেন।

মূর্তিপূজার গোড়ার কথা

৩৬. অর্থাৎ এমন কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছে কি, যে মূর্তি পূজাকে বৈধ মনে করতে পারে ? খোদ মূর্তি পূজারীও মনে মনে উপলব্ধি করে যে, এটা একটা অসার অর্থহীন কাজ, কিন্তু জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ওজুহাতে একটা ধর্ম উদ্‌ভাবন করে নেয়, যাতে জাতির সমস্ত মানুষ তার নাগপাশে আবদ্ধ হয় এবং পরস্পরে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে, যেমন বর্তমানে আমরা ইউরোপের খৃষ্টানদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। অথবা এর অর্থ এই যে, মূর্তি পূজার প্রচার ও প্রচলন এ কারণে হয়নি যে, তা একটা যুক্তিযুক্ত বিষয়; বরং এর প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ, জাতীয় অহমিকাবোধ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতির চাপ। কিংবা বুঝানো হচ্ছে যে, মূর্তি পূজার মূল উৎস ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি। সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু

(٢٦) فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

২৬. তারপর তা মেনে নেয় লূত। আর সে বলল, আমি তো দেশ ত্যাগ করছি আমার প্রতিপালকের দিকে। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৩৯]

সৎ ও পুণ্যবান লোক ছিল। সবাই তাদেরকে ভালবাসত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তাদের যখন ইন্তিকাল হয়ে গেল তখন ভক্তির আতিশয্যে অনুরক্তের দল তাদের চিত্র নির্মাণ করে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করল। পরে সে চিত্রগুলোকে ফুল-চন্দন দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করল এবং দেখতে দেখতে এক সময় সে শ্রদ্ধাই পূজার রূপ নিল।

আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ উপরিউক্ত সম্ভাবনাসমূহ বর্ণনা করেছেন। এমনও হতে পারে যে, مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ দ্বারা প্রতিমার প্রতি পূজারীদের ভক্তি-ভালবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ....

'কিছু লোকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে' (সূরা বাকারা– ঃ ১৬৫)।

৩৭. অর্থাৎ এ সব ভালবাসা ও বন্ধুত্ব তো দু'দিনের। কিয়ামতের দিন একে অপরের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং একে অপরকে লা'নত করবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ উপাস্যরূপে যে শয়তানকে গ্রহণ করেছিলে সেই আল্লাহ্র সম্মুখে নিজের সাফাই দিতে গিয়ে বলবে যে, আমি আমার পূজা করতে তাদেরকে বলিনি। তখন পূজারীরা তাকে লা'নত করবে যে, আমাদের নজরানা-নৈবেদ্য খেয়ে এখন সময় মত কেটে পড়ছ ? (মূযিহ্)।

৩৮. অর্থাৎ তোমাদের এমন কোন সাহায্যকারী নেই, যে জাহান্নামের আগুন থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে, যেমন আমার প্রতিপালক তোমাদের অগ্নিকুণ্ড হতে আমাকে রক্ষা করেছেন।

হযরত লূত (আ) কর্তৃক ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও হিজরত

৩৯. হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাতিজা। সম্প্রদায়ের কোন পুরুষ লোক ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি। কেবল লূত (আ)-ই ব্যতিক্রম। তিনি দাওয়াত পাওয়ার পর এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনলেন। উভয়ের দেশ ছিল ইরাকের বাবেল নগরে। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দেশ ত্যাগ করে বের হয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তা'আলা শাম দেশে পৌঁছিয়ে দিলেন ও সেখানে পুনর্বাসিত করলেন।

(২৭) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(২৮) وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ؗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

২৭. আর আমি তাকে (ইবরহীমকে) দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব আর তার বংশধরদের[৪০] মধ্যে রেখে দিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে তার পুরস্কার দিয়েছিলাম দুনিয়ায়।[৪১] আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই হবে সৎকর্মশীলদের অন্যতম।[৪২]

২৮. আর আমি প্রেরণ করি লূতকে। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হচ্ছ, যা তোমাদের পূর্বে কেউ করেনি গোটা বিশ্বে।[৪৩]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ এবং বলল, আমি দেশ ত্যাগ করছি...'--এটা ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি হতে পারে, আবার লূত (আ)-এরও উক্তি হতে পারে। উভয় সম্ভাবনাই আছে।

৪০. অর্থাৎ পুত্র হিসেবে ইসহাককে এবং পৌত্র হিসেবে ইয়াকূবকে দান করলাম। তাঁদের বংশধরগণকেই বনী ইসরাঈল বলে।

৪১. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পর তার আওলাদ ছাড়া অন্য কাউকে আসমানী কিতাব ও নবুওয়াত দেওয়া হবে না। সুতরাং তাঁর পরে দুনিয়ায় যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে সকলেই ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদ। এ কারণেই তাঁকে ابو الانبياء অর্থাৎ 'নবীকুলের পিতা' বলা হয়।

৪২. অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ধন-জন, ইয্যত-সম্মান এবং অক্ষয় সুখ্যাতি দান করলেন। স্থায়ীভাবে তাঁর আওলাদকে দান করলেন শাম দেশ। (মূযিহুল-কুরআন)। সর্বোপরি আখিরাতে তাঁকে শীর্ষস্থানীয় পুণ্যবানদের জামাআত তথা নবী-রাসূলগণের দলে শামিল রাখলেন।

সম্প্রদায়ের অশ্লীলতা ও লূত (আ)-এর উপদেশ ও সম্প্রদায়ের জবাব

৪৩. অর্থাৎ এরূপ জঘন্য কর্ম তোমাদের পূর্বে কেউ করেনি। এটাই প্রমাণ করে যে মানব-প্রকৃতি এ কাজকে ঘৃণা করে। আশ্চর্য, এরূপ শরীআত ও প্রকৃতি বিরোধী কাজের সূত্রপাত তোমরাই করলে।

(২৯) اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

২৯. তোমরা কি উপগত হচ্ছ পুরুষে ও পথরোধ করছ ?[৪৪] এবং তোমরা নিজেদের মজলিসে অসৎকাজ করছ ?[৪৫] তাতে তার সম্প্রদায়ের কোন উত্তর ছিল না, তবে কেবল এটাই বলল যে, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি হয়ে থাক সত্যবাদী।[৪৬]

---

৪৪. পথরোধ করা দ্বারা দস্যুতা রাহাজানি বুঝানো হয়েছে, যার অভ্যাস তাদের থেকে থাকবে অথবা বুঝানো হচ্ছে যে, সেই কদর্য কর্ম (সমকামিতা) দ্বারা তারা পথিকদের পথরোধ করত। ভয়ে কেউ সহজে সে পথ দিয়ে যেত না। এমনও হতে পারে যে, تَقْطَعُوْا السَّبِيْلَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তোমরা স্বভাবগত পথ পরিহার করে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের পথ রুদ্ধ করছ।

৪৫. সম্ভবত এই কু-কর্মই তারা মানুষের সামনে প্রকাশ্যে করত। এতে কোনরূপ লজ্জা তাদের হত না। অথবা অন্য কোন ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও গর্হিত কাজ তারা লোক সম্মুখে করত।

৪৬. তারা বলল, তুমি যদি সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাক এবং তোমার এ কথাও সত্য হয়ে থাকে যে, আমাদের এ কাজ গর্হিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে আর দেরী কেন ? সে শাস্তি নিয়ে এসো। অন্যত্র আছে,

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ -

'উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, এদেরকে তোমাদের জনপদ হতে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা পাক-সাফ থাকতে চায়'। (আ'রাফ– ৭ ঃ ৮২)। সম্ভবত সম্প্রদায়ের কতিপয়ে ঐ উত্তর দিয়েছিল এবং কতিপয়ে এই উত্তর। অথবা এক সময়ে এক কথা এবং অন্য সময়ে অন্য কথা বলেছিল। যেমন প্রথমে আযাবের কথা শুনে পরিহাস করেছিল এবং পরিশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাঁকে তাদের জনপদ থেকে বের করে দেব। যা হোক প্রমাণিত হচ্ছে যে, তারা যে সে ঘৃণ্য কর্মের সূচনাকারী তাই নয়, বরং তা চালু রাখার পক্ষেও তাদের এতই জেদ ছিল যে, উপদেশদাতা নবীকে পর্যন্ত দেশ থেকে বের করে দিতে উদ্যত হয়ে গিয়েছিল। তাদের স্বভাব-প্রভৃতির ঘটেছিল চরম বিকৃতি, যে কারণে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না। আযাবের

(٣٠) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

(٣١) وَلَمَّا جَاۤءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ

هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

৩০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার সাহায্য কর এই দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে।[৪৭]

৩১. যখন আসল আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে, তারা বলল, আমরা ধ্বংসকারী এই জনপদবাসীদের নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা হয়ে চলেছে অপরাধী।[৪৮]

সতর্কবাণী শুনালে তা নিয়ে তামাশা করত। নবীর মুকাবিলায় ছিল এক পায়ে খাড়া। অপরাধের এ মাত্রাই তো তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট ছিল। তদুপরি যদি হয় তাওহীদে অবিশ্বাসী, তবে তো করলার উপর নিমপাতা। প্রতীয়মান হয় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ হতে তাওহীদের দাওয়াত তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রচার লাভ করেছিল। এ কারণেই লূত (আ)-কে বিশেষভাবে উপরিউক্ত কদর্য কর্মের বিরুদ্ধে কাজ করতে আদেশ করা হয়েছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, তিনি তাওহীদ ইত্যাদি মূল আকীদা-বিশ্বাসও প্রচার করেছিলেন। যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

কওমের বিরুদ্ধে লূত (আ)-এর দু'আ

৪৭. তিনি তাদের বিরুদ্ধে এ দু'আ করেন তাদের সংশোধন সম্পর্কে হতাশ হয়ে। সম্ভবত তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহও ভাল হওয়ার নয়। তারাও এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যেমন নূহ (আ) দু'আ করেছিলেন, اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا 'তুমি যদি তাদেরকে অব্যাহতি দাও তবে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির' (সূরা নূহ– ৭১ ঃ২৭) 'নিশাপুরী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এরূপ বলেছেন।

শাস্তিদানের জন্য ফেরেশতাদের আগমন এবং প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ

৪৮. লূত (আ)-এর বদ-দু'আয় সে জনপদকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হল। ফেরেশতাগণ প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হল। বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সুসংবাদ দিল তাঁর পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। তারপর তাকে সংবাদ দিল যে, আমরা সাদূম জনপদটিকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। কেননা,

(৩২) قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ٚ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَ
اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ٞ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○
(৩৩) وَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِیْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْا لَا
تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ٙ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ○

৩২. সে বলল, সেখানে তো লূতও আছে। তারা বলল, আমরা সম্যক অবগত আছি সেখানে কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নিষ্কৃতি দেব[৪৯] তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে থাকবে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে।[৫০]
৩৩. আমার প্রেরিতগণ যখন পৌঁছল লূতের কাছে তখন তাদেরকে দেখে সে বিব্রতবোধ করল এবং সে সংকুচিত হয়ে পড়ল মনে মনে।[৫১] তারা বলল, তুমি ভয় করো না ও দুঃখ করো না। আমরা তোমাকে নিষ্কৃতি দেব এবং তোমার পরিবারবর্গকেও, তবে তোমার স্ত্রীকে নয়। সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সেখানকার অধিবাসীরা কোন অবস্থাতেই তাদের কদর্য কার্যকলাপ থেকে বিরত হচ্ছে না। এ সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আ'রাফ, হূদ, হিজ্‌র ইত্যাদিতে চলে গেছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সম্ভবত ধ্বংস সাধনের সংবাদ-এর সঙ্গে সন্তান জন্মের সুখবর দেওয়ার তাৎপর্য এই ছিল যে, আল্লাহ্‌র কোন ভূ-খণ্ডকে যদি কোন সম্প্রদায় হতে শূন্য ও মুক্ত করে ফেলা হয়, তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরিবর্তে সেখানে এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জাতি অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ভিত রচনা করতে যাচ্ছেন। নিশাপুরী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৪৯. অর্থাৎ লূতের উপস্থিতিতেই কি সে জনপদকে ধ্বংস করা হবে ? না কি দণ্ডাদেশ কার্যকর করার আগে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে ? সম্ভবত ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে বাৎসল্য-প্রসূত এই চিন্তা জেগে উঠেছিল যে, লূতের চোখের সামনে যদি সে মুসীবত অবতীর্ণ হয়, তবে অসম্ভব নয় মুসীবতের ভয়াল দৃশ্য দেখে তার অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হবে। ফেরেশতাগণ তাদের কথার মধ্যে কোন ব্যতিক্রমের উল্লেখ করেননি। এ কারণে ইবরাহীম (আ)-এর মনে এ আশঙ্কাই জেগে থাকবে যে, লূতের উপস্থিতিতেই শাস্তি কার্যকর করা হবে।

৫০. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আশ্বস্ত করল যে, আমার সবাইকে চিনি আমরা জানি কারা সেখানে বাস করে এবং তাদের মধ্যে কারা অপরাধী। কেবল লূতই নয়, বরং তার পরিবার-পরিজনের কারও গায়ে কোন আঁচড় লাগবে না। শাস্তিস্থল থেকে সকলকেই সরিয়ে নেওয়া হবে। কেবল তার এক স্ত্রী সেখানে থেকে যাবে। কেননা, তার উপরও শাস্তি পতিত হবে।

(٣٤) اِنَّا مُنۡزِلُوۡنَ عَلٰۤی اَهۡلِ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ رِجۡزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا کَانُوۡا یَفۡسُقُوۡنَ ○

(٣٥) وَلَقَدۡ تَّرَکۡنَا مِنۡهَاۤ اٰیَۃًۢ بَیِّنَۃً لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ○

(٣٦) وَاِلٰی مَدۡیَنَ اَخَاهُمۡ شُعَیۡبًا ۙ فَقَالَ یٰقَوۡمِ اعۡبُدُوا اللّٰهَ وَارۡجُوا الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَلَا تَعۡثَوۡا فِی الۡاَرۡضِ مُفۡسِدِیۡنَ ○

৩৪. আমরা নাযিল করব আকাশ থেকে শাস্তি এ জনপদবাসীদের উপর এই হেতু যে,তারা চালিয়ে যাচ্ছিল অবাধ্যাচরণ।[৫২]
৩৫. আমি রেখে দিয়েছি তার দৃশ্যমান নিদর্শন বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।[৫৩]
৩৬. আর পাঠিয়েছিলাম মাদয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শু'আয়বকে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, ভয় কর শেষ দিবসকে[৫৪] এবং ঘোরাফেরা করবে না পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।[৫৫]

লূত (আ)-এর বাড়িতে ফেরেশতাগণ

৫১. ফেরেশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন ও সুশ্রী বালকের আকৃতিতে সেখানে উপস্থিত হয়। লূত (আ) প্রথমে তাদের চিনতে পারেননি। সুতরাং তিনি খুবই বিষণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, অতিথিদের ইয্‌যত কী করে রক্ষা করবেন। কী করে তাদেরকে সম্প্রদায়ের দুষ্ট লোকদের হাত থেকে বাঁচাবেন। নিজের বাড়িতে স্থান না দিলে সেটা হবে ভব্যতার পরিপন্থী এবং অতিথি পরায়ণতার পরিপন্থী। আর যদি তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয় তবে এ দুষ্কৃতিকারী সম্প্রদায়ের কবল থেকে কী করে তাদের সম্ভ্রম বাঁচাবেন!

৫২. অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায়ের দুষ্কর্মের ভয় করবেন না। ওরা কিছুই করতে পারবে না। আমাদেরকে রক্ষা করার বিষয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা মানুষ নই, বরং ফেরেশতা। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবারবর্গের মধ্যে যারা আপনার অনুসারী তাদেরকে রক্ষা করে দুরাচার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করতে এসেছি। এ ঘটনা পূর্বে একাধিক স্থানে চলে গেছে।

৫৩. অর্থাৎ তাদের উল্টিয়ে দেওয়া বিপর্যস্ত জনপদটির চিহ্ন সিরিয়ায় যাওয়ার পথে মক্কাবাসীদের চোখে পড়ত।

হযরত শু'আয়ব (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

৫৪. অর্থাৎ শু'আয়ব (আ) তাঁর কওমকে বললেন, তোমরা আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থেকো না। এক আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী কর।

(٣٧) فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝
(٣٨) وَعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۝
(٣٩) وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۗ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى
بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۝

৩৭. তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদেরকে আঘাত হানল ভূমিকম্প এবং তারা প্রভাতকালে তাদের বাড়ীতে পড়ে থাকল অধোমুখে।[৫৬]

৩৮. আর আমি ধ্বংস করি আদ ও ছামূদকে। তাদের অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তোমাদের কাছে তাদের বাসভূমি দ্বারা। শোভনীয় করে তোলে তাদের কাছে শয়তান তাদের কাজসমূহ এবং বাধা দিয়েছিল তাদেরকে সৎপথ থেকে। অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ।[৫৭]

৩৯. আর আমি ধ্বংস করি কারূন, ফিরআওন ও হামানকে। তাদের কাছে মূসা উপস্থিত হয়েছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে। অনন্তর তারা দম্ভ প্রদর্শন করতে লাগল যমীনে। কিন্তু তারা পারেনি জিততে।[৫৮]

---

৫৫. বিপর্যয় সৃষ্টি দ্বারা সম্ভবত লেন-দেনে প্রতারণা, সুদখোরী, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। তারা এ সবে অভ্যস্ত ছিল। অথবা ডাকাতি-রাহাজানির কথা বলা হয়েছে। এগুলোও তারা করে থাকবে। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে।

৫৬. অর্থাৎ তোমরা তাদের বাসভূমির ধ্বংসাবশেষ দেখেছ। সুতরাং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

৫৭. অর্থাৎ দুনিয়ার কাজে চালাক-চতুর ছিল এবং নিজেদের চোখে নিজেরা ছিল সচেতন ও বুদ্ধিমান। তবু শয়তানের ধোকা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারনি।

কারূন, ফিরআওন ও হামানের দুর্গতি

৫৮. অর্থাৎ তারা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখেও সত্যের সম্মুখে নতি স্বীকার করল না। অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাদেরকে মাথা নোওয়াতে দেয়নি। কিন্তু পরিণতি কী হয়েছিল? দর্প দেখিয়ে কি তারা শাস্তি হতে বাঁচতে পেরেছিল, না পেরেছিল (নাঊযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দিতে ?

(٤٠) فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

(٤١) مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۖۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

৪০. তাদের প্রত্যেককেই শাস্তি দিয়েছিলাম তার অপরাধের।[৫৯] তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছিলাম পাথুরে ঝড়।[৬০] তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ[৬১], কাউকে ধসিয়ে দিয়েছিলাম ভূ-গর্ভে[৬২] এবং তাদের কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত।[৬৩] আল্লাহ্ যুলুম করবার ছিলেন না তাদের প্রতি। বস্তুত তারা নিজেরাই যুলুম করেছিল নিজেদের প্রতি।[৬৪]

৪১. তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরূপ যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, যেন মাকড়সা যে বানালো একটি ঘর। মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল ঘরসমূহের মধ্যে। যদি ওরা বুঝত।[৬৫]

---

৫৯. অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রত্যেককে যার যার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।

৬০. এটা দেওয়া হয়েছিল লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে। কেউ কেউ আদ সম্প্রদায়কে এ শাস্তির অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

৬১. এভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল ছামূদ জাতিকে এবং মাদয়ানবাসীদেরকেও।

৬২. অর্থাৎ কারূনকে, যেমন পূর্বে সূরা কাসাসে বর্ণিত হয়েছে।

৬৩. নিমজ্জিত হয়েছিল ফিরআওন ও হামান। কেউ বলেন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ও এর অন্তর্ভুক্ত।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন নন যে, কোন বে-ইনসাফী বা অনুচিত কাজ করবেন। তাঁর দরবার সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তার সত্তা থেকে যুলুমের তো কল্পনাই করা যায় না। হাঁ, বান্দা নিজেই নিজের উপর যুলুম করে বৈ কি! অর্থাৎ সে এমন কাজ করে যার পরিণাম অনিবার্যরূপে তার পক্ষে অশুভ হয়।

শিরকের স্বরূপ সম্পর্কে এক যথার্থ দৃষ্টান্ত

৬৫. অর্থাৎ ঘর তো এ জন্য যে, তা দিয়ে জানমালের হিফাযত হবে, কিন্তু তা যদি মাকড়সার জাল হয় যে, একটু আঁচলের টান লাগল আর ভেঙে-চুরে গেল ? এটাই তো এর দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে রক্ষাকর্তা মনে করে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কাউকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারে না।

(٤٢) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٤٣) وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ○

(٤٤) خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪২. আল্লাহ্ সম্যক জানেন সে সম্পর্কে যা কিছুকেই তারা ডাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে।[৬৬] এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬৭]

৪৩. এ সব দৃষ্টান্ত আমি প্রয়োগ করি মানুষের জন্য। কিন্তু এগুলো বুঝে কেবল তারাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।[৬৮]

৪৪. আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে।[৬৯] নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য।[৭০]

---

৬৬. অসম্ভব নয় কোন শ্রোতা বিস্ময়বোধ করত যে, সবাইকে এক সারিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ? কাউকে ব্যতিক্রম মনে করা হল না ? কেউ মূর্তি পূজা করে, কেউ আগুন ও পানির পূজা করে এবং কেউ আউলিয়া, নবী-রাসূল কিংবা ফেরেশতাদের পূজা করে। এরা সবাই কি এক ? আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আমি সব জানি। এদের মধ্যে কোন একটিও যদি স্বতন্ত্রভাবে শক্তি ও ইখতিয়ারের মালিক হত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে এক সাথে বাতিল করে দিতেন না।

৬৭. অর্থাৎ কারও সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন ও আল্লাহ্ তা'আলা নেই। কেননা তিনি পরাক্রমশালী। আবার কারও থেকে পরামর্শ গ্রহণও নিষ্প্রয়োজন। কেননা, তিনি নিরঙ্কুশ জ্ঞান-প্রজ্ঞার মালিক।

তুচ্ছ জিনিসের দৃষ্টান্ত দেওয়ার যৌক্তিকতা

৬৮. মক্কার মুশরিকরা বলত, আল্লাহ্ তা'আলা মাকড়সা, মশা ইত্যাদি তুচ্ছ জিনিসের যে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, এটা তো তাঁর শান ও মর্যাদার পরিপন্থী। তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, স্থান-কাল-পাত্র দৃষ্টে দৃষ্টান্ত খুবই উপযুক্ত এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তবে এর সঠিক অর্থ কেবল সমঝদার ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে। মূর্খ ও নির্বোধ লোক কী বুঝবে ? দৃষ্টান্তের যুক্তিযুক্ততা দৃষ্টান্তদাতার সঙ্গে নয়, বরং যে জিনিসের জন্য তা প্রদান করা হয় তার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হয়। তা যদি তুচ্ছ ও দুর্বল হয় তবে দৃষ্টান্তও দেওয়া হবে তদ্রূপ তুচ্ছ ও দুর্বল জিনিস দ্বারা। তার সঙ্গে দৃষ্টান্তদাতার মর্যাদা ও গৌরবের কী সম্পর্ক ?

৬৯. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অত্যন্ত হিকমাতের সঙ্গে। তিনি এগুলোকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি।

(৪৫) اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

৪৫. তিলাওয়াত কর তোমার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করা হয়েছে তা[৭১] এবং কায়েম রাখ সালাত, নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ হতে[৭২] আর আল্লাহ্‌র স্মরণই সবচেয়ে বড়[৭৩] আর আল্লাহ্ তা জানেন তোমরা যা কর।[৭৪]

---

৭০. অর্থাৎ তিনি একাই যখন আসমান-যমীনের মত বৃহদাকার বস্তু সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন ছোট ছোট কাজে তার আবার অংশীদার ও সহযোগীর মুখাপেক্ষিতা কেন থাকবে ? এ মুখাপেক্ষিতা থাকলে তো সেই বড় বড় কাজেই থাকত!

• কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা

৭১. অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক। এতে অন্তর মযবূত ও শক্তিশালী হয়। আর তিলাওয়াতের সওয়াব ও পুরস্কার, সে তো আছেই, কুরআন যত বেশী তিলাওয়াত করা হবে ততই তার মধ্যে নিহিত রহস্য ও তাৎপর্য ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হতে থাকবে। অন্যরাও তা শুনে উপদেশ লাভ করবে এবং তার জ্ঞান ও বরকতধারায় স্নাত হবে। যদি কোনও লোক ঈমান না আনে তার ক্ষেত্রেও এর পাঠ দ্বারা এই ফায়দা হবে যে, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র প্রমাণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংশোধন ও সংস্কারকার্যও সুচারুরূপে সমাধা হয়।

অশ্লীল ও অন্যায় কাজে সালাতের বাধাদান প্রসঙ্গ

৭২. অন্যায় কাজে সালাতের বাধা দান দু'অর্থে হতে পারে। একটি কার্য-কারণের সম্বন্ধরূপে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সালাতের মধ্যে এই গুণ ও ক্রিয়া নিহিত রেখেছেন যে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, সে পাপাচার ও অন্যায়-অপরাধ হতে নিবৃত্ত হয়ে যায়। যেমন, ওষুধ ব্যবহার করলে জ্বর ইত্যাদি রোগ সেরে যায়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ওষুধের কেবল এক ডোজ সেবনেই অসুখ সেরে যাবে এটা অনিবার্য নয়। কোন কোন ওষুধ বিশেষ কোর্স অনুযায়ী দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিয়মিত সেবন করতে হয় এবং তখন গিয়ে তার প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়। শর্ত হচ্ছে এর মধ্যে রোগী এমন কোন জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না, যা ওষুধের কার্যকারিতা ব্যাহত করে। এবার বুঝুন, সালাতও নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী ওষুধ। আত্মিক রোগ নিরাময়ে এর কার্যকারিতা অব্যর্থ। তবে প্রয়োজন হচ্ছে নির্দিষ্ট কোর্সে এর নিয়মিত ও সতর্ক ব্যবহার এবং আত্মিক চিকিৎসকগণ যে নিয়ম নীতি বাতলে দেন সে অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে তা চালিয়ে যাওয়া। অবশেষে রোগী নিজেই অনুভব করতে পারবে, সালাত কিভাবে তার পুরান ব্যাধি ও দীর্ঘদিনের রোগ নির্মূল করে ফেলেছে।

দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে আবেদন ও দাবী হিসেবে। অর্থাৎ সালাতের প্রতিটি অবস্থা ও প্রত্যেকটি যিক্‌রের দাবী এই যে, যে ব্যক্তি এই মাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে আপন দাসত্ব, আনুগত্য, বিনয় ও নতি স্বীকার করে এসেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাবূবিয়্যাত ও প্রতিপালকত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের জয়ধ্বনি করে এসেছে, সে যেন মসজিদের বাইরে এসেও কোনরূপ দুষ্টুমি ও অন্যায়-অনাচার না করে এবং সেই একচ্ছত্র রাজাধিরাজের আদেশ অমান্য না করে। যেন সালাতের প্রতিটি আচার রোজ পাঁচ বার মুসল্লীকে ডেকে বলে, হে বন্দেগী ও গোলামীর দাবীদার সত্যিকারের বান্দা ও গোলামদের মত হয়ে যাও। তা যেন দাবী জানায়, অশ্লীল ও অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে যাও। এখন কেউ নিবৃত্ত হোক আর নাই হোক সালাত ঠিকই তাকে নিষেধ করে ও বাধা দেয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও নিষেধ করেন ও বাধা দেন।

ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

'আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর!' (সূরা নাহল– ১৬ : ৯০)

সুতরাং যে হতভাগা আল্লাহ্‌র নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও নিবৃত্ত হয় না, সে যদি সালাতের নিষেধ ও বাধা দানে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে? মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সালাতের নিষেধ ও বাধা দান তা আদায়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ অনুপাতেই হয়ে থাকে। ঔদাসীন্য যত কম হবে বাধা দানের মাত্রাও তত বেশী হবে। কেননা, স্রেফ কয়েকবার উঠা-বসার নাম সালাত নয়। সালাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁর স্মরণ। সালাতের আরকান আদায়কালে এবং কুরআন পাঠ বা দু'আ ও তাসবীহ আদায়কালে মুসল্লী যত বেশী আল্লাহ্‌র মহিমা ও গৌরব-গরিমাকে অন্তরে জাগরূক রাখবে এবং রসনা ও তন-মন-ধ্যানকে একযোগ রাখবে, তার অন্তর তত বেশী শুনতে পাবে সালাতের সে মর্মবাণী, তার কানে তত বেশী বাজবে সালাতের সে নিষেধাজ্ঞা এবং সে অনুপাতেই তার অন্যায়াচার নিবারণে সালাতের কার্যকারিতা হবে প্রমাণিত। অন্যথায় যে সালাত উদাসীন হৃদয়ে আদায় হবে তা মুনাফিকদের সালাতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে গণ্য হবে, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে, لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا সে তাতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সামান্যই। এরূপ সালাত সম্পর্কে হাদীসে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে— لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا 'সে সালাত দ্বারা শুধু আল্লাহ্ থেকে দূরত্বই বৃদ্ধি পায়'।

আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাহাত্ম্য

৭৩. অর্থাৎ সালাত মন্দ কাজে কেন বাধা দেবে না, যখন তা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা? ইরশাদ হয়েছে- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ 'সালাত কায়েম

কর আমার স্মরণার্থে' (তা-হা- ২০ ঃ ১৪)। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ তো অতি বড় জিনিস। এটাই সালাত, জিহাদ প্রভৃতি ইবাদতের প্রাণ বস্তু। এটা না হলে ইবাদত হয়ে পড়ে এক প্রাণহীন দেহ ও অর্থহীন শব্দ। হযরত আবুদ দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীস দৃষ্টে উলামায়ে কিরাম এ ফায়সালাই দিয়েছেন যে, যিক্‌র (আল্লাহ্‌র স্মরণ)-এর চেয়ে বড় কোন ইবাদত নেই। মৌলিক ফযীলত আছে এরই। প্রাসঙ্গিক কোন কারণে সাময়িকভাবে যদি অন্য কোন ইবাদত যিক্‌রকে পিছনে ফেলে দেয় তবে সে ভিন্ন কথা। বরং চিন্তা করলে অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে, সে কাজেরও মাহাত্ম্য যিক্‌রকে কেন্দ্র করেই।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ্‌র যিক্‌র সমস্ত আমলের সেরা। আর তা যদি সালাতের ভিতর দিয়ে হয় তবে তো শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং বান্দার কর্তব্য এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্‌র যিক্‌র হতে গাফিল না হওয়া। বিশেষত যখন কোন মন্দ কাজের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার গৌরব-গরিমা স্মরণ করে তা থেকে ক্ষান্ত হওয়া উচিত।

কুরআন মাজীদ ও হাদীসে আছে, বান্দা যখন আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে স্মরণ করেন। মনীষী বুযুর্গদের কেউ কেউ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, সালাতে যেহেতু বান্দা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করে তাই সালাত মস্ত জিনিস, কিন্তু তার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে স্মরণ করেন সেটা আরও বড় জিনিস। আল্লাহ্ কর্তৃক সে স্মরণের মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করত আরও বেশী যিক্‌রে মশগুল হওয়া উচিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করেছিল যে, ইসলামের বিধি-বিধান তো বহু। আমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট বিষয় বলে দিন। তিনি বললেন, لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ 'তোমার রসনা যেন আল্লাহ্‌র যিকরে সর্বদা সিক্ত থাকে।'

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, যতটুকু সময় সালাত আদায়ের ভেতর কাছে অতটুকু তো সব রকমের গুনাহ হতে বেঁচে থাকে। আশা রাখা যায় পরবর্তী সময়ও তেমনি বেঁচে থাকবে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ আরও বেশী ফলপ্রসূ। অর্থাৎ গুনাহ হতে রক্ষা করে ও উত্তরোত্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে -(মূযিহুল-কুরআন)। এটা وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -এর আরেকটি সূক্ষ্ম তাফসীর।

৭৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে যতটুকু স্মরণ করে বা স্মরণ থেকে বিরত থাকে তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, সুতরাং যিক্‌রকারী ও যিক্‌রবিমুখ উভয়ের সঙ্গে তাঁর আচরণও হবে স্বতন্ত্র।

দাওয়াতের একটি বিশেষ আদব

৭৫. মুশরিকদের ধর্ম গোড়া থেকেই গলত। কিতাবীদের দীন গোড়াতে সঠিক ছিল। তাই কিতাবীদের সঙ্গে এভাবে বিতর্ক করো না, যাতে তাদের কথা মূল থেকেই

(٤٦) وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ
نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

৪৬. তোমরা বাদানুবাদে লিপ্ত হয়োনা কিতাবীদের সঙ্গে তবে এমন পন্থায় যা হবে উত্তম। তবে তাদের মধ্যে যারা বে-ইনসাফ[৭৫] তাদের কথা স্বতন্ত্র আর তোমরা বল, আমরা বিশ্বাস করি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে[৭৬] আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ তো একই আর আমরা তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী।[৭৭]

কাটা যায়। বরং নম্রতা, ভাব-গাম্ভীর্য। কল্যাণকামিতা এবং ধৈর্য-স্থৈর্যের সঙ্গে দরকারী কথা বোঝানোর চেষ্টা কর। তবে তাদের মধ্যে যারা জিদ ও হঠকাকিতা শুরু করে দেয় তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কঠোরতা প্রদর্শন করতে পার। ভবিষ্যতে তো এদেরকে শাস্তিই দেওয়া হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রথমে আদেশ করা হয়েছিল কুরআন তিলাওয়াতের। যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল মুশরিকরা তা শুনে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তাই বলে দেওয়া হল, বিতর্ককালে প্রতিপক্ষের ধর্মীয় ও জ্ঞানগত অবস্থা লক্ষ্য রেখ। বিতর্কের উত্তেজনায় সততা ও নৈতিকতার সীমা যেন লংঘিত না হয়। যেখানে যতটুকু সত্য পরিলক্ষিত হয় তা স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করো না।

৭৬. অর্থাৎ আমাদের যেমন কুরআনের প্রতি ঈমান আছে, তেমনি এ কথার প্রতিও ষোল আনা বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হিদায়াতের জন্য হযরত মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীগণের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছিলো তা সত্য ছিল। তার একটি হরফও গলত ছিল না। (যদিও আজ তোমাদের হাতে সে সমস্ত আসমানী কিতাব তার প্রকৃতরূপে বাকি নেই, তোমরা তা বিকৃত করে ফেলেছ।)

কিতাবীদের সঙ্গে মুসলিমদের মিল ও অমিল

৭৭.অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের প্রকৃত মা'বূদ তো একই। পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা কেবল তারই আদেশ মান্য করি আর তোমরা তা থেকে সরে গিয়ে অন্যদেরকেও আল্লাহ্র অধিকার ও ইখতিয়ারে শরীক করেছ। যেমন হযরত মাসীহ বা হযরত উযায়র (আ)-কে বা তোমাদের যাজক শ্রেণী ও সংসার-বিরাগী ফকীর (রাহিব)-দেরকে তোমরা সেই আসন দান করেছ, যা কেবল আল্লাহ্রই প্রাপ্য। আমরা তার সমস্ত বিধি-বিধান স্বীকার করি এবং সমস্ত নবী-রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, সমস্ত আসমানী কিতাবে ঈমান রাখি এবং আল্লাহ্র আখেরী বিধানকে শিরোধার্য করি। অথচ তোমরা কিছু মান, কিছু মান না এবং সর্বশেষ সত্যকে করেছ প্রত্যাখ্যান।

(٤٧) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَ
مِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ○
(٤٨) وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ
الْمُبْطِلُوْنَ ○

৪৭. এভাবেই আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার প্রতি কিতাব[৭৮] যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এতে বিশ্বাস করে। আর এ মক্কাবাসীদের মধ্যেও কতক এমন আছে, যারা এতে বিশ্বাস করে, আর অবিশ্বাস করে আমার আয়াতসমূহ কেবল অবাধ্যরাই।[৭৯]

৪৮. তুমি তো পড়তে না ইতোপূর্বে কোন কিতাব এবং কিছু লিখতেও না তোমার ডান হাতে দিয়ে তাহলে তো সন্দেহে পড়ে যেত এ মিথ্যাচারীরা।[৮০]

৭৮.অর্থাৎ বলত দেখি তোমাদের কিতাবের চেয়ে এ কিতাবে কোন জিনিসটা কম আছে যে, কবূল করতে দ্বিধাবোধ করছ ? পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি যেমন কিতাব ও সহীফা নাযিল হত তেমনি সর্বশেষ নবীর প্রতিও এই লা-জবাব কিতাব নাযিল হয়েছে। এটা মানতে এত আপত্তি কেন ?

৭৯. অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্যে যারা নিজেদের কিতাবকে সঠিক মনে করেছে তারা এ কিতাবকেও মানবে এবং ন্যায়ত মানতেই হবে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ তারা আন্তরিকভাবে এর সত্যতা স্বীকার করে। কেবল আহলে কিতাবই নয়, পূর্ববতী কিতাবসমূহের কিছুটা জ্ঞান যাদের মধ্যে আছে এমন কিছু আরবও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকার করতে যাচ্ছে। বস্তুত কুরআন মাজীদের সত্যতা সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ এমনই সমুজ্জ্বল যে, সত্য গোপনকারী ঘোর নাফরমান ছাড়া আর কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

উম্মী নবী এরূপ লা-জবাব কিতাব কোথায় পেলেন ?

৮০ কুরআন নাযিলের পূর্বে মহানবী (সা) জীবনের চল্লিশটি বছর এই মক্কাবাসীদের মধ্যেই কাটিয়েছেন। সবাই জানে, এ সময়ে তিনি না কোন শিক্ষকের সামনে বসেছেন, না কোন কিতাব পড়েছেন আর না হাত দিয়ে কখনও কলম ধরেছেন। এরূপ হলে মিথ্যার পূজারীরা সংশয় সৃষ্টির সুযোগ পেত যে, হয়ত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পড়ে পড়ে তিনি এগুলো নোট করে নিয়েছেন এবং সে নোটকেই পর্যায়ক্রমে নিজের ভাষায় প্রকাশ করছেন। যদিও এরূপ মন্তব্য করাটা তখনও ভুল হত। কেননা, কোন লেখাপড়া জানা মানুষ, বরং দুনিয়ার গোটা শিক্ষিত সমাজ এক জোট হয়ে সমস্ত সৃষ্টির শক্তিকে কাজে

(٤٩) بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ○

(٥٠) وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৪৯. বস্তুত এ কুরআন তো সুস্পষ্ট আয়াতপুঞ্জ তাদের অন্তরে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে[৮১] আর আমার আয়াত অস্বীকার করে না।[৮২]

৫০. তারা বলে, কেন অবতীর্ণ হয় না তার প্রতি কিছু নিদর্শন তার প্রতিপালকের পক্ষ হতো? বল নিদর্শনবলী তো আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী।[৮৩]

লাগিয়েও যদি চেষ্টা করে তবু এরূপ নযীরবিহীন কোন গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হবে না। বাকি সক্ষম হোক না হোক মিথ্যাচারীদের একটা বাহানা সৃষ্টির সুযোগ তো হত। কিন্তু মহানবী (সা)-এর উম্মী হওয়াটা যখন সর্বস্বীকৃত বিষয় তখন সেই তরল সংশয়ের ও শিকড় কাটা হয়ে গেল। হাঁ, হঠকারী সব লোকে এরপরও বলত—اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا। 'এগুলো তো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। (ফুরকান– ২৫ঃ ৫)

বক্ষ পরম্পরায় কুরআনের হিফাযত

৮১. অর্থাৎ নবী কারও কাছে লেখাপড়া শিখেননি, বরং ওহীর মাধ্যমে এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর কাছে এসেছে। এভাবেই হামেশা বক্ষ পরম্পরায় এ কুরআন জারি থাকবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আলিম, হাফিয ও কারীগণ তাদের বক্ষদেশে কুরআনের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণ করতে থাকবে। অপরাপর আসমানী কিতাব এভাবে মুখস্থ হত না। এ কিতাব মুখস্থের মাধ্যমে টিকে আছে। লিখন হচ্ছে এর বাড়তি ব্যবস্থা। (মূযিহুল কুরআন, ঈষৎ পরিবর্তিত)

৮২. অর্থাৎ বে-ইনসাফীর ওষুধ কী ? কেউ যদি কসম করে নেয় আমি সত্য কথা কখনই মানব না, সে তো দিবালোকের মত সুস্পষ্ট জিনিসকেও অস্বীকার করবে।

কাফিরদের পক্ষ হতে নিদর্শন দাবী ও তার জবাব

৮৩. অর্থাৎ তোমরা যে নিদর্শনই দাবী করবে সেটাই যে আমি দেখিয়ে দেব সে ক্ষমতা আমার নেই। তাছাড়া কোন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি এর উপর

(৫১) اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(৫২) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰۗئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব, যা তাদের নিকট পাঠ করা হয় ? নিশ্চয়ই এতে আছে রহমত ও উপদেশ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।[৮৪]

৫২. বল, আল্লাহ্ই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে। তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে।[৮৫] যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে মিথ্যায় এবং অস্বীকার করেছে আল্লাহ্কে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৮৬]

নির্ভরশীলও নয়। আমার কাজ হচ্ছে অন্যায়-অনাচারের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে যাওয়া। বাকি আমার সমর্থনে যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোন নিদর্শন প্রকাশ করেন তবে সেটা তার ইচ্ছা এটা তাঁরই ইখতিয়ারাধীন।

৮৪. অর্থাৎ তাদেরকে দিবা-রাত্র যে কিতাব পড়ে শোনানো হচ্ছে নিদর্শন হিসেবে কি সেটা যথেষ্ট নয় ? তার চেয়ে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে ? তারা কি লক্ষ্য করে না এ কিতাবে যারা বিশ্বাস করেছে তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি উত্তরোত্তর কিরূপ বুদ্ধি পাচ্ছে ? কিভাবে তারা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র রহমত ও করুণাধারায় স্নাত হচ্ছে ?

নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে জ্বলন্ত নিদর্শন

৮৫. অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র যমীনে তার আসমানের নীচে প্রকাশ্যে রিসালাতের দাবী করছি, যা তিনি দেখছেন ও শুনছেন। তারপর তিনি দিন দিন আমার ও আমার অনুসারীদেরকে অস্বাভাবিকভাবে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে চলছেন। আমার দাবীর পক্ষে কার্যত সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আমার মুখ ও হাত দিয়ে কুদরতের এমন সব অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করা হচ্ছে, যার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সমস্ত জিন ও ইনসান অক্ষম। আমার সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্র এ সব সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয় ?

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য

৮৬. মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও ব্যর্থতা হচ্ছে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট ও নির্জলা মিথ্যাকে নির্বিচারে মেনে নেওয়া এবং এর বিপরীতে সত্য যতই সমুজ্জ্বল ও দ্ব্যর্থহীন হোক তাকে প্রত্যাখ্যান করে যাওয়া।

(٥٣) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○
(٥٤) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ○
(٥٥) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا
مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

৫৩. তারা তোমার কাছে ত্বরা করে শাস্তি কামনায়[৮৭] যদি না থাকত এক স্থিরীকৃত প্রতিশ্রুতি তবে তাদের উপর আপতিত হত শাস্তি। অবশ্যই তা তাদের উপর আপতিত হবে এমন আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পাবে না।[৮৮]

৫৪. তারা ত্বরা করছে তোমার কাছে শাস্তি কামনায়[৮৯] জাহান্নাম তো অবিশ্বাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে চলছে।[৯০]

৫৫. যে দিন তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে শাস্তি তাদের উপর দিক থেকে ও পদতল থেকে এবং তিনি বলবেন, তার স্বাদ গ্রহণ কর যেমনটি তোমরা কর্ম করতে।[৯১]

---

৮৭. অর্থাৎ আমরা যদি ভ্রান্তিতে থাকি তবে দুনিয়াতেই আমাদের উপর কোন বিপদ আসে না কেন ?

৮৮. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস তার সুনির্দিষ্ট সময়েই আসে। চিন্তা করো না, সে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, তাদের শাস্তি ছিল এটাই যে, তারা মুসলিমদের হাতে নিহত ও বন্দী হবে। ঠিক তাই হয়েছিল। মক্কা বিজয়ে হযরত (সা)-এর বাহিনী তাদের মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে যায়। তারা ছিল বেখবর।

৮৯. এস্থলে আমার দ্বারা সম্ভবত আখিরাতের আযাব বুঝানো উদ্দেশ্য, জবাব দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়।

৯০. অর্থাৎ আখিরাতের আযাব অহেতুকই কামনা করছ। আযাবে তো তোমরা নিপতিত রয়েছই। এই যে কুফ্‌র ও অন্যায়-অনাচারে তোমরা লিপ্ত আছ এটাই কি জাহান্নাম নয়। যা চতুর্দিক থেকে তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে ? মৃত্যুর পর সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে যে,. জাহান্নাম কিভাবে পুড়ায় , তোমাদের এই সব কর্মই তখন জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে তোমাদেরকে লেপটে ধরবে ? এটা হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন অথবা সে আযাব নিজেই। যেমন হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না, তার ধন-সম্পদ সাপ হয়ে তার গলদেশে জড়াবে এবং তাকে দংশন করবে আর বলবে, আমিই তোমার অর্থ-সম্পদ, আমিই তোমার ধন-ভাণ্ডার।

(٥٦) يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ○

(٥٧) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○

(٥٨) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

(٥٩) الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৫৬. হে আমার বান্দাগণ! যারা ঈমান আনয়ন করেছ আমার যমীন প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা আমারই বন্দেগী কর।[৯২]

৫৭. জীব মাত্রই স্বাদ গ্রহণ করবে মৃত্যুর। তারপর তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে।[৯৩]

৫৮. যারা ঈমান এনেছে ও করেছে সৎকর্ম আমি তাদেরকে ঠাঁই দেব জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণসমূহ। তারা সেখানে থাকবে স্থায়ীভাবে। কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলগণের।

৫৯. যারা করেছে সবর এবং আপন প্রতিপালকের উপর নির্ভর করেছে।[৯৪]

হিজরতের নির্দেশ

৯১. অর্থাৎ এই মক্কার কাফিররা যদি তোমাদেরকে নির্যাতন করে তবে আল্লাহ্‌র যমীন তো সংকীর্ণ নয়। তোমরা অন্যত্র গিয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।

৯২. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, মক্কায় যখন কাফিরগণ চরম যুলুম-নির্যাতন শুরু করে দিল, তখন মুসলিমদেরকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হল। সুতরাং আশি তিরাশিটি পরিবার আবিসিনিয়ায় চলে গেল। এ সম্পর্কেই বলা হচ্ছে, ক'দিনের জীবন, যেখানে হয় কাটিয়ে দাও। তারপরে তো আমারই কাছে এসে একত্রিত হবে।

৯৩. এর দ্বারা মুহাজিরগণকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যাতে দেশ ত্যাগ ও হযরত নবী (সা)-এর বিরহ-বেদনা অন্তরে চেপে না বসে। কেন বলে দেওয়া হল, আজ না হোক কাল এই ঘর-বাড়ী, দেশ-মাটি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও ছোট-বড় সবই ছেড়ে যেতেই হবে। মনে কর, আজ যদি মক্কা হতে হিজরত না কর, তবে এক দিন কি এ পৃথিবী থেকে হিজরত করে যেতে হবে না ? কিন্তু সেটা হবে আনিচ্ছায়। ইবাদত বন্দেগী তো বলা হয় স্বেচ্ছায়, খুশী খুশী সেই সব জিনিস পরিত্যাগ করাকে, যা পরম প্রতিপালকের ইবাদত- বন্দেগীতে ব্যাঘাত ঘটায়, প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

৯৪ অর্থাৎ যারা ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে ঈমান ও ইসলামের পথে অবিচলিত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেশত্যাগ করে বের হয়ে

(٦٠) وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ ○
(٦١) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৬০. এমন কত জীব-জন্তু আছে যারা মওজুদ রাখে না নিজেদের খাদ্য। আল্লাহ্ই রিয্ক দান করেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও এবং তিনিই শ্রোতা ও জ্ঞাতা।৯৫

৬১. যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞেস কর কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং কে কাজে নিযুক্ত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে ? তারা বলবে, আল্লাহ্! তা হলে তারা কোথা হতে ফিরে যাচ্ছে ?৯৬

পড়ে, তারা এ দেশের পরিবর্তে জান্নাতের দেশ লাভ করবে এবং এখানকার ঘর-বাড়ীর চেয়ে উত্তম ঘর বাড়ীর তারা মালিক হবে।

রিয্কদাতার প্রতি বিশ্বাস

৯৫. রিয্কের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করে দেওয়া হল। প্রায় জীব-জন্তুর ঘরেই আগামীকালের খাদ্য থাকে না। তাদের প্রতিটি নতুন দিনে নতুন খাবারের ব্যবস্থা হয়। (মূযিহুল-কুরআন)

যেই আল্লাহ্ এভাবে জীব-জন্তুকে রিযিক দান করেন, তিনি কি তার এরূপ অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রেমিকদেরকে রিয্ক থেকে বঞ্চিত রাখবেন ? ভাল করে বুঝে রাখ— প্রকৃত রিযিকদাতা সেই সে সত্তা, যিনি সকলের কথা শোনেন এবং প্রত্যেকের মনের ইখলাস ও নিষ্ঠার অবস্থা জানেন। প্রত্যেকের ভিতর-বাহির তাঁর সামনে। তাঁর কাছে কারও মেহনত ও শ্রম নিষ্ফল হতে পারে না। যে সব লোক দেশ ত্যাগ করে তাঁর পথে বের হয়ে পড়েছে তিনি কখনই তাদেরকে ধ্বংস করবেন না। সুতরাং জীবন নির্বাহের আসবাব-উপকরণ সাথে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করো না। এমন কত জীব-জন্তু রয়েছে যারা তাদের খাদ্যসামগ্রীর বোঝা বয়ে বেড়ায় না, কিন্তু তাই বলে তারা অনাহারে মারা যায় না। প্রকৃত রায্যাক বা রিয্কদাতা প্রতিদিন তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেন।

৯৬. অর্থাৎ রিয্কের ভূ-মণ্ডলীয় ও নভোমণ্ডলীয় সমস্ত আসবাব-উপকরণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব কিছু জানেন। তথাপি তার উপর ভরসা করছ না যে, তিনিই তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করবেন ? অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন, তবে তাঁর ইচ্ছা মত, তোমরা যেমন চাও তেমনি নয়। এটা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। (মূযিহুল-কুরআন)

(٦٢) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(٦٣) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

(٦٤) وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٦٥) فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۝

৬২. আল্লাহ্ রিযক প্রশস্ত করেন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন।[৯৭] আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে অবহিত।[৯৮]

৬৩. যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন তারপর তার দ্বারা ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন তার মৃত্যু ঘটার পর ? তারা বলবে, আল্লাহ্! বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র; কিন্তু বহু লোকই বুঝে না।[৯৯]

৬৪. এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছুই নয়। পারলৌকিক যে নিবাস রয়েছে সেটাই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা বুঝত।[১০০]

৬৫. তারপর যখন তারা নৌযানে আরোহণ করে, তখন আল্লাহ্কে ডাকতে শুরু করে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই প্রতি বিশ্বাসী হয়ে। তারপর যখন তাদেরকে স্থলের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখনই তারা শরীর স্থাপনে রত হয়ে পড়ে।

---

৯৭. অর্থাৎ পরিমিত আকারে দেন সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেন না।

৯৮ অর্থাৎ কাকে কতটুকু দিতে হবে সে খবর তাঁরই আছে।

৯৯. অর্থাৎ বৃষ্টিও তিনি সকলের উপর সমানভাবে বর্ষণ করেন না। আর এমনিভাবেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেও সময় লাগে না। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি ফকীরকে আমীর করে দেন।

পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও মানুষের করণীয়

১০০. মানুষের উচিত তো ছিল ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহে পড়ার চাইতে আখিরাতের ফিকির বেশী করা। কেননা, সেটাই প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন। দুনিয়ার রঙ-তামাশায় মত্ত হয়ে পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই সমীচীন নয়, বরং প্রত্যেকের কর্তব্য এখানে বাস করে ওখানকার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং পারলৌকিক সফরের পাথেয় সংগ্রহ করা।

(٦٦) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○
(٦٧) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ
اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ○
(٦٨) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهٗ ۚ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৬৬. যাতে করে তারা আমার দানকে অস্বীকার করতে থাকে এবং মত্ত হয়ে পড়ে ভোগ-বিলাসে। অচিরেই তারা জানতে পারবে।১০১

৬৭. তারা কি দেখে না যে, আমি এক আশ্রয়স্থল করেছি সুরক্ষিত, অথচ তার আশে-পাশের লোকের উপর হয় আকস্মিক আক্রমণ। তবে কি তারা বিশ্বাস করে মিথ্যায় আর অবিশ্বাস করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে।১০২

৬৮. তার চেয়ে বড় বে-ইনসাফ আর কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্য প্রত্যাখ্যান করে যখন তা তার কাছে উপনীত হয়। জাহান্নামই কি বাসস্থান নয় কাফিরদের।১০৩

আখিরাতবিমুখ মানুষের চরিত্র

১০১. অর্থাৎ উচিত তো ছিল এই যে, মানুষ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ ও আখিরাত ভুলে যাবে না, কিন্তু মানুষের অবস্থা এই যে, যখন তাদের নৌকা তরঙ্গে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে তখন অত্যন্ত ভক্তি-বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে, কিন্তু যেই না মাত্র বিপদ টলে যায় এবং স্থলের ছোঁয়া পায় অমনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে অলীক দেবতাদেরকে ডাকতে শুরু করে দেয়। যেন তাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিআমতের অকৃতজ্ঞতা করা ও দুনিয়ার মজা লুটতে থাকা। আচ্ছা এটাই ভাল তারা দু'চার দিন মনের স্বাদ মিটিয়ে নিক। অচিরেই টের পেয়ে যাবে এই বিদ্রোহ ও দুষ্কৃতি এবং অনুগ্রহ বিস্মৃতি ও অকৃতজ্ঞতার পরিণাম কী।

১০২. মক্কাবাসী আল্লাহ্‌র ঘরের ওছিলায় শত্রু হতে নিরাপদ ছিল, অথচ তখন সমগ্র আরব জাহানে অশান্তি-অরাজকতা এবং মারামারি-হানাহানির বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এরপরও তারা মিথ্যা দেবতাদের অবাস্তব অনুগ্রহ স্বীকার করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র এত বড় মেহেরবানীর শুক্‌র আদায় করে না।

১০৩. অর্থাৎ সবচেয়ে জঘন্য অবিচার তো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে শরীক করা অথবা তার প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তার গৌরব-গরিমার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ

(٦٩) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৬৯. আর যারা মেহনত করে আমার জন্য আমি তাদেরকে পরিচালিত করব আমার পথসমূহে।১০৪ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সঙ্গে রয়েছেন সৎকর্মপরায়ণদের।১০৫

নয় কিংবা আল্লাহ্র পক্ষ হতে নবীগণ যে সত্য নিয়ে আগমন করেন তা শোনামাত্র অবিশ্বাস করা। এ যালিমরা কি জানে না যে, অবিশ্বাসীদের ঠিকানা জাহান্নাম ? তা হলে এরূপ ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার সঙ্গে বুদ্ধি-বিবেকের গলায় ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে গেল কী করে ?

সত্যের পথে সংগ্রামে আল্লাহ্র সাহায্যের অঙ্গীকার

১০৪. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে, নানা রকমের সংগ্রাম ও মুজাহাদার ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এক বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অন্তরালোক দান করেন এবং আপন নৈকট্য ও সন্তুষ্টি বা জান্নাতের পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন। তারা যত বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করে সেই অনুপাতে তাদের মাআরিফাত, সত্যের উপলব্ধি অন্তর্দৃষ্টিতেও উৎকর্ষ সাধিত হতে থাকে। তখন তারা এমন বিষয় বুঝতে সক্ষম হয় যার অনুভূতি পর্যন্ত অন্যদের লাভ হয় না।

১০৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য ও অভিভাবকত্ব সৎকর্মশীলদের সঙ্গে থাকে।

আল্লাহ্রই সমস্ত প্রশংসা।

॥ সূরা আনকাবূত-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা রূম

৬০ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) الٓمٓ ۟

(٢) غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۟ۙ

(٣) فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۟ۙ

১. আলিফ- লাম-মীম,

২. পর্যুদস্ত হয়েছে রোমকগণ।

৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে।[১] এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই তারা বিজয়ী হবে।

কুরআনের একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী ঃ নিকটবর্তী অঞ্চলের পরিচয়

১. الارض ادنى। সন্নিহিত অঞ্চল কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে। আযরুআত ও বুসরার মধ্যবর্তী অঞ্চল যা সিরিয়ার সীমান্তে হিজাযের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত বিধায় মক্কার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। অথবা 'ফিলিস্তীন' রাষ্ট্রের কথা বুঝানো হয়েছে, যা রোমক রাজ্যের নিকটবর্তী। অথবা 'ইব্‌ন উমর দ্বীপ' বুঝানো হয়েছে, এটি পারস্য সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী। প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইব্‌ন হাজর আসকালানী (র) প্রথম ব্যাখ্যাটি বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।

فِیْ بِضْعِ سِنِیْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ ؕ وَ یَوْمَئِذٍ یَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ (٤)

৪. কয়েক বছরের মধ্যেই।[২] সকল কর্ম আল্লাহরই হাতে পূর্ব ও পরের।[৩] এবং সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হবে মুসলিমগণ।

---

২. অর্থাৎ নয় বছরের মধ্যেই রোমকগণ বিজয়ী হবে। কারণ, অভিধান ও হাদীস শরীফের বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত যে, بِضْعُ শব্দটি ৩ থেকে ৯-এর মধ্যবর্তী যে কোন সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি চমৎকার ও আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যা কুরআন মাজীদের সত্যতার এক জ্বলন্ত দলীল। ঘটনা এই, সে যুগের দুই শক্তিশালী সাম্রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্য যা ইরান নামে পরিচিত এবং রোমক সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন থেকে পরস্পর চরম দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত ছিল। তাদের শত্রুতামূলক শক্তি পরীক্ষার তুমুল যুদ্ধ ৬০২ থেকে ৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিরাম চালু ছিল। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে তা স্পষ্ট জানা যায়। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মহানবী (সা)-এর জন্ম ৬১০ খৃস্টাব্দে তিনি ওহী লাভ করেন। রোমক ও পারসিকদের মহাযুদ্ধের সংবাদ মক্কাবাসীরা নিয়মিত পেয়ে আসছিল। এই সংঘাত-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে নবী কারীম (সা)-এর নবুওয়াতের দাবী এবং ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ তাদের মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মক্কার মুশরিকগণ পারস্যের অগ্নি উপাসকদেরকে বিশ্বাস ও আদর্শের দিক থেকে কাছাকাছি মনে করত। আর রোমের খৃস্টানগণ আহলে কিতাব হওয়ার কারণে মুসলমানদের ভাই অথবা অন্তত ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গণ্য হতো। পারসিকদের বিজয় সংবাদ এলে মক্কার মুশরিকগণ খুশী হত এবং তাদের বিজয় দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের বিজয় লাভের শুভ লক্ষণরূপে গণ্য করত। অগ্নিপূজকদের হাতে কিতাবীদের পরাজয় হলে স্বভাবত মুসলমানগণ দুঃখিত হত। অপর দিকে তারা মুশরিকদের বিজয়োল্লাসের আক্রমণের স্বীকার হত। ৬১৪ খৃস্টাব্দের পর (চান্দ্র বছরের হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বয়স যখন ৪৫ বছর এবং নবুওয়াতের ৫ম বছর অতিক্রান্ত) খসরু পারভেজ (দ্বিতীয় খসরু)-এর শাসনামলে রোমকদেরকে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত ও ধ্বংস করে। সিরিয়া, মিসর, এশিয়া মাইনরসহ সকল রাজ্য রোমানদের হাতছাড়া হয়। ইরানী সৈন্যরা রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে কনস্টান্টিনোপলে অবস্থান করতে বাধ্য করে। তখন রোমান রাজধানীও বিপন্ন হয়ে পড়ে। বড় বড় পাদ্রিগণ নিহত কিংবা বন্দী হয়। খৃস্টানদের পবিত্র বস্তু সর্ববৃহৎ 'ক্রুশ' যুদ্ধ বিজেতা ইরানীগণ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে লুণ্ঠন করে নেয়। রোম সম্রাটের সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। বাহ্যত রোমকদের পাল্টা অভ্যুত্থান ও পারসিকদের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকল

না। এটি দেখে মক্কার মুশরিকগণ ভীষণ আনন্দিত। তারা মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করতে লাগল। জনৈক মুশরিক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলেছিল যে, আজ আমাদের ইরানী ভাইগণ তোমাদের রোমক ভাইদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছে, কাল আমরাও তোমাদেরকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলব। এমন ক্রান্তিকালে কুরআন মাজীদ প্রকাশ্য পরিবেশ পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত এক ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা দিল যে, এখন যদিও পারসিকদের হাতে রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, কিন্তু নয় বছরের মধ্যেই রোমকগণ বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবূ বকরের বাজি ধরা ও বাজিমাত করা

কুরআন মাজীদের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জনৈক মুশরিকের সাথে বাজি ধরেছিলেন যে, (অবশ্য তখনও এরূপ বাজি ধরা হারাম হয়নি) এই মেয়াদের মধ্যে যদি রোমকগণ বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোমাকে একশ' উট দেব। অন্যথায় তুমি আমাকে একশ' উট দেবে। প্রথমে بِضْعِ سِنِيْنَ-এর ব্যাখ্যায় নিজস্ব চিন্তাধারা মুতাবিক এর মেয়াদ তিনি ধরেছিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক بِضْعٌ -এর আভিধানিক অর্থ নয় বছরই চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট হল।

এ দিকে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার হৃতরাজ্য ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং মানত করল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়ী করেন তবে হিম্‌স থেকে ঈলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত আমি পায়ে হেঁটে যাব। আল্লাহ্‌র কুদরত দেখুন, কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক ঠিক নয় বছরের মধ্যেই (হিজরতের এক বছর পর) বদর দিবসে বদর প্রান্তরে মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে যখন আনন্দ প্রকাশ করছিল ঠিক ঐ দিনই আল্লাহ্ তা'আলা ইরানী অগ্নি-উপাসকদের বিরুদ্ধে কিতাবী রোমকদের বিজয় দিলেন। এই সংবাদে বিজয় আনন্দে উল্লসিত মুসলমানদের আনন্দে নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটল। আর এই সূত্রেই পরাজিত মুশরিকগণের পরাজয়ের গ্লানি আরও তীব্র হয়। কুরআন মাজীদের এই বিরাট ও মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অবলোকন করে বহুলোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং পূর্ব শর্ত মুতাবিক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুশরিকদের নিকট থেকে ১০০টি উট আদায় করে নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এগুলো সাদকা করে দিতে বলেন।

'আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহের জন্যে হাজার শুক্‌র'

৩. অর্থাৎ প্রথমে পারসিকদের বিজয় দান এবং রোমকদের পরাজিত করা। পরে অবস্থা পরিবর্তিত করে দেয়া সব আল্লাহ্‌র হাতে। শুধু এতটুকু দেখে কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় বা অপ্রিয় হয়ে গেছে বলে সিদ্ধান্ত প্রদান ঠিক নয়। 'মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর আমি পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই' (৩ ঃ ১৪)।

(৫) بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ
(৬) وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
(৭) يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে,[৪] তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[৫]

৬. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে, আল্লাহ্ ব্যতিক্রম করবেন না তাঁর প্রতিশ্রুতির। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।[৬]

৭. তারা অবগত পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে আর তারা আখিরাত সম্বন্ধে অবগতি রাখে না।[৭]

---

৪. অর্থাৎ একে তো মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় লাভের খুশী, উপরন্তু তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কিতাবিগণ অগ্নিপূজক পারসিকদের উপর বিজয় লাভের খুশী। লোকজন কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণীর চাক্ষুষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ করল। আর মক্কার কাফিরগণ সবদিক থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হল।

৫. অর্থাৎ যাকে পরাজিত করার ইচ্ছা করেন শক্তি দিয়ে কেউ তা ঠেকাতে পারে না। আর যার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করতে চান কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই তাকে বিজয়ী করে দেন।

৬. অর্থাৎ কাউকে বিজয়ী ও কাউকে পরাজিত করার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কি রহস্য আছে তা অধিকাংশ মানুষ অনুধাবন করতে পারে না এবং তারা এও বুঝে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন কাজ করতে চান তখন বাহ্যিক কোন বাধা-বিপত্তি থাকলে সেগুলো নিমিষেই দূরীভূত হয়ে যায়। তাই অধিকাংশ মানুষ কোন বাহ্যিক উপকরণ না দেখলে শুধু আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে চায় না এবং তারা সাময়িক বিজয় দেখে মনে করে যে, এরাই বুঝি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র এবং মাকবূল বান্দা!

ভোগবাদীদের চরিত্র

৭. অর্থাৎ এ সকল লোক দুনিয়ার জীবনের প্রকাশ্য দিকটি জানে-বুঝে। এখানকার আরাম-আয়েশ, পানাহার খাওয়া পরা, চাষাবাদ, আয়-রোজগার, আমোদ-স্ফূর্তি করা ইত্যাদি তাদের জানা-শোনা ও বুঝা পড়ার শেষ সীমা। এ জীবনের পশ্চাতে যে, আর একটি জীবন-রহস্য লুকিয়ে আছে এবং সেখানে যে, এই পার্থিব জীবনের সকল ভাল-মন্দের ফলাফল সম্মুখে আসবে এ সম্পর্কে তারা একেবারেই বে-খবর। দুনিয়াতে যাতে ঐশ্বর্যশালী ও সুখী দেখা যাবে আখিরাতেও সে সুখী হবে এমনটি অনিবার্য নয়। আচ্ছা! আখিরাতের ব্যাপার তো দূরের কথা, এখানেই দেখুন, কোন ব্যক্তি কিংবা কোন জাতি কোন এক সময় দুনিয়াতে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে; কিন্তু তার শেষ পরিণতি হয় ব্যর্থতা আর অপমান।

(٨) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ○

(٩) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৮. তারা কি ভেবে দেখে না নিজেদের অন্তরে যে, আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন, আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এগুলোর অন্তর্বর্তী।[৮] তা সৃষ্টি করেছেন যথার্থভাবে ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে বিশ্বাস করে না।[৯]

৯. তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে, যাতে করে তারা দেখ্‌ত কেমন পরিণাম হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদের, শক্তিতে তারা ছিল ওদের চেয়ে প্রবল, তারা জমি চাষ করত এবং ওদের চেয়ে অধিক আবাদ করত। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট বিধান নিয়ে।[১০] বস্তুত আল্লাহ্ তাদের প্রতি যুলুম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করত।[১১]

---

৮. অর্থাৎ পৃথিবীর এই বিশাল অয়োজন আল্লাহ্ তা'আলা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। কোন একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই রয়েছে। আখিরাতে তা প্রকাশিত হবে। হাঁ, এ গতিময়তা সব সময় বিদ্যমান থাকলে তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তন ও ব্যত্যয় সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এর একটা চূড়ান্ত সীমা অবশ্যই আছে। সুতরাং প্রতিশ্রুত এক সময়ে এ বিশ্ব ধ্বংস হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে অন্য এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. তারা মনে করে, প্রতিপালকের সম্মুখে কখনও উপস্থিত হতে হবে না এবং হিসাব-নিকাশও দিতে হবে না।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত

১০. অর্থাৎ বড় বড় শক্তিমান জাতিসমূহ (আদ, ছামূদ ইত্যাদি) যারা জমিতে চাষাবাদ, ক্ষেত খামার করে এটিকে নয়নাভিরাম উদ্যানে পরিণত করেছিল, মাটি খনন

(১০) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ
كَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(১১) اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(১২) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

(১৩) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ○

১০. তারপর যারা মন্দ কর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ, কারণ, তারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং ওগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।[১২]

১১. আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন তারপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তোমরা তারই নিকট প্রত্যানীত হবে।

১২. যেদিন কিয়ামত হবে পাপীরা হতাশ হয়ে পড়বে।

১৩. তাদের দেবদেবীগুলো তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারাই তাদের দেবদেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।[১৩]

করে কূপ ও খনিগুলো আবিষ্কার করেছে, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এ যুগের কাফিরদের চেয়ে ছিল অগ্রগামী, এদের তুলনায় দীর্ঘতর জীবন পেয়েছিল, অনেক বেশী আবাদ করেছিল জমা-জমি, আজ তারা কোথায় ? আল্লাহ্‌র নবীগণ (আ) যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রকাশ্য বিধানসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তোমরা কি শোননি তাদের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল ? কীভাবে তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়েছিল ? তাদের বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ীর চিহ্নাদি তো এখনও আংশিক আছে। এখনও ওসকল স্থানে গিয়ে সেগুলো দেখতে পার। এ সকল অদূরদর্শী লোকদের জন্যে কি এগুলোতে কোনই শিক্ষণীয় বিষয় নেই ?

১১. আল্লাহ্‌র পক্ষে তো যুলুমের কল্পনাও করা যায় না, তবে এ লোকগুলো নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠার মারছে। তারা এমন কাজ করছে যেটির ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করছে। আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সুস্পষ্ট রীতি তো এই, নবী-রাসূল প্রেরণ না করে পরিপূর্ণভাবে সতর্ক না করে তিনি কাউকে পাকড়াও করবেন না।

১২. ঐ মন্দ পরিণাম তো তারা দুনিয়াতে দেখেছে। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরকালীন শাস্তি কিন্তু আলাদা। বর্তমান জাতিগুলোর উচিত অতীত জাতিসমূহের জীবনেতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। কারণ, এক অপরাধে কোন এক জাতি যে শাস্তি ভোগ করেছে অনুরূপ অপরাধে অপরাধী সকল জাতি ঐ শাস্তি পেতে পারে।

(١٤) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ۝
(١٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ۝
(١٦) وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ
مُحْضَرُوْنَ ۝
(١٧) فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝
(١٨) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

১৪. যেদিন কিয়ামত হবে, সেদিন মানুষ বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে।[১৪]
১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হবে।[১৫]
১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার বাণীসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকার অস্বীকার করেছে তারা ধৃত হয়ে আসবে।
১৭. অতএব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে।
১৮. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই, তাঁর মহিমা আরো ঘোষণা কর অপরাহ্নে ও দুপুর বেলায়।[১৬]

---

১৩. অর্থাৎ যেগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করত প্রয়োজনের সময় যখন সেগুলো কোন উপকারে আসবে না, তখন তারা ওগুলোকে অস্বীকার করে বলবে— وَاللّٰهِ مَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ (আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না)।

পুণ্যবান ও পাপীরা পৃথক হয়ে যাবে

১৪. অর্থাৎ পুণ্যবান ও পাপী বান্দাদেরকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া হবে। পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ আবাসস্থলে তাদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। এর বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।

১৫. অর্থাৎ নানাবিধ নিআমত ভোগ-বিলাসে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং সকল প্রকারের আনন্দ ও খুশী দ্বারা তাদেরকে আপ্যায়িত করা হবে। এটি হলো নেককার লোকদের আবাসস্থল। বদকার ও পাপীদের কথা পরে আসছে। মোদ্দাকথা এই, উভয় দলকে এমন চূড়ান্তভাবে পৃথক করে দেয়া হবে যে, তার উপরে আর পৃথকীকরণ হতে পারে না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায

১৬. অর্থাৎ জান্নাত কামনা করলে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ কর, তার যিক্‌র কর। আল্লাহ্‌র যিক্‌র অন্তর দ্বারা, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করা যায়। নামাযের মধ্যে সকল প্রকারের স্মরণ ও যিক্‌রের ব্যবস্থা রয়েছে। ফরয নামাযের ওয়াক্ত তাই যা আয়াতে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ সকাল (ফজর) সন্ধ্যা (এর মধ্যে মাগরিব ও ইশা) এবং দিনের শেষ ভাগে (আসর) এবং দুপুরের (যুহর) নামায। এ সময়গুলোতে আল্লাহ্‌র রহমত,

(১৯) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

(২০) وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

১৯. তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবিত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর সেটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।[১৭]

২০. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।[১৮]

কুদরত ও মাহাত্ম্যের নিদর্শনাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। বস্তুজগতে সূর্য সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতি-গোলক। এটির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব থেকে সৃষ্টির কোন জড় পদার্থই মুক্ত নয়। (যেমন ارض النجوم। গ্রন্থের রচয়িতা বিস্তারিতভাবে তা প্রমাণ করেছেন)। এ সূত্রেই নক্ষত্র পূজারীরা সূর্যকে তাদের শ্রেষ্ঠ উপাস্য সাব্যস্ত করেছে। هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ (এটি আমার প্রতিপালক এটি সর্বশ্রেষ্ঠ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই বক্তব্যে সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। সূর্যের অসহায়ত্বে ও অক্ষমতা এবং তার দান থেকে সূর্য পূজারীদের বঞ্চিত থাকাটা এই পাঁচ সময়েই প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। ভোরে যখন সূর্য উদিতই হয়নি, মধ্যাহ্নে সূর্য ঢলে পড়ার সময় যখন তার উর্ধ্বগমনে দুর্বলতা আসতে শুরু করে এবং আসরের সময়ে যখন তার তাপ ও আলোতে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা দেখা যায় এবং সূর্যাস্তের পর যখন তার আলোকময় শিখা রশ্মি থেকে তার পূজারিগণ বঞ্চিত হয়, তারপর ইশার সময় যখন পশ্চিম গগণে রক্তিমাভাও তিরোহিত হয় এবং আলোর ক্ষীণতম চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট থাকে না, এ সকল সময়ে একত্ববাদীদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, তারা যেন মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং নামাযের শুরুতেই 'আল্লাহু আকবার' বলে শ্রেষ্ঠ একত্ববাদী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ করে। هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ বলার পর তিনি বলেছিলেন اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (আমি আমার মুখ ফিরাচ্ছি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে যিনি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই)। এ আয়াতে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ উল্লেখ করে এটি জানিয়ে দেওয়া হল যে, তাস্‌বীহ, তান্‌যীহ ও স্মরণ করার যোগ্য একমাত্র তিনিই হতে পারেন যাঁর মাহাত্ম্য আসমান-যমীনের সকল বস্তু মুখের ভাষায় কিংবা তাদের অবস্থার দ্বারা পরোক্ষভাবে ঘোষণা করে যাচ্ছে। কোন অক্ষম ও অসমর্থ সৃষ্টি এর যোগ্য নয়। দেখতে তা যতই বড় হোক। পরবর্তী আয়াতগুলোতে সেই মহান আল্লাহ্‌র কতক মাহাত্ম্য ও পরিপূর্ণ গুণের বর্ণনা রয়েছে যাতে তাঁর উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয়। এই সূত্রে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান বিষয়েও যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে।

১৭. অর্থাৎ বীর্য থেকে মানুষ এবং মানুষ থেকে বীর্য, ডিম থেকে প্রাণী আবার প্রাণী থেকে ডিম বের করেন। কাফির থেকে ঈমানদার এবং ঈমানদার থেকে কাফির সৃষ্টি

(২১) وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝
(২২) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ۝

২১. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন, এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।[১৯]

২২. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে।[২০]

করেন। ভূমি যখন শুকিয়ে নিষ্প্রাণ হয়ে যায় তখন রহমতের পানি দ্বারা সেটিকে সবুজ শ্যামল করে তোলেন। মোট কথা, প্রকৃত হোক অথবা রূপক হোক, দৃশ্যমান হোক আর অদৃশ্যমানই হোক সকল প্রকার হায়াত-মউত ও জীবন-মৃত্যুর বাগডোর তাঁরই হাতে। তাহলে তোমাদেরকে জীবিত করে কবর থেকে উঠানো তাঁর পক্ষে মুশকিল হবে কেন ?

১৮. অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে মাটি থেকে তৈরী করেছেন। তারপর দেখুন মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কতটুকু প্রচার-প্রসার দিলেন যে, সন্তান-সন্ততি ও তাঁর ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর সর্বস্থানে বিস্তার লাভ করেছে। কেমনতর অদ্ভুত ও আশ্চর্য বিচক্ষণতা এই মাটির পুতুল (মানুষ) বানিয়ে দেখান।

নারীর সৃষ্টিতত্ত্ব

১৯. অর্থাৎ প্রথমে মাটি থেকে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করলেন। তারপর তা থেকেই তাঁর জোড়া তৈরী করলেন। প্রেম-প্রীতি ও শান্তি পাওয়ার জন্য। প্রকৃতিগতভাবে (নারী-পুরুষ) উভয় লিঙ্গের মধ্যে এক বিশেষ প্রেম-প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন, যাতে দাম্পত্য উদ্দেশ্য সফল হয়। তাই উভয়ের মেলামেশার ফলে মানব জাতি দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে আর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সূরা নিসা ঃ রুকূ ১)।

(২৩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

(২৪) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ
بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৩. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ।[২১] এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্যে।[২২]

২৪. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও আশা সঞ্চারকরূপে[২৩] এবং তিনি আকাশ হতে বর্ষণ করেন বৃষ্টি ও তাদ্বারা ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।[২৪]

মানব সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কুদরত

২০. আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই আদি পিতা ও আদি মাতা থেকে বের করেছেন। এক সাথে রেখেছেন। তারপর সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়ে শুধু ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বিদেশীরূপে প্রমাণিত হয়। তারপর দেখুন সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কত অগণিত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছে; কিন্তু এমন দু'জন লোক পাওয়া যাবে না যাদের বাচনভঙ্গি উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বর এক ও অভিন্ন। প্রতিটি মানুষের রং, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি যেমন অন্যের চেয়ে পৃথক তদ্রুপ কণ্ঠস্বর, কথা বলার ধরনও সম্পূর্ণ পৃথক। এমন দু'জন লোক কখনও পাওয়া যাবে না কণ্ঠস্বর, বর্ণ, রূপ ও আকৃতিতে যে দু'জন এক ও অভিন্ন হবে। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নতুন নতুন নিয়ম-রীতি-আকৃতি সরবরাহ করছেন, সেই কোষাগারে কোন রকমের ঘাটতি দেখা দেয়নি মূলত এটি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের কত বড় নিদর্শন।

২১. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, মানুষ দু'টো অবস্থায় আবর্তিত হচ্ছে। শয়ন করলে নিদ্রামগ্ন হলে অচেতন পাথরের ন্যায়। আর জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত হলে তখন দেখা যায় তার মত চালাক-চতুর ও হুঁশিয়ার অন্য কেউ নেই। মূলত নিদ্রার জন্যে রাত আর জীবিকার্জনের জন্যে দিন, এতদ্‌সত্ত্বেও উভয় সময়ে উভয় কাজ করা চলে।

২২. অর্থাৎ যারা শুনে, তা সংরক্ষণ করে। তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, 'মানুষ তার নিদ্রাকালীন অবস্থা দেখতে পায় না। তাই লোকের নিকট থেকে শুনে নেয়। يَسْمَعُوْنَ শব্দ ব্যবহারের এটিই হচ্ছে তাৎপর্য।'

(٢٥) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا
دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ ڰ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

(٢٦) وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ○

(٢٧) وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ
الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, আকাশ ও পৃথিবী স্থির রয়েছে তাঁরই আদেশে।[২৫] তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে উঠবার জন্যে একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে।[২৬]

২৬. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সব তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।[২৭]

২৭. তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি এটিকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটি অতি সহজ তার জন্যে।[২৮] আকাশরাজি ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৯]

---

২৩. বিদ্যুতের চমকানি দেখে মানুষ তো ভয় পায়, না জানি কার মাথার উপর পড়ে। অথবা না জানি অতি বর্ষণ না শুরু হয়ে যায়। যাতে জান-মালের ক্ষতি হবে। বিদ্যুতের ঝলক দেখে মানুষ আবার আশান্বিতও হয় যে, বৃষ্টি হলে পার্থিব কাজ-কর্ম চলবে। পথিক-মুসাফির আঁধার রাতে বিদ্যুত চমকানিতে খুশী হয়। ঐ আলোতে সম্মুখে কিছু পথ সে দেখে নিতে পারে। আবার কখনও ভীত-সন্ত্রস্তও হয়ে পড়ে।

২৪. অর্থাৎ এ থেকেই বুঝে নাও যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা কোন কঠিন কাজ নয়।

২৫. প্রথমে আসমান-যমীনের সৃষ্টির কথা আলোচনা হয়েছিল। এখানে সেগুলোর স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার আলোচনা এসেছে যে, এগুলোও তার কর্তৃত্বাধীন কোনটি নিজস্ব কক্ষপথ অতিক্রম করে অন্যের উপর পতিত হবে এবং বিশ্ব চরাচরের নিয়ম-নীতির ব্যত্যয় ঘটাবে সে অবকাশ নেই।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ যতদিন, আসমান-যমীন ততদিন স্থির থাকবে। তারপর দুনিয়ার নির্ধারিত মেয়াদ যখন শেষ হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার এক আহ্বান শুনে তোমরা সবাই কবর থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানের দিকে ধাবিত হবে

২৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনে বসাবাসকারী সব তাঁরই বান্দা বাঁদী। তারই আজ্ঞাবহ। কার শক্তি আছে যে, তাঁর সৃষ্টি নির্দেশের বিরোধিতা করে?

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও কুদরতের সম্মুখে সবই তো সমান। কিন্তু তোমাদের অনুভব-অনুভূতির বিচারে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো

(২৮) ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন; তোমাদের আমি যে রিয্ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে অংশীদার ? ফলে তোমরা কি এ ব্যাপারে সমান? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর ? এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট।৩০

সহজতর হওয়ার কথা। এতদ্সত্ত্বেও তোমরা তাঁকে প্রথম দফার স্রষ্টারূপে মেনে নাও কিন্তু দ্বিতীয়বারের সৃজনকে অসম্ভব মনে কর এ কেমন অদ্ভুত কথা!

২৯. অর্থাৎ সব ঊর্ধ্বের ঊর্ধ্বে, সকল উচ্চতার উচ্চে তাঁর শান ও মান, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তো মান-মর্যাদায় তাঁর ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারে না, তাঁর সমান হওয়া তো দূরের কথা। বরং তাঁর সম্পর্কে সৃষ্টিজগতের যত উচ্চ ধারণা তার চেয়েও বহু বহু উর্ধ্বে তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা। যেখানে যে সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে তা আল্লাহ্ তা'আলার মান-মর্যাদার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব মাত্র। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, আকাশের ফেরেশতাগণ পানাহার করে না আর মানবিক কোন প্রয়োজনও তাদের মধ্যে নেই। একমাত্র ইবাদত ও বন্দেগী ছাড়া তাদের কোন কাজ নেই। আর পৃথিবীর অধিবাসী মানুষগণ উল্লিখিত সর্বকাজে জড়িত। আল্লাহ্র গুণাবলী না এদের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, না ওদের সাথে তিনি পবিত্রতম সত্তা। জনৈক কবি কী সুন্দরই না বলেছেন—

ای برتر از خیال وقیاس وگماں وہم وز ہرچہ گفتہ اند شنیدم خواندہ ایم

হে মুনিব! ঊর্ধ্বে যিনি চিন্তা-ধারণা আর কল্পনার
উচ্চে যিনি আমার পঠন, আমার শ্রবণ আমার বর্ণনার।

منزل تمام گشت وبپایان رسید عمر
ماہمچنان در اوّل وصف تو ماندہ ایم

জীবন খাতার সকল পাতা যদিও আমার সাঙ্গ হলো,
খতিয়ে দেখি কেবল তোমার একটি গুণই গীত হলো।

অপর কবি বলেছেন—

ای برون ازوہم وقال قیل فخاك برفوق من وتمثیل من

(২৯) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

২৯. বস্তুত সীমালঙ্ঘনকারিগণ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে মূর্খতাবশত।[৩১] সুতরাং কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন আল্লাহ্ ? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৩২]

হে মহান! মাটির মানুষের ধারণা ও কল্পনা থেকে যিনি ঊর্ধ্বে। আমাদের উদাহরণ আর উপমার যিনি ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্কের সাথে মনিব ও দাসের সম্পর্কের তুলনা

৩০. অর্থাৎ শির্ক ও অংশীবাদের কদর্যতা ও অসারতা বুঝানোর জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ পেশ করছেন। তোমাদের অধিকারভুক্ত সম্পদ (দাস-দাসী) তোমরা যেগুলোর বাহ্যিক ও রূপক মালিক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেন ধন-সম্পদ ও জীবিকা দান করেছেন তাতে কি ওই দাস-দাসীদেরকে তোমাদের শরীক ও অংশীদার বলে মেনে নিতে পার, যেমন অংশীদার মেনে নাও যৌথ সম্পদ-সম্পত্তিতে নিজের ভাই-বোন ও অন্যান্য অংশীদারগণকে ? অথবা অংশীদারগণের ব্যাপারে তোমরা যেমন শংকিত থাক যে, সে যদি ব্যবহার করে তবে এই সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে, অথবা সে কখন বন্টনের চাপ দেয়, অথবা কখন জিজ্ঞেস করে বসে যে, আমার অনুমতি ও সম্মতি ব্যতীত এই কাজ কেন করলেন ? এরূপ শংকা ও ভয় কি দাস-দাসী ও গোলাম চাকরদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় ? যদি তা না হয় তবে বুঝা উচিত যে, এক কৃত্রিম মালিক তার দাস-দাসীর ব্যাপারে শংকিত হয় না, তাহলে প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে সকল দাসানুদাসদের ব্যাপারে শংকিত হবেন কেন নিজেদের মূর্খতার কারণে তোমরা যেগুলোকে তার সমকক্ষ ও শরীক স্থির করছ ? একজন ক্রীতদাস তার মালিকের সম্পত্তিতে অংশীদারও সমান হতে পারে না, অথচ তাদের দু'জনই আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং দু'জনেই আল্লাহ্র দেওয়া জীবিকা আহার করে তাহলে কোন এক সৃষ্ট বস্তু; বরং সৃষ্ট মানুষ কর্তৃক তৈরী বস্তু (মূর্তি) কী করে সৃষ্টিকর্তার খোদায়ী ও উপাস্য হওয়ার সমকক্ষ হতে পারে ? তাদের এহেন যুক্তিহীন মতবাদ কোন বিবেকবান মানুষ গ্রহণ করতে পারে না।

৩১. অর্থাৎ সীমালঙ্ঘনকারী ও অবিচারী লোকেরা এরূপ স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা বুঝবে কেমন করে ? তারা তো বুঝতে চায়ই না। বরং মূর্খতা ও প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা শুধু খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে।

৩২. অর্থাৎ যাদের অন্যায়, মূর্খতা ও প্রবৃত্তিপূজার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সত্য পথে চলার এবং সত্য অনুধাবনের তাওফীক দান করেননি, তখন কার ক্ষমতা আছে যে, তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সত্য পথে নিয়ে আসবে ? অথবা সাহায্য

(٣٠) فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

৩০. নিজকে তুমি দীনে প্রতিষ্ঠিত কর একনিষ্ঠ হয়ে।[৩৩] আল্লাহ্‌র প্রকৃতিতে যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ।[৩৪] কোন পরিবর্তন নেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির।[৩৫] এটিই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।[৩৬]

করে ভ্রান্তি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে ? সুতরাং হে রাসূল! তাদের ব্যাপারে তেমন আক্ষেপ অনুশোচনার কোন প্রয়োজন নেই। তাদের থেকে মনোযোগ হটিয়ে পরিপূর্ণভাবে আপন প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হোন এবং স্বভাব-ধর্ম ইসলামের উপর অবিচল থাকুন।

৩৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন মতেই ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না, তাকে শিরকের পাকে থাকতে দিন আর আপনি সর্বদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একক খোদার প্রতি অবিচল থাকুন। আর একাগ্রতা ও পরিপূর্ণ আস্থা সহকারে তাঁর সত্য দীনে স্থির থাকুন।

মানব-প্রকৃতি একত্ববাদ প্রত্যাশী

৩৪. শুরু থেকে মানব-প্রকৃতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সে যদি সত্য অনুধাবন ও তা গ্রহণ করতে চায়, তবে তা গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের মনে তাঁর মোটামুটি মা'রিফাত ও পরিচিতির একটি জ্যোতি হিদায়াতের বীজরূপে ঢেলে দিয়েছেন। বান্দা যদি যুগ ও সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কু-প্রভাবে প্রভাবিত না হয় এবং মৌল প্রকৃতির ওপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সে সত্য দীন গ্রহণ করবে, অন্য পথে যাবে না। রূহের জগতে 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই' এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের মধ্যে সে দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেকটি মানব শিশু ইসলামের (ফিতরাতের) উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে। একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে হুনাফা (حنفا) বা একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। তারপর পথ ভুলিয়ে দিয়ে শয়তান তাদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে। বস্তুত দীনই হানীফ বা একনিষ্ঠ দীন, দীনে হক বা সত্য দীন এবং দীনে কায়্যিম বা সুদৃঢ় দীন, সেটি মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর ছেড়ে দিলে সে যেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই ফিতরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটিতে কোন প্রকারের তারতম্য ও বেশ-কম নেই। ধরুন, ফিরআওন ও আবূ জাহলের মধ্যে যদি ওই

(৩১) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

(৩২) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

৩১. সকলে তাঁর অভিমুখী হয়ে[৩৭] ভয় কর তাঁকেই, সালাত কায়েম কর, এবং অন্তর্ভুক্ত হয়ো না অংশীবাদীদের।

৩২. যারা বিভেদ সৃষ্টি করেছে আপন ধর্মে এবং বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন ফেরকায়, প্রত্যেক ফেরকাই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।[৩৮]

শক্তি না থাকত তবে তাদের উপর সত্য গ্রহণের দায়ভার চাপানো সংগত হত না। যেমন ইট, পাথর ও জন্তু-জানোয়ারকে সত্য গ্রহণের দায়িত্ব আরোপ করা যায় না। মানব প্রকৃতির এই সমতার ফলশ্রুতি হলো, দীনের বহু মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কোন না কোন রূপে প্রায় সকল মানুষই স্বীকার করে। যদিও তার উপর ঠিকভাবে কায়েম থাকে না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবার মালিক ও বিধান দাতা সবার উর্ধ্বে, কেউই তার সমান নয়। কারও জোর-জবরদস্তি তাঁর উপর চলে না। এ কথাগুলো সবাই জানে, এর উপর চলাই কর্তব্য। তদ্রূপ কাউকে জানে-মালে কষ্ট দেওয়া বা চরিত্র হননকে সকলেই খারাপ মনে করে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, হক আদায় করা, ছল-চাতুরী না করা, এগুলোকে সকলেই ভাল মনে করে। এগুলো কার্যকর করাই সত্য দীন সঠিক ধর্ম। এই অনুভূতি ও চেতনা প্রকৃতিগত ব্যাপার। কিন্তু এগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতিও কার্যকরণের নিয়ম-কানূন আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদের (সা) মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

৩৫. অর্থাৎ মৌল সৃষ্টির দিক থেকে কোন প্রকারের তারতম্য ও পরিবর্তন নেই। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের উপযোগী করে তৈরী করেছেন। অথবা মর্ম এই, আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, নিজেদের ইচ্ছায় সেটিকে পরিবর্তন ও বিকৃত করো না, যে বীজ তিনি তোমাদের মধ্যে রেখেছেন উদাসীনতার ও নির্বুদ্ধিতা দ্বারা সেটিকে বিনষ্ট করো না।

৩৬. অর্থাৎ ফিতরাত ও প্রকৃতির এই আহ্বান-ই সরল দীন-সত্য ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে না।

৩৭. অর্থাৎ তার অভিমুখী হয়ে মৌলিক দীন ও ধর্মকে ধরে রাখ। শুধু পার্থিব ফায়দার জন্যে উল্লিখিত কর্মগুলো পালন করলে দীন ধর্ম বিশুদ্ধ হবে না। তারপর প্রকৃতিগত ধর্মের কতক মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, যেমন আল্লাহ্‌ভীতি, সালাত প্রতিষ্ঠা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকা, শির্‌কবাদীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা, এবং আপন ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি না করা।

কেমন করে ফেরকার উদ্ভব হয়

৩৮. অর্থাৎ স্বভাব ধর্মের রীতিনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা নিজেদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, বহু দলে উপদলে ফেরকা বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক ফেরকার

(٣٣) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

(٣٤) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

(٣٥) أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝

৩৩. মানুষকে যখন স্পর্শ করে দুঃখ-দৈন্য তখন তারা ডাকে তাদের প্রতিপালককে বিশুদ্ধ চিত্তে; তারপর তিনি যখন তাদেরকে আস্বাদন করান তাঁর পক্ষ থেকে কিছু অনুগ্রহ তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক স্থির করে থাকে।

৩৩. তা অস্বীকার করার জন্যে যা তাদেরকে আমি দিয়েছি। সুতরাং ভোগ করে নাও, শীঘ্রই জানতে পারবে।[৩৯]

৩৫. আমি কি তাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি এমন কোন দলীল, যা তাদেরকে এই শির্‌ক করতে বলে ?[৪০]

আকীদা-বিশ্বাস আলাদা, মাযহাব মতাদর্শ আলাদা। যে কেউ ভ্রান্তি কিংবা কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন নতুন বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে কিংবা কোন রীতিনীতি আবিষ্কার করেছে একদল তার অনুসরণ করতে শুরু করেছে। কিছুদিন যেতে না যে সেটি একটি স্বতন্ত্র ফেরকায় পরিণত হয়েছে। তারপর প্রত্যেক ফেরকা নিজেদের উদ্ভাবিত আকীদা-বিশ্বাস ও নীতির উপর এমন অবিচল অবস্থান গ্রহণ করল যে, ওই বিশ্বাস ও নীতি যতই ভ্রান্ত ও অলীক হোক না কেন, এগুলো যে ভ্রান্ত হতে পারে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

৩৯. অর্থাৎ মানব প্রকৃতি ভাল কাজগুলোকে যেমন চিনতে পারে তেমন এও চিনতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি ফিরে আসা আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়াটাই যথার্থ কাজ। ভয় ও বিপদের সময় তার অভিব্যক্তি ঘটেই যায়। জঘন্যতম খোদাদ্রোহী ও বিপদগ্রস্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করে দেয়। মিথ্যা সব উপায় অবলম্বন তখন তার মন থেকে দূর হয়ে যায়। মানব প্রকৃতি যে মহান মাবূদের দিকে পথ নির্দেশ করে সেই আল্লাহ্ তা'আলাই প্রকৃত মালিক এ সত্যই কেবল তার অন্তরে বাকী থাকে। কিন্তু হায়! মানুষ এ অবস্থায় বেশীক্ষণ স্থির থাকে না। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ঐ বিপদ কেটে যাওয়া মাত্র তাঁকে ছেড়ে মিথ্যা দেবতাদের ভজন বন্দনায় লিপ্ত হয়। যেন যা কিছু সে পেয়েছে ঐ দেবতারাই তাকে দিয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা কিছুই দেননি (নাউযুবিল্লাহ্)। আচ্ছা ঠিক আছে, কিছুদিন উপভোগ করে নাও, পরে টের পাবে যে, ঐ অকৃতজ্ঞতা ও কুফরীর ফলাফল কী দাঁড়ায়। মনুষ্যত্ব যদি তাদের মধ্যে থাকতো তবে তারা অনুধাবন করতে পারত যে, বিপদ ও মুসীবতের সময় তার অন্তর যে, আল্লাহ্‌কে ডেকেছিল একমাত্র সেই আল্লাহ্‌ই সেই সত্তা যাঁকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত।

৪০. অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিবেক এবং মানব প্রকৃতির সাক্ষ্য তো শির্‌ক ও অংশীবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে এগুলোর বিপরীতে তাদের নিকট কি এমন কোন

(٣٦) وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ○
(٣٧) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَٰتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

৩৬. আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন তারা তাতে আনন্দে ফেটে পড়ে আর যদি এসে পড়ে তাদের উপর কোন দুর্গতি তাদের কৃতকর্মের; ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।[৪১]

৩৭. তারা কি দেখেনি আল্লাহ্ তার রিয্ক প্রশস্ত করেন যার জন্যে ইচ্ছা। অথবা তা পরিমিত করে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা বিশ্বাসী।[৪২]

দলীল-প্রমাণ আছে যা তাদেরকে বলে যে, খোদার খোদায়ীর মধ্যে অন্য কেউ তাঁর শরীক ও সমকক্ষ আছে ? (নাউযুবিল্লাহ্)। যদি কোন দলীল না থাকে তাহলে উপাস্য হওয়ার অধিকার তারা কোত্থেকে পেল ?

ঈমানদারদের ধৈর্য ও বেঈমানের অস্থিরতা

৪১. অর্থাৎ এ সকল লোকের অবস্থা অদ্ভুত। যখন আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে সুখে শান্তিতে থাকে তখন তাদের খুশীর অন্ত থাকে না। এমন অস্থির হয়ে উঠে এবং সীমালঙ্ঘন করে যে, প্রকৃত অনুগ্রহকারীর কথা বেমালুম ভুলেই যায়। আর কোন সময় যদি পাপাচারের কারণে বিপদের কষাঘাত পড়ে তবে সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হয়ে বসে থাকে যেন তখন বিপদ থেকে উদ্ধার করার কেউই নেই। পক্ষান্তরে ঈমানদার মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা সুখ শান্তির সময় প্রকৃত অনুগ্রহকারীকে স্মরণ করে। তাঁর দয়া ও দানে খুশী হয়ে মুখে ও অন্তরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর বিপদে জড়িয়ে পড়লে ধৈর্য ও সুস্থিরতার সাথে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য কামনা করে। এবং তারা এই আশা পোষণ করে যে, যত বড় বিপদই হোক আর বাহ্যিক পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হউক আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে অনুকূল হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এক আয়াত পূর্বে বলা হয়েছিল যে, "লোকজন বিপদের সময় প্রকৃত খোদাকে ডাকে" আর এখানে বলা হল "দুর্দশাগ্রস্ত হলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।" উভয় আয়াতে মূলত কোন দ্বন্দ্ব নেই। প্রথম অবস্থা অর্থাৎ খোদাকে ডাকার ব্যাপারটা তাদের বিপদকালীন প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থা অর্থাৎ প্রথম প্রথম খোদাকে ডাকে। তারপর বিপদ যখন কঠোরতর এবং প্রলম্বিত হতে থাকে তখন ঘাবড়ে গিয়ে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। অথবা বিপদকালে তাদের কতক লোকের হয় ওই অবস্থা।

(৩৮) فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ؗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(৩৯) وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝

৩৮. অতএব, আত্মীয়কে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। তাদের জন্যে এটি শ্রেয়, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারাই হচ্ছে ঐ সব লোক যারা সফলকাম।[৪৩]

৩৯. তোমরা সূদে যা দিয়ে থাক মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে। তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না আল্লাহ্র দৃষ্টিতে, কিন্তু পবিত্র হৃদয়ে তোমরা যা দান কর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাই বৃদ্ধি পায়, ওরাই হচ্ছে তারা যাদের সম্পদ দ্বিগুণ হয়।[৪৪]

---

৪২. অর্থাৎ ঈমানদার ও বিশ্বাসী লোকেরাই বুঝতে পারে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি এবং জীবিকার হ্রাস-বৃদ্ধি সব সেই মহাশক্তিশালী প্রতিপালকের হাতে। সুতরাং যে অবস্থাই আসুক বান্দা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে রাযী থাকবে। সুখের সময় ধৈর্যধারণ করবে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এবং এ ভয়ও পোষণ করবে যে, কখন আবার ছিনিয়ে নেয়া হয়। আর বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করবে এবং আশা রাখবে যে আল্লাহ্ তা'আলা তার দয়া ও অনুগ্রহে বিপদ দূর করবেন।

৪৩. অর্থাৎ সুস্থ বিবেক ও মানব প্রকৃতির সাক্ষ্য দ্বারা যখন প্রমাণিত হল যে, প্রকৃত মালিক ও প্রতিপালক সেই আল্লাহ্। দুনিয়ার সব নিআমত ও অবদান তাঁরই। তখন যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তাঁর দীদার লাভে আগ্রহী, তাদের কর্তব্য তাঁর দেওয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করা, মুসাফির, অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া। স্তর অনুপাতে আত্মীয়দের অধিকার পরিশোধ করা। এ প্রকারের বান্দাগণই দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য লাভ করবে।

সুদগ্রহণ সম্পদ বৃদ্ধি করে না

৪৪. অর্থাৎ সুদ গ্রহণে বাহ্যিকভাবে সম্পদের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হলেও মূলত তাতে সম্পদ কমতেই থাকে। যেমন কারো দেহ ফুলে মোটা হলে তা প্রকৃত দেহ বর্ধন নয়, বরং তা রোগের লক্ষণ, কিংবা মৃত্যুর পূর্বাভাষ। আর যাকাত প্রদানে বাহ্যত মনে হয় যে, সম্পদ কমে যাবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। যেমন জোলাপ নেওয়ার কারণে কোন অসুস্থ ব্যক্তির দেহে ঘাটতি দেখা দিলে বুঝতে হবে তার পরিণাম

(٤٠) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ
شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا
يُشْرِكُوْنَ ۝
(٤١) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

৪০. আল্লাহ্ই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, পরে তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে করতে পারে এই সমস্তের কোন একটি ? আল্লাহ্ পবিত্র মহান তারা যাদেরকে শরীক করে তা হতে।[৪৫]

৪১. জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষের কৃতকর্মের দরুন যাতে করে তাদেরকে তাদের কোন কোন কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করান হয়, যাতে করে তারা ফিরে আসে।[৪৬]

ভাল, সে সুস্থ হয়ে উঠবে। যাকাত আর সুদের ব্যাপারকেও অনুরূপ বুঝে নিন। "আল্লাহ্ সূদকে বিনাশ করেন এবং সাদকাকে বাড়িয়ে দেন।" (সূরা বাকারা ঃ ৩৮ রুকূ)

হাদীসে এসেছে মু'মিনের সাদকারূপে প্রদত্ত একটি খেজুরদানা কিয়ামতের দিন বৃদ্ধি পেয়ে পাহাড় পরিমাণ বিশাল আকারে দৃষ্ট হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন তাফসীরকার 'রিবা' বলতে সুদ অর্থ গ্রহণ করেনি; বরং তারা বলছেন এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কাউকে এ নিয়তে কিছু দেয় যে, অপর ব্যক্তিটি তাকে তার চাইতে বড় বা বেশী কিছু দেবে তাহলে এ দানে বরকত বা সওয়াব হবে না। যদিও তা' মুবাহ; কিন্তু নবীর জন্য তা মুবাহও নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ বাড়তি পাওয়ার আশায় দান করো না। (সূরা মুদ্দাছছির ঃ রুকূ-১) আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

৪৫. অর্থাৎ জীবিতকরণ, মৃত্যুদান, জীবিকা সরবরাহ সব তো এককভাবে তাঁরই হাতে। তাহলে অন্যান্য শরীক কীভাবে কোথেকে এসে উপাস্য হবার যোগ্য হলো ?

দুর্ভিক্ষ-দুর্যোগ পাপাচারের ফলশ্রুতি

৪৬. অর্থাৎ মানুষ স্বভাব ধর্মে অবিচল নেই। পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে কুফরী ও অন্যায়। তারই পাপে দেশে দেশে জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। না আছে স্থলভাগে

(٤٢) قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۭ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ○

(٤٣) فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ○

৪২. বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ পরিণাম কী হয়েছে, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তাদের। তাদের অধিকাংশই ছিল অংশীবাদী।[৪৭]
৪৩. তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, সরল দীনে।[৪৮] যে দিন অনিবার্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে,[৪৯] সে দিন মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে পড়বে।[৫০]

শান্তি, না আছে জলভাগে। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে। নৌযুদ্ধ এবং জলযানে লুটতরাজে সমুদ্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। এ সব এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলা চান বান্দার পাপকর্মের কিছু শাস্তি তাদেরকে দুনিয়াতে ভোগ করাবেন। পূর্ণ শাস্তি তো আখিরাতে পাবেই। কিন্তু কিছু নমুনা এখানে দেখাবেন, হতে পারে ভয় পেয়ে কেউ কেউ সৎপথে এসে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বান্দাদের পাপাচারের কারণে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি হওয়া তো পূর্ব থেকে হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে পাপ-পঙ্কিলতা, অন্ধকারের ঘনঘটা যেভাবে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ও জলে-স্থলে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই। পাশ্চাত্য বিশ্লেষকগণ সে যুগের অন্ধকার পরিবেশের যে চিত্র এঁকেছেন তা দেখে অনুমান করা যায় যে, অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও ঐ সত্য বিবৃতিতে কোন হেরফের করতে পারবে না। (দেখুন, দায়েরাতুল মা'আরিফ, ফরীদ বিজদী, 'হাম্‌দ' শিরোনামে)।

সম্ভবত সেই সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের কথা স্মরণ রেখেই তাফসীরকার হযরত কাতাদা (র) 'জাহেলী যুগ'কে আলোচ্য আয়াতের পটভূমি বলে মন্তব্য করেছেন।

৪৭. অর্থাৎ অধিকাংশ জাতির উপর ধ্বংস ও বিপর্যয় এসেছে শির্ক ও অংশীবাদের কারণে, অবশ্য কতক লোকের উপর এসেছে অন্য অপরাধের কারণে।

৪৮. অর্থাৎ পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি কিন্তু সরল দীনে যা প্রকৃতি সম্মত দীন, তাতে অটল থাক-অবিচল থাক। সব অশান্তির এই একটিই চিকিৎসা।

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঐ দিবসের আগমন অবশ্যম্ভাবী। কোন শক্তিই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলাও তা মুলতবী করবেন না।

(٤٤) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝
(٤٥) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ ۝
(٤٦) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَ
لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৪৪. যে সত্য প্রত্যাখ্যান করে, সত্য প্রত্যাখ্যানের দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে।[৫১] আর যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদের পথই সুগম করে নিচ্ছে।[৫২]
৪৫. যাতে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন[৫৩] তাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। তার নিজ অনুগ্রহে। তিনি ভালবাসেন না সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে।[৫৪]
৪৬. তাঁর এক নিদর্শন তিনি প্রেরণ করেন সুসংবাদবাহী বায়ু যাতে তোমাদেরকে আস্বাদন করান[৫৫] তার কিছু অনুগ্রহ এবং যাতে জলযানগুলো বিচরণ করে তাঁরই নির্দেশে।[৫৬] আর যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে এবং হক মানতে পার।[৫৭]

---

৫০. অর্থাৎ পুণ্যবানদেরকে জান্নাতে এবং পাপীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে। 'একদল জান্নাতে আর একদল জাহান্নামে' (সূরা শূরা, রুকূ ঃ ১)। হযরত শাহ সাহেব (র) এটিকে দুনিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর গণ্য করে লিখেছেন, ধর্মের জয় হবে। শাস্তির যোগ্য যারা তারা পৃথক হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্র মকবূল ও পসন্দনীয় যারা তারা পৃথক হয়ে যাবে।

৫১. অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানের শাস্তি সেই ভোগ করবে।

৫২. অর্থাৎ জান্নাতে সুখ ভোগের ব্যবস্থা করছে।

৫৩. অর্থাৎ যত বড় পুণ্যবানই হউক, সে জান্নাত পাবে আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে।

৫৪. অর্থাৎ ঐ মহা সত্য মালিক প্রভুকে যে ভালবাসে না তার ঠিকানা কোথায় হতে পারে?

৫৫. অর্থাৎ প্রবাহমান বায়ু রহমতের বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে। তারপর আল্লাহ্র মেহেরবানীতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

৫৬. অর্থাৎ পালবাহী জাহাজ ও নৌকাগুলো বাতাসের সাহায্যে চলাচল করে। আর বাষ্প চালিত স্টীমারের ক্ষেত্রেও অনুকূল বাতাস নির্বিঘ্ন চলাচলে সাহায্য করে।

৫৭. অর্থাৎ জাহাজে করে বাণিজ্যিকে পণ্য সমুদ্র পার করতে পার এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পার। তারপর এ সকল অনুগ্রহ লাভ করে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(٤٧) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا
مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○
(٤٨) اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ
وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ
مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৭. আমি তো তোমার পূর্বে প্রেরণ করেছিলাম রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি। তারা ওদের নিকট এসেছিল সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ, তারপর আমি প্রতিশোধ নেই ঐ সব লোকদের থেকে যারা ছিল গোনাহগার। আমার দায়িত্ব হচ্ছে ঈমানদারদের সাহায্য করা।[৫৮]
৪৮. আল্লাহ্ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটি মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি এটিকে আকাশে ছড়িয়ে দেন যেমন ইচ্ছা।[৫৯] পরে এটিকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেন এবং তুমি দেখতে পাও নির্গত হয় বারিধারা তা থেকে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের প্রতি ইচ্ছা এটি দান করেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল।[৬০]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইতোপূর্বে জলে-স্থলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিস্তারের আলোচনা ছিল। এখানে সুসংবাদ ও আল্লাহ্র অনুগ্রহের আলোচনা। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হওয়ার পর এই আশা ধারণ করে থাক যে, রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে। শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে যা আল্লাহ্র রহমত ও দয়ার সুসংবাদ শুনাচ্ছে। কাফিরদের উচিত অপকর্ম ও অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকা। আর আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ দেখে কৃতজ্ঞ বান্দায় পরিণত হওয়া।

৫৮. আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত বান্দাদেরকে পৃথক পৃথক করে দিবেন। সত্য অস্বীকারকারী যারা, সত্য প্রত্যাখ্যানের সাজা তাদের উপর পতিত হবে। আল্লাহ্ তাদেরকে পসন্দ করেন না। এখন বলছেন যে, ঐ পৃথকীকরণ দুনিয়াতেও প্রকাশ পাবে। কারণ, আল্লাহ্র রীতি ও প্রতিশ্রুতি এই অপরাধী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে তিনি শাস্তি দেন। আর পূর্ণ ঈমানদারদেরকে আপন সাহায্য ও সহায়তা দিয়ে শত্রুদের উপর বিজয়ী করেন। মধ্যখানে বায়ুর আলোচনা এজন্য আসলো যে, রহমতের বৃষ্টির পূর্বে যেমন বায়ু প্রবাহিত হয় দীনের বিজয় লাভের পূর্বেও তেমনি বিজয়ের আলামত ও নিদর্শন প্রকাশিত হয়।

৫৯. যেদিকে ইচ্ছা প্রথমে ছড়িয়ে দেন আর যেদিকে ইচ্ছা পরে প্রেরণ করেন। এভাবে দীনকে প্রসারিত করবেন। বস্তুত তিনি তা করেছেনও।

(৪৯) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ۝
(৫০) فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ
لَمُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৪৯. অবশ্য তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হওয়ার পূর্বে ছিল নিরাশ।[৬১]
৫০. সুতরাং চিন্তা কর, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নিদর্শন সম্বন্ধে কীভাবে তিনি পুনর্জীবিত করেন ভূমিকে তার মৃত্যুর পর।[৬২] নিশ্চয়ই তিনি জীবিত করেন মৃতকে এবং তিনি সব কিছু করতে পারেন।[৬৩]

---

৬০. অনুরূপভাবে যারা ঈমানী ও রূহানী বৃষ্টিপাত থেকে উপকৃত হবে, তারা আনন্দ উপভোগ করবে।

মানুষ দোলক শুধু হাসি-কান্নার মাঝে

৬১. অর্থাৎ মানুষ পূর্ব থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। এমনকি বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেও তারা আশা করতে পারে না যে, বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে সর্বত্র সিক্ত হয়ে যাবে। মানব-প্রকৃতি অদ্ভুত। এক মুহূর্তে হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। আবার এক মুহূর্তে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে।

৬২. অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে চারিদিকে ধুলি উড়ছিল, ভূমি শুষ্ক শ্রীহীন এবং মৃত পড়ে রয়েছিল। হঠাৎ আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে এটি জীবিত হয়ে শস্য-শ্যামল হতে শুরু করল। বারি বর্ষণ তার অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত শক্তিকে কত শীঘ্র উদ্ভাসিত করে তুললো। বুঝে নিন, রূহানী বর্ষণের অবস্থাও তাই। এটি দ্বারা মৃত অন্তরগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। 'জলে-স্থলে বিপর্যয় বিশিষ্ট' মৃত ভূমি পুনরায় জীবন ফিরে পাবে। চারিদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের নিদর্শন ও দীনের প্রতীক চিহ্ন দৃশ্যমান হবে। যে সকল প্রতিভা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মাটিতে মিশে রয়েছিল রহমতের বৃষ্টির এক ফোঁটায় সেগুলো আন্দোলিত ও দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে এই রূপ ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশের এক বিজ্ঞ কবি কত সুন্দরই না বলেছেন—

ہے یہ وہ نام خاک کوپاک کرے نکھار کر
এই তো সেই নাম যা পরিষ্কার করে পাক মাটি
ہے یہ وہ نام خارکو پھول کرے سنوارکر
যেই নাম কাঁটাকে বানায় ফুল করে পরিপাটি

(৫১) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ○

(৫২) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ○

(৫৩) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۞

৫১. এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে শস্য হরিদ্রাভ হয়ে গেছে, তখন তো তারা না-শুক্‌রী শুরু করে দেয়।[৬৪]
৫২. তুমি তো শুনাতে পারবে না মৃতকে, বধিরকেও পারবে না শুনাতে আহবান, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।
৫৩. এবং পথে আনতে পারবে না অন্ধকেও তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে। শুধু তাদেরকেই তুমি শুনাতে পারবে, যারা বিশ্বাস করে আমার নিদর্শনাবলীতে। কারণ, তারা আত্মসমর্পণকারী।[৬৫]

ہے یہ وہ نام ارضی کو کردے سما ابھار کر
এই তো সেই নাম যা উৎসাহ দিয়ে মাটিকে আকাশ করে

اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بیشمار کر
সেই নামের বেশুমার ওযীফা পড় হে আকবর সাচ্চা অন্তরে।

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

৬৩. অর্থাৎ এখানে মৃত অন্তরগুলোকে রূহানী জীবন দান করবেন আর কিয়ামতের দিন মরা লাশগুলোতে পুনঃজীবন সঞ্চার করবেন। তাঁর পরিপূর্ণ শক্তির পক্ষে কোন কাজই কঠিন নয়।

৬৪. অর্থাৎ প্রথমে তারা নিরাশ ছিল। বৃষ্টি এল। ভূমি সজীব হল। তারা আনন্দে উল্লসিত হল। তারপর যদি এমন এক বায়ু প্রেরণ করা হয় যাদ্বারা ফসলগুলো শুষ্ক হয়ে হলুদ বর্ণ ধারণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তারা ফিরে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সকল ইহসান ও দান ভুলে গিয়ে না-শুক্‌রী শুরু করে দেবে। মোটকথা, তাদের কৃতজ্ঞতা আর অকৃতজ্ঞতা সব পার্থিব প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সাথে সংযুক্ত। এখানে একটি ইঙ্গিত দেওয়া হল যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ পেয়ে বান্দা যেন বেপরোয়া ও ভয়হীন হয়ে না যায়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত বিচিত্র। বলা যায় না কখন আবার এই নিআমত ও অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেন। সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়ার জগতে দীনের ক্ষেত ও ফসল সতেজ-সজীব হওয়ার পর বিপরীতমুখী বাতাসের হল্কায় শুষ্ক হয়ে হলুদও হয়ে যেতে পারে। তখন নিরাশ হয়ে সাহসহারা হওয়া উচিত নয়।

ঈমানদারেরাই উপদেশ গ্রহণ করে

৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। মৃতকে তিনি জীবিত করেন। কিন্তু তোমাদেরতো এই শক্তি নেই যে, মৃত লোকদেরকে নিজেদের কথা শুনাও অথবা বধিরদেরকে শুনাও অথবা অন্ধদেরকে কিছু দেখিয়ে দাও। বিশেষত যখন তারা শুনতে ও দেখতে আগ্রহী নয়। অতএব, হে দোস্ত মুহাম্মদ (সা) এদের অকৃতজ্ঞতা ও কুফরী দ্বারা পেরেশান ও মনক্ষুণ্ন হবেন না। আপনার দায়িত্ব তো দাওয়াত দেওয়া ও রিসালাত পৌছিয়ে দেওয়া। কেউ না মানলে আপনার ক্ষতি কি ? আপনার কথা তারাই শুনবে যারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের চরিত্র অর্জন করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সূরা নামলের শেষ দিকে এই আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াত আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যায়। 'মৃতের শ্রবণ' সম্পর্কে তাফসীরকারগণ এখানে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই মাস্আলায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগ থেকেই মতদ্বৈধতা চলে এসেছে। উভয় পক্ষে কুরআন ও হাদীছের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখানে একটি কথা বুঝে নিন যে, এমনি তো দুনিয়াতে কোন কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত সংঘটিত হয় না। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়-উপকরণের আওতায় থেকে মানুষ স্বেচ্ছায় যা করে তা তার প্রতিই সম্পর্কিত হয় অর্থাৎ 'সে করেছে' বলা হয়। আর যেগুলো সাধারণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে সংঘটিত হয় সেগুলোকে সোজাসুজি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই সম্পর্কিত করা হয়। যেমন, কেউ গুলী করে অন্যকে মেরে ফেল্লে বলা হয় ঐ ব্যক্তিই তাকে হত্যা করেছে। আর মনে করুন এক মুষ্টি পাথর কুঁচি নিক্ষেপে সকল শত্রু-সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল, এটিকে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। গুলি নিক্ষেপ দ্বারা হত্যা সংঘটনও মূলত আল্লাহ্ তা'আলারই কুদরতের দ্বারাই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গুলি-গোলা কোন কাজে আসে না। কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى 'তুমি তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্ তাদেরকে হত্যা করেছেন, তুমি ধুলি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ্ তা'আলাই ধূলি নিক্ষেপ করেছেন।' (সূরা আনফাল, রুকূ-২)। এই হত্যা ও ধূলি নিক্ষেপ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় মুসলমানদের এই কাজকে আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নিজের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। ঠিক যেভাবে اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى (তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না) আয়াতের মর্ম বুঝে নিন। অর্থাৎ তুমি এটি করতে পারবে না যে, তুমি কিছু বলবে আর তোমার কথা মৃত ব্যক্তিদেরকে শুনাবে। কারণ, এটি বাহ্যিক নিয়মের পরিপন্থী। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে বাহ্যিক রীতি-নীতির বিপরীতে তোমার কোন কথা যদি মৃত ব্যক্তিগণ শুনে নেয় তবে সেটিকে কোন ঈমানদার অস্বীকার করতে পারবে না। অতএব, অলৌকিকভাবে যে সকল কথা মৃতের শ্রবণের পক্ষে দলীল-প্রমাণ পাওয়া যাবে ততটুকু পর্যন্ত আমাদেরকে তা স্বীকার করতেই হবে। শুধু কিয়াসের ভিত্তিতে এটা বলা যাবে না যে, অন্য সব কথাও তারা শুনে। বস্তুত

(৫৪) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

(৫৫) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝

৫৪. আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে। দুর্বলতার পর তিনি তোমাদেরকে দেন শক্তি, শক্তির পর দেন আবার দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[৬৬]

৫৫. যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা অবস্থান করেনি মুহূর্তকালের বেশী।[৬৭] এভাবেই তারা হতো সত্য বিমুখ।[৬৮]

এ আয়াতে 'শ্রবণ করাতে পারবে না' আয়াতাংশের দ্বারা সকল প্রকারের শ্রবণ নিষিদ্ধ বুঝানো হয়নি।

মানব জীবন দুর্বলতা দিয়ে শুরু দুর্বলতায় সমাপ্তি

৬৬. অর্থাৎ জন্মগ্রহণের সময় শিশু ভীষণ দুর্বল ও শক্তিহীন থাকে। পরে ধীরে ধীরে শক্তি লাভ করে। যৌবনকালে তার শক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। সর্বপ্রকারের শক্তি সামর্থ্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। এরপর আয়ু কমতে থাকে। শক্তি ও ক্ষমতার পর দুর্বলতার চিহ্ন দৃশ্যমান হতে থাকে। এটির চূড়ান্ত হলো বার্ধক্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন ঢিলেঢালা ও শ্লথ হয়ে পড়ে। শক্তি সামর্থ্য তিরোহিত হয়। বল, শক্তি ও ক্ষমতার এই উত্থান-পতন আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তিনি আপন ইচ্ছা মুতাবিক সবকিছু সৃষ্টি করেন। সবলতা ও দুর্বলতার বিভিন্ন স্তরে আবর্তিত করেন। সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই। কোন্ বস্তুকে কোন্ সময় পর্যন্ত কোন্ পর্যায়ে রাখা উচিত তা একমাত্র তিনি-ই জানেন। তাই সেই আল্লাহ্র এবং তার পয়গাম্বরগণের কথা আমাদের মেনে চলা উচিত।

সম্ভবত এর মধ্যে এ ইঙ্গিতও দিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যেমন দৈহিক দুর্বলতার পর শক্তি দিয়েছেন তেমনি মুসলমানদেরকেও জাতিগতভাবে দুর্বলতার পর শক্তি প্রদান করবেন। যে দীন ও ধর্ম এখন বাহ্যত দুর্বল দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর তা শক্তিশালী হবে এবং যৌবন ও উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। এরপর অবশ্য এমনও হতে পারে যে, কোন এক সময় মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যে কোন সময় দুর্বলতাকে সবলতায় পরিণত করতে পারেন। হাঁ, এরূপ করার বিশেষ বিশেষ উপায় ও উপকরণ অবশ্য থাকে।

(٥٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ
الْبَعْثِ ز فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○
(٥٧) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

৫৬. কিন্তু বলবে ঐ সব লোক যাদেরকে জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রদান করা হয়েছে, তোমরা তো অবস্থান করেছ আল্লাহ্‌র কিতাবে তোমাদের অবস্থানের যে কথা আছে, সে মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত এটিই তো পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা জানতে না।[৬৯]

৫৭. সেদিন কাজে আসবে না সীমালঙ্ঘনকারীদের ওযর-আপত্তি এবং তাদেরকে কোন সুযোগও দেয়া হবে না।[৭০]

---

৬৭. অর্থাৎ কবরে অবস্থানের সময়টুকু অথবা দুনিয়াতে বসবাসের সময়টুকু নিতান্তই স্বল্প মনে হবে। কিয়ামত দিবসের মহা বিপদ যখন মাথার উপর দেখবে তখন বলবে হায়! দুনিয়ার জীবন অথবা কবরের অবস্থান খুব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। একটুও অবকাশ পেলাম না মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার। অথবা এ কথা বলবে দুনিয়াতে যদি আর কিছুদিন থাকার সময় পেতাম তবে এই দিনের মুক্তির জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতাম। এখন তো দেখছি এক মুহূর্তের মধ্যে বিপদের মুখোমুখি হয়ে গেলাম।

৬৮. অর্থাৎ তখন তাদের এ বক্তব্য যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা হবে তেমন এখন দুনিয়ার জীবনে তারা ভ্রান্ত-বিশ্বাস অবলম্বন করছে এবং সত্য পরিপন্থী কথাবার্তা বলছে।

৬৯. অর্থাৎ ঈমানদার লোকেরা এবং ফেরেশতাগণ তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করবেন। তারা বলবেন, কবরে অথবা দুনিয়াতে এক মুহূর্ত মাত্র অবস্থানের যে কথা তোমরা বলছ তাতে তোমরা হয় মিথ্যাবাদী নতুবা তোমরা প্রতারিত হয়েছ। বরং আল্লাহ্‌র জ্ঞান, তাঁর ঘোষণা এবং লাওহে মাহফূযের লিখন মুতাবিক তোমরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেছ। এক মুহূর্তও কম নয়। মূল প্রতিশ্রুতি মুতাবিক আজ সেই দিবস উপস্থিত হয়েছে। আজ দেখে নাও সেই দিবস যা সম্বন্ধে তোমরা জানতে বটে, কিন্তু মানতে না। শুরু থেকে যদি তোমরা এই দিনের সত্যতায় বিশ্বাস করতে তবে তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেই আসতে এবং এখানকার আনন্দ সুখ দেখে বলতে, আহ্ অনেক বিলম্বে এই দিন এল। অনেক অপেক্ষার পর এল। যেমন ঈমানদারগণ সেরূপ মনে করে।

৭০. অর্থাৎ তারা কোন যুক্তিসঙ্গত ওযরও পেশ করতে পারবে না। আর তাদেরকে এ কথাও বলা হবে না যে, এখন তাওবা ইসতিগফার করে আল্লাহ্‌কে রাযী করে নাও কারণ, সেই সময় পূর্বেই গত হয়েছে। এখন চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

(৫৮) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ
لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ۝

(৫৯) كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(৬০) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

৫৮. আমি তো মানুষের জন্যে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি এ কুরআনে তুমি যদি তাদের নিকট কোন আয়াতও উপস্থিত কর তখন বলবে ঐসব লোক যারা কুফরী করে তোমরা তো মিছামিছি বানিয়ে নাও।[৭১]
৫৯. এভাবে আল্লাহ্ মোহর মেরে দেন তাদের হৃদয়ে যাদের জ্ঞান নেই।[৭২]
৬০. অতএব, অটল থাকবে, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য তারা যেন তোমাকে টলিয়ে না দেয়, যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয়।[৭৩]

---

৭১. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা অনুশোচনা করবে; কিন্তু বর্তমানে তারা কি করছে ? আজ যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান। কত অভিনব ও বিস্ময়কর প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহকারে কুরআন মাজীদ তাদের বুঝাচ্ছে। এতদ্সত্ত্বেও কোন কথা তাদের বুঝে আসছে না। যত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতই তাদের নিকট পাঠ করা হোক কিংবা যেমন স্পষ্ট মু'জিযা তাদেরকে দেখানো হোক তা শুনে ও দেখে তারা এটাই বলবে যে, তোমরা (নবী ও মুসলমানগণ) সবাই একত্রিত হয়ে মিথ্যাচার করছ, মিথ্যা রচনা করছ। একজন মিথ্যা আয়াত বানিয়েছে অন্যরা তার সত্যায়ন করছ। একজন জাদু দেখিয়েছে অন্যরা তাতে ঈমান আনয়ন ও বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত হয়েছ। এভাবে যোগ-সাজশের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মমত প্রচারের প্রয়াস পাচ্ছো।

৭২. অর্থাৎ যে লোক বুঝেও না, বুঝার চেষ্টাও করে না; বরং জেদ ও গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে প্রত্যেক কথাই প্রত্যাখ্যান করে ক্রমে ক্রমে তার হৃদয়ে মোহর লেগে যায়। জেদ ও গোঁড়ামীর ফলে শেষ পর্যন্ত তার অন্তর এতই পাষাণ হয়ে যায় যে, সত্য গ্রহণের যোগ্যতাটুকুও বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

পাপীদের পরিণতি ভেবে পুণ্যবানদের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই

৭৩. অর্থাৎ এই পাপাচারীদের অবস্থা যখন যেদ ও গোঁড়ামির এই পর্যায়ে এসে গেছে, তখন তাদের অপকর্মে আপনি ব্যথিত হবেন না; বরং রাসূলোচিত ধৈর্য ও সবরের সাথে দাওয়াত ও সংস্কার কার্যে নিয়োজিত থাকুন। সাহায্য ও বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন সুনিশ্চিত তা পূর্ণ হবে। তাতে তিল পরিমাণ বেশ-কম হবে না। আপনি আপনার কাজে অবিচল থাকুন। এ নষ্ট বিশ্বাসী ও বেঈমান লোকেরা আপনার অবস্থান থেকে আপনাকে একটুও নড়াতে পারবে না।

সব প্রশংসা আল্লাহ্রই।

॥ সূরা রূম-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা লুকমান

৩৪ আয়াত, ৪ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) الٓمّٓ ۚ

(٢) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

(٣) هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

(٤) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এগুলো হচ্ছে আয়াত সুদৃঢ় কিতাবের।

৩. পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে।[১]

৪. যারা কায়েম রাখে সালাত, দেয় যাকাত, আর তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা আখিরাতে বিশ্বাসী।

---

১. এই কিতাব বিশেষত সৎকর্মপরায়ণদের জন্যে রহমত ও দয়ার আধার। কারণ, এটি দ্বারা উপকৃত হয় তারা। নতুবা উপদেশ ও দিক-নির্দেশনার দিক থেকে তো সকল জিন ও ইনসানের জন্যেই হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ এসেছে।

(৫) أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
(৬) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

৫. তারা রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে। এবং এরাই সফলকাম।[২]
৬. মানুষের মধ্যে কেউ কেউ ক্রয় করে অসার বাক্য আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্যে এবং তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করে। অজ্ঞতাবশত তাদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।[৩]

---

২. সূরা বাকারার শুরুতে এরূপ একটি আয়াত রয়েছে, সেখানকার টীকা দেখে নিতে পারেন।

গান-বাদ্য, সংজ্ঞা ও পরিণতি

৩. সৌভাগ্যবান ও সকল লোকদের বিপরীতে এখন সে সকল লোকদের কথা বলা হচ্ছে যারা অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার বশবর্তী হয়ে কুরআন কারীমকে বর্জন করেছে এবং নানা ধরনের হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও অর্থহীন অসার কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। তারা চায় অন্যদেরকেও এ সকল ক্রীড়া কৌতুক ও রং তামাশায় মত্ত করে আল্লাহ্‌র দীন ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিরত রাখতে। দীন ধর্মের কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে যেন তারা হাসি-ঠাট্টা উপহাস করে। আয়াতে উল্লিখিত لهو الحديث বা অসার বাক্যের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান (র) বলেন, অলীক গালগল্প, গান-বাজনা, তামাশা-কৌতুক ইত্যাদি যেগুলো তোমাকে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিক্‌র থেকে গাফিল করে রাখে তার সবগুলোই আয়াতে উক্ত অসার বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। (রূহুল মাআনী)।

বর্ণিত আছে যে, কাফিরকুল নেতা নাদর ইব্‌ন হারিছ ব্যবসার উদ্দেশ্যে পারস্য দেশে যেত এবং অনারব রাজা-মহারাজার কিসসা কাহিনী ও ইতিহাস সেখান থেকে কিনে এনে কুরায়শ বংশীয় লোকদের কাছে বলত, মুহাম্মাদ (সা) তোমাদেরকে আদ, ছামূদ ইত্যাদি জাতির ঘটনা শুনিয়ে থাকেন, এসো, আমি তোমাদেরকে রুস্তম ইসফেন্দিয়ার এবং ইরানী রাজ-বাজড়াদের ইতিহাস শুনাব। এতে কতকলোক তার দিকে আকৃষ্ট হত। সে একজন গায়িকা ক্রীত-দাসীও ক্রয় করে এনেছিল। কাউকে যখন সে দেখত যে, অন্তর বিগলিত হয়েছে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখনই ঐ গায়িকাটিকে তার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বলত, যাও, ওকে পানাহার করাও এবং গান শুনাও। ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে সে বলত, দেখ, মুহাম্মাদ (সা) তোমাকে যেদিকে আহ্বান করছে সেই নামায, রোযা, উপোস থাকা ও জিহাদে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া থেকে এটি কত উত্তম! এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

(৭) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ
اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○
(৮) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ○
(৯) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৭. যখন তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয় আমার আয়াতসমূহ তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় দম্ভভরে যেন তারা তা শুনতে পায়নি। যেন তাদের উভয় কানই বধির। অতএব, তাদের সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।[৪]

৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্যে আছে সুখদ-কানন।

৯. সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে। আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিশ্রুতি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষিত যদিও নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ঘটনা; কিন্তু আয়াতের ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার প্রেক্ষিতে বিধান হবে ব্যাপক ও সামগ্রিক। যে সকল গান-বাজনা ইসলাম থেকে বিমুখ করে কিংবা ইসলাম বর্জনের হেতু হয়ে দাঁড়ায়, সে সব হারাম ও নিষিদ্ধ, বরং কুফরী স্বরূপ। আর যে সব গান-বাজনা ইসলামের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান পালনে অন্তরায় হয়, বিরত রাখে অথবা কোন পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে সকল গান-বাজনা গুনাহ্‌র কাজ। তবে যে সকল গীত-গযল ইসলামের আবশ্যকীয় বিধি-বিধান পালনের অন্তরায় হয় না আবার শরীআতসম্মত উপকারিতাও তাতে না থাকে, তবে তা মুবাহ; অবশ্য অহেতুক হওয়ার কারণে তা উত্তম নয়, তা ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম। ঘোড়দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ, শুটিং অথবা স্বামী-স্ত্রীর খেলাধুলা (শরীআতের আওতাভুক্ত) এগুলো যেহেতু সাধারণত কল্যাণকর ও শরীআতের দৃষ্টিতে উপকারী বলে গণ্য করা হয়, সেহেতু হারাম ও নিষিদ্ধ খেলাধুলা থেকে এগুলো ব্যতিক্রম। গীত পরিবেশন ও শ্রবণ সম্পর্কে ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া উচিত। বাদ্যযন্ত্র ও গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে তো বুখারী শরীফেই হাদীস রয়েছে। শুধু গান সম্পর্কে শর্ত সাপেক্ষে কিছুটা বৈধতার অনুমতি আছে। প্রাসঙ্গিক শর্তগুলোও সংশ্লিষ্ট কিতাব থেকে দেখে নেয়া দরকার। তাফসীরে রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার এ আয়াতের টীকায় গান গাওয়া ও শোনা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে দেখে নিন!

৪. অর্থাৎ দম্ভ ও অহংকার বশে আমার আয়াতগুলো শুনতেই চায় না, একেবারে বধির হয়ে যায়।

৫. অর্থাৎ কোন শক্তিই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারে না। আর তিনি কাউকে অযথা প্রতিশ্রুতি দেন না।

(١٠) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ

(١١) هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

১০. তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী, স্তম্ভ ব্যতীত–তোমরা তা দেখছ,[৬] তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটি তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে[৭] এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, নানা প্রকার জীব-জন্তু। আমিই বর্ষণ করেছি আকাশ থেকে বারি, এতে উদগত করেছি সর্ব প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।[৮]
১১. এ সব আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, আমাকে দেখাও তিনি ব্যতীত অন্যরা কী সৃষ্টি করেছে ?[৯] সীমালঙ্ঘনকারীরা তো রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।[১০]

---

৬. সূরা রা'দ-এর শুরুতে এই শব্দের তাফসীর আলোচিত হয়েছে।

৭. অর্থাৎ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত, প্রচণ্ড ঝড় কিংবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কম্পিত হয়ে পৃথিবী যেন ঝুঁকে না পড়ে। বড় বড় পাহাড় সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সূরা 'নাহ্‌ল'-এর প্রথম দিকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। অবশ্য পাহাড়-পর্বত সৃষ্টির এটিই একমাত্র হিকমাত নয়। অন্য অনেক হিকমত ও উপকারিতা অবশ্যই আছে যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

৮. অর্থাৎ সকল প্রকারের সুদৃশ্য, সমুজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট ও উপকারী বৃক্ষরাজি ভূমি থেকে উদগত করেছেন। সূরা 'শুআরা'-এর প্রথম দিকে এ বিষয়ের আয়াত আলোচিত হয়েছে।

৯. যদি দেখাতে না পার তবে কোন্ মুখে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের অংশীদার এবং উপাস্য হওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত করছো ? মা'বূদ ও উপাস্য তো তিনিই হন যাঁর হাতে সৃজন ক্ষমতা, জীবিকা সরবরাহসহ সকল কিছুর কর্তৃত্ব থাকে। এগুলোর তো তিল পরিমাণ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই।

১০. অর্থাৎ এ যালিমরা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ধারে-কাছেও নেই। অন্ধকারে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। হযরত লুকমান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিচক্ষণতা লাভ করে শির্‌ক ও পাপাচারের কদর্যতা ও অনিষ্টতা সম্পর্কে তাঁর পুত্রকে উপদেশ দান করেছেন। পরবর্তী আয়াতগুলোতে তার আলোচনা আসছে।

(١٢) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝

১২. আমি লুকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম।[১১] এ মর্মে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহ্‌র প্রতি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেতো তা করে নিজেরই জন্যে এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ।[১২]

হযরত লুকমান কি নবী ছিলেন ?

১১. অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের অভিমত এই যে, হযরত লুকমান নবী ছিলেন না। অবশ্য তিনি একজন পূত-চরিত্র, মুত্তাকী, পরহেযগার নেক্‌কার বান্দা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উচ্চমানের জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দান করেছিলেন। জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকে তিনি এমন সব কথাবার্তা বলতেন যা নবী-রাসূলগণের বাণী ও হিদায়াতের অনুকূল হতো তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রজ্ঞাময় উপদেশগুলো লোকজনের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছিল। তার কতক কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোর গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিলেন। সম্ভবত উদ্দেশ্য এই, শির্‌ক ও কুফরীর অসারতা ও কদর্যতা মানব প্রকৃতির সাক্ষ্য ও নবী-রাসূলের ওহীর মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাদের বুদ্ধিভিত্তিক বক্তব্য দ্বারাও সেগুলোর বাতুলতা প্রমাণ করেছেন। সুতরাং তাওহীদ ও একত্ববাদ পরিত্যাগ করে শির্‌ক ও অংশীবাদ গ্রহণ করা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী হতে পারে ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত লুকমান কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন, কোন্ যুগের লোক ছিলেন তার সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না। অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে তিনি হাব্‌শী অর্থাৎ আবিসিনিয়ার অধিবাসী এবং হযরত দাঊদ (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। হযরত লুকমানের প্রচুর কাহিনী ও বাণী তাফসীর গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত করা হয়েছে। (এর বিশুদ্ধতা কতটুকু তা আল্লাহ্ই বেহ্তর জানেন)।

১২. অর্থাৎ এই মহা অনুগ্রহ ও অন্যান্য অবদানের প্রেক্ষিতে প্রকৃত অনুগ্রহকারী আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও সত্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। তবে বান্দার এই সত্য অনুধাবন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন লাভ নেই। যা লাভ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দার নিজেরই। এতে সে দুনিয়াতে অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রাপ্তি ও আখিরাতে সাওয়াবপ্রাপ্তির সুবিধা লাভ করে। অকৃতজ্ঞ হলে তার নিজেরই ক্ষতি। তার কৃতজ্ঞতায় আল্লাহ্ তা'আলার কী আসে যায়! সমগ্র সৃষ্টি জগত তো তাঁর স্তুতি ও গুণগানে নিয়োজিত। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তার কোন প্রশংসাকারী নেই (অবশ্য কখনও তা হবার নয়) তবু সর্বগুণে গুণবান, সর্ব পূর্ণতার উৎস হওয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্

(١٣) وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

(١٤) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ○

১৩. স্মরণ কর লুকমান তার পুত্রকে বলেছিল, যখন সে তাকে উপদেশ দিচ্ছিল হে বৎস! শরীক সাব্যস্ত করো না আল্লাহ্র।[১৩] শির্ক করাতো গুরুতর অন্যায়।[১৪]

১৪. আমি তো মানুষকে তাকীদ দিয়েছি তার পিতা-মাতার ব্যাপারে– তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে– কৃতজ্ঞ হও আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।[১৫]

তা'আলা নিজেই প্রশংসার্হ। কারো প্রশংসা করা না করায় তাঁর পূর্ণতার, মান-মর্যাদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

১৩. তাঁর পুত্র মুশরিক ছিল তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিরক থেকে বিরত রাখার জন্যে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, না কি একত্ববাদী ছিল, একাত্ববাদের উপর আরও মযবূত ও অবিচল থাকার জন্যে এই উপদেশ দিয়েছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।

১৪. অক্ষম অসহায় সৃষ্টিকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান স্রষ্টার মর্যাদা দান করার চেয়ে জঘন্য অন্যায় আর কী হতে পারে ? এবং সৃষ্টিমূলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়ে নিকৃষ্টতম বস্তুর সম্মুখে দাসত্ব ও উপাসনার মাথা নত করার চেয়ে অধিক মূর্খতা ও নীচতা আর কী হতে পারে ? 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'

পিতা-মাতার হক

১৫. অর্থাৎ মায়ের হক বাপের চেয়েও বেশী। মা মাসের পর মাস সন্তানের বোঝা পেটে বহন করেছে। সন্তান প্রসব করার পর দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। এ সময় কতো কঠিন দুঃখ-বেদনা সহ্য করে সন্তানকে লালন-পালন করেছে তা বর্ণনাতীত। সন্তানের আরামের জন্যে নিজের আরাম হারাম করেছেন। সুতরাং সকল মানুষের উচিত সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায় করা তারপর বাপ-মার। বিশেষত মায়ের হক সম্পর্কে সচেতন থাকা। অর্থাৎ প্রথমত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করবে। তারপর সাধ্যমত পিতা-মাতার সেবা ও আনুগত্য করবে। অবশ্য, আল্লাহ্র নাফরমানীর পর্যায়ে না পৌঁছে। কারণ, আল্লাহ্র হক ও দাবী তো সর্বোচ্চ। সবাইকে তারই সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। মানুষের ভেবে দেখা উচিত কোন্ মুখ নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে।

(١٥) وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১৫. তারা দু'জন যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে– যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না।[১৬] এবং পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে।[১৭] এবং তার পথ অবলম্বন করবে যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে। তারপর আমারই নিকট[১৮] তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। তোমরা যা করতে, সে বিষয়ে।[১৯]

শিশুর দুধ পান দু'বছর

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ দুধ পান করানোর মেয়াদ এখানে দু'বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অধিকাংশ ও প্রধান রীতি মুতাবিক। ইমাম আবূ হানীফা (র) যে দুধ পান করানোর মেয়াদ আড়াই বছর বলেছেন তার সপক্ষে নিশ্চয়ই তাঁর দলীল-প্রমাণাদি আছে। জমহুর উলামার মতে দুধ পান করানোর মেয়াদ দু'বছরই।

১৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, "যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সেখানে তুমি শরীক করবে না" অর্থাৎ যা তোমার নিকট অস্পষ্ট ও সংশয়যুক্ত, সেই শিরকের কথা তুমি মেনে নেবে না। তাহলে সুস্পষ্টভাবে যখন শিরকের বাতুলতা প্রমাণিত হয়, তখন মানবে কেন ?

১৭. অর্থাৎ দীনের বিরোধিতায় মাতা-পিতার নির্দেশ মানবে না। তবে পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করে যাও, সূরা আনকাবূতে এ বিষয়ের আয়াত রয়েছে। সেখানকার টীকা দেখে নিন।

১৮. অর্থাৎ নবী-রাসূল (সা) ও নিষ্ঠাবান বান্দাদের পথে চল। দীনের বিরুদ্ধে মাতা-পিতার আনুগত্য ও অন্ধ অনুসরণ করো না।

১৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই জানতে পারবে কার বাড়াবাড়ি ছিল আর কার গাফলতি বা ত্রুটি ছিল।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ থেকে এ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। ইতোপূর্বে আপন পুত্রের প্রতি হযরত লুকমানের উপদেশ ছিল, আর পরবর্তী আয়াতগুলোতে ও يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ থেকে উপদেশের পুনরারম্ভ। মধ্যখানে আল্লাহ্ তা'আলার নিজের পক্ষ থেকে একটি অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা প্রদান করলেন। অর্থাৎ শিরক এমন জঘন্য ও মারাত্মক কাজ যে পিতা-মাতা বাধ্য করলেও তা গ্রহণ করা যাবে

(١٦) يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ
اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝
(١٧) يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৬. হে বৎস! কোন কিছু যদি হয় সর্ষে দানা পরিমাণও এবং তা যদি থাকে শিলাভ্যন্তরে অথবা আকাশরাজিতে কিংবা মৃত্তিকার গর্ভে, তা উপস্থিত করবেন আল্লাহ্। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, খবর রাখেন সকল বিষয়ের।[২০]
১৭. হে বৎস! কায়েম করবে সালাত, নির্দেশ দেবে সৎকর্মের, আর নিষেধ করবে অসৎকর্ম থেকে।[২১] এবং ধৈর্যধারণ করবে আপদে-বিপদে। এটিই তো হিম্মতের কাজ।[২২]

না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, উপদেশ ছলে হযরত লুকমান তার পুত্রকে পিতার হক বা অধিকারের কথা বলেননি, কারণ তাতে আত্মস্বার্থের কথা এসে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা একত্ববাদের উপদেশের পরপর অন্যান্য উপদেশের পূর্বে পিতা-মাতার হক ও অধিকারের কথা অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্র হক ও দাবীর পর পিতা-মাতার হক ও দাবী। পিতা লুকমান পুত্রকে আল্লাহ্র হক ও দাবীর কথা বললেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা পিতার হক ও দাবীর কথা জানিয়ে দিলেন। অবশ্য নবী-রাসূল, পীর-মুরশিদ ও পথ-প্রদর্শকের হক ও দাবী আল্লাহ্র হকের পরে, তা স্মরণ রেখো। কারণ তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা ও প্রতিনিধি। (মূযিহ–ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষায়)

২০. অর্থাৎ সর্ষে দানার মত অতি ক্ষুদ্র কোন বস্তু কিংবা কোন চরিত্র, ভাল কিংবা মন্দ, যদি কঠিন শিলার অভ্যন্তরে অথবা মাটির গভীর তলদেশে গহীন অন্ধকারেও রাখা হয় তাও আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরে নয়। ঠিক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেখান থেকে তা উপস্থিত করবেন। তাই মানুষের উচিত যে, কোন কাজ করার সময় এ কথা মনে রাখা যে, হাজার পর্দার অন্তরালে যা করা হবে তা মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখেই সংঘটিত হবে। বস্তুত পাপ-পুণ্য যা-ই করা হোক তার প্রভাব ও চিহ্ন অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দিব্যি তা অনুভব করে নেন।

২১. অর্থাৎ নিজে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ইবাদতে অবিচল থাক। অন্যদেরকেও উপদেশ দাও যেন তারা ভাল কথা শিখে, মন্দ ও কদর্যতা থেকে বিরত থাকে।

২২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদান সূত্রে সাধারণত যে সকল বিপদাপদ এসে থাকে, সে সকল বিপদাপদ আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলোতে ধৈর্যধারণ কর, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর এবং দৃঢ়তা সহকারে সহ্য করে যাও। বিপদাপদ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সাহস হারা হওয়া সাহসী বীরের কাজ নয়।

(১৮) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝
(১৯) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝
(২০) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ
أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

১৮. তোমার গাল ফুলাবে না তুমি মানুষের প্রতি[২৩] এবং পৃথিবীতে বিচরণ করবে না উদ্ধতভাবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না কোন উদ্ধত, অহংকারীকে।[২৪]
১৯. তুমি চলতে পা ফেলবে মধ্যম তালে, নীচু রাখবে তোমার কণ্ঠস্বর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।[২৫]
২০. তোমরা কি দেখ না আল্লাহ্ তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশরাজিতে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তকেই।[২৬] এবং তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহসমূহ।[২৭] মানুষের মধ্যে কেউ কেউ বিতণ্ডা করে আল্লাহ্ সম্বন্ধে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশক এবং না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।[২৮]

---

২৩. অর্থাৎ অহংকারী দৃষ্টিতে কারো প্রতি তাকিয়ো না। অন্যকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে দাম্ভিকদের ন্যায় কথাবার্তা বলো না। বরং হাসিমুখে সবার সাথে মেলামেশা করবে।

অহংকার পরিত্যাজ্য

২৪. অর্থাৎ দম্ভ প্রদর্শন ও অহংকার করায় মানুষের মর্যাদা বাড়ে না। বরং তাতে হেয় প্রতিপন্ন ও অপমানিত হতে হয়। সম্মুখে না হলেও পেছনে লোকে মন্দ বলে।

বিনয় অবলম্বন

২৫. অর্থাৎ বিনয়, ধৈর্য-স্থৈর্য ও মধ্যম চালে পথ চলো, বিনা প্রয়োজনে কথা বলো না, কথা বলার সময় সীমাতিরিক্ত উচ্চকণ্ঠে বলো না, উচ্চকণ্ঠে ও বিকট শব্দে কথা বলা যদি কৃতিত্ব হতো, তাহলে গর্দভের আওয়াজ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, সে জোরে-শোরে ডাক ছাড়ে। কিন্তু তা কতই না বিরক্তিকর ও শ্রুতিকটু। চীৎকার করে কথা বলতে গেলে অনেক সময় মানুষের আওয়াজও বেসুরো ও কর্কশ হয়ে যায়। পূর্বাপর হযরত

(٢١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝

২১. তাদেরকে যখন বলা হয় অনুসরণ কর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা, তারা বলে না; না, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি। শয়তান যদি তাদেরকে আহ্বান করে জ্বলন্ত অগ্নির দিকে তবুও কি ?২৯

লুকমানের উপদেশ এই পর্যন্ত শেষ। এরপর পুনরায় মূল বিষয়ের আলোচনা আসছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে একত্ববাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

২৬. অর্থাৎ আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টিকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁর কাজে নিয়োজিত হও না কেন ?

২৭. প্রকাশ্য নিআমত হচ্ছে সেগুলো, যে সকল নিআমত ও অনুগ্রহের কথা সরাসরি ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বুঝে আসে। আর অপ্রকাশ্য নিআমতসমূহ হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও বুদ্ধি ব্যয় করে জানতে হয়। অথবা প্রকাশ্য দ্বারা বস্তুগত ও জাগতিক নিআমতসমূহ আর অপ্রকাশ্য দ্বারা আত্মিক ও পারলৌকিক নিআমতসমূহ বুঝানো হয়েছে। এ হিসেবে নবী-রাসূল প্রেরণ, কিতাব অবতারণ, সৎ কাজের তাওফীক প্রদান ইত্যাদি অপ্রকাশ্য নিআমতের অন্তর্ভুক্ত।

২৮. অর্থাৎ এরূপ খোলামেলা ও সুস্পষ্ট নিআমত ও অনুগ্রহ প্রদান সত্ত্বেও কতক লোক চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ অথবা তাঁর গুণাবলী অথবা তাঁর বিধি-বিধান ও শরীআত নিয়ে বিতণ্ডা করে। তাদের নিকট কোন বুদ্ধিভিত্তিক ও যুক্তিসংগত দলীল-প্রমাণও নেই, কোন সত্যপন্থী পথ-প্রদর্শকের হিদায়াতও নেই এবং কোন প্রত্যয়নযোগ্য স্পষ্ট কিতাবের উদ্ধৃতিও নেই। শুধু বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ সূত্রে তারা তা করছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অনুবাদ থেকে বুঝা যায় যে, অনুবাদক (রা) 'জ্ঞান' দ্বারা বুদ্ধিভিত্তিক অনুধাবন 'হিদায়াত' দ্বারা এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টি বুঝিয়েছেন যা সুস্থ রুচিবোধ, সঠিক অনুভূতি, বিচক্ষণতা ও যথার্থ গবেষণা দ্বারা অর্জিত হয়। মর্ম এই যে, এ সব লোকের না আছে সাধারণ জ্ঞান, না আছে অর্জিত বিচক্ষণতা, আর না আছে কোন স্পষ্ট কিতাব অর্থাৎ বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত দলীল। মূলত এই অর্থটি খুবই সূক্ষ্ম। আমি তা সহজে বুঝাবার জন্যে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি।

২৯. অর্থাৎ শয়তান তো তোমাদের বাপ-দাদাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কি তোমরা তাদের অনুসরণ করবে ? তারা যেখানে পতিত হচ্ছে তোমরাও সেখানে পতিত হবে ?

(٢٢) وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

(٢٣) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٢٤) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(٢٥) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২২. যদি কেউ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে। সে তো ধারণ করে মযবূত হাতল,[৩০] আল্লাহ্র ইখতিয়ারে যাবতীয় কার্যের পরিণাম।[৩১]

২৩. কেউ সত্য প্রত্যাখ্যান করলে তা যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমার নিকটই তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত তাদের অন্তরে যা রয়েছে যে সম্বন্ধে।[৩২]

২৪. আমি, তাদেরকে ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্যে তারপর বাধ্য করব তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে।[৩৩]

২৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে সৃষ্টি করেছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী? তারা নিশ্চয়ই বলবে "আল্লাহ্"। বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৩৪]

---

৩০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে সৎপথ অবলম্বন করে এবং নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করে, তবে জেনে রাখ সে মযবূত ও সুদৃঢ় কড়া হাতে ধরেছে। যতক্ষণ এই কড়া ধরে থাকবে পড়ে যাওয়া কিংবা হোঁচট খাওয়ার কোন আশংকা নেই।

৩১. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই কড়া সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে শেষ পর্যন্ত এটির সাহায্যে সে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং আল্লাহ্ তার পরিণাম ভাল করে দেবেন।

৩২. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ। কারো অস্বীকৃতি ও মিথ্যায়নের পরওয়া করো না। যারা অস্বীকার করবে তাদেরকে একদিন আমার নিকট আসতে হবে। কোন অপরাধই তারা আল্লাহ্ থেকে লুকাতে পারবে না। তিনি তো অন্তরের গোপন কথাও জানেন। তখন সব প্রকাশ করে দিবেন।

৩৩. অর্থাৎ এ আয়েশ-স্ফূর্তি ও নিশ্চিন্ত অবস্থা স্বল্প দিনের, এই অবকাশ শেষ হওয়ার পর কঠোর শাস্তির কবলে পড়তেই হবে। ছুটে পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৩৪. অর্থাৎ 'আলহামদু লিল্লাহ্' অন্তত মুখে তো তোমরা এতটুকু স্বীকার করছ যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্। তাহলে আর কোন্ বৈশিষ্ট্য বাকী থাকল

(٢٦) لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

(٢٧) وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ

سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২৬. সব আল্লাহ্‌রই যা কিছু আছে আকাশরাজি ও পৃথিবীতে। আল্লাহ্ তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসার্হ।[৩৫]

২৭. পৃথিবীর সমুদয় বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র এর সাথে যুক্ত হয়ে আরো সাত সমুদ্র কালি হয়, তবু আল্লাহ্‌র বাণী শেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩৬]

যা আল্লাহ্‌র মধ্যে নেই ? এগুলো সৃষ্টি করা এবং এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং শক্তি ও ক্ষমতা ব্যতীত কি সম্ভব ? অতএব خَالِقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। অর্থাৎ আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাঁর তাবৎ মাহাত্ম্য ও কৃতিত্ব মেনেই নিতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতার এটিও একটি প্রমাণ যে, তোমাদের মত গোঁড়া বিরুদ্ধবাদীদের থেকে তাঁর কুদরত ও মহিমার স্বীকৃতি আদায় করিয়ে ছাড়ছেন। এরপর তো তোমরাই অভিযুক্ত হচ্ছ। কারণ, তোমাদের মতেও সৃষ্টিকর্তা সেই একক আল্লাহ্ তাহলে অন্য কেউ মা'বূদ ও উপাস্য হয় কেমন করে ? ব্যাপার খুব পরিষ্কার। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বুঝে না এবং এখানে এসেই তারা নিরুত্তর হয়ে পড়ে।

৩৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা যেমন একক আল্লাহ্, তেমন এগুলোতে যা কিছু আছে তার সবই কোন অংশীদার ব্যতীত তাঁরই একার সৃষ্টি ও অধীন এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই সকল পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্র ও উৎস। তাঁর কোন বৈশিষ্ট্য অন্যের কাছ থেকে পাওয়া নয়। তিনি স্বতঃই সকল মান-মর্যাদা ও সৌন্দর্যের মালিক। তাহলে তিনি কারো পরওয়া করবেন কেন ?

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা শেষ হওয়ার নয়

৩৬. অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর বৃক্ষগুলোকে যদি কলমরূপে এবং সকল সমুদ্রের পানিকে যদি কালিরূপে গ্রহণ করা হয় তারপর অতিরিক্ত আরো সাত সমুদ্রের পানি তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তারপর ধরে নিন প্রত্যেক সৃষ্টি নিজ নিজ সাধ্য মুতাবিক লিখতে শুরু করে তাহলে আল্লাহ্‌র গুণগান ও মহিমা প্রকাশক যে সব বাণী ও বর্ণনা রয়েছে সে সব বাণী ও বর্ণনা লিখে শেষ করতে পারবে না। লেখকদের আয়ু শেষ হয়ে যাবে, কলমগুলো ক্ষয় হতে হতে ভেঙ্গে যাবে, কালি ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু তারপরও আল্লাহ্

(২৮) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ○
(২৯) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

২৮. তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ন্যায়।[৩৭] নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[৩৮]

২৯. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করান রাত্রিকে দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে এবং তিনি কর্মে নিয়োজিত করেছেন চন্দ্র সূর্যকে। প্রত্যেকে চলে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।[৩৯] তোমরা যা কর আল্লাহ্ অবহিত সে সম্পর্কে।[৪০]

তা'আলার প্রশংসা, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা শেষ হবে না। আচ্ছা, সীমিত ও ধ্বংসশীলের পক্ষে অসীম ও চিরন্তনের পরিমাপ কী করে সম্ভব! اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা ও গুণগান করে শেষ করতে পারব না। আপনি বিরাট ও মহীয়ান যেমনটি আপনি নিজে নিজের বর্ণনা দিয়েছেন।)

৩৭. অর্থাৎ সমগ্র জগত সৃষ্টি করা আর একজন মানুষ সৃষ্টি করা দুটোই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এক সমান। এটি সৃষ্টিতে কোন কষ্ট নেই আর ওটি সৃষ্টিতে কোন ক্লেশ নেই। শুধু " كُنْ -কুন" শব্দ দ্বারা যা ইচ্ছা তা করেন। আর كُنْ শব্দ উচ্চারণ করতে হবে তাও নয়। আমাদেরকে বুঝানোর জন্যে এটি বলা। বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তা সৃজিত ও অস্তিত্ববান হয়ে যায়।

৩৮. অর্থাৎ একটি শব্দ শোনা আর একই সময়ে সারা বিশ্বের সকল শব্দ শোনা এবং একটি বস্তু দেখা আর একই সময়ে সারা বিশ্বের সকল বস্তু দেখা যেমন তাঁর জন্যে সমান তেমন এক ব্যক্তিকে জীবন ও মৃত্যুদান এবং সারা বিশ্বের জীবন ও মৃত্যুদান তাঁর কুদরতের সামনে এক সমান। অনন্তর দ্বিতীয়বার জীবন দান অর্থাৎ পুনরুত্থানের পর একই সময়ে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল মানুষের আগের-পরের সকল কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ করাতে তাঁর কোন বেগ পেতে হবে না। কারণ, তিনি আমাদের সকল কথা শুনেন এবং সকল কর্ম দেখেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন কিছুই তার অগোচরে নয়।

৩৯. নির্দিষ্টকাল দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। অথবা চন্দ্র ও সূর্যের এক একটি আবর্তনকাল বুঝানো হয়েছে। কারণ, আপন কক্ষপথে একবার আবর্তন শেষ করার পর পুনরায় নতুনভাবে আবর্তন শুরু করে।

৪০. যে মহাশক্তি রাত্রিকে দিনে এবং দিনকে রাত্রিতে পরিণত করছেন চন্দ্র ও সূর্যের মত সুবৃহৎ গোলককে নগণ্য চাকরের মত কর্মে নিয়োজিত রেখেছেন তোমাদের মৃত্যুর

(৩০) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَ
اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۟
(৩১) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۟

৩০. এগুলো এ জন্যে বললেন যে, আল্লাহ্ই সত্য এবং তারা তার পরিবর্তে যে কাউকে ডাকে তা মিথ্যা।[৪১] আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ মহান।[৪২]

৩১. তুমি কি দেখ না যে, জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে আল্লাহ্র অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেখাবার জন্যে তাঁর নিদর্শনাবলী ?[৪৩] এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।[৪৪]

পর পুনর্জীবন দান তাঁর জন্যে কষ্টকর হবে কেন ? এবং যেহেতু তোমাদের ছোট-বড় সকল কর্ম সম্পর্কে তিনি অবগত সেহেতু তোমাদের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ তার পক্ষে কষ্টকর হবে কেন ?

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এসব মহান মহান মর্যাদা ও অনন্য গুণাবলী এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, শ্রবণকারীরা যেন বুঝে নিতে পারে যে, একক আল্লাহ্র অনুগত্য করা এবং শুধু তাঁরই ইবাদত করাই সঠিক পথ। এর বিপরীত যত কিছুই বলা হউক যত কিছুই করা হউক সব বাতিল ও মিথ্যা অথবা উদ্দেশ্য এই— اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার موجود بالذات ও واجب الوجود হওয়া অর্থাৎ স্বতঃ অস্তিত্ববান হওয়া দ্বারা অনিবার্যভাবে এটি প্রতীয়মান হয় যে, এককভাবে সেই খোদার জন্যেই এসব গুণাবলী সাব্যস্ত হবে। তারপর যাঁর জন্যে এ গুণাবলী সাব্যস্ত হবে একমাত্র তিনিই মা'বূদ বা উপাস্য হওয়ার যোগ্য হবেন।

৪২. অতএব বান্দার চূড়ান্ত বিনয় (যা ইবাদত নামে আখ্যায়িত) সেই মহান সত্তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হওয়া উচিত।

৪৩. অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের বিরাট বিরাট বোঝা বহন করে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া, রহমত ও কুদরতে সমুদ্রের তরঙ্গমালা চিরে চিরে দু'ভাবে বিভক্ত করে জাহাজগুলো কেমন করে চলে যায়।

৪৪. অর্থাৎ সামুদ্রিক যাত্রা ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষের ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মওকা জুটে যায়। সমুদ্রে যখন ঝড় উঠে এবং উন্মত্ত পানিরাশির মধ্যে যাত্রীরা পরিবেষ্টিত হয়, তখন ভীষণভাবে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করতে হয়। তারপর এই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যখন সুস্থ ও নিরাপদভাবে উদ্ধার করেন, তখন তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

(৩২) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝
(৩৩) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا
تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۝

৩২. যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর ইবাদতে।[৪৫] কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে পৌঁছান স্থলে তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে।[৪৬] তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে কেবল মিথ্যাচারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরাই।[৪৭]

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন কোন উপকারে আসবে না পিতা-সন্তানের।[৪৮] আর না সন্তান কোন উপকারে আসবে তার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য সুতরাং তোমাদেরকে যেন কিছুতেই প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন এবং তোমাদেরকে কিছুতেই যেন প্রবঞ্চিত না করে আল্লাহ্ সম্পর্কে সেই প্রবঞ্চক।[৪৯]

---

৪৫. উপরে দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়েছিলেন যে, এক খোদাকে মান্য করাই সঠিক পথ। এর বিপরীত সকল মত ও পথ মিথ্যা। এখানে বলছেন যে, ঝড়-ঝঞ্ঝার উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হলে কট্টর মুশরিক ব্যক্তিও অত্যন্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে এতে প্রমাণিত হয় যে, মানব মন ও মনুষ্য প্রকৃতির মূল সুর এটিই। বাকী সবগুলো বানোয়াট ও মিথ্যার বেসাতি।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে উদ্ধার করে যখন স্থলভাগে নিয়ে আসেন তখন স্বল্প সংখ্যক মানুষই সরল সঠিক পথে বিদ্যমান থাকে। তাদের অধিকাংশ তো সমুদ্র থেকে তীরে উঠেই পূর্বের অপকর্ম শুরু করে দেয়। অনুবাদক (র) فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ -এর অনুবাদে লিখেছেন 'তাদের কেউ কেউ মধ্য পন্থায় বিদ্যমান থাকে।' হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন অর্থাৎ ভয় ও বিপদের সময় তাদের যে মানসিক অবস্থা ছিল তা-তো পরে কারোই থাকে না। তবে একেবারে ভুলে যায় না এমন লোকের সংখ্যাও স্বল্প। বরং তাদের অধিকাংশ পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলার এই কুদরতই অস্বীকার করে বসে। তার এই মুক্তি ও উদ্ধারকে আপন চেষ্টা-তদবীর কিংবা অন্য কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্য বলে মনে করে।

৪৭. অর্থাৎ একটু আগে ঝড়-তুফানে পতিত হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে যে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল এখন সব মিথ্যা প্রমাণিত হল। অল্প ক'টি দিনও তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা মনে রাখেনি। এতো শীঘ্র তাঁর কুদরতের নিদর্শন অস্বীকার করতে শুরু করেছে।

(٣٤) إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

৩৪. আল্লাহ্ কেবল তাঁরই নিকট রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন সে সম্পর্কে যা রয়েছে জরায়ুতে। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।[৫০]

কিয়ামতের দিবস ইয়া নফসী-এর দিবস

৪৮. ঝড়-তুফানের সময় জাহাজ যাত্রীদের মধ্যে ভীষণ হাহাকার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই আপন আপন প্রাণ বাঁচানোর চিন্তায় থাকে। এতদ্সত্ত্বেও মাতা-পিতা তাদের ছেলে-মেয়ের কথা এবং ছেলে-মেয়ে মাতা-পিতার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায় না। একে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। বরং কোন কোন সময় পিতা-মাতার সন্তান বাৎসল্য চায় যে সম্ভব হলে সন্তানের বিপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে সন্তানকে বিপদমুক্ত করুক। কিন্তু এমন এক ভয়ংকর ও ভয়ানক দিন আসবে যখন প্রত্যেকেই "ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী" করবে। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির কেউ অন্যকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যের বিপদ আপন মাথায় নিতে রাযী হবে না। আর নিতে রাযী হলেও তা কার্যকর হবে না তাই সকল মানুষের উচিত সেই দিনের কথা স্মরণে রেখে আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব থেকে বাঁচার সম্বল প্রস্তুত করা। আজ সমুদ্রের ঝড় থেকে উদ্ধার পেলেও কাল কিয়ামতী তুফান থেকে কী করে বাঁচবে ?

দুনিয়া ভোগ-বিলাসের স্থান এটি শয়তানের কুমন্ত্রণা

৪৯. অর্থাৎ সেইদিন অনিবার্যভাবে আসবে। এটি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। এটির অন্যথা হবার নয়। সুতরাং দু'দিনের এই দুনিয়ার রং রসে মদমত্ত হয়ে প্রতারিত হয়ো না। এমন মনে করো না যে, এই দুনিয়া চিরদিন এরূপ থাকবে, এখানে সুখে আছ, তাই সেখানেও সুখে থাকবে। প্রতারক, প্রবঞ্চক শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক থেকো। সে আল্লাহ্‌র নামেই প্রতারণা করে। শয়তান বলে আরে মিয়া! আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, বেধড়ক পাপ কর্ম চালিয়ে যাও। দু'দিনের এ দুনিয়া ভোগ করে নাও। বুড়ো হয়ে একসঙ্গে তাওবা করে নিবে। আল্লাহ্ সব ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকদীরে যদি জান্নাত লিখে থাকেন তবে গুনাহ যতই হোক অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আর তাকদীরে জাহান্নামই লেখা থাকে তবে কোন ক্রমেই তা থেকে রেহাই নেই, তাহলে দুনিয়ার স্বাদ আহলাদ ছাড়বে কেন ?

গায়েব কে জানে ?

৫০. অর্থাৎ কিয়ামত হবেই। কবে হবে ? সেটা আল্লাহ্ জানেন। জানি না কখন এ কর্মময় জগত ভেঙ্গে-চুরে সমান হয়ে যায়। মানুষ দুনিয়ার এই বাগ-বাগিচা এবং

সাময়িক সজীবতা ও সুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেকি জানে না ওগুলো ধ্বংসশীল তো বটেই তদুপরি বর্তমানে এগুলো এবং এগুলোর সকল উপায়-উপকরণ আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। ভূমির সব রূপ-লাবণ্য ও বস্তুগত পরিবর্ধন (যেগুলোকে তোমরা সুখ ও শান্তির মূল বলে মনে কর) সব তো আকাশের বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এক দু'বছর বৃষ্টি না হলে চারিদিকে ধূলি-ঝড় শুরু হবে। না থাকবে জীবন যাপনের কোন উপায়, না থাকবে সুখ-শান্তির কোন উপকরণ। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার যে, দুনিয়ার এই রং-রূপও সজীবতায় আকৃষ্ট হয়ে মানুষ সেই মহান সত্তাকে ভুলে যায় যিনি রহমতের বৃষ্টি দ্বারা এই পৃথিবীকে সজীব ও সুদৃশ্য করে তুলেছেন। উপরন্তু কোন মানুষ কি একথা জানে দুনিয়ার সুখ-শান্তিতে তার অংশ কতটুকু আছে ? অনেক লোক তো জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যায় কিন্তু জীবনে একটুও সুখের মুখ দেখে না। আবার কেউ কেউ আছে কোন মেহনত ও পরিশ্রম ছাড়াই অগাধ ধন-দৌলতের মালিক হয়ে যায়। অবশ্য এ সব দেখেও দীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাকদীরে বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। পার্থিব কল্যাণ অর্জনে তার চেষ্টার ত্রুটি করে না। সে জানে যে, চেষ্টা চালাতে হবে যেহেতু সাধারণত সকল প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভাল তাকদীর প্রকাশ পায়। মূলত আমাদের তাকদীর কেমন, এমন সঠিক প্রচেষ্টা আমরা করতে পারব কি-না তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। দীনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এ কথাটি মেনে নিই, তাহলে আমরা শয়তানের প্রতারণার শিকার হব না। এতে সন্দেহ নেই যে, জান্নাত-জাহান্নাম যেটাই পাব তাকদীর মুতাবিকই পাব। যা জানেন আল্লাহ্। তবে ভাল ও মন্দ তাকদীরের স্বরূপ ও অবয়ব ভাল ও মন্দ চেষ্টার আয়নায় দেখা যায়। তাই তাকদীরের দোহাই দিয়ে আমরা তদবীর ও কর্ম-প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে পারি না। কারণ এই তথ্য তো কারো জানা নেই যে, সে আল্লাহ্র জ্ঞানে পুণ্যবান না পাপাচারী, জান্নাতী না জাহান্নামী, গরীব না ধনী। সুতরাং যাহেরী কর্ম দ্বারা সাধারণত আমরা তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি। নতুবা মহিলার গর্ভে ছেলে না মেয়ে, জন্ম লাভের পর আয়ু কত হবে, জীবিকা কি পরিমাণ পাবে, নেককার হবে না বদকার এ সব তো আল্লাহ্ই জানেন। وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ (তিনিই জানেন জরায়ুতে কি আছে) দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এরপর শয়তানের প্রতারণা সম্পর্কিত আলোচনা যে, নগদ যা পাও এখন ভোগ করে নাও, তারপর তাওবা করে সৎ হয়ে যাবে। এর উত্তর রয়েছে وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا (কেউ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করবে) আয়াতাংশে। অর্থাৎ পরদিন কি করবে তা কারও জানা নেই। আর কিছু করার জন্যে জীবিত থাকবে কি-না তাতো জানে না। কখন কোথায় মৃত্যু এসে যাবে তাও কি কেউ বলতে পারে ? তাহলে এই নিশ্চয়তা কীভাবে আসবে যে, আগামী কাল সৎকর্ম দিয়ে আজকের পাপের ক্ষতিপূরণ করবে এবং অবশ্যই তাওবার সুযোগ পাবে ? এ সবের অবগতি তো একমাত্র আল্লাহ্রই নিকট আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ জেনে রাখা দরকার যে, গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়াবলী হয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত হবে, না হয় সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত। সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত গায়ব হয় কাল সম্পর্কিত হবে, না হয় স্থান সম্পর্কিত। আবার কাল সম্পর্কিত হলে সেটি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন ভাগে বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে বিধি-বিধান সম্পর্কিত সকল গায়বী জ্ঞান নবী করীম (সা)-কে প্রদান করা হয়েছে। فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ .... 'তার গায়বী বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করেন না, তবে যে সব রাসূলকে মনোনীত করেন তারা ব্যতিক্রম' (সূরা জিন্ন ৭২ ঃ ২৭)। উম্মতের তত্ত্বজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শীগণ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সৃষ্টি জগত সংক্রান্ত গায়বের সবটুকু এবং মূলগুলোর জ্ঞান ও অবগতি আল্লাহ্ তা'আলা নিজের জন্যে খাস করে রেখেছেন। হাঁ, তবে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে যোগ্যতা ও সামর্থ্য মুতাবিক কোন কোন ব্যক্তিকে অবগত করেছেন। নবী কারীম (সা) এ বিষয়েও এমন প্রচুর ও বিরাট অবগতি অর্জন করেছেন যা বর্ণনাতীত। সৃষ্টিজগত সংক্রান্ত গায়বের পরিপূর্ণ জ্ঞান এককভাবে আল্লাহ্র জন্যে খাস। এই আয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ আছে হাদীসে এগুলোকে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ বা গায়বের চাবি বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এগুলোর জ্ঞান তথা পরিপূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আছে। বস্তুত এই পাঁচটি বিষয় দ্বারা সকল প্রকার সৃষ্টি সংক্রান্ত গায়বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (জানে না কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে) আয়াতাংশে স্থানবাচক গায়ব এবং مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا (কাল কি অর্জন করবে) আয়াতাংশে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত গায়ব مَا فِي الْأَرْحَامِ (জরায়ুতে কি আছে) আয়াতাংশে বর্তমান সময়ের গায়ব এবং يُنَزِّلُ الْغَيْثَ (বৃষ্টি নাযিল করেন) আয়াতাংশে সম্ভবত অতীত সময়ের গায়বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টি নামলে পরে জানা যায়। কিন্তু এটা জানতে পারে না যে, কখন থেকে বৃষ্টির উপাদানগুলো একত্রিত হচ্ছে। অবশ্য পরে জানতে পারে যে, ঐ সময় ঐ স্থানে ঐ পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। মা তার সন্তানকে পেটে নিয়ে চলাফেরা করে বটে; কিন্তু সে জানতে পারে না তার পেটে ছেলে না মেয়ে। মানুষ ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে চায়; কিন্তু সে এটুকু জানতে পারে না যে, পরদিন সে নিজে কি কাজ করবে এবং তার মৃত্যু কোথায় হবে। এ অজ্ঞতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে সে দুনিয়ার আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত স্রষ্টাকে ভুলে যায়, ভুলে যায় সেই দিনের কথা যেদিন প্রতিপালকের দরবারে হাযির হতে হবে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব প্রদানের জন্যে। বস্তুত এই পাঁচ বিষয়ের উল্লেখ করে সকল প্রকারের সৃষ্টিগত গায়বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই পাঁচ বিষয়ের মধ্যে সীমিত রাখা উদ্দেশ্য নয়। আর সম্ভবত এই পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্যে যে, সংশ্লিষ্ট প্রশ্নকারী এই পাঁচটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, যার উত্তরে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। হাদীস শরীফে এর বর্ণনা রয়েছে। সূরা আন্‌আম এবং সূরা নাম্‌লে গায়ব সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যার অবতারণা করেছি। সেখানেও একটু দেখে নিতে পারেন।

॥ সূরা লুকমান-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা সাজদা

৩০ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) الٓمّٓ ۚ

(٢) تَنۡزِيۡلُ الۡكِتٰبِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ مِنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ؕ

(٣) اَمۡ يَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ۚ بَلۡ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّكَ لِتُنۡذِرَ قَوۡمًا مَّاۤ اَتٰىهُمۡ مِّنۡ نَّذِيۡرٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُوۡنَ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. কিতাব অবতারণ যাতে নেই কোন ধোঁকা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।[১]

৩. তবে তারা কি বলে ‘এটি সে নিজে রচনা করেছে’? না, বরং এটি যথার্থ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক সম্প্রদায়কে যাদের নিকট তোমার পূর্বে আসেনি কোন সতর্ককারী– যাতে তারা পথে আসে।[২]

---

১. নিঃসন্দেহে এই পবিত্র কিতাব রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা‘আলা নাযিল করেছেন। এতে না আছে কোন প্রতারণা, না আছে কোন প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ।

কুরআন নবীর রচিত হওয়ার যুক্তি ধোপে টিকে না

২. যেই কিতাবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার বিষয়টি এমন প্রকাশ্য ও স্পষ্ট যে, তাতে সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ নেই, সেই কিতাব

(٤) اَللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِىۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسۡتَوٰى عَلَى الۡعَرۡشِ ؕ مَا لَـكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا شَفِيۡعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوۡنَ ۝

৪. আল্লাহ্ সেই সত্তা তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশরাজি, পৃথিবী ও এগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে। তারপর তিনি সমাসীন হন আরশে।[৩] তোমাদের নেই কোন সহায়ক তিনি ব্যতীত এবং কোন সুপারিশকারী। তবু কি তোমরা অনুধাবন করবে না ?[৪]

সম্পর্কে কি কাফিরেরা বলছে যে, নবী করীম (সা) সেটি নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছেন ? (নাউযুবিল্লাহ্)। এতে করে মিথ্যা অপবাদ আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করছে ? তাদের আস্পর্ধা তো সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, এরূপ একটি স্পষ্ট বিষয়েও তারা সন্দেহ পোষণ করছে। তারা যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করত তাহলে বুঝতে পারত যে, এই কিতাব ঠিকই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। যাতে এটি দ্বারা আপনি সেই সম্প্রদায়কে সতর্ক করার এবং সৎপথে আনার চেষ্টা করেন যুগ যুগ ধরে যাদের নিকট কোন সতর্ককারী নবী-রাসূল আসেননি। চিন্তা করা দরকার যে, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু বানিয়ে প্রচার করে কিংবা বানাতে পারে, যার কোন পূর্ব উদাহরণ থাকে কিংবা যার প্রতি পারিপার্শ্বিক লোকজনের প্রবল আকর্ষণ থাকে। কোন দেশে শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মনন ও রুচির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এবং যা গ্রহণের নিম্নতম যোগ্যতা সে দেশের অধিবাসীদের নেই এমন কোন কথা হঠাৎ মুখ থেকে বের করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত যদি কাউকে এমন কথা প্রকাশের নির্দেশ দেয় তবে সেটি ভিন্ন ব্যাপার। তাই মহানবী (সা) যার সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান হওয়াটা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করে, তিনি যদি কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে রচনা করতেন তবে নিশ্চয় এমন কথাই রচনা করতেন যা আরবের পরিবেশ পরিস্থিতি ও চাহিদার অনুকূল হত এবং যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত বা নমুনা সেখানে বিদ্যমান থাকত যে, কোন ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে এই একটি কথাই যথেষ্ট। তিনি তো তেমন কোন আহ্বান নিয়ে আসেননি; নবী করীম (সা) আপন অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যে দাঁড়াননি এবং তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা তাঁর রচিত নয়।

৩. এই কথাটি ৮ম পারায় প্রায় শেষ দিকে সূরা আ'রাফে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

৪. অর্থাৎ তোমরা কেন ভেবে দেখ না যে, সেই আল্লাহ্কে এবং তাঁর রাসূল (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করে তোমরা কোথায় পালাতে পারবে ? আসমানে-যমীনে আরশ

(৫) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ○

৫. তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল ব্যাপার, অবশেষে একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে যে দিনের পরিমাণ হাজার বছর তোমাদের হিসাবে।[৫]

থেকে পাতাল পর্যন্ত সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার রাজত্ব। যদি তিনি পাকড়াও করেন, তবে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন রক্ষাকারী এমনকি কোন সুপারিশকারীও পাবে না।

যাবতীয় ফায়সালা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে

৫. বড় বড় কাজ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হুকুম ও সিদ্ধান্ত আরশে আযীমে স্থির হয়ে সেখান থেকে নিচে নেমে আসে। তারপর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় সকল প্রকারের উপায়-উপকরণ আসমান ও যমীন হতে এসে একত্রিত হয়ে ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়। এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও নির্দেশে ঐ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘদিন পর ঐ ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অন্য বর্ণের অন্য বিধান নাযিল হয়। যেমন, বড় বড় নবীদের (আ) প্রভাব প্রতিপত্তি বহুযুগ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। অথবা কোন বড় জাতির মধ্যে বংশানুক্রমে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বহাল থাকে। ঐ হাজার বছর আল্লাহ্র দরবারে একদিনের সমান।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হাজার বছরের কাজকর্ম ও পরিকল্পনা একসাথে ফেরেশতাদের হাতে দিয়ে দেন। এই হাজার বছর আল্লাহ্র নিকট এক দিনের ন্যায়। তারপর ফেরেশতাগণ যখন উক্ত কাজটি শেষ করেন তখন পরবর্তী এক হাজার বছরের ব্যবস্থাপনা প্রদান করেন। এই নিয়ম কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কতক তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্র নির্দেশ আকাশের উপর থেকে পৃথিবীতে আসে। তারপর সেই নির্দেশের আলোকে এখানে যে সকল কাজ-কর্ম সংঘটিত হয় দুনিয়ার আসমানের বক্ররেখার উপরে রক্ষিত আমলনামায় লিপিবদ্ধ হওয়ার জন্যে সেগুলো উপরের দিকে উত্থিত হয়। পৃথিবী থেকে ঐ স্থানের দূরত্ব মানুষের স্বাভাবিক গতিতে এক হাজার বছরের পথ। আর আল্লাহ্র নিকট এ সময়টুকু একদিনের ন্যায়। অবশ্য মানুষের ব্যাপারে দূরত্ব এতটুকু হলেও ফেরেশতাগণ এক ঘণ্টা কিংবা তাঁরও কম সময়ে ঐ দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে পারেন।

কতক তাফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন কাজ করতে চাইলে সে কাজের সূচনা ও উপায়-উপকরণের প্রকাশ ঘটাতে থাকেন হাজার বছর পূর্ব থেকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য প্রজ্ঞা মুতাবিক বিভিন্ন সময়ে ক্রমান্বয়ে এটি বাস্তবায়িত

(٦) ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ

(٧) الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ

(٨) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ

(٩) ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৬. তিনিই পরিজ্ঞাতা দৃশ্য-অদৃশ্যের পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[৬]
৭. যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা থেকে।
৮. তারপর তাঁর বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে।[৭]
৯. পরে তিনি সেটিকে করেছেন যথোপযুক্ত।[৮] এবং ফুঁকে দিয়েছেন সেটিতে রূহ তাঁর নিকট থেকে[৯] এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কান, চোখ ও অন্ত:করণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।[১০]

হতে থাকে এবং বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এক সময় চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করে। এই সময়ে তার যে ফলাফল ও পরিণতি প্রকাশিত হয় সেটিই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্যে উঠতে থাকে। কারো কারো মতে, আয়াতে উল্লিখিত 'দিন' অর্থ কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত তামাম দুনিয়া পরিচালনা করেন। শেষে এমন একটি সময় আসবে যেদিন এ সব কিছুর সমাপ্তি ঘটবে এবং তা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাবে এবং শেষ বিচারের জন্যে পাঠানো হবে। এই দিনের নাম হলো কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের দিনটি হাজার বছরের সমান বিস্তৃত আয়াতে উল্লিখিত يوم বা দিন শব্দকে কেউ কেউ يُدَبِّرُ-এর সাথে সম্পর্কিত বলেছেন। আর কেউ বলেছেন, এটি يَعْرُجُ-এর সাথে সম্পর্কিত। আবার কেউ শব্দটিকে উভয় ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

৬. অর্থাৎ এই বিশাল ব্যাপক ও বিরাট ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সেই মহান পবিত্র সত্তার কাজ যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত এবং যিনি মহাশক্তিশালী, পরম দয়ালু।

৭. অর্থাৎ বীর্য, যা নানা প্রকার খাদ্যের নির্যাস।

৮. অর্থাৎ চেহারা, আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথ ও মানানসই রূপ প্রদান করেছেন।

(١٠) وَقَالُوٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ؕ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(١١) قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

১০. তারা বলে 'আমরা মাটিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ? বস্তুত তারা তাদের প্রতিপালকের মুলাকাত অস্বীকার করে।[১১]

১১. বল, তোমাদের প্রাণ হরণ করবে তোমাদের জন্যে নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে।[১২]

---

৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, সমস্ত সৃষ্টিই তো আল্লাহ্র সম্পদ, তাঁরই অধীন। তবে যে সকল সৃষ্টিকে মর্যাদাবান করেছেন সেগুলোকে নিজের বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন ইবলীসকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (আমার বান্দাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব থাকবে না) অথচ সকলেই তো আল্লাহ্র বান্দা। যেমন অন্যত্র বলেছেন اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে।) সুতরাং মানুষের প্রাণ আসে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। মাটি, পানি থেকে সে সৃষ্ট নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন যে, তাঁর 'রূহ' ফুঁকে দিয়েছেন। নতুবা 'তাঁর রূহ' দ্বারা যদি আল্লাহ্ তা'আলার রূহ্ অর্থ করা হয় এবং মানুষের রূহের ন্যায় আল্লাহ্র রূহ বুঝানো হয়, তবে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার ধারণায় আঘাত আসবে। কারণ, সেরূপ রূহের জন্যে দেহ অপরিহার্য। দেহ হতে হলে বিভিন্ন অঙ্গের সংযোজন অপরিহার্য। আর সংযোজন যেখানে আছে, সেখানে ধ্বংস অনিবার্য। তাহলে পবিত্র সত্তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকে কি ?

১০. এ সকল নিআমত ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা তো এই যে, চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনাদি গভীরভাবে দেখবে, কান দিয়ে আল্লাহ্র অবতীর্ণ আয়াতগুলো আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে শুনবে আর অন্তর দিয়ে উভয় প্রকারের নিদর্শনাদি যথাযথভাবে বুঝার চেষ্টা করবে, আর বুঝে নিয়ে অনুধাবন করে তা কার্যে পরিণত করবে। কিন্তু তোমরা শুক্র আদায় কর অল্প।

১১. অর্থাৎ তারা এটা চিন্তা করল না যে, প্রথম বারেই তো আল্লাহ্ তাদেরকে মাটি থেকে তৈরী করলেন বরং উল্টো সন্দেহ পোষণ করতে লাগল যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার আমাদেরকে কীভাবে তৈরী করা হবে ? মূলত এটি শুধু সন্দেহ করা

(১২) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ رَبَّنَا
أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝

(১৩) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

১২. এবং তুমি যদি দেখতে যখন অপরাধীরা বলবে, তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে[১৩] হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা এবার দৃঢ় বিশ্বাসী হলাম।[১৪]
১৩. আমি ইচ্ছা করলে সৎপথে পরিচালিত করতাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে যে, আমি নিশ্চয়ই জাহান্নাম পূর্ণ করব জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা।[১৫]

কিংবা অসম্ভব মনে করা নয় এটি হচ্ছে তাদের মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান সম্পর্কে সরাসরি অস্বীকৃতি।

১২. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে শুধু দেহ আর ধড় মনে করে থাক যে, মাটিতে পঁচে মাটিতে মিশে যাবে। তেমন নও; বরং তোমরা প্রকৃতপক্ষে প্রাণ, ফেরেশতা ওই প্রাণ নিয়ে যান। তোমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হও না।

১৩. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে অপমান ও অনুশোচনায় মাথা নত হয়ে যাবে।

১৪. অর্থাৎ আমাদের চোখ-কান খুলেছে। নবীগণ (আ) যা বলতেন সে সম্পর্কে ইয়াকীন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। বরং আমরা চোখে দেখে নিলাম যে, কেবল ঈমান আর সৎকর্মই আল্লাহ্র দরবারে কল্যাণ দেয় অন্যকিছু নয়। এখন একটিবার আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন, দেখবেন কেমন সৎকাজ করি।

১৫. অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ (তাদেরকে ফেরত পাঠালে তারা আবার নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হত)। (সূরা আন'আম ঃ ২৮)। অর্থাৎ তারা মিথ্যাবাদী। দুনিয়াতে ফেরত পাঠালেও ওই পাপাচারে লিপ্ত হবে। তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির ধারা-ই এই যে, শয়তানের বিভ্রান্তিকে তারা গ্রহণ করবে, আর আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে পলায়ন করবে। অবশ্য আমার ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে জবরদস্তি করে সকল মানুষকে সত্য পথে নিয়ে আসতে পারি। মানুষের মূল প্রকৃতিও অবশ্য ওই পথে থাকতে চায়। কিন্তু এইভাবে সবাইকে জোরপূর্বক একপথে নিয়ে আসা হিকমাত ও প্রজ্ঞার বিপরীত। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে

(١٤) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ إِنَّا نَسِينٰكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(١٥) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

(١٦) تَتَجَافٰى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۖ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝

১৪. সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর, আজকের এই মুলাকাত বিস্মৃত হওয়ার জন্যে। আমিও বিস্মৃত হয়েছি তোমাদেরকে।১৬ তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক তোমরা যা করতে তার জন্যে।

১৫. কেবল তারাই আমার নির্দেশাবলী মেনে চলে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং ঘোষণা করে তাদের পালনকর্তার সপ্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা এবং তারা অহংকার করে না।১৭

১৬. আলাদা থাকে তাদের দেহপাশ শয্যা থেকে।১৮ তারা ডাকে তাদের পালনকর্তাকে ভয়ে ও আশায়।১৯ এবং আমার দেওয়া রিযূক থেকে কিছু ব্যয় করে।

কয়েক স্থানে আলোচনা হয়েছে। তাই ইবলীসের দাবী لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۙ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (আমি অবশ্যই তাদেরকে বিভ্রান্ত করব তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার নিষ্ঠাবান বান্দা তাদের ব্যতীত। (সূরা সাদ– ৩৮ ঃ ৮২-৮৩)। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন, فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (সত্য, আমি সত্যই বলি, তোমাকে এবং তোমার অনুসরণকারী যারা, তাদেরকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব (সূরা সাদ– ৩৮ ঃ ৮৫) তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতএব, বুঝা গেল যে, এ আয়াতে উল্লিখিত জিন-ইনসান অর্থ শয়তান ও তার অনুসারিগণ।

১৬. আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়েছি, অর্থাৎ কখনও রহমত ও অনুগ্রহের সাথে তোমাদেরকে স্মরণ করব না। এরপর অপরাধীদের মুকাবিলায় ঈমানদারদের অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করছেন

১৭. অর্থাৎ ভয়-শংকা, বিনয় ও নম্রতার সাথে সিজদাবনত হয়। মুখে আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে অন্তরে গৌরব, অহংকার ও দম্ভ পোষণ করে না, যা আল্লাহ্র আয়াতের সামনে আত্মসমর্পণে বান্দাকে বাধা দেয়।

(১৭) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟
يَعْمَلُونَ ۝

(১৮) أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُۥنَ ۝

১৭. কেউ জানে না যা লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে চোখ জুড়ানো প্রতিদান তাদের কৃতকর্মের।২০

১৮. তবে কি ঈমানদার ব্যক্তি অবাধ্য ব্যক্তির সমান ? না, তারা সমান নয়।২১

পরকালে সুখ প্রত্যাশিগণ একালের আরাম বিসর্জন দেয়

১৮. অর্থাৎ সুখের নিদ্রা ও তুলতুলে বিছানা ছেড়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দণ্ডায়মান হয়। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। অবশ্য কেউ কেউ ফজর ও ইশার নামায অথবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী নফল নামায বুঝিয়েছেন। শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে শেষোক্ত ব্যাখ্যার অবকাশ আছে বটে, কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রাধিকারযোগ্য। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)।

১৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেছেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করা কিংবা আল্লাহ্‌র নিকট কিছু আশা করা মন্দ নয়। দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয়ে হোক আর আখিরাত সম্পর্কিত বিষয়ে হোক। এই পর্যায়ে ইবাদত করলে তা কবূল হবে। হ্যাঁ, অন্য কারো ভয়ে কিংবা আশায় ইবাদত করলে তা হবে রিয়া বা লোক-দেখানো, তা মোটেই কবূল হবে না।

গোপন ইবাদতের অপ্রকাশিত প্রতিদান

২০. লোকচক্ষুর অন্তরালে রাতের অন্ধকারে তারা যেমন রিয়াবিহীন একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করত, তেমনি তাদের এ মহৎ কর্মের প্রতিদান স্বরূপ প্রদত্ত নিআমতগুলোও আল্লাহ্ তা'আলা গোপন রেখেছেন। এগুলোর পূর্ণ স্বরূপ কারো জানা নেই। যখন দেখবে তখন চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। যেমন হাদীছে কুদসীতে আছে, 'আমি আমার নেক বান্দাদের জন্যে জান্নাতে যে সকল নিআমত লুক্কায়িত রেখেছি, তা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান শুনেনি, কোন মানুষের অন্তর তার পূর্ণরূপ কখনো কল্পনা করতে পারেনি'।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ স্যার সৈয়দ ও অন্যান্য কতক লোক এই হাদীছের ভিত্তিতে জান্নাতে শরীরী নিআমতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন 'হাদিয়া-ই-সুন্নিয়া' নামে আমার একটি পুস্তিকায় আমি তাদের উত্তর দিয়েছি, সেখানে দেখে নিন।

২১. একজন ঈমানদার আর একজন বেঈমানের পরিণাম যদি একই হয়, তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্‌র নিকট শুধুই বিশৃঙ্খলা রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ্)। এরূপ কখনও নয়।

(١٩) اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٠) وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ط كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝

(٢١) وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে বসবাসের জান্নাত। আপ্যায়ন তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ।২২

২০. আর যারা অবাধ্য হয় তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হতে, তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সেখানে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'আস্বাদন কর জাহান্নামের শাস্তি যেটাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে'।২৩

২১. অবশ্যই আস্বাদন করাব আমি তাদেরকে অল্প শাস্তি যাতে তারা ফিরে আসে কঠিন শাস্তির পূর্বে।২৪

---

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্র মেহেরবানীতে তাদের আমলসমূহ জান্নাতের আপ্যায়ন পাওয়ার উপায়রূপে গণ্য হবে।

জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে

২৩. জাহান্নামের আগুনের শিখা জাহান্নামীদেরকে মাঝে মাঝে দরজার দিকে নিক্ষেপ করবে। সম্ভবত তখন তারা বাহিরে আসার চেষ্টা করবে। সাথে সাথে ফেরেশতাগণ আবার জাহান্নামের দিকেই ঠেলে দিবেন, আর বলবেন, যাচ্ছ কোথায় ? যা মিথ্যা গণ্য করে প্রত্যাখ্যান করতে একটু তার স্বাদ গ্রহণ কর। (হে আল্লাহ্! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন আর আপনার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।)

২৪. অর্থাৎ আখিরাতের গুরু শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতে অপেক্ষাকৃত ছোট শাস্তি প্রেরণ করব, যাতে নাফরমানী থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায়। শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। লঘু স্তরের শাস্তি অর্থ দুনিয়ার বিপদাপদ। রোগ-শোক, দুর্ভিক্ষ, খুন-খারাবি, বন্দী হওয়া, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া ও ছেলে-মেয়ের প্রাণহানি ইত্যাদি।

(٢٢) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ؕ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۟

(٢٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۟

(٢٤) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۟

২২. কে আছে অধিক বেইনসাফ সেই ব্যক্তির চাইতে যে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়েও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ?[২৫] আমি অবশ্যই পাপাচারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।[২৬]

২৩. আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব, তুমি সন্দেহ করো না তার সাক্ষাত সম্বন্ধে;[২৭] আমি এটিকে করেছিলাম পথ নির্দেশক বনী ইসরাঈলের জন্যে।

২৪. এবং আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা পথ প্রদর্শন করত, আমার নির্দেশ অনুসারে, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল।[২৮] আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।[২৯]

---

২৫. অর্থাৎ সত্য উপলব্ধি করার পর সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

২৬. সকল অপরাধীদের যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দেবেন সেখানে জঘন্য অপরাধী মুক্ত থাকবে কেমন করে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, তাদের যুলুম ও সত্য প্রত্যাখ্যানে আপনি বিচলিত হবেন না। ইতোপূর্বে আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। এটির সাহায্যে বনী ইসরাঈলগণ সৎপথ পেয়েছিল এবং মূসা (আ)-এর অনুসারীদের মধ্যে বড় বড় ধর্মীয় ইমাম ও নেতা তৈরী হয়েছিল। আপনিও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিশেষ মর্যাদাবান কিতাব পেয়েছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির এক বিরাট অংশ এটির সাহায্যে সৎপথ পাবে। আর আপনার উম্মতের মধ্যে বনী ইসরাঈলের চেয়ে বহুগুণ বেশী ইমাম ও ধর্মীয় নেতা তৈরী হবে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কথা বাদ দিন। আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাদের ফায়সালা করবেন।

২৭. মধ্যখানে এটি একটি 'বিশেষ বাক্য'। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাতে কোন সংশয়-সন্দেহ নেই। এভাবে আপনিও কিতাব পেয়েছেন। এতে কোন প্রকারের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা নেই। অথবা উদ্দেশ্য এই, মূসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলে দিলেন যে, মি'রাজের রাত্রিতে মূসা (আ)-এর সাথে আপনার যে সাক্ষাত হল তা অকাট্য সত্য। এটি কোন প্রকারের ধোঁকাবাজি কিংবা জাদুর দৃষ্টি বিভ্রম নয়।

২৮. দুনিয়ার বালা-মুসীবত ও প্রত্যাখ্যানকারীদের নির্যাতন-নিপীড়নে।

(٢٥) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ فِيۡمَا كَانُوۡا فِيۡهِ يَخۡتَلِفُوۡنَ ۝

(٢٦) اَوَلَمۡ يَهۡدِ لَهُمۡ كَمۡ اَهۡلَكۡنَا مِنۡ قَبۡلِهِمۡ مِّنَ الۡقُرُوۡنِ يَمۡشُوۡنَ
فِىۡ مَسٰكِنِهِمۡ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسۡمَعُوۡنَ ۝

(٢٧) اَوَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّا نَسُوۡقُ الۡمَآءَ اِلَى الۡاَرۡضِ الۡجُرُزِ فَنُخۡرِجُ بِهٖ زَرۡعًا
تَاۡكُلُ مِنۡهُ اَنۡعَامُهُمۡ وَاَنۡفُسُهُمۡ ؕ اَفَلَا يُبۡصِرُوۡنَ ۝

২৫. তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে।৩০

২৬. এ কথাও কি তাদের পথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তো ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে ? এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে, তারা কি শুনতে পায় না৩১ ?

২৭. তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি পানি প্রবাহিত করি উশর ভূমির দিকে।৩২ তার সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ প্রাণী এবং তারা নিজেরাও ? তবুও কি তারা লক্ষ্য করে না ?৩৩

---

২৯. অর্থাৎ মুসলমানগণ যদি আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আর বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, তাহলে তাদের সাথেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ আচরণ করবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে মুসলমানগণ তাই করেছে এবং অনুরূপ পুরস্কার পেয়েছে।

৩০. অর্থাৎ সত্যানুসারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের মাঝে কার্যত ফায়সালা হবে কিয়ামতের দিন। তবে দুনিয়াতেও এমন কিছু দৃষ্টান্ত ও নযীর দেখানো হয়েছে যা দেখে মানুষ বাস্তবতা বুঝতে পারে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কি আদ ও ছামূদ গোত্রের বিধ্বস্ত ঘর-দোর দেখেনি ? তারা তো সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানে যাওয়ার সময় ওখান দিয়েই যায়। তাদের ধ্বংস কাহিনী কি তারা শুনেনি ? তাজ্জব ব্যাপার! এতসব দেখে-শুনেও তাদের হুশ হল না, মুক্তি ও সফলতার পথ অবলম্বন করল না।

৩১. অর্থাৎ সমুদ্র ও নদীর পানি অথবা বৃষ্টির পানি।

৩২. ارض جرز। অর্থ শুষ্ক ভূমি, যা উদ্ভিদশূন্য। কেউ কেউ এটি দ্বারা শুধু মিসরের ভূমি বুঝিয়েছেন এবং প্রবাহিত পানি দ্বারা নীলনদের পানি বুঝিয়েছেন। এই নির্দিষ্টকরণের কোন প্রয়োজন নেই। (ইব্‌ন কাছীর (র) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।)

৩৩. অর্থাৎ এ সকল নিদর্শনাদি দেখার পর তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, দয়া ও প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের এটা বুঝা উচিত ছিল যে,

(٢٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
(٢٩) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○
(٣٠) فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ○

২৮. তারা জিজ্ঞেস করে 'কখন হবে এই ফয়সালা তোমরা যদি সত্যবাদী হও'।৩৪

২৯. বল, ফায়সালার দিনে কোন কাজে আসবে না প্রত্যাখানকারীদের ঈমান আনা এবং না তাদেরকে দেওয়া হবে অবকাশ।৩৫

৩০. অতএব, তুমি তাদের চিন্তা বাদ দাও এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে।৩৬

অনুরূপভাবে মৃত লাশে পুনঃপ্রাণ সঞ্চারিত করা আল্লাহ্র জন্যে মোটেই কষ্টকর নয়। মনে-প্রাণে আল্লাহ্র নিআমতরাজির শুকরিয়া প্রকাশও তাদের কর্তব্য ছিল।

৩৪. ইতোপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের ব্যাপারে ফায়সালা করা হবে। এই প্রেক্ষিতে অস্বীকারকারীরা বলতে লাগল যে, শুধু কিয়ামত কিয়ামত বলছ, যদি সত্যবাদী হও তো বলে দাও ওই কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ তারা বলছিল যে, শুধু ধমক দিচ্ছ, মূলত কিয়ামত বলতে কিছুই নেই।

এখনি সংশোধনের সময়

৩৫. অর্থাৎ এখনও সময় আছে আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা বিশ্বাস কর, আর সেই ভয়ানক দিবসে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। অন্যথায় ওই দিন এসে গেলে ঈমান আনলেও কাজ হবে না। শাস্তি প্রদানেও শৈথিল্য করা হবে না। আর এই সুযোগও পাবে না যে, ভবিষ্যতে চাল-চলন সংশোধন করে পুনরায় উপস্থিত হবে। এখনকার সুযোগকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে কর। হাসি-ঠাট্টা ও অস্বীকৃতিতে লিপ্ত হয়ো না। কিয়ামত আগমনের যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে তা অবশ্যই আসবে। কোন প্রতিরোধকারীর প্রচেষ্টায় তা বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং এটি কখন আসবে, ফায়সালা কখন হবে এ সকল প্রশ্ন করা অবান্তর।

৩৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন নির্বোধ ও অনুভূতিহীন যে, চূড়ান্ত অপরাধী ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার পরও শাস্তির দিনক্ষণ নিয়ে উপহাস করে তার সত্য পথে ফিরে আসার আর কি আশা করা যায় ? সুতরাং আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ তাবলীগ ও বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর তাদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা আপনি ছেড়ে দিন। তাদের ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকুন। যেমন তারা- তাদের ধারণা মুতাবিক আপনার ধ্বংসের (আল্লাহ্ পানাহ্) অপেক্ষায় রয়েছে।

॥ সূরা সাজদা-র তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা আহযাব

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

(٢) وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ

(٣) وَّ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

১. হে নবী! ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং কথা মানবে না প্রত্যাখ্যানকারীদের এবং মুনাফিকদের। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২. অনুসরণ কর তারই যা ওহী হয় তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর এবং আল্লাহ্‌ই কর্ম বিধানে যথেষ্ট।[১]

---

১. অর্থাৎ এখন যেমনটি করছেন ভবিষ্যতেও তেমনি একক আল্লাহ্‌কে ভয় করবেন। কাফির-মুনাফিকদের কথা কখনও মানবেন না। ওরা সবাই মিলে যত বড় দল তৈরী করুক, যত ষড়যন্ত্র করুক, যত মিথ্যা দাবী মানানোর চেষ্টা করুক, প্রতারণামূলক পরামর্শ দিক, তাদের দিকে টানার চেষ্টা করুক, আপনি মোটেই পরওয়া করবেন না। একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয় ব্যতীত অন্য কারো ভয়কে কাছে আসতে দিবেন না। একক আল্লাহ্‌র কথা মানবেন, তাঁর সম্মুখে মাথা নত করবেন। সারা জগত মহান প্রভুর বিরুদ্ধে একজোট হয়ে এলেও আপনি তাদের কারো কথা শুনবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা

(٤) مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ○

৪. আল্লাহ্ দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি কোন মানুষের অভ্যন্তরে। তোমাদের স্ত্রীদেরকে যাদের তোমরা 'মা' বলে ফেল তাদেরকে তিনি তোমাদের সত্যি সত্যি মা করেননি এবং করেননি তোমাদের পোষ্য পুত্রকে তোমাদের 'পুত্র'। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই নির্দেশ করেন সরলপথ।২

সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি যখন যে নির্দেশ দেন অত্যন্ত সতর্কতা ও প্রজ্ঞার সাথেই দেন। তার মধ্যেই তোমাদের মৌলিক কল্যাণ। তাঁর নির্দেশ মেনে চললে, তাঁর উপর ভরসা রাখলে তিনি তাঁর কুদরতে তোমাদের সকল কাজের সু-ব্যবস্থা করে দিবেন। একমাত্র তাঁর উপরই নির্ভর করা যায়। সর্বান্তকরণে যে তাঁর প্রতি অনুরক্ত সে অন্য কাউকে মন দিতে পারে না। অন্যদিকে মন দিলে তো তার ভালবাসা অন্যদিকে হয়ে যায়। কিন্তু কোন ব্যক্তির বুকে তো দুটো অন্তর থাকে না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, কাফিরগণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। মুনাফিকগণ তাদের কপট আচরণ শিক্ষা দিতে চায়। আর নবী-রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখেন। আল্লাহ্র চেয়ে জ্ঞানী আর কে আছে?

পালকপুত্র ও ঔরসজাত পুত্রের পার্থক্য

২. অর্থাৎ এক মানুষের যেমন দুটো অন্তর হতে পারে না, তেমনি একজন মানুষের দু'জন প্রকৃত মা হতে পারে না এবং এক বালকের দু'জন পিতা হতে পারে না। জাহেলী যুগে কেউ কেউ স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করে ফেলত আর এতে করে চিরজীবনের জন্যে দাম্পত্য সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়ে যেত। যেন ওই একটি কথায় ওই মহিলা তার প্রকৃত মা হয়ে গেল। কাউকে পুত্র ডাকলে তাকে প্রকৃত পুত্র বলে মনে করা হত এবং ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তার প্রতি সকল বিধি-বিধান কার্যকরী হত। এই শাব্দিক ও বানোয়াট সম্পর্ককে প্রকৃত ও কুদরতী সম্পর্ক থেকে পৃথক ও আলাদা করার জন্যে কুরআন কারীম অত্যন্ত কঠোরভাবে এ সব কু-প্রথার খণ্ডন করেছে। কুরআন মাজীদ বলেছে স্ত্রীকে মা বললে যদি সে প্রকৃত মা-ই হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তি কি দু'মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে? এক যার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে এবং দুই অপর জন যাকে মা বলে ডাকছে? অনুরূপ কেউ যদি যায়দকে পুত্র বলে ডাকে তাহলে যায়দের পিতা কি দু'জন হবে? একজন তো সে ব্যক্তি আর বীর্য থেকে তার জন্ম, অপর জন যে এখন তাকে পুত্র বলে

(٥) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ
لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫. তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ পরিচয়ে এটিই অধিক ন্যায় সঙ্গত আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে।[৩] যদি তোমরা না জান তাদের পিতৃ পরিচয় তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং।[৪] এ ব্যাপারে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এ বিষয়ে কোন ভুল করলে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকলে ভিন্ন কথা, এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[৫]

গ্রহণ করল। এ কথা কি মানতে হবে যে, পৃথক পৃথকভাবে সে দু'পিতা থেকে জন্ম নিয়েছে। বাস্তবতা এখন এরূপ নয়, তাই প্রকৃত পিতা-মাতা ও সন্তানের বিধান তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এই সূত্রে স্ত্রীকে মা বলে ডাকার বিধি-বিধান সূরা মুজাদালায় (মূলে ছাপার ভুলে تحريم লেখা রয়েছে) আসবে। এখন পালক পুত্রের বিধান বর্ণনা করা হচ্ছে। এ দুই বিষয়ের সাথে প্রসঙ্গক্রমে তৃতীয় একটি কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এ সকল কথা মুখে অনেক বলা হয়; কিন্তু এ সকল শব্দ প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা হয় না। যেমন অস্থির চিত্ত কোন লোককে বলা হয় তুমি দু-দিল দো-মনা লোক তদ্রূপ প্রখর স্মৃতিশক্তি ও সুদৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন লোককে এবং একই সাথে যে ব্যক্তি দু'দিকে খেয়াল রাখে তাকে বলা হয় দু'অন্তর বিশিষ্ট লোক। অথচ বক্ষ বিদীর্ণ করলে দেখা যাবে যে তার অন্তর মাত্র একটি। ঠিক তেমনি প্রকৃত মা ব্যতীত অন্য কাউকে মা বলে ডাকলে পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে ডাকলে এবং ঔরসজাত সন্তান ব্যতীত অন্য কাউকে সন্তান বলে ডাকলে তাদের সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। আমাদের বলা ব্যতীত কুদরতীভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন এতে ওই রূপ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না। তাই বানোয়াট ও কৃত্রিম সম্পর্ককে মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্কের সাথে তালগোল না পাকানো উচিত।

৩. অর্থাৎ সঠিক ন্যায়-নীতির কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বংশগত সম্পর্ক তার জন্মদাতা পিতার সাথেই রাখতে হবে। কেউ কাউকে লালন-পালন করলে, পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করলে সে প্রকৃত পিতা হয়ে যাবে না। স্নেহ-মমতায় কেউ কাউকে রূপক অর্থে বাপ-বেটা সম্বোধন করলে সেটা আলাদা ব্যাপার। মোদ্দাকথা এই, রক্তের সম্পর্কের মধ্যে যেন কোন প্রকারের সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি না হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সে যুগের প্রথা মুতাবিক লোকজন তাঁকে যায়দ ইব্‌ন মুহাম্মদ (সা) অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর পুত্র যায়দ নামে ডাকতে শুরু করল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই তাঁকে পুনরায় যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা) রূপে ডাকতে লাগল।

(٦) اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ وَ اَزۡوَاجُہٗۤ اُمَّہٰتُہُمۡ ؕ وَ اُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُہُمۡ اَوۡلٰی بِبَعۡضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰہِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُہٰجِرِیۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِکُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا ○

৬. নবীর সঙ্গে সম্পর্ক ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী[৬] এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা।[৭] আত্মীয়রা পরস্পরের নিকটতর আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে সকল মু'মিন ও মুহাজির অপেক্ষা। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাও, তা করতে পার[৮] এটি কিতাবে লিপিবদ্ধ।[৯]

---

৪. অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় না জানলে এতটুকু তো জানা আছে যে, তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। ওই সব উপাধিতে ডাক। এই সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হারিছা (রা)-কে বলেছিলেন 'তুমি আমাদের ভাই এবং আমাদের সাহায্যকারী।"

৫. অর্থাৎ ভুলে যদি বলে ফেল যে, অমুকের পুত্র অমুক তবে তা ক্ষমাযোগ্য। যে কোন ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি হলে গুনাহ নেই। হাঁ, অসৎ ইচ্ছা পোষণে গুনাহ হয়। আল্লাহ্ চাইলে এটাও মাফ করে দেবেন।

ঈমানদারদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুহব্বত তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী

৬. গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে ঈমানদার লোকের ঈমান হলো ওই মহান নূরের কিরণ যা নবুওয়াতী সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুওয়াতের সূর্য। এই সূত্রে ঈমানদার ব্যক্তি যদি তাঁর মূলতত্ত্ব অনুধাবনের জন্যে চিন্তাগত প্রচেষ্টা শুরু করে তবে তার ঈমানদারী অবস্থান জানার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিচিতি জানতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, মহান নবীর অবস্থান আমাদের নিকট আমাদের নিজেদের অবস্থান থেকেও নিকটতর। এই রূহানী সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি বলা হয় যে, মু'মিনদের জন্যে নবী (সা) পিতার ন্যায়; বরং আরো বহু ঊর্ধ্বে তাহলে তা সঠিক বলা হবে সুনানে আবী দাউদে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী– اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِد। 'আমি তোমাদের জন্যে পিতার ন্যায়' এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর পাঠে اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ اَبٌ لَهُمْ আয়াতের সাথে (তিনি তাদের জন্যে পিতা) বাক্যের অবতারণা এ সত্যেরই প্রকাশ করে।

পিতা পুত্রের বন্ধন নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, পুত্রের দৈহিক অবস্থান এসেছে পিতার দেহ থেকে। পুত্রের প্রতি পিতার লালন-পালন ও আন্তরিক স্নেহ অন্যদের তুলনায় বহু বেশী। নবী আর উম্মতের সম্পর্ক কি তার চেয়ে কম ? উম্মতের ঈমানী ও রূহানী অবস্থান নবী (সা)-এর বিরাট রূহানী অস্তিত্বের ছায়া ও প্রতিবিম্ব। উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) যে দয়া ও মমতা প্রকাশিত হয়েছে পিতা-মাতা কেন সারা সৃষ্টি জগতে

(৭) وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِنَ النَّبِیّٖنَ مِیۡثَاقَهُمۡ وَمِنۡكَ وَمِنۡ نُّوۡحٍ وَّاِبۡرٰهِیۡمَ
وَمُوۡسٰی وَعِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ ۪ وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا ۙ

৭. স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নবীদের নিকট থেকে, তোমার নিকট থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অংগীকার।১০

ও তার তুলনা নেই। পিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ার সাময়িক জীবন দান করেছেন; কিন্তু নবী (সা)-এর ওসীলায় আমরা চিরস্থায়ী ও চিরকালের জীবন লাভ করি। নবী কারীম (সা) আমাদের প্রতি সেই সহানুভূতিশীল ও কল্যাণকামী দয়া ও করুণা দেখান যা আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি দেখাতে পারি না। এ জন্যে আমাদের প্রাণ ও সম্পদ ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যা দুনিয়ার অন্য কারো নেই। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন—নবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি। মানুষের প্রাণও সম্পদ ব্যবহারে নবীর যেরূপ অধিকার, ব্যক্তির নিজেরও সেরূপ অধিকার নেই। জ্বলন্ত আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করা কারো জন্যে জায়েয নেই। কিন্তু নবী যদি নির্দেশ দেন, তবে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করা ফরয হয়ে যায়। এই বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন "তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার পিতাপুত্র এবং সকল মানুষের চেয়ে; বরং তার নিজের প্রাণের চেয়েও আমি তার নিকট অধিক প্রিয় না হই।"

৭. অর্থাৎ ধর্মীয় মাতা। ইয্যত-সম্মান, শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও শরীআত নির্ধারিত কতক ক্ষেত্রে তাঁরা মায়ের সমান— সর্বক্ষেত্রে নয়।

৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যে সকল লোক জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন, ভাই-বেরাদর ছেড়ে হিজরত করেছেন, সে সকল মুহাজিরের একজন এবং মদীনার আনসারদের একজনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে পরস্পর ভাই হিসেবে পরিচিত হতেন। ক্রমান্বয়ে সেখানে মুহাজিরদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রকৃত আত্মীয় মুসলমান পাওয়া যেতে লাগল তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত আত্মীয়গণ কৃত্রিম আত্মীয়দের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। মীরাছ তথা সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রকৃত আত্মীয়রাই পাবেন। তবে সদাচরণ, ইয্যত-সম্মান ইত্যাদিতে কৃত্রিম আত্মীয়গণও অধিকারী হবেন।

৯. অর্থাৎ কুরআন মাজীদে এই বিধান চিরদিনের জন্যে রয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, তাওরাতেও এই বিধান রয়েছে। অথবা কিতাব দ্বারা লাওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে এই বিধান রক্ষিত রয়েছে।

১০. অর্থাৎ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, একে অন্যকে সত্যায়ন ও সাহায্য করবে। দীন প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্র বাণী প্রচারে কোন প্রকারের অলসতা করবে না। আলে

(৮) لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۟
(৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۟

৮. যাতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে। তিনি প্রস্তুত রেখেছেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি।১১

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা, তোমাদের প্রতি যখন শত্রুবাহিনী তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু ও অদৃশ্য সৈন্যবাহিনী।১২ তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।১৩

ইমরান সূরায় এই অঙ্গীকারের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, ইতোপূর্বে নবী-রাসূলদের অধিকারের কথা বর্ণনা করেছেন যে, মু'মিনদের প্রাণের উপর নিজেদের অধিকারের চেয়ে নবী-রাসূলদের অধিকার বেশী, এখানে ইঙ্গিত দেওয়া হল যে, নবীগণ (আ) এই মর্যাদা পেয়েছেন এ জন্যে যে, তাঁদের পরিশ্রম ও যিম্মাদারী সবচেয়ে বেশী। তাঁদেরকে একাকী সারা জগতের মুকাবিলা করতে হয়। কোন প্রকারের লোভ-লালসা ও ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থাকা নবীগণ (আ) ব্যতীত আর কার জন্যে সম্ভব ? যে পাঁচজন নবীর নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা উলূল আযম অর্থাৎ "দৃঢ় চিত্ত" উপাধি প্রাপ্ত। তাঁদের হিদায়াত ও দাওয়াতের প্রভাব হাজার বছর বিদ্যমান ছিল এবং যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন তাঁদের নাম থাকবে। তাঁদের মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা। অথচ প্রকাশ্য জগতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে সবার পরে। মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তিনি সবার উপরে। অদৃশ্য জগতে তাঁর অস্তিত্বও সবার পূর্বে হয়েছে। হাদীস শরীফে এরূপ বর্ণিত আছে।

১১. অর্থাৎ অঙ্গীকার মুতাবিক নবী-রাসূলগণের যবানীতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী জগতে প্রচার করবেন এবং সকল প্রকারের যুক্তি পেশ করবেন। তারপর আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বান্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যাতে সত্যানুসারীদের সত্যের উপর অবিচল থাকা সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকারের শাস্তি দেওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতগুলোতে আহযাবের যুদ্ধ অর্থাৎ পরিখার যুদ্ধের ঘটনা আলোচনা করেছেন। তা দ্বারা সত্যবাদী নবী-রাসূলগণের এবং ঈমানদারগণের কতক অবস্থা আর তাদের বিপরীতে মিথ্যাবাদী মুনাফিক ও কাফিরগণের কিছু কিছু অবস্থা ও ফলাফল বর্ণনা করেছেন।

১২. অর্থাৎ ফেরেশতা বাহিনী যারা কাফিরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করেছিল ।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ

১৩. ৪র্থ কিংবা ৫ম হিজরী। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত বানূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীগণ আরবের সকল গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় প্ররোচিত করে। বানূ ফাযারাহ, বানূ গাতফান ও অন্যান্য গোত্র সহ আরবের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে মদীনা আক্রমণে প্রস্তুত করতে তারা সক্ষম হয়। প্রায় ১২ হাজার সশস্ত্র সাহসী শক্তি মদমত্ত কাফির সৈন্য যাত্রা করল। মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধু কুরায়যা গোত্রের ইয়াহূদীগণ মদীনার পূর্ব প্রান্তে বসবাস করছিল। সেখানে তাদের এক সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। নাযীর গোত্রীয় ইয়াহূদীদের প্ররোচনা ও হুমকীতে শেষ পর্যন্ত তারাও শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। মুসলমানদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছিল মুনাফিক। রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর বিভিন্ন ছল-কৌশলে তারা সরে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবী (রা)-দের সাথে পরামর্শ করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী শহরের যেদিক থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল সেদিকে পরিখা খননের ব্যবস্থা করলেন। তখন ছিল শীত মওসুম। খাদ্য সামগ্রীর ভীষণ অভাব। ক্ষুধার জ্বালায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং খোদ নবী করীম পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। কিন্তু খোদাপ্রেমে মত্ত আত্ম উৎসর্গীকৃত সৈনিকগণ এবং প্রধান সেনাপতি নবী করীম ও অমিততেজ অসীম সাহসিকতার সাথে ওই পাথুরে ভূমিতে পরিখা খননে নিয়োজিত হলেন। মুজাহিদগণ প্রস্তরাকীর্ণ ভূমিতে কোদাল মারছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন ঃ

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا - عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে করেছি বায়আত আমরা সেই সে জাতি, করিব জিহাদ আজীবন মোরা যতদিন আছি বাঁচি। আর মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে উত্তর আসছিল—

اَللّٰهُمَّ لاَعَيْشَ اِلاَّ عَيْشَ الْاٰخِرَةِ - فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

হে আল্লাহ্! নেই তো জীবন কোনই জীবন আখিরাতের জীবন ছাড়া

মাফ করে দাও হে দয়াল প্রভু! আনসার আর মুহাজির যারা।

পরিখা তৈরী হল। ইসলামী সৈন্যগণ শত্রুর মুকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার ২০/২৫ দিন উভয় পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। মধ্যখানে পরিখার ব্যবধান। সংখ্যার আধিক্য থাকা সত্ত্বেও কাফিরগণ শহর আক্রমণে সাহস করেনি। অবশ্য দূর থেকে উভয় পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে তীর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছিল। মাঝে উভয় পক্ষের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধও হয়েছে। মুশরিক ও বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীদের দ্বারা মুসলমানগণ প্রায় অবরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও শিশু ও

(১০) اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ
بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ○

১০. যখন তারা আক্রমণ করেছিল তোমাদেরকে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে।[১৪] তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল,[১৫] তোমাদের অন্তর হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত[১৬] এবং ধারণা করছিলে তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা।[১৭]

নারীদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে নিজেরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে শহর রক্ষা করছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করছিলেন। শেষে নুআয়ম ইব্ন মাসঊদ আশজাঈ (র)-এর এক বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্ম পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে মুশরিকগণ ও ইয়াহূদীদের মাঝে পরস্পর অনৈক্য ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হল। ওদিকে আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য সৈন্যগণ কাফিরদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত ও শংকিত করে তুলছিল। এরই মধ্যে এক রাতে আল্লাহ্ তা'আলা ভয়ানক ঠাণ্ডা-শৈত্য প্রবাহ চালু করে দিলেন। পূরবী বাতাসের তীব্রতায় ধুলো-বালি ও কংকর কাফিরদের চোখে-মুখে পড়তে লাগল। তাদের উনুন নিভে গেল হাঁড়ি-পাতিল উল্টে গেল। রান্না করার কোন উপায় রইল না। বায়ুর প্রচণ্ডতায় তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। সকল শত্রু সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ঠাণ্ডা ও অন্ধকার সহ্যের সীমা ছেড়ে গেল। পরিশেষে প্রধান সেনা অধিনায়ক আবূ সুফয়ান প্রত্যাবর্তন ঢাক বাজিয়ে দিল । অগত্যা তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরত যাত্রা করল। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। এটিকে 'আহযাবের যুদ্ধ' এবং "খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ" বলা হয়। প্রচণ্ড শীত ও অভুক্ত অবস্থায় পরিখা খনন করা এবং বিশাল শত্রুবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করা এগুলো ছিল এমন কঠিন পরিস্থিতি যাতে মুনাফিকগণ তাদের মনের কথা প্রকাশ করে ফেলে আর ঈমানদারগণ ছিল পর্বতসম অবিচল। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা দিলেন, ভবিষ্যতে আমরা কাফিরদের প্রতি অভিযান পরিচালনা করব, তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারবে না। বস্তুত পরবর্তীতে তাই হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ মদীনা শরীফের পূর্বদিক ও পশ্চিম দিক থেকে। পূর্বদিক হলো উঁচু অঞ্চল আর পশ্চিম দিক নিম্নাঞ্চল।

১৫. অর্থাৎ ভয়-ভীতিতে তাদের চক্ষু অস্থির ও চঞ্চল হয়ে পড়ল। মানুষের অবস্থা পরিবর্তিত হতে লাগল। যারা বন্ধু বলে দাবী করত, তারা আপন প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

১৬. অর্থাৎ শংকা আর ভয়ে অন্তর কাঁপছিল যেন তা আপন স্থান ছেড়ে গলায় এসে গিয়েছে।

১৭. অর্থাৎ কতক ছিল যে তারা কিছু কিছু বুঝত আর কিছু ছিল যারা নিছক অনুমান করে যাচ্ছিল। মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এবার আরো বড় বিপদ ও

(১১) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا۝

(১২) وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا۝

(১৩) وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا۝

১১. তখন পরীক্ষিত হয়েছিল মু'মিনগণ এবং তারা প্রকম্পিত হয়েছিল ভীষণভাবে।[১৮]

১২. এবং স্মরণ কর, মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা যখন বলছিল, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।[১৯]

১৩. এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াছরিববাসী[২০] এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে যাও, এবং তাদের মধ্যে একদল অব্যাহতি প্রার্থনা করে নবীর নিকট বলছিল, 'আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত' অথচ ওগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু পলায়ন করা।[২১]

পরীক্ষা আসতে পারে। দেখা যাক কী হয়, কতক ঈমানদার ধারণা করেছিলেন যে, এবার আর বাঁচা যাবে না। মুনাফিকদের কথা আর কীই বা জানতে চাইবেন ? পরবর্তী আয়াতে তাদের আলোচনা আসছে।

১৮. হযরত হুযায়ফা (রা)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল শত্রুদের অবস্থা জেনে আসার জন্য। এ সকল ঘটনা বিস্তারিত জানতে হলে হাদীস গ্রন্থগুলো পাঠ করুন, এখানে সেগুলোর অনুবাদের অবকাশ নেই।

১৯. কতক মুনাফিক বলতে লাগল, নবী করীম (সা) তো বলতেন যে, আমাদের ধর্ম প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত প্রচারিত হবে এবং রোমান পারসিক ও সানাআর বড় বড় প্রাসাদসমূহ আমাদের অধিকারে আসবে। এখন তো মুসলমানগণ শৌচকার্যের জন্যেও বের হতে পারছে না। ওই প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল ? হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, আজকের এ যুগেও মুসলমানদের উচিত নিরাশার সময় বেঈমানী কথাবার্তা না বলা।

২০. "ইয়াছরিব" মদীনা শরীফের পুরাতন নাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাশরীফ আনয়নের পর "মদীনাতুন্-নবী" বা নবীর শহর নামে পরিচিত হয়েছে।

(١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝

(١٥) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝

১৪ . যদি শত্রুদের কেউ প্রবেশ করে নগরে বিভিন্ন দিক থেকে এবং তাদেরকে প্ররোচিত করত দীন থেকে বিচ্যুত করার জন্যে, তাহলে তারা তা-ই করে বসত; এতে কাল বিলম্ব করত না স্বল্প সময় ব্যতীত।২২

১৫. তারা তো পূর্বেই অংগীকার করেছিল আল্লাহ্‌র সাথে যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।২৩

---

২১. অর্থাৎ সমগ্র আরব আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এখন আমাদের থাকার জায়গা কোথায় ? চল সবাই সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে ফিরে যাই। এ দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈনিকদের সাথে বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। শহরের মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদেরকে রাখা হয়েছিল। এরা খোঁড়া যুক্তি পেশ করে বলছিল আমাদের ঘর-দোর তো খোলা পড়ে রয়েছে। চোর ঢুকে না জানি সব কিছু নিয়ে যায়। মূলত এটি ছিল সম্পূর্ণ বানোয়াট মিথ্যা কথা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল টাল-বাহানা করে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। বস্তুত যারা অনুমতি চাইতে আসত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিতেন। সেনাবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কোন পরওয়া করতেন না। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মাত্র তিনশত পবিত্রাত্মা ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন।

মুনাফিকদের মানসিক অবস্থা

২২. অর্থাৎ এখন তারা মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করছে। যদি অবস্থা এমন হত যে, এ সকল লোক শহরে রয়েছে। আর শত্রুপক্ষের কোন দল কোন দিক থেকে শহরে ঢুকে পড়েছে। তারপর তাদের নিকট প্রস্তাব দিয়েছে যে, "তোমরা ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দাও।" যেমন তারা প্রকাশ্যে ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করে। অথবা যদি বলত, তোমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেগে যাও এবং বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় সৃষ্টি কর, তখন তাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ ওই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কাজে লেগে যাবে। তখন ঘর অরক্ষিত থাকার কোন ওযর থাকবে না, বাড়ী ফিরে যাওয়ার চিন্তা থাকবে না। শুধু আলাপ-আলোচনা ও অস্ত্রশস্ত্র নিতে যতক্ষণ দেরী। এছাড়া এক মিনিটও বিলম্ব করবে না। প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী পরিত্যাগ করে তখনই বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

(١٦) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا
تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○
(١٧) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ
رَحْمَةً ۭ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৬. বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না তোমাদের এ পলায়নে, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর তাতেও কোন ফল পাবে না এবং সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অল্প দিন ভোগ করতে দেওয়া হবে।২৪

১৭. বল, কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদের অমঙ্গল অথবা তিনি যদি ইচ্ছা করেন তেমাদেরকে অনুগ্রহ করতে২৫ কে তোমাদের ক্ষতি করবে ? তারা পাবে না আল্লাহ্ ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী।২৬

---

২৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেছেন, উহুদ যুদ্ধের পর তারা অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছিল যে, আর কোন দিন আমরা এরূপ কাজ করব না। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সেই অঙ্গীকার কোথায় গেল ?

নির্ধারিত সময় ও স্থানে মৃত্যু অবধারিত

২৪. অর্থাৎ যার অদৃষ্টে যেখানে মৃত্যু অবধারিত সে কোথাও পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে পারবে না। যেখানেই থাকুক আল্লাহ্র ফায়সালা কার্যকর হবেই। আর যদি তাকদীরে তখন মৃত্যু না থাকে, তাহলে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন একেবারে অর্থহীন। যুদ্ধের ময়দানে কি সবাই মারা যায় ? আচ্ছা ধরা যাক, পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচে গেল, তাহলে এই বাঁচা কয়দিনের জন্যে ? শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তো হবেই, এখন না হয় মৃত্যু হল না, কয়েক দিন পর তো মৃত্যু হবেই। তখন হয়ত আরও অধিক কষ্ট ও লাঞ্ছনার মৃত্যু হতে পারে।

২৫. অর্থাৎ কোন শক্তিই আল্লাহ্র ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারে না। তাঁর মুকাবিলায় কোন চেষ্টা ও কৌশল কাজে আসে না। মানুষের উচিত সর্বদা তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করা। দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি তো আসবেই। তাহলে আল্লাহ্র পথে ভীরুতা দেখাবে কেন এবং ঠিক সময়ে প্রাণ বাঁচানোর অপচেষ্টা কেন ? এতে তো পরিণাম হবে মন্দ, কিন্তু দুনিয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে না।

২৬. অর্থাৎ এখন তোমরা আরবদের বিরোধিতা করতে ভয় পাচ্ছ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যদি নির্দেশ দেন, তাহলে এখন মুসলমানরাই তোমাদেরকে খুন করে ফেলবে।

(১৮) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(১৯) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۭ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় তোমাদের মধ্যে এবং তাদের ভাইদেরকে বলে! 'চলে এস, আমাদের সঙ্গে' তারা যুদ্ধে অল্পই অংশ নেয়।[২৭]

১৯. কৃপণতা করে তোমাদের ব্যাপারে।[২৮] পরে যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে মৃত্যুর ভয়ে মুর্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে। কিন্তু যখন ভয়ের সময় কেটে যায় তখন তারা তোমাদেরকে তীক্ষ্ন ভাষায় বিদ্ধ করে ধনের লালসায়[২৯] তারা বিশ্বাস করেনি এ জন্যে তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন আল্লাহ্ এবং তা করা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ ।[৩০]

---

২৭. অর্থাৎ বাহ্যিক দায় সারানো এবং চক্ষু লজ্জার খাতিরে কখনও কখনও যুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়ায় বটে নতুবা প্রায়শই ঘরে বসে আমোদ ফুর্তি করে। এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা খাঁটি মুসলমান তাদেরকে জিহাদে আসতে বারণ করে।

২৮. অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করতে কুণ্ঠাবোধ করে। সকল প্রকার সহানুভূতি- সহমর্মিতার ক্ষেত্রে তারা কৃপণ ও বখীল। তবে গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালের সুযোগ এলে তখন লালসার তীব্রতায় এ কথা কামনা করে যে, সব সম্পদ সে একাই নিয়ে যাবে। এই আশায় মাঝে মাঝে যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করে।

মুনাফিকদের জিহাদে অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়, কিছুটা লোক-দেখানো, কিছুটা সম্পদের লোভে

২৯. অর্থাৎ বিপদের সময় সহযোগিতা না করে লুকিয়ে থাকে, ভয়ে তাদের প্রাণ যায়। আর বিজয়ের পর বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন প্রকারের বানোয়াট কথা বলে এবং সকলের চেয়ে বেশী নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতার গল্প শুনায়। সম্পদের লোভে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। অথবা অর্থ এই যে, জঘন্যভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তিরস্কার ও কটূক্তি করে।

(২০) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم
بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا
قَلِيلًا ۝

(২১) لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

২০. তারা মনে করে সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি যদি আবার এসে পড়ে সম্মিলিত বাহিনী তখন তারা কামনা করবে যে, কোন মতে যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিতে পারত।৩১ তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত।৩২

২১. তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাত সম্পর্কে আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে,৩৩ তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম শিক্ষণীয় আদর্শ।

ঈমান হলো আমলের প্রাণ

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যখন ঈমান নেই, তখন তাদের আমল বাতিল-অগ্রহণযোগ্য। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, “কুরআন মাজীদের যে সকল স্থানে বাতিলপন্থীদের আমল বাতিল ও অগ্রাহ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই সাথে সাথে এ কথা বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে সহজ। এটি এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটা বিস্ময়কর মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কারো আমল ও কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। কিন্তু তাদের আমল বিনষ্ট করে দেওয়ায় কোনরূপ জটিলতা নেই এ জন্যে যে, তাদের আমলের মধ্যে এমন মন্দ উপাদান নিহিত থাকে যা আমলটিকে বিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন হতে দেয় না। যেমন বেঈমান ব্যক্তির আমল। ঈমান হলো আমলের রূহ এবং আমল বিশুদ্ধ হওয়ার প্রধান শর্ত। ঈমান ছাড়া আমল নিষ্প্রাণ। তাহলে কীভাবে তা কবূল হবে ? কাফির লোক যতই পরিশ্রম করুক, সব বেকার, অর্থহীন।

৩১. অর্থাৎ এই যুদ্ধে কাফির সৈন্যরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু ভীতু মুনাফিকদের এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। ধরা যাক যে, কাফির সৈন্যরা পুনরায় এসে আক্রমণ করল। তখন তারা আর এই শহর এলাকায়ই থাকবে না। চলে যাবে গাঁও-গ্রামে। যতদিন যুদ্ধ চলবে গ্রামেই থাকবে। আর সেই দূরে বসে পথিক পথচারীদের মাধ্যমে খবর নিবে মুসলমানদের কী অবস্থা, যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন!

(২২) وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ
صَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۚ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝

২২. মু'মিনগণ যখন দেখল সম্মিলিত বাহিনীকে, তারা বলে উঠল এটিতো তা-ই যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং সত্যই বলেছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল, আর এতে বৃদ্ধি পেল তাদের ঈমান ও আনুগত্যই।৩৪

---

৩২. অর্থাৎ মুখে তোমাদের কল্যাণ কামনা করবে; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে কোন উপকারে আসবে না; বরং বাধ্য হয়ে নামে মাত্র অংশ গ্রহণ করবে।

৩৩. অর্থাৎ নবী করীম (সা) এর প্রতি তাকাও। এই কঠিন বিপদেও তিনি কেমন সুদৃঢ় অবিচল। অথচ সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব ও চিন্তা তাঁর। কিন্তু তিনি একটুও বিচলিত হবেন তা অসম্ভব। যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের এবং আখিরাতের সওয়াব অর্জনের আশা রাখে এবং ব্যাপকভাবে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে তাদের জন্যে সকল বরকতের উৎস স্থল প্রিয়নবী (সা) এক উত্তম আদর্শ। সকল কাজে, চাল-চলনে, উঠায়-বসায় তাঁর অনুসরণ করা কর্তব্য এবং সাহসকিতা ও দৃঢ়তায় তাঁর আদর্শ মেনে চলা উচিত।

মুসলিম জাতি জিহাদের ময়দানে পর্বতসম অবিচল

৩৪. অর্থাৎ খাঁটি মুসলমান যারা, তারা যখন দেখলেন যে, কাফির সৈন্যগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে চারিদিক থেকে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন অস্থিরতা ও অশান্তির পরিবর্তে তাঁদের আনুগত্য ও আল্লাহ্-রাসূলের প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস আরো মযবূত হয়ে গেল। বিনা দ্বিধায় তাঁরা বলতে লাগলেন এটা তো সেই পরিস্থিতি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) যে সম্পর্কে আমাদেরকে পূর্ব থেকে অবহিত করেছেন এবং যে সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন সূরা বাকারাতে আছে –

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ـ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ـ

(তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারিগণ বলে উঠেছিল 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে ? হাঁ, হাঁ, আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটেই। (সূরা বাকারা ২ ঃ ২১৪)। অনুরূপভাবে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা "সাদ" এ আল্লাহ্ তা'আলা

(٢٣) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۙ

২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক ব্যক্তি রয়েছে যারা পূর্ণ করেছে আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার, তাদের কেউ কেউ নিজেদের দায়িত্ব পালন করে শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে তারা তাদের অঙ্গীকারে অণু-পরিমাণও পরিবর্তন করেনি।৩৫

বলেছেন- جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ বহুদলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। (সূরা সাদ ৩৮ ঃ ১১)

৩৫. অর্থাৎ মুনাফিকগণ আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল পূর্ববর্তী وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ আয়াতে তার উল্লেখ আছে। তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েছিল। পক্ষান্তরে খাঁটি মুসলমানগণ তাঁদের অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদে তারা দীনের সুরক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গদান থেকে এক পাও পিছু হটেননি। আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তারা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তার উপর পর্বতসম অটল ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ আপন দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে পালন করেছেন অর্থাৎ জিহাদ করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। যেমন বদর ও উহুদের শহীদগণ। তাঁদের মধ্যে হযরত আনাস ইব্ন নাছর (রা) অন্যতম। তাঁর আত্মত্যাগের ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ।

আর অনেক মুসলমান এমন আছেন যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন। কখন জিহাদের ডাক আসবে আমরা শহীদের মর্যাদা লাভ করব। বস্তুত এই উভয় প্রকারের মুসলমান, (যারা জীবন দিলেন এবং যারা জীবন দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন) তাঁরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। ওয়াদা থেকে একটুও বিচ্যুত হননি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত তালহা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ (যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে এই সাহাবী তাঁদের একজন) যেন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে শহীদ বলে ঘোষণা দিলেন। তিনি তো সেই মহান ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রক্ষা করার জন্যে উহুদের ময়দানে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর আপন হাতে ঠেকিয়েছিলেন। অনবরত তীর পতনে তাঁর হাত অবশ ও অচল হয়ে পড়েছিল (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রাযী হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।)

(٢٤) لِّيَجۡزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدۡقِهِمۡ وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ۝

(٢٥) وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُواْ خَيۡرٗاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٗا ۝

২৪. এটা এজন্য যে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন, তাদের সত্যবাদীতার জন্যে এবং মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন তার ইচ্ছা হলে অথবা তাদের অন্তরে তাওবার অনুভূতি সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।৩৬

২৫. আর ফিরিয়ে দিলেন আল্লাহ্ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ করে।৩৭ মু'মিনদের যুদ্ধের ব্যাপারটি আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।৩৮

---

৩৬. অর্থাৎ যারা ওয়াদা ও অঙ্গীকার পালনে অবিচল ছিল, তারা তার প্রতিফল পাবে। আর বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী মুনাফিকগণকে আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা হলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা হলে তাওবার সুযোগ দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার দয়ার সম্মুখে কিছুই অসম্ভব নয়।

৩৭. অর্থাৎ কাফির সৈন্যরা লাঞ্ছনা আর ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে রাগে-ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে গিয়েছিল। না পেল বিজয়, না নিতে পারল কোন মালপত্র। নামকরা অশ্বারোহী যোদ্ধা আমর ইব্‌ন আবদ্-উদ যে ছিল একা এক হাজার অশ্বারোহীর সাথে তুলনীয়, সে হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিল। দশ হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তার লাশ তাদেরকে দেওয়ার জন্যে মুশরিকগণ তাঁকে অনুরোধ করেছিল। হযরত আলী (রা) বললেন, তোমাদের লাশ তোমরা নিয়ে যাও। আমরা লাশের বিনিময়ে পয়সা খাওয়ার লোক নই।

৩৮. অর্থাৎ মুসলমানদের সবাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে প্রচণ্ড ঝড় ও ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে, কাফিরগণ ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলার প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে ?

(٢٦) وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ

২৬. তিনি অবতরণ করালেন কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তাদের দুর্গ হতে এবং সঞ্চার করলেন তাদের অন্তরে ভীতি। তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে বন্দী করছ।৩৯

বিশ্বাসঘাতক বানূ কুরায়যার পরিণাম

৩৯. এটি ইয়াহূদী গোত্র বানূ কুরায়যা সম্পর্কিত ঘটনা। মদীনা শরীফের পূর্বপ্রান্তে তাদের মযবূত ঘাঁটি ছিল। পূর্ব থেকেই তারা মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিল। আহযাবের যুদ্ধে হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের প্ররোচনায় চুক্তি ভঙ্গ করে মুশরিকদের সাহায্য করেছিল। তাদের কেউ কেউ মুসলিম মহিলাদের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল। হযরত সাফিয়্যা (রা) তার বীরোচিত প্রতি-আক্রমণ চালিয়েছিলেন। কাফিরেরা যুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন মনোরথে মক্কা ফিরে যাওয়ার পর বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীগণ তাদের ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওযূ-গোসল সেরে নিচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) উপস্থিত। তাঁর মুখমণ্ডলে ধুলো-বালির চিহ্ন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনি অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়েছেন ? ফেরেশতাগণ তো এখনো অস্ত্র-সজ্জিত। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ, বানূ কুরায়যার ইয়াহূদীদেরকে আক্রমণ করা হোক। তখনি ঘোষণা দেওয়া হল বানূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকদের উপর আক্রমণ করা হবে সকলে প্রস্তুত হও। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মুসলিম সৈনিকেরা ইয়াহূদীদের ঘাঁটি চারিদিক থেকে অবরোধ করে ফেলে। ২৪/২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ বহাল থাকে। ইয়াহূদীগণ আর টিকতে পারল না। দূত মারফত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলোচনা শুরু করল। শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত হল যে, আমরা দুর্গ ছেড়ে বাহিরে আসছি। আওস গোত্র প্রধান হযরত সা'দ ইব্‌ন মুআয (রা)-কে আমরা সালিস মানছি। কেননা, হযরত মুআয (রা) তাদের মিত্র গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি যে রায় দেবেন আমরা তা মাথা পেতে গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের প্রস্তাবে রাযী হলেন। হযরত সা'দ (রা) উপস্থিত হলেন এবং সর্বজনমান্য সালিস হিসেবে রায় ঘোষণা করলেন যে, বানূ কুরায়যার সকল যুবককে হত্যা করা হবে। সকল মহিলা ও শিশুকে মুসলমানদের দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে এবং তাদের ধন-সম্পদ সব মুহাজিরদের মালিকানায় আসবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের মর্যী এবং সেই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি এটাই ছিল। এই বিচার ছিল তাদের আসমানী কিতাব তাওরাতের বিধানানুযায়ী। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায় ইসহাহ ১০, ২০ নম্বরে আছে, "যখন কোন শহর আক্রমণে তুমি অগ্রসর হবে, তখন প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব দিবে। তারা যদি সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেয় এবং দরযা খুলে দেয়, তবে সেখানে যত লোক থাকবে সবাই তোমার দাসে পরিণত হবে। আর যদি তারা সন্ধি না করে, তাহলে

(٢٧) وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۟

(٢٨) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۟

(٢٩) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۟

২৭. এবং তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ী ও ধনসম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনও পদার্পণ করনি। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।৪০

২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি কামনা কর, পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য, তবে এস। আমি তোমাদেরকে কিছু ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং তোমাদেরকে বিদায় করে দিই সৌজন্যের সাথে।

২৯. আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন মহা প্রতিদান।৪১

তাদেরকে অবরোধ করে রাখবে। শেষ পর্যন্ত তোমার খোদা যখন তোমাকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন, তখন তাদের সকল পুরুষকে হত্যা করবে এবং নারী, শিশু, পশু, প্রাণী ও অন্যান্য ধন-সম্পদ সব তোমাদের গনীমতের মাল অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে গণ্য হবে।” এই রায় মুতাবিক কয়েকশত ইয়াহূদী যুবককে হত্যা করা হল এবং কয়েকশ নারী ও শিশু বন্দী হল আর তাদের ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি এল মুসলমানদের দখলে।

৪০. মদীনার পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদীদের এই জমিগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এতে তাদের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের একটা উপায় হয়ে গেল এবং আনসারদের বোঝা কিছুটা হালকা হল। আয়াতে অন্য জমি বলতে খায়বারের জমি বুঝানো হয়েছে। দু'বছর পর এটি মুসলমানদের অধিকারে এসেছিল। এতে সকল সাহাবী সচ্ছল হয়েছিল। কতক তাফসীরকারের মতে 'অন্য জমি' মানে মক্কার জমি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে খলীফাদের আমলে এগুলো মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এতদ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত যত জমি মুসলমানদের হাতে আসবে, সব বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারবর্গের আদর্শ জীবন

৪১. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ দেখলেন সকল সাহাবী এখন অভাব মুক্ত সচ্ছল জীবন-যাপন করছেন তাই তাঁরা চাইলেন যে, তাঁরাও একটু সচ্ছল হবেন। তাঁদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব দিলেন যে, আমাদের খোরপোষ আর একটু বৃদ্ধি করে দেন যাতে আমরা একটু আরাম-আয়েশের জীবন ভোগ করতে পারি। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখ পেলেন। তিনি শপথ করলেন যে, এক মাস আর ঘরে যাবেন না। মসজিদের পাশে এক উঁচু কক্ষে একাকী বসবাস করতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিচলিত হয়ে পড়লেন। হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) চিন্তা করছিলেন কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। উপরন্তু তাদের কন্যাদের [আইশা ও হাফসা (রা)] কারণে তাঁরা আরও চিন্তিত ছিলেন, কী জানি তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অসন্তুষ্ট করে নিজেদের পরকাল না নষ্ট করে বসেন। উভয়ে আপন আপন কন্যাকে ধমকালেন ও বুঝালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে কতক অনানুষ্ঠানিক ও রসাত্মক আলাপ-আলোচনা করলেন। পরিবেশ কিছুটা হাল্কা হল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। এক মাস পর স্ত্রীদের ইখতিয়ার সম্বলিত এই আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ হে নবী! আপনার স্ত্রীদের সাফ সাফ বলে দিন দুটোর একটা বেছে নিতে। যদি দুনিয়ার আরাম-আয়েশ বিলাসিতা ও রাজকীয় জীবনোপকরণ চায় তবে বলে দিন "আমার সাথে তোমাদের বনিবনা হবে না।" আস, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে (এক জোড়া শাড়ী যা তালাকপ্রাপ্তাদেরকে দেওয়া হয়।) ভালভাবে তোমাদেরকে বিদায় করে দিই। অর্থাৎ শরীআত সম্মত নিয়মে তালাক দিয়ে দিই। আর যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্য চাও তবে রাসূল (সা)-এর সাথে থাকলে তাতে সাফল্য ও ঘাটতি হবে না। হে রাসূল ! যারা ভালভাবে আপনার খিদমাতে বহাল থাকবে আল্লাহ্র নিকট তার জন্যে বিরাট প্রতিদান রয়েছে। এর চেয়ে বড় আর কী হতে পারে যে, জান্নাতের সর্বোত্তম স্থানে আল্লাহ্র রাসূলের সাথে অবস্থান করবে ? আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রথমে হযরত আইশা (রা)-কে আল্লাহ্র নির্দেশ শুনালেন। তিনি আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টি গ্রহণ করলেন। তারপর সকল স্ত্রীকে শুনালেন, সকলেই আল্লাহ্ ও রাসূল (সা)-এর সন্তুষ্টিই গ্রহণ করলেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে সর্বদা অভাব-অনটন লেগে থাকত। এটি অবশ্য ইচ্ছাকৃত ছিল। যা-ই ঘরে আসত কালবিলম্ব না করে তা তিনি সাদকা করে দিতেন। পরে আবার ঋণ নিতে হত। এমন কষ্টের জীবনেও রাসূল পত্নিগণ (রা) রাযী ছিলেন। আয়াতে বলা হয়েছে, পুণ্যবতীদের জন্যে রয়েছে বিরাট সাওয়াব। মু'মিন জননী রাসূলপত্নীগণ (রা) সকলেই পুণ্যবতী ছিলেন।

(৩০) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

(৩১) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝

৩০. হে নবীপত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ স্পষ্টত অশ্লীল কাজ করলে দেওয়া তাকে হবে দ্বিগুণ শাস্তি এবং এটি আল্লাহ্‌র জন্যে সহজ।[৪২]

৩১. যে কেউ তোমাদের মধ্যে অনুগত হবে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ও সৎকর্ম করবে তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্যে আমি রেখেছি সম্মানজনক রিয্‌ক।[৪৩]

যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ (পবিত্র মহিলাগণ পবিত্র পুরুষদের জন্যে)। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা কুর'আন মাজীদে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে সুসংবাদ দেন না যাতে ঐ ব্যক্তি আবার বেপরওয়া না হয়ে যায়। মৃত্যুকালীন অবস্থার ভয়ে সবাই যেন সতর্ক থাকে। এটাই উত্তম রীতি। পরবর্তী আয়াতে ওই সব মহিলাদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে, যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সঙ্গ গ্রহণে রাযী হয়েছেন। বলা হচ্ছে যে, এই সম্পর্কের কারণে তাঁদের মর্যাদা বহু উচ্চে। তাই তাঁদের আত্মীক ও চারিত্রিক অবস্থানও তত উন্নত হতে হবে যা এই মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও সম্মান তো আছেই। উপরন্তু তাঁরা "উম্মাহাতুল মু'মিনীন" মু'মিন সম্প্রদায়ের মাতার মর্যাদায় ভূষিত। মাতাগণ তাদের সন্তানদের চূড়ান্ত দায়িত্ব নেন। তাই তাঁদের চরিত্র ও কর্ম সকল মু'মিনের জন্যে আদর্শ স্থানীয় হওয়া আবশ্যক।

৪২. বড়দের ভুল-ত্রুটিও বড় হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং খোদা না করুন যদি তোমাদের কারো দ্বারা কোন চরিত্রহীনতার কাজ ঘটে যায় তবে ওই কাজে অন্যদের যে শাস্তি, তোমরা তার দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করবে। এ শাস্তি প্রদান আল্লাহ্‌র জন্যে খুবই সহজ। তোমাদের মর্যাদা ও নবীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক তোমাদেরকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্‌কে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

৪৩. অর্থাৎ সৎকর্ম ও আনুগত্যের প্রেক্ষিতে অন্যরা যে পরিমাণ সাওয়াব পাবে তোমরা তার দ্বিগুণ হারে পাবে। উপরন্তু একটি বিশেষ মর্যাদাবান জীবিকা তোমাদেরকে দেওয়া হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এটি এক গুরুত্বপূর্ণ অনিবার্যতা যে, সৎকাজের সাওয়াবও দ্বিগুণ পাবে পাপের শাস্তিও দ্বিগুণ পাবে। খোদ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) কেও বলা হয়েছে– اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ("তাহলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ এবং পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম।" (সূরা নবী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৭৫)।

(٣٢) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ

(٣٣) وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ
وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

৩২. হে নবীপত্নিগণ! তোমরা তো নও অন্য নারীদের মত[৪৪] যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে (পর পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে প্রলুব্ধ হয় এমন ব্যক্তি যার অন্তরে ব্যাধি আছে এবং তোমরা কথা বলবে ন্যায়সঙ্গত।[৪৫]

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।[৪৬] তোমরা কায়েম করবে সালাত ও প্রদান করতে থাক যাকাত এবং অনুগত থাকবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের[৪৭] হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[৪৮]

---

৪৪. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থান ও পদ-মর্যাদা অন্যান্য নারীদের মত নয়। সবচেয়ে বড় কথা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী ও মু'মিন সম্প্রদায়ের মাতারূপে। সঙ্গত কারণে তাকওয়া ও পরিচ্ছন্নতার সর্বোত্তম আদর্শ যদি তোমরা পেশ করতে পার যা তোমাদের নিকট প্রত্যাশিত বটে তবে তার মূল্য আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত বেশী। আর খোদা না করুন যদি কোন মন্দকর্ম তোমাদের থেকে সংঘটিত হয়, তাহলে তাও জঘন্য এবং মারাত্মকরূপে গণ্য হবে। মোট কথা, ভালোর দিকে যেমন, মন্দের দিকেও তেমনি, অন্যান্য ঈমানদার মহিলার চেয়ে তোমাদের মর্যাদা আলাদা ও পৃথক।

মহিলাগণ পরপুরুষের সাথে নীরস ও কর্কশ স্বরে কথা বলবে

৪৫. যদি তাকওয়া ও খোদাভীতি অন্তরে থাকে, তবে পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় (সময়ের প্রয়োজনে মু'মিন জননীরা এরূপ কথা বলতে বাধ্য হতেন) কোমল ও নম্রকণ্ঠে বলবে না। অবশ্য কুদরতীভাবে মহিলাদের কণ্ঠস্বরে এক ধরনের কোমলতা ও মাধুর্য রয়েছে। কিন্তু যারা সতী-সাধ্বী মহিলা তাদের উচিত পরপুরুষের সাথে কথা বলার সময় যথাসম্ভব কৃত্রিমতা অবলম্বন করে কিছুটা কর্কশ ও কঠোর কণ্ঠে কথা বলা। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি তার দিকে আকৃষ্ট না হয়। নিজেদের পদ-মর্যাদার খাতিরে

মু'মিন জননীদের এ ব্যাপারে ততোধিক সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। যাতে কোন অসৎ উদ্দেশ্যের ও অসচ্চরিত্রের লোক কোনক্রমেই তাঁদের কথায় আকৃষ্ট না হয় এবং নিজের পরকাল নষ্ট না করে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, এটি একটি নিয়ম শিখিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমরা যদি কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে চাও, তবে তেমনভাবে কথা বলবে যেমন মা তার ছেলের সাথে কথা বলে এবং কথাও যেন মার্জিত এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়।

নারী ও পর্দা

৪৬. অর্থাৎ প্রাক ইসলামী–জাহিলী যুগে মহিলাগণ বে পর্দা চলা-ফেরা করত। নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছেদ ও দেহরূপ প্রকাশ করত। পবিত্র ইসলাম কেমন করে দুশ্চরিত্রতা ও লজ্জাহীনতাকে সইবে ? তাই নির্দেশ দেওয়া হল মহিলাদেরকে, তোমরা গৃহের মধ্যে থাকবে, জাহিলী যুগের ন্যায় বাহিরে এসে রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করো না। মু'মিন জননীদের দায়িত্ব এখানেও অন্যান্যদের চেয়ে অধিক, যেমন "তোমরা অন্য নারীদের মত নও" প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে শরীআত সম্মত কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ফিতনামুক্ত হলে তখন সাজসজ্জা ব্যতীত নিতান্ত সাদামাটা পোশাক পরিধান করে ঘরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। রাসূল পত্নীদের (রা) ব্যাপারেও এ অবস্থায় কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। বরং একাধিক ঘটনা দ্বারা তাদের এ ধরনের বাহিরে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণীসমূহ দ্বারা এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, একজন মুসলিম মহিলা তার ঘরের শোভা হয়ে থাকা, বাহিরে এসে শয়তানকে উঁকি-ঝুকি মারার সুযোগ না দেওয়াই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পসন্দনীয়। "আমার লেখা" "হিজাবে শরঈ" কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মহিলাদের জন্যে সতরের কোন্ অংশ অর্থাৎ কোন্ কোন্ অঙ্গ কোন কোন পুরুষের সম্মুখে খোলা রাখা বৈধ তা সূরা 'নূর'-এ আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতগুলোতে যে সকল বিধি-বিধান উল্লিখিত আছে এগুলো সকল মহিলার জন্যে প্রযোজ্য। রাসূল-পত্নীদের (রা) ক্ষেত্রে যেহেতু এগুলো ততোধিক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাই আয়াতের শব্দে তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

আমার মতে– يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ থেকে لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ পর্যন্ত এই বিধানগুলোর ভূমিকা স্বরূপ ছিল, ভূমিকায় দুটো বিষয়ের উল্লেখ ছিল এক লজ্জাহীন কর্ম সম্পাদন فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى। পর্যন্ত আয়াত দ্বারা তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য ও সৎকর্ম সম্পাদন وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ থেকে

أَجْرًا عَظِيمًا পর্যন্ত আয়াতে এ ব্যাপারে নির্দেশনা রয়েছে। সার কথা এই, মন্দ থেকে বিরত থাকা এবং ভালোর দিকে অগ্রসর হওয়া সবার কর্তব্য, তবে রাসূল পত্নীদের (রা) জন্যে অধিক জরুরী। তাদের সকল ভাল ও মন্দ ওযনে দ্বিগুণ হবে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (স্পষ্ট অশ্লীলতা)-এর ব্যাখ্যা স্বাভাবিকভাবে এসে গেছে।

৪৭. অর্থাৎ এ সকল কর্মে তোমরা অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রণী থাকবে। কারণ, তোমরা নবী (সা)-এর ঘনিষ্ঠজন, উম্মতের জন্যে আদর্শ।

নবী পরিবার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চান যে, নবী (সা)-এর পরিবারের লোকজন দ্বারা এ সকল কর্ম সম্পাদন করিয়ে তাদেরকে চূড়ান্তভাবে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেন এবং তাঁদের মর্যাদা অনুসারে তাঁদেরকে আত্মিক পবিত্রতা চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা দান করেন, যা দ্বারা তারা অন্যান্যদের চেয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবেন। (يُطَهِّرَكُمْ এরপর تَطْهِيرًا শব্দ বৃদ্ধি করে সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন) এ আয়াতে উল্লিখিত পবিত্রতা সাধন ও অপরিচ্ছন্নতা দূরীকরণ সেরূপ নয় যেরূপ পবিত্রতা সাধনের কথা বলা হয়েছে ওযূর আয়াতে। ওযূ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ "বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিআমত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দিতে" (সূরা মাইদা– ৫ ঃ ৬)। এ আয়াতে পবিত্রতা সাধন বদর যুদ্ধের আয়াতে উল্লিখিত পবিত্রতা সাধনের ন্যায়ও নয়। সেখানে বলা হয়েছে لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَٰنِ সেটি দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্যে এবং তোমাদের থেকে শয়তানের কু-মন্ত্রণা দূর করার জন্যে (সূরা আনফাল– ৮ ঃ ১১) বরং আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত পবিত্রতা সাধন অর্থ আত্মিক পরিশুদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নকরণের সেই উচ্চ স্তর যা আল্লাহ্ তা'আলার কামিল ওলীগণ অর্জন করতে পারেন। যা অর্জন করতে পারলে নবীদের ন্যায় মা'সুম বা পরিপূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া যায় না বটে তবে মাহফূয বা পাপ থেকে সুরক্ষিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ أَرَادَ اللَّهُ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছেন না বলে يُرِيدُ اللَّهُ বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহ্লে বায়ত বা নবীর পরিবারভুক্ত লোকজনের জন্যে ইসমত বা পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া সাব্যস্ত নয়।

নবীপত্নিগণ (রা) নবী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন মাজীদের ভাষা ও বাচনভঙ্গি সম্পর্কে যারা চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না যে, আয়াতে উল্লিখিত আহ্লে বায়ত বা নবী পরিবারের মধ্যে নবীপত্নিগণ (রা) অন্তর্ভুক্ত। এটি সুনিশ্চিত যে, নবী পত্নিগণ আহ্লে বায়তের মধ্যে শামিল। কারণ, এই আয়াতের পূর্বে ও পরে এই রুকূর

মধ্যে সকল আয়াতে তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ এবং وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতে তাঁদেরকেই ঘরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। উপরন্তু কুরআন কারীমে এই প্রসঙ্গের আয়াতগুলোতে পরিবার বলে স্ত্রীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত সারাহ (রা)-কে সম্বোধন করে ফেরেশতাগণ বলেছিলেন–اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ আল্লাহ্র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করছ ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। (সূরা হূদ ১১ : ৭৩) । তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বিচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও ইদ্দত পালনকালীন সময়ে ঘরকে তার ঘর বলা হয়েছে। যেমন لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ "ওই মহিলাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না" (সূরা তালাক– ৬৫ : ১)। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট ঘরকে যুলায়খার ঘর বলা হয়েছে। যেমন وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا 'সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল সেই স্ত্রীলোক তার থেকে অসৎ কামনা করল' (সূরা ইউসুফ– ১২ : ২৩)। যা হোক, এ আলোচ্য আয়াতে আহলে বায়ত বা রাসূল পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রীগণ অন্তর্ভুক্ত তা সন্দেহাতীত। বরং আয়াতের শুরুতে তাঁদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সন্তান-সন্ততি এবং জামাতা, তারাও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এরা আহলে বায়ত বা পরিবার উপাধি পাওয়ার অগ্রাধিকারী। যেমন, মুসনাদ-ই ইমাম আহমাদ- গ্রন্থের এক বর্ণনায় اَحَقُّ "অগ্রাধিকারী" উল্লেখ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইমাম হাসান (রা) ও ইমাম হুসাইন (রা)-কে একটি চাদরে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ হে আল্লাহ্! এরা আমার আহ্লে বায়ত আমার পরিবার। একদিন হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন اَلصَّلٰوةُ اَهْلَ الْبَيْتِ يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ 'হে পরিবার! নামাযে আস। আল্লাহ্ তা'আলা চান তোমাদের অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে'। উল্লিখিত দুটি ঘটনায় তাদেরকে আহ্লে বায়ত রূপে আখ্যায়িত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই তত্ব প্রকাশ করে দিলেন যে, আলোচ্য আয়াত বাহ্যত রাসূল পত্নীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং সম্বোধনও করা হয়েছে তাঁদেরকে; কিন্তু এ সত্ত্বেও হযরত ফাতিমা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) এই উপাধি পাওয়ার অগ্রাধিকারী। পবিত্রতার মর্যাদা লাভের অধিক যোগ্য।

অবশ্য রাসূলপত্নিগণকে যেহেতু আয়াতেই সম্বোধন করা হয়েছে, সেহেতু তাঁদেরকে পৃথকভাবে আহলে বায়তরূপে উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। তাই তা করেননি।

وَاذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلٰى فِىۡ بُيُوۡتِكُنَّ مِنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالۡحِكۡمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ (٣٤)
كَانَ لَطِيۡفًا خَبِيۡرًا ۟
اِنَّ الۡمُسۡلِمِيۡنَ وَالۡمُسۡلِمٰتِ وَالۡمُؤۡمِنِيۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتِ وَالۡقٰنِتِيۡنَ وَالۡقٰنِتٰتِ (٣٥)
وَالصّٰدِقِيۡنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيۡنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالۡخٰشِعِيۡنَ وَالۡخٰشِعٰتِ
وَالۡمُتَصَدِّقِيۡنَ وَالۡمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيۡنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالۡحٰفِظِيۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ
الۡحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيۡنَ اللّٰهَ كَثِيۡرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّاَجۡرًا عَظِيۡمًا ۟

৩৪. তোমরা স্মরণ রাখবে আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়।[৪৯] নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।[৫০]

৩৫. অবশ্যই মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, ইবাদতকারী পুরুষ ও ইবাদতকারী নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী[৫১] বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী[৫২] দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, আল্লাহ্ রেখেছেন এদের জন্যে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।[৫৩]

---

৪৯. অর্থাৎ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহ্ তা'আলার যে সকল বিধি-বিধান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা আছে তা তোমরা শিখে নাও, আলোচনা করো, অন্যান্যদেরকে শিখাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার এই মহা অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমাদেরকে এমন ঘরে স্থান দিয়েছেন যা হিকমাত ও প্রজ্ঞার কোষাগার, হিদায়াত ও আলোর উৎসস্থল।

৫০. তাঁর আয়াতগুলোতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্যের কথা রয়েছে এবং তিনিই জানেন এই আমানত রক্ষা করার দায়িত্ব বহন করার উপযুক্ততা কার আছে। আপন দয়া ও অনুগ্রহে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি ওহীর জন্যে মনোনীত করেছেন আর তোমাদেরকে বাছাই করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীরূপে। কারণ, তিনি তো সকলের অবস্থা ও যোগ্যতা সম্পর্কে খবর রাখেন। হিসাব ছাড়া তিনি কোন কাজ করেন না।

৫১. অর্থাৎ কায়ক্লেশ সহ্য করে মেহনত ও পরিশ্রম করে শরীআতের বিধি-বিধান পালনকারী পুরুষ ও মহিলা।

৫২. অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী অথবা নামাযে একাগ্র, মনোযোগী ও বিনয়ী পুরুষ ও নারী।

(٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

৩৬. থাকতে পারে না কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর কোন ইখতিয়ার যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের কোন বিষয়ে নির্দেশ দেন, যে অমান্য করল আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।৫৪

কুরআন মাজীদে নারীদের গুরুত্ব বর্ণনা

৫৩. মু'মিন জননীদের কেউ কেউ বলেছিলেন, কুরআন মাজীদের অধিকাংশ স্থানে পুরুষদের কথা-ই উল্লেখ করা হয়েছে মহিলাদের উল্লেখ নেই। কতক পুণ্যবতী মহিলার মনে এ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে, পূর্ববর্তী আয়াতে নবীপত্নীদের কথা অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ নারীদের কথা তো উল্লেখ নেই। এই প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হল, যাতে সবাই এ সান্ত্বনা লাভ করতে পারে যে, নারী হউক আর পুরুষ হোক কারো পরিশ্রম আল্লাহ্ তা'আলা নষ্ট করেন না। পুরুষদের জন্যে যেমন আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের পথ খোলা মহিলাদের জন্যও তেমন এই ময়দান উন্মুক্ত। মহিলাদের পরিতৃপ্তির জন্যে আয়াতে তাদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নতুবা পুরুষদের সম্পর্কে যত বিধি-বিধান কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই মহিলাদের জন্যেও প্রযোজ্য। সেখানে মহিলাদের আলাদা নামোল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবে বিশেষ বিশেষ ও আলাদা বিধানগুলো পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কারো নেই

৫৪. হযরত যায়নাব (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফুফাত বোন। কুরায়শ গোত্রের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। আবদুল মুত্তালিব তনয়া উমায়মার কন্যা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বিবাহ দিতে চাইলেন যায়দ ইব্ন হারিছা' (রা)-এর সাথে। হযরত যায়দ (রা) মূলত সম্ভ্রান্ত আরব বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে কোন এক যালিম ব্যক্তি তাঁকে ধরে এনে মক্কার বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে দেয়। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে কিনে নেন। কিছু দিন পর তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করে দিলেন। বুদ্ধি হওয়ার পর এক বাণিজ্যিক সফর উপলক্ষে হযরত যায়দ (রা) তাঁর পৈতৃক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর স্বগোত্রীয়রা তাঁকে চিনে ফেলে এবং তাঁর ঠিকানা জেনে নেয়। শেষে তাঁর পিতা-চাচা ও ভাই হযরত নবী (সা)-এর নিকট এসে প্রস্তাব করে যে, মূল্য গ্রহণ করে তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, মূল্য দেওয়ার দরকার নেই, সে যদি তোমাদের সাথে যেতে চায়, তবে তোমরা নিয়ে যাও, তাঁরা হযরত যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ছেড়ে যেতে চাই না। তিনি আমাকে পুত্রের চেয়ে বেশী স্নেহ করেন, পিতা-মাতার চেয়ে

(৩৭) وَ اِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ
تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭. স্মরণ কর তুমি যখন সেই ব্যক্তিকে বলছিলে যাকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছ, তুমি সম্পর্ক বজায় রাখ তোমার স্ত্রীর সাথে এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, তুমি তোমার অন্তরে একটি বিষয় গোপন করছিলে আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিতে চান। তুমি লোক ভয় করছিলে অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা অধিক সঙ্গত তোমার পক্ষে। তারপর যায়দ যখন ওই মহিলার ব্যাপারে তার লক্ষ্যে পৌছে গেল[৫৫] তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের কোন অপরাধ না হয় বিবাহ করলে সেই সব স্ত্রীলোকদেরকে যাদের সাথে তাদের পোষ্য পুত্রগণ বিবাহ সূত্র ছিন্ন করেছে। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী করা অবশ্যম্ভাবী।[৫৬]

বেশী ভালবাসেন। তাঁরা চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। সেই যুগের প্রথা অনুসারে তিনি যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ (সা) নামে পরিচিত হলেন। اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ 'তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটিই অধিক ন্যায়-সঙ্গত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ নামেই পরিচিত ছিলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি আবার যায়দ ইব্ন হারিছা নামে পরিচিত হলেন। কুরআনের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে মুহাম্মাদ (সা)-এর পুত্র এই মর্যাদাময় সম্পর্ক থেকে হযরত যায়দ (রা) বঞ্চিত হয়েছিলেন। সম্ভবত তাই সকল সাহাবীর মধ্যে শুধু তাঁর নামটুকুই এই মর্যাদা লাভ করল যে, কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ওই নাম উল্লেখ করা হল। যেমন– فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا "যায়দ যখন সে স্ত্রীলোক থেকে নিজের প্রয়োজন শেষ করল।" যাই হোক হযরত যায়নাব (রা)-এর বংশীয় মর্যাদা উচ্চ থাকায় অপর দিকে হযরত যায়দ (রা)-এর জীবনে দৃশ্যত ক্রীতদাসের চিহ্ন থাকার পর মুক্তি লাভ করায় হযরত যায়নাব (রা) নিজে এবং তাঁর ভাই উভয়ই হযরত যায়দের সাথে বিবাহে রাযী ছিলেন না, আল্লাহ্ ও রাসূল (সা) চাইলেন, এ ধরনের কাল্পনিক ব্যবধান ও পার্থক্য যেন বৈবাহিক সম্পর্কে বাধা হতে না পারে। এ জন্যে তিনি (সা) হযরত যায়নাব (রা)-ও তাঁর ভাইকে এ বিবাহে রাযী হওয়ার জন্য জোড় দিয়ে বললেন। তখন এই আয়াত নাযিল হল। আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের সন্তুষ্টি কুরবানী দিলেন এবং হযরত যায়নাব (রা) যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহের ঘটনা

৫৫. অর্থাৎ যায়দ (রা) যখন যায়নাব (রা)-কে তালাক দিলেন এবং ইদ্দতও সমাপ্ত হল, যখন যায়নাব (রা)-কে উপলক্ষ করে তাঁর আর কোন উদ্দেশ্য বা মনোবাঞ্ছা বাকী রইল না।

৫৬. যায়দ (রা)-এর সাথে হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি হযরত যায়দ (রা)-কে তুচ্ছ মনে করতেন। উভয়ের মধ্যে মনের মিল হয়নি। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। হযরত যায়দ (রা) এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাতেন এবং বলতেন, আমি ওকে তালাক দিয়ে দিব। হযরত নবী (সা) তাঁকে বারণ করতেন এবং বলতেন, বেচারী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার খাতিরে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছে তখন যদি তুমি তাকে তালাক দাও তাহলে সে নিজে এবং তার আত্মীয়রা এতে দ্বিতীয়বারের মত অপমানিত বোধ করবে। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করো না। যথাসম্ভব মানিয়ে চলার চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত যখন কোনভাবেই আর টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না, বারবার ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছিল তখন হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে সম্ভবত এমন ভাব জন্ম নিয়েছিল যে, যায়দ যদি তাকে তালাক দিয়েই দেয়, তাহলে তিনি নিজেই তাঁকে বিবাহ করা ব্যতীত হয়ত যায়নাবকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কোন পথ নেই। সাথে সাথে মূর্খ মুনাফিকদের তিরস্কার কটূক্তির আশংকাও করলেন যে, তারা বলবে, মুহাম্মদ (সা) আপন পালক পুত্রের স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেছে। অথচ পূর্বেই জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে কোন ক্ষেত্রেই পালক পুত্র ঔরসজাত পুত্রের সমান নয়। অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর নবীকে দিয়ে জাহিলী যুগের এই মন্দ ধারণার হাতে কলমে অবসান ঘটাবেন, যাতে পরবর্তীতে কেউ এই ব্যাপারে কোন প্রকারের ঘৃণা ও ইতস্তত ভাব পোষণ না করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-কে জানালেন যে, আমি যায়নাবকে আপনার বিবাহধীন করব। কেন দিবেন তা কুরআন মাজীদেই আছে– لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ। 'যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিবাহ করার মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়'। অর্থাৎ হযরত যায়নাবের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিয়ের পেছনে উদ্দেশ্য হল পোষ্য পুত্রের বধূকে বিয়ে করা যাবে না, জাহেলী যুগের এই ভুল ধারণার মূলোৎপাটন। এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের বিয়ের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ। পূর্বে যায়দ (রা)-এর সাথে হযরত যায়নাব (রা)-এর জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার পেছনেও হয়ত এই উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার তো জানা আছে যে, এই বিবাহ বেশী দিন টিকবে না, বিভিন্ন কল্যাণমূলক বিষয় এই বিয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আপন

ইচ্ছা এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও জনগণের তিরস্কার ও কটূক্তির আশংকায় তিনি এই মনোভাব প্রকাশে লজ্জাবোধ করছিলেন এবং হযরত যায়দ (রা)-কে তালাকের পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সংবাদ তো সত্যে পরিণত হবেই এবং তার সৃষ্টিগত ও শরীআত সম্পর্কিত বিধান অবশ্যই কার্যকর হবে। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়দ (রা) হযরত যায়নাব (রা)-কে তালাক দিলেন। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যায়নাব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বিষয়টি গোপনে হৃদয়ে পোষণ করে আসছিলেন সেটি ছিল তাঁর সাথে হযরত যায়নাবের (রা) বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ভবিষ্যদ্বাণী এবং হযরত (সা)-এর মনে সৃষ্ট এই মনোভাব পরে আল্লাহ্ তা'আলা এই গোপন বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন। زَوَّجْنَاكَهَا 'আমি তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম' বাক্য দ্বারা তাই বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আশংকা করছিলেন যে, এ ঘটনায় কু-ধারণা পোষণ করে কিংবা মন্দ কথাবার্তা বলে কতক লোক না আবার নিজেদের পরকাল নষ্ট করে কিংবা ভ্রান্তির আরও গভীরে তলিয়ে যায়। বস্তুত শরীআতের গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর বিষয়ের মুকাবিলায় এই ধরনের আশংকাকে মূল্য দেওয়া নবীর উচ্চ মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ 'সাধারণ নেককারদের জন্যে যা নেকীর কাজ নৈকট্য অর্জনকারীদের জন্যে তা অসম্পূর্ণতা'-এর নীতি অনুসারে কিছুটা অনুযোগের সুরে ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, অন্যান্য নবীদের বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তা করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আমরা যা লিখেছি, বিবাহের সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন ও সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাগুলো ফাতহুল বারীর সূরা আহযাবের তাফসীরে বিদ্যমান আছে। বাকী যে সকল অসার ও ভিত্তিহীন কথা, অবাস্তব গল্প কাহিনী সরল ও অদূরদর্শী তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে সম্পর্কে হাফিয ইব্ন হাজর আসকালানী (র) বলেন, لَا يَنْبَغِى التَّشَاغُلُ بِهَا। –'এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়'। ইব্ন কাছীর (র) বলেছেন– اَحْبَبْنَا اَنْ نَضْرِبَ عَنْهَا صَفْحًا لِعَدَمِ صِحَّتِهَا فَلَا نُوْرِدُهَا.'এগুলো বিশুদ্ধ নয় বলে আমি চাই এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে, তাই এগুলো আমি আমার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করি না।'

(৩৮) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ○

(৩৯) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِيبًا ○

৩৮. নবীর জন্যে কোন বাধা নেই সে সব কাজ করতে, যা আল্লাহ্ তার জন্য বিধিসম্মত করেছেন। পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এ-ই ছিল আল্লাহ্র নীতি। আল্লাহ্র বিধান রয়েছে সুনির্ধারিত।

৩৯. তারাই সে সব লোক যারা প্রচার করত আল্লাহ্র বাণী এবং ভয় করত তাঁকে আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করিও না। কর্ম বিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।৫৭

---

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অকাট্য। আল্লাহ্র দরবারে যা ফায়সালা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হবেই। তাহলে যা শরীআতে বৈধ তা করা নবীর জন্যে দোষ হবে কেন? আল্লাহ্র বাণী প্রচার করতে গিয়ে নবী-রাসূলগণ (সা) কখনও কাউকে ভয় করেননি বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাতে গিয়ে এ পর্যন্ত কারো পরওয়া করেননি, কারো মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ও হননি।) তাহলে এই বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

হযরত দাঊদ (আ)-এর ১০০ স্ত্রী ছিল। এভাবে বহু সংখ্যক স্ত্রীর জন্যে হযরত সুলায়মান (আ) প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মূর্খ ও জাহিল লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অপবাদ দিতে পারে তার চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত পূর্বতন নবীদের জীবনে বিদ্যমান আছে। সুতরাং ওই সব মূর্খতা ও অজ্ঞতাপূর্ণ তিরস্কার, কটূক্তির পরওয়া করা যাবে না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি প্রকৃত পুত্রে পরিণত হননি যে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা যাবে না। যায়দ কেন, তিনি পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন। কারণ, তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা ছেলে ছিলেন তাঁরা শৈশবেই বিদায় নিয়েছেন এবং কতক এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত জন্মই গ্রহণ করেননি। তাঁর মেয়েদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা)-এর বংশধরগণ দুনিয়াতে ছড়িয়ে রয়েছেন।

(٤٠) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۟

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۟ۙ

৪০. মুহাম্মদ পিতা নয়, তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের; বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল৫৮ এবং সকল নবীর উপর মোহর৫৯ আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।৬০

৪১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর।

---

৫৮. অর্থাৎ কাউকে তাঁর পুত্ররূপে মনে করো না। হাঁ, তবে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এই হিসেবে সবাই তাঁর রূহানী সন্তান, যেমনটি– اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ আয়াতের টীকায় আমরা লিখেছি।

হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী

৫৯. অর্থাৎ তাঁর তাশরীফ আনয়ন দ্বারা নবী আগমনের সিলসিলায় মোহর ও সীল মারা হয়ে গেছে। এরপর আর কাউকে নবুওয়াত প্রদান করা হবে না। যাদের নবুওয়াত পাওয়ার তাঁরা তা পেয়ে গেছেন। এ জন্যেই তাঁর নুবুওয়াতের সময়কাল সকল নবীর শেষে রাখা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নবুওয়াতী যুগ অব্যাহত থাকবে। হযরত ঈসা (আ) শেষ যুগে আবির্ভূত হবেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতরূপে, হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত তখন কার্যকর হবে না। যেমন, অন্য সকল নবী এখন স্ব স্ব অবস্থানে বিদ্যমান আছেন বটে; কিন্তু কার্যকর আছে শুধু প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আজ যদি মূসা (আ) (পৃথিবীর উপর) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকত না। বরং কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলিমের মতে সাবেক নবীগণ (আ) নিজ নিজ নবুওয়াতী যুগেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রূহানী ফয়েয লাভে ধন্য হতেন। যেমন রাতের চাঁদ ও নক্ষত্র সূর্য থেকেই আলো গ্রহণ করে। অথচ তখন সূর্য দেখা যায় না। দুনিয়ার জগতে আলোর সকল স্তর ও পর্যায় যেমন সূর্যের মধ্যে সমাপ্ত হয় তদ্রূপ নবুওয়াত ও রিসালাতের সকল স্তর ও উৎকর্ষ মুহাম্মদ (সা)-এর রূহ মুবারকে গিয়ে সমাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, তিনি সময়ের দিক থেকে এবং মর্যাদার দিক থেকে সর্বশেষ নবী। যারা নবুওয়াত পেয়েছেন, তাঁরা তাঁরই সীলমোহর পেয়ে নবী হয়েছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ খতমে নবুওয়াত তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে বর্তমান যুগের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কুরআন, হাদীস ও ইজমা ইত্যাদির শত শত দলীল-প্রমাণ সহকারে পৃথক ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সব কিতাব অধ্যয়ন করার পর সামান্যতম সন্দেহও থাকবে না যে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস করে না তারা নিশ্চিত কাফির এবং ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত।

৬০. অর্থাৎ তিনিই জানেন রিসালাত ও নবুওয়াতী মোহর কোথায় রাখতে হবে।

(٤٢) وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝
(٤٣) هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ۝
(٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝

৪২. এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সকাল-সন্ধ্যায়।[৬১]
৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে আলোতে আনার জন্যে এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।[৬২]
৪৪. তাদের দু'আ হবে সালাম যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত্ করবে। তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্যে সম্মানজনক প্রতিদান।[৬৩]

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র

৬১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি এত ব্যাপক অনুগ্রহ ও দয়া করলেন যে, মহান নবী ও সকল নবীর শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তোমাদের হিদায়াতের জন্যে প্রেরণ করলেন। সুতরাং তাঁর শুকরিয়া আদায় কর, প্রকৃত নিআমতদাতা আল্লাহ্ তা'আলাকে কখনো ভুলো না। উঠতে-বসতে, চলতে- ফিরতে, রাতে-দিনে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর যিক্‌র কর এবং তাঁকে স্মরণে রেখো।

আল্লাহ্‌র যিক্‌রের মাহাত্ম্য

৬২. অর্থাৎ অধিকহারে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও স্মরণ করার ফল এই হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে এই রহমত আসে। এই রহমত আর বরকতই তোমাদের হাতে ধরে তোমাদেরকে অজ্ঞতা ও গোমরাহীর অন্ধকার থেকে জ্ঞান ও তাকওয়ার আলোতে নিয়ে আসে। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত যদি ঈমানদারদের প্রতি না থাকত, তবে ঈমানের এই সম্পদ তারা কোত্থেকে পেত, আর কী করে তা অক্ষুণ্ন থাকত ? তাঁরই দয়ায় মু'মিনগণ সত্য ও হিদায়াত, ঈমান ও সততার পথে উন্নতি করে। এটি হলো ঈমানদার লোকের দুনিয়ার অবস্থা। আখিরাতে তার মর্যাদা ও সম্মানের কথা এখন আলোচিত হবে।

৬৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন। ফেরেশতাগণ সালাম দিতে দিতে তাঁদের নিকট আসবে। আর মু'মিনগণ পরস্পর একে অন্যকে সালাম দিবেন যেমন দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন।

(৪৫) يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ
(৪৬) وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝
(৪৭) وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝
(৪৮) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ دَعْ اَذٰىهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি বর্ণনাকারী সাক্ষীরূপে৬৪ এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে৬৫
৪৬. এবং আহবানকারীরূপে আল্লাহ্র দিকে তাঁর নির্দেশক্রমে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।৬৬
৪৭. তুমি সুবংবাদ দাও মু'মিনদেরকে যে, তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্র নিকট মহা মর্যাদা।৬৭
৪৮. এবং তুমি প্রত্যাখ্যানকারী ও ধোঁকাবাজ মুনাফিকদের কথা শুনো না৬৮ আর উপেক্ষা কর তাদের নির্যাতন এবং নির্ভর কর আল্লাহ্র উপর, আল্লাহ্ই যথেষ্ট কর্ম বিধায়করূপে।৬৯

---

৬৪. অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্র তাওহীদ ও একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁকে পাওয়ার পথ-নির্দেশ করছেন। যা কিছু বলছেন হৃদয়ে ও কর্মে তার সাক্ষী হচ্ছেন এবং আল্লাহ্র বাণী উম্মতের কে কতটুকু গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে হাশরের ময়দানেও সাক্ষ্য দিবেন।

৬৫. অর্থাৎ নাফরমান ও আল্লাহ্র অবাধ্য লোকদের সতর্ক করছেন ও ভয় দেখাচ্ছেন আর ফরমাবরদার ও অনুগত বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন।

৬৬. ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ঈমানদার বান্দাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসে। এখানে জানিয়ে দিলেন যে, সেই আলো এই প্রদীপ্ত প্রদীপ থেকে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভবত আলোচ্য আয়াতে প্রদীপ (سراج) শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেই অর্থে সূরা নূহের وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا। "আল্লাহ্ তা'আলা চাঁদকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন" আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা) নবুওয়াত ও হিদায়াতের সূর্য। যিনি উদিত হওয়ার পর অন্য কোন আলোর আর প্রয়োজন নেই। সকল আলো এই মহান আলোকে গিয়ে মিশে।

৬৭. অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা)-এর ওসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন।

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আপনাকে এমন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও এমন মহৎ উম্মত দান করলেন তখন আপনি বিনা দ্বিধায়, রীতিমত ও পরিপূর্ণভাবে দাওয়াত ও

(٤٩) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

৪৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীদেরকে বিয়ে করার পর যদি তালাক দাও তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে, তবে তোমাদের জন্যে তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু উপকারী সামগ্রী দিবে এবং তাদেরকে বিদায় করবে সৌজন্যের সাথে।৭০

সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, আল্লাহ্‌র যা নির্দেশ তা বলা ও বাস্তবায়নে কোন কাফির, মুনাফিকের সমালোচনা ও তিরস্কারের পরওয়া করবেন না।

৬৯. অর্থাৎ এই হতভাগারা যদি তাদের কথায় ও কাজে আপনাকে কষ্ট দেয় তবে তাদের কথা ভুলে গিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখবেন। তিনিই আপন কুদরত ও রহমত দ্বারা সর্বপ্রকার সাফল্য দিবেন। কাফিরদেরকে সৎপথে আনয়ন করা কিংবা শাস্তি দেওয়া তাঁরই হাতে। সেটি নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাদেরতো উদ্দেশ্যই হল এই যে, তাদের তিরস্কার, উপহাস ইত্যাদিতে ভয় পেয়ে আপনি যেন কাজ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন। খোদা না করুন, তা অবশ্য কখনো হওয়ার নয়, তবু যদি ধরে নেয়া হয় যে, আপনি তা করলেন তবে তো তাদের লক্ষ্যই অর্জিত হল, উদ্দেশ্য সফল হল। আপনি তাদের কথা মেনে নিলেন।

তালাকপ্রাপ্তা নববধূর প্রাপ্য মহর

৭০. যে স্বামী সহবাস করার পূর্বে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, স্ত্রীর মহর নির্ধারিত থাকলে তখন স্ত্রীকে নির্ধারিত অংকের ১/২ অংশ প্রদান করবে। আর যদি মহর নির্ধারিত না থাকে তবে কিছু দ্রব্য-সামগ্রী দিয়ে (অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য ও প্রচলিত সামাজিক প্রথা অনুপাতে এক জোড়া পোশাক দিয়ে) সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দেবে। আর মহিলা ইচ্ছা করলে তখনই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তার ইদ্দত পালনের বিধান নেই। (হানাফীদের মতে, স্বামী-স্ত্রীর আইনসম্মত নির্জনতা সহবাসের সমতুল্য। ফিক্‌হের কিতাব থেকে বিস্তারিত জেনে নিন)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে এই মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ব থেকেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়ে এসেছে। মধ্যখানে পরোক্ষ সম্পর্কের কারণে কিছু আয়াত এসে গেল। এখান থেকে পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গ শুরু হচ্ছে। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) একবার জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর তিনি তার নিকটে গেলে সে বলেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার হাত থেকে মুক্তি দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, তুমি মহান সত্তার আশ্রয় কামনা

(৫০) يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن
يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ
أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ۝

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্যে বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের মাহর তুমি প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তাদেরকে যারা তোমার মালিকানাধীন হয়েছে আল্লাহ্‌র দল হিসেবে৭১ এবং বিবাহের জন্যে বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সঙ্গে দেশত্যাগ করেছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও বৈধ। এটি বিশেষভাবে তোমার জন্যে, অন্য মু'মিনদের জন্যে নয়, আমি জানি যা নির্ধারিত করেছি মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকানাধীন দাসিগণ সম্বন্ধে যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।৭২

করেছ। এই প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আয়াতে ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সবাই জেনে নিক এই বিধান শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে নির্দিষ্ট নয়; বরং সকল মু'মিনের জন্যেও এই বিধান প্রযোজ্য। আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে একজোড়া কাপড় দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন। মহিলাটি নিজের এ ভাগ্যবিড়ম্বনার অনুশোচনায় সারা জীবন আক্ষেপ করেছে।

৭১. অর্থাৎ বাঁদী ও দাসীগণ বিজয়লব্ধ সম্পদ হিসেবে যা তাঁর মালিকানায় এসেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একাধিক স্ত্রী কল্যাণের ঝর্ণাধারা

৭২. আপনার স্ত্রীগণ যাদের মহর আপনি পরিশোধ করেছেন অর্থাৎ যারা এখনও আপনার বিবাহাধীন রয়েছে, তারা কুরায়শ বংশীয় আর মুহাজির হোক কিংবা না হোক তারা সবাই আপনার জন্যে বৈধ। তাদের মধ্যে কাউকে ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই। তবে চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত ও খালাত বোন অর্থাৎ কুরায়শ বংশীয়, চাই মাতার পক্ষের হোক চাই পিতার পক্ষের, যদি তারা হিজরত করে, তবে তাদেরকে বিবাহ করতে পারবেন। আর যে মহিলা নবীর হাতে নিজের প্রাণ সোপর্দ করে অর্থাৎ

বিনা মহরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হতে চায়, তারাও তাঁর জন্যে হালাল ও বৈধ। যদি তিনি এভাবে কাউকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে চান। এই অনুমতি শুধু নবী কারীম (সা)-এর জন্যে সীমিত। অবশ্য বাস্তবে তিনি এরূপ কাউকে বিয়ে করেননি (ফাতহ্)। এও হতে পারে যে, " اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ " যদি নবী ইচ্ছা করেন আয়াতাংশ দ্বারা তিনি শুধু আইনগত অনুমতির ধারণা পেয়েছেন। অন্যান্য মুসলমানদের জন্যে সেই বিধান যা ইতোপূর্বে জানা গেছে। অর্থাৎ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ 'অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে'। (সূরা নিসা ৪ঃ২৪)। অর্থাৎ বিনা মহরে বিবাহ নয়। আক্দ অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় মহরের কথা উল্লেখ করা হোক কিংবা পরে নির্ধারণ করা হোক। মহর যদি মোটেই নির্দিষ্ট করা না হয়, তবে মহরে মিছল অর্থাৎ স্ত্রীর বংশভুক্ত অন্যান্য মহিলার মহরের সমান মহর দান করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ক্ষেত্রে মহরের শর্ত রহিত করেছেন। কিন্তু মু'মিনদের ব্যাপার আলাদা। তাদের জন্যে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিও নেই, বিনা মহরে বিয়ে করার অনুমতিও নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রিয়নবী (সা) পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত যা কিনা যৌবন উন্মাদনার প্রকৃত সময়, তিনি একাকী জীবন-যাপন করেছেন। এরপর আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ-উপরোধ এবং অপর পক্ষ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত খাদীজা (রা)-কে (যিনি তখন প্রৌঢ়া এবং ইতোপূর্বে দু'দুবার বিধবা হয়েছেন) বিবাহ করেন। ৫৩ বছর পর্যন্ত পরিপূর্ণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে এই পবিত্র সাধ্বী মহিলার সাথে জীবন যাপন করেছেন। এই সময়েই তিনি সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে, গুহায়-গুহায় গমন করে একক আল্লাহ্র ইবাদত করতেন। আর আল্লাহ্র এই পুণ্যবতী দাসী তাঁর জন্যে খানা-পিনা ও সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণ করতেন। আল্লাহ্র ইবাদত সম্পাদন এবং মানসিক শান্তি অর্জনে সাহায্য করতেন। যৌবনের এই সুদীর্ঘ সময়ে অন্যান্য লোকের জন্যে যেখানে এটি যৌন উন্মাদনার চূড়ান্ত সময়, বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটনের বিপদজনক অবস্থা, সেখানে যত বড় সত্যদ্রোহী, গোঁয়ার ও পক্ষপাতিত্বকারী জঘন্য শত্রুই হোক না কেন, তাঁর নবীসুলভ পবিত্রতা ও অসাধারণ চারিত্রিক সততার বিপরীতে একটি ছোট্ট কথা, সামান্যতম মন্তব্যও উদ্ধৃত করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, এটি সেই পূর্ণাঙ্গ মানবের চরিত্র, যিনি নিজে নিজের সম্পর্কে বলেছেন, আমাকে যে দৈহিক শক্তি প্রদান করা হয়েছে তা জান্নাতে বসবাসকারী ৪০ জনের শক্তির সমান। সেখানকার একজনের শক্তি দুনিয়ার ১০০ জনের সমান। এ হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শক্তি ছিল দুনিয়ার চার হাজার লোকের শক্তির সমান। অবশ্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পরিপূর্ণ মানবের রূহানী ও দৈহিক শক্তি এরূপ উচ্চ ও পরিপূর্ণ থাকাও উচিত। এক পুরুষ শক্তির জন্যে এক মহিলা শক্তি অনুপাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে চার হাজার স্ত্রী হলে তা যথার্থ হত। কিন্তু 'আল্লাহু আকবার'! তাঁর সুকঠোর আধ্যাত্ম-সাধনা ও আত্মসংযমের তুলনা কোথায় ? ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত সেই একাকীত্ব বা সংসারবিমুখতা ও নির্জনতার

জীবন-যাপন করলেন। তারপর হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের পর তাঁর প্রধান আত্মোৎসর্গী ও নিষ্ঠাবান বন্ধুর কন্যা হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা)-কে বিয়ে করলেন। হযরত আইশা (রা) ব্যতীত আরও আটজন বিধবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের সময় তাঁদের নয়জন জীবিত ছিলেন। তাঁরা হলেন, হযরত আইশা (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত সাওদা (রা), হযরত উম্মু সালামা (রা), হযরত যায়নাব (রা), হযরত উম্মু হাবীবা (রা), হযরত জুওয়াইরিয়া (রা), হযরত সাফিয়্যা (রা); হযরত মায়মূনা (রা); আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন ও তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করুন। (তাঁদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন কুরায়শী নন)। দুনিয়ার নযীরবিহীন লোকদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব জন্মগত শক্তির দিক থেকে যিনি অন্তত চার হাজার স্ত্রী রাখার উপযুক্ত, তার অধীনে মাত্র নয়জন স্ত্রী দেখে কোন নীতিবান লোক কি তাঁকে অধিক স্ত্রী রাখার অপবাদ দিতে পারে ? তদুপরি যখন আমরা দেখতে পাই না যে, তাঁর বয়স তখন ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ব্যাপক ও বিশাল বিজয় অর্জনের পরও যিনি পেট ভরে খেতেন না। যা কিছু আসত আল্লাহ্র পথে দান করে ফেলতেন। স্বেচ্ছাবরণকৃত অভাব-অনটনের কারণে পেটে পাথর বেঁধে রাখতেন। মাসের পর মাস নবী পত্নীদের (রা) গৃহ থেকে ধোঁয়া বের হত না। শুধু পানি আর খেজুর খেয়েই দিন কাটাতেন। দিনের পর দিন রোযা রাখতেন। একাদিক্রমে কয়েকদিন ইফতার করতেন না। রাতের বেলায় আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে যেত। তা দেখে সাধারণ মানুষের করুণা হত। বিলাসিতা ও আয়েশী জীবনোপকরণ তো দূরের কথা; বরং স্ত্রীদেরকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন আখিরাতের জীবন যার পসন্দ সে যেন আমার সাথে থাকে। আর যে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ চাইবে সে বিদায় নিয়ে যাবে। একদিকে এ অবস্থা অন্যদিকে সকল স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার এমন সমতাপূর্ণ ও সুন্দরভাবে প্রদান করতেন যা অতিশয় শক্তিশালী সাধারণ পুরুষের জন্যেও সম্ভব নয়। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু সৈন্যের মুকাবিলায় বড় বড় সাহসী, শক্তিমান বীর যোদ্ধারা যখন হতাশ হয়ে বসে পড়ত তখনও তিনি পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকতেন এবং মুখে বলতেন– اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ 'আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার নিকটে আস, আমি আল্লাহ্র রাসূল।'

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ 'আমি নবী, তা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর'। স্ত্রীগণের দেখাশুনা ও প্রাপ্য পরিশোধের কারণে আল্লাহ্র ইবাদত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে কোন প্রকারের বিঘ্ন ঘটত না। কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যায় এক মুহূর্তের জন্যেও দুর্বল ও ক্লান্ত হতেন না। প্রজ্ঞাবান ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের নিকট এটি কি মু'জিযা ও অলৌকিকতার চেয়ে কিছু কম ?

প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর শৈশব এবং যৌবনকাল এক একটি মু'জিযা ছিল। তাঁর বার্ধক্যও ছিল একটি মু'জিযা। সত্য বলতে কি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র জীবনের প্রতিটি

(৫১) تُرْجِیْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُـْٔوِیْۤ اِلَیْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤی اَنْ تَقَرَّ اَعْیُنُهُنَّ وَ لَا یَحْزَنَّ وَ یَرْضَیْنَ بِمَاۤ اٰتَیْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَلِیْمًا ○

৫১. তুমি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট থেকে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছিলে তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এই বিধান এ জন্যে যে, এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না এবং তুমি তাদেরকে যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। আল্লাহ্ জানেন তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, সহনশীল।৭৩

পর্যায়ে সত্যাবলম্বী মুত্তাকীদের জন্যে কিছু কিছু আদর্শ রেখে দিয়েছেন। এগুলো মানব জীবনের প্রত্যেক শাখায় তাদের কর্ম সম্বন্ধীয় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। সাধ্বী নবী পত্নিগণ (রা), বিরুদ্ধবাদীগণ যাদের সংখ্যাধিক্যের অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁরাই এই অনুগ্রহ ধন্য উম্মতের মধ্যে রাসূলের অনুসরণকারী নারী-পুরুষের জন্যে নবী করীম (সা)-এর সে সকল নির্দেশ ও আদর্শ জানার মাধ্যম হয়ে গেলেন। যে সকল নির্দেশ ও আদর্শ রাসূল (সা)-এর অভ্যন্তরীণ ও পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। নবী পত্নীদের সংখ্যাধিক্যের অন্যতম কল্যাণকর দিক এই যে, পারিবারিক জীবন-যাপন এবং মেয়েলী বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ ও আদর্শ কি তা তাদের মাধ্যমে খুব সহজেই প্রকাশিত হয়েছিল। তদুপরি বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীর মহিলাগণ তাঁর স্ত্রীর মর্যাদা পাওয়ায় ওই সকল গোত্র ও গোষ্ঠীর সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে শ্বশুর পক্ষীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হলো আর এতে করে পারস্পরিক ঘৃণা ও দূরত্ব হ্রাস পায়। স্বগোত্রীয় মেয়েদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্রতা, চারিত্রিক মাধুর্য সদাচরণ এবং নির্মল চরিত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা শুনে গোত্রের অন্যান্য লোকজন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শয়তানী সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসার অবসান ঘটে। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে জান কুরবানকারী ভক্তগণ এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্যে পথ প্রদর্শনকারী এক বিশাল জামাআত গঠিত হল, যাদের চেয়ে অধিক পরহিযগার ও পবিত্র কোন দল [নবীগণ (আ) ব্যতীত] আকাশের নীচে কখনও পাওয়া যায়নি। কোন অসৎ চরিত্রের লোকের অধীনে এরূপ পাক-পবিত্র দল গঠন মোটেই সম্ভব ছিল না।

৭৩. অর্থাৎ যে সকল মহিলা স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয় তাদেরকে গ্রহণ করা ও না করার ব্যাপারে আপনার ইখতিয়ার আছে। বর্তমান স্ত্রীদের মধ্যেও যাকে ইচ্ছা রাখুন, যাকে ইচ্ছা বিদায় করে দিন। এ ছাড়াও যারা স্ত্রীরূপে থাকবে তাদের ব্যাপারেও সমভাবে রাত্রি যাপন' আপনার উপর ওয়াজিব নয়। বরং আপনার ইচ্ছাধীন, যার কাছে আগে

(৫২) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنۢ بَعۡدُ وَلَآ اَنۡ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنۡ اَزۡوَاجٍ وَّلَوۡ اَعۡجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتۡ يَمِيۡنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ رَّقِيۡبًا ۝

৫২. এরপর তোমার জন্যে কোন নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয় যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মোহিত করে৭৪ তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়।৭৫ আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।৭৬

থাকতে চান থাকবেন, যার কাছে পরে যেতে চান যাবেন। যাদেরকে বিদায় দিবেন তাদেরকে পুনঃগ্রহণের ইখতিয়ারও আপনার আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধুকে এ সব অধিকার ও ইখতিয়ার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে তিনি কোনদিন এ সমস্ত সুযোগের ব্যবহার করেননি। লেন-দেন ও দাম্পত্য জীবনে তিনি এতো অধিক ন্যায় পরায়ণতা ও সাম্য অবলম্বন করতেন যা চরম সতর্ক ব্যক্তিও পালন করতে পারে না। এতদ্সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন স্ত্রীর প্রতি মনের টান বেড়ে যেত তখন বলে উঠতেন اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ "হে আল্লাহ্! আমার ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়াদিতে এই আমার সমান আচরণ সমবণ্টন, যে বিষয়গুলো আমার নিয়ন্ত্রণে নয়, বরং আপনারই ব্যবস্থাধীন সেগুলোর জন্য আমাকে দোষী করবেন না"। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আয়াতাংশে সম্ভবত সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রত্যেকের নিকট নিয়মিত ও সমভাবে রাত্রিযাপন তার জন্যে ওয়াজিব। প্রিয় নবী (সা)-এর উপর তা ওয়াজিব ছিল না। যাতে নবী পত্নিগণ এটিকে তাঁদের অধিকাররূপে না ভাবেন। বরং দীনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যারা থাকতে চান তারা থাকবেন, এ অবস্থা মেনে নিবেন। (তা না হলে তো প্রতিদিন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা, বিবাদ-বিসংবাদ লেগে থাকত। এবং নবী পত্নিগণ (রা) দুনিয়ার চিন্তা ছেড়ে মূল লক্ষ্যের প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হতে পারতেন না। বরং এই চিন্তা-ভাবনায় নিয়োজিত থাকতেন।)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কারো প্রতি তারতম্য করেননি। সকলের প্রতি সমান আচরণ করেছেন। একমাত্র হযরত সাওদা (রা) (বৃদ্ধা হয়ে যাওয়ার পর) তাঁর প্রাপ্য রাত্রি যাপন অধিকার হযরত আইশা (রা)কে দান করে দিয়েছিলেন।

৭৪. অর্থাৎ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْ। আয়াতে যত প্রকারের নারী বৈধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য কোন নারী বৈধ নয়। যারা এখন বিবাহাধীন আছেন তাদেরকে পরিবর্তন করাও বৈধ নয়। অর্থাৎ কাউকে এই উদ্দেশ্যে তালাক দিবেন যে, তার স্থানে অন্য একজন গ্রহণ করবেন, তা বৈধ নয়। হযরত আইশা

(৫৩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ
غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا
مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا
يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ
اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا
اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝

৫৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্যে অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্যে নবীগৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ করো।[৭৭] এবং ভোজনের শেষে তোমরা চলে যেয়ো, তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না।[৭৮] কারণ, তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করে; কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না।[৭৯] তোমরা তাঁর পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্র।[৮০] তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তিকালের পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সঙ্গত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটি ঘোরতর অপরাধ।[৮১]

(রা) ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এই নিষেধাজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরপরে আর কোন বিবাহ করেননি এবং বিবাহাধীন কোন মহিলাকে পরিবর্তনও করেননি। তাঁর ইনতিকালের সময় এরাই স্ত্রীরূপে ছিলেন।

৭৫. অর্থাৎ ক্রীতদাসী। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীর মর্যাদায় দু'জন ক্রীতদাসী ছিলেন। ১. হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা), তাঁর গর্ভে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হয়। ২. হযরত রায়হানা (রা)।

সামাজিক আচরণ-বিধি

৭৬. যে আল্লাহ্র বিধি-বিধান পালন ও সীমারেখা রক্ষা করে আর যে রক্ষা করে না সবাই আল্লাহ্র দৃষ্টির অধীন। সুতরাং এ কথা স্মরণ রেখেই সকলের কাজ করা উচিত।

৭৭. অর্থাৎ নির্দেশ ও অনুমতি ব্যতীত খেতে যেও না। আর খাওয়ার জন্যে আহ্বান করার পূর্বে খাওয়ার স্থানে যেও না। তাহলে খাদ্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে হবে এবং ঘরের লোকজনের স্বাভাবিক কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

অতিথির শিষ্টাচার

৭৮. অর্থাৎ খাওয়া শেষে আপন আপন বাড়ীর দিকে চলে যাবে। সেখানে বসে থাকলে আমন্ত্রণকারী ও ঘরের অন্যান্য লোকজনের অসুবিধা হয়। নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পর্কিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়াত নাযিল হওয়ায় 'আয়াতে নবী (সা)-এর উল্লেখ এসেছে বটে কিন্তু বিধানটি সার্বজনীন। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে একটি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। তা এই, দাওয়াত ছাড়া কারও ঘরে খেতে যাওয়া কিংবা খাওয়ার পূর্বে নিরর্থক গল্প-গুজবের আসর জমানো কিংবা খাওয়ার পর গাল-গল্পে মেতে থাকা বৈধ নয়।

৭৯. অর্থাৎ চক্ষু লজ্জার খাতিরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এই কষ্ট ভোগ করছেন। ভদ্রতার খাতিরে তিনি স্পষ্ট বলছেন না যে, তোমরা উঠে যাও, আমার অসুবিধা হচ্ছে। এটি তো তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য ও শিষ্টাচার। কিন্তু তোমাদেরকে সংশোধন ও শিক্ষা দিতে আল্লাহ্র কোন বাধা নেই। তাই আপন নবীর মুখে তিনি তাঁর বিধান তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন।

৮০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে আদব শিক্ষা দিলেন। খাওয়া-দাওয়া উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে এলে তারা আলাপ-আলোচনায় মশগুল হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রামের স্থান ছিল সেটিই। লজ্জার খাতিরে তিনি 'উঠে যাও' বলতেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলে দিলেন। এই আয়াতে পর্দা সম্পর্কেও নির্দেশ এলং যে, পুরুষগণ রাসূলপত্নীদের (রা) সম্মুখে যেন না যায়। কোন কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল হতে চাইবে। এতে করে উভয় পক্ষের অন্তর নির্মল থাকবে এবং শয়তানের কু-মন্ত্রণার পথ চিরতরে বন্ধ হবে।

প্রিয়নবী (সা)-এর মর্যাদার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা মু'মিনদের কর্তব্য

৮১. অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিকগণ যা ইচ্ছা বক বক করুক, কষ্ট দিক না কেন, কিন্তু ঈমানদারগণ তো অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চূড়ান্ত সততা ও পবিত্রতার বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তাদের কর্তব্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুনিয়ার জীবনে কিংবা ইনতিকালের পর এমন কোন উক্তি না করা কিংবা এমন কোন কাজ না করা যাদ্বারা প্রিয়নবী (সা) সামান্যতমও কষ্ট পান। প্রিয়তম ও পবিত্রতম রাসূলের মহান মর্যাদা সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকা মু'মিন মাত্রেরই অবশ্যকর্তব্য। উদাসীনতা কিংবা অলসতার প্রেক্ষিতে যদি এরূপ কোন আচরণ সংঘটিত হয় তাহলে সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যে পীড়াদায়ক অন্যান্য বিষয়গুলোর মধ্যে জঘন্যতম পাপের কাজ হলো তাঁর বর্তমানে কিংবা ইনতিকালের পর কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর সহধর্মিণীদেরকে বিবাহের ইচ্ছে করা কিংবা ওই মনোভাব প্রকাশ করা।

(৫৪) اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৮২]

মু'মিন জননীদের মর্যাদা

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসূল পত্নীগণ একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। আর তা হলো তাঁরা রূহানীভাবে সকল ঈমানদার লোকের সম্মানীত মাতা। উম্মতের কোন লোককে স্বামীত্বে বরণ করলে তাঁদের এই মহান মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে কি ? দ্বিতীয়ত যেই বিশেষ লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নবী পত্নীরূপে মনোনীত করলেন তা হল দীনের তালীম তালকীন-শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচার-প্রসার। অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পারিবারিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়লে স্বাধীনভাবে ওই দীনের প্রসার-প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন কি ? কোন অধমের চেয়েও অধম ব্যক্তিও কি এটা কল্পনা করতে পারে যে, সাইয়িদুল বশর, ইমামুল মুত্তাকীন মহান চরিত্রের অধিকারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমাত ও সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করার পর কোন মহিলা অন্য কারো ঘরে এক মুহূর্তের জন্যেও মানসিক সুখ শান্তি পাবে ?

বিশেষত তাঁরা তো সেই সকল মনোনীত মহিলা যাদের সম্মুখে দুনিয়া ও আখিরাত পেশ করে একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল। আর দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে লাথি মেরে সানন্দে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। আখিরাতের পথ বেছে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বস্তুত ইতিহাস বলছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর কেমন অতুলনীয় তাকওয়া ও পরহিযগারীর সাথে ধৈর্য ও তাওয়াক্কুলের সাথে এই সাধ্বী জান্নাতী মহিলাগণ আল্লাহ্র ইবাদতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং দীনের বিধি-বিধান প্রচারে ইসলামের খিদমতে নিজেদেরকে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। দুনিয়ার সুখ ভোগের কথা ভুলেও তাদের কারো মনে আসেনি। আসবে কীভাবে শুরুতেই তো আল্লাহ্ তা'আলা يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا বলে তাদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার যিম্মাদারী নিয়েছেন। (আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি রাযী হোন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং যারা তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা পোষণ করেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করুন)। এই মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানুতবী (র)-এর 'আবে হায়াত' গ্রন্থে রয়েছে।

৮২. অর্থাৎ মুখে প্রকাশ করা তো দূরের কথা এ ধরনের কু-মন্ত্রণা অন্তরেও স্থান দেবে না। আল্লাহ্র নিকট তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় সমান। অন্তরের কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়।

(৫৫) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ
اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ
وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○
(৫৬) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৫৫. অপরাধ নয় নবী পত্নীদের জন্যে তাদের পিতাদের. ছেলেদের, ভাইদের, ভাতিজাদের, ভাগ্নেদের, সেবিকাদের৮৩ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সামনে আসা। হে ঈমানদার স্ত্রীলোকগণ! ভয় কর আল্লাহ্কে সমস্ত কিছুই আল্লাহ্র দৃষ্টিভুক্ত।৮৪

৫৬. আল্লাহ্ নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও। হে মু'মিনগণ! তোমরা ও নবীর জন্যে রহমত প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।৮৫

---

৮৩. ইতোপূর্বে মু'মিন জননীদের সম্মুখে পুরুষের উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তখন বলা হলো যে, যারা মাহরাম পুরুষ অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ তাঁরা তাদের সম্মুখে যেতে পারবেন। এ বিষয়ে সকল মু'মিন মহিলা সম্পর্কে যে বিধান সূরা নূরে উল্লিখিত হয়েছে রাসূল পত্নীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ-এর ব্যাখ্যা সূরা নূরে আলোচিত হয়েছে, সেখানে দেখা যেতে পারে।

৮৪. অর্থাৎ পর্দার যে বিধান বর্ণিত হল এবং যে ব্যতিক্রম ঘোষিত হল, পরিপূর্ণভাবে তা পালন করো সামান্যতমও যেন এদিক-সেদিক না হয়। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র দেওয়া সীমারেখা মেনে চল। তোমাদের কোন্ অবস্থায়ই আল্লাহ্ থেকে গোপন নয়। يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ('তিনি চোখের খিয়ানত এবং মনের গোপন খবর জানেন)।

সালাত ও দরূদের অর্থ

৮৫. নবী কারীম (সা)-এর প্রতি সালাত অর্থ দয়া ও অনুগ্রহের সাথে নবীর গুণগান সুনাম ও প্রশংসা করা। তারপর সালাত শব্দটি যার সাথে সম্পর্কিত হবে, তার স্তর ও মর্যাদা অনুযায়ী এর অর্থ গ্রহণ করা হবে। যেমন বলা হয় পিতা পুত্রের প্রতি, পুত্র পিতার প্রতি এবং ভাই ভাইয়ের প্রতি দয়া করে। অথবা এদের একে অন্যকে মুহব্বত করে।

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুত্রের প্রতি পিতার দয়া আর পিতার প্রতি পুত্রের দয়া এক সমান নয়। আবার ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের দয়া ভিন্ন। তদ্রূপ বুঝে নিন যে, আল্লাহ্ও তাঁর নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন অর্থাৎ দয়া ও ভালবাসার সাথে তাঁর গুণগান ও প্রশংসা করেন। ফেরেশতারাও সালাত প্রেরণ করেন। তবে প্রত্যেকের সালাত, রহমত ও সম্মান প্রদর্শন নিজ নিজ স্তর অনুযায়ী হবে। তারপর মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরাও সালাত আর রহমত বা অনুগ্রহ প্রেরণ কর। মানুষের পক্ষ থেকে সালাত ও রহমত পূর্বোল্লিখিত সালাত থেকে নিশ্চয়ই আলাদা হবে। উলামায়ে কিরাম বলেছেন, আল্লাহ্র সালাত অর্থ রহমত ও অনুগ্রহ নাযিল করা। ফেরেশতাদের সালাত প্রেরণ অর্থ ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা আর মু'মিনদের সালাত প্রেরণ অর্থ দু'আ করা। হাদীস শরীফে আছে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! সালামের নিয়ম তো আমরা জেনেছি (নামাযের তাশাহ্হুদে যা পাঠ করা হয় اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ "হে নবী আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত।" এখন সালাত প্রেরণের নিয়ম বাতলিয়ে দিন, যা নামাযে পাঠ করব। তিনি এই দরূদ শরীফ শিখিয়ে দিলেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

'হে আল্লাহ্! পরিপূর্ণ রহমত নাযিল করুন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর যেমন রহমত নাযিল করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আপনি তো প্রশংসিত ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! বরকত নাযিল করুন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর যেমন বরকত নাযিল করেছেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আপনি তো প্রশংসিত ও মহিমান্বিত'। মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরাও নবীর উপর সালাত (রহমত) প্রেরণ কর। নবী কারীম (সা) শিখিয়ে দিলেন যে, তোমাদের দরূদ প্রেরণ এই যে, তোমরা আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করবে যে, তিনি যেন তাঁর বেশী বেশী রহমত চিরদিন ও সর্বক্ষণ নবীর উপর নাযিল করেন। কারণ, আল্লাহ্র রহমতের কোন সীমা ও শেষ নেই। এটিও আল্লাহ্র দয়া যে, এই দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যে অতিরিক্ত রহমত নবীর প্রতি নাযিল করবেন সেটি আমরা এই অক্ষম অযোগ্য বান্দাদের নামে নাযিল করবেন। যেন আমরাই ওই রহমত প্রেরণ করেছি। অথচ সর্বাবস্থায় রহমত প্রেরণের মালিক সেই একক আল্লাহ্। কোন বান্দার কী ক্ষমতা ছিল যে, নবীকুল শ্রেষ্ঠ আল্লাহ্র দোস্তের দরবারে উপযুক্ত তোহ্ফা

(৫৭) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

(৫৮) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا
بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

৫৭. যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশপ্ত করেন দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তিনি প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।৮৬

৫৮. যারা অপবাদ দেয় মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে তারা কোন অপরাধ না করলেও; তারা বহন করে মিথ্যা ও স্পষ্ট পাপের বোঝা।৮৭

প্রেরণ করতে পারবে ? হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরিবারের জন্যে আল্লাহ্র রহমত কামনা করা অত্যন্ত কবূলযোগ্য কাজ। এতে যথোপযুক্তভাবে তাঁদের প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। একবার প্রার্থনা করলে দশ রহমত নাযিল হয় প্রেরণকারীর উপর। এখন যার যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ অর্জন করুক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নবীর প্রতি সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। এ জন্যে হাদীস গ্রন্থের ভাষ্যসমূহ দেখুন। শায়খ শামসুদ্দীন ছাখাবী (র)-এর اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلاةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ নামক গ্রন্থও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আমরা সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি। আলহামদু লিল্লাহ্!

৮৬. মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন রাসূল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ না হয়। বরং পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে, তাঁর সম্মান করে। এর একটা দিক হলো সালাত ও সালাম প্রেরণ করা। এখন বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-কে পীড়া দানকারী ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত ও বঞ্চিত এবং অপমানজনক শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবে। 'এখানে আল্লাহ্কে কষ্ট দেওয়া' মানে হল তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর সম্পর্কে মর্যাদাহানিকর মন্তব্য করা।

৮৭. এরা ছিল মুনাফিক। পেছনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুর্নাম করত। অথবা সম্মানিতা রাসূলপত্নীদেরকে নিয়ে মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুলত, যেমন সূরা 'নূর'-এ উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম মহিলাগণ তাদের পক্ষ থেকে যে সকল অত্যাচারের সম্মুখীন হতেন পরবর্তী আয়াতে তা বন্ধ করার কতক উপায় বলে দেয়া হচ্ছে। বর্ণিত আছে যে, মুসলিম মহিলাগণ যখন অপরিহার্য প্রয়োজনে বাইরে বের হতেন, তখন বদমাশ

(৫৯) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বল, তারা যেন টেনে দেয় নিজেদের উপর তাদের চাদরের কিছু অংশ।[৮৮] এতে সহজতর হবে তাদেরকে চেনা। ফলে কেউ তাদেরকে উত্যক্ত করবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮৯]

মুনাফিকগণ ওঁৎ পেতে থাকত এবং নানা অশালীন মন্তব্য ও কটূক্তি করত। পরে ধরা পড়লে বলত যে, হায়! আমরা তো তাঁদেরকে চিনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি যে, তাঁরা খান্দানী রমণী। আমরা মনে করেছিলাম তারা দাসী-বাঁদী হবে।

মুসলিম মহিলাদের পর্দার স্বরূপ

৮৮. অর্থাৎ শরীর ঢেকে নেয়ার পর চাদরের কিছু অংশ মাথা থেকে নীচের মুখমণ্ডলের উপর ঝুঁলিয়ে দিবে। বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলিম মহিলাগণ শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে এমনভাবে বের হতেন যে, দেখার জন্য মাত্র একটি চোখ খোলা থাকত। এতে প্রমাণিত হয় যে, ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার সময়ে স্বাধীন মহিলাদের জন্যে মুখমণ্ডলও আচ্ছাদিত করে রাখা সমীচীন। দাসী-বাঁদী জন্যে এরূপ চলা কষ্টকর বিধায় তাদের প্রতি মুখমণ্ডল আবৃত করার বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ ,এটি তাদের কাজ-কর্মে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

৮৯. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন যে, এতদ্বারা যেন অর্থাৎ ওড়নায় মুখমণ্ডল আচ্ছাদন দ্বারা যেন তাদেরকে চেনা যায় যে, এরা দাসী নয়— সম্ভ্রান্ত স্বাধীন রমণী; বেহায়া চরিত্রহীনা নয়, পুণ্যবতী নেককার মহিলা। তখন মন্দ চরিত্রের লোকেরা তাদেরকে উত্যক্ত করবে না। ঘোমটাকে এটির প্রতীকরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি উত্তম বিধান। এরপর বলে দিলেন আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়াময়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কোন ত্রুটি থেকে গেলে আপন দয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তা ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায় (তাকমীল)। এটি তো স্বাধীন মহিলাদের জন্যে বিধান। যাতে তাদেরকে চিনতে পারে। দুষ্ট লোকেরা তাদেরকে উত্যক্ত করারও সাহস করতে না পারে। আর পরে চিনতে না পারার ওযর পেশ করতে না পারে। পরবর্তী আয়াতে স্বাধীন ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে যে কোন মহিলাকে উত্যক্ত ও অপমান করা সম্পর্কে শাসিয়ে দেয়া হচ্ছে।

(٦٠) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْمُرْجِفُوْنَ فِي
الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۞
(٦١) مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْآ اُخِذُوْا وَ قُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۞
(٦٢) سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۞

৬০. তবে যদি বিরত না থাকে মুনাফিকগণ ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে[৯০] এবং যারা মদীনায় গুজব রটায়[৯১] তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব, এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা থাকতে পারবে না স্বল্প সময় ব্যতীত।

৬১. অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও হবে এবং প্রাণে হত্যা করা হবে।[৯২]

৬২. এই ছিল আল্লাহ্‌র নীতি পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে। তুমি কখনও পরিবর্তন দেখবে না আল্লাহ্‌র নীতিতে।[৯৩]

ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন

৯০. অর্থাৎ কুদৃষ্টি ও প্রবৃত্তিপূজার রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছে।

৯১. এতদ্দ্বারা সম্ভবত ইয়াহূদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা মিথ্যা গুজব রটিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা করত। অবশ্য এখানে মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে বলারও অবকাশ আছে।

৯২. অর্থাৎ তাদের অপকর্ম থেকে তারা যদি বিরত না হয় তবে আপনাকে আমি তাদের উপর বিজয়ী করে দিব। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে আপনি তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করে দিবেন। আর যে কয়েকদিন তারা থাকবে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে। বস্তুত ইয়াহূদীদেরকে মদীনা শরীফ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আর মুনাফিকগণ এই ধমক শুনে সম্ভবত নিজেদের চেহারা পরিবর্তন করেছিল আর এভাবে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, যারা খারাপ উদ্দেশ্যের লোক ছিল মদীনা শরীফে মহিলাদেরকে উত্ত্যক্ত ও তিরস্কার করত এবং মুসলমানদেরকে হীনবল ও বিরুদ্ধবাদীদেরকে সবল করার নিয়্যতে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে দিত আয়াতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই ধমক দেওয়া হয়েছে।

৯৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রীতি-ই এরূপ। নবী-রাসূল (আ)-এর মুকাবিলায় যারা ষড়যন্ত্র করেছে, ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে, এভাবেই তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে অথবা ধ্বংস হয়েছে। অথবা মর্ম এই যে, অতীতে আসমানী কিতাবসমূহেও এ

(٦٣) يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝

(٦٤) إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝

(٦٥) خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

৬৩. লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে। বল, 'এটির জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে'। তুমি এটি কী করে জানবে ? সম্ভবত সে সময়টি অতি নিকটবর্তী।[৯৪]

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন প্রত্যাখ্যানকারীদের এবং প্রস্তুত রেখেছেন তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি।[৯৫]

৬৫. সেখানে তারা থাকবে চিরদিন এবং তারা পাবে না কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

বিধান আছে, 'অশান্তি সৃষ্টিকারী ও দুষ্কৃতকারীদেরকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দিবে।' যেমন হযরত শাহ্ সাহেব (র) 'তাওরাত' কিতাব থেকে তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

৯৪. কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তার নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জানাননি বটে, কিন্তু এখানে ইঙ্গিত দিলেন যে, শীঘ্রই তা অনুষ্ঠিত হবে। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দেখিয়ে বলেছিলেন ঃ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ আমি এবং কিয়ামত এই দু 'অঙ্গুলির ন্যায়' অর্থাৎ মধ্যমা অঙ্গুলি তর্জনী অঙ্গুলির চেয়ে যতটুকু দীর্ঘ আমি কিয়ামতের ততটুকু সময় পূর্বে এসেছি মাত্র। কিয়ামত খুবই নিকটে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন যে, হয়ত মুনাফিকদের হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমির একটি এই যে, তারা এমন একটি বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করছিল যার কোন উত্তর (দুনিয়াতে) নেই। তাই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দিলেন। এও হতে পারে যে, ইতোপূর্বে لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا 'আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে এবং তাদের জন্যে অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' নাযিল হওয়ার পর হাসি-ঠাট্টা ও তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা বলেছিল যে, কিয়ামত ও আখিরাত কখন আসবে যার ধমকি তুমি দিচ্ছ ? এর সময় সম্পর্কে অন্তত কিছুটা ধারণা দাও!

৯৫. এই অভিশাপের ফলশ্রুতিতে তারা অহরহ অযাচিত প্রশ্ন করে যাচ্ছে, পরিণাম ফল ভেবে দেখছে না।

(٦٦) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا
الرَّسُولَا ○
(٦٧) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ○
(٦٨) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ○
(٦٩) يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا
قَالُوا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيهًا ○

৬৬. যেদিন তাদের মুখ উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে,[৯৬] সেদিন তারা বলবে, হায়! কী ভালই না হত যদি আমরা আল্লাহ্‌র কথা মানতাম ও রাসূলের কথা মানতাম।[৯৭]

৬৭. তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের কথা মানতাম, ফলে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল আমাদেরকে।

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাও দ্বিগুণ শাস্তি এবং তাদেরকে দাও মহা অভিশাপ।[৯৮]

৬৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা ক্লেশ দিয়েছিল মূসাকে, পরে আল্লাহ্ তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন তাদের রটনা থেকে; এবং সে ছিল আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান।[৯৯]

---

৯৬. অর্থাৎ উপুড় করে ফেলে তাদের মুখমণ্ডল উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে আগুনে পোড়ানো হবে।

৯৭. তখন আফসোস ও আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি দুনিয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথামত চলতাম, তাহলে আজ এই যাতনা ভোগ করতে হত না।

অসৎ নেতৃত্বের করুণ পরিণতি

৯৮. চরম ক্ষোভের কারণে তারা এ কথা বলবে। তারা বলবে যে, আমরা দুনিয়াতে নেতা-নেত্রী ও ধর্মীয় গুরুদের অনুসরণ করেছি। তারা ধোঁকাবাজি-মিথ্যাচার ও প্রতারণা করে আমাদেরকে এই বিপদে ফেলেছে। তাদের বিভ্রান্তির কারণে আমরা সত্যচ্যুত ও বিপথে পরিচালিত হয়েছি। আমাদেরকে যদি শাস্তি দিতে হয়, তবে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতে হবে। আর আমাদের প্রতি যে অভিশাপ দেওয়া হবে বড়দের উপর তার চেয়ে বড় অভিশাপ হওয়া চাই। যেন ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তিতে পতিত করে নিজেরা মনের ক্ষোভ উপশম করতে চাইবে। এ বিষয় সম্বলিত একটি আয়াত সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তাদের আবেদনের উত্তর সম্পর্কেও আলোচনা আছে। দেখে নিতে পারেন।

হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণ

৯৯. অর্থাৎ তোমরা এমন কোন কথা বলো না, এমন কোন কাজ করো না যাতে তোমাদের নবী (সা) কষ্ট পান। এরূপ কিছু করলে নবীর কোন ক্ষতি নেই। কারণ, আল্লাহ্‌র নিকট নবী সর্বদাই মর্যাদাবান। নবীর সকল দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ্‌ তা'আলা বিদূরিত করবেন। তবে যারা এরূপ করবে তাদের পরিণাম মন্দ হবে। দেখ মূসা (আ)-এর উম্মতের লোকেরা কীভাবে তাঁর সম্পর্কে অন্যায় ও কষ্টদায়ক কথা বলেছে। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর ইয্যত ও মর্যাদার খাতিরে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। মূসা (আ)-এর ত্রুটিহীন ও নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত করেছেন।

বর্ণিত আছে যে, কতক দুষ্কৃতকারী লোক হযরত মূসা (আ)-এর নামে অপবাদ রটনা করেছিল যে, তিনি জঙ্গলে নিয়ে হযরত হারূন (আ)-কে হত্যা করে ফেলেছেন! এক অলৌকিক নিয়মে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এই চক্রান্তের মূলোৎপাটন করলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, লজ্জাশীলতার কারণে হযরত মূসা (আ) গোপনে একাকী গোসল করতেন (এটি সে যুগের সাধারণ নিয়মের বিপরীত ছিল) বিরুদ্ধবাদীরা বলতে লাগল যে, নিশ্চয় তাঁর শরীরে দোষ আছে, হয়ত কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন আছে নতুবা তাঁর অণ্ডকোষ ফোলা। একদিন হযরত মূসা (আ) একাকী গোসল করছিলেন। কাপড় খুলে রেখেছিলেন একটি পাথরের উপর। তাঁর কাপড়সহ পাথর পালিয়ে যেতে লাগল। হাতে লাঠি নিয়ে হযরত মূসা (আ) পাথরে পিছনে ছুটলেন। পাথর এমন স্থানে গিয়ে থামল যেখানে উপস্থিত ছিল অনেক লোক। হযরত মূসা (আ)-কে উলঙ্গ দেখে সবাই জেনে নিল যে, তাঁর দেহে কোন দোষ নেই। কোন এক কবি বলেছেন–

پوشاند لباس ہرکراعیب دید + بے عیباں را لباس عریانی داد

'পোশাক দিলেন তাদের তরে যাদের আছে দোষ–
নগ্নতার পোশাক দিলেন যারা হয় নির্দোষ'।

কতক তাফসীরকার লিখেছেন যে, কারূন ষড়যন্ত্র করে জনৈক মহিলাকে টাকার বিনিময়ে ভাড়া করে। সে জনসমক্ষে প্রচার করে যে, হযরত মূসা (আ) তার সাথে অবৈধ কাজে (নাউযুবিল্লাহ্‌) লিপ্ত হন। আল্লাহ্‌ তা'আলা শেষ পর্যন্ত কারূনকে মাটিতে ধসিয়ে পুঁতে দিলেন এবং মহিলার মুখেই আবার ওই অপবাদ প্রত্যাহার করিয়েছেন। সূরা 'কাসাস'-এ তা আলোচিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পাথরের পিছনে হযরত মূসা (আ)-এর উলঙ্গ দৌড়ানো ছিল অনিচ্ছাকৃত অনিবার্য কারণে। হয়ত এটা তাঁর জানা ছিল না যে, পাথরটি শেষ পর্যন্ত তাঁকে জনসমক্ষে নিয়ে যাবে। তা ছাড়া পাথরের এই পলায়ন ছিল অলৌকিক ব্যাপার, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। অলৌকিক ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে আমরা একটি পৃথক পরিপূর্ণ কিতাব

(٧٠) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝
(٧١) يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝
(٧٢) اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۝

৭০. হে মু'মিনগণ! ভয় কর আল্লাহ্‌কে এবং বল সঠিক কথা।
৭১. তাহলে তিনি ত্রুটিমুক্ত করবেন তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের পাপ। যারা মেনে চলে আল্লাহ্‌র কথা ও তার রাসূলের কথা, তারা অবশ্যই অর্জন করে মহাসাফল্য।১০০
৭২. আমি তো পেশ করেছিলাম এই আমানত আসমান-যমীন ও পর্বতমালার প্রতি, তখন তারা কেউ স্বীকার করল না তা বহন করতে এবং তাতে শংকিত হল। কিন্তু তা বহন করল মানুষ, সে তো অতিশয় ডর-ভয়শূন্য; অতিশয় অজ্ঞ।১০১

লিখেছি। সেটি পাঠ করলে এ সকল খুঁটিনাটি আলোচনায় জড়িত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। বস্তুত এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, সম্মানিত নবী-রাসূলগণকে দৈহিক ও আত্মিক ত্রুটি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র নিকট কত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে তাঁদের সম্পর্কে মানুষের মনে ঘৃণা ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়ে সত্য গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি না হয়।

১০০. অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় করে সঠিক ও সরল কথা বললে তাদেরকে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য কাজ করার তাওফীক দেওয়া হয়। তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। মূলত আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত। যে এই পথ অবলম্বন করেছে, সে তার মানযিলে মাকসূদে পৌঁছেছে।

আল্লাহ্‌র আমানত গ্রহণ ও রক্ষা করা

১০১. অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত যে বোঝা-বহন করতে অক্ষম এ বোঝা মানুষ নিজের দুর্বল কাঁধে তুলে নিয়েছে।
اسمان بار امانت نتواست کشید - قرعه فال بنام من دیوانه زدند
আমানতের যে বোঝা বহন করতে আসমান ব্যর্থ, সে বোঝা বহনের জন্য লটারীতে নাম উঠল মানব জাতির।' হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, মানুষ নিজের প্রাণের প্রতি মায়া দেখায়নি। আমানত কী ? আমানত হল নিজের লোভ-লালসাকে দমন করা। আসমান ও যমীনের মধ্যে নিজস্ব লোভ-লালসা কিংবা অভিলাষ কিছুই নেই। থাকলেও ততটুকু মাত্র

যার উপর সেগুলো টিকে আছে। মানুষের মধ্যে অন্যবিধ প্রবৃত্তি ও কামনা আছে। আল্লাহ্ তা'আলার বিধানগুলো ওই প্রবৃত্তির বিপরীত। নিজের প্রবৃত্তি ও কামনার বিপরীতে এই আমানত (বিধান) রক্ষা করতে প্রচুর শক্তি ও দৃঢ়তা প্রয়োজন। আবার এর ফল হল, যারা প্রত্যাখ্যানকারী তাদেরকে অপরাধের কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যারা পালনকারী তাদের দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এখানেও তো ওই নিয়ম বিদ্যমান আছে। কেউ যদি ইচ্ছা করে কারো আমানতী সম্পদ নষ্ট করে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে আর অনিচ্ছাকৃতভাবে তা নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ নেই। (মূযিহ)। এখানে মূল কথা এই, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর একটি বিশেষ আমানত অসংখ্য সৃষ্টির কোন একটির নিকট রাখার ইচ্ছা করেন। যারা চেষ্টা করলে নিজেদের শ্রম, কর্ম ও বাহুশক্তি দিয়ে তা রক্ষা করবে এবং তার উন্নতি সাধন করবে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলার সকল প্রকারের মান-মর্যাদা ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটবে। যেমন, এই প্রকার সৃষ্টির যে সকল সদস্য পরিপূর্ণভাবে ওই আমানত রক্ষা করবে এবং উৎকর্ষ সাধন করবে তাদেরকে এ জন্যে পুরস্কার ও সম্মান দেওয়া হবে। আর যারা উদাসীনতার কারণে কিংবা অপরাধ প্রবণতার কারণে ওই আমানত বিনষ্ট করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আর যারা কিঞ্চিত অলসতা প্রদর্শন করবে তাদের সাথে ক্ষমা সুন্দর আচরণ করা হবে। আমার ধারণায় এই আমানত হলো ঈমান ও হিদায়াতের একটি বীজ। মানব জাতির অন্তরসমূহের মধ্যে এটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এটিকে 'দায়িত্বশীলতার ভিত্তি'ও বলা যায়। যেমন— لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই।' ওই বীজের সংরক্ষণ ও সযত্ন পরিচর্যা দ্বারা ঈমানের বৃক্ষ উদগত হয়। মানব জাতির অন্তরগুলো যেন আল্লাহ্ তা'আলার শস্য ক্ষেত্র। তাতে বীজ বপন করলেন তিনিই। বারি বর্ষণের জন্যে রহমতের মেঘও তিনি পাঠালেন। নবী-রাসূল (সা)-দের বক্ষ থেকে আল্লাহ্র ওহীর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্র আমানত ঈমানের ওই বীজ নষ্ট না করা; বরং পরিপূর্ণ সতর্কতা, প্রচেষ্টা ও যত্ন দ্বারা এটির লালন-পালন করা। এমন যেন না হয় ত্রুটি কিংবা উদাসীনতার কারণে এটি থেকে বৃক্ষ না গজিয়ে উল্টো বীজটিও শুকিয়ে যায়।

اِنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِىْ جَزْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ....

'আমানত আসমান থেকে মানুষের হৃদয় মূলে নাযিল হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জানল....।' এই হাদীস দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই আমানত মানে হিদায়াতের সেই বীজ যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের মনে স্থাপন করা হয়েছে। তারপর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে যথার্থভাবে কাজে লাগালে ঈমানের বীজ থেকে চারা গজাবে, বেড়ে উঠবে, চারিদিকে ডাল-পালা ছড়াবে আর মানুষ তার ফল-ফসলের মিষ্টি স্বাদ ভোগ করার সুযোগ পাবে।

পক্ষান্তরে ওই বৃষ্টি কাজে লাগাতে অলসতা ও ত্রুটি করলে বৃক্ষের বর্ধন ও প্রসারে সেই পরিমাণ ঘাটতি হবে। আর সম্পূর্ণভাবে উদাসীন বসে থাকলে ওই বীজ নষ্ট হয়ে যাবে।

এই আমানতটিই আল্লাহ্ তা'আলা যমীন, আসমান ও পর্বতকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কার যোগ্যতা ছিল এই মহা আমানত বহনের সাহস করবে ? এই অসম্ভব দায়িত্ব গ্রহণের ভয়ে ভীত হয়ে তারা সকলেই মুখের ভাষায় কিংবা অবস্থানগত ইঙ্গিতে ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল যে, এই বোঝা বহন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোন্ সৃষ্টি আছে যে নিজের মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা ঈমানের এই বীজকে সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে ঈমানের বৃক্ষকে ফলবান করতে পারে ? মূলত এই বিরাট ও মহান আমানতের দায়িত্ব পালন করা, মালিকের বীজ ছড়ানো, পতিত জমিকে ঘাম-রক্ত একাকার করে সুফলা-শ্যামল বাগানে পরিণত করা একমাত্র সেই 'নির্বোধ' ও 'মূর্খ' মানুষেরই কাজ যার নিকট রয়েছে উপযুক্ত জমি এবং সেবা-যত্নে কোন কিছু বর্ধিত করার জন্যে আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি ও প্রতিভা।

'নির্বোধ' ও 'মূর্খ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা

যালূম (ظلوم) ও জাহূল (جهول) শব্দদ্বয় যালিম (ظالم) ও জাহিল (جاهل)শব্দের আতিশয্য বোধক শব্দ। যে ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানার্জনের প্রতিভা আছে কিন্তু কার্যত তার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান নেই, সে ব্যক্তিকেই যালিম ও জাহিল বলা হয়। সুতরাং সূচনাতেই যে সৃষ্টিকে সার্বক্ষণিক জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার গুণ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এক মুহূর্তের জন্যেও যারা ওই গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না (যেমন ফেরেশতাকুল) অথবা যে সৃষ্টির মধ্যে এ গুণ অর্জন করার যোগ্যতাই নেই (যেমন যমীন, আসমান, পাহাড় ইত্যাদি) স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এদের কোন পক্ষই আল্লাহ্র বিশেষ আমানতের ভার বহন করতে সক্ষম নয়। অবশ্য মানুষ ব্যতীত অপর একটি সৃষ্টি জিন, তাদের মধ্যে আমানত বহন করার মোটামুটি যোগ্যতা পাওয়া যায়। আর তাই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদত করার জন্যে।' আয়াতের মধ্যে উভয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জিনদের মধ্যে ওই আমানত রক্ষা করার যোগ্যতা এতই কম যে, আমানত গ্রহণের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তাদের কথা উল্লেখ করার মত নয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে মানব জাতির অনুসারী ধার্য করা হয়েছে। তাই আলাদাভাবে নামোল্লেখের দরকার হয়নি।

(٧٣) لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۟

৭৩. যাতে পরিণামে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে এবং ক্ষমা করবেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।১০২

---

১০২. আমার মতে এখানে وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন, না নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং তাদেরকে অনুগ্রহ করবেন অর্থ নেওয়াই উত্তম। যেমন لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ .... আয়াতে এই অর্থ নেওয়া হয়েছে। এ তো ছিল কামিল ও পূর্ণ মু'মিনদের বর্ণনা। আর وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অংশে ত্রুটিপূর্ণও অপূর্ণাঙ্গ মু'মিনদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'আমরা আল্লাহ্র দরবারে আবেদন করছি, তিনি যেন আমাদের তাওবা কবূল করেন, গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন এবং মহা সাফল্যে ভূষিত করেন। তিনি সুমহান, দানশীল, ক্ষমাকারী ও দয়াময়।'

॥ সূরা আহযাব-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা সাবা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমস্ত কিছুরই মালিক যা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই আখিরাতেও। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।[১]

মহান আল্লাহ্‌র গুণাবলী

১. অর্থাৎ সকল সৌন্দর্য ও প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি কোন শরীক সমকক্ষ ছাড়া একক ও অদ্বিতীয় রূপে আসমান ও যমীনের সকল কিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও সতর্কতার সাথে তিনি এগুলো পরিচালনা করেন। এ বিশাল সৃষ্টি তিনি নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় প্রভু সম্পর্কে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। এ সুবিশাল সুবিন্যস্ত জগতের জন্যে শেষ পর্যন্ত একটি মহৎ পরিসমাপ্তি অনিবার্য। সেটিই আখিরাত। দুনিয়াতে যেমন তিনি এককভাবে সকল প্রশংসার অধিকারী আখিরাতেও একমাত্র তাঁরই প্রশংসা চলবে। দুনিয়াতে তো বরং বাহ্যত তাঁর প্রশংসা ছাড়া অন্যদের প্রশংসাও অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, সৃষ্ট প্রাণীর কর্ম স্রষ্টার কর্মের ছায়া এবং সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতা সেই যথার্থ ও প্রকৃত পূর্ণতার প্রতিবিম্ব। কিন্তু সেখানে সকল মাধ্যম ও পর্দা তিরোহিত হবে। যা কিছু ঘটবে সবাই দেখবে যে, সব সেই মহান প্রভুর পক্ষ থেকেই হচ্ছে। তাই সেখানে বাহ্যিক ও প্রকৃত উভয়ভাবে সকল দিক থেকে একমাত্র প্রশংসার্হ আল্লাহ্ তা'আলারই প্রশংসা হতে থাকবে।

(٢) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ○

(٣) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

২. তিনি জানেন যা যমীনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং নির্গত হয় তা থেকে এবং যা নাযিল হয় আকাশ থেকে ও যা তাতে উত্থিত হয়।[২] তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।[৩]

৩. প্রত্যাখানকারীরা বলে আসবে না[৪] আমাদের নিকট কিয়ামত। বল, কেন আসবে না ? শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তা আসবে তোমাদের নিকট।[৫] তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত; তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু আকাশরাজি ও পৃথিবীতে, বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।[৬]

---

২. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের ছোট-বড় কোন কিছুই তাঁর অবগতির বাইরে নয়। যা কিছু মাটির নীচে প্রবেশ করে যেমন পোকা-মাকড়, উদ্ভিদের বীজ, বৃষ্টির পানি, মৃত প্রাণীর লাশ এবং যা কিছু মাটি থেকে উঠে আসে যেমন ক্ষেত-ফসল, তরিতরকারী, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি এবং যা আকাশের দিক থেকে নেমে আসে যেমন বৃষ্টি, ওহী, তাকদীর, ফেরেশতা ইত্যাদি এবং যা কিছু উপরের দিকে উঠে যেমন রূহ, দু'আ, আমল এবং ফেরেশতা ইত্যাদি এই সব প্রকারের বড়-ছোট, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবকিছুই আল্লাহ্র মহাজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

৩. অর্থাৎ এই সকল ঘর-দুয়ার, দালান-কোঠা, আনন্দ-উল্লাস আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও রহমতের দান। নতুবা বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা যদি ধরপাকড় আরম্ভ করেন তবে সব জৌলুস-চাকচিক্য এক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ 'আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না'। (সূরা ফাতির– ৩৫ ঃ ৪৫)।

৪. কেন আসবে না ? এর কারণ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ 'তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে' আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

(٤) لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○
(٥) وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

৪. এটি এ জন্যে যে, তিনি পুরস্কৃত করবেন তাদেরকে যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ। এ সব লোকের জন্যেই আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযৃক।

৫. যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করতে, তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।[৭]

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী

৫. অর্থাৎ সেই নির্দোষ ও পবিত্র মানুষ যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি পূর্ব থেকেই ছিল আর এখন অকাট্য দলীল দ্বারা তাঁর সত্যবাদীতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হল। সুদৃঢ় শপথ করে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। এরপরেও সেটি না মানার কী কারণ থাকতে পারে ? হ্যাঁ, তিনি যদি কোন অসম্ভব ও অযৌক্তিক কথা বলতেন, তাহলে অস্বীকৃতির অবকাশ থাকতে পারত। এটি তো অসম্ভবও নয়, অযৌক্তিকও নয়। তা সত্ত্বেও অস্বীকার করা হঠকারিতা ও গোঁয়ার্তুমি ব্যতীত আর কী ?

৬. অর্থাৎ সেই আলিমুল গায়ব আল্লাহ্‌র শপথ যাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের বেষ্টনী থেকে আসমান-যমীনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, ছোট-বড় কিছুই বাইরে নেই। সম্ভবত এটা দ্বারা এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কিয়ামতের সময় নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা আমার কাজ নয়। বরং কিয়ামত অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ সম্পর্কে তিনিই জ্ঞাত যাঁর জ্ঞান-পরিধি থেকে কিছুই বাইরে নেই। আমাকে যতটুকু জানানো হয়েছে কম-বেশী না করে আমি তাই পৌছিয়ে দিয়েছি। যারা বলেছিল .... ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ 'আমাদের দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে গেলেও কি আমাদেরকে আবার একত্রিত করা হবে' ? তাদের উত্তরও এ আয়াতে এসে গেছে। তাদেরকে বলে দেওয়া হলো যে, কোন অণু-পরমাণু পর্যন্ত তাঁর অবগতির বাইরে নয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আসমান ও যমীনের সবকিছু তাঁর অধীনস্থ, সব কিছুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব, তাহলে একই মুহূর্তে তোমাদের বিক্ষিপ্ত সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে একত্রিত করা তার জন্যে কঠিন হবে কেন ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সুস্পষ্ট কিতাব অর্থ লাওহে মাহফূয। আল্লাহ্‌র ইল্‌ম মুতাবিক সবকিছু ওই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে।

৭. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমন এ জন্যে জরুরী যাতে মানুষদেরকে তাদের পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল দেওয়া যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার সকল সিফাত ও গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

(٦) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ
وَيَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝
(٧) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝
(٨) أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ فِي
الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيدِ ۝

৬. দেখ, যাদেরকে দেওয়া হয়েছে জ্ঞান তারা জানে যে, তোমার নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে, তাই সত্য এবং এটি নির্দেশ করে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথ।[৮]

৭. প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে আমরা কি তোমাদেরকে সন্ধান দিব এমন ব্যক্তির যে তোমাদেরকে বলে 'তোমাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টি রূপে উত্থিত হবেই' ?

৮. সে কি মিথ্যা উদ্ভাবন করে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অথবা সে কি উন্মাদ ?[৯] বস্তুত যারা বিশ্বাস করে না আখিরাতের প্রতি, তারা বিপদে আছে ও পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে পড়ে রয়েছে।[১০]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ 'যারা আমার আয়াতগুলোকে পরাজিত করার জন্যে অগ্রসর হয়' অর্থ যারা আমার আয়াতগুলোকে বাতিল সাব্যস্ত করতে এবং কথা ও কাজ দ্বারা মানুষকে তা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। তারা যেন (নাউযুবিল্লাহ্‌) আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে ও পরাজিত করতে চায় এবং তারা যেন মনে করে যে তারা আল্লাহ্‌র হাতের মুঠোয় আসবে না।

৮. অর্থাৎ কিয়ামত আসা প্রয়োজন এ জন্যে যে, কিয়ামত সম্পর্কে যাদের ইয়াকীন ও বিশ্বাস ছিল তাদের যেন আয়নুল ইয়াকীন বা সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় এবং তারা যেন স্বচক্ষে দেখে নেয় যে, কুরআন মাজীদের সংবাদগুলো হুবহু সত্য ও সঠিক এবং সন্দেহাতীতভাবে কুরআন কারীম সেই কিতাব যা মহান আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছার সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। কতক তাফসীরকার .... وَيَرَى الَّذِيْنَ আয়াতের মর্ম এই নিয়েছেন যে, اَلَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ-এর বিপরীতে যারা জ্ঞানবান (মুসলমান হোক কিংবা আহলে কিতাব হোক) তারা জানে এবং দেখতে পায় যে, কিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সম্পূর্ণ সঠিক এবং এই কুরআন মাজীদ মানুষকে আল্লাহ্‌ পর্যন্ত পৌঁছায়, যথার্থ পথে নিয়ে যায়।

(৯) اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ
نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি ? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধসিয়ে দিব, অথবা আকাশের এক খণ্ড তাদের পতিত করব[১১] এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্যে ।[১২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ

৯. কুরায়শ বংশীয় কাফিরেরা নবী কারীম (সা)-এর শানে এই বেয়াদবী করত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে তারা একে অন্যকে বলত, 'আইস! তোমাদেরকে এমন একজন লোক দেখাই যার বক্তব্য এই যে, তোমরা পঁচে গলে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সুন্দর পরিপাটি করে সৃষ্টি করা হবে। আচ্ছা এমন অযৌক্তিক কথা কেই বা মেনে নিতে পারে ? এই লোক দু'অবস্থার যে কোন একটিতে নিপতিত। হয়ত বুঝে-শুনে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ তথ্য প্রদান করেছেন। অথবা পাগল ও উন্মাদ। মাথা ঠিক নেই। অপ্রকৃতিস্থ লোকের ন্যায় লাগামহীন কথাবার্তা বলছে।' (নাঊযুবিল্লাহ্)

১০. অর্থাৎ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা মিথ্যাও নয়, তার মধ্যে উন্মাদনাও নেই। বরং ওই সকল লোক বুদ্ধি-বিবেক, সত্য ও সরলতা থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছে। অর্থহীন অসার কথাবার্তা বলে নিজেদেরকে বিপদে জড়াচ্ছে। যে আল্লাহ্র পাঠানো পয়গাম্বরদেরকে মিথ্যাবাদী ও উন্মাদ বলার ধৃষ্টতা দেখায় তার এ মস্তিষ্ক বিকৃতি তার জন্যে একটি ভয়ানক আযাব। (নাঊযুবিল্লাহ্)

আসমান-যমীনের দিকে লক্ষ্য করলে সত্য উপলব্ধি করা যায়

১১. অর্থাৎ এ সকল মানুষ কি অন্ধ হয়ে গেল ? আসমান-যমীন কি তারা দেখছে না? সামনে পিছনে তাকালেই তো তা দেখা যায়, এটা তো তারাও স্বীকার করে যে, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলাই তৈরি করেছেন। তাহলে যিনি তৈরি করলেন, ভেঙ্গে দেওয়া তার জন্যে কি কঠিন হবে ? যিনি এই বিশাল বৃহৎ বস্তু সৃষ্টি করলেন এবং চাইলে ভেঙ্গে চুরমার করেও দিতে পারেন, মানুষের ক্ষুদ্র দেহ নষ্ট করে আবার তৈরী করা তাঁর জন্যে কি খুবই কষ্টকর হবে ? ওদের কি ভয় নেই ? তাঁরই তৈরী আকাশের নীচে ও যমীনের উপরে বসবাস করে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অশালীন কথা মুখ দিয়ে বের করছে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দিয়ে কিংবা আকাশের একটি খণ্ড নিক্ষেপ করে সমূলে ধ্বংস করে দিতে এবং এতে করে কিয়ামতের একটি ছোট আলামত দেখিয়ে দিতে পারেন।

(১০) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ

(১১) اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۖ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১০. আমি নিশ্চয়ই মর্যাদা দান করেছিলাম দাউদকে[১৩] এবং আদেশ করেছিলাম 'হে পর্বতমালা! তোমরা সুললিত কণ্ঠে তার সাথে পাঠ কর, এবং বিহঙ্গকুলকেও[১৪] এবং নরম করে দিয়েছিলাম তার জন্যে লৌহ।

১১. যে, তুমি বর্ম তৈরী কর পূর্ণ মাপের এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করে কড়া জোড়া দাও এবং তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।[১৫]

---

১২. অর্থাৎ যে সকল বান্দা বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হয় এই আসমান ও যমীনে তাদের জন্যে বহু বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এই সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা দেখে তারা বুঝে নেয় যে, এটি একদিন না একদিন একটি উত্তম ও পরিপূর্ণ স্তরে অবশ্যই পৌছবে, যার নাম আখিরাত। এটি মনে রেখে তারা অধিক হারে আপন মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং আসমানী ও যমীনী যত নিআমত ও অনুগ্রহ তাদের নিকট আসে স্বচ্ছ অন্তরে তাঁর শুকরিয়া প্রকাশ করে। এরূপ কতক বান্দার আলোচনা পরবর্তী আয়াতে আসছে।

১৩. অর্থাৎ নবুওয়াতের সাথে সাথে অসাধারণ রাজত্বও দান করেছিলাম।

হযরত দাউদ (আ)-এর তাসবীহ পাঠ চারদিকে তার প্রতিক্রিয়া

১৪. হযরত দাউদ (আ) কখনও কখনও বনে-জঙ্গলে যেতেন। আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিতেন। তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মশগুল হতেন এবং অনন্য সাধারণ সুমিষ্ট কণ্ঠে যাবূর শরীফ পাঠ করতেন। তাঁর বিস্ময়কর প্রভাবে পাহাড়-পর্বত তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করত। পক্ষীকুল তাঁর চারিপাশে একত্রিত হয়ে তাঁর ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করত, আল্লাহ্ তা'আলা আপন দয়ায় তাঁকে এই বিশেষ সম্মান দান করেছেন। পাহাড়ের তাসবীহ পাঠ অর্থ "ধ্বনির প্রতিধ্বনি কিংবা ওই সাধারণ তাসবীহ যা সবকিছুই মুখে বা আপন অবস্থা অনুযায়ী পাঠ করছে", এরূপ মন্তব্য করা সমীচীন নয়। কারণ ,এরূপ তাসবীহ তো সব সময় সবকিছুই পাঠ করছে। তাহলে হযরত দাউদ (আ)-এর মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা প্রসঙ্গ পাহাড় ও পক্ষীর সেই সাধারণ তাসবীহ উল্লেখ করার কোন বিশেষত্ব থাকে না। يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশনামা হচ্ছে সৃষ্টিগত নির্দেশমূলক।

১৫. অর্থাৎ এ সব কারিগরি ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে প্রকৃত নিআমতদাতার কথা ভুলে যেও না। সব সময় সৎকাজ করতে থাক। আর এ কথা মনে রেখো যে, আল্লাহ্ সব কাজ দেখছেন।

(১২) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

(১৩) يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ○

১২. আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং আমি প্রবাহিত করেছিলাম তার জন্যে গলিত তামার এক প্রস্রবণ।[১৬] জিনদের কতক কাজ করত তার সম্মুখে তার প্রতিপালকের নির্দেশে। যে আমার আদেশ অমান্য করে তাদের মধ্যে তাকে আমি আস্বাদন করাব জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।[১৭]

১৩. তারা নির্মাণ করত সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, মূর্তি, কূপ-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং বৃহদাকার ডেগ যা ছিল উনুনের উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত।[১৮] হে দাউদ পরিবার! তোমরা কাজ করতে থাক কৃতজ্ঞতার সাথে। অল্পই আছে কৃতজ্ঞ আমার বান্দাদের মধ্যে।[১৯]

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন

১৬. হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন বাতাসে উড়ত। তাঁকে সিরিয়া থেকে ইয়ামন, ইয়ামন থেকে সিরিয়া নিয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন। এক মাসের দূরত্ব তিনি বায়ুর সাহায্যে অর্ধদিনে অতিক্রম করতেন। সূরা 'আম্বিয়া' এবং 'নামল' সূরায় এ বিষয়ক কিছু আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে সূরা সাদ-এ আবার আলোচনা হবে। গলিত তামা সম্পর্কে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা গলিত তাম্রের খনির মুখ খুলে দিয়েছিলেন ইয়ামনের দিকে। পূর্ব প্রস্তুতকৃত ছাঁচে ওই তামা ঢেলে জিনগণ বিরাট বিরাট পাত্র (পাতিল, বাসন) তৈরী করত। একটি পাতিলে বিশাল এক সেনাদলের খাদ্য রান্না করা হত এবং সবাইকে খাওয়ানো হত।

১৭. প্রচুর সংখ্যক জিন অন্য স্থানে যাদেরকে শয়তান নামে উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ কুলী মজুর ও ভৃত্য হিসেবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাজে নিয়োজিত থাকত। তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর কর্মে নিয়োজিত থাকার। সামান্য গোঁয়ার্তুমি করলে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

১৮. অর্থাৎ জিনগণ বিশাল বিশাল প্রাসাদ, মসজিদ ও দুর্গ নির্মাণ করত। মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরী করত। (সম্ভবত সে যুগের শরীআতে এটি বৈধ ছিল। মুহাম্মদ (সা)-এর

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ (١٤)
مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ
الْمُهِينِ ۝

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় কেউ জানাল না মাটির পোকা ছাড়া যা তার লাঠি খাচ্ছিল। যখন সে পড়ে গেল তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।[২০]

শরীআতে এটি জাইয নেই)। তামা দ্বারা পুকুর ও হাউযের মত বড় বড় পাত্র তৈরী করত। আরও তৈরী করত বিরাট বিরাট ডেগ, যেগুলো স্থানান্তর করা যেত না। একস্থানে বসিয়ে রাখা হত।

১৯. অর্থাৎ এই সুমহান নিআমত ও অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। শুধু মুখে নয়; বরং এমন কাজ কর যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ব্যাপার তো এই, কম-বেশী অনুগ্রহ তো আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দার প্রতিই করেন কিন্তু পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দার সংখ্যা খুবই কম, তাই তাদের মূল্য ও মর্যাদা বেশী। তোমরা পূর্ণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে নাও। এই নির্দেশ ছিল হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের প্রতি। কারণ,পৃথক পৃথকভাবে সকলের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলেও হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ অর্থ প্রকারান্তরে সকলের প্রতি অনুগ্রহ। বলা হয় যে, হযরত দাউদ (আ) তাঁর পরিবারের লোকদের ইবাদতের জন্যে পৃথক পৃথক সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ফলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এমন একটি মিনিটও থাকত না যখন তাঁর পরিবারের কেউ ইবাদতে মশগুল থাকত না। অর্থাৎ যে কোন সময়ে একজন না একজন ইবাদতে নিয়োজিত থাকতই।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইনতিকাল ঃ জিন জাতি গায়ব জানে না

২০. হযরত সুলায়মান (আ) জিনদের দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ সংস্কার করাচ্ছিলেন। তিনি যখন বুঝলেন যে, তাঁর মৃত্যু সন্নিকট, তখন তিনি জিনদেরকে কাজের বিস্তারিত নকশা বুঝিয়ে দিয়ে কাঁচের তৈরী রুদ্ধদ্বার গৃহে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হলেন। তিনি এভাবেই ইবাদত করতেন। মাসের পর মাস একাকী ইবাদতে মশগুল থাকতেন। এমতাবস্থায় ফেরেশতা এসে তাঁর জান কবয করে নেন। লাঠিতে ভর করে তাঁর লাশ মুবারক দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ অবগত হয়নি। তাঁর ইনতিকালের পরও জিনগণ যথারীতি তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। নির্মাণ

(১০) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ○

১৫. নিশ্চয়ই সাবাবাসীদের জন্যে ছিল এক নিদর্শন তাদের বাসভূমিতে দুটো উদ্যান। একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে।[২১] (তাদেরকে বলা হয়েছিল) তোমরা ভোগ কর তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[২২] উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক।[২৩]

কাজ যখন সমাপ্ত হল, তখন যে লাঠিতে ভর করে তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ঘুণ পোকায় খেয়ে ফেলায় লাঠিটি ভেঙ্গে গেল এবং তিনিও পড়ে গেলেন। তখন সবাই তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানল। এ ঘটনায় জিনদের গায়ব জানা বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার ধারণার আসল রহস্য তাদের নিকটও উদঘাটিত হয়ে গেল এবং মানুষের মধ্যে যারা ওইরূপ ধারণা করে তারাও একটা নির্দেশনা পেয়ে গেল। গায়বের অবগতি যদি তাদের থাকত কক্ষনো তারা এই কষ্টের কাজে নিয়োজিত থাকত না; বরং হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর কথা আঁচ করতে পেরে কাজ ছেড়ে দিত। এ ঘটনা থেকে এটিও পরিষ্কার বুঝা গেল যে, জিন-শয়তানদেরকে বাধ্য রাখা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিজের কর্মগুণে ছিল না; বরং তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী। যা আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে কোন লোকের মৃত্যুর পর তার লাশের জন্যেও কার্যকর রাখতে পারেন। তদুপরি হযরত সুলায়মান (আ)-এর জীবনে যে সব পুরস্কার ও অনুগ্রহ নাযিল হয়েছিল এটি ছিল তৎসমুদয়ের পূর্ণাঙ্গতা বিধান যে, তাঁর মৃত্যুর পরও এক আবশ্যকীয় সময় পর্যন্ত তা চালু রাখা হয়েছিল। এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে, নবী-রাসূল (আ)-এর সূচিত কর্মসূচী আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে পূর্ণতায় পৌঁছান।

সাবা রাজ্যের অধিবাসীদের অকৃতজ্ঞতা ও তার পরিণতি

এই পর্যন্ত কতক কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বান্দার কথা আলোচনা করা হল। এখন অকৃতজ্ঞ একটি জাতির কথা আলোচনা হচ্ছে। তারা খুব আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন যাপন করত। এরপর না-শুকরী ও অকৃতজ্ঞতার ফলে শাস্তি ভোগ করে ধ্বংস হয়ে গেল। এরা ছিল ইয়ামন দেশের একটি ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী জাতি সাবার অধিবাসী। শত শত বছর ধরে তারা বংশানুক্রমে রাজত্ব করে আসছিল। তাঁদের একজন রাণী বিলকীস, যাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে আনা হয়েছিল। সূরা নামলে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখানে হযরত সুলায়মান (আ) এরপর সাবা জাতির আলোচনা উত্থাপন সেই যোগ সূত্রের কারণেও হতে পারে।

২১. অর্থাৎ বাগানের দুটি অবিচ্ছিন্ন ধারা দুদিকে বহুদূর কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তারা যদি অনুধাবন করতে পারত, তবে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আর কুদরতের ওই নিদর্শনটাই তাদের ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট হত।

২২. আল্লাহ্র কুদরতের এই নিদর্শন যেন তার সঙ্গত ভাষায় ডেকে ডেকে বলছে, তোমরা আল্লাহ্র দেওয়া নিআমত ও অনুগ্রহ ভোগ কর আর প্রকৃত নিআমতদাতার শুকরিয়া প্রকাশ কর। কুফরী ও নাফরমানীর পথে গিয়ে অকৃতজ্ঞ হয়ো না। অথবা কেউ কেউ বলেছেন যে, নবীগণ (আ) মুখের ভাষায় তাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা বলেন, এই জাতির প্রতি তের জন নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সকল তাফসীরকারের মন্তব্য যদি সঠিক হয়, তবে এ সকল নবী এসেছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর পূর্বে। আর তাঁদের উত্তরাধিকারিগণ এই জাতিকে তাদের ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

২৩. 'আরদুল কুরআন' পুস্তকের রচয়িতা সাবা প্রদেশের দালান-কোঠা ও নির্মাণ শিল্পের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, এই সংস্কার ও কর্মকাণ্ডের একটি হল 'জলাধার'। আরব দেশীয় আরবরা এটিকে বলে সাদ্দ (سد) আর ইয়ামন দেশীয় আরবরা বলে আরিম (عرم)।

আরব রাজ্যে সারা বছর ধরে নাব্য কোন নদী নেই। পর্বত থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে মরুভূমির মরু এলাকায় এসে শুকিয়ে যায়। ক্ষেত খামারের কাজে লাগানো যায় না। সাবা অধিবাসীরা একাধিক উপযুক্ত স্থানে পাহাড় ও উপত্যকার মাঝে বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করত। যাতে পানি আবদ্ধ থাকে এবং প্রয়োজন মত ক্ষেত খামারের কাজে লাগানো যেতে পারে। সাবা রাজ্যে এরূপ শত শত বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল 'সাদ মাআরিব' বা মাআরিব বাঁধ। এটি ছিল রাজধানী মাআরিবে। মাআরিব শহরের দক্ষিণে ডানদিকে ও বামদিকে দুটো পাহাড় আছে। এগুলোর নাম আবলাক্ পাহাড়। সাবাবাসীরা খৃস্টপূর্ব প্রায় ৮০০ সনে এই দুই পাহাড়ের মাঝে মাআরিব বাঁধ তৈরী করে। এটি ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫০ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট একটি প্রাচীর। এর অধিকাংশ এখন বিধ্বস্ত প্রায়। তবু এর এক-তৃতীয়াংশ এখনও বিদ্যমান। আর্নড নামীয় জনৈক ইউরোপীয়ান পর্যটক ফরাসী এশিয়াটিক সোসাইটির এক সাময়িকীতে মাআরিব বাঁধের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাঁধের একটি ফটো সরবরাহ করেছেন। এই বাঁধের স্থানে স্থানে শিলালিপি খোদিত ছিল, ফটো থেকে তাও পড়া যায়।

এই বাঁধে উপরে নীচে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা ছিল। যা প্রয়োজনে খোলা ও বন্ধ রাখা যেত। এর ডানে ও বামে পূর্ব ও পশ্চিমে দুটো বড় বড় দরজা ছিল। এগুলো দিয়ে পানি বেরিয়ে ডান ও বাম দিকের ভূমিগুলো সিক্ত করত। এই সেচ ব্যবস্থার বদৌলতে মরুভূমি ও লবণাক্ত দেশের মধ্যে ডানে বামে তিনশ' বর্গমাইলের এক সুবিশাল এলাকায় শত শত মাইল পর্যন্ত বেহেশতরূপী উদ্যান তৈরী হয়েছিল। সেখানে ছিল নানা জাতের নানা স্বাদের ফলবৃক্ষও সুগন্ধি গাছ-গাছালি। কুরআন মাজীদে, جَنَّتَانِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ 'ডানদিকে ও বামদিকে দুই বাগান' দ্বারা এই বাগান দুটিকেই বুঝানো হয়েছে।

(١٦) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ○

১৬. পরে তারা চিন্তা না করে অবাধ্য হল। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দুটোর পরিবর্তে দিলাম অন্য এমন দুটো উদ্যান যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ।[২৪]

গ্রীক ঐতিহাসিক 'আগা থরশীড্স' যিনি খৃস্টপূর্ব ১৪৫ সনে 'সাবা' রাজ্যের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বলেন, সাবায়ীরা থাকতেন আরবের সবুজ শ্যামল এক অঞ্চলে। সেখানে খুব উন্নত জাতের অসংখ্য ফলমূল পাওয়া যেত। সমুদ্র উপকূলবর্তী ভূমিগুলোতে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ হত। রাজ্যের অভ্যন্তরে সুগন্ধি, দারুচিনি এবং উন্নতজাতের উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষের বাগান ছিল। বৃক্ষসমূহ থেকে চারদিকে খুশবু ও ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত । কত অজস্র প্রকারের বৃক্ষ ছিল তার নাম ও গুণ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যে খুশবু সেখান থেকে বের হত বেহেশতের খুশবুর চেয়ে কিছু কম নয়। ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না। নদী তীর ঘেঁষে যারা পথ চলত বাতাসে ভেসে আসা ঘ্রাণ পেয়ে তারাও তৃপ্তি পেত। তারা যেন আবে হায়াতের আস্বাদ গ্রহণ করত। এর শক্তি ও মাধুর্যের সাথে আবে হায়াতের তুলনাও যথেষ্ট নয়। সাবায়ীদের শেষের দিকের অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক আর্টিমিত্তিরোস লিখেছেন, সাবা রাজ্যের বাদশাহ্ ও তার রাজধানী ছিল মাআরিব শহরে। এটি বৃক্ষরাজিতে ভরপুর, মনমোহিনী পরিবেশে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত।

মোটকথা, শস্য-শ্যামলিমা, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, জীবনোপকরণে প্রাচুর্য, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে মাআরিব নগরী যথার্থই بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ "উত্তম শহর" ছিল। رَبٌّ غَفُوْرٌ 'ক্ষমাশীল প্রতিপালক' বলে ইঙ্গিত করলেন যে, স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুকর প্রকাশকারী হও। মানুষ হিসেবে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়েও যায় তবে আল্লাহ্ তা'আলা ছোট খাট ভুল-ভ্রান্তিতে কঠিন শাস্তি দেন না। আপন করুণায় ক্ষমা করে দিবেন। মূলত তার নিআমতের পূর্ণ শুকরিয়া কেইবা আদায় করতে পারে!

২৪. অর্থাৎ তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি। প্রকৃত নিআমতদাতার শুকরিয়া প্রকাশে বিমুখ হয়েছে। তখন আমি তাদের উপর প্লাবনের শাস্তি পাঠিয়ে দিলাম। উক্ত বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সকল বাগ-বাগিচা ও ভূমি পানিতে ডুবে গেল। সেই উন্নত উৎকৃষ্ট ফল বৃক্ষের স্থলে আগাছা ও ঝোপ-ঝাঁড় অবশিষ্ট থাকল। যেখানে আঙ্গুর, খেজুর ও নানা প্রকৃতির নিআমত উৎপন্ন হত, এখন সেখানে নিমগাছ, ঝাউগাছ কষযুক্ত এবং বিস্বাদের ফলবান বৃক্ষ ছাড়া কিছু নেই। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ছিল অল্প কতক পাহাড়ী কুল বৃক্ষ।

এটি হযরত নবী করীম (সা) ও হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগের ঘটনা। গবেষকগণ প্রাচীন নিদর্শনের একটি বড় শিলালিপি 'আবরাহ আল আশারাম' রাজার

(১৭) ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۖ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○

(১৮) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۖ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

১৭. আমি তাদেরকে এই প্রতিদান দিয়েছিলাম তাদের অকৃতজ্ঞতার জন্যে। আমি এমন প্রতিদান শুধু তাদেরকেই দিয়ে থাকি যারা অকৃতজ্ঞ।[২৫]

১৮. তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম ওই সব জনপদে ভ্রমণের এবং তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা ভ্রমণ কর এ সব জনপদে দিনে ও রাতে নিরাপদে।[২৬]

যুগে আরিম বাঁধের ধ্বংসাবশেষের উপর পেয়েছিলেন। এই শিলালিপিতে এই বাঁধ ভাঙ্গার ঘটনা লিখিত আছে। সম্ভবত এটি কুরআন মাজীদে যে ঘটনার উল্লেখ আছে তার পরে ঘটেছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন শাস্তি প্রেরণের ইচ্ছা করলেন তখন আবদ্ধ পানিতে ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়। এতে বাঁধের নিম্নদেশে গর্ত সৃষ্টি হয়। একবার পানির প্রবল চাপ সৃষ্টি হল এবং তাতে বাঁধ ভেঙ্গে গেল। এটা ছিল আযাবের পানি। যে ভূমিতেই পতিত হয়েছে সব বিনাশ করে ছেড়েছে। কথিত আছে যে, জনৈক জ্যোতিষী তাদেরকে বাঁধ ভাঙ্গার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তার কথায় অনেক লোক ঘর-বাড়ী ছেড়ে এদিক-সেদিক চলে যায়। যারা যায়নি তারা উৎকৃষ্ট বাগানের পরিবর্তে এই আগাছা, পরগাছা, তেঁতো কষালো বৃক্ষের ঝোপ-ঝাঁড় পেয়েছে। আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত।

২৫. এমন কঠিন ও কঠোর শাস্তি জঘন্য অকৃতজ্ঞও না শুকর লোকদেরকেই দেওয়া হয়। কুফরীর চেয়ে মারাত্মক অকৃতজ্ঞতা ও না-শুকর আর কী হতে পারে? তাদের সম্পর্কে সূরা 'নাম্‌ল' এ বলা হয়েছে ঃ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ 'আমি পেয়েছি তাকে (বিলকীসকে) এবং তার সম্প্রদায়কে যে তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে'। (সূরা নামল– ২৭ ঃ ২৪) মনে হয় যে, এ ধরনের কুফরী ও শির্‌ক রাণী বিলকীসের শাসনামলের পরেও সেই জাতির মধ্যে চালু ছিল।

২৬. অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও বরকতময় জনপদ অর্থ সিরিয়া অঞ্চল। অর্থাৎ তাদের রাজ্য থেকে সিরিয়া পর্যন্ত যাত্রাপথ ছিল নিরাপদ। সড়কের পাশে পাশে ঘর-বাড়ী এমন সুন্দর ও সারিবদ্ধভাবে তৈরী হয়েছিল যে, মুসাফির ও পথিক প্রত্যেক মনযিল ও অবতরণস্থলে

(১৯) فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৯. কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর।[২৭] এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। ফলে আমি তাঁদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে চিরে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম।[২৮] এতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে।[২৯]

গিয়ে খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের সুযোগ পেত। আবাসিক এলাকা কাছে কাছে থাকায় এবং পরবর্তী ঘরবাড়ী শীঘ্র দৃষ্টিগোচর হওয়ায় পথিকগণ ভয় পেত না। আবার চোর-ডাকাতের উপদ্রবও ছিল না। এটি যেন সফর নয়; বরং এক প্রকারের বিলাস ভ্রমণ ছিল।

"আরদুল কুরআন" গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন যে, "সাবা রাজ্যের" ধন-ঐশ্বর্যের মূলে ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য। ইয়ামন একদিকে ভারতবর্ষের বিপরীত দিকে অবস্থিত, অন্যদিকে আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ। স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর, মসল্লা, সুগন্ধি, হাতির দাঁত ইত্যাদি মূল্যবান সম্পদ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি ইয়ামনে এসে পৌছত। সেখান থেকে 'সাবার' উটের পিঠে বোঝাই হয়ে লোহিত সাগরের তীরে তীরে স্থল পথে সিরিয়া ও মিসরে প্রেরিত হত। কুরআন মাজীদে এই যাত্রাপথকে اِمَامٌ مُّبِيْنٌ 'প্রকাশ্য উন্মুক্ত পথ' বলা হয়েছে এবং এই সফর ও যাতায়াতকে رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ "শীত ও গ্রীষ্মের সফর" নামে অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে কুরায়শগণ এই বাণিজ্য যাত্রা চালু রাখে। বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াতের প্রেক্ষিতে ইয়ামন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পথের ধারে এক সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক জনবসতি গড়ে উঠে। যার ফলে নিঃশংক চিত্তে যেখানে ইচ্ছা সফর করা যেত।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরাউস থন্‌স (Eratosthenes) খৃস্টপূর্ব ১৯৪ সনে লিখেছেন, হাদারামওত থেকে সাবা রাজ্য পর্যন্ত ৪০ দিনের পথ ছিল এবং ব্যবসায়িগণ ৭০ দিনে 'মাঈন' থেকে আয়লা (আকাবা) পর্যন্ত পৌঁছতে পারত।

২৭. অবস্থানগত ভাষায় কিংবা মুখের ভাষায় তারা বলতে লাগল, হে আল্লাহ্! এভাবে তো সফরের স্বাদ পাচ্ছি না। মনযিল দূরে দূরে বলে জনবসতি না পেলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করলে তখন সফরের মজা লাগে!

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'সুখ-শান্তি ভোগ করতে করতে আত্মহারা হয়ে তারা কষ্ট কামনা করছিল 'যে অন্যান্য দেশ' সম্পর্কে যেরূপ সংবাদ শোনা যায়, তাদের সফরে পানি পায় না, জনবসতি দেখে না তেমন আমাদেরও হউক। এটি চরম অকৃতজ্ঞতা। ইসরাঈলীরা যেমন মান্না-সালওয়া খেতে খেতে বিরক্ত হয়ে পিয়াজ-রসুন কামনা করছিল।

(٢٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২০. সত্য প্রমাণ করল তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা, ফলে সকলেই তার অনুসরণ করল একটি মু'মিন দল ব্যতীত।[৩০]

---

২৮. অর্থাৎ আমি তাদের ঐক্যের রশি বিচ্ছিন্ন করে দিলাম এবং তাদের খণ্ড খণ্ড করে বিক্ষিপ্ত করে দিলাম এবং অধিকাংশই এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ একদিকে কেউ অন্যদিকে বের হয়ে গেল। জনবসতির নাম-নিশানা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এখন অবশিষ্ট আছে শুধু তাদের গল্প-ইতিহাস। যাতে মানুষ তা শোনে আর শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের সুবৃহৎ সভ্যতা, সংস্কৃতি, যশখ্যাতি, গৌরব, অহংকার সব ধুলায় মিশে গেল। "আরযুল কুরআন" গ্রন্থের রচয়িতা তাদের পতনের কারণ এভাবে উল্লেখ করেছেন যে— গ্রীক ও রোমানগণ মিসর ও সিরিয়ার ক্ষমতা অর্জনের পর ভারত ও আফ্রিকার সাথে বাণিজ্য যোগাযোগের জন্যে স্থলপথের পরিবর্তে নৌপথ অবলম্বন করে এবং নৌযানের মাধ্যমে সকল প্রকারের মালামাল লোহিত সাগরের নৌপথে মিসর ও সিরিয়ায় খালাস করতে থাকে। বাণিজ্য পথের এ পরিবর্তনের ফলে ইয়ামন থেকে সিরিয়া যাত্রাপথ ধ্বংস হয়ে যায়। সাবার নব প্রতিষ্ঠিত জনবসতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। অবশ্য সংশ্লিষ্ট লেখক এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন ঐতিহাসিক 'মূলার'-এর লেখা থেকে। আমরা মনে করি যে, সাবাবাসীদের ধ্বংস ও স্থানান্তরে অন্যান্য কারণের মধ্যে এটি একটি প্রকাশ্য কারণ বটে, তবে এটিকে একমাত্র কারণ বলা ঠিক নয়।

২৯. অর্থাৎ এ সকল ঘটনা শুনে বিবেকবান মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন সচ্ছলতা ও সুখ দান করেন, তখন তাঁর শুকরিয়া আদায় করবে। আর বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত এলে ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

৩০. প্রথম দিনে অনুমান করে ইবলীস বলেছিল لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাঁর (আদম আ) বংশধরদেরকে কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব; (সূরা বনী ইসরাঈল– ১৭ ঃ ৬২)। ইবলীস এও বলেছিল ঃ

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ -

"তারপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ ,দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।" (সূরা আ'রাফ ৭ ঃ১৭) এক্ষণে সে তা সত্যরূপে বাস্তবায়িত করল।

(২১) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

(২২) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ

২১. তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না, আমার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা আলাদা করে প্রকাশ করে দেওয়া যে, কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে ধোঁকায় রয়েছে। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হিফাযতকারী।৩১

২২. বল, 'তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা ইলাহ মনে করতে আল্লাহ্র পরিবর্তে।৩২ তারা মালিক নয়, অণু পরিমাণ কিছুর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং এ দুটোর কোনটিতেই তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।

---

৩১. অর্থাৎ শয়তানের এই ক্ষমতা ছিল না যে, লাঠি নিয়ে বল প্রয়োগে তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখবে। তার এতটুকু সামর্থ ছিল বটে যে, সে তাদেরকে ফুসলাবে, প্ররোচনা দিবে। এই সামর্থ তাকে দেওয়া হয়েছিল এই জন্যে যে, এভাবে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা আল্লাহ্র ইচ্ছা, যাতে তিনি প্রমাণিত করেন কে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, আর কে দুনিয়াতে জড়িয়ে গিয়ে পরিণামের কথা ভুলে যায় এবং বেওকুফ হয়ে সন্দেহ কিংবা প্রতারণার শিকার হয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও হিকমাতের লক্ষ্য এই যে, মানুষের জন্যে উভয় পথ খোলা রাখবেন। ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এমন নয় যে, আল্লাহ্ এ ব্যাপারে জানেন না। আল্লাহ্ তা'আলার অজ্ঞাতে শয়তান কোন বান্দাকে চুরি করে নিয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ্)। ভাল করে বুঝে নিন যে, সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টি গোচরীভূত। সব ঘটনা ও অবস্থা সর্বদা তিনিই পরিচালনা করেন। যাকে যতটুকু স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তা তাঁর অক্ষমতা ও অজ্ঞতার জন্যে নয়; বরং হিকমত, কল্যাণ ও প্রজ্ঞা অনুসারে দান করেছেন।

৩২. এখান থেকে মক্কার মুশরিকদের আলোচনা ও তাদের সম্বোধন। এটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে ভূমিকারূপে সাবা রাজ্যের ঘটনা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যেগুলোকে তোমরা খোদা বলে মনে কর ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বিপদের দিনে তাদেরকে ডেকে দেখ তো, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবে যে, তারা কতটুকু কাজে লাগবে।

(২৩) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○

২৩. আল্লাহ্‌র নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না শুধু তার ছাড়া যাকে তিনি অনুমতি দেন।৩৩ পরে যখন ভয় বিদূরিত হবে তাদের অন্তর থেকে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তোমাদের প্রতিপালক কী বললেন ? তারা বলবে, তিনি তাই বলেছেন যা আবশ্যক তিনি সর্বোচ্চ মহান।৩৪

মূর্তি-প্রতিমার কোন শক্তি নেই

৩৩. অর্থাৎ এই বেচারারা কী কাজে আসবে ? যাদের আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণও স্বাধীন ইখতিয়ার নেই (মূর্তিগুলোর তো অন্যের অধীনেও কোন শক্তি নেই)। যাদের আসমান ও যমীনে কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং কোন কাজে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষীও নন। যার প্রেক্ষিতে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যকারীরূপে কোন কিছু দাবী করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবার তো এমন যে, নৈকট্যপ্রাপ্ত বড় বড় বান্দাদেরও কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও অনুমতি ব্যতীত কারো জন্যে সুপারিশের কথা মুখ থেকে বের করবে। আম্বিয়া আউলিয়া এবং ফেরেশতাদের সুপারিশও শুধু সে সব লোকের ক্ষেত্রে ফলদায়ক হবে যাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি উপর থেকে আসবে।

আল্লাহ্‌র নির্দেশ নাযিল হওয়া কালে ফেরেশতাগণের অবস্থা

৩৪. এতে ফেরেশতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে সদা প্রস্তুত। যখন উপর থেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ নাযিল হয়, স্বচ্ছ কঠোর পাথরের উপর শিকল টানার ন্যায় শব্দ হয় (সম্ভবত ঘনিষ্ঠতা ও বিস্তৃতি বুঝানোর জন্যে এই উদাহরণ ব্যবহার করা হয়েছে)। ফেরেশতাগণ ভয়ে ও শংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। এবং তাসবীহ পাঠ করে সিজদাবনত হয়ে পড়েন। এই অবস্থার পর যখন মন একটু শান্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র বাণী পুরোপুরি নাযিল হয় তখন একে অন্যকে জিজ্ঞেস করেন যে, কি নির্দেশ এসেছে ? উঁচু স্তরের ফেরেশতাগণ পর্যায়ক্রমে নিচের ফেরেশতাদেরকে বলেন যে, যা আল্লাহ্ তা'আলার হিকমাত ও প্রজ্ঞার অনুকূল এবং পূর্ব থেকে যে নিয়ম জানা আছে তাই নাযিল হয়েছে। এটা তো সর্বজনবিদিত যে, সেখান থেকে যুক্তিসম্মত ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ব্যতীত আর কী নাযিল হবে ? সুতরাং যে মহান প্রভুর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এমন যে, নির্দেশ দেওয়ার সময় ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাঁর গাম্ভীর্য ও দাপটের প্রেক্ষিতে এরূপ অবস্থায় পতিত হন তখন কার সাহস আছে যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ ইচ্ছায় সুপারিশ করার জন্যে তাঁর দরবারে দণ্ডায়মান হবে? এই আয়াতের অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে তবে সে সব ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাকিম ইব্‌ন হাজর আসকালানী (র) বলেছেন যে, এই সব ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ও সেটির সমর্থনসূচক হাদীসগুলোর বিপরীত (ফাতহুল বারী, খণ্ড ১৩, পৃ. ৩৮১)।

(٢٤) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٥) قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ۝

২৪. বল, কে তোমাদেরকে রিযক প্রদান করে আকাশরাজি ও পৃথিবী থেকে ? বলে দাও[৩৫] আল্লাহ্ হয় আমরা না হয় তোমরা নিশ্চয় সৎপথে আছি অথবা পড়ে রয়েছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।[৩৬]

২৫. বল, তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না আমাদের অপরাধের জন্যে এবং আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না তোমরা যা কর সে সম্পর্কে।

২৬. বল, একত্রিত করবেন আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে। তারপর তিনি ফয়সালা করে দিবেন আমাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ।[৩৭]

জীবিকা নাযিল করেন একমাত্র আল্লাহ্ মুশরিকগণও তা স্বীকার করে

৩৫. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকার উপকরণ পাঠানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই। মুশরিকগণও অবশ্য তা স্বীকার করে। সুতরাং আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরাও তো তা স্বীকার কর, তাহলে উপাস্যরূপে অন্য শরীক কিভাবে আসতে পারে ?

দুই বিপরীত মতবাদের মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা

৩৬. অর্থাৎ উভয় পক্ষ তো সত্যাবলম্বী নয় (তাহলে দুই বৈপরীত্যের ঐক্য হয়ে যায়)। নিশ্চয় একপক্ষ সত্য আর অন্য পক্ষ মিথ্যা। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সত্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এতে সেই সকল লোকের উত্তর এসে গেছে যারা বলে মিয়া! উভয় দল তো অতীতকাল থেকেই চলে আসছে। এখন ঝগড়া-বিবাদের দরকার কি ? এর উত্তরে বলা হল যে, দু'য়ের একটি কিন্তু নিশ্চিতভাবে ভ্রান্ত ও দোষী। তবে সত্যকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করার মধ্যে বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্যই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি না বটে; কিন্তু এক পক্ষ তো অবশ্যই ভুলের মধ্যে আছে। এখন উপরে বর্ণিত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তোমরাই সিদ্ধান্ত লও যে, কারা ভুলের মধ্যে আছে। বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিনম্র আচরণ করে তাদেরকে যেন আপন মনে চিন্তা করার সুযোগ দেওয়া হল।

একের দোষে অপরকে পাকড়াও করা হবে না

৩৭. অর্থাৎ সবাইকে নিজের পরিণাম চিন্তা করা উচিত, কাউকে অন্যের অপরাধের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না। এত পরিষ্কার বক্তব্য শোনার পরও যদি তোমরা

(২৭) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

(২৮) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

২৭. বল, তোমরা আমাকে দেখাও তো যাদেরকে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ শরীক সাব্যস্ত করে।[৩৮] না, কখনও না। বস্তুত আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩৯]
২৮. আর তোমাকে আমি যে প্রেরণ করেছি তা তো সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৪০]

নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রস্তুত না হও, তবে মনে রেখো আমি যুক্তি সব পূর্ণ করে দিয়েছি। সত্যবাণী পৌঁছে দিয়েছি। এখন তোমরা নিজেরা নিজেদের কর্মের জন্যে জবাবদিহি করবে। আমার উপর কোন দায় বর্তাবে না। আর তোমাদের এই পরিস্থিতিতে আমার আর তোমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবার জন্যে সবাই নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরী কর। তিনি সবাইকে পুনরুত্থিত করে সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার অনুষ্ঠান করবেন।

৩৮. অর্থাৎ তাদেরকে এখানে নিয়ে এস, একটু দেখি তারা কারা যে, আল্লাহ্র মর্যাদার সমকক্ষ হবে ? আমরাও একটু দেখি তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আছে কি-না ? হায়! এই প্রাণহীন পাথর ও যেগুলো নিজেরাই অন্যের হাতে তৈরী, এই মূর্তিগুলোকে উপস্থিত করবে ?

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ্র সমকক্ষ হতে পারে এমন কিছু তোমরা কখনও উপস্থিত করতে পারবে না। তিনি একক, অদ্বিতীয় খোদা। যিনি মহাশক্তিশালী, সর্বোচ্চ, পরাক্রমশালী এবং শ্রেষ্ঠতম প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের অধিকারী। সবাই তো তাঁর অধীন ও অনুগত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ্বনবী

৪০. তাওহীদ ও আল্লাহ্র একত্ববাদের সাথে সাথে রিসালাত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাসূল হওয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হল। অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব এবং আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য শুধু আরবের লোকদেরকে নয়; বরং সমগ্র দুনিয়ার লোকদেরকে তাদের পাপ পুণ্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা করেছেন। যারা বুঝে না তারা এর পরিণাম ভোগ করবে। যারা বুঝে তারা তো নিজের লাভ লোকসানের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা অবশ্যই মেনে চলবে। তবে এমন কথা ঠিক যে, দুনিয়াতে মূর্খ ও নির্বোধ লোকের সংখ্যা বেশী। তাদের মস্তিষ্কে কতটুকুই বা ক্ষমতা আছে যে, লাভজনক কথাগুলোর মূল্য দিবে ?

(٢٩) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٠) قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

(٣١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ
تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨالْقَوْلَ ۚ
يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ۝

২৯. তারা বলে, কখন বাস্তবায়িত হবে সেই প্রতিশ্রুতি যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৪১]

৩০. বল, তোমাদের জন্যে আছে প্রতিশ্রুতি এক নির্ধারিত দিবসের যা তোমরা না বিলম্বিত করতে পারবে মুহূর্তকাল, না ত্বরান্বিত করতে পারবে।[৪২]

৩১. প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, আমরা কখনও মানব না এই কুরআনকে এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকেও নয়।[৪৩] হায়! তুমি যদি দেখতে পাপাচারীদেরকে যখন দণ্ডায়মান করা হবে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে[৪৪] যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা বলবে, ক্ষমতাদর্পীদেরকে; তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।[৪৫]

কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের হঠকারিতা

৪১. অর্থাৎ যে সময় সম্পর্কে তোমরা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ, সতর্ক করছ সেটি কবে আসবে ? তোমরা যদি সত্যবাদীই হও তাহলে তাড়াতাড়ি এনে দেখাও।

৪২. অর্থাৎ ভয় পেয়ো না। যে দিবসের প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা অবশ্যই আসবে। যখন আসবে তখন আর এক মুহূর্তের জন্যেও অবকাশ থাকবে না। তাই সেটি ত্বরান্বিত করার দাবী না করে সেটি আগমনের পূর্বে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

৪৩. অর্থাৎ কাফিরগণ বলে যে, আমরা কুরআনও মানব না পূর্ববর্তী কিতাব যেগুলোকে তোমরা আসমানী কিতাব বল, তাওরাত, ইনজীল সেগুলোও মানব না। ওই সবই তো একই ছাঁচে ঢালা বস্তাপচা মাল, যেখানেই পাঠ কর সেখানেই হিসাব-কিতাব এবং কিয়ামতের আলোচনা। সুতরাং এগুলো আমরা কখনও মেনে নিব না।

৪৪. যেমনটি হয় পরাজয় ও ব্যর্থতার সময়, একে অন্যকে ব্যর্থতার কারণরূপে নির্ধারণ করে। হাশর ময়দানেও কাফিরগণ একে অন্যকে দোষারোপ ও অপবাদ দিতে থাকবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

(٣٢) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ۝

(٣٣) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৩২. যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে আমরাই কি তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছিলাম তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর। বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।[৪৬]

৩৩. যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন, আমরা অমান্য করি আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর শরীক সাব্যস্ত করি।[৪৭] তারা গোপনে অনুতাপ করতে থাকবে যখন তারা প্রত্যক্ষ করবে শাস্তি[৪৮] এবং আমি শৃঙ্খল চরিয়েছি প্রত্যাখ্যানকারীদের গলদেশে।[৪৯] তাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে যা তারা করত।[৫০]

অসৎ নেতৃবৃন্দ একদিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে

৪৫. দুনিয়াতে যারা অধঃস্তন লোক এবং অন্যদের পেছনে পেছনে ঘুরে তারা সেদিন তাদের ঊর্ধ্বতন লোক ও নেতা নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে বলবে, তোমরা আমাদেরকে এই বিপদে ফেলেছ। তোমরা যদি বাধা না দিতে আমরা অবশ্যই পয়গাম্বরদের কথা মানতাম এবং এই গ্লানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম না।

৪৬. অর্থাৎ তোমাদের নিকট যখন সত্য কথা এসে গেল এবং তা তোমরা বুঝেছিলে তখন তা কবূল করলে না কেন ? আমরা কি বল প্রয়োগে তোমাদেরকে ঈমান ও ইয়াকীন থেকে দূরে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম ? তোমাদের তো উচিত ছিল কারো পরওয়া না করে সত্য কবূল করে নেয়া। এখন নিজের দোষ অন্যের মাথায় চাপাও কেন ?

৪৭. অর্থাৎ এটা নিশ্চিত যে, তোমরা বল প্রয়োগে আমাদেরকে বাধা দাওনি; কিন্তু রাতে-দিনে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা দ্বারা তোমরা আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে অনবরত ফুসলাতে থাকতে। যখনই দেখা হত তোমরা এই উপদেশ দিতে যে, নবী-রাসূলদের কথামত খোদা এক বলে মেনো না; বরং কতক সৃষ্ট বস্তুকেও

(٣٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

(٣٥) وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

৩৪. যখনই আমি কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই সেখানকার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি'।[৫১]

৩৫. তারা আরও বলত, আমরা তো সমৃদ্ধিশালী সম্পদে ও সন্তানাদিতে; তাই আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হবে না।[৫২]

তাঁর সমতুল্য ও সমকক্ষ মনে করো। তোমাদের এত উপদেশ নসীহতে শেষ পর্যন্ত কি আর কাজ না দিয়ে পারে ?

৪৮. অর্থাৎ ভয়ংকর শাস্তি যখন সম্মুখে উপস্থিত হবে নেতৃবৃন্দ ও সমর্থকবৃন্দ সবাই নিজ নিজ অন্তরে অনুশোচনা করতে থাকবে। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করবে হায়! মূলত আমি অপরাধী ও দোষী। তবে চক্ষু লজ্জার খাতিরে একে অন্যের নিকট তা প্রকাশ করবে না আর অত্যধিক অস্থিরতা ও ভয়ের কারণে হয়ত প্রকাশ করার সামর্থও তাদের থাকবে না।

৪৯. গর্দানে পরাব বেড়ী এবং হাতে পায়ে শিকল।

৫০. অর্থাৎ যা আমল করেছিলে আজ শাস্তির আকারে তা প্রকাশিত হচ্ছে। যেমন কর্ম তেমন ফল।

প্রত্যেক যুগে একদল লোক সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে

৫১. এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সত্যদ্রোহিতা ও সত্যত্যাগে দুঃখিত হবেন না। সকল যুগে এরূপ হতভাগ্য নেতৃবৃন্দ নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ধন-সম্পদের নেশা এবং নেতৃত্ব ও ক্ষমতা-লিপ্সা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। কারো সম্মুখে মাথা নত করা কিংবা অধস্তন লোকদের সাথে একত্রে বসা তারা ভাল মনে করে না। এ জন্যেই নবী-রাসূলদের প্রথম সমর্থকগণ প্রায় দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণীর হয়ে থাকে। হিরাক্লিয়াস সম্পর্কিত হাদীসেও তার প্রমাণ আছে।

৫২. অর্থাৎ এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, না হয় এত ধনজন দেন কেন ? তিনি যখন আমাদের প্রতি রাযী ও খুশী, তখন কোন প্রকারের আযাব-গযব আমাদের উপর আপতিত হওয়ার কোন আশংকা নেই। তোমরা শুধু শুধু শাস্তির ধমক দিচ্ছ।

(٣٦) قُلْ إِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۟

(٣٧) وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۝

৩৬. বল, আমার প্রতিপালক যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অনুধাবন করতে পারে না।[৫৩]

৩৭. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদের মর্যাদাকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে,[৫৪] তারাই পাবে দ্বিগুণ পুরস্কার তাদের কর্মের জন্যে।[৫৫] আর তারা প্রাসাদে থাকবে প্রশান্ত মনে।

ঐশ্বর্যশালী হওয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন হওয়ার প্রমাণ নয়

৫৩. অর্থাৎ ধন-সম্পদে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রমাণবহ নয়। দেখছ না দুনিয়াতে কত বদমাশ, দুরাচার, বস্তুবাদী ও নাস্তিক আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফুর্তি ভোগ করছে অথচ কোন ধর্ম মতই তাদেরকে ভাল বলে না। অন্যদিকে কত ইবাদতকারী, পরহেযগার, নেকবান্দা বাহ্যত অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছেন। সুতরাং কারো ধনী কিংবা দরিদ্র হওয়া সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল হওয়া আল্লাহ্‌র প্রিয় কিংবা অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়। এ সব তো আল্লাহ্‌র কৌশল ও গূঢ় রহস্যের ব্যাপার। অধিকাংশ লোক তা বুঝে না। ومن الدليل على القَضَاء وَحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق "আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও বিধানের দলীল হলো বুদ্ধিমান লোকের দুঃখী জীবন আর মূর্খ লোকের সুখী জীবন।"

৫৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের প্রমাণও নয় নৈকট্য অর্জনের উপায়ও নয়। বরং কাফিরদের ক্ষেত্রে এগুলো আল্লাহ্ থেকে আরও দূরত্বই বৃদ্ধি করে। ঈমানদার ব্যক্তি যদি ধন-সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করে এবং ছেলে-মেয়েকে সৎ শিক্ষা-দীক্ষা দেয়, ভদ্ররূপে গড়ে তোলে সেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যমরূপে গণ্য হয়। মোটকথা, আখিরাতে ধন-জনের প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন আছে শুধু ঈমান ও সৎকর্ম সম্পর্কে।

৫৫. অর্থাৎ কাজ অনুযায়ী যতটুকু প্রতিফল পাওয়ার যোগ্য তার অধিক বিনিময় পাবে। কমপক্ষে তার দশগুণ আর অধিকের ক্ষেত্রে সাতশত গুণ। আর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তারও অধিক দিবেন যার কোন সীমা নেই। وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন" (সূরা বাকারা- ২ ঃ ২৬১)। আলোচ্য আয়াতে বহুগুণ অর্থ অতিরিক্ত প্রদান।

(৩৮) وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ۝

(৩৯) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

৩৮. যারা চেষ্টা করবে আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার তারা পাকড়াও হয়ে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।[৫৬]

৩৯. বল, আমার প্রতিপালক তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন। তোমরা ব্যয় করবে যা কিছু তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[৫৭]

---

৫৬. অর্থাৎ যে সকল হতভাগা লোক আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং এগুলোকে উপহাস তিরস্কার করে লোকজনকে এ দিকে আসা থেকে নিবৃত্ত করছে, তারা মনে করছে যে, তারা আল্লাহ্কে পরাজিত করে দিচ্ছে। তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। একজনও ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে না।

দান-খয়রাতে সম্পদ হ্রাস পায় না

৫৭. এটি মুসলমানদেরকে শুনালেন যে, ভাল কাজে ব্যয় করার সময় তোমরা অভাব ও দারিদ্র্যের ভয় করো না। ব্যয় করলে রিযিক কমে না। তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে তা তো আসবেই। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হিকমাত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যার জন্যে যা বরাদ্দ করেন তোমাদের ব্যয় করা কিংবা না করা দ্বারা তাতে কোন তারতম্য হয় না। বরং ভাল কাজে ব্যয় করলে বরকত হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তার বিনিময় দান করেন। এই বিনিময় সম্পদ আকারেও হতে পারে কিংবা যা আছে তাতে পরিতৃপ্তি ও মানসিক অভাব-মুক্তির আকারেও দিতে পারেন। আর আখিরাতে ওই ব্যয়ের প্রতিফল পাওয়া তো সুনিশ্চিত। মোটকথা, আল্লাহ্র দরবারে কোন প্রকারের ঘাটতি নেই। মুসলমানদের উচিত আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে অভাব-অনটনের আশংকা অন্তরে স্থান না দেওয়া। وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ اِقْلَالًا হযরত বিলাল (রা)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, 'ব্যয় করে যাও, আরশের মালিক মহান আল্লাহ্ কম দিবেন এমন আশংকা করো না।'

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে যেন এই বিষয়টির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা দ্বারা যেমন মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানে তারতম্য ঘটে আখিরাতে তেমনি সাওয়াব ও আযাবের পরিমাণ অনুযায়ী মর্যাদায় তারতম্য হবে।

(٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ۝
(٤١) قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝

৪০. যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন। পরে জিজ্ঞেস করবেন, ফেরেশতাদেরকে এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ?[৫৮]

৪১. ফেরেশতাগণ বলবে, তোমার সত্তা পবিত্র মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল জিনদের প্রতি বিশ্বাসী।[৫৯]

---

৫৮. অনেক মুশরিক লোক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলত। আর অনেক মুশরিক ফেরেশতাদের কল্পিত প্রতিকৃতি তৈরী করে সেগুলোর পূজা করত। বরং কেউ কেউ লিখেছেন যে, মূর্তি পূজার সূচনা হয় ফেরেশতা পূজা থেকে। আমর ইব্‌ন লুহাই সিরিয়া থেকে এই কু-প্রথা আরবে আমদানী করে। কিয়ামত দিবসে কাফিরদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এই লোকেরা কি তোমাদের পূজা করত ? উদ্দেশ্য হয়ত এই, তোমরা তো তাদেরকে এরূপ পূজা করতে বলনি ? কিংবা তারা যে তোমাদেরকে পূজা করছিল তাতে তোমরা তো খুশী ছিলে না, তাই না? যেমন জিজ্ঞেস করা হবে হযরত ঈসা (আ)-কে ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি আর আমার মা দু'জনকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর ?' (সূরা মায়িদা- ৫ : ১১৬)। সূরা ফুরকানে আছে; ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ 'হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কি আমার এ বান্দাগুলোকে পথভ্রষ্ট করেছ ?' (সূরা ফুরকান- ২৫ : ১৭)।

৫৯. অর্থাৎ কেউ কোন পর্যায়ে আপনার শরীক ও সমকক্ষ হতে পারে (নাউযুবিল্লাহ্) তা থেকে আপনার সত্তা সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা তাদেরকে এরূপ কথা বলতে যাব কেন ? কিংবা তাদের এই অপকর্মে আমরা খুশী হতে যাব কেন ? আমাদের খুশী তো আপনার খুশীর অনুগামী। যেখানে আপনি খুশী সেখানে আমরা খুশী। এই অপরাধীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই আমরা তো আপনার অনুগত দাস। উপরন্তু এই হতভাগারা তো আমাদের পূজা করতো না; বরং মূলত তারা পূজা করত শয়তানের। আমাদের নাম উল্লেখ করে শয়তানদের পূজা করত। তাদের আকীদা ও বিশ্বাস শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত। শয়তানগুলো তাদের যেদিকে ফিরায় তারা সেদিকে ফিরে। ফেরেশতার নামে হউক কিংবা কোন নবী, ওলীর নামে হোক তারা শয়তানের কথায় চলত। তাদের কতক তো সরাসরি শয়তানেরই পূজা করত। ইতোপূর্বে সম্ভবত সূরা আনআমে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি।

(৪২) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا
عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○
(৪৩) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ
عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاۗؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৪২. আজ তোমাদের ক্ষমতা নেই একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার।[৬০] যারা পাপাচারী ছিল তাদেরকে বলব, "আস্বাদন কর সেই অগ্নি শাস্তি যা তোমরা অস্বীকার করতে"।

৪৩. যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে "এই ব্যক্তি তো তাদের ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় তোমাদের পূর্ব পুরুষ যাদের ইবাদত করত"।[৬১] তারা আরও বলে, এ তো কিছু নয় মিথ্যা উদ্ভাবন ছাড়া[৬২] এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এতো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছু নয়।'[৬৩]

---

৬০. অর্থাৎ আজ উপাসক ও উপাস্য দু'পক্ষেরই অক্ষমতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কেউ কাউকে সামান্য পরিমাণও উপকার কিংবা অপকার করতে পারছ না। যেই উপাস্যদেরকে শ্রেষ্ঠ সাহায্যদাতা মনে করেছিলে তারাই প্রয়োজনের সময় এভাবে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের বিরূপ মন্তব্য

৬১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রসঙ্গে তারা নিজেদের মধ্যে এরূপ আলোচনা করত যে, এ লোক নবী-রাসূল কিছুই নয়। বেশ, এতটুকুই তার উদ্দেশ্য যে, আমাদেরকে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম থেকে (যা আমরা প্রাচীনকাল থেকে সত্য বলে জেনে এসেছি) বিচ্যুত করে তার নিজের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং নিজে নেতা ও রাজা হয়ে বসবে। অর্থাৎ শুধু নেতৃত্ব আর রাজত্ব লাভ করাই তার লক্ষ্য (নাঊযুবিল্লাহ্)।

কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের বক্তব্য

৬২. অর্থাৎ কুরআন কি ? এটি তো কতক মিথ্যা কথা, যেগুলোকে আল্লাহ্র কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে (নাঊযুবিল্লাহ্)।

৬৩. অর্থাৎ এই নবুওয়াতের দাবী যার সাথে কতক মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মের প্রদর্শনী করা হয় অথবা ইসলাম যা এসে স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করল, পুত্র থেকে পিতাকে পৃথক করে দিল অথবা এই কুরআন মানুষের অন্তরে যার অসাধারণ প্রভাব পড়ে এগুলো সুস্পষ্ট জাদু ব্যতীত কিছুই নয়। (নাঊযুবিল্লাহ্)।

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝ (٤٤)
وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۗ (٤٥)
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝
قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ (٤٦)
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝

৪৪. আমি দিই নি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব যা তারা অধ্যয়ন করত এবং প্রেরণ করিনি তাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারীও।[৬৪]
৪৫. মিথ্যা আরোপ করেছিল তাদের পূর্ববর্তীরাও। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার দশমাংশও পায়নি। তবুও তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার রাসূলদেরকে। ফলে কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি![৬৫]
৪৬. বল, 'আমি তোমাদেরকে একটি মাত্র উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা দাঁড়াও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে। তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ তোমাদের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র এক আসন্ন কঠিন শাস্তি সর্ম্পকে।[৬৬]

মক্কার মুশরিকগণ অজ্ঞ

৬৪. অর্থাৎ তারা হল একেবারে গণ্ডমুর্খ। তাদের নিকট না ছিল কোন আসমানী কিতাব আর না এসেছিলেন সুদীর্ঘকালে কোন নবী-রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা এখন তাদেরকে এমন মহা মর্যাদাবান নবী এবং এমন সম্মানিত কিতাব দান করেছেন। তাদের উচিত, এটিকে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া নিআমতের সম্মান করা। বিশেষত যখন ইতোপূর্বে তারা বলে বেড়াত যে, যদি আমাদের নিকট কোন পয়গাম্বর আসতো অথবা কোন কিতাব অবতীর্ণ হত, তবে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে আমরা অন্যান্যদের চেয়ে অগ্রণী থাকতাম। তাদের কাঙ্ক্ষিত নিআমত এখন তাদের নিকট এল। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে। অথবা আয়াতের মর্ম এই, আমি তাদের নিকট এমন কোন কিতাব কিংবা হিদায়াতকারী প্রেরণ করিনি, যে তাদেরকে আপনার শিক্ষার বিপরীত কিছু শিক্ষা দিয়েছে। তাহলে কোন্ কিতাবী দলীল কিংবা যৌক্তিক প্রমাণের প্রেক্ষিতে তারা আপনার বিরোধিতা করছে ?

৬৫. অর্থাৎ যত দীর্ঘ আয়ু, দৈহিক শক্তি, ধন-ঐশ্বর্য ও বিলাস-প্রাচুর্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল হে আরবগণ! তোমরা তো তার এক-দশমাংশও পাওনি। কিন্তু এত প্রাপ্তি সত্ত্বেও তারা যখন নবী-রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করল, বিরোধিতা করল, দেখে

(٤٧) قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

৪৭. বল, আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করে থাকলে তা তোমরাই রাখ; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট।[৬৭] এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।[৬৮]

নাও, তাদের শেষ পরিণতি কী হল ? এখন তাদের সকল ধন-সম্পদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্‌র শাস্তিকে এক মিনিটের জন্যেও প্রতিরোধ করতে পারেনি। তাহলে তোমরা এই সামান্য নিআমত পেয়ে এত বাড়াবাড়ি করছ কেন ? 'এতটুকু পেয়ে এত তেজ'!

নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা) মানবতার হিতাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ্‌র রাসূল

৬৬. অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব ও গোয়ার্তুমি ছেড়ে ইনসাফ ও নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে দু'চারজন মিলে আলোচনা ও পরামর্শ কর, আবার একাকী ও এককভাবে চিন্তা-ভাবনা কর যে, তোমাদের এই সাথী মুহাম্মদ (সা) তো চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে তোমাদের চোখের সামনে আছেন। শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ তাঁর সকল আচরণ তোমরা খুব কাছে থেকে দেখেছ। তাঁর বিশ্বস্ততা ও সততা, সত্যবাদিতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং বুদ্ধি-বিবেচনার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে তোমরা সর্বদা সাক্ষ্য দিতে। কখনও কোন ব্যাপারে তোমরা তাঁকে স্বার্থপরতার অপবাদ দাওনি। এখন তোমরা কী আসলেই মনে কর যে, 'আল্লাহ্ না করুন' তিনি হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেলেন ? যার প্রেক্ষিতে একদিকে তিনি সবাইকে শত্রু বানালেন! কোন উন্মাদ ব্যক্তি কি এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে ? কোন উন্মাদ ব্যক্তি কি তার সম্প্রদায়ের হিত কামনায়, পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন সফলতার জন্যে এমন অনন্য সাধারণ জীবন-বিধান, কর্মবিধি পেশ করতে পারে ? তিনি তো তোমাদেরকে ভয়ংকর বিপদ ও ধ্বংসাত্মক ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছেন। অতীত সম্প্রদায়ের লোকদের ইতিহাস শুনাচ্ছেন। দলীল-প্রমাণ সহকারে তোমাদেরকে ভাল-মন্দ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এটি উন্মাদ লোকের কাজ নয় বরং দৃঢ়চিত্ত পয়গাম্বরদের কাজ। মূর্খ ও দুষ্ট লোকেরা যাদেরকে সব সময় উন্মাদ ও পাগল বলে এসেছে।

৬৭. অর্থাৎ আমার পরিশ্রমের কোন বিনিময় আমি তোমাদের নিকট চাই না। তোমরা যদি মনে কর যে, আমি তোমাদের নিকট কিছু চেয়েছি তবে তা তোমরা রেখেই দাও। তা আমার প্রয়োজন নেই। আমার পুরস্কার তো আল্লাহ্‌র নিকট। আমি তোমাদের থেকে যা চাই অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন কর, ইসলামে দীক্ষিত হও, এ সব তোমাদের কল্যাণের জন্যে। এর অতিরিক্ত আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

৬৮. অর্থাৎ আমার নিয়্যত ও সততা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিভুক্ত রয়েছে।

(৪৮) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○

(৪৯) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ○

(৫০) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ○

৪৮. বল, আমার প্রতিপালক সত্য ধর্ম নাযিল করছেন, তিনি জ্ঞাত আছেন অদৃশ্য বিষয়সমূহ।[৬৯]

৪৯. বল, এসেছে সত্য দীন এবং অসত্য না পারে সৃজন করতে নতুন কিছু, না পারে ফিরিয়ে আনতে।[৭০]

৫০. বল, আমি যদি বিভ্রান্ত হই তাহলে বিভ্রান্তির ক্ষতি আমারই এবং যদি আমি সত্য পথে থাকি তবে তা এই জন্যে যে ওহী প্রেরণ করেন। আমার প্রতি আমার প্রতিপালক। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সন্নিকট।[৭১]

---

৬৯. অর্থাৎ উপর থেকে ওহী নাযিল হচ্ছে। দীনের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। এই সুযোগ হাতছাড়া করো না। কাজে লাগাও। যে প্রচণ্ড গতিতে আল্লাহ্ তা'আলা অসত্যের মাথায় সত্য নিক্ষেপ করছেন তাতে বুঝে নাও যে, অসত্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? অনিবার্যভাবে অসত্য বিধ্বস্ত হয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে সত্য দীনের বিজয় ডঙ্কা বাজবে। অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা খুব দেখে শুনে যথাসময়ে সত্য প্রেরণ করেছেন অসত্য উৎখাতের জন্যে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ 'আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর, ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।' (সূরা আম্বিয়া- ২১ ঃ ১৮)।

৭০. অর্থাৎ সত্য দীন সমুপস্থিত। এর দুর্বার গতি প্রতিরোধ করার কোন উপায় নেই। সবার উপর বিজয়ী হয়ে বাতিলকে পর্যুদস্ত করবে। মিথ্যার তেমন পা কই যে, সত্যের সম্মুখে চলাচল করতে পারবে ? এখন তো সেটির পতনের যুগ, উত্থানের সময় নয়। বুঝে নাও ওই মহাশক্তি এসে পৌঁছে গেছে। মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত আবৃত্তি করছিলেন।

৭১. এই ভড়ং যদি আমি দাঁড় করিয়ে থাকি তবে কয়দিনই বা টিকবে ? শেষ পর্যন্ত তাতে আমারই ক্ষতি। এর কারণে আমি অন্যের শত্রু হব, অপদস্থ হব এবং আখিরাতে লাঞ্ছিত হব। (আল্লাহ্ মাফ করুন)। আর আমি যদি সৎপথে থাকি, 'বাস্তবে আমি সৎপথে রয়েছিও' তবে বুঝে নাও যে, এ সব কিছু আল্লাহ্‌র সাহায্য সহায়তা এবং ওহীর বরকত ও হিদায়াতের ফল। যা কখনও আমাকে ত্যাগ করতে পারে না। আমার

(৫১) وَلَوْ تَرٰىٓ اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ

(৫২) وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۚۖ

(৫৩) وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۝

৫১. তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে তখন তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা পাকড়াও হয়ে আসবে নিকটস্থ স্থান হতে।[৭২]

৫২. এবং তারা বলবে, 'আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম।' কিন্তু তাদের হাত পৌঁছবে কিরূপে এত দূরবর্তী স্থান হতে ?[৭৩]

৫৩. তারা তো তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল পূর্ব থেকেই; তারা অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়ে মারত দূরবর্তী স্থান থেকে।[৭৪]

প্রতিপালক সবকিছু শুনেন। তিনি আমার একান্ত নিকটে, সর্বদা তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁর বাণী দুনিয়াতে প্রচার করবেন। তোমরা মান কিংবা নাই মান।

৭২. অর্থাৎ কাফিরেরা এখানে অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই সময়টি হবে বিস্ময়কর ও দর্শনীয়। যখন হাশর ময়দানের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না। তখন তাদের গ্রেপ্তার করার জন্যে দূরে খোঁজ করার প্রয়োজন হবে না; বরং নিতান্ত সহজভাবে যেখানে আছে সেখান থেকেই তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হবে।

৭৩. অর্থাৎ তখন বলবে যে, পয়গাম্বর (আ)-এর কথায় আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে। এখন আমরা ঈমান আনয়ন করছি। অথচ তখন ঈমান আনবে কিরূপে ? সেই সুযোগ তো বহু আগে অতীত হয়ে গেছে যখন ঈমান আনয়ন করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারত। তাদের হাত এত দূরে পৌঁছবে কেমন করে যে, সুদূর অতীত থেকে ঈমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে ? মোটকথা, গ্রহণযোগ্য ও মুক্তিদানকারী ঈমান হলো সেই ঈমান যা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়ার জীবনে অর্জিত হয়। আখিরাতে তো চাক্ষুষ দেখে সবারই বিশ্বাস জন্মিবে। তাতে বিশেষত্ব কী ?

৭৪. অর্থাৎ যখন ঈমান আনার সময় ও সুযোগ ছিল তখন প্রত্যাখ্যান করত, আর খেয়াল-খুশী মত অনুমান ভিত্তিক মন্তব্য করত। দুনিয়ায় অবস্থানকালে সর্বদাই ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলেছে। সত্য ও প্রমাণিত কথাগুলো গ্রহণ করেনি। তখন আক্ষেপ করলে কি লাভ হবে ?

৭৫. অর্থাৎ এখন যা কামনা করছে যেমন গ্রহণযোগ্য ঈমান আনার সুযোগ, শাস্তি থেকে মুক্তি, দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা অথবা পার্থিব সুখ-শান্তি ও

(٥٤) وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ࣖ

৫৪. অন্তরাল করা হয়েছে তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে;[৭৫] যেমন তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে পূর্বে করা হয়েছিল। তারা ছিল এমন সন্দেহের মধ্যে যা শান্ত থাকতে দেয় না।[৭৬]

আরাম-আয়েশ ইত্যাদি। এ সব কাম্য বস্তু এবং কাফিরদের মাঝে কঠিন অন্তরাল ও প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হয়েছে। কখনো তারা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।

৭৬. অর্থাৎ পূর্বেও এ ধরনের মানুষ গত হয়েছে। তাদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, এদের সাথেও সেরূপ আচরণ করা হবে। কারণ, তারা এই প্রকারের অর্থহীন সন্দেহ এবং অযৌক্তিক সংশয়ের মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিল। সেই সন্দেহ ও সংশয় তাদেরকে কোন সময় শান্তি ও স্থির থাকতে দেয়নি।

॥ সূরা সাবা-র তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা ফাতির

৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১. সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশরাজি ও পৃথিবী[১], যিনি নির্ধারিত করেছেন ফেরেশতাদেরকে বাণী বাহকরূপে[২] যাদের পাখা রয়েছে দুই-দুই, তিন-তিন, অথবা চার-চার।[৩] তিনি বৃদ্ধি করেন তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।[৪]

---

১. অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা থেকে সর্ব প্রথম অস্তিত্বে এনেছেন আসমান ও যমীনকে। ইতোপূর্বে এরূপ কোন নমুনা কিংবা সৃজন-বিধি ছিল না।

২. অর্থাৎ কতক ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নবীদের প্রতি আল্লাহ্‌র বাণী বহন করে আনেন। আর কতক অন্যান্য শরীরী ও অশরীরী শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী। فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا 'তারপর শপথ সে সকল ফেরেশতার যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে'। (সূরা নাযিআত– ৭৯ ঃ ৫)।

৩. অর্থাৎ কতক ফেরেশতার আছে দুটো পাখা। কতকের আছে তিনটি। আবার কতক ফেরেশতা চার পাখা বিশিষ্ট। এই পাখা ও পালকের স্বরূপও আকার কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। অথবা যে সকল নবী-রাসূল (সা) ফেরেশতাদেরকে দেখেছেন তাঁরাও কিছু বলে দিতে পারেন।

(২) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(৩) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না।[৫] এবং যা কিছু তিনি রোধ করতে চান কেউ তার উন্মুক্তকারী নেই তিনি ছাড়া। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬]
৩. হে মানুষ! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কোন স্রষ্টা কি আছে আল্লাহ্ ব্যতীত যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয্ক দান করে তোমাদেরকে। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তাই কোথায় তোমরা উল্টো চলে যাচ্ছ।[৭]

---

৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টির জন্যে যে অঙ্গ প্রত্যক্ষ ও আকার আকৃতি উপযুক্ত মনে করেন আপন প্রজ্ঞা মুতাবিক সেভাবে বৃদ্ধি করে দেন। ফেরেশতাদের দু'তিন ও চার পাখা করে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ইচ্ছা করলে কতক ফেরেশতাকে চারের অধিক পাখাও দান করতে পারেন। হাদীস শরীফে এসেছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) হচ্ছেন ৬০০ পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতা। 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নির্ধারিত করেন' এ কথা দ্বারা মনে করো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সাহায্য গ্রহণের মুখাপেক্ষী। তা মোটেই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী। শুধু হিকমত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম চালু রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কিছু দিতে চাইলে তাতে বাধা দেওয়ার শক্তি কারো নেই।

৫. দেহগত রহমত হোক যেমন বৃষ্টি, রিয্ক ইত্যাদি কিংবা রূহানী রহমত হোক যেমন কিতাব নাযিল করা ও রাসূল প্রেরণ করা। মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্যে তাঁর রহমতের দরজা খুলে দিলে কে আছে যে, তা বন্ধ করতে পারে ?

৬. অর্থাৎ তাঁর পরিপূর্ণ হিকমাত ও প্রজ্ঞা অনুসারে যা করতে ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাৎ তা করেই ছাড়েন। এমন ক্ষমতাবান তিনি যে, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না।

৭. অর্থাৎ তোমরা এটা তো স্বীকার কর যে, সৃষ্টি করা, জীবন ধারণের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করে জীবিত রাখা সব আল্লাহ্‌রই হাতে। তাহলে মা'বূদ ও উপাস্য হওয়ার অধিকার অন্য কে কোত্থেকে অর্জন করল ? তিনি প্রকৃত স্রষ্টা ও রিয্কদাতা তাঁকেই তো মা'বূদরূপে মানা উচিত।

(٤) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(٥) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

(٦) اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ ۝

৪. তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল রাসূলগণের প্রতি। আল্লাহ্র নিকটই প্রত্যানীত হয় সবকিছু।[৮]

৫ হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং তোমাদেরকে যেন কিছুতেই প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন এবং কিছুতেই যেন আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবাঞ্চিত না করে তোমাদেরকে সেই প্রবঞ্চক।

৬. নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে গ্রহণ কর শত্রুরূপে। সেতো আহবান করে তার দলবলকে কেবল এ জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়।[৯]

---

৮. অর্থাৎ এত সব বুঝানো ও যুক্তি দেখানোর পরও যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে তবে আপনার দুঃখ করার কোন কারণ নেই। সাবেক যুগের নবী-রাসূল (আ)-এর প্রতিও এরূপ আচরণ করা হয়েছে। এটি নতুন কোন ব্যাপার নয়। পক্ষপাত দুষ্ট ও গোঁয়ার লোকেরা কখনো নিজেদের হঠকারিতা ত্যাগ করে না। এরূপ লোকদের ব্যাপার আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করে দিন। সেখানে গেলে পরে সব কিছুর মীমাংসা হবে।

শয়তান মানুষের চিরশত্রু

৯. অর্থাৎ কিয়ামত আসবেই। সবাইকেই আল্লাহ্ তা'আলার মহান আদালতে হাযির হতে হবে। দুনিয়ার টিপটপ ও ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশে মত্ত হয়ো না। সুপ্রসিদ্ধ প্রতারক শয়তানের ফাঁদে পা দিও না। সে তো তোমাদের চির-শত্রু। সে তোমাদের কোনদিন ভাল পরামর্শ দিবে না। তোমাদেরকেও যেন তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, সদা সেই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। নানা রকম মিথ্যা-রটনা করে তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ ও আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন করতে থাকবে। তোমাদের কর্তব্য শত্রুকে শত্রুরূপে গণ্য করা। তার কথা কখনো মানবে না। এভাবে প্রমাণ করে দাও যে, আমরা তোমার ষড়যন্ত্রের জালে জড়াব না। আমরা ভালভাবেই জানি যে, বন্ধুত্বের মুখোশ পরে তুমি আমাদের সাথে শত্রুতা করছ।

(৭) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

(৮) اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৭. যারা প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি, আর যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

৮. কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে সেটিকে উত্তম মনে করে সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকর্ম করে ? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব, তাদের জন্যে আক্ষেপ করে আপনার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়, তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।১০

---

১০. অর্থাৎ অভিশপ্ত শয়তান যে ব্যক্তির দৃষ্টিতে মন্দ কাজগুলোকে ভাল বলে দেখায় সে ব্যক্তি কি ওই ব্যাক্তির সমান হবে, আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে যে ব্যক্তি ভাল ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে ? যে ভালকে ভাল বলে এবং মন্দকে মন্দ বলে চিনতে পারে। উভয়ে যখন সমান নয় তখন উভয়ের শেষ পরিণতি কি করে এক রকম হবে ? এটা মনে করো না যে, কোন ব্যক্তি চোখে দেখেও মন্দকে ভাল বলে গ্রহণ করবে কেন ? যার মন্দ প্রকৃতি ও মন্দ ইচ্ছার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভ্রান্ত করতে চান, তার বিবেক-বুদ্ধি এভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তির ভাল যোগ্যতা ও ভাল ইচ্ছার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়াতের পথে আনতে চান, তখন কোন শয়তানের শক্তি নেই যে, তাকে ভুল পথে নিয়ে যায় কিংবা উল্টো কথা শিক্ষা দেয়। বস্তুত শয়তানের ষড়যন্ত্রের ফলে যে ব্যক্তি মন্দকে ভাল, পাপকে পুণ্য এবং বিষকে বিষের ঔষুধ মনে করে তার সঠিক পথে ফিরে আসার কি কোন আশা থাকে ? আশা যখন থাকে না এবং হিদায়াত ও গোমরাহী সব আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার অধীন তাহলে এই সত্যদ্রোহীদের জন্যে দুঃখ ও চিন্তায় আপনি এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? হতভাগা লোকগণ নিজেদের জন্যে কল্যাণকর ও উপকারী কথাগুলো গ্রহণ করছে না কেন এই আফসোস করে আপনি কি আপনাকে ধ্বংস করে দিবেন ? তাদের ব্যাপারটা এক পাশে ফেলে রাখুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবগত। তিনিই তাদের যা করার তা করবেন আপনি দুঃখিত ও চিন্তিত হবেন না।

(৯) وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا
بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

(১০) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ۝

৯. আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর আমি তা পরিচালিত করি নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে এরপর আমি তা দ্বারা যমীনকে সঞ্জীবিত করি তার মৃত্যুর পর। এভাবেই হবে পুনরুত্থান।[১১]

১০. যে সম্মান চায় (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ্‌রই রয়েছে সকল সম্মান,[১২] তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র বাণীসমূহ[১৩] এবং সৎকর্ম সেটিকে উন্নীত করে,[১৪] আর যারা ফন্দি আঁটে মন্দ কর্মের তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই।[১৫]

---

১১. আল্লাহ্‌র নির্দেশে বায়ু প্রবাহ মেঘমালাকে উঠিয়ে আনে। যেখানে ভূমি মৃত অর্থাৎ ক্ষেত খামার কিছু ছিল না, চারিদিকে ধুলো উড়ছিল, বৃষ্টির পানিতে সেখানে প্রাণ সৃষ্টি হয়। শস্য-বৃক্ষে চারিদিক সজীব হয়ে যায়। এভাবে বুঝে নাও, তোমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে জীবিত করবেন। বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার ইচ্ছা করবেন তখন আরশের নীচ থেকে এক (বিশেষ ধরনের) বৃষ্টি বর্ষিত হবে। ওই বৃষ্টির পানি পড়ার সাথে সাথে মৃতগণ জীবিত হয়ে উঠবে যেমনটি সচরাচর বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে শস্য দানা উদগত হয়। অতিরিক্ত তথ্য হাদীস শরীফের গ্রন্থে দেখে নিন।

আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানদাতা

১২. কাফিরগণ অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে এ জন্যে যে, সেগুলোর মাধ্যমে তারা যেন আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মান পায়। وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ গ্রহণ করে এ জন্যে যাতে তারা তাদের সহায় হয়' (সূরা মারয়াম– ১৯ ঃ ৮১)। আবার অনেক লোক মুসলমানদেরকে ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে যাতে তারা সম্মান লাভ করতে পারে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ
الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

(১১) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ
مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ
كِتٰبٍ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

১১. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুক্র বিন্দু হতে, এরপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে।[১৬] আয়ু বৃদ্ধি হয় না কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির, অথবা হ্রাস পায় না কারও আয়ু, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্‌র জন্যে সহজ।[১৭]

'মু'মিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান চায় ? সমস্ত সম্মান তো আল্লাহ্‌রই (সূরা নিসা- ৪ ঃ ১৩৯)। এই প্রকারের লোকদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে যে, যদি দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান চায় তবে তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সম্মান প্রার্থনা করা। সম্মানদাতা তো তিনিই। তাঁর আনুগত্য ও যিক্‌র দ্বারা প্রকৃত সম্মান অর্জিত হয়। সকল ইয্‌যত ও সম্মানের মালিক এককভাবে তিনিই। যারা সম্মান পেয়েছে এবং পাবে সব তাঁর সম্মান ভাণ্ডার থেকেই পেয়েছে এবং পাবে।

১৩. পবিত্র বাণী হলো, আল্লাহ্‌র যিক্‌র, দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত, জ্ঞান ও উপদেশমূলক কথা ইত্যাদি। এ সবগুলো আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং গ্রহণযোগ্য ও মনোযোগ আকর্ষণের মর্যাদা লাভ করে।

১৪. পবিত্র বাণীসমূহের (যিক্‌র ইত্যাদির) স্বভাবগত প্রবণতা হল উপরের দিকে আরোহণ। এগুলোর সাথে যদি অন্যান্য সৎকর্ম সংযোজিত হয় তাহলে তা এগুলোর সাহায্য নিয়ে আরও বেশী গতিশীল ও আরও উন্নীত করতে থাকে। ভাল কাজ ব্যতীত ভাল কথা পূর্ণ উচ্চ মর্যাদা পায় না। কতক তাফসীরকার وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ -এর সর্বনামগুলোর প্রত্যাবর্তন নির্দেশনার ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'পবিত্র কথা পবিত্র কাজকে উঁচু ও উন্নত করে। এরূপ ব্যাখ্যাও সঠিক। কেউ কেউ يَرْفَعُ শব্দের সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ্‌কে বুঝিয়েছেন। এ হিসেবে অর্থ হবে আল্লাহ্ তা'আলাই সৎকর্মকে উন্নীত করেন এবং কবূল হওয়ার স্তরে পৌঁছান। মোটকথা উদ্দেশ্য এই, ভাল কাজ এবং ভাল কথা উভয়ই সর্বদা উপরে উঠতে চায়। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইয্‌যত ও সম্মান পেতে আগ্রহী, সে যেন এ সকল উপকরণ ও মাধ্যমের সাহায্যে তা অর্জন করে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ ইয্‌যত আল্লাহ্‌রই হাতে। তোমাদের যিক্‌র ও ভালো কাজ সব সময় উপরের দিকে উঠতে থাকে। যখন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছবে তখন মন্দের উপর বিজয়ী হবে। কুফরী নিশ্চিহ্ন হবে। ইসলাম সম্মানিত হবে। প্রতারকদের সকল ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশল বাতিল ও অর্থহীন হয়ে যাবে।

(١٢) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২. একরূপ নয় দুটি দরিয়া একটির পানি সুমিষ্ট ও পিয়াস মেটায়, অপরটির পানি লোনা, খর। দুটির প্রত্যেকটি থেকে তোমরা আহার কর তাজা গোশত এবং আহরণ কর অলংকার যা তোমরা পরিধান কর।[১৮] এবং তোমরা দেখ নৌযান চলাচল করে সেটির বুক চিরে যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার তাঁর অনুগ্রহ এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১৯]

---

১৫. অর্থাৎ যারা মন্দ পরিকল্পনা গ্রহণ করে সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখুন, কুরায়শগণ 'দারুন নাদওয়া'তে বসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করা কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা কিংবা বন্দী করার পরামর্শ করেছিল। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, বদর যুদ্ধে তারাই দেশ থেকে বেরিয়ে এল, মুসলমানদের হাতে নিহত হল এবং চিরদিনের জন্যে বদরের গর্তে বন্দী হয়ে রইল।

১৬. অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তারপর তার বংশধরদেরকে শুক্র বিন্দু থেকে। তারপর নারী-পুরুষের মধ্যে জোড়া জোড়া হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের থেকে বংশধারা সম্প্রসারিত হয়েছে। মহিলাদের গর্ভধারণ থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সকল স্তর ও পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল। অথচ সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতাও জানে না পেটের ভেতরে সন্তান কী কী পর্যায় অতিক্রম করছে।

১৭. অর্থাৎ যার যে পরিমাণ আয়ু সব লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। বান্দার আয়ু বৃদ্ধি কিংবা হ্রাসের যে সকল উপায় ও মাধ্যম আছে কিংবা কে তার স্বাভাবিক চূড়ান্ত আয়ু পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে আর কে পারবে না সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে। এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অবগত থাকা বান্দাদের জন্যে কঠিনই বটে; কিন্তু আল্লাহ্র জন্যে মোটেই কঠিন নয়। যত কিছু হয়েছে এবং যত কিছু হবে তার সার্বিক এবং বিস্তারিত প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল প্রকার জ্ঞান অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারকে নিজেদের সাথে তুলনা করো না। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, 'সব কাজ পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন মানবজীবন ক্রমে ক্রমে তার নির্ধারিত আয়ুর শেষ সীমায় পৌঁছে। এভাবেই বুঝে নাও যে, ইসলাম ধর্ম ক্রমে ক্রমে সাফল্য লাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত কুফরীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়বে।'

১৮. পূর্ব থেকে একত্ববাদের দলীল ও প্রমাণ বর্ণনা হয়ে আসছে। এর মাধ্যমেই পরোক্ষভাবে ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ ইসলাম আর কুফরী সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা কুফরীকে ধ্বংস

(١٣) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ
الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ؕ

(١٤) اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۠

১৩. তিনি রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত কাল পর্যন্ত।[২০] তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। কর্তৃত্ব তাঁরই এবং তোমরা যাদেরকে ডাক আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা তো অধিকারী নয় খেজুর আঁটির একটি আবরণেরও।[২১]

১৪. তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা শুনবে না তোমাদের আহ্বান এবং শুনলেও তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না। কিয়ামতের দিন তোমরা তাদের যে শরীক করেছ তা তারা অস্বীকার করবে।[২২] কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারে না সর্বজ্ঞের ন্যায়।[২৩]

করবেনই। অবশ্য তোমরা উভয় দিক থেকেই উপকার লাভ করবে। মুসলমানদের দ্বারা দীনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর কাফিরদের থেকে পাবে জিয্য়া কর ও খাজনা। মিষ্টি ও লোনা উভয় সমুদ্র থেকেই গোশত অর্থাৎ মাছ পাওয়া যায়। আর গহনা অর্থাৎ মণি-মাণিক্য, হীরা-মানিক ইত্যাদি অধিকাংশ পাওয়া যায় লোনা সমুদ্র থেকে।

১৯. প্রায় বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য চলে জাহাজ ও নৌযানের সাহায্যে। এগুলোর মাধ্যমে যা লাভ হয় তা-ই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। এ সব নিআমত ও অনুগ্রহের প্রেক্ষিতে মানুষের উচিত মালিক ও মুনিব আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা।

২০. এ বিষয়ে ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে আলোচনা হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ রাত ও দিনের আবর্তনের ন্যায় কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে কুফরী বিজয়ী হয় আবার কখনও কুফরীর বিরুদ্ধে ইসলাম বিজয়ী হয়। চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় সবকিছুর জন্যে এক একটি নির্ধারিত সময় ও মেয়াদ রয়েছে। সেখানে ধীর কিংবা দ্রুততার কোন অবকাশ নেই। সত্যের প্রকাশ্য বিজয় নির্ধারিত সময়ে হবেই।

২১. উপরে যাঁর গুণাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তিনিই তোমাদের সত্য ও যথার্থ প্রতিপালক। সমগ্র আসমান-যমীনের মালিক। অন্য যাদেরকে তোমরা খোদা মনে কর তারা সব মিসকীন। এগুলো বাদশাহ্ হওয়া তো দূরের কথা খেজুরের বিচির সূক্ষ্ম-পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।

(١٥) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○
(١٦) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○
(١٧) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্ তো তিনি, যিনি অভাবমুক্ত, সব প্রশংসার অধিকারী।[২৪]

১৬. যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে সরিয়ে নিতে পারেন এবং নিয়ে আসতে পারেন এক নতুন সৃষ্টি।

১৭. এটি আল্লাহ্‌র জন্যে কঠিন নয়।[২৫]

দেব-দেবীরা কিয়ামত দিবসে পূজারীদের শত্রু হবে

২২. অর্থাৎ যে সকল তথাকথিত উপাস্যের আশ্রয় চাচ্ছ তারা তোমাদের প্রার্থনা শুনতে পায় না। আর যদি শুনত এবং তোমাদের দিকে মনোযোগ দিত তাতেও কিছু করতে পারত না। বরং কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের মুশরিক সুলভ কাজ-কর্ম সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। তারা সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে শত্রু প্রমাণিত হবে।

২৩. অর্থাৎ সার্বিক অবস্থা আল্লাহ্‌র চেয়ে কে-ইবা বেশী জানে? তিনিই বলছেন যে, এ সকল শরীক ও তথাকথিত উপাস্য কোন কাজেই আসবে না। এরূপ সত্য, সঠিক ও বাস্তব কথা আর কে বলতে পারবে?

২৪. অর্থাৎ সব মানুষ সেই আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কারণ, সকল প্রকারের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ও কামালিয়াত সমষ্টিগতভাবে তাঁর মধ্যেই আছে। সুতরাং ইবাদত করা এবং সাহায্য কামনা করার জন্যে তিনিই যথোপযুক্ত সত্তা।

২৫. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে না মান তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি দিয়ে এ দুনিয়া আবাদ করতে তিনি সক্ষম। ওই সৃষ্টি সার্বিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে। যেমন আকাশের ফেরেশতাগণ সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত থাকে। এরূপ করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও হিকমাতের বিধান এই যে, ভাল-মন্দ ও আনুগত্য অবাধ্যতার প্রক্রিয়া পৃথিবীতে চালু থাকবে এবং পরিশেষে তারা নিজেদের ভাল ও মন্দের প্রতিফল পাবে। যাতে এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার যাবতীয় গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

(১৮) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ
مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ
اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○
(১৯) وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ○
(২০) وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ○
(২১) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ○

১৮. বহন করবে না কোন বহনকারী অন্যের বোঝা কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকে তা বহন করতে আহ্বান করে তবে কেউ তার কিছুই বহন করবে না যদিও সে ব্যক্তি হয় নিকট আত্মীয়।[২৬] তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে না দেখে এবং সালাত কায়েম করে।[২৭] যে কেউ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে। সকলকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে আল্লাহ্‌রই দিকে।[২৮]
১৯. সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,
২০. আর না অন্ধকার ও আলো,
২১. আর না ছায়া ও রৌদ্র,

কেউ অন্যের পাপের বোঝা গ্রহণ করবে না

২৬. অর্থাৎ কেউ স্বেচ্ছায় অন্যের পাপের বোঝা কাঁধে নিবে না। আবার কেউ যদি তার পাপের বোঝা বহন করার জন্যে অন্য কাউকে আহ্বান করে তবুও সে রাযী হবে না, আহ্বানকারী যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হউক না কেন। সবাই 'নফসী' 'নফ্সী' করতে থাকবে। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আর দয়া যারা পাবে তারাই সফল হতে পারবে।

২৭. অর্থাৎ আপনার সতর্কীকরণে উপকৃত হবে শুধুমাত্র তারা যারা আল্লাহ্‌কে না দেখে ভয় করে এবং সেই ভয়ের প্রেক্ষিতে তার বন্দেগী ও ইবাদতে মশগুল থাকে। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি নেই, এ সব ধমকিতে তাদের মধ্যে কোন কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

২৮. অর্থাৎ আপনার উপদেশ শুনে যে ব্যক্তি তা পালন করবে এবং নিজের অবস্থা সংশোধন করবে তাতে সে আপনার প্রতি কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতি কোন কৃপা করল না; বরং তাতে তার নিজেরই লাভ। আর এই লাভ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে তখন যখন সবাই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে।

(২২) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

(২৩) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۝

২২. এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত।[২৯] আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।

২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।[৩০]

আলো ও অন্ধকার সমান নয়

২৯. অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরের চক্ষু তথা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, সত্যের আলো ও আল্লাহ্র ওহীর জ্যোতিতে যে বিনা বাধায় পথ চলে জান্নাতের বাগান ও আল্লাহ্র রহমতের ছায়ায় পৌঁছাতে পারে, কাফির ব্যক্তি কি তার সমান হতে পারে ? কাফিরের অন্তর তো দৃষ্টিহীন, খাম-খেয়ালীপনাও প্রবৃত্তির অন্ধকারে পথ হারিয়ে জাহান্নামের আগুন ও তীব্র লু হাওয়ার দিকে অবলীলায় অগ্রসর হচ্ছে। এই কাফির আর ওই ঈমানদার কখনো সমান হতে পারে না। যদি সমান হত তবে তো মৃত আর জীবিত এক সমান হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে একজন জীবন্ত সুস্থ মানুষ আর প্রাণহীন একটি মৃত লাশের মাঝে যে পার্থক্য ও ব্যবধান একজন ঈমানদার আর একজন কাফিরের মধ্যে ব্যবধান তদপেক্ষা অনেক বেশী। প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন লাভ হয় শুধু ঈমানের রূহ দ্বারা। এটি ব্যতীত একজন জীবিত মানুষ হাজার মৃত লাশের চেয়ে অধম গণ্য করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতের বিবরণ

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে মৃতদেরকেও শুনিয়ে দিতে পারেন। অন্য কারো এই ক্ষমতা নেই। এভাবে বুঝে নাও যে, নবী-রাসূলদের কাজ হলো বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা। কোন মৃত-অন্তর কাফির যদি তাঁদের কথা না মানে তবে তাকে বাধ্য করা তাঁদের কাজ নয়। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'সকল সৃষ্টি সমান নয়', আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ঈমান দিতে চান তারাই ঈমান আনয়ন করবে। আপনি অনেক কামনা করলেও কী হবে ? আল্লাহ্ তা'আলা যে বলেছেন, 'আলোও নয় অন্ধকারও নয়'-এর অর্থ অন্ধকার কখনো আলোর সমান নয় এবং আলো কখনো অন্ধকারের সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'যারা কবরে রয়েছে তুমি তাদেরকে শুনাতে পারবে না' আবার হাদীছ শরীফে এসেছে, মৃতদেরকে

(٢٤) اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ بِالۡحَقِّ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا ؕ وَ اِنۡ مِّنۡ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ ○

(٢٥) وَ اِنۡ یُّکَذِّبُوۡکَ فَقَدۡ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۚ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالۡکِتٰبِ الۡمُنِیۡرِ ○

(٢٦) ثُمَّ اَخَذۡتُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ○

২৪. আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্য দীনসহ সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট প্রেরিত হয়নি কোন সতর্ককারী।[৩১]

২৫. তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন ছোট ছোট আসমানী গ্রন্থ ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।[৩২]

২৬. তারপর আমি পাকড়াও করেছিলাম প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি![৩৩]

সালাম দাও, আবার অনেক স্থানে মৃতদেরকে সম্বোধন করে কথা বলার ঘটনাও আছে। এগুলোর তাৎপর্য এই যে, কবরে পড়ে থাকে মৃতদের দেহ, সেগুলো কখনো শুনতে পায় না; বরং তাদের রূহগুলো শুনতে পায়। 'সূরা নামল'-এর শেষ দিকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

৩১. সতর্ককারী এসেছেনই। তিনি নবী হোন কিংবা নবীর প্রতিনিধি যিনি তাদেরকে নবীর পথে আহ্বান করেছেন। 'সূরা নামল'-এর ৪র্থ রুকূতে এ বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ সমুজ্জ্বল শিক্ষা অথবা সুস্পষ্ট মু'জিযা নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কতককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসমানী 'সহীফা' (পুস্তিকা) প্রদান করা হয়েছিল। আর কতককে দেওয়া হয়েছিল বিস্তারিত বিষয়াবলী সম্বলিত বড় বড় আসমানী কিতাব।

৩৩. অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান থেকে যখন তারা নিবৃত্ত হয়নি তখন তাদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তোমরা দেখে নাও। তোমাদেরও সেই পরিণাম হতে পারে।

(২৭) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ○
(২৮) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى
اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ বৃষ্টিপাত করেন আকাশ থেকে এবং পরে আমি এটি দ্বারা ফলমূল উদগত করি বিচিত্র বর্ণের ?[৩৪] পাহাড়ের মধ্যে আছে গিরিপথ-শুভ্র, লাল বিচিত্র বর্ণের ও নিকষ কালো।[৩৫]

২৮. এভাবে মানুষ কীট-পতঙ্গ ও চতুস্পদ জন্তু রয়েছে কত রং-বেরং-এর।[৩৬] এভাবে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[৩৭]

---

৩৪. অর্থাৎ নানা প্রকারের ফলমূল। আবার একই প্রকারের মধ্যে রং-বেরংয়ের ফল সৃষ্টি করেন। ভূমি এক, পানি এক এবং বায়ু এক হওয়া সত্ত্বেও এত প্রকারের ও বর্ণের বস্তু সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য ও আশ্চর্যজনক কুদরতের প্রমাণবহ।

৩৫. অর্থাৎ সাদা রংয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে যেমন কতক গাঢ় সাদা, কতক তার চেয়ে একটু কম সাদা। তদ্রূপ লালের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার লাল আছে। আর কালোর মধ্যে আছে কুচ কুচে নিকষ কালো। অর্থাৎ কাকের পালকের ন্যায় গাঢ় কাল।

৩৬. এ সব আল্লাহ্ তা'আলার বৈচিত্রময় ক্ষমতার বর্ণনা। তারপর বৃক্ষলতা, জড়-বস্তু এবং জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে যেমন রং-বেরংয়ের সৃষ্টি রয়েছে তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। ঈমানদার আর কাফির এক রকম হয়ে যাবে কিংবা সব মানুষ একই বর্ণের হয়ে যাবে তা কি কখনো সম্ভব ? এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আশ্বস্ত করা হল যে, মানুষের মধ্যে মত পার্থক্যের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা আল্লাহ্কে ভয় করেন।

৩৭. অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে উভয় প্রকারের লোক আছে। আল্লাহ্র ভয়ে ভীত লোকও আছেন আবার আল্লাহ্কে ভয় করে না তেমন লোকও আছে। তবে মূলত আল্লাহ্কে ভয় করে তারা যারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব, আখিরাতের স্থায়িত্ব ও চিরন্তনতা এবং দুনিয়ার স্থিতিহীনতা ও ধ্বংসশীলতার কথা হৃদয়ঙ্গম করে এবং আপন প্রতিপালকের বিধি-বিধান ও হিদায়াতের জ্ঞান অর্জন করে ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর থাকে। এই অনুভূতি যার মধ্যে যে হারে বিদ্যমান সে সেই অনুপাতে আল্লাহ্কে ভয় করবে। যার

(٢٩) إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۙ

(٣٠) لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝

(٣١) وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ ۝

২৯. যারা পাঠ করে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং কায়েম করে সালাত এবং ব্যয় করে আমি তাদেরকে যে রিযুক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয়-ক্ষতি নেই।[৩৮]

৩০. এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[৩৯]

৩১. আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তাই সত্য। এটি সমর্থক পূর্ববর্তী কিতাবের। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।[৪০]

অন্তরে খোদাভীতি নেই প্রকৃত অর্থে তাকে আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলা যাবে না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ সকল মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় পোষণকারী নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করা বিবেকবান মানুষদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবস্থাপনা ও দু'প্রকার। তিনি একদিকে পরাক্রমশালী। প্রত্যেক দোষের জন্যে ধর পাকড় করবেন। আর অন্যদিকে তিনি ক্ষমাশীল, পাপীদের পাপ ক্ষমা করেন। তাই বান্দার উচিত উভয় দিক থেকেই আল্লাহ্‌কে ভয় করা। কারণ, কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁরই হাতে। তাহলে তিনি যখন ইচ্ছা কল্যাণ আটকে রাখতে পারেন এবং ক্ষতি চালু করে দিতে পারেন।

যে ব্যবসায় লোকসান নেই

৩৮. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাঁর বিধান মেনে চলে, স্থির বিশ্বাসে তাঁর কিতাব পাঠ করে এবং দৈহিক ও সম্পদ সম্পর্কিত ইবাদতে ত্রুটি করে না, সে ব্যক্তি মূলত এমন ব্যাপক ব্যবসার প্রত্যাশা রাখে যাতে কোন প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি ও লোকসানের সম্ভাবনা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যখন তার আমল ও কর্মের ক্রেতা তাহলে সেই ব্যক্তির প্রত্যাশা পুরোপুরি বাস্তব। কোন দিক থেকেই ক্ষতির আশংকা নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লাভ আর লাভ, মুনাফা আর মুনাফা।

(٣٢) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيْرُ ۝

৩২. তারপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহ্‌র হুকুমে অগ্রগামী কল্যাণকর কাজে। এটিই মহা-সম্মান।[৪১]

---

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অনেক পাপ ক্ষমা করে দেন। স্বল্প ইবাদত থাকলেও তার কদর করেন। নিয়ম-নীতি অনুসারে যতটুকু সওয়াব পাওয়ার কথা, অনুদান হিসেবে তার চেয়ে বেশী প্রদান করেন।

৪০. অর্থাৎ বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত, উপযুক্ত সময়ে এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

ঈমানদারদের তিন স্তর

৪১. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এরপর এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তাঁর উম্মতকে। সার্বিকভাবে এই উম্মত অন্য সকল উম্মত থেকে উত্তম। অবশ্য উম্মতের সকল লোক এক সমান নয়। তাদের কেউ এমন যে, বিশুদ্ধ ঈমান সত্ত্বেও পাপ কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। আবার কতক রয়েছে মধ্যপন্থী। তারা পাপেও লিপ্ত হয় না অন্যদিকে বড় ওলী কিংবা বুযুর্গও নয়। مُقْتَصِدٌ 'মধ্যপন্থী' বলে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপর একদল কামিল বান্দা। আল্লাহ্‌র মেহেরবানী আর তাওফীক পেয়ে অগ্রগামী হয়ে তাঁরা সকল ভাল কাজ সম্পাদন করেন। কামালিয়াত ও পূর্ণতা অর্জনে তাঁরা মধ্যপন্থীদের চেয়ে অগ্রগামী। কোন মুস্তাহাব কাজও তাঁরা বর্জন করেন না। পাপের ভয়ে তাঁরা মাকরূহ-তানযীহ এমনকি কতক মুবাহ (অনুমোদিত) কাজও পরিত্যাগ করেন। উন্নত স্তরের মর্যাদা ও সম্মান তাঁরা অর্জন করেন।

অবশ্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে সকল উম্মত 'মনোনীত' এই বিশেষ গুণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, পর্যায়ক্রমে এদের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে! গুনাহ্গার হলেও যেহেতু ঈমানদার, সেহেতু যে কোন এক সময় তো অবশ্যই জান্নাতে যাবে। হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'আমাদের গুনাহ্গারগণ ক্ষমাযোগ্য।' অর্থাৎ

(৩৩) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَ
لِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○

(৩৪) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

(৩৫) الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا
فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

(৩৬) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

৩৩. স্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তার অলংকার পরানো হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।[৪২]

৩৪. এবং তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[৪৩]

৩৫. যিনি আমাদেরকে স্থায়ী বসবাসের ঘর দিয়েছেন নিজ অনুগ্রহে, যেখানে আমাদেরকে স্পর্শ করে না ক্লেশ এবং আমাদেরকে স্পর্শ করে না ক্লান্তি।[৪৪]

৩৬. কিন্তু যারা প্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্যে আছে আগুন জাহান্নামের। না তাদের আদেশ দেওয়া হবে যে, তারা মরে যাক্ এবং না তাদের জন্যে লাঘব করা হবে জাহান্নামের শাস্তি। এভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে।[৪৫]

শেষ পর্যন্ত ক্ষমা পাবেই। মধ্যপন্থিগণ নিরাপদ। আর অগ্রগামীরা তো সবার চেয়ে এগিয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা পরম দানশীল, তাঁর দরবারে কার্পণ্য নেই।

৪২. সেখানে মুসলমান পুরুষদের জন্যেও স্বর্ণ-রূপা ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, যে কেউ (পুরুষ) দুনিয়াতে রেশম (কাপড়) ব্যবহার করবে আখিরাতে সে রেশম পরিধান করতে পারবে না।

৪৩. অর্থাৎ দুনিয়ার এবং হাশরের ময়দানের দুঃখ-ক্লেশ দূর করেছেন এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে ইবাদতগুলো কবূল করেছেন।

৪৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, ইতোপূর্বে কোথাও তো স্থায়ী আবাস ছিল না। শুধু পথ চলার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল জীবিকা অর্জনের চিন্তা, শত্রুর ভয় এবং নানা প্রকারের দুঃখ-দুর্দশা। জান্নাতে পৌঁছার পর এই সকল দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত হবে।

(٣٧) وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ۚ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

(٣٨) اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৩৭. সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নিষ্কৃতি দাও যাতে আমরা সৎকর্ম করতে পারি, তা নয় যা আমরা পূর্বে করতাম।[৪৬] আল্লাহ্ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে দান করিনি এত দীর্ঘ জীবন যে, সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে ? তোমাদের নিকট তো এসেছিল সতর্ককারী সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; পাপাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৪৭]

৩৮. আল্লাহ্ অবগত আছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের রহস্য। তিনি সবিশেষ অবহিত অন্তরে যা রয়েছে তাও।[৪৮]

---

৪৫. জাহান্নামে কাফিরদের মৃত্যু হবে না যে শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। কোন এক মুহূর্তের জন্যেও শাস্তি সহজ করা হবে না। অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমার শাস্তি এরূপই।

৪৬. অর্থাৎ তখন তো ওই সকল কর্মকে আমরা ভাল মনে করতাম। এখন আর সেগুলো করব না। একটু জাহান্নাম থেকে বের করুন। তাহলে আমরা প্রচুর নেকী ও ভাল কাজ নিয়ে আসব, আপনার অনুগত হয়ে ফিরব।

৪৭. দোযখীদেরকে এই উত্তর দেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছিলাম, যার সাহায্যে অনুধাবন করতে পারতে, যথেষ্ট আয়ু দিয়েছিলাম যার মধ্যে চিন্তা করতে চাইলে ভাল-মন্দ সব কিছু চিন্তা করে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারতে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তো ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত দুনিয়াতে জীবিত থাকার পর মৃত্যুবরণ করেছে। উপরন্তু আমি উপর থেকে এমন ব্যক্তিবর্গ প্রেরণ ও অবস্থা সৃষ্টি করেছি যারা তোমাদেরকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিতেন, গাফলতি ও উদাসীনতার ঘুম থেকে সজাগ করে দিতেন। এতকিছু করার পরও ওযর আপত্তি গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে কি ? তখন কঠিন আযাব ও শাস্তির মজা ভোগ করতে থাক। কোনদিক থেকে সাহায্যের আশা করো না।

৪৮. অর্থাৎ বান্দার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কর্ম ও অবস্থা এবং মনের গোপন বিষয় সব আল্লাহ্ তা'আলার জানা। কারো নিয়্যত ও যোগ্যতা তাঁর অজ্ঞাত নয়। সেই অনুসারেই তিনি তার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি এও জানেন যে, যারা এমন আর্তচীৎকার করছে "আমাদেরকে ছেড়ে দিন, এরূপ অপরাধ আর করব না" তাদের এ

(٣٩) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○
(٤٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِىْ مَاذَا
خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ
مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে করেছেন স্থলবর্তী পৃথিবীতে।[৪৯] এরপর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার অকৃতজ্ঞতার দায় তারই উপর বর্তাবে। প্রত্যাখ্যানকারীদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের অসন্তোষই বৃদ্ধি করে এবং প্রত্যাখ্যানকারীদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[৫০]

৪০. বল, তোমরা যাদেরকে ডাক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি ? আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে, অথবা তাদের কোন অংশ আছে কি আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে ?[৫১] না কি আমি তাদেরকে দিয়েছি এমন কোন কিতাব যার সনদ তাদের কাছে আছে ?[৫২] বস্তুত পাপাচারীরা একে অপরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে তা সব ধোঁকা মাত্র।[৫৩]

উক্তিতে তারা মিথ্যাবাদী। একে একে সত্তরবারও যদি তাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবু তারা মন্দ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবে না। তাদের মন-মানসিকতা এরূপ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ "এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তাই করত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনআম– ৬ ঃ ২৮)।

৪৯. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের স্থানে তোমাদের স্থান দিয়েছেন তাদের পরে তোমাদেরকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর হক আদায় করা উচিত।

৫০. অর্থাৎ কুফরী অকৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি হয় না। তিনি তো আমাদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন। বরং অকৃতজ্ঞতার শাস্তি ও ক্ষতি সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর আপতিত হয়। কুফরীর পরিণাম তো এই যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র গযব ও অসন্তুষ্টি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দিনে দিনে কাফির ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে থাকে।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের তথাকথিত উপাস্যদের অবস্থা পর্যালোচনা করে আমাকে জানাও যে, পৃথিবীর কোন্ অংশটুকু তারা সৃষ্টি করেছে কিংবা আকাশের সৃষ্টি ও স্থির

(৪১) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا

৪১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সংরক্ষণ করেন আকাশরাজি ও পৃথিবীকে, যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। এগুলো স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ এগুলোকে সংরক্ষণ করতে পারবে না।[৫৪] তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।[৫৫]

রাখায় তাদের অবদান কতটুকু ? যদি এতে তাদের কোনই হাত না থাকে তাহলে তারা খোদা হয়ে বসল কেমন করে ? বুদ্ধি-বিবেককে অন্তত কিছুটা কাজে লাগাও।

৫২. অর্থাৎ বিবেক সম্মত কোন দলীল পেশ করতে তো পারনি, তাহলে অন্তত যার উপর ভিত্তি করে এই শিরকী দাবী করছ, এমন কোন লিখিত দলীল পেশ কর।

কাফিরদের সপক্ষে না আছে কোন লিখিত দলীল না আছে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি

৫৩. তাদের নিকট না আছে লিখিত দলীল, আর না আছে যুক্তি সম্মত প্রমাণ। তাদের বাস্তবতা শুধু এটুকুই যে, শয়তানের প্ররোচনায় বড়রা ছোটদেরকে এবং পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে– هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ। এই দেব-দেবী ও প্রতিমা আল্লাহ্র দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশকারী হবে এবং আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকট্য প্রদান করবে। অথচ এটি সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা। এরা কাফিরদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কীভাবে সুপারিশ করবে, যেখানে বড় বড় নৈকট্য অর্জনকারী বান্দাগণ ও কাফিরদের সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতেও পারবে না।

৫৪. অর্থাৎ এটি সেই মহান প্রভুর অবদান, যিনি এই বিশাল বিশাল জ্যোতিষ্ক ও আসমান ও যমীনকে আপন আপন কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হতে দেন না এবং তাঁর নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা থেকে এদিক-সেদিক যেতে দেন না। ধরুন, যদি কখনো এগুলো স্থানচ্যুত হয় তাহলে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কে আছে যে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে ? বস্তুত কিয়ামতের সময় আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর সকল ব্যবস্থাপনা ধ্বংস করে দেবেন তখন কোন শক্তিই তা রুখতে পারবে না।

৫৫. অর্থাৎ মানুষের কুফরী আর নাফরমানীর দাবী তো এই যে, এক মুহূর্তে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হোক। কিন্তু আল্লাহ্র ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণে পৃথিবী এখনও যথা নিয়মে চলছে তাঁর ক্ষমা ও কৃপা না হলে সব ধ্বংস হয়ে যেত।

(৪২) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى
الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا ۙ
(৪৩) اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ۚ
فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ
لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا

৪২. তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসলে তারা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা; কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসল তখন কেবল তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পেল।

৪৩. পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট-ষড়যন্ত্র সে ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই উল্টে পড়ে।[৫৬] তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের ? কিন্তু তুমি পাবে না আল্লাহ্‌র বিধানের কোন পরিবর্তন এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।[৫৭]

নবী (সা) আগমন সম্পর্কে আরবদের কথা ও কাজের বৈপরীত্য

৫৬. আরবের লোকেরা যখন শুনত যে, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের রাসূলদের এরূপ এরূপ নাফরমানী করছে, অবাধ্য হচ্ছে তখন তারা বলত, আমাদের নিকট যদি কখনো কোন নবী আসেন তখন তাদের চেয়ে উন্নত ও উৎকৃষ্টভাবে আমরা আমাদের নবীর আনুগত্য করব, সহযোগিতা করব। তারপর সব নবীর শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের নিকট প্রেরণ করলেন, তখন তারা পূর্ববর্তীদের চেয়ে মারাত্মকভাবে সত্য থেকে পলায়ন করতে লাগল। তাদের দম্ভ ও অহংকার তাদেরকে কীভাবে অনুমতি দিবে যে, নবী (সা)-এর সম্মুখে মাথা নত করবে ? সহযোগিতা ও আনুগত্যের বদলে শত্রুতা ও দুশমনীতে কোমর বেঁধে নামল। নানা প্রকারের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত শুরু করে দিল। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কূট-কৌশলের ক্ষতি কূট-কৌশল অবলম্বনকারীদের উপরই আপতিত হয়। যদিও দু'চারদিন আত্মতুষ্টি লাভ করা যায় যে, আমরা ষড়যন্ত্র করে এই ক্ষতি সাধন করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে জঘন্য ক্ষতি কার হল! মনে করুন দুনিয়াতে কোন প্রকারে ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল, কিন্তু আখিরাতে তো অনিবার্যভাবে তার সম্মুখীন হতে হবে।

(٤٤) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝

(٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝

৪৪. তারা কি ভ্রমণ করেনি পৃথিবীতে ? তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। তারা ছিল এদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী। আল্লাহ্ এমন নন যে, তাঁকে অক্ষম করতে পারে আকাশরাজি ও পৃথিবীর কোন কিছুই। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।[৫৮]

৪৫. যদি মানুষকে আল্লাহ্ শাস্তি দিতেন তাদের কৃতকর্মের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।[৫৯] কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তারপর যখন আসবে নির্দিষ্টকাল, তো (মনে রাখবে) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তো রয়েছে তাঁর সকল বান্দা।[৬০]

প্রতিফল দানে আল্লাহ্র নীতি অপরিবর্তনীয়

৫৭. অর্থাৎ তারা তো এই অপেক্ষায় আছে যে, পূর্ববর্তী অপরাধীদের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তাদের সাথেও সেই আচরণ করা হউক। হাঁ, তারা যদি অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত না হয় সেই আচরণ তাদের সাথে করা হবেই, অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদানের আল্লাহ্ তা'আলার যে রীতি তা পরিবর্তিত হওয়ার নয় যে, তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে অনুগ্রহ ও পুরস্কার দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলার রীতির ব্যতিক্রমও হওয়ার নয় যে, অপরাধীদের থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নিরপরাধ লোকদেরকে শাস্তি দিবেন।

৫৮. অর্থাৎ বড় বড় শক্তিশালী জাতি আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি। যেমন— আদ সম্প্রদায়, ছামূদ সম্প্রদায় ইত্যাদি। এই বেচারাগণ আর কতটুকু ? ভালভাবে বুঝে নাও যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোন শক্তিই আল্লাহ্কে অক্ষম বানাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান তো সর্বব্যাপী আর তাঁর শক্তিতো পরিপূর্ণ, তাহলে (নাঊযুবিল্লাহ্) কোন্ দিকে তাঁকে অক্ষম করা যাবে ?

কাফিরদের শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার কারণ

৫৯. অর্থাৎ মানুষ যা অপরাধ করে তার ছোট বড় সবটির জন্যে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া শুরু করলে কোন প্রাণীই আর পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না। নাফরমান ও

অবাধ্য যারা তারাতো নিজেদের অবাধ্যতার কারণে ধ্বংস হবে। আর পরিপূর্ণ ফরমাবরদার ও অনুগত যারা, অবশ্য তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম থাকে, সংখ্যা স্বল্পতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তুলে নিবেন। অধিকাংশ লোক ধ্বংস হওয়ার পর গুটি কতক মানুষের বসবাস করানো আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ব্যবস্থাপনার রীতি বিরুদ্ধ। তারপর মানুষ যখন থাকবে না তখন অন্যান্য জীব-জন্তু থাকবে কি জন্যে ? তাদের অস্তিত্ব বরং সমগ্র পৃথিবীর অস্তিত্ব তো সম্মানিত মানব জাতির স্বার্থে।

৬০. অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেক অপরাধের জন্যে শাস্তি দিচ্ছেন না। প্রতিশ্রুত সময়টি যখন উপস্থিত হবে স্মরণ রেখো, সকল বান্দা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিভুক্ত। কারো অণু পরিমাণ ভাল কিংবা মন্দকর্ম তাঁর অগোচরে নয়। সুতরাং তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের ব্যাপারে যথাযথ বিচার করবেন। অপরাধী কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারবে না। অনুগত লোকও পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না। (হে আল্লাহ্! যারা আপনার অনুগত বান্দা আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করে দিন। আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।

॥ সূরা ফাতির-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা ইয়াসীন

৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يٰسٓ ۚ

(٢) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۙ

(٣) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

(٤) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ؕ

১. ইয়াসীন।

২. শপথ সেই সুদৃঢ় কুরআনের,

৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত;

৪. তুমি রয়েছ সরল পথে।[১]

---

১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ তার অসাধারণ মাহাত্ম্য, প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা এবং সন্দেহাতীত বিষয় সম্ভারে এ কথার সুদৃঢ় সাক্ষী, যে উম্মী নবী তা নিয়ে এসেছেন নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল এবং তিনি সরল ও সঠিক পথে অধিষ্ঠিত। যারা তাঁর অনুসরণ করবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তাদের পথচ্যুত হওয়ার কোন আশংকা নেই।

(٥) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝

(٦) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّاۤ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝

(٧) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হতে।[২]
৬. যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ পুরুষদের সতর্কীকরণ শুনতে পায়নি, যার ফলে তারা গাফিল।
৭. তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা মানবে না।[৩]

---

২. অর্থাৎ দীনের এই সরল পথ অথবা প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআন সেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি একদিকে পরাক্রমশালী শক্তিমান, অস্বীকারকারীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না, অপর দিকে দয়াময় দয়ালু, আনুগত্যশীলদেরকে অনুগ্রহ ও পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ জন্যে কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে দয়া ও মেহেরবানীর আয়াত এবং গযব ও শাস্তির আয়াত পাশাপাশি ও পর পর বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুরুদায়িত্ব এবং আরবের নিরক্ষর ও কাফিরদের অন্তরে আল্লাহ্‌র মোহর

৩. অর্থাৎ এক গুরুদায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের সাহায্যে এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক ও সচেতন করতে হবে শত শত বছর পর্যন্ত যাদের নিকট কোন সজাগকারী, কোন সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়নি। তারা এমন এক অজ্ঞ ও উদাসীন সম্প্রদায় যাদের না আছে খোদা সম্পর্কে কোন জ্ঞান না আছে আখিরাত সম্পর্কে কোন অবগতি। তাদের না আছে অতীত সম্পর্কে কোন শিক্ষা, না আছে ভবিষ্যতের কোন চিন্তা, না আছে আদি সম্পর্কে কোন চেতনা, না আছে পরিণতির দিকে কোন দৃষ্টি। তারা না বুঝে পাপ-পুণ্যের পার্থক্য, আর তাদের না আছে ভাল-মন্দের অনুভূতি। অজ্ঞতা ও উদাসীনতার এই অতলান্ত অন্ধকার থেকে বের করে সত্য ও হিদায়াতের স্বচ্ছ পথে এনে দাঁড় করানো কোন মামূলী ও সহজ কাজ নয়। অজ্ঞতা ও উদাসীনতার ভয়ংকর পরিণাম এবং ভয়াবহ ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে সফলতা ও কৃতকার্যতার উন্নত স্তরে আনার জন্যে আপনি নিশ্চয় আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। যাতে এই জাতি তাদের সর্বোচ্চ সফলতা প্রাপ্তি দ্বারা সারা বিশ্বের জন্যে সফলতার দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আপনি এমন কতক লোকের সাক্ষাৎ পাবেন যারা কোন প্রকারের উপদেশের প্রতি কান দিবে না। এ কারণেই শয়তান পরিপূর্ণভাবে তাদের উপর চেপে বসে তখন তাদের মূর্খতা ও অপকর্মগুলোকে সে তাদের চোখে সুশোভিত করে দেখায় এবং পূর্বের পরের সকল অবস্থা তা যত ঘৃণ্যই হউক না

কেন তাদের দৃষ্টিতে মনোরম করে উপস্থিত করে। এই সকল লোক শেষ পর্যন্ত পরকালীন জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে ধ্বংসাত্মক কামনা-বাসনাকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে। আর তখনই একদিকে শয়তানের দম্ভোক্তি لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 'নিষ্ঠাবানগণ ব্যতীত আপনার সকল বান্দাকে বিভ্রান্তি করব' এবং অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ "তোমাকে দিয়ে এবং তোমার অনুসারীদেরকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করব" তাদের উপর প্রযোজ্য হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি জ্ঞানে তো এতটুকু সাব্যস্ত আছে যে, অমুক সম্প্রদায়ের অমুক অমুক ব্যক্তি তাদের নির্বুদ্ধিতা ও বেপরওয়া মনোভাবের কারণে শয়তানের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও শাস্তির যোগ্য হবে। এ সব লোকের সৎপথে আসার কিংবা নির্দেশ মানার কিইবা আশা আছে ? অতএব, সতর্কীকরণ ও সংশোধনের কোন পর্যায়ে যদি আপনার এরূপ কোন ভয়ানক পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয় তবে দুঃখিত ও চিন্তিত হবেন না। আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যাবেন মাত্র। ফলাফল ও পরিণতি আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ করে দিবেন।

উপরোক্ত আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সামনে রাখা দরকার।

(ক) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ
وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে নিয়োজিত করি এক শয়তান তারপর সেই হয় তার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে নিবৃত্ত করে সৎপথ থেকে অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে (সূরা যুখরুফ– ৪৩ : ৩৬-৩৭)। এতে বুঝা যায় যে, প্রথম থেকেই কারো উপর শয়তানকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় না। বরং কেউ অন্ধ হয়ে উপদেশ বিমুখ হওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত শয়তান তার উপর কর্তৃত্ব অর্জন করে। যেমন দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাত-পা কোন কাজে ব্যবহার না করলে তা বেকার হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ তারপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ– ৬১ : ৫)

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ
فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

"তারা যেমন প্রথমবারে তাতে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দিব।" (সূরা আনআম– ৬ : ১১০)।

(খ) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْ اُمَمٍ الخ

"আমি তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারে ও তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। তারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত"। (সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ৪১ ঃ ২৫)। শয়তান পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করলে পরে তার ফলাফল হয়, حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ "নির্ধারিত বাণী তাদের প্রতি সত্য হয়।"

(গ) وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْ اُمَمٍ

"আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা-পিতাকে বলে, আফসোস তোমাদের জন্যে! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব, যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে।" তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্যে! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু যে বলে, "এটি তো অতীতকালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়। এদের পূর্বে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্ত সত্য হয়েছে।" (সূরা আহকাফ– ৪৬ ঃ ১৭-১৮)

এ সব আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, حَقَّ الْقَوْلُ 'বাণী সত্য হয়' আয়াতাংশ সে সকল লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা মৃত্যুর পরে কোন জীবন বিশ্বাস করে না এবং যারা মন্দকে মন্দরূপে গ্রহণ করে না। বরং শয়তানের বিভ্রান্তির কারণে নিজেদের পাপাচারকে পুণ্য এবং গোমরাহীকে হিদায়াত মনে করে। যত অকাট্য ও যুক্তিসম্মত দলীল পেশ করা হউক বা যত স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করা হউক না কেন সবকিছু তারা প্রত্যাখ্যান করে; বরং অযাচিত ও অনর্থক পাল্টা যুক্তি নিয়ে আসে। প্রকাশ্যে নবী রাসূল (সা) ও পথ প্রদর্শকদের কথা শুনে বটে; কিন্তু একটি বর্ণও বুঝার চেষ্টা করে না। নিজেদের খেয়াল-খুশী ও কু-প্রবৃত্তিকে উপাস্যের আসনে বসায়, না বিবেককে কাজে লাগায়, না চোখকে। এ প্রকারের লোকদের ক্ষেত্রেই তাদের সত্য বিমুখতা ও সত্যদ্রোহীতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন সীল করে দেন, তারপর সেখানে কল্যাণ প্রবেশের আর কোন অবকাশ থাকে না। যেমন কেউ তার নিকট আলো প্রবেশের সকল পথ বন্ধ করে দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দেন। অথবা কোন রোগী যদি ঔষধ পান না করার শপথ করে বসে, ডাক্তারের সাথে শত্রুতা পোষণ

করে এবং সকল প্রকারের কু-পথ্য সেবনে প্রস্তুত থাকে তখন আল্লাহ্ তার রোগকে ঘাতক রোগে পরিণত করে দেন এবং জীবন সম্পর্কে একেবারে হতাশার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ

'এই সকল জনপদের কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করছি, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল। কিন্তু যা তারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে ঈমান আনবার পাত্র তারা ছিল না এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের হৃদয় মোহর করে দেন'। (সূরা আ'রাফ– ৭ ঃ ১০১)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ

"তারপর (নূহ (আ)-এর পরে) আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করি তাদের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তাতে বিশ্বাস করার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের হৃদয় মোহর করে দিই" (সূরা ইউনুস ১০ ঃ ৭৪)।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُبْطِلُوْنَ - كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

"আমি মানুষের জন্যে এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী, যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ এভাবে তাদের হৃদয় মোহর করে দেন। অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য (সূরা রূম– ৩০ ঃ ৫৮-৬০)।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ن الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ -

"এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে, যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত

হয় তাদের ওই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণাযোগ্য। এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন" (সূরা মু'মিন- ৪০ : ৩৪-৩৫)।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ حَتّٰى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

"তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, তারপর তোমার নিকট থেকে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে, এই মাত্র সে কী বলল ? তাদের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন"। (সূরা মুহাম্মদ- ৪৭ ঃ ১৬)।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا "বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা মোহর করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যক লোকই বিশ্বাস করে" (সূরা নিসা- ৪ ঃ ১৫৫)।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ না, তা সত্য নয়, তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জঙ ধরিয়েছে। (সূরা মুতাফ্ফিকীন, রুকূ-১)

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেসে? আল্লাহ্ জেনে-শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ করবে ?" (সূরা জাছিয়া ৪৫ ঃ ২৩)।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

"আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তদ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে; তদ্বারা শ্রবণ করে না, এরা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই গাফিল" (সূরা আরাফ ৭ ঃ ১৭৯)।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ

(৮) اِنَّا جَعَلْنَا فِیْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِیَ اِلَی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○

(৯) وَ جَعَلْنَا مِنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَیْنٰهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ○

(১০) وَ سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ○

৮. আমি পরিয়ে দিয়েছি তাদের গলায় বেড়ি যা রয়েছে তাদের চিবুক পর্যন্ত ফলে তাদের মাথা উঁচু হয়ে রয়েছে।[৪]

৯. আমি তৈরী করেছি তাদের সামনে দেয়াল ও পিছনে দেয়াল পরে তাদেরকে উপর থেকে আবৃত্ত করে দিয়েছি, ফলে তারা কোন কিছু দেখতে পায় না।[৫]

১০. তাদেরকে তুমি সতর্ক কর বা না কর, তাদের জন্যে উভয়ই সমান তারা বিশ্বাস করবে না।[৬]

"শব্দগুলো যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তারা সেগুলোর অর্থ বিকৃত করে; তারা বলে এ প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করো এবং তা না দিলে বর্জন করো এবং আল্লাহ্ যার পথচ্যুতি চান তার জন্যে আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করার নেই। তাদেরই হৃদয়কে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ করতে চান না" (সূরা মাইদা– ৫ ঃ ৪১)।

৪. এ অবস্থা সে সকল লোকের যাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী টীকায় আলোচনা করা হয়েছে। এই বেড়ী ছিল রেওয়াজ ও প্রথা, ধন-ঐশ্বর্যের আকর্ষণ এবং বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণের বেড়ী। এগুলো তাদের কণ্ঠ চেপে রাখত। আর দম্ভ ও অহংকারের কারণে তাদের মাথা নত হত না।

৫. নবীর প্রতি তাদের শত্রুতা পোষণ তাদের ও হিদায়াত গ্রহণের মাঝে প্রাচীর তৈরী করে দিয়েছিল। জাহেলী রেওয়াজ ও কুপ্রথা, কু-প্রবৃত্তি ও ভ্রান্ত মতবাদের অন্ধকারে তারা এমনভাবে বন্দী ছিল যে, সামনে-পেছনে এবং উঁচু-নিচু কিছুই দেখছিল না। না তারা অতীত যুগের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছিল না ভবিষ্যতের প্রতি। তবে এ প্রাচীর স্থাপনের কর্মটি আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কারণ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই এবং কারণ ও হেতুর উপর ফলাফল আবর্তিত হয় তাঁর ইচ্ছায়। ইমাম রাযী (র) বলেন, এই আয়াতে সাব্যস্ত হল যে, তারা প্রকৃতিগত নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করত না। কারণ, মাথা উর্ধ্বমুখী ছিল, নত করতে পারত না। ফলে নিজের দেহের প্রতিও তাকাতে পারত না।

৬. তাদের জন্যে উভয়ই সমান বটে; কিন্তু আপনার জন্যে সমান নয়। বরং এই কঠোর প্রকৃতির গোঁয়ারও সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে উপদেশ দেওয়া আর তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা মহামর্যাদা অর্জনের উপায়। আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই

(١١) اِنَّمَا تُنۡذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكۡرَ وَ خَشِیَ الرَّحۡمٰنَ بِالۡغَیۡبِ ۚ فَبَشِّرۡهُ بِمَغۡفِرَۃٍ وَّ اَجۡرٍ كَرِیۡمٍ ۝

(١٢) اِنَّا نَحۡنُ نُحۡیِ الۡمَوۡتٰی وَ نَكۡتُبُ مَا قَدَّمُوۡا وَ اٰثَارَهُمۡ ؕۛ وَ كُلَّ شَیۡءٍ اَحۡصَیۡنٰهُ فِیۡۤ اِمَامٍ مُّبِیۡنٍ ۝

১১. তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে না দেখে। অতএব, তাদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের।[৭]

১২. আমিই জীবিত করি মৃতকে[৮] এবং লিখে রাখি যা তারা আগেই প্রেরণ করেছে এবং যে চিহ্ন তাদের পেছনে রয়েছে।[৯] প্রত্যেক জিনিস আমি গুণে রেখেছি এক স্পষ্ট মূল কিতাবে।[১০]

মহৎ চরিত্র অন্যদের হিদায়াত লাভের মাধ্যম হয়ে যেতে পারে। এই বিষয়ে কয়েকটি আয়াত সূরা বাকারার প্রথম দিকে উল্লিখিত হয়েছে।

৭. অর্থাৎ সতর্কীকরণের উপকারিতা সেই ব্যক্তির পক্ষেই প্রকাশিত হয়, যে উপদেশ গ্রহণ করে সেই মুতাবিক জীবন-যাপন করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, নবী (সা)-এর সতর্কীকরণ ও নসীহতে তার কী উপকার হবে ? তারা ক্ষমা ও মর্যাদার পরিবর্তে শাস্তি ও অপমানের যোগ্য হবে। পরবর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করে দিচ্ছেন যে, উভয় দলের সম্মান ও অপমান পুরোপুরিভাবে প্রকাশিত হবে জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে। মৃত্যুর পর থেকে সেই পর্যায়ের সূচনা হয়।

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবধারিত

৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবন-যাপন সুনিশ্চিত। সেখানে সবাই আপন আপন কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করবে। আয়াতে এই ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, এই সম্প্রদায় (অর্থাৎ আরব সম্প্রদায়), যাদের রূহানী শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা আছে, তিনি তাদের মধ্যে নবজীবনের রূহ ফুঁকে দিতে পারেন। যাতে তারা দুনিয়াতে বৃহৎ বৃহৎ কাজ করে যেতে পারে এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে মহা নিদর্শন রেখে যেতে পারে।

মানুষ যা পশ্চাতে রেখে যায়

৯. অর্থাৎ ভাল ও মন্দ কাজ যা তারা আগেভাগে প্রেরণ করেছে আর কতক কর্মের ভাল ও মন্দ পরিণাম ও নিদর্শন যা তারা পেছনে রেখে গিয়েছে। যেমন কেউ কিতাব রচনা করে গিয়েছে অথবা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে অথবা প্রাসাদ ও অট্টালিকা বানিয়ে

(١٣) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۚ

(١٤) اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

১৩. বর্ণনা কর তাদের নিকট দৃষ্টান্ত এক জনপদের অধিবাসীদের;[১১] যখন এসেছিল তাদের নিকট রাসূলগণ।[১২]

১৪. যখন আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের নিকট দু'জন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল, "আমরা তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রেরিত হয়ে।[১৩]

গিয়েছে অথবা ভাল কিংবা মন্দ প্রথা চালু করে গিয়েছে। সবগুলো এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বরং শব্দের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে সে সকল পদচিহ্নও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কোন ইবাদতের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় যদি তা ভূমিতে পড়ে থাকে। বস্তুত কোন কোন বিশুদ্ধ হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে– دِيَارَكُمْ تَكْتُبُ اٰثَارَكُمْ 'তোমাদের গৃহ (মসজিদের নিকট) স্থানান্তর করো না (কেননা) তোমাদের পদচিহ্ন লিখে রাখা হয়।'

১০. অর্থাৎ সকল কর্ম ও চিহ্ন সংঘটিত হওয়ার পর রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয়, সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও একে একে সবকিছু লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। লাওহে মাহফূযের লিখনও শুধু পরিচালনার রীতি ও কল্যাণের কারণে নতুবা ছোট-বড় সবকিছু অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানভুক্ত। সেই মুতাবিক লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইনতাকিয়া বা (এন্টিওক)

১১. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই জনপদ ছিল ইনতাকিয়া জনপদ। বাইবেলের আমাল অধ্যায়ের ৮ম ও একাদশ পর্বে কিছুটা গরমিলসহ ইনতাকিয়া জনপদ সম্পর্কে এরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকার ইব্ন কাছীর (র) ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ ও কুরআনের আলোচনা প্রসঙ্গের ভিত্তিতে এটি সম্পর্কে কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তার আপত্তিগুলো যদি সত্য হয় তবে বাইবেলে উল্লিখিত ঘটনা অন্য কোন জনপদ সম্পর্কিত বলে ধরে নিতে হবে। এই ঘটনার উল্লেখ ঈমানদারদের জন্যে সুসংবাদ আর বেঈমানদের জন্যে শিক্ষামূলক।

১২. তাদের সঠিক নাম জানা যায় না। তদ্রূপ এটাও নিশ্চিত বলা যায় না যে, তাঁরা কি সরাসরি আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ছিলেন নাকি অন্য কোন নবীর মাধ্যমে তাদের প্রতি নির্দেশ এসেছিল যে, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে অমুক জনপদে যাও। উভয় সম্ভাবনাই আছে।

(١٥) قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ
اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

(١٦) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

(١٧) وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৫. তারা বলল, তোমরা তো মানুষ আমাদেরই মত, দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা সব মিথ্যাই বলছ।[১৪]

১৬. তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়ে এসেছি।[১৫]

১৭. আমাদের দায়িত্বইতো স্পষ্টভাবে প্রচার করা।[১৬]

অবশ্য তাৎক্ষণিক ধারণা এই হয় যে, তাঁরা নবী ছিলেন। সম্ভবত হযরত ঈসা (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হয়েছিলেন।

১৩. অর্থাৎ প্রথমে দু'জন গিয়েছিলেন। এরপর তাঁদের সমর্থনে তৃতীয়জনকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনজন সম্মিলিতভাবে বললেন, আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসিনি। বরং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এসেছি। সুতরাং আমরা যা বলি তা আল্লাহ্র বাণী বলে মনে করো।

১৪. অর্থাৎ তোমরা তো অসাধারণ ও আশ্চর্য কোন সৃষ্টি নও; অথচ দাবী করছ যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রেরণ করেছেন। কোন্ দিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে উন্নত? থাক্, রেখে দাও, খামাখা আল্লাহ্র নাম নিও না, তিনি কিছুই নাযিল করেননি। তিনজনে মিলিত হয়ে একটি মিথ্যা রচনা করে নিয়ে এসেছ আর তা খোদার দেওয়া বলে দাবী করছ।

১৫. আমরা যদি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তবে আল্লাহ্ তো তা দেখছেন। তিনি কি তাঁর কর্ম দ্বারা অনবরত মিথ্যায় সহযোগিতা করছেন ? তাতো হওয়ার নয়। এখন তোমরা মান আর না মান আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই জানেন যে, আমাদের দাবীতে আমরা সত্যবাদী। কোন কথা আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছি না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কর্মধারার মাধ্যমে আমাদের সত্যায়ন করছেন।

১৬. অর্থাৎ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট, যুক্তিসম্মত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন যুক্তির পথ পূর্ণ করার পর তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ প্রত্যাখ্যান ও শত্রুতা পোষণের পরিণাম কী হতে পারে ?

(১৮) قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(১৯) قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

(২০) وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ○

১৮. তারা বলল, আমরা তো অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাদেরকে, যদি তোমরা বিরত না থাক তোমাদেকে অবশ্যই প্রস্তুরাঘাতে হত্যা করব এবং তোমাদের উপর আমাদের পক্ষ হতে মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।[১৭]

১৯. তারা বলল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথে রয়েছে; এটি কি শুধু এ জন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সীমালঙ্ঘনকারী।[১৮]

২০. নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল,[১৯] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! অনুসরণ কর রাসূলদের।

---

১৭. হতে পারে যে, রাসূলদেরকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরী ও সত্যদ্রোহিতার অশুভ প্রতিফলরূপে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি আপদ নেমে এসেছিল। অথবা রাসূলদের বুঝানোর পর তারা পরস্পর মতদ্বৈধতায় লিপ্ত হল। কেউ মেনে নিল, কেউ মেনে নেয়নি। এই মত পার্থক্যকে অমঙ্গল বলেছে। অর্থাৎ তোমাদের উপস্থিতি আমাদের জন্যে কি এনেছে ? দুর্ভিক্ষ ও অনৈক্যের বিপদ আমাদের মাথায় পড়েছে। এইসব তোমাদের অশুভ আগমনের ফল (নাঊযুবিল্লাহ্)। নতুবা আমরা ইতোপূর্বে বিশেষ শান্তি ও আরামে জীবন-যাপন করছিলাম। অনেক হয়েছে, এখন আমাদেরকে তোমাদের ওয়ায থেকে রক্ষা করো। যদি এই রীতি পরিত্যাগ না কর, ওয়ায-নসীহত থেকে নিবৃত্ত না হও তবে আমরা ভীষণ যাতনা ও শাস্তি দিয়ে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করব।

১৮. অর্থাৎ মূলত তোমাদের কুফরী ও সত্য প্রত্যাখ্যানের অশুভ ফলস্বরূপ শাস্তি এসেছে। সবাই মিলে যদি সত্য গ্রহণ করতে তবে এই ঘৃণ্য মতানৈক্যও সৃষ্টি হত না, বিপদ-আপদেও পতিত হতো না। সুতরাং অশুভ পরিণামের মূল কারণ তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। আমরা তোমাদেরকে নসীহত ও উপদেশ দিয়েছি ভাল-মন্দ বুঝিয়েছি বলে কি সেই অশুভ পরিণতির দায় আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছ, হত্যার হুমকি দিচ্ছ ? আসল কথা এই যে, তোমরা বিবেক ও মানবতার সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছ। বিবেক খাটিয়ে কোন কাজ করছ না, আর মানবতা প্রসূত কোন কথা বলছ না।

১৯. বর্ণিত আছে যে, ওই পুণ্যবান লোকটির নাম ছিল হাবীব। শহর থেকে বহুদূরে একপ্রান্তে তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা

(২১) اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(২২) وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(২৩) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ○

২১. চল তাদের পথে যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।[২০]

২২. আমার কী হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন[২১] এবং যার নিকট তোমরা সকলেই প্রত্যাবর্তিত হবে।[২২]

২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো ইবাদত করতে পারি ? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে কষ্ট দিতে চাইলে আমার কোন কাজে আসবে না তাদের সুপারিশ এবং তারা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।

নির্বাহ করতেন। স্বভাবগত সততা তাঁকে বসে থাকতে দেয়নি। এই ঘটনা শোনামাত্রই রাসূলদের সাহায্য-সহায়তা করা এবং প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে বুঝানোর জন্যে দ্রুতবেগে দৌড়ে এলেন। খোদা না করুন এই হতভাগারা আবার হত্যার হুমকি বাস্তবায়িত করে ফেলে নাকি! এতে বুঝা যায় যে, রাসূলদের আগমন ও এতদ্সম্পর্কিত সংবাদ শহরের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

২০. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র প্রেরিত বান্দা। তাঁর বাণী নিয়ে এসেছেন। যা নসীহত করেন নিজেরা তা পালন করেন। কাজ-কর্ম, আমল-আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র সব ভাল। স্বার্থ ত্যাগ করে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছেন। তোমাদের থেকে কোন পারিশ্রমিক ও বিনিময় দাবী করছেন না। তাহলে এমন পরিচ্ছন্ন পবিত্র বুযুর্গ লোকদের অনুসরণ করা হবে না কেন ? আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাধ্যমে যে বাণী প্রেরণ করেছেন তা কবূল করা হবে না কেন ?

২১. নিজের সম্পর্কে বলে অন্যদেরকে শুনাচ্ছিল। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তোমাদের হলো কী যে, যিনি সৃষ্টি করলেন তাঁর ইবাদত বন্দেগী করছ না।

২২. এটা মনে করো না যে, তিনি সৃষ্টি করে বাঁধনহীন ছেড়ে দিয়েছেন। তোমাদের সৃজনে তার কোন উদ্দেশ্য নেই। আসলে তোমরা যা মনে করেছ তা নয়। মৃত্যুর পর সবাইকে আবার তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। সেই সময়ের কথা মনে রেখে চিন্তা করে দেখ।

(٢٤) اِنِّیۡۤ اِذًا لَّفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۞

(٢٥) اِنِّیۡۤ اٰمَنۡتُ بِرَبِّکُمۡ فَاسۡمَعُوۡنِ ۞

(٢٦) قِیۡلَ ادۡخُلِ الۡجَنَّۃَ ؕ قَالَ یٰلَیۡتَ قَوۡمِیۡ یَعۡلَمُوۡنَ ۞

(٢٧) بِمَا غَفَرَ لِیۡ رَبِّیۡ وَ جَعَلَنِیۡ مِنَ الۡمُکۡرَمِیۡنَ ۞

২৪. এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ে থাকব।[২৩]

২৫. আমি তো বিশ্বাস করেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি। অতএব তোমরা আমার কথা শুনে রাখ।[২৪]

২৬. আদেশ হল, জান্নাতে প্রবেশ কর।[২৫] সে বলে উঠল, হায়! কোনভাবে যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত।

২৭. যে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২৬]

---

২৩. অর্থাৎ এটা কেমন জঘন্য ভ্রান্তি, গোমরাহী যে, সর্বশক্তিমান দয়াময় প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করা হবে যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে প্ররিত শাস্তি বা কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তারা না পারবে নিজেদের ক্ষমতা বলে শাস্তি প্রতিরোধ করতে আর না পারবে সুপারিশ-অনুরোধের মাধ্যমে মুক্তি দিতে।

২৪. অর্থাৎ এই জনসমাবেশে বিনা দ্বিধায় আমি ঘোষণা করছি যে, একক খোদার প্রতি আমি ঈমান এনেছি, তা সবাই শুনে রাখ। প্রেরিত প্রতিনিধিদেরকে শুনাল হয়ত বা এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁরা আল্লাহ্র দরবারে তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। আর লোকজনকে শুনাল এই উদ্দেশ্যে যাতে এটি শুনে তাদের মধ্যে কিছুটা চেতনাবোধ জন্মে। অথবা অন্তত দুনিয়া একজন ঈমানদার লোকের ঈমানী শক্তি ও জয্বা প্রত্যক্ষ করার প্রতি মনোনিবেশ করে।

২৫. অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে বেহেশতের সনদ পেয়ে গেলেন। পরে উল্লেখ করা হচ্ছে যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন চালিয়ে শহীদ করে ফেলে। একদিকে শাহাদতপ্রাপ্তি আর অপর দিক থেকে সাথে সাথে নির্দেশ এল যে, এখনি বেহেশতে চলে যাও। যেমন শহীদদের রূহ সম্পর্কে হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, হাশর অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেন।

২৬. সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর সাথে শত্রুতা করেছিল। তাঁকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু বেহেশতে প্রবেশ করার পরও সম্প্রদায়ের কল্যাণের কথা তিনি ভুলেননি। হায়! আমার অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে সম্মান, মর্যাদা ও পুরস্কার দিয়েছেন তা যদি আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জানত তাহলে তারা সবাই ঈমান আনয়ন করত।

(২৮) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○

(২৯) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

(৩০) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(৩১) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

২৮. আমি প্রেরণ করিনি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার মৃত্যুর পর আকাশ থেকে কোন বাহিনী এবং আমি তো বাহিনী প্রেরণ করি না।

২৯. তা ছিল কেবল এক মহানাদ। ফলে সে মুহূর্তেই তারা সকলে নিথর নির্বাপিত হয়ে গেল।[২৭]

৩০. কী আফসোস! বান্দাদের জন্যে এমন কোন রাসূল আসেনি তাদের নিকট যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

৩১. তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না।[২৮]

---

২৭. অর্থাৎ তাঁর বিদায়ের পর কুফরী, নির্যাতন ও সত্য প্রত্যাখ্যানের অপরাধে তাঁর সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার খুব বড় প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়নি যে, আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করতে হত। কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্যে বিশাল বিশাল ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার রীতিও নয়। (অবশ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতার প্রেক্ষিতে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করা ব্যতিক্রমী ব্যাপার।) মূলত জঘন্য ও মারাত্মক শত্রুদেরকে ঠাণ্ডা করার জন্যে একটি ধমকিই যথেষ্ট। বস্তুত এই সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ একটি চীৎকার দিয়েছিল মাত্র আর সেই মুহূর্তেই সব মরে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

২৮. অর্থাৎ তারা দেখছে এবং শুনছে যে, দুনিয়াতে ইতোপূর্বে কত সম্প্রদায় রাসূল (সা)-এর সাথে হাসি-ঠাট্টা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যাদের নাম নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। তাদের কেউ আর দুনিয়াতে ফিরে আসেনি। শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সবাই এক সমান হয়ে গিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের শিক্ষা হয় না। যখনই কোন নতুন রাসূল আসেন তখন তাঁর সাথে ঠাট্টা-মস্করা, উপহাস, তিরস্কার শুরু করে দেয়। যেমন পূর্বের কাফিরগণ করত। অনুরূপভাবে এখন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সাথেও মক্কার কাফিরেরা ওই আচরণ শুরু করেছে।

(৩২) وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

(৩৩) وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

(৩৪) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝

(৩৫) لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

৩২. এবং তাদের মধ্যে কেউই নেই যে আমার নিকট একত্রিতভাবে পাকড়াও হয়ে আসবে না।[২৯]

৩৩. একটি নির্দশন রয়েছে তাদের জন্যে মৃত যমীন, যাকে আমি সজীব করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা থেকে তারা আহার করে।

৩৪. এবং আমি তাতে সৃষ্টি করি বাগান খেজুর ও আঙ্গুরের এবং প্রবাহিত করি তাতে কোন কোন ঝরনা,

৩৫. যাতে তারা আহার করতে পারে তার ফলমূল হতে,[৩০] অথচ তা সৃষ্টি করেনি তাদের হাত, তবুও কেন তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না ?[৩১]

অপরাধীদের জন্য রয়েছে দুনিয়ার ধ্বংস ও আখিরাতের আযাব

২৯. অর্থাৎ সেটি তো দুনিয়ার শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি আলাদা। এটা বুঝে না যে, ধ্বংস হয়েছে ওদিকে আর ফিরে আসছেনা, তাতেই শেষ নয়, সবাইকে একদিন আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সকল অপরাধীকে ধরে সেখানে আনয়ন করা হবে।

৩০. এই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, মৃত্যুর পর কীভাবে আবার জীবিত করে উপস্থিত করা হবে ? একটি উদাহরণের সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিষ্কার করে দিলেন যে, ভূমি শুষ্ক ও মৃত হয়ে পড়ে থাকে। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা সেটি প্রাণবন্ত করেন। এ ভূমি তখন সবুজ-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত হতে থাকে। কত বাগ-বাগিচা, ঘাস, ফলমূল উৎপন্ন হয়, যা তোমরা ভোগ কর। এরূপ বুঝে নাও যে, মৃত দেহগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা রূহ ফুঁকে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিবেন। বস্তুত মৃত ভূমি তাদের জন্যে একটি নিদর্শন। তাতে চিন্তা করলে মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও মাহাত্ম্য এবং তার নিআমত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত বিষয়াদি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ছিল ভীতি প্রদর্শনের ভঙ্গি যাতে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে হিদায়াত গ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে রয়েছে

(٣٦) سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا یَعۡلَمُوۡنَ ۝

৩৬. পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া প্রতিটি বস্তুর যা যমীন থেকে উদগত হয় এবং তাদের নিজেদের মধ্যে এবং সে সব বস্তুতেও যা তারা জানে না।[৩২]

উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিআমত ও অনুগ্রহগুলো জেনে নিয়ে যেন তার শুকরিয়া প্রকাশ করে এবং এটাও বুঝে নেয় যে, যেই খোদা মৃত ভূমিকে জীবিত করেন, ঈমানী রূহ থেকে মৃত একটি সম্প্রদায়কে ঈমানী জীবনে উজ্জীবিত করে দেওয়া তাঁর জন্যে কঠিন হবে কেন ?

সবকিছু আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি

৩১. অর্থাৎ এই ফলমূল আল্লাহ্‌র কুদরতে উৎপাদিত হয়। তাদের তো এতটুকুন সামর্থ নেই যে, একটি আঙ্গুর কিংবা খেজুর বিচি সৃষ্টি করে। প্রাণান্তকর শ্রম ব্যয় করে তারা যে উদ্যান সৃষ্টি ও পরিচর্যা করে তাকে ফলবান করা আল্লাহ্‌রই হাতে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা তারা নিজ হাতে করে বলে মনে হয় তাও মূলত আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া ক্ষমতা, সামর্থ এবং তার ইচ্ছায় হয়। সুতরাং সবদিক থেকে তাঁর শুকরিয়া আদায় এবং অনুগ্রহ স্বীকার করা কর্তব্য।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতের অনুবাদক (র) وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ আয়াতাংশে مَا বর্ণটিকে না-বাচকরূপে নির্দেশ করেছেন, আধুনিক তাফসীরকারদের দৃষ্টিভঙ্গিও তাই, তবে প্রাচীন তাফসীরকারগণ বর্ণটিকে সংযোগ বাচকরূপে নির্দেশ করেছেন। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর পাঠরীতি وَمِمَّا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ দ্বারা এটির সমর্থন পাওয়া যায়।

৩২. অর্থাৎ উদ্ভিদের মধ্যে মানব জাতির মধ্যে এবং অন্যান্য সৃষ্টি যেগুলো সম্বন্ধে তাদের অবগতি নেই, সবগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এই জোড়া বিপরীত দিক থেকেও আছে। যেমন, নারী-পুরুষ, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ, মিষ্টি-তিক্ত, সাদা-কালো, দিন-রাত, আলো-অন্ধকার, আবার সমগোত্রীয় দিক থেকেও আছে। যেমন একই বর্ণের সমগোত্রীয় সৃষ্টি কিংবা একই স্বাদের এবং একই আকৃতির দুটো প্রাণী। মোদ্দাকথা, সৃষ্ট জগতে এমন কোন সৃষ্টি নেই যার সমগোত্রীয় কিংবা বিপরীত গোত্রীয় জোড়া নেই। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কোন জোড়া নেই। সমগোত্রীয়ও নেই, বিপরীত গোত্রীয়ও নেই। কারণ সমতা কিংবা বৈপরীত্য সে সকল ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ কোন বিষয়ে অংশীদার হয়। সৃষ্টিকর্তা আর সৃষ্টি জগতের মধ্যে কোন বিষয়েই অংশীদারিত্ব নেই।

(৩৭) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ

(৩৮) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ

৩৭. তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি তখন তারা সকলেই অন্ধকারে পড়ে থাকে।

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে।[৩৩] এটি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।[৩৪]

---

৩৩. ছাল্‌খ (سلخ) বলা হয় পশুর চামড়া খসিয়ে নেয়া যাতে নিচের গোশত দেখা যায়। এভাবে বুঝে নিন যে, রাত্রির অন্ধকারের উপর দিনের আলোর চাদর জড়ানো থাকে। যখন আলোর এই চাদর উপর থেকে খুলে নেয়া হয় লোকজন অন্ধকারে পতিত হয়। তারপর সূর্য তার নির্ধারিত গতিবেগে যাত্রা করে নির্দিষ্ট সময়ে এসে সর্বস্থান আলোকিত করে দেয়। দিন-রাত্রির এই আগমন-নির্গমন সম্পর্কে চিন্তা করে বুঝে নিন যে, এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশ্বকে ধ্বংস করে দ্বিতীয়বার জীবিত করতে সক্ষম। আর সেই একক খোদাই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য যাঁর হাতে এই সব পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাবিকাঠি। যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন দ্বারা আমরা নানাভাবে উপকার ও কল্যাণ অর্জন করি। আবার সর্বক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ যিনি রাতকে দিবসে পরিণত করেন। রিসালাতের সূর্য দ্বারা দুনিয়া থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার অপসারণ করা তাঁর পক্ষে কি অসম্ভব ? তবে রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্য ও উদয়-অস্তের ন্যায় অন্য সকল কাজ ও আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়।

সূর্য নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিবেগে পরিভ্রমণ করছে

৩৪. সূর্যের গতিবেগ এবং কক্ষপথ দুটোই নির্ধারিত রয়েছে। সেই অনুসারে সূর্য চলাচল করছে। এক ইঞ্চি কিংবা এক মিনিট এদিক-সেদিক হয় না। যে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে সর্বদা সে কাজেই নিয়োজিত রয়েছে। এক মুহূর্তও স্থিরতা নেই। দিন-রাতের বিবর্তন ও বর্ষব্যাপী আবর্তনে যখন যে স্থানে তার পৌঁছার কথা হুবহু তখন সেই স্থানে পৌঁছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি নিয়ে সেখান থেকে নতুন যাত্রা শুরু করছে। কিয়ামতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এরূপ করতে থাকবে। অবশেষে তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। যে দিকে অস্তমিত হয়েছ সেদিক থেকেই পুনরায় উদিত হও। এই হল সেই সময় যখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। হাদীস শরীফে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। জানার বিষয় এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্তের ওই ব্যবস্থা মহান পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারণ, যার ব্যবস্থাপনা কেউ ভঙ্গ করতে পারে না এবং যাঁর প্রজ্ঞা ও হিকমত প্রসঙ্গে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না। তিনি নিজে যখন যেরূপ ইচ্ছা তখন সেরূপ উলট-পালট করবেন কারো তা প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ নেই।

(٣٩) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

(٤٠) لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ○

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্যে আমি বণ্টন করেছি বিভিন্ন মন্‌যিল; অবশেষে সেটি ফিরে আসে শুকনো, বাঁকা, পুরাতন খেজুর শাখার মত।[৩৫]
৪০. না সূর্যের পক্ষে সম্ভব চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার দেয়।[৩৬]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতের তাফসীরে একটি হাদীস শরীফ এসেছে। যাতে সূর্যের আর্‌শ মুআল্লার নীচে সিজদাবনত হওয়ার কথা রয়েছে। এখানে তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। এই বিষয়ে "সুজূদুশ্‌ শামস্‌" নামে আমাদের পৃথক ও পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে নিতে পারেন।

৩৫. চাঁদটি সূর্যের ন্যায় সব সময় একরূপ থাকে না; বরং প্রতিদিন বাড়ে কমে। তার জন্যে ২৮টি মনযিল বা অবস্থান আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পর্যায়ক্রমে সে এগুলো অতিক্রম করে। প্রথম আয়াতে ছিল দিন ও রাতের আলোচনা। তারপর সূর্য সম্পর্কিত আলোচনা। সূর্যের মাধ্যমে ঋতু ও বর্ষের আবির্ভাব হয়। এখন চলছে চাঁদের আলোচনা। চাঁদের পরিভ্রমণের সাথে চান্দ্রমাসগুলো জড়িত। চাঁদ আর সূর্য মাসের শেষলগ্নে একত্রিত হয়। তখন চাঁদ অদৃশ্য হয়ে যায়। চাঁদ যখন সামনে অগ্রসর হয় তখন আবার দেখা যায়। তারপর পর্যায়ক্রমে মনযিলগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। চতুর্দশ রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ ধারণ করে। এরপর পুনরায় হ্রাস পেতে থাকে। ক্রমে ক্রমে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে এবং খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় ক্ষীণ বাঁকা ও জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে।

৩৬. সূর্যের রাজত্ব দিনের বেলায় আর চন্দ্রেরটা রাত্রে। এটা সম্ভব নয় যে, চাঁদের জ্যোৎস্না ছড়ানোর সময় সূর্য এসে তাকে চাপা দেবে। অর্থাৎ দিন এগিয়ে গিয়ে রাতের কিছু অংশ দখল করে নেবে কিংবা দিবস শেষ হবার পূর্বে রাত এগিয়ে এসে উপস্থিত হবে তেমন হওয়ার নয়। সে সময়ে যে দেশে যে পরিমাণ রাত ও যে পরিমাণ দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওই গোলকগুলোর সামর্থ নেই যে, তার চেয়ে এক মিনিট আগ-পর করে। প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। তার থেকে এক পা এদিক-সেদিক যেতে পারে না। এত দ্রুত বেগে চলমান এবং এত বিশাল উন্মুক্ত ময়দান সত্ত্বেও একের সাথে অন্যের না হচ্ছে সংঘর্ষ আর না চলছে নির্ধারিত গতি থেকে অতিরিক্ত কিংবা কম গতিতে। এসব কি সুস্পষ্ট নিদর্শন নয় যে, এই বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রগুলো এবং তাদের সকল কলকব্জা এক পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে ? তদুপরি যে মহান সত্তা চাঁদ-সুরুজ ও

(٤١) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۙ

(٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○

(٤٣) وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۙ

(٤٤) اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৪১. আর এক নিদর্শন তাদের জন্য এই যে, আমি বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশধরদেরকে।

৪২. এবং সৃষ্টি করেছি তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ যানবাহন যাতে তাতে তারা আরোহণ করে।[৩৭]

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের ফরিয়াদে সাড়া দিতে কেউ এগিয়ে আসবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে না দিলে।[৩৮]

রাত-দিনকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন তিনি কি তোমাদেরকে ধ্বংস করে পুনরায় জীবিত করতে অক্ষম হবেন ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ আয়াতাংশের বাক্যগত ইঙ্গিত এই যে, মাসের শেষলগ্নে চাঁদ ও সুরুজ একত্রিত হয়, তখন চাঁদ সূর্যকে ধরে ফেলে; কিন্তু সূর্য চাঁদকে ধরতে পারে না। তাই لَا الْقَمَرُ يَنْۢبَغِىْ لَهٗ اَنْ يُدْرِكَ الشَّمْسَ বলা হয়নি। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

৩৭. অর্থাৎ হযরত নূহ (আ)-এর যুগে যখন মহাপ্লাবন নেমেছিল তখন হযরত আদম (আ)-এর বংশধরদেরকে ওই বোঝাই নৌকায় তুলে নিয়েছিলাম। হযরত নূহ (আ) যে নৌকা বানিয়েছিলেন। তা না হলে মানুষের বীজ ও অবশিষ্ট থাকত না। তারপর সেই নৌকার আকৃতিতে তোমাদের জন্যে নৌকা ও জাহাজ বানিয়ে দিয়েছি যাতে আরোহণ করে তোমরা যাতায়াত করছ। অথবা অর্থ এই, নৌযান যেমন আরোহণের বাহন তেমন অন্যান্য বাহন সৃষ্টি করে দিয়েছি, যেগুলোতে তোমরা সওয়ার হচ্ছো। যেমন উট, আরবগণ এটিকে স্থল পথের জাহাজ বলে আখ্যায়িত করে।

৩৮. অর্থাৎ ওহে হাড্ডিসার মানুষ! তাকিয়ে দেখ, নৌকাযোগে কেমনতর বিপদজনক সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছ। যেখানে বড়-বড় জাহাজগুলোর অস্তিত্ব ও খড়-কুটার সমান নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তখনই ডুবিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাহলে কে রক্ষা করতে পারবে ? কিংবা কে আছে যে সাহায্য করবে ? কিন্তু আল্লাহ্র দয়া, মেহেরবানী ও করুণা যে, এভাবে সকল সমুদ্রযাত্রীকে তিনি ডুবিয়ে মারেন না। কারণ, তাঁর রহমত

(٤٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

(٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ○

(٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

৪৫. যখন তাদেরকে বলা হয় সাবধান হও (!) তা থেকে যা তোমাদের সম্মুখে আসছে এবং যা তোমরা পশ্চাতে রেখে যাচ্ছ, যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।

৪৬. আর তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাদির কোন নিদর্শন তাদের নিকট এসে পৌঁছায় না, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না।[৩৯]

৪৭. যখন তাদেরকে বলা হয় ব্যয় কর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা থেকে কিছু। তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে আমরা তাকে কেন আহার করাব যাকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আহার করাতেন ?[৪০] তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।[৪১]

ও প্রজ্ঞার অভিরুচি এই, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যেন দুনিয়ার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সবকিছু চলমান থাকে। আফসোস! অনেক লোক এ সব নিদর্শন বুঝে না, আল্লাহ্র নিআমতের কদর করে না।

৩৯. সম্মুখে আসছে, প্রতিফল গ্রহণের দিবস। পশ্চাতে রেখে যাচ্ছে আপন আপন কর্ম। অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয়, কিয়ামতের শাস্তি এবং মন্দ কর্মের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর যাতে খোদার রহমত তোমাদের প্রতি নাযিল হয়। তখন তারা উপদেশের প্রতি একটুও মনোযোগ দেয় না। সদা সর্বদা আল্লাহ্র বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

৪০. হায়! আল্লাহ্র বিধান তারা কি মানবে, ফকীর-মিসকীনকে খাদ্য দান তাদের নিকটও সওয়াবের কাজ, কিন্তু এই স্বীকৃত কথাটি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়, তখন অত্যন্ত কুৎসিতভাবে উপহাস ভরে তা প্রত্যাখ্যান করে। তখন তারা বলে, যাদেরকে খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই খেতে দেননি আমরা তাদেরকে খাওয়াতে যাব কেন ? আমরা আল্লাহ্র ইচ্ছার বিরোধিতা করতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে খাওয়ানোর ইচ্ছা করতেন তবে তাদেরকে অভাবী ও দরিদ্র আর আমাদেরকে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী করতেন না। এবার বুঝুন তাদের মূর্খতা ও লজ্জাহীনতা কত জঘন্য। আচ্ছা, আল্লাহ্ যদি কাউকে কিছু দিতে চান তার জন্যে কি একমাত্র পদ্ধতি এই যে, কারো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি জীবিকা তার হাতে দিয়ে দিবেন ? যদি অন্যের

(৪৮) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(৪৯) مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○

(৫০) فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৮. তারা বলে কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে ?[৪২] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪৯. তারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যা তাদেরকে পাকড়াও করবে যখন তাদের পরস্পরের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলতে থাকবে।

৫০. এখন তারা সমর্থ হবে না কিছু ওসীয়ত করে যেতে এবং নিজেদের ঘরেও ফিরে যেতে পারবে না।[৪৩]

মাধ্যমে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা থাকে তাহলে তোমরা এই সিদ্ধান্ত কী করে দিলে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে খাদ্য দিতে চান না ? এটিতো আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা। তিনি ধনীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন দরিদ্রদেরকে সাহায্য করতে এবং তাদের মাধ্যমে ওদের নিকট জীবিকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। যারা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে নিজেদের দুর্ভাগ্য ও বদ-নসীবীর জন্যে ক্রন্দন করা উচিত।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক তাফসীরকারের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আয়াতটি নাযিল হয়েছে ধর্মদ্রোহী বা নাস্তিকদেরকে উপলক্ষ করে। তখন তাদের এই বক্তব্যকে উপহাসমূলক না বলে প্রকৃত বক্তব্য বলে ধরা হবে।

৪১. এই বাক্যটি যদি কাফিরদের বক্তব্যের উপসংহার হয় তবে অর্থ হবে, হে মু'মিনগণ! তোমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে আছ। তোমরা এমন লোকদের পেট ভর্তি করতে চাচ্ছ খোদা যাদের পেট ভরাতে চান না। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য ভাব এই, এটি কাফিরদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্য যে, তোমরা কেমনতর বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহীমূলক কথাবার্তা বলছ ? হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "তাদের ব্যাপারে তাকদীরের দোহাই দেওয়া আর নিজেদের ব্যাপারে লোভ-লালসায় দ্রুত অগ্রসর হওয়া স্পষ্ট গোমরাহী।"

৪২. অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠান আর শাস্তির ধমকি কখন বাস্তবায়িত হবে ? যদি সত্যবাদী হও তবে শীঘ্র বাস্তবায়ন করে দেখাও।

শিঙ্গায় ফুৎকার হলে কেউ আর অবকাশ পাবে না

৪৩. অর্থাৎ কিয়ামত হঠাৎ এসে পাকড়াও করবে। হাটে-বাজারে লেনদেন করার সময় তারা ধরা পড়বে। শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার দেওয়া হলে সবাই বেহুশ অজ্ঞান হয়ে পড়বে এবং শেষে মরে লাশ হয়ে থাকবে। মৃত্যুর পূর্বে কাউকে কিছু বলতে চাইলে বলার সময়টুকুও পাবে না। যারা ঘরের বাইরে থাকবে তারা ঘরে ফিরে আসার সুযোগ পাবে না।

(৫১) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

(৫২) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ
صَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

(৫৩) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

(৫৪) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫১. যখন ফুৎকার দেওয়া হবে শিঙ্গায় তখনই তারা কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে আসবে।[88]

৫২. তারা বলবে হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে উঠিয়ে দিল আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে ?[8৫] এটিই হল সেই ঘটনা যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দয়াময় আল্লাহ্ এবং সত্যই বলেছিলেন রাসূলগণ।[8৬]

৫৩. এটি হবে কেবল এক মহানাদ, তখনই তাদের সকলকে পাকড়াও করে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।[8৭]

৫৪. আজকের দিনে কোন যুলুম করা হবে না কারো প্রতি এবং তোমরা কেবল তারই প্রতিফল পাবে যা তোমরা করতে।[8৮]

---

88. অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের ফুৎকারে সবাই জীবিত হয়ে আপন আপন কবর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে চালিয়ে দ্রুতবেগে হাশরের ময়দানে নিয়ে যাবে।

8৫. সম্ভবত প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে তাদের উপর নিদ্রাবস্থা আপতিত করে দেওয়া হবে। অথবা কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা দেখে কবরের শাস্তিকে নেহাত হাল্কা মনে করবে এবং নিদ্রার সাথে তুলনা করবে। অথবা মারকাদ (مرقد) অর্থ মাযজা (مضجع) শয়নস্থান। নিদ্রার আঙ্গিক থেকে তখন তা বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হবে।

8৬. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তখন এই উত্তর পাবে, অথবা ভবিষ্যতকে বর্তমান মেনে নিয়ে এখনই তিনি উত্তর দিচ্ছেন। অর্থাৎ তোমরা কী প্রশ্ন করছ যে, কে উঠিয়ে দিল ? একটু চক্ষু খোল, এটি সেই পুনরুত্থান যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। নবী-রাসূলগণ (আ) যে সম্পর্কে নিয়মিত খবর দিতেন।

8৭. অর্থাৎ কোন প্রাণীই পালাতে পারবে না এবং কেউ লুকিয়েও থাকতে পারবে না।

8৮. অর্থাৎ না কারো সৎকর্ম ও ভাল কথা নষ্ট করা হবে, না কাউকে সীমাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। ঠিক ঠিক ন্যায়-পরায়ণতার সাথে ফায়সালা হবে। যারা পাপ ও পুণ্যের কাজ করে প্রকৃতপক্ষে আযাব আর সাওয়াবের আকৃতিতে তা-ই তাদের সামনে উপস্থিত হবে।

(٥٥) إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ۚ
(٥٦) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ۞
(٥٧) لَهُمْ فِيْهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ۚ
(٥٨) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ۝
(٥٩) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۝
(٦٠) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۚ

৫৫. নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ আজ এক আনন্দে মগ্ন হয়ে কথা বলতে থাকবে।
৫৬. তারা এবং তাদের সঙ্গিণীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে বসবে হিলান দিয়ে।
৫৭. তাদের জন্য সেখানে থাকবে ফলমূল এবং তাদের জন্যে থাকবে যা তারা চাইবে।[৪৯]
৫৮. সালাম সম্ভাষণ হবে পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ।[৫০]
৫৯. আর তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও হে অপরাধিগণ![৫১]
৬০. আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, হে আদম সন্তানগণ! তোমরা দাসত্ব করো না শয়তানের, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

জান্নাতীগণ বস্তুগত ও রূহানী উভয় সুখেই সুখী হবেন

৪৯. বেহেশতে আরাম-আয়েশের সকল প্রকার উপায়-উপকরণ থাকবে দুনিয়ার ক্লান্তি ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে তখনই তাদের বিশ্রাম, আরাম ও উপভোগের সময়। সঙ্গিনীদের সঙ্গ নিয়ে হেলে-দুলে মিলে-মিশে মনোরম ছায়াতলে আরাম কেদারায় উপবেশন করবে। সকল প্রকারের ফলমূল তাদের আদর আপ্যায়নের জন্যে উপস্থিত থাকবে। মোদ্দাকথা, জান্নাতবাসিগণ যাই কামনা করবে, যা তাদের মন চাইবে তার সবই তাদের প্রদান করা হবে। আর মুখ ফুটে যা বলবে তাতো পাবেই। এটি তো বস্তুগত ও দৈহিক আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা। سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ দ্বারা রূহানী ও আত্মিক প্রশান্তির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৫০. অর্থাৎ সেই দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জান্নাতীদেরকে 'সালাম' বলা হবে। এই সালাম প্রদান হয়ত ফেরেশতাদের মাধ্যমে হবে, নতুবা ইব্‌ন মাজায় বর্ণিত হাদীস শরীফ মুতাবিক খোদ দয়াময় প্রতিপালক সরাসরি সালাম জানাবেন। তাহলে সেই কাঙ্ক্ষিত ও আনন্দঘন মুহূর্তের স্বাদ ও শান্তি কেমন হতে পারে! (হে আল্লাহ্! আপনার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ওসীলায় সেই দুর্লভ নিআমত আমাদের নসীব করুন!)

(٦١) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

(٦٢) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ○

(٦٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(٦٤) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৬১. আর আমার ইবাদত কর এটিই সরল পথ।[৫২]
৬২. আর শয়তান তো বিভ্রান্ত করেছিল তোমাদের বহুলোককে তবু কি তোমরা বুঝনি ?
৬৩. এটিই সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।
৬৪. আজকের দিনে তোমরা তাতে প্রবেশ কর. এটা প্রতিফল তোমাদের কুফরীর।[৫৩]
৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর করে দিব, কথা বলবে আমার সাথে তাদের হাত, এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের।[৫৪]

---

৫১. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জন্য প্রস্তুত আরাম-আয়েশে তোমাদের কোন অংশ নেই। তোমাদের স্থান অন্যত্র। যেখানে থাকার তোমরা সেখানে থাকবে।

তাওহীদের পথেই মুক্তি

৫২. অর্থাৎ নবী রাসূল (আ)-এর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই দিন সম্পর্কেই সতর্ক করা হয়েছিল। তোমাদেরকে বার বার বুঝানো হয়েছিল যে, অভিশপ্ত শয়তানের অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তার অনুসরণ করলে পরে সে তোমাদেরকে জাহান্নামে না দিয়ে ছাড়বে না। চিরস্থায়ী মুক্তি যদি চাও তবে সরল-সঠিক পথ খোলা রয়েছে। এ পথে চলে এসো একক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত কর।

৫৩. অর্থাৎ হায়, আফসোস! এত উপদেশ-নসীহত, এত বুঝানোর পরেও তোমাদের বোধোদয় হয়নি। এই শয়তান তো এক একদলকে বিভ্রান্ত করে ছেড়েছে। তোমাদেরও এতটুকু বোধশক্তি ছিল না যে, দোস্ত-দুশমন চিনতে পার, লাভ-ক্ষতি অনুধাবন করতে পার। দুনিয়ার কাজে তো খুব চালাকী ও চাতুর্য দেখাতে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে, কিন্তু আখিরাতের কাজে এমন মূর্খ ও নির্বোধ হয়ে গিয়েছিলে যে, সাধারণ কথাগুলো বুঝার সামর্থ ছিল না তখন সেই বোকামীর দণ্ড ভোগ কর। এই দোযখ প্রস্তুত রয়েছে কুফরী গ্রহণের পরিণামরূপে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। এটাই কুফরীর পরিণতি। যাও আপন ঠিকানায় চলে যাও।

(٦٦) وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○
(٦٧) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○
(٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ۖ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

৬৬. আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে লোপ করে দিতাম তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত ?
৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করলে আকৃতি বিকৃত করে দিতে পারতাম তাদের নিজ নিজ স্থানে। ফলে, তারা সামনে চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।[৫৫]
৬৮. আমি যাকে দীর্ঘ আয়ু দান করি তার অবনতি ঘটাই স্বাভাবিক গঠনে। তবু কি তারা বুঝে না ?[৫৬]

কিয়ামত দিবসে মুখ সীল করে দেওয়া হবে

৫৪. অর্থাৎ তারা যদি নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার নাও করে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আমি তাদের মুখ সীল করে দিব। হাত, পা, কান, চোখ এমনকি শরীরের চামড়াগুলোকে নির্দেশ দিব যে, সেগুলোর মাধ্যমে যে সব অপরাধ সংঘটন করেছে সব যেন বর্ণনা করে দেয়। তখন আল্লাহ্‌র কুদরতে সকল অঙ্গ বাকশক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

حَتّٰى اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"পরিশেষে তারা যখন সেখানে পৌছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু, ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। (সূরা হা-মীম সাজদা ৪১ ঃ ২০)।

পরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ উত্তরে সেগুলো বলবে, "আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন" (সূরা হা-মীম-সাজদা ৪১ ঃ ২১)।

৫৫. অর্থাৎ তারা যেমন আমার আয়াতগুলোর ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করে রেখেছে আমিও ইচ্ছা করলে তার শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতে তাদের চোখের জ্যোতি ছিনিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দিতে পারি, যাতে এদিক-সেদিক যাওয়ার পথও দেখতে না পায়। আর তারা যেমন শয়তানী পথ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে আসতে চাচ্ছে না, আমার কিন্তু ক্ষমতা আছে যে, তাদের আকৃতি পাল্টিয়ে দিয়ে তাদেরকে পঙ্গু করে দিতে পারি, যার ফলে কোন প্রয়োজন হলেও এক পা নড়তে পারবে না। কিন্তু আমি এরূপ করিনি,

(৬৯) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ

৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটি তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটি তো কেবল নির্ভেজাল উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।৫৭

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি সামর্থ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করিনি। কারণ, এটি আমার পক্ষ থেকে অবকাশ। আজকের কিয়ামত দিবসে সেই হাত-পা সাক্ষ্য দিবে যে, এই হতভাগা লোকগুলো আমাদেরকে মন্দ কাজে ব্যবহার করেছে।

৫৬. অর্থাৎ দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া এবং আকৃতি পাল্টিয়ে দিয়ে পঙ্গু বানিয়ে দেওয়া আমার জন্যে অসম্ভব মনে করো না। দেখছো না একজন সুস্থ সবল মানুষকে বার্ধক্যে পৌঁছার পর কীভাবে দেখা-শোনা এবং চলা-ফেরা করা থেকে অক্ষম করে দেওয়া হয়? শৈশবে যেমন দুর্বল ও অসহায় ছিল, অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল, বৃদ্ধ অবস্থায়ও যেন সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে যে খোদা তাদের বৃদ্ধাবস্থায় ওই সব ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেন সেই খোদা কি তাদের যৌবনে তা ছিনিয়ে নিতে পারেন না?

কুরআন মাজীদ কাব্যগ্রন্থ নয় ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবি নন

৫৭. অর্থাৎ উপরে যা বর্ণিত হল এগুলো বাস্তব সত্য। কবিসুলভ কল্পনা নয়। এই রাসূল (সা)-কে আমি কুরআন দান করেছি। এটি উপদেশাবলী ও উজ্জ্বল শিক্ষায় পরিপূর্ণ। কোন ছন্দোবদ্ধ কোন কাব্যগ্রন্থ বা কাল্পনিক চিত্রকল্প নয়। বরং জন্মগতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র স্বভাব ও রুচি কবিতা ও কাব্যিক সম্পর্ক থেকে দূরে ছিল, যে বংশের অধস্তন ক্রীতদাসী পর্যন্ত কবিতা পাঠের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ রাখত কুরায়শের সেই বংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও সারা জীবনে তিনি কোন কবিতা রচনা করেননি। যুদ্ধ জিহাদের প্রাক্কালে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দু'একবার ছন্দময় বক্তব্য বের হয়ে তা কবিতার কাঠামোর রূপ গ্রহণ করেছে, সেটি আলাদা কথা। এটাকে কাব্যচর্চা কিংবা কবিতা বলা যায় না। তিনি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন কি ? অন্যের রচনা করা কবিতা ও পংক্তি সমগ্র জীবনে দু'চারবারের বেশী বলেননি। আর কালে-ভদ্রে বলতে গেলেও এমনভাবে পরিবর্তন করে বলেছেন যে, তা আর কবিতা থাকেনি। এমনভাবে বলেছেন যেন কবির উদ্দেশ্যটুকু বুঝা যায়। মোদ্দাকথা, তাঁর সুমহান প্রকৃতির সাথে কাব্যচর্চার কোন সম্পর্ক ছিল না। কারণ, তাঁর মহান পদবীর সাথে তা সামঞ্জস্যশীল নয়। তিনি ছিলেন নির্ভেজাল সত্য প্রকাশের মুখপাত্র। দুনিয়াকে কদর্য মিথ্যা ও অতিশয়োক্তি থেকে পরিচ্ছন্ন করে সর্বোত্তম হাকীকত ও তত্ত্ব দ্বারা আলোকিত করাই ছিল তাঁকে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। এটা কোন কবির কাজ নয়। কারণ, কাব্যচর্চার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা হল মিথ্যা ও অতিশয়োক্তি, কল্পনাশক্তির প্রখরতা এবং কৃত্রিম রস রচনার মধ্যে। কোন কোন কবিতার মধ্যে যদি কিছু অংশ ভাল থাকে, তবে তার প্রভাব হৃদয়ে পড়ে বটে, কিন্তু কুরআন মাজীদের গদ্যময় ভাষায় সেই প্রভাব এতো ব্যাপকভাবে বিদ্যমান যা সারা দুনিয়ার সকল কবি সম্মিলিতভাবে কিছু রচনা করলে তার মধ্যেও পাওয়া যাবে না।

(৭০) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৭১) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝

(৭২) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۝

৭০. যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতগণকে এবং যাতে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হতে পারে কাফিরদের উপর।[৫৮]
৭১. তারা কি আরও লক্ষ্য করে না যে, আমি তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুগুলোর মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু এবং তারাই এগুলোর অধিকারী![৫৯]
৭২. আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং এগুলোর কতক তারা আহার করে।

কুরআন মাজীদের ভাষাগত উৎকর্ষ ও বর্ণনাভঙ্গি দেখে এটুকু বলা যায় যে, কাব্যের আঙ্গিক ভেঙ্গে মূল আত্মা এনে যেন কুরআনে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আরবের বড় বড় সাহিত্যিক ভাষাবিদগণ হতভম্ব হয়ে কুরআনকে কবিতা ও জাদু বলতে শুরু করেছিল। অথচ কবিতা আর জাদুর সাথে কুরআনের কী সম্পর্ক থাকতে পারে ? কুরআনী শিক্ষার উপর ভিত্তি করে যে সভ্যতার সৌধ স্থাপিত হয়ে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে কাব্যচর্চা আর জাদুবিদ্যার উপর ভিত্তি করে কখনও দুনিয়াতে জাতিগত ও আধ্যাত্মিকতার এমন মহান গুরুত্বপূর্ণ ও চিরস্থায়ী ইমারত প্রতিষ্ঠিত হতে কেউ কি দেখেছে ? এটি কবিদের কাজ নয়, নবীগণের (আ) কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরা মৃত অন্তরগুলোকে স্থায়ী জীবন দান করেন। রাসূল (সা) পূর্ব থেকে কবি ছিলেন ও কবিত্বে উৎকর্ষ লাভ করে নবী হয়েছেন। এমন অপবাদ দেওয়ার অবকাশ আল্লাহ্ তা'আলা আরবদেরকে দেননি।

৫৮. অর্থাৎ সজীব অন্তর কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আর অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে যুক্তি প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যার মধ্যে প্রাণ আছে" অর্থাৎ যার মধ্যে সৎ উপাদান আছে সে কুরআনের কল্যাণ আত্মস্থ করবে। আর কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে" অর্থ অস্বীকারকারীদেরকে দোষারোপ করার জন্যে।

৫৯. নাযিলকৃত আয়াত সম্পর্কে আলোচনার পর পুনরায় এখানে সৃষ্টি সম্পর্কিত নিদর্শনাদির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে কুরআনের উপদেশ-নসীহত শোন, আর অপরদিকে গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখ আল্লাহ্‌র কী কী অবদান ও অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি রয়েছে। উট, গরু, বকরী, ঘোড়া, খচ্চর ইত্যাদি পশু-প্রাণী তোমরা সৃষ্টি করনি। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতী হাতে এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

(٧٣) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

(٧٤) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۝

(٧٥) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۝

(٧٦) فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝

৭৩. তাদের জন্যে এ পশুগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবু কেন তারা শুকর করে না ?[৬০]

৭৪. তারা তো গ্রহণ করেছে অন্য ইলাহ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে, এই আশায় যে, তারা তাদের সাহায্য করবে।

৭৫. কিন্তু পারবে না এগুলো তাদেরকে সাহায্য করতে। তাদেরকে ওদের বাহিনীরূপে পাকড়াও করে উপস্থিত করা হবে।[৬১]

৭৬. অতএব, তুমি দুঃখ করো না তাদের কথায়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে।[৬২]

তারপর শুধু তাঁর দয়া আর দান স্বরূপ তোমাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছেন যে, যেখানে ইচ্ছা বিক্রি কর, যা ইচ্ছা কাজে লাগাও।

৬০. দেখ তো কত বড় বড় বিশালদেহী শক্তিমান জন্তু-জানোয়ারকে দুর্বল মানুষের অনুগত ও অধীন করে দেওয়া হয়েছে। অল্পবয়সী বালক হাজার হাজার উটের সারিকে লাগাম টেনে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটুও অবাধ্য হচ্ছে না। বলবান জানোয়ারের উপর মানুষ সওয়ার হচ্ছে, কতকগুলো যবাই করে আহার করছে। গোশত খাওয়া ছাড়াও তাদের চামড়া, হাড়, পশম ইত্যাদি দিয়ে প্রভূত কল্যাণ লাভ করছে। তাদের স্তন যেন দুধের নদী। এই নদীর ঘাট থেকে কী পরিমাণ লোক তৃষ্ণা মিটাচ্ছে। কিন্তু কৃতজ্ঞ বান্দার সংখ্যা খুবই কম।

৬১. অর্থাৎ যে আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক এ সব নিআমত দান করলেন তাঁর শুকরিয়া প্রকাশ করল এভাবে যে, তাঁর মুকাবিলায় অন্য মনিব ও উপাস্য স্থির করে নিয়েছে, যাতে বিপদের সময় কাজে আসে ও সাহায্য করে। তবে মনে রাখবে, তারা তোমাদের কি, নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারবে না। তবে যখন তাদের সাহায্য তোমাদের প্রয়োজন হবে তখন তারা তোমাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিবে। তখন বুঝতে পারবে যে, যাদেরকে রক্ষা করার জন্যে জীবনভর সংগ্রাম করেছ আজ কেমন করে তারা শত্রুতা করছে।

৬২. অর্থাৎ খোদ আমারই সাথে যাদের এই আচরণ তাদের ব্যবহারে আপনি দুঃখ করবেন না। আপনি নিজ দায়িত্ব পালন করে তাদের ব্যাপার আমার হাতে ছেড়ে দিন। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে আমি অবগত। আমি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

(৭৭) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝

(৭৮) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝

(৭৯) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ ۝

(৮০) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে ? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।৬৩
৭৮. এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে ভুলে গেছে নিজের সৃষ্টির কথা, সে বলতে লাগল, হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পঁচে গলে যাবে ?৬৪
৭৯. বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটি সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।৬৫
৮০. যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন এবং তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত কর।৬৬

মানুষ সৃষ্টির মৌল উপাদান

৬৩. অর্থাৎ মানুষ তার উৎসের কথা মনে রাখে না। সে তো ছিল এক মূল্যহীন তুচ্ছ তরল বিন্দু। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কী থেকে কী সৃষ্টি করলেন। পানির ফোঁটাকে এমন শক্তি ও সামর্থ দিলেন যে কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ করছে, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য যুক্তি পেশ করছে। সীমা অতিক্রম করে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, আপন সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

৬৪. দেখতো আল্লাহ্ সম্পর্কে কেমন যুক্তি প্রদর্শন করছে ? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাকে সে যেন শক্তিহীন সৃষ্টির সাথে তুলনা করছে। সে বলছে, মানব দেহ যখন পঁচে গলে মাংসহীন শুধু হাড্ডি হয়ে থাকবে আর হাড়ও জীর্ণশীর্ণ পুরাতন ও চূর্ণ বিচূর্ণ তখন কে ওইগুলোকে পুনরায় জীবিত করবে ? এরূপ প্রশ্ন তোলার সময় আপন সৃষ্টি উৎসের কথা তার মনে পড়েনি ? তা নাহলে এই তুচ্ছ পানিবিন্দু এরূপ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায় কী করে ? তার উৎসের কথা স্মরণে থাকলে অন্তত কিছুটা লজ্জাবোধ করত। আর একটু বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করলে নিজেই এর উত্তর পেয়ে যেত। যা পরবর্তী আয়াতে আসছে।

৬৫. অর্থাৎ যিনি প্রথমবার এই হাড়গুলোতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন দ্বিতীয়বার প্রাণ সঞ্চার করা তার জন্যে কঠিন হবে কেন ? বরং তাতো প্রথমবারের চেয়ে সহজ হওয়ার কথা। وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ 'তার জন্যে তা আরও সহজ'। সেই সর্বশক্তিমান মা'বূদের জন্যে তো সবই সহজ। প্রথমবার হোক আর দ্বিতীয়বার হোক, তিনি সকল আঙ্গিকে সৃষ্টি করতে জানেন। মানবদেহের অংশগুলো, হাতের মাংসগুলো কোথায় কোথায় ছড়িয়ে রয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা তাঁর জানা আছে।

(٨١) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

(٨٢) إِنَّمَآ أَمْرُهٗٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٨٣) فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮১. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি আসল স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।[৬৭]
৮২. তাঁর হুকুম শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন 'হও', ফলে তখনই সেটি হয়ে যায়।[৬৮]
৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান সেই সত্তা যার হাতে প্রত্যেকটি বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৬৯]

---

৬৬. অর্থাৎ প্রথমে সবুজ শ্যামল সজীব বৃক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর সেটিকে শুকিয়ে জ্বালানিতে পরিণত করেছেন যা থেকে তোমরা এখন আগুন বের করছ। সুতরাং যে আল্লাহ্ এরূপ বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন পরিমার্জন করতে পারেন তিনি কি হায়াত মাওতের রূপান্তরে সক্ষম নন!

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক প্রাচীন তাফসীরকার "সবুজ বৃক্ষ" দ্বারা সেই বৃক্ষ বুঝিয়েছেন যেগুলোর শাখাকে পরস্পর ঘর্ষণ করলে আগুন বের হয়। যেমন বাঁশ, বৃক্ষ ও আরবের মারখ (مرخ) ও ইফার (عفار) বৃক্ষ।

৬৭. অর্থাৎ যিনি আসমান-যমীনের ন্যায় প্রকাণ্ড ও বৃহৎ সৃষ্টি সৃজন করেছেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানুষ কাফিরগুলোকে সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে কষ্টকর হবে কেন ?

৬৮. অর্থাৎ ছোট-বড় কোন কিছু সৃষ্টিতে তাঁর কোন কষ্ট নেই। শুধু সৃজনের ইচ্ছা করার অপেক্ষা। যেখানে কোন কিছু সৃজনের ইচ্ছা করেন এবং বলেন, "হয়ে যাও" সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। এক মুহূর্তও বিলম্ব হতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আমার ধারণায় এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা যায় যে, পূর্ব আয়াতে ছিল দেহ সৃষ্টির কথা, আর এ আয়াতে রূহ ফুঁকে দেওয়ার কথা বুঝিয়ে দেওয়া হল। সূরা ইসরায় রূহ সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন।

৬৯. অর্থাৎ সেই মহা মহিম সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা, এখনও উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সমগ্র সৃষ্টিজগতের শাসন ক্ষমতা যাঁর কুদরতী হাতে এবং তাঁরই নিকট সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তিনি অক্ষমতা, অজ্ঞতা এবং সকল প্রকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।

॥ সূরা ইয়াসীন-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা সাফ্ফাত

১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

(১) وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ

(২) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ

১. শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে কাতারে দণ্ডায়মান।[১]
২. আর যারা বিতাড়িত করে প্রচণ্ডভাবে।[২]

---

১. অর্থাৎ যারা সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়ায়। এগুলো ফেরেশতাও হতে পারে যারা আল্লাহ্র নির্দেশ শ্রবণের জন্যে আপন আপন স্থানে পর্যায়ক্রমে দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা ইবাদত আদায়কারী মানুষ যারা নামাযে এবং জিহাদে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে!

কুরআন মাজীদে শপথ বাক্যের ব্যবহার

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বক্তব্য ও পরিভাষায় শপথ ব্যবহার করা হয় দৃঢ়তা ও তাগিদ বুঝানোর জন্যে। এটি সাধারণত কোন বিষয় সম্পর্কে অস্বীকার করার মুকাবিলায় আনয়ন করা হয়। তবে কোন কোন সময় কোন বিষয়কে গুরুত্ব প্রদানের জন্যেও শপথের ব্যবহার করা হয়। কুরআন মাজীদে আনীত শপথ বাক্যগুলো পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, সাধারণত যে বিষয় সম্পর্কে শপথ করা হয়েছে শপথ বাক্যটি সে বিষয়ের জন্যে একটি দলীল ও প্রমাণস্বরূপ হয়।

২. অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা শয়তানগুলোকে কঠোরভাবে তাড়া করে যাতে চুরি করে শুনতে তারা সফলকাম হতে না পারে। অথবা যে সকল ফেরেশতা বান্দাদেরকে

(٣) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٤) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۙ

(٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۙ

(٦) اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ

৩. এবং যারা কণ্ঠস্থ করে পড়তে থাকে।[৩]
৪. নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের ইলাহ্ এক।[৪]
৫. প্রভু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।[৫]
৬. আমি সুশোভিত করেছি[৬] নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা।

ভাল কথা বুঝিয়ে দিয়ে নাফরমানী থেকে নিবৃত্ত করেন অথবা সেই সকল সৎলোক যারা একদিকে নিজেদেরকে পাপের পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অপরদিকে অন্যান্য লোকদেরকে মন্দকর্মে ভর্ৎসনা ও সতর্ক করে। বিশেষত জিহাদের ময়দানে তাদের ভীতি প্রদর্শন ও তিরস্কার তীব্র রূপ ধারণ করে।

৩. অর্থাৎ সেই সকল ফেরেশতা কিংবা মানুষ যারা আল্লাহ্র কালাম শোনার পর তা পাঠ করে এবং কণ্ঠস্থ করে যাতে একে অন্যকে শিখাতে পারে।

৪. নিশ্চয়ই আসমানে ফেরেশতাগণ এবং যমীনে নেক বান্দাগণ সর্বযুগে সর্বকালে কথায় ও কাজে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে যে, সবার মালিক ও মা'বূদ একক আল্লাহ্ আর আমরা সবাই তাঁর মালিকানাধীন বান্দা।

সূর্য প্রতিদিন পৃথক পৃথক স্থান দিয়ে উদিত হয়

৫. উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এক দৃষ্টিকোণ থেকে সবটা উদয়স্থল। কারণ সূর্য প্রতিদিন পৃথক পৃথক পথে উদিত হয় এবং নক্ষত্রগুলোও তাই। অর্থাৎ সে সকল কেন্দ্রের মালিক যেগুলো থেকে সূর্য ও নক্ষত্র উদিত হয়। অপরদিকে ঠিক ততগুলো অস্তস্থল আছে। উদয়স্থলের উল্লেখ দ্বারা অস্তস্থল বুঝা যায় সম্ভবত তাই এখানে অস্তস্থলের উল্লেখ করা হয়নি। অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্বের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রমাণের সাথে সূর্য ও নক্ষত্রের অস্তের চেয়ে উদয়ের সম্পর্ক বেশী। তাই উদয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রিতে অসংখ্য তারকার ঔজ্জ্বল্যে দর্শকদের নিকট এই আকাশ কী মনোরম, সুদৃশ্য সুশোভিত ও আলোকময় মনে হয়।

(৭) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

(৮) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

(৯) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

(১০) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

৭. এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।[৭]
৮. ফলে তারা শুনতে পায় না ঊর্ধ্ব সম্মেলনের কোন কিছু এবং নিক্ষিপ্ত হয় তাদের প্রতি সকল দিক থেকে।
৯. বিতাড়নের জন্যে,[৮] এবং তাদের জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি।[৯]
১০. তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে তার পিছু ধাওয়া করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।[১০]

---

৭. অর্থাৎ তারকারাজি আকাশের অলংকার ও শোভা আর কতক তারকা যেগুলো ভেঙ্গে পড়ে সেগুলোকে শয়তান বিতাড়নের কাজেও লাগানো হয়। এ ভেঙ্গেপড়া তারকাগুলো কি ? এগুলো সেই আলোকময় তারকা ব্যতীত অন্য প্রকারের তারকা, নাকি বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে ওই আলোকময় তারকারাজি থেকে এক প্রকারের অগ্নিস্ফূলিঙ্গ সৃষ্টি হয়, নাকি খোদ ওই তারকাগুলোর অংশ ভেঙ্গে পড়ে এ সম্পর্কে আলিম সমাজ ও বৈজ্ঞানিকদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বস্তুত মূলে ওইগুলো যা-ই হোক না কেন, শয়তান বিতাড়নের কাজে সেগুলো ব্যবহার করা হয়। সূরা 'হিজর'-এর টীকায় এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে, দেখে নিবেন।

শয়তানগণ ফেরেশতাদের কথোপকথন শুনতে সক্ষম নয়

৮. উচ্চ সম্মেলন অর্থ, ফেরেশতাদের সম্মেলন। অর্থাৎ শয়তানের এই সামর্থ্য নেই যে, ফেরেশতাদের মজলিসে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ওহী সম্পর্কিত কোন কথা শুনে ফেলে। এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে যদি কেউ উপরের দিকে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছতে চেষ্টা করে, তখন যেদিকেই যায় সেই দিক থেকেই ফেরেশতাগণ ধাক্কা দিয়ে প্রহার করতে করতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেন।

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে সব সময় এরূপ মার খেতে থাকবে। আর আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তি তো রয়েছেই।

১০. অর্থাৎ সেই প্রহার, দৌড়-ঝাঁপ-পলায়নের মধ্যেও যদি অতিদ্রুত দু'একটি কথা চুরি করে শুনে ফেলে, তখন ফেরেশতাগণ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা 'হিজর'-এর শুরুতে করা হয়েছে।

(١١) فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

(١٢) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ○

(١٣) وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ○

(١٤) وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ○

(١٥) وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১১. তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা কঠিনতর।[১১] আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আটালো কাদামাটি থেকে।[১২]

১২. বরং, তুমি তো বিস্ময়বোধ করছ আর তারা করছে বিদ্রূপ।[১৩]

১৩. এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তারা তা গ্রহণ করে না।

১৪. যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তা হেসে উড়িয়ে দেয়।

১৫. এবং বলে, এটি তো এক সুস্পষ্ট জাদু ছাড়া কিছুই নয়।[১৪]

---

১১. অর্থাৎ পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, ফেরেশতা, শয়তান এগুলো সৃষ্টি করা তাদের ধারণায় বেশী কঠিন, না খোদ তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশী কঠিন ? তাও ইতোপূর্বে যেগুলোকে একবার সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি তো সুস্পষ্ট যে, যিনি এই বিশাল বিশ্ব সৃষ্টির স্রষ্টা তাদের মত মানুষগুলোকে পুনঃ সৃষ্টি করা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন নয়।

১২. অর্থাৎ তাদের মূল উপাদান সম্পর্কে তো আমি অবগত। এক প্রকারের আটালো মাটি থেকে যাদের আদি কাঠামো আমি তৈরী করলাম আজ তারা দাবী করছে যে, আসমান-যমীনের স্রষ্টা তাদেরকে পুনরায় তৈরী করতে সক্ষম হবেন না। বস্তুত প্রথমবার যেমন তোমাদেরকে মাটি থেকে তৈরী করেছেন, পুনরায় তিনিই মাটি থেকে তোমাদেরকে উত্থিত করবেন।

১৩. তাদের অবস্থা দেখে আপনি আশ্বর্যান্বিত হচ্ছেন যে, এমন স্পষ্ট ও খোলামেলা কথা তারা বুঝতে পারছে না। আর আপনাকে দেখে তারা হাসি-ঠাট্টা করছে এবং বলছে, এই নবী মাথামুণ্ডুহীন কেমন সব কথা বলছে।

১৪. অর্থাৎ উপদেশাবলী শুনে একটুও চিন্তা-ভাবনা করে না। যে সকল মু'জিযা ও নিদর্শন তারা দেখে, তৎক্ষণাৎ জাদু আখ্যায়িত করে হেসে উড়িয়ে দেয়।

(١٦) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۙ

(١٧) اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ

(١٨) قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۚ

(١٩) فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ

(٢٠) وَقَالُوْا یٰوَیْلَنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ

(٢١) هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ

(٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ ۙ

১৬. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে ?[১৫]
১৭. এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও ?
১৮. বল, হাঁ, এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত।
১৯. সে পুনরুত্থান হবে একটি মাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ—আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে।[১৬]
২০ এবং তারা বলবে, দুর্ভোগ আমাদের! এ তো এসে গেল কর্মফল দিবস।[১৭]
২১. এটিই ফায়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।[১৮]
২২. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 'একত্র কর পাপীদের ও তাদের সাথীদেরকে এবং তারা যাদের পূজা করত।[১৯]

---

১৫. 'সেই মুরগীর এক ঠ্যাং' প্রবাদের ন্যায় বলেই যাচ্ছে যে, আমাদের দেহ যখন মাটির সাথে মিশে মাটিতে পরিণত হবে, উপরন্তু আমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষগণ, যারা বহুযুগ পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন সম্ভবত তাদের হাড্ডিও এখন অবশিষ্ট নেই, আমরা কীভাবে মেনে নেব যে, এই সবগুলোকে নতুনভাবে জীবিত করে দাঁড় করানো হবে ?

১৬. অর্থাৎ হাঁ, অবশ্যই, তোমাদেরকে পুনরায় উঠানো হবে। আর তখন অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে সেই অস্বীকৃতির সাজা ভোগ করবে।

১৭. অর্থাৎ হাঁকেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে যাবে। আর ভয় ও ভীতিতে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকবে। (এই হাঁক ও ধমকি হবে শিঙ্গায় ফুৎকারের।)

১৮. এই তো যথার্থই হিসাব-নিকাশের সময় এসে গেল। নবীগণ (আ) যার সংবাদ দিতেন আর আমরা হেসে উড়িয়ে দিতাম।

১৯. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হবে।

(٢٣) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝
(٢٤) وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ۝
(٢٥) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝
(٢٦) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝
(٢٧) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝
(٢٨) قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ۝

২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে।[২০]
২৪. আর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখ, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।[২১]
২৫. কী হল তোমাদের যে, একে অপরের সাহায্য করছ না ?
২৬. বরং সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।[২২]
২৭. এবং তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।
২৮. তারা বলবে, তোমরাই তো ডান দিক থেকে আমাদের নিকট আসতে।[২৩]

---

২০. ফেরেশতাদের এই নির্দেশ দেওয়া হবে যে, তাদের সবাইকে একত্রিত করে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ তাদের সহচর দ্বারা বুঝানো হয়েছে একই ধরনের পাপে লিপ্ত তাদের সহযোগিগণ অথবা তাদের কাফির স্ত্রীগণ। আর 'আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা করত' দ্বারা দেব-দেবী, প্রতিমা ও শয়তানগণ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

২১. দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশের পর কিছুক্ষণ তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে যাতে তাদেরকে একটি প্রশ্ন করা যায়। আর তাহলো 'তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না কেন ? প্রশ্নটির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে রয়েছে'।

২২. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো বড় গলায় বলতে 'আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত'। এখন কী হল কেউই নিজের সাথীকে সাহায্য করছ না ? বরং সবাই গ্রেফতার হয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে লাঞ্ছনা সহকারে দোযখের দিকে চলে আসছ।

বাতিলপন্থী নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে আখিরাতের কথোপকথন

২৩. ডান হাতে সাধারণত বল-শক্তি বেশী থাকে অর্থাৎ তোমরাই তো শক্তির মহড়া দিয়ে দাপট দেখিয়ে আমাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে পথভ্রষ্ট করার জন্যে আমাদের উপর চড়াও হতে। অথবা يمين অর্থ বরকত ও কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তোমরাই আমাদের উপর চড়াও হতে আমাদেরকে কল্যাণ ও বরকতের পথ থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্যে। এই কথোপকথন হবে সত্যচ্যুত নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের মাঝে।

(٢٩) قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۚ

(٣٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○

(٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○

(٣٢) فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○

(٣٣) فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

২৯. তারা বলবে, বরং তোমরাই তো বিশ্বাসী ছিলে না।

৩০. এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বই ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৩১. আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

৩২. আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমনটি আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।[২৪]

৩৩. তারা সকলেই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে।[২৫]

---

২৪. অর্থাৎ তোমরা স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করনি আর এখন আমাদেরকে দোষারোপ করছ। আমাদের এমন কোন শক্তি ছিল কি যে, তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ বাধাগ্রস্ত করি। বরং তোমরা নিজেরাই বিবেক ও ন্যায়পরায়ণতার সীমালঙ্ঘন করেছিলে। পবিত্র নিঃস্বার্থ উপদেশদাতাদের কথা মাননি। আমাদের বিভ্রান্তিতে এসে গিয়েছিলে। বুদ্ধি-বিবেক এবং পরিণামদর্শিতার সাথে সিদ্ধান্ত নিলে কখনো আমাদের কথায় কান দিতে না। আর আমাদের ব্যাপার, এটা তো স্পষ্ট যে, আমরা নিজেরা পথভ্রষ্ট ছিলাম। একজন পথভ্রষ্ট লোক থেকে ভ্রান্তির প্রতি আহ্বান ছাড়া আর কিইবা আশা করা যায়! আমরা তাই করেছি, যা ছিল আমাদের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ! কিন্তু তোমাদেরকে কোন্ দুর্ভাগ্য পেয়ে বসেছিল যে, আমাদের দলে ভিড়েছিলে ? এখন তো যা হওয়ার হয়েছেই। আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণ আমাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ 'তোমাকে এবং তোমার অনুসারীদেরকে দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।' —আমাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য ও সাব্যস্ত হয়েছে। আমাদের সবাইকে আজ আপন আপন ভুল ও মন্দ জীবনের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২৫. অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সকল অপরাধী শাস্তিতে শরীক হবে যেমন শরীক ছিল অপরাধ সংঘটনে।

(٣٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ ۝

(٣٥) اِنَّهُمۡ كَانُوۡۤا اِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ۝

(٣٦) وَيَقُوۡلُوۡنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوۡۤا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجۡنُوۡنٍ ۝

(٣٧) بَلۡ جَآءَ بِالۡحَقِّ وَصَدَّقَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۝

(٣٨) اِنَّكُمۡ لَذَآئِقُوا الۡعَذَابِ الۡاَلِيۡمِ ۝

(٣٩) وَمَا تُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝

(٤٠) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ۝

৩৪. আমি এরূপই করে থাকি অপরাধীদের প্রতি।

৩৫. তারা ছিল এমন যে, তাদের নিকট 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই' বলা হলে তারা অহংকার করত।[২৬]

৩৬. এবং বলত, 'আমরা কি আমাদের মা'বূদগণকে এক উন্মাদ কবির কথায় বর্জন করব ?

৩৭. বরং সে তো নিয়ে এসেছে সত্য দীন এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করে।[২৭]

৩৮. তোমরা অবশ্যই আস্বাদ গ্রহণ করবে মর্মন্তুদ শাস্তির।

৩৯. তোমরা যা কিছু করতে তারই 'প্রতিফল' পাবে।[২৮]

৪০. তবে (তারা নয়) যারা আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা।[২৯]

---

২৬. অর্থাৎ নবী (সা) যখন তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর প্রতি আহ্বান করেন, তখন তাদের দম্ভ ও অহংকার তাদেরকে এই কালিমাই তায়্যিবা গ্রহণে বাধা দেয়। এটি দ্বারা যে তাদের মিথ্যা উপাস্যদেরকে অস্বীকার করা হয়ে যায় যদিও তারা সেগুলোকে অন্তরে সত্য বলে ধারণা করে।

২৭. অর্থাৎ কবিদের মিথ্যাচার সর্বজন বিদিত। তাহলে এই খাঁটি সত্যবাদী ব্যক্তিকে তোমরা কীভাবে কবি বলছ, যিনি দুনিয়াতে সত্যবাদিতা নিয়ে এসেছেন এবং সমগ্র বিশ্বের সকল সত্যবাদীদেরকে সত্যায়ন করেছেন। কোন পাগল ও উন্মাদ লোক কি এমন সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় নীতিমালা পেশ করতে পারে?

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ববাদ অস্বীকার করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বেআদবী ও অসম্মানজনক আচরণের স্বাদ গ্রহণ কর। আজ যা কিছু করছ একদিন না একদিন তার সবগুলোই সামনে এসে যাবে।

২৯. অর্থাৎ তাদের উল্লেখের প্রয়োজন কী ? তারা তো ভিন্ন পর্যায়ের লোক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে দয়া ও পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

(٤١) أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝
(٤٢) فَوَاكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۝
(٤٣) فِي جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝
(٤٤) عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝
(٤٥) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۝
(٤٦) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ۝
(٤٧) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۝
(٤٨) وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ۝

৪১. তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রিয্ক।[৩০]
৪২. ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত।[৩১]
৪৩. নিআমত বিশিষ্ট বাগানসমূহে।
৪৪. তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে।
৪৫. লোকজন ঘুরে ঘুরে তাদেরকে পরিবেশন করবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র।
৪৬. শুভ্র-উজ্জ্বল, সুস্বাদু পানকারীদের জন্যে।
৪৭. না তাতে মাথা ঘোরে এবং না তারা পান করে মাতাল হবে।[৩২]
৪৮. তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা স্ত্রীগণ।[৩৩]

---

৩০. অর্থাৎ খাওয়ার জন্যে অভূতপূর্ব চমৎকার ফলমূল পাবে। যার পূর্ণ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তবে সংক্ষিপ্ত কিছু বান্দাদেরকে জানিয়েছেন। যেমন বলেছেন, لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ 'তা হবে অবিচ্ছিন্ন ও অবিরত'। (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬ : ৩৩)।

৩১. আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন তাদের কীরূপ পুরস্কার ও সম্মান দিবেন।

৩২. অর্থাৎ স্বাদ ও তৃপ্তিতে ভরপুর। দুনিয়ার মদ ও সুরাতে যে সব দোষ রয়েছে, তার লেশমাত্রও থাকবে না। এটি পান করলে না হবে মাথা ব্যথা, না হবে নেশাগ্রস্ত। বমিও হবে না, ফুসফুসও রোগাক্রান্ত হবে না। জান্নাতী সুরার নহরগুলো কখনও শুকিয়ে যাবে না।

৩৩. অর্থাৎ লজ্জা ও ব্রীড়ায় দৃষ্টি অবনত করে রাখবে। আপন আপন স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে না।

(৪৯) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۝

(৫০) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

(৫১) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

(৫২) يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝

(৫৩) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ ۝

৪৯. তারা যেন সুরক্ষিত লুকিয়ে রাখা ডিম।[৩৪]

৫০. তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

৫১. তাদের কেউ বলবে আমার ছিল এক সঙ্গী,

৫২. সে বলত তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে,

৫৩. আমরা যখন মরে যাব এবং হয়ে যাব মাটি ও হাড্ডি, তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে ?[৩৫]

---

৩৪. স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন বর্ণ বিশিষ্ট। যেন পাখীর ডিম, যা ধুলোবালি ও ময়লা থেকে রক্ষার জন্যে পক্ষী তার ডানার নিচে সযতনে রাখে। অর্থাৎ যেন ডিমের ভিতরের সাদা অংশ যা থাকে কঠিন খোলসের নিচে। কেউ কেউ বলেছেন, উটপাখীর ডিমের ন্যায় যার রং খুবই সুন্দর। বস্তুত তুলনা দেওয়া হয়েছে নির্মল ও সুবর্ণ হওয়ার ব্যাপারে, শুভ্রতার ব্যাপারে নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে, كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ 'যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ'। (সূরা রাহমান ৫৫ ঃ ৫৮)।

জান্নাতীগণ দুনিয়ার জীবনের স্মৃতিচারণ করবে

৩৫. অর্থাৎ বন্ধু-বান্ধব সবাই একত্রিত হবে। সুরাপান চলতে থাকবে। এই আরাম-আয়েশ ও ভোগের মধ্যে নিজেদের অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করবে। জনৈক জান্নাতী বলে উঠবে ওহ্! দুনিয়াতে আমার এক সাথী ছিল, যে আমাকে আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনের কারণে গালি-গালাজ করত এবং মূর্খরূপে আখ্যায়িত করত। তার মতে আখিরাত ছিল ভিত্তিহীন এক ধারণা যে, একজন লোক মরে মাটিতে মিশে যাবে, গোশত-মাংস কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু জীর্ণ-শীর্ণ হাড়, তারপর কর্মের প্রতিফল দেওয়ার জন্যে তাকে আবার জীবিত করা হবে ? আচ্ছা এমন অর্থহীন কথা কে বিশ্বাস করতে পারে !

(٥٤) قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝

(٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝

(٥٦) قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۙ

(٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

(٥٨) اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۙ

(٥٩) اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

(٦٠) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৫৪. সে বলবে, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও ?[৩৬]

৫৫. তারপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৫৬. বলবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করতে লেগেছিলে।

৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম।[৩৭]

৫৮. কী! আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না।

৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না।

৬০. নিশ্চয় এটিই তো মহাসাফল্য।

---

৩৬. অর্থাৎ উক্ত সাথী নিশ্চয় জাহান্নামে পড়ে আছে। এস, উঁকি দিয়ে একটু দেখি। কেমন আছে ! এটা উপরোক্ত জান্নাতীর কথা। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এটি আল্লাহ্‌ তা'আলার উক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, তোমরা কি উঁকি দিয়ে তাকে দেখতে চাও ?

৩৭. অর্থাৎ জান্নাতী লোকটিকে তার সাথীর অবস্থা দেখানো হবে যে, সে দোযখের আগুনে জ্বলছে। এটি দেখে সেই লোক আত্মসচেতন হবে। আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে। জাহান্নামীকে লক্ষ্য করে বলবে, হতভাগা! তুমি তো তোমার সাথে আমাকেও ধ্বংস করতে চেয়েছিলে। একমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাকে সাহায্য করেছে। এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। ঈমান আর খোদা পরিচিতির পথ থেকে আমার পদযুগল স্খলিত হতে দেয়নি। নতুবা আজকে আমিও তোমার সাথে গ্রেফতার হতাম, এই মর্মন্তুদ শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হতাম।

(٦١) لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○

(٦٢) اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

(٦٣) اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

(٦٤) اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধনা করা সাধকদের উচিত।[৩৮]
৬২. ভাল কথা এটিই শ্রেয় আপ্যায়নের জন্যে না যাক্কুম বৃক্ষ ?
৬৩. আমি এটি রেখেছি পরীক্ষাস্বরূপ যালিমদের জন্য।
৬৪. এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে।[৩৯]

জান্নাত লাভই মহাসাফল্য

৩৮. অর্থাৎ প্রবল আনন্দে তখন বলে উঠবে এটা কি বাস্তব সত্য নয় যে, দুনিয়াতে আমাদের একবার মৃত্যুর পর আর আমাদের মৃত্যু নেই ? এই আরাম ও আয়েশ, সুখ ও শান্তি থেকে কখনও বের হব না। কষ্ট ও শাস্তির দিকে যাব না। আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহে সর্বদা এই নায-নিআমতের মধ্যে থাকব। নিশ্চয় এটাই বিরাট সাফল্য। আর এটাই মহান লক্ষ্য। এটা অর্জনের জন্যে সকল প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করা উচিত।

জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ

৩৯. এতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতীদের বেহেশতী জীবনের সুখ-শান্তির কথা আলোচনা হয়েছে। এখান থেকে দোযখীদের পানাহার সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে। যাক্কুম একটি বৃক্ষ। এটি ভীষণ তিক্ত ও বিস্বাদ। দোযখের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আপন কুদরতে একটি বৃক্ষ জন্মিয়েছেন, সেটাকে এখানে যাক্কুম বৃক্ষ নামে উল্লেখ করেছেন। আখিরাতে যালিমদের জন্যে এটা শাস্তির উপকরণ হবে। দোযখীরা ক্ষুধায় যখন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, তখন খাওয়ার জন্যে এই বৃক্ষ দেওয়া হবে। খাদ্যনালী দিয়ে এটি প্রবেশ করার সময় কিংবা প্রবেশ করে ভিতরে যাওয়ার পর একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হবে যা ভীষণ কষ্টদায়ক। সেটিই একটি আলাদা শাস্তি। দুনিয়ার জীবনেও ওই বৃক্ষ একটি পরীক্ষা। কুরআন মাজীদে এর বর্ণনা শোনার পর কেউ কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কেউ বলে, জাহান্নামের আগুনে কাঁচা বৃক্ষ কেমন করে জন্মে ? (অথচ হতে পারে যে, ওই বৃক্ষের প্রকৃতিই অগ্নিমূলক। যেমন আগুনের পোকা 'সমনদর' আগুনের মধ্যেই জীবিত থাকে। সাহারানপুরের 'কোম্পানীবাগে' এমন কতক বৃক্ষ আছে আগুন দিয়ে সেগুলোর পরিচর্যা করা হয়।) আবার কেউ কেউ বলে অমুক ভাষায় 'যাক্কুম' বলা হয় খেজুর আর মাখনকে। সুতরাং তাদের ভাষায় এর অর্থ 'খেজুর আর মাখন সামনে রেখে তারা একে অন্যকে ডেকে বলবে, আইস, যাক্কুম খাব।'

(٦٥) طَلۡعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوۡسُ الشَّیٰطِیۡنِ ○

(٦٦) فَاِنَّهُمۡ لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ ○

(٦٧) ثُمَّ اِنَّ لَهُمۡ عَلَیۡهَا لَشَوۡبًا مِّنۡ حَمِیۡمٍ ○

(٦٨) ثُمَّ اِنَّ مَرۡجِعَهُمۡ لَاۡاِلَی الۡجَحِیۡمِ ○

(٦٩) اِنَّهُمۡ اَلۡفَوۡا اٰبَآءَهُمۡ ضَآلِّیۡنَ ○

(٧٠) فَهُمۡ عَلٰۤی اٰثٰرِهِمۡ یُهۡرَعُوۡنَ ○

(٧١) وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ اَكۡثَرُ الۡاَوَّلِیۡنَ ○

৬৫. এটির মোচা যেন শয়তানের মাথা।[৪০]
৬৬. তারা তা থেকে আহার করবে এবং তা দিয়েই উদর পূর্ণ করবে।
৬৭. তাছাড়া তাদের জন্যে থাকবে মিশ্রণ ফুটন্ত পানির।[৪১]
৬৮. আর তাদের নিয়ে যাওয়া হবে অবশ্যই অগ্নিকুণ্ডে।[৪২]
৬৯. তারা পেয়েছিল তাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী।
৭০. এবং তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল।[৪৩]
৭১. বিপথগামী হয়েছিল তাদের পূর্বে ও পূর্ববর্তীদের বহু লোক।

---

৪০. অর্থাৎ ভয়ানক আকৃতি ও বীভৎস চেহারার শয়তানদের ন্যায়। অথবা শয়তান অর্থ সাপ। অর্থাৎ ওগুলোর মোচা হবে সাপের মাথার ন্যায়। যেমন এরূপ সামঞ্জস্যের কারণে আমাদের দেশে এক প্রকারের বৃক্ষকে 'নাগফণা' বৃক্ষ বলা হয়।

৪১. যাক্কুম খেলে পিপাসা লাগবে। তখন উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। এতে নাড়িভুঁড়ি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসবে। فَقَطَّعَ اَمۡعَاءَهُمۡ 'ফুটন্ত পানি তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে' (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৫)। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।

৪২. অর্থাৎ সেখানে তারা ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত হবে। তারপর আগুন থেকে বের করে এনে যাক্কুম বৃক্ষের খাদ্য ও ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। তারপর আবার আগুনের মধ্যে ফেরত পাঠানো হবে।

৪৩. অর্থাৎ পরবর্তী কাফিরগণ পূর্ববর্তী কাফিরদের অন্ধ অনুকরণে গোমরাহ হয়েছিল। ওদেরকে যে পথে চলতে দেখেছে এরাও সে পথে পড়ি কি মরি দৌড়েছে— কুয়া খাদ কিছুই দেখেনি।

(৭২) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝

(৭৩) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

(৭৪) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

(৭৫) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝

(৭৬) وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

(৭৭) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝

(৭৮) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

(৭৯) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ۝

(৮০) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৭২. এবং আমি তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম সতর্ককারী।
৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর তাদের পরিণাম কী হয়েছিল যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।
৭৪. তবে যারা ছিল আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা (তাদের কথা স্বতন্ত্র)।[৪৪]
৭৫. নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী।
৭৬. আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে মহা সংকট থেকে।
৭৭. আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় তার বংশধরদেরকেই।
৭৮. আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি।
৭৯. যে নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে।
৮০. এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

---

৪৪. অর্থাৎ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী আখিরাত সম্পর্কে সচেতনকারী আগমনের ধারা সকল যুগেই অব্যাহত ছিল। শেষ পর্যন্ত যারা তাদের কথা শুনেনি-মানেনি তাদের শেষ পরিণতি কী হল দেখ! আল্লাহ্ তা'আলার সে সকল মনোনীত বান্দা কেবল রক্ষা পেয়েছিল যাদের মনে আল্লাহ্র ভয় ছিল, পরকালের চিন্তা ছিল। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, ভয় দেখানো হয় ও সতর্ক করা হয় সবাইকে। তাদের মধ্যে সৎকর্মশীলগণ শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। আর মন্দ লোকগণ শাস্তির শিকার হয়। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শিক্ষাগ্রহণ এবং ঈমানদারদের সান্ত্বনার জন্যে পরবর্তী আয়াতগুলোতে কতক সতর্ককারী ও সতর্ককৃত লোকের ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে।

(٨١) اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ۝

(٨٢) ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ۝

(٨٣) وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَ ۝

৮১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।
৮২. আমি নিমজ্জিত করেছিলাম অবশিষ্ট সকলকে।[৪৫]
৮৩. ইবরাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত।[৪৬]

নূহ (আ) মানবকুলের দ্বিতীয় পিতা

৪৫. প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত হযরত নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন, বুঝিয়েছেন ও উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের দুষ্কর্ম ও নির্যাতন দিনে দিনে বেড়েই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে হযরত নূহ (আ) তাঁর প্রেরণকারী মা'বূদের দরবারে হাত তুললেন এবং বললেন, رَبَّهٗ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো অসহায়, অতএব তুমি এর প্রতিবিধান কর' (সূরা কমর ৫৪ ঃ ১০)। দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে তাঁর প্রার্থনা শুনলেন এবং কেমন করে সাহায্য করলেন। রাত-দিন নির্যাতিত হওয়ার হাত থেকে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলেন। ভয়ানক ঝড়-ঝঞ্ঝার সময় তাঁদেরকে হিফাযতে রাখলেন। এককভাবে তাঁর বংশধর দ্বারা পৃথিবী আবাদ করলেন এবং দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিনের জন্যে ভাল লোকদের মধ্যে তাঁর সুনাম ও প্রশংসা চর্চা অব্যাহত রাখলেন। বস্তুত আজ জগতের লোকজন তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করছে এবং সমগ্র বিশ্বে 'নূহ আলায়হিস সালাম' বলে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়। এটি তো নেক বান্দাদের পরিণাম। অন্যদিকে তাঁর শত্রুদের অবস্থা দেখুন। সবাইকে ভয়ংকর ঝড়-তুফানের শিকারে পরিণত করা হয়েছে। আজ তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। নিজেদের মূর্খতা ও দুষ্কর্মের পরিণতিতে পার্থিব জীবনের নৌকা নিমজ্জিত হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অধিকাংশ উলামা-ই-কিরামের অভিমত এই যে, বর্তমানে বিশ্বের সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্রের (সাম, হাম, ইয়াফিছ) বংশধর। জামি' তিরমিযী শরীফের কতক হাদীস দ্বারা এর সত্যায়ন ও সমর্থন পাওয়া যায়।

৪৬. দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সকল নবী একই পথের পথিক। পরবর্তী সকলেই পূর্ববর্তী সকলকে সত্যায়ন ও সমর্থন করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হযরত নূহ (আ)-এর দলভুক্ত বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ 'তোমাদের এই জাতি এটি তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর' (সূরা মু'মিনূন– ২৩ ঃ ৫২)।

(٨٤) اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

(٨٥) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۝

(٨٦) اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۝

(٨٧) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٨٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ۝

(٨٩) فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ۝

(٩٠) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۝

৮৪. সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে।[৪৭]
৮৫. যখন সে জিজ্ঞেস করেছিল তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে তোমরা কিসের পূজা করছ ?
৮৬. তোমরা কি মিথ্যা ইলাহগুলোকে চাও আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ?[৪৮]
৮৭. তোমরা কী ধারণা রাখ জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে ?[৪৯]
৮৮. তারপর সে একবার তাকাল তারকারাজির দিকে।
৮৯. এবং বলল, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।
৯০. এরপর তারা চলে গেল তাকে পশ্চাতে রেখে।

---

৪৭. অর্থাৎ বিশ্বাসগত ও চরিত্রগত সকল প্রকারের ত্রুটিমুক্ত মন নিয়ে পার্থিব সন্দেহ-সংশয় থেকে স্বচ্ছ হয়ে বিনয় ও নম্রতা সহকারে আপন প্রতিপালকের প্রতি মাথা নত করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কেও প্রতিমা-পূজা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন।

৪৮. অর্থাৎ পাথরের মূর্তিগুলো আসলে কী ? তোমরা সেগুলোকে এত ভালবাস যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সেগুলোর তাবেদারী করছ! বলতো দেখি, সত্য সত্যই কি সেগুলোর হাতে পৃথিবীর পরিচালনা শক্তি ? কিংবা তারা কি ছোট-বড় কোন লাভ-লোকসানের মালিক ? হায়! সত্য মালিক যিনি, তাঁকে ছেড়ে এ সকল মিথ্যা পরিচালকের এত তোষামোদী ও আদর-যত্ন করছ কেন ?

৪৯. কী বল, রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি তোমাদের সংশয় আছে ? নাকি তাঁর শান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারছ না ? আর তাই পাথরগুলোকে তাঁর শরীক ও সমতুল্য জ্ঞান করছ। নাকি তার গযব ও শাস্তি সম্পর্কে তোমরা অবগত নও! আর তাই এরূপ বেআদবী করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত বল দেখি, বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে তোমরা কী ধারণা পোষণ করছ ?

(৯১) فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

৯১. পরে সে সন্তর্পণে গেল তাদের দেবতাগুলোর দিকে এবং বলল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন ?৫০

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি 'আমি অসুস্থ'-এর ব্যাখ্যা

৫০. তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্যোতিষীদের অত্যধিক প্রভাব ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে দেখানোর জন্যে তারকারাজির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার অবস্থা ভাল নয়। (দুনিয়াতে এমন কে আছে যে, সব সময় সবদিক থেকে অবস্থা ভাল থাকে ? অভ্যন্তরীণ হোক আর বাহ্যিক হোক কিছু না কিছু অসুবিধা তো থাকেই! তা ছাড়া ভাল না থাকার জন্যে এটিই বা কম কী যে, সারাক্ষণ আপন সম্প্রদায়ের অশুভ অবস্থা দেখে নিজেও বিষণ্ন হয়ে পড়েন।) অথবা তাঁর বক্তব্যের অর্থ এই, আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ব (রোগ অর্থ মন-মানসিকতার অস্বাভাবিক অবস্থা, মৃত্যুর পূর্বে অনিবার্যভাবে সবাই এই অবস্থায় পতিত হবে)। মোটকথা, ইবরাহীম (আ)-এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সঠিক ছিল। কিন্তু তারকার দিকে তাকিয়ে এ কথা বলায় লোকজন বুঝে নিয়েছিল যে, তারকার অবস্থান দেখে তিনি জানতে পেরেছেন যে, অবিলম্বে অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তারা তাদের এক আনন্দ মেলায় অংশগ্রহণের জন্যে শহরের বাইরে যাচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য শুনে তারা ইবরাহীম (আ)-এর ওযর গ্রহণ করেছিল এবং একাকী রেখে তারা চলে গিয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইচ্ছা ছিল যে, একাকী সুযোগ পেলে তিনি ওই মিথ্যা খোদাগুলোকে দেখে নিবেন। তিনি মূর্তিঘরে প্রবেশ করলেন এবং মূর্তিগুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের সম্মুখে থরে থরে সাজানো এই খাদ্যদ্রব্য খাচ্ছ না কেন ?' তোমাদের আকার-আকৃতি তো খাদ্য গ্রহণকারীদের ন্যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হল যে, 'আমি অসুস্থ' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই উক্তি বাস্তবতার প্রেক্ষিতে মিথ্যা ছিল না। তবে তাঁর লোকেরা যা বুঝেছিল তার বিপরীত ছিল বটে। এ জন্যে কতক বিশুদ্ধ হাদীছে এ ক্ষেত্রে "كذب" বা মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এটি মিথ্যা নয় বরং تَوْرِيَه বা ইঙ্গিতমূলক কথা। শরীআতসম্মত ব্যাপারে প্রয়োজন মনে করলে এ প্রকারের توريه বা ইঙ্গিতমূলক কথা বলার অনুমতি আছে। যেমন হিজরত বিষয়ক হাদীস শরীফে مَنِ الرجل। 'আপনারা কোথাকার লোক' প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, مِنَ الْمَاءِ। পানি অঞ্চলের লোক। এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত আবূ বকর (রা) বলেছিলেন, رَجُلٌ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ 'তিনি এমন লোক যিনি আমাদেরকে পথ দেখান।' তবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গগনচুম্বী মর্যাদার প্রেক্ষিতে এরূপ ইঙ্গিতমূলক কথা বলা 'উৎকৃষ্টতার বিপরীত' হয়েছিল, তাই হাদীছ শরীফে এটিকে ذنب বা ত্রুটি বলা হয়েছে।

(٩٢) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ○

(٩٣) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ○

(٩٤) فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ○

(٩٥) قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ○

(٩٦) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○

৯২. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না ?[৫১]
৯৩. তারপর সে ওগুলোর উপর ডান হাত দিয়ে আঘাত হানল।[৫২]
৯৪. তখন ওই লোকগুলো তার দিকে ছুটে এল সন্ত্রস্ত হয়ে।[৫৩]
৯৫. সে বলল, তোমরা তাদেরই পূজা কর কেন যাদেরকে নিজেরা খোদাই করে নির্মাণ কর ?
৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও।[৫৪]

হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়

৫১. খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে মূর্তিদের কোন উত্তর না পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা কথা বল না কেন ? অর্থাৎ তোমাদের আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো মানুষের ন্যায় বানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রাণ তোমাদের মধ্যে সঞ্চারণ করতে পারেনি। তারপরেও কী আশ্চর্য! খাদ্য-পানি গ্রহণকারী এবং কথা বলতে সক্ষম মানুষ অচল অনুভূতিহীন মানুষের সামনে সিজদাবনত হয় এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানে ওগুলোর সাহায্য কামনা করে।

৫২. অর্থাৎ সজোরে আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন। ইতোপূর্বে সূরা আম্বিয়ায় এই ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৫৩. লোকজন মেলা থেকে ফিরে এসে দেখতে পেল যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন আলামত থেকে তারা বুঝতে পারল ইবরাহীম (আ) ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করেনি। তাই সবাই তাঁর প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ল।

৫৪. অর্থাৎ যেই এগুলো ভাঙ্গুক না কেন, প্রকৃত কথা হল তোমরা এই মূর্খতার কাজ কর কেন ? প্রাণহীন পাথরের মূর্তি যেগুলোকে তোমরা নিজের হাতে খোদাই করে তৈরি কর, সেগুলো কি তোমাদের উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়ে ? যে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন, তোমাদের সকল কর্ম সৃষ্টি করেন এবং এই পাথরগুলোও সৃষ্টি করেন, তাঁর সাথে কোন সম্পর্ক-সংযোগ নেই ? সবকিছু সৃষ্টি করেন তিনি আর বন্দেগী ও উপাসনা হয় অন্যের তাও সেই অন্যগুলো কেমন ? সৃষ্টির হাতে সৃষ্ট। হায় এ কেমন অজ্ঞতা !

(৯৭) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ○

(৯৮) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ○

(৯৯) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ○

(১০০) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ○

৯৭. তারা বলল, তার জন্যে এক ইমারত তৈরী কর, তারপর তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

৯৮. তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই করে দিলাম হেয়।[৫৫]

৯৯. এবং সে বলল, আমি চললাম আমার প্রতিপালকের দিকে, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন।[৫৬]

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান।[৫৭]

---

৫৫. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তিসম্মত প্রশ্নের উত্তর যখন তারা দিতে পারল না, তখন এ সিদ্ধান্ত নিল যে, এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে ইবরাহীম (আ)-কে তার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে মানুষের মনে মূর্তিপূজার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় এবং মূর্তির অবমাননার ব্যাপারে ভয় সৃষ্টি হবে যে, এর বিরোধিতাকারীর পরিণতি এমনই হয়। পরবর্তীতে কেউ এরূপ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাভূত করে দিলেন ও ব্যর্থ করে দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে আগুনকে বাগানে পরিণত করে দিলেন। এতদ্বারা সবার সামনে এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, তোমরা সবাই তোমাদের মিথ্যা উপাস্যগণ সকলে মিলেও একক খোদার এক নিষ্ঠাবান বান্দার একটি চুলও বাঁকা করতে পার না। আগুনের এমন ক্ষমতা নেই যে, ইবরাহীম (আ)-এর প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে একটি নখও পোড়াতে পারে।

৫৬. নিজের সম্প্রদায়ের দিক থেকে যখন হযরত ইবরাহীম (আ) নিরাশ হয়ে পড়লেন, অন্যদিকে তাঁর পিতাও তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিল, তখন তিনি হিজরতের সংকল্প করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন।

৫৭. অর্থাৎ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও দেশ তো ছেড়েছি এখন ভাল সন্তান দান করুন। দীনী কাজে যে আমার সাহায্য করতে পারে এবং এই সিলসিলা জারী রাখতে পারে।

(১০১) فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ۝

১০১. তারপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম এক পুত্রের, যে হবে ধৈর্যশীল।৫৮

হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন

৫৮. এ থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তান প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং সেই ছেলেটিই কুরবানীরূপে পেশ করা হয়েছিল। প্রচলিত তাওরাত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনার ফলে যে ছেলে জন্মেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। আর এ জন্যেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ইসমাঈল। সামউন (سَمْعُ) ও ঈল (ايل) এই দুটো শব্দযোগে ইসমাঈল শব্দটি গঠিত। সামউন অর্থ শোনা আর ঈল অর্থ আল্লাহ্। সুতরাং ইসমাঈল অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা শুনেছেন। 'তাওরাতে' আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছিলেন, ইসমাঈলের ব্যাপারে আমি তোমার দু'আ শুনে নিয়েছি। এই সূত্রানুসারে আলোচ্য আয়াতে যার কথা উল্লেখ হচ্ছে তিনি হযরত ইসমাইল (আ)। হযরত ইসহাক (আ) নন। অনুরূপভাবে কুরবানী, যবাহ ও অন্যান্য আলোচনা শেষ করার পর হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কিত সুসংবাদের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا 'তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাক (আ)-এর সে নবী হবে।' এতেও প্রমাণিত হয় যে, فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ 'আমি তাকে স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিয়েছি' আয়াতে হযরত ইসহাক (আ) ভিন্ন অন্য কোন সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কিত সুসংবাদের সাথে সাথে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সুসংবাদও দেওয়া হয়েছে, যিনি হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তান। وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ 'ইসহাকের পশ্চাতে ইয়াকূব' (সূরা হূদ– ১১ : ৭)। তাহলে কী করে ধারণা করা যায় যে, হযরত ইসহাক (আ) 'যবাহযোগ্য' হবেন ? নবী বানানোর পূর্বে এবং সন্তান দানের পূর্বেই তাঁকে যবাহ করে দেওয়া হবে কেমন করে ? অতএব, অনিবার্যরূপে মেনে নিতে হবে যে, যাবীহুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যবাহযোগ্য হওয়ার গৌরব হযরত ইসমাঈল (আ)-এর, যার ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়ার সাথে নবী বানানোর ও সন্তান দানের ঘোষণা ছিল না। এ কারণেই কুরবানীর স্মৃতিচারণ ও এ সম্পর্কিত রীতি নীতিগুলো যুগ যুগ ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। এ যুগেও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর রূহানী বংশধরগণ (যারা মুসলমান নামে আখ্যায়িত) পবিত্র স্মৃতিচারণের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রচলিত তাওরাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কুরবানীর স্থান ছিল 'মুরা অথবা

মুরিরা'। ইয়াহুদী ও খৃস্টানগণ এই স্থান নির্দেশনায় একাধিক মন্তব্য করেছে, যেগুলো বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। অথচ সত্য ও সহজ কথা এই যে, স্থানটি ছিল 'মারওয়া', যা কা'বা শরীফের সামনে অতি নিকটে। যেখানে উমরা সম্পাদনকারিগণ সাফা-মারওয়া পর্বতের সাঈ (দৌড়) শেষে ইহরাম খোলে। এমনও হতে পারে যে, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ। আয়াতে এই সাঈ-এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইমাম মালিক (র) সংকলিত মুআত্তা গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, 'মারওয়া'-এর প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, এটিই যবাহের স্থান। খুব সম্ভব তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) সম্পর্কিত কুরবানী-স্থলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে লোকজন তো মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে মিনাতে গিয়ে কুরবানী করত। যেমন এখনও করা হয়। এতে মনে হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর মূল কুরবানী-স্থল ছিল 'মারওয়া'। পরবর্তীতে হাজীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সে অনুপাতে কুরবানীর পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কুরবানী-স্থল মিনা পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে। কুরআন মাজীদেও আল্লাহ্ তা'আলা هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ "কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে" এবং ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ। 'সেগুলোর কুরবানীর স্থল প্রাচীন গৃহের নিকট' বলেছেন, যা দ্বারা কা'বার নিকটবর্তী বলে প্রতীয়মান হয়। যা হোক নিদর্শন ও প্রমাণাদি বলছে যে, আল্লাহ্র পথে যবাহযোগ্য ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। যিনি মক্কা শরীফে এসে বসবাস করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর বংশধারা প্রসারিত হয়েছে। তাওরাতে এটাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একমাত্র ও প্রিয়তম পুত্র কুরবানীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে হযরত ইসমাঈল (আ) বয়সে হযরত ইসহাক (আ)-এর বড় ছিলেন। তাহলে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উপস্থিতিতে হযরত ইসহাক (আ) একমাত্র সন্তান হন কেমন করে?

এখানে একটি বিস্ময়কর ও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যে সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, সে সন্তানকে غُلَامٍ حَلِيمٍ 'ধৈর্যশীল ছেলে' বলা হয়েছে। কিন্তু হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে যখন ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ জানান, তখন غُلَامٍ عَلِيمٍ 'জ্ঞানবান ছেলে' উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন কারীমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে حَلِيمٌ 'ধৈর্যশীল' উপাধি একমাত্র সুসংবাদ বিশিষ্ট এই সন্তান ও তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ) ব্যতীত অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ 'ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমলহৃদয়, সতত আল্লাহ্ অভিমুখী।' (সূরা হূদ ১১ : ৭৫)। إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (ইবরাহীম কোমলহৃদয়, ধৈর্যশীল (সূরা তাওবা ৯ : ১১৪) এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শুধু পিতা-পুত্র এই দু'জনই حَلِيمٌ 'ধৈর্যশীল' উপাধি পাওয়ার যোগ্য। حَلِيمٌ আর

(১০২) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

১০২. এরপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে ছুটাছুটি করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে তোমাকে আমি যবাহ করছি, এখন বল তো তোমার অভিমত কী ? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি তাই করুন যা আদিষ্ট হয়েছেন। আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।[৫৭]

صَابِر শব্দদ্বয় প্রায় সমার্থবোধক। এই غُلَامٌ حَلِيْمٌ 'ধৈর্যশীল বালকের' মুখ দিয়েই উচ্চারিত করিয়েছেন سَتَجِدُوْنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ 'আমাকে ইনশাআল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের একজন রূপে পাবেন।' আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র পরিষ্কার বলেছেন وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল (সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৮৫)।

সম্ভবত এ জন্যেই সূরা মারয়ামে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে صَادِقُ الْوَعْدِ 'প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু 'আমাকে ইনশাআল্লাহ্ ধৈর্যশীল পাবেন' এই প্রতিশ্রুতি তিনি বিস্ময়করভাবে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। বস্তুত حَلِيْمٌ 'সহনশীল' صَابِر 'ধৈর্যশীল' এবং صَادِقُ الْوَعْدِ 'প্রতিশ্রুতিতে সত্যাশ্রয়ী'। উপাধির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি একজন বলেই মনে হয়, অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)। তিনি ছিলেন, وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا 'তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন'। কা'বাঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর পবিত্র মুখ দিয়ে যে দু'আ বেরিয়েছিল তার মধ্যে এ শব্দগুলোও ছিল وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ 'আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর থেকে তোমার এক অনুগত উম্মত করো।' (সূরা বাকারা ২ ঃ ১২৮)। হুবহু মুসলিম শব্দের সেই দ্বিবচনীয় শব্দ দ্বারা এখানে কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন فَلَمَّا اَسْلَمَا 'যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল। আর এই দু'জনের বংশধরকে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মত নামে আখ্যায়িত করেছেন।' নিঃসন্দেহে এর চেয়ে অধিক আনুগত্য নিবেদন, ধৈর্য ও সহনশীলতা আর কী হতে পারে যা এই পিতা-পুত্র যবাহ করা ও যবাহ হওয়ার ঘটনায় দেখালেন। আর এই দু'জনের আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ উভয়ের বংশধরকে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুসলিমা বা মুসলিম উম্মত বানিয়ে দিলেন। আল্‌হামদু লিল্লাহ!

(١٠٣) فَلَمَّآ اَسۡلَمَا وَتَلَّهٗ لِلۡجَبِيۡنِ ۚ

(١٠٤) وَنَادَيۡنٰهُ اَنۡ يّٰۤاِبۡرٰهِيۡمُ ۙ

(١٠٥) قَدۡ صَدَّقۡتَ الرُّءۡيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ

(١٠٦) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الۡبَلٰٓؤُا الۡمُبِيۡنُ

১০৩. যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে মাথা উপুড় করে শায়িত করল।[৬০]

১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাহীম!

১০৫. তুমি তো সত্যিই পালন করলে স্বপ্নাদেশ।[৬১] এভাবেই আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মশীলদেরকে।

১০৬. নিশ্চয়ই এটি ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।[৬২]

---

৫৯. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ) যখন এতটুকু বড় হলেন যে, পিতার সাথে দৌড়াতে পারেন এবং তাঁর কাজে সাহায্য করতে পারেন, তখন ইবরাহীম (আ) তাঁর পুত্রকে স্বপ্নের কথা জানালেন, যাতে তিনি যাচাই করতে পারেন যে, পুত্র কি আপন ইচ্ছায় রাযী হবে, না বল প্রয়োগ করতে হবে। কথিত আছে যে, একাদিক্রমে তিন রাত তিনি এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তৃতীয় দিন ছেলেকে জানালেন। ছেলে অনতিবিলম্বে তা কবূল করে নিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বললেন, আব্বাজান! (দেরী কেন?) মালিকের যা নির্দেশ তা বাস্তবায়িত করুন। (এরূপ কাজে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। পিতৃস্নেহ যেন প্রতিবন্ধক হতে না পারে)। আর আমি ? ইনশাআল্লাহ, আপনি দেখবেন কেমন ধৈর্য আর সহনশীলতার সাথে আমি আল্লাহর নির্দেশ পালন করি। লক্ষ কোটি রহমত নাযিল হোক এরূপ পিতা ও পুত্রের প্রতি।

৬০. যাতে পুত্রের মুখমণ্ডল নযরে না পড়ে। নযরে পড়লে যদি পিতৃস্নেহ উথলে উঠে! কথিত আছে যে, পুত্রই এ কৌশল পিতাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তারপর কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বরং যা ঘটেছে তা উপলব্ধি করেছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হৃদয় ও উপস্থিত ফেরেশতাগণ।

৬১. অর্থাৎ বেশ বেশ, থেমে যাও। তুমি তো তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছ। আমার উদ্দেশ্য তো তোমার পুত্রকে যবাহ্ করিয়ে দেওয়া নয়। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করাই ছিল উদ্দেশ্য। পরীক্ষায় তুমি পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছ।

৬২. অর্থাৎ এরূপ কঠিন কঠিন নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করি, তারপর তাদেরকে অবিচল রাখি। আর তখন উচ্চ মরতবা ও মর্যাদা প্রদান করি। তাওরাতে আছে, হযরত

(١٠٧) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

(١٠٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○

(١٠٩) سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

(١١٠) كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١١١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١١٢) وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

১০৭. আমি তাকে এর প্রতিদান দিলাম এক বড় পশু কুরবানীর জন্যে।[৬৩]
১০৮. আমি এটি পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি যে,
১০৯. শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের উপর।[৬৪]
১১০. এভাবে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।
১১১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।[৬৫]
১১২. আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, যে হবে এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।[৬৬]

ইবরাহীম (আ) যখন পুত্র কুরবানী দিচ্ছিলেন এবং ফেরেশতা ডেকে বলেছিল থামুন, থামুন। তখন ফেরেশতা নিম্নের কথা কয়টি বলেছিল, আল্লাহ্ বলছেন, তুমি যেহেতু এত কঠিন কাজ করেছ নিজের একমাত্র পুত্রকে জীবিত রাখতে চাইলে না আমি তোমাকে বরকত দান করব এবং তোমার বংশধরদেরকে আকাশের তারকারাজির ন্যায় এবং সমুদ্রতীরের বালুকারাশির ন্যায় সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিব। (তাওরাত, তাকভীন, আসহাহ, ২২ ঃ ১৫)।

৬৩. অর্থাৎ বড় সম্মানিত, যা বেহেশত থেকে এসেছিল। অথবা বহু মূল্যবান, মোটা ও তাজা ছিল তারপর হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মহান স্মরণে কুরবানীর এই প্রথা চিরদিনের জন্যে চালু করে দিলাম।

৬৪. এখনও পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রশংসা সহকারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নাম স্মরণ করে। (আমাদের নবীর প্রতি ও তাঁর প্রতি হাজার হাজার সালাম)।

৬৫. অর্থাৎ আমার উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত ঈমানদার বান্দাদের অন্যতম।

৬৬. এতে বুঝা গেল প্রথম সুসংবাদ ছিল হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কিত এবং যবাহ সম্পর্কিত সকল ঘটনা ঘটেছিল তাঁকে কেন্দ্র করে।

(١١٣) وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۟

(١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۟

(١١٥) وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۟

(١١٦) وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۟

১১৩. আমি বরকত দান করেছিলাম তাকে এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক পাপাচারী নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।[৬৭]

১১৪. আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি,

১১৫. এবং তাদের এবং তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট থেকে।[৬৮]

১১৬. আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম। ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী।[৬৯]

---

৬৭. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, উভয়ের বংশধর বলা হয়েছে, অর্থাৎ উভয় পুত্র তথা হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর বংশধর। তাঁদের দু'জনের ঔরস থেকে বহু বংশধর জন্ম নিয়েছে। হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধরের মধ্যে রয়েছেন বনী ইসরাঈলের নবীগণ (আ)। আর হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে রয়েছেন আরবগণ। তাদের মধ্য থেকে ফুটে উঠেছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। তারপর বলা হয়েছে বংশধর সবাই সমান নয়। কেউ ভাল যারা পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল করে। আর কতক মন্দ, নিজেদের অপকর্মের কারণে যারা বংশের কলঙ্করূপে আখ্যায়িত হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রায় সকল তাফসীরকার مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا 'উভয়ের বংশধর থেকে' শব্দের সর্বনাম দ্বারা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-কে বুঝিয়েছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) এতদ্বারা হযরত ইসমাঈল আর হযরত ইসহাক (আ)-কে বুঝানো হয়েছে বলে বিষয়বস্তুতে আরও ব্যাপকতা দান করেছেন।

৬৮. অর্থাৎ ফিরআওন ও তার অত্যাচার-নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেছিলাম এবং অত্যন্ত সহজে লোহিত সাগর পার করিয়ে দিয়েছিলাম।

৬৯. অর্থাৎ ফিরআওনের দলবলকে ডুবিয়ে দিয়ে ইসরাঈলীদেরকে বিজয়ী ও সাহায্যপ্রাপ্ত করেছিলাম। ধ্বংসপ্রাপ্ত ফিরআওনীয়দের ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছিলাম।

(١١٧) وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝

(١١٨) وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

(١١٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝

(١٢٠) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(١٢١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٢٢) اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٢٣) وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٢٤) اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

১১৭. আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব।[৭০]

১১৮. এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।[৭১]

১১৯. আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি যে,

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

১২১. এভাবে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।

১২২. নিশ্চয়ই তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।[৭২]

১২৩. আর নিশ্চয়ই ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন।[৭৩]

১২৪. স্মরণ কর যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের কি ডরভয় নেই ?

---

৭০. অর্থাৎ তাওরাত শরীফ, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ছিল।

৭১. অর্থাৎ কথায় ও কাজে দৃঢ়তা দান করেছিলাম। সকল ক্ষেত্রে সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। নবী-রাসূলদের পবিত্রতার এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য।

৭২. অর্থাৎ আমার পূর্ণ ঈমানদার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৩. কারো কারো মতে হযরত ইলিয়াস (আ) হযরত হারূনের বংশভুক্ত। সিরিয়ার 'বাআলবাক্কা' শহরে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াস (আ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তারা 'বাআল' নামের এক মূর্তির পূজা করত। হযরত ইলিয়াস (আ) তাদেরকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও মূর্তিপূজার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

(১২৫) اَتَدۡعُوۡنَ بَعۡلًا وَّ تَذَرُوۡنَ اَحۡسَنَ الۡخَالِقِیۡنَ ۙ

(১২৬) اللّٰهَ رَبَّکُمۡ وَ رَبَّ اٰبَآئِکُمُ الۡاَوَّلِیۡنَ ○

(১২৭) فَکَذَّبُوۡهُ فَاِنَّهُمۡ لَمُحۡضَرُوۡنَ ۙ

(১২৮) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِیۡنَ ○

(১২৯) وَ تَرَکۡنَا عَلَیۡهِ فِی الۡاٰخِرِیۡنَ ۙ

(১৩০) سَلٰمٌ عَلٰۤی اِلۡ یَاسِیۡنَ ○

১২৫. তোমরা কি বাআলকে ডাক এবং পরিত্যাগ কর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১২৬. আল্লাহ্‌কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের এবং প্রতিপালক তোমাদের পূর্বপুরুষদের।[৭৪]

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করা হবে পাকড়াও করে।[৭৫]

১২৮. তবে আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।[৭৬]

১২৯. আমি তা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি যে,

১৩০. ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।[৭৭]

---

৭৪. যোগ, বিয়োগ ও মিশ্রণ করে তো দুনিয়াতে মানুষেরা বহু জিনিস তৈরী করতে পারে। কিন্তু সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা তো তিনি, যিনি সব মূল ও শাখা, পদার্থ ও গুণাগুণ এবং সকল বিশেষণ ও বিশেষিতের প্রকৃত স্রষ্টা। যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সেই সর্বোৎকৃষ্ট স্রষ্টাকে ছেড়ে বাআল-এর উপাসনা করা, তার নিকট সাহায্য কামনা করা কী করে জাইয হবে ? সে তো অণুপরিমাণ কোন কিছুও তৈরী করতে পারে না। বরং তার অস্তিত্বও তার পূজারীদের হাতে বন্ধক। তারা যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ বানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

৭৫. অর্থাৎ এই অস্বীকৃতির শাস্তি ভোগ করবে।

৭৬. অর্থাৎ সবাই অস্বীকার করেছে। তবে আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ অস্বীকার করেনি। সুতরাং তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

৭৭. ইলয়াসুন (اِلۡیَاسُ) নামটিকে ইলয়াসীন (اِلۡیَاسِیۡنَ)ও বলা হয়। যেমন সায়না (سَیۡنَاء) পর্বতকে সীনীনা (سِیۡنِیۡنَ) বলা হয়। অথবা ইলয়াসীন দ্বারা হযরত ইলিয়াস (আ)-এর অনুসারিগণকে বুঝানো হয়। কেউ কেউ আলেয়াসীন (اٰل یَاسِیۡنَ)

(١٣١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٣٢) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٣٣) وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(١٣٤) اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ○

(١٣٥) اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ○

(١٣٦) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

(١٣٧) وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ○

(١٣٨) وَبِالَّيْلِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৩১. এভাবে আমি পুরস্কৃত করে থাকি সৎকর্মপরায়ণদেরকে।
১৩২. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম।
১৩৩. নিশ্চয়ই লূতও ছিল রাসূলদের একজন।
১৩৪. আমি উদ্ধার করেছিলাম তাকে ও তার পরিবারের সকলকে।
১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৭৮]
১৩৬. তারপর আমি সমূলে উপড়িয়ে ফেলেছিলাম অবশিষ্টদেরকে।[৭৯]
১৩৭. তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে ও
১৩৮. রাতে। তবু কি তোমরা অনুধাবন করবে না?[৮০]

অর্থাৎ 'ইয়াসীনের পরিবার' পাঠ করেন। এই সূত্রে ইয়াসীন তাদের পিতা অথবা তাদের নামই ইয়াসীন। আল (اٰلْ) শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ অথবা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى বাক্যের মধ্যে অতিরিক্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

৭৮. অর্থাৎ হযরত লূতের স্ত্রী। সে শাস্তি প্রাপ্তদের সাথে যোগ-সাজশ ও ষড়যন্ত্র করত।

৭৯. অর্থাৎ হযরত লূত (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ ব্যতীত অন্য সকলকে সহ জনপদটি উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা ইতোপূর্বে একাধিক স্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৮০. এটা বলা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে। কারণ, মক্কা থেকে সিরিয়ায় যে সকল বাণিজ্যিক কাফেলা যাত্রা করত, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উল্টিয়ে দেওয়া জনপদ যাত্রাপথে তাদের নযরে পড়ত।

(١٣٩) وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

(١٤٠) اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

(١٤١) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۝

(١٤٢) فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۝

(١٤٣) فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۝

(١٤٤) لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

১৩৯. নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রাসূলদের একজন।

১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে পৌছল ভরা নৌযানে।

১৪১. তারপর সে লটারী করাল তাতে বেরিয়ে আসল তার ত্রুটি।[৮১]

১৪২. পরে তাকে গিলে ফেলল এক বৃহদাকার মৎস্য। তখন সে ছিল অভিযোগের শিকার।[৮২]

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত।

১৪৪. তাহলে তাকে থাকতে হত সেটির উদরে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।[৮৩]

অর্থাৎ রাত-দিন সে পথে তারা যায় এবং ওই বিধ্বস্ত জনপদ দেখে। তবু তাদের শিক্ষা হয় না ও চেতনা আসে না। তারা কি এ কথা বুঝেনা যে, নাফরমানীর কারণে এক নাফরমান জাতির যে পরিণতি হয়েছে অপর নাফরমান জাতিরও সেই পরিণতি হতে পারে?

৮১. সমুদ্রের মাঝখানে এসে নৌযানটি ঘুরপাক খেতে শুরু করে। লোকজন বলতে লাগল নিশ্চয় নৌকাতে এমন কোন দাস আছে যে আপন মুনিবের নিকট থেকে পালিয়ে এসেছে। সবার নামে কয়েক বার লটারী দেওয়া হল। প্রত্যেক বার হযরত ইউনুস (আ)-এর নামই বেরিয়ে এল। সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়াতে এই ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

৮২. তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর অপেক্ষা না করে নিজের ইজতিহাদ ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে জনপদ থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহর শাস্তি আগমনের দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

৮৩. অর্থাৎ মাছের পেটে যাওয়ার আগেও যেহেতু তিনি প্রচুর পরিমাণে তাসবীহ পাঠ করতেন আর পেটে ঢুকে যাবার পরও প্রচুর তাসবীহ্ পাঠ করেছেন, সেহেতু আমি তাকে শীঘ্র মুক্তি দিয়েছি। নতুবা কিয়ামত পর্যন্ত আর বেরুনোর তার ভাগ্য হত না, মাছের খাদ্যে পরিণত হতে হতো।

(١٤٥) فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۝

(١٤٦) وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۝

(١٤٧) وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۝

(١٤٨) فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

১৪৫. এরপর তাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।

১৪৬. পরে আমি তার উপর উদগত করলাম এক লাউ গাছ।[৮৪]

১৪৭. তাকে আমি প্রেরণ করেছিলাম লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি।[৮৫]

১৪৮. এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিলাম কিছু কালের জন্যে।[৮৬]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ .... لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তাসবীহ্ পাঠ না করলে তিনি কখনও বের হতে পারতেন না। ফোরাত নদীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। আল্লামা মাহমূদ আলুসী বাগদাদী (র) লিখেছেন, "আমি নিজে এই সমুদ্রে বিরাট বিরাট মাছ দেখেছি। হযরত ইউনুস (আ)-এর মাছের পেটে ঢুকে পড়ার ঘটনায় বিস্ময়ের কারণ নেই। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, মাছের পেটে তাঁর তাসবীহ ছিল ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

জনশূন্য প্রান্তরে হযরত ইউনুস (আ)-এর পানাহারের ব্যবস্থা

৮৪. আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের প্রেক্ষিতে মাছটি এক উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে হযরত ইউনুস (আ)-কে পেট থেকে বের করে দেয়। সম্ভবত প্রয়োজনীয় আবহাওয়া ও খাদ্যের অভাবে তিনি রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কথিত আছে যে, রৌদ্রের তাপ এবং শরীরে মাছির উপদ্রবও তাঁর জন্যে কষ্টকর ছিল। আল্লাহ্র কুদরতে সেখানে একটি লাউ গাছ উদগত হয়। সেটির পাতা এসে তাঁর দেহে ছায়া বিস্তার করে। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে তাঁর পানাহারেরও ব্যবস্থা হয়।

৮৫. অর্থাৎ শুধু প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিপক্ক বুদ্ধির লোকদেরকে হিসাব করলে তাদের সংখ্যা হবে এক লক্ষ। আর বড় ছোট সবাইকে গণনা করলে লক্ষের অধিক হবে। অথবা এমনও বলা যায় যে, তাদের সংখ্যা এক লক্ষের উপরে কয়েক হাজার ছিল বটে কিন্তু দু'লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছায়নি । তাই হাজারের হিসাব না ধরলে হয় এক লক্ষ আর হাজার সহ বললে হয় এক লক্ষের অধিক কয়েক হাজার।

৮৬. অর্থাৎ ঈমান ও ইয়াকীনের বদৌলতে তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং তাদের নির্ধারিত আয়ু পর্যন্ত দুনিয়ার জীবন উপভোগ করেছে। হযরত শাহ সাহেব

(١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝
(١٥٠) اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝
(١٥١) اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝
(١٥٢) وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

১৪৯. এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্যে পুত্র সন্তান ?
১৫০. অথবা আমি কি সৃষ্টি করেছিলাম ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল ?
১৫১. শোন, তারা তো মনগড়া কথা বলে যে,
১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।[৮৭]

(র) লিখেন, যে সম্প্রদায় থেকে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন তারাই এখন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্যে তারা তাঁকে খুঁজছিল। তখন তিনি তাদের নিকট ফিরে গেলেন। তাঁকে পেয়ে তারা খুবই আনন্দিত হয়েছিল। এই ঘটনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়াতে দেখে নিতে পারেন।

জিন ও ফেরেশতা সম্পর্কে কাফিরদের ধারণা

৮৭. অর্থাৎ নবীদের অবস্থা তো শুনলেন যে, হযরত নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, হারূন, ইলিয়াস, লূত ও ইউনুস (আ) তাদের সকলের বিপদাপদ ও সমস্যা আল্লাহ্ তা'আলাই সমাধান করে দিয়েছেন। যত বড় ও নৈকট্যপ্রাপ্তই হোন না কেন, আল্লাহ্র সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে কেউই মুক্ত নন।

এবার কতক ফেরেশতা ও জিনের কথা শুনুন। এগুলো সম্পর্কে কাফিরেরা কত জঘন্য বিশ্বাস পোষণ করে তা বর্ণিত হচ্ছে। বস্তুত আরবের কোন কোন গোত্র এ কথা বলে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা। যখন বলা হয় এগুলোর মাতা কে ? তখন তারা বলে বড় বড় জিনদের কন্যারা ফেরেশতাদের মাতা (নাঊযুবিল্লাহ্)।

এভাবে তারাও ফেরেশতাগণের সাথে আল্লাহ্র আত্মীয়তার সম্পর্ক সাব্যস্ত করে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে জিন ও ফেরেশতাদের প্রকৃত পরিচয় বর্ণনা করা হচ্ছে। তবে এর আগে ভূমিকাস্বরূপ আরবের কাফিরদের ঐ জঘন্য ও কদর্য বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার শুরু থেকে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের প্রমাণ এ ঘটনা বর্ণনার পাশাপাশি তার অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও ক্ষমতার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর এখন বলছেন যে, এই মূর্খদেরকে একটু জিজ্ঞেস করুন, এই মহান ও শক্তিমান খোদা যদি নিজের জন্যে সন্তান গ্রহণের ব্যবস্থা করতেনই (নাঊযুবিল্লাহ্), তবে কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে তিনি নিজে কন্যা সন্তান নিতেন ? একে তো এই বেয়াদবী যে, তারা আল্লাহ্র জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করেছে, তারপর আবার তাও সন্তানের মধ্যে যারা দুর্বল

(١٥٣) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝

(١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

(١٥٥) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

(١٥٦) أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ۝

(١٥٧) فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ۝

(١٥٨) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

(١٥٩) سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

১৫৩. তিনি কি পসন্দ করেছেন পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান ?
১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কীরূপ বিচার কর ?
১৫৫. তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর না?[৮৮]
১৫৬. নাকি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?
১৫৭. তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৮৯]
১৫৮. তারা সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক। অথচ জিনেরা তো জানে তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে পাকড়াও করে।
১৫৯. তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান।[৯০]

অর্থাৎ কন্যা সন্তান। উপরন্তু তাদের মারাত্মক বেয়াদবী এই যে, তারা ফেরেশতাগণকে মহিলারূপে গণ্য করে। আচ্ছা আমি যখন ফেরেশতা- গুলোকে সৃষ্টি করেছি তখন কি তারা সেখানে দাঁড়ানো ছিল ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা কি দেখেছে যে, আমি ওগুলোকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি ? "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ্" এই অজ্ঞতার কি কোন সীমা আছে ?

৮৮. অর্থাৎ অন্তত একটু ভেবে দেখ। কাউকে দোষারোপ করতে হলেও একটু ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাস তৈরী করলেও এত বেখাপ্পা হওয়া তো চলে না। এটা কো্ বিচার যে, নিজেদের জন্যে ছেলেগুলো পসন্দ করছ আর আল্লাহ্র জন্যে মেয়েগুলো সাব্যস্ত করছ ?

৮৯. অর্থাৎ আচ্ছা বলো তো দেখি, এমন বেখাপ্পা অযৌক্তিক কথার উৎস কোথায় ? কোত্থেকে তোমরা এ সব উদ্ভাবন করেছে ? বুদ্ধি-বিবেক ও জ্ঞানের কোন সূত্রের সাথে তো এটির কোন সামঞ্জস্য নেই। তাহলে কি কোন লিখিত দলীলের ভিত্তিতে এ সব করেছ ? তাহলে আল্লাহ্র নাম নিয়ে ঐ লিখিত দলীল নিয়ে এস।

নিজেদের সম্পর্কে জিন জাতির ধারণা

৯০. মূর্খেরা তো আল্লাহ্র সাথে জিনদের "জামাই সম্পর্ক" স্থির করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। সুবহানাল্লাহ্! তারা কেমন কথা বলে! আচ্ছা সুযোগ এলে জিনদেরকে

(١٦٠) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○
(١٦١) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۙ○
(١٦٢) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۙ○
(١٦٣) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ○

১৬০. আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত।[৯১]
১৬১. তোমরা এবং তোমরা যাদের পূজা কর তারা,
১৬২. তোমরা কেউই কাউকে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।
১৬৩. কেবল তাকে ব্যতীত যে হবে প্রবেশকারী দোযখে।[৯২]

জিজ্ঞেস করো যে, নিজেদের সম্পর্কে তাদের ধারণা কি ? তাদের জানা আছে যে, অন্যান্য অপরাধীর ন্যায় অপরাধের জন্যে তাদেরকেও গ্রেফতার করে মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। জামাই-শ্বশুরের ক্ষেত্রে কি কখনও এরূপ হয় ? কতক পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম আল্লাহ্‌র সাথে জিনদের সম্পর্ক স্থাপন -এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, শয়তান তথা দুর্বৃত্ত জিনগুলোকে তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। যেমন অগ্নি-উপাসকগণ 'ইয়াযদান' ও 'আহিরমান'কে আল্লাহ্‌র সমতুল্য খোদা মনে করে। তাদের বিশ্বাস এই দু'জনের একজন পুণ্যকর্মের খোদা, অপর জন পাপকর্মের।

আল্লাহ্‌র বন্দেগীই মুক্তির চাবিকাঠি

৯১. অর্থাৎ জিন হোক আর মানুষ হোক, আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা যারা তারা এ সব ধরপাকড় থেকে মুক্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন আত্মীয়তার বন্ধন নয়, বরং ইবাদত-বন্দেগী আর নিষ্ঠা সম্পর্কেই সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ হবে, আর বন্দেগী ও নিষ্ঠাতেই মুক্তি।

৯২. অর্থাৎ অনেক লোক মনে করে যে, জিনদের হাতে মন্দকর্মের ক্ষমতা আর ফেরেশতাদের হাতে কল্যাণ সাধনের ক্ষমতা রয়েছে। ফেরেশতারা যাদেরকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করে এবং খোদার নৈকট্যে পৌঁছায় আর জিনরা যাদেরকে ইচ্ছা অকল্যাণ ও ক্লেশে পতিত করে কিংবা পথভ্রষ্ট করে। সম্ভবত এই কল্পিত ক্ষমতাবান হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা আল্লাহ্‌র সাথে এবং জিন ও ফেরেশতাদের সাথে সন্তান-সন্ততি ও জামাই সম্পর্ক স্থির করেছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমুচিত উত্তর দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমাদের এবং তাদের কারো হাতে কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা এবং তোমরা যে সকল জিন শয়তানের পূজা কর, তারা সবাই মিলেও এতটুকু ক্ষমতা রাখে না যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত একজন লোককেও বল প্রয়োগে পথভ্রষ্ট করতে পারে। পথভ্রষ্ট হবে সে-ই তার মন্দ স্বভাবের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে দোযখী বলে লিখে দিয়েছেন এবং আপন পাপকর্মের প্রেক্ষিতে যে দোযখে পৌঁছে যায়।

(١٦٤) وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعۡلُوۡمٌ ۙ

(١٦٥) وَّاِنَّا لَنَحۡنُ الصَّآفُّوۡنَ ۚ

(١٦٦) وَاِنَّا لَنَحۡنُ الۡمُسَبِّحُوۡنَ ۝

(١٦٧) وَاِنۡ كَانُوۡا لَيَقُوۡلُوۡنَ ۙ

(١٦٨) لَوۡ اَنَّ عِنۡدَنَا ذِكۡرًا مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ۙ

(١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الۡمُخۡلَصِيۡنَ ۝

(١٧٠) فَكَفَرُوۡا بِهٖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ۝

১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত স্থান।[৯৩]
১৬৫. আমরাই তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।[৯৪]
১৬৬. এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।[৯৫]
১৬৭. তারা তো বলে এসেছে
১৬৮. যদি আমাদের নিকট পূর্ববর্তীদের কোন ইতিহাস থাকত,
১৬৯. আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা হতাম।
১৭০. কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।[৯৬]

---

৯৩. আল্লাহ্ তা'আরা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে যেন তাদের ভাষায় এ কথা বললেন, যেমন একাধিক স্থানে মানুষের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য দিয়ে প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরেশতার জন্য একটি স্থান ও সীমা নির্ধারিত আছে। সে তা অতিক্রম করতে পারে না। কাফিরেরা তো বলে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা। মহিলা জিন থেকে তাদের জন্ম। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন যে, জিনদের অবস্থা তো জিনেরাই ভাল জানে আর ফেরেশতাগণও এরূপ বলে যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে এক চুলও এদিক-ওদিক করার অবকাশ তাদের নেই।

৯৪. অর্থাৎ আপন আপন সীমানায় ও স্থানে প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ শোনার জন্যে দণ্ডায়মান থাকে। আগে-পিছে সরে যাওয়ার তাদের সুযোগ নেই।

৯৫. এ পর্যন্ত ফেরেশতাদের বক্তব্য শেষ। পরবর্তী আয়াতগুলোতে মক্কাবাসীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৯৬. আরবের লোকেরা নবী-রাসূলগণের নাম শুনত। কিন্তু তাঁদের বিস্তারিত জীবনেতিহাস সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই তারা বলত, আমরা যদি পূর্ববর্তী লোকদের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে পারতাম অথবা আমাদের নিকট কিতাব কিংবা নসীহতের কথা আসত, তবে আমরা প্রচুর আমল করে দেখাতাম এবং আল্লাহ্‌র মাআরিফাত ও ইবাদতে অগ্রগতি অর্জন করে তাঁর মনোনীত ও খাস বান্দাদের দলভুক্ত

(١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝

(١٧٢) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝

(١٧٣) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُونَ ۝

(١٧٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِينٍ ۝

(١٧٥) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

(١٧٦) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

(١٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۝

১৭১. পূর্ব থেকেই স্থির হয়েছে আমার এই বাক্য যে, আমার প্রেরিত বান্দা রাসূলগণ সম্পর্কে।
১৭২. অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে,
১৭৩. এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী।৯৭
১৭৪. অতএব কিছুকালের জন্যে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর।
১৭৫. তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর। শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।৯৮
১৭৬. তারা কি তবে আমার শাস্তি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসতে চায় ?
১৭৭. যখন তা তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে, তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ।৯৯

হয়ে যেতাম। এখন তাদের নিকট যখন নবী এলেন সেই ওয়াদা ও অঙ্গীকারের কথা তারা স্মরণে রাখল না। অতএব, এই প্রত্যাখ্যান ও সত্যচ্যুতির পরিণাম তারা অতি সত্বর দেখতে পাবে।

চূড়ান্ত বিজয় আল্লাহ্‌র সৈনিকদের জন্যে

৯৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি জ্ঞানে এটি স্থিরীকৃত যে, অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের সাহায্য করেন এবং শেষ পর্যন্ত খোদায়ী সৈনিকরাই বিজয়ী হয়। মধ্যবর্তী পর্যায়ের অবস্থা যাই হোক না কেন। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্‌র প্রকৃত সৈনিক হতে হবে।

৯৮. অর্থাৎ এখন কিছু দিন তাদেরকে কিছু বলবেন না। ধৈর্যের সাথে আপনি তাদের অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি অবলোকন করুন। তারা নিজেরাই নিজেদের শেষ পরিণতি প্রত্যক্ষ করবে। বাস্তবে তারা তা প্রত্যক্ষ করেছেও।

৯৯. সম্ভবত "শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে" ঘোষণা শুনে কাফিরেরা বলেছিল যে, বিলম্ব কেন ? অতি সত্বর আমাদের পরিণাম-পরিণতি দেখিয়ে দাও। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, ত্বরা শাস্তি আনয়নের যে দাবী তারা করছে যখন এই শাস্তি এসে যাবে, তখনকার সময় কিন্তু খুবই দুঃখজনক ও বিপদসংকুল হবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি এভাবে

(١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۙ

(١٧٩) وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ۝

(١٨٠) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ

(١٨١) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(١٨٢) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

১৭৮. অতএব কিছুকালের জন্যে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর,
১৭৯. তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে।[১০০]
১৮০. পবিত্র সত্তা তোমার প্রতিপালকের, তিনি সম্মানিত, তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র।
১৮১. শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি।
১৮২. সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।[১০১]

আসবে যেমন কোন শত্রু ওঁৎ পেতে থাকে আর প্রত্যুষে ময়দানে এসে হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। যাদেরকে পূর্ব থেকেই আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছিল, সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের ক্ষেত্রে আযাব আসার এই অবস্থা হবে। বস্তুত মক্কা বিজয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এরূপই হয়েছিল।

১০০. হয়ত প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল পার্থিব শাস্তি সম্পর্কে আর এটি হলো আখিরাতের আযাব সম্পর্কে। অর্থাৎ আপনি অপেক্ষা করুন, দেখতে থাকুন অদূর ভবিষ্যতে আখিরাতের জীবনে এই কাফিরগণ কোন্ পরিণতি ভোগ করে।

১০১. সূরার শেষাংশে সকল মৌলিক বিষয়ের সারাংশ বলে দেওয়া হলো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সত্তা সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে পবিত্র। সকল প্রকারের সৌন্দর্য, গুণাগুণ ও পূর্ণতা তাঁরই মধ্যে বিদ্যমান। নবী-রাসূলদের নিকট সদা সালাম ও শান্তি নাযিল হয় তাঁর নিকট থেকেই । এটি তাদের মর্যাদা, পবিত্রতা, নিরাপদ ও সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে এসেছে, নামাযের পর এবং মজলিসের সমাপ্তির পর এই আয়াতখানি পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে। আর তাই এই আয়াত উচ্চারণের মাধ্যমে এই সূরার টীকাগুলো সমাপ্ত করছি। হে আল্লাহ্! এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর আমার মৃত্যু দিও।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

॥ সূরা সাফ্‌ফাত-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা সাদ

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝

(٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ

(٣) كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝

১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের!
২. কিন্তু প্রত্যাখ্যানকারীরা রয়েছে ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায়।[১]
৩. আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে, তখন তারা আর্ত-চীৎকার করেছিল। কিন্তু তখন সময় নেই পরিত্রাণের।[২]

---

১. অর্থাৎ এই মর্যাদাময় কুরআন (যা উত্তম উপদেশাবলীতে ভরপুর, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে মানুষকে হিদায়াত ও মা‘রিফতের পথে আহ্বান করে) উচ্চকণ্ঠে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে সকল লোক কুরআনী সত্য ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালাত অস্বীকার করছে তার কারণ এই নয় যে, কুরআনী শিক্ষা অনুধাবনে তারা অসমর্থ কিংবা নবী (সা) তাঁর তাবলীগ ও প্রচারে ত্রুটি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্), বরং তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ এই যে, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অজ্ঞতাপ্রসূত দম্ভ-অহংকার এবং একগুঁয়েমি বিরোধিতার উত্তেজনায় তারা আটকা পড়েছে। গোমরাহীর এই কাদাভূমি থেকে একটুখানি বেরিয়ে এলে সত্য ও সততার রাজপথ তাদের নযরে পড়বে।

২. অর্থাৎ তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দম্ভ ও অহংকার বশে নবী-রাসূলের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাদের পূর্বে অনেক জাতি ও সম্প্রদায় ধ্বংস ও বিনাশ হয়েছে।

(٤) وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

(٥) أَجَعَلَ ٱلْءَالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ۝

(٦) وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ ۝

৪. এরা বিস্ময়বোধ করছে যে, এদের নিকট একজন সতর্ককারী এল এদেরই মধ্য থেকে এবং কাফিররা বলতে লাগল এতো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।[৩]
৫. সে কি বহু ইলাহের বন্দেগীর পরিবর্তে এক ইলাহের বন্দেগী করে নিয়েছে ? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!
৬. তাদের অনেক প্রধান সরে পড়ে এই বলে, "তোমরা চল এবং অবিচল থাক তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায়।[৪] নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক।[৫]

তারাও দীর্ঘদিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তারপর নির্ধারিত দুঃসময় যখন উপস্থিত হল এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি চারিদিক থেকে বেষ্টন করে নিল, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে ডাকতে লাগল, ফরিয়াদ জানাতে লাগল। কিন্তু তখন ফরিয়াদ করায় আর আশ্রয় কামনায় লাভ কি ? মুক্তি ও নাজাতের সময় তো আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের আর্ত-চীৎকারের আর আর্তনাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই।

৩. অর্থাৎ আসমান থেকে কোন ফেরেশতা এলে না হয় একটা কথা ছিল। আমাদের মধ্য থেকে এক লোক উঠে আমাদেরকে সতর্ক করছে। ভীতি প্রদর্শন করছে এবং বলছে, আমি আসমানের মালিক খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। এতো এক অদ্ভুত আশ্চর্যজনক কিতাব! এখন এ ছাড়া আর কী বলার আছে যে, সে একজন জাদুকর, মিথ্যার বেসাতি নিয়ে এসেছে। জাদুর সাহায্যে কতক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে সেগুলোকে মু'জিযা নামে চালিয়ে দিচ্ছে। কতক মিথ্যা কাহিনী ও ঘটনা একত্রিত করে দাবী করছে যে, এসব আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।

৪. অর্থাৎ আরও শোন, এ লোক অসংখ্যক দেব-দেবীকে বিনাশ করে শুধু এক খোদাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এর চেয়ে অদ্ভুত কথা আর কী হতে পারে যে, এ বিশাল পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব একক খোদার হাতে সোপর্দ করা হবে। আর যুগে যুগে বিভিন্ন দেব-দেবীর যে পূজা-অর্চনা হয়ে আসছে এক কলমের খোঁচায় তার সব বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে! আমাদের বাপ-দাদারা যেন একেবারে মূর্খ ও নির্বোধ ছিল যে, শুধু শুধু এতগুলো দেব-দেবীর সম্মুখে মাথা নত করতেন। বর্ণিত আছে, আবূ তালিবের অসুস্থতার সময় কতক কাফির নেতৃবর্গসহ আবূ জাহ্‌ল তার নিকট এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেশ করেছিল যে, সে তো আমাদের উপাস্যগুলোর বদনাম ও সমালোচনা করছে। সে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বোকা প্রমাণ করছে। আপনি তাকে একটু বুঝান। হযরত (সা) বললেন, চাচা! তাদের নিকট আমার শুধু একটি

(৭) مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚ

৭. আমরা তো এরূপ কথা শুনিনি পূর্ববর্তী ধর্মাদর্শে, এতো এক মনগড়া উক্তি মাত্র।[৬]

প্রত্যাশা। শুধু একটি কথা তারা বলবে তাতে সারা আরব দেশ তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং সমগ্র অনারব তাদের খিদমাতগার ও সেবকে রূপান্তরিত হবে। খুশী হয়ে তারা বলল, ঠিক আছে সেই একটি বাক্য কি বলুন তো দেখি। আপনি একটি বাক্য বলছেন, আমরা তো আপনার দশটি বাক্য মানতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, না বেশী নয়, শুধু একটি বাক্য, আর তাহলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই"। এটি শুনেই তারা রাগে গরগর করতে করতে উঠে গেল এবং বলতে লাগল, কী ? এতগুলো খোদাকে তাড়িয়ে দিয়ে এক খোদাকে মানব ? চল, চল, এতো তার লক্ষ্য থেকে একটুও বিচ্যুত হবে না। সে তো আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমেছে। তোমরাও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায় ও মর্যাদা রক্ষায় স্থির থাক। এমন যেন না হয়, তার প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা সে যেন কোন দুর্বল বিশ্বাসের লোককে তার পিতৃপুরুষের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। তার ও তার সমর্থকদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার বিপরীতে আমাদেরও অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচল দৃঢ়তা দেখানো আবশ্যক।

৫. অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যে এই দৃঢ়তা, অবিচল প্রত্যয় ও ব্যাপক প্রচারণা সহকারে আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে নেমেছে নিশ্চয় এর পেছনে তার কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সে উদ্দেশ্য হল এক খোদার দোহাই দিয়ে আমাদের সবাইকে তার অনুগত বানিয়ে নেয়া এবং দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব অর্জন করা। সুতরাং আমাদের একান্ত কর্তব্য, তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে না দেওয়া। কতক তাফসীরকার 'এটি উদ্দেশ্যমূলক' বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নিশ্চয়ই এটি তো তাই মুহাম্মদ (সা) যা তার জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তিনি কী করে তা থেকে ফিরে আসবেন ? অথবা এর অর্থ এ কথা বাস্তবায়িত হবেই। আল্লাহ্র ইচ্ছা এই যে, দুনিয়াতে ইনকিলাব ও পরিবর্তন হবেই। সুতরাং যতটুকু সম্ভব ধৈর্য ও প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের প্রাচীন দীন ও রীতিনীতি সংরক্ষণ কর, হিফাযত কর, অথবা এমনও হতে পারে যে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের স্বরে তারা এটি বলেছে। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য এই মুহাম্মদ (সা) তো কত কিছুই করতে চায়, কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয় যে, মানুষ চায়। যা কামনা করে তার সবটুকুই পূর্ণ হবে। আমাদের উচিত তার মুকাবিলায় যেন পিছপা না হই।

৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, পূর্ববর্তী ধর্মাদর্শ বলতে তারা বুঝিয়েছে তাদের বাপ-দাদার ধর্মীয় মতাদর্শ, অর্থাৎ আমরা তো শুনেছি যে, পূর্বেকার লোকেরা এরূপ বলত, কিন্তু আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এরূপ বলতে শুনিনি। অথবা এও হতে পারে যে, পূর্ববর্তী ধর্মাদর্শ দ্বারা খৃস্টীয় মতাদর্শ বুঝিয়েছে। অধিকাংশ প্রাচীনপন্থী

(৮) ءَاُنۡزِلَ عَلَيۡهِ الذِّكۡرُ مِنۡۢ بَيۡنِنَا ؕ بَلۡ هُمۡ فِىۡ شَكٍّ مِّنۡ ذِكۡرِىۡ ۚ بَلۡ لَّمَّا يَذُوۡقُوۡا عَذَابِ ؕ

(৯) اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَةِ رَبِّكَ الۡعَزِيۡزِ الۡوَهَّابِ ۚ

(১০) اَمۡ لَهُمۡ مُّلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ۟ فَلۡيَرۡتَقُوۡا فِى الۡاَسۡبَابِ

৮. আমাদের সকলের মধ্য থেকে কি তারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হল ?[৭] বরং তারা তো আমার উপদেশে সন্দিহান; তারা এখনও আস্বাদন করেনি আমার শাস্তি।[৮]
৯. তাদের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার প্রতিপালকের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা ?
১০. তাদের কি কর্তৃত্ব আছে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর উপর ? থাকলে তারা দড়ি টানিয়ে তা বেয়ে আরোহণ করুক।[৯]

তাফসীরকার এরূপ বলেছেন। অর্থাৎ খৃস্টানগণ যারা আসমানী কিতাব পেয়েছে তাদেরকেও তো আমরা শুনিনি যে, তারা সব খোদা বাতিল করে এক খোদা রেখেছে। তারাও তিন খোদার প্রবক্তা। এক খোদা সম্পর্কিত কোন দলীল-প্রমাণ যদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে থাকত, তবে খৃস্টানগণ অবশ্যই এক খোদা মেনে নিত। অতএব বুঝা গেল যে, এক খোদার দাবী নিছক মনগড়া, মিথ্যাচার (নাঊযুবিল্লাহ্)।

৭. আচ্ছা কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী মেনে নিলাম। আর এটাও মানলাম যে, আসমান থেকে কোন ফেরেশতাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবীরূপে পাঠান না, কিন্তু এটি কেমন বিদঘুটে ও ঘৃণ্য কথা যে, আমাদের মধ্যে এত জ্ঞানী-গুণী লোক থাকতে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে বেছে নিলেন। সারাদেশে একমাত্র সে-ই এই পদ মর্যাদার যোগ্য ? আপন বাণী নাযিল করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বুঝি বড় ধরনের কোন নেতা কিংবা ঐশ্বর্যশালী লোক খুঁজে পাননি ?

কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যানের মূল কারণ

৮. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অযৌক্তিক জল্পনা-কল্পনার উত্তর দেওয়া হল। অর্থাৎ তাদের এ সব প্রলাপোক্তির কোন মূল্য নেই। আসল কারণ শুধু এই যে, আমার উপদেশ-নসীহত সম্পর্কে তাদের সন্দেহ রয়েছে। আমার উপদেশে তাদের বিশ্বাস নেই। যে ভয়ানক ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তার আগমন অবশ্যম্ভাবী, তা তারা বিশ্বাস করছে না। যেহেতু খোদায়ী মার তারা এখনও খায়নি। খোদায়ী গযব যখন এসে পড়বে, তখন সকল সন্দেহ-সংশয় বিদূরিত হয়ে যাবে।

৯. অর্থাৎ রহমতের ভাণ্ডার ও আসমান-যমীনের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। যাকে যা ইচ্ছা অনুগ্রহ ও পুরস্কার দান করেন। তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারে না, তাঁর কাজে কোন প্রশ্ন উঠাতে পারে না। আপন প্রজ্ঞা ও

(১১) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ○

(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ○

(১৩) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لْئَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ○

১১. সে ক্ষেত্রে এ বাহিনী অবশ্যই পরাজিত হবে বহু দলের বাহিনীর মধ্যে।[১০]
১২. তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল নূহের সম্প্রদায়, 'আদ' ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআওন।[১১]
১৩. ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আয়কার অধিবাসী।[১২] তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।

বিচক্ষণতার আলোকে কাউকে যদি তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের পদে অধিষ্ঠিত করেন তাতে তোমরা হৈচৈ করার কে ? এ কথা বলার তোমাদের কি যুক্তি আছে যে মহান মালিক আমাদেরকে না দিয়ে তাঁকে দিলেন কেন ? রহমতের ভাণ্ডার ও আসমান-যমীনের কর্তৃত্বের কি তোমরা মালিক ও সর্ব অধিপতি যে এ প্রকারের অর্থহীন আপত্তি উত্থাপন করছ ? যদি মালিক ও অধিপতি হয়েই থাক, তাহলে সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগাও। রশিগুলো জোড়া দিয়ে আসমানে উঠে যাও। যাতে সেখানে গিয়ে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ওহীর অবতরণ বন্ধ করে দিতে পার। আর উর্ধ্বজগতের ক্ষমতা হাতে নিয়ে আপন ইচ্ছা ও খুশী মুতাবিক আসমান-যমীনের প্রশাসন পরিচালনা কর। এতটুকুও যদি না করতে পার তবে আসমান-যমীনের কর্তৃত্ব ও রহমত ভাণ্ডারের মালিকানা দাবী করা একেবারেই অর্থহীন ও অযৌক্তিক। তারপর খোদায়ী ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করা ও প্রশ্ন উত্থাপন করা লজ্জাহীনতা ও পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে ? আগে নিজের অবস্থা জেনে নাও।

কাফিরদের পরাজয় অনিবার্য

১০. কিছুই না। এ বেচারারা আসমান-যমীন আর খোদায়ী ভাণ্ডারের মালিক হওয়া তো দূরের কথা, এরা হলো পরাজয় বরণকারী কতক মানব সন্তানের সমষ্টি। পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর ন্যায় যারা অনতিবিলম্বে পরাজিত ও ধ্বংস হবে। বস্তুত বদর দিবস থেকে মক্কা বিজয়ের দিবস পর্যন্ত পৃথিবী এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এরা যদি আকাশে উঠতে চায়, তবে এরাও বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হবে। যেন এই আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে রয়েছে বলে জানিয়ে দিলেন।

১১. অর্থাৎ প্রচণ্ড শক্তি–দর্প ও বিশাল সেনাবাহিনীর মালিক ফিরআওন। যে দুনিয়াতে আপন রাজত্বের খুঁটি গেড়ে বসেছিল। কেউ কেউ বলেন, স্বৈরাচারী ফিরআওন মানুষদেরকে হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে হত্যা করত। এই কারণে তার উপাধি হয়ে যায় 'যুল আওতাদ বা পেরেকওয়ালা ফিরআওন'।

১২. অর্থাৎ হযরত শু'আয়ব (আ) যাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

(١٤) اِنۡ کُلٌّ اِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۟

(١٥) وَمَا یَنۡظُرُ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا صَیۡحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنۡ فَوَاقٍ ۟

(١٦) وَقَالُوۡا رَبَّنَا عَجِّلۡ لَّنَا قِطَّنَا قَبۡلَ یَوۡمِ الۡحِسَابِ ۟

(١٧) اِصۡبِرۡ عَلٰی مَا یَقُوۡلُوۡنَ وَاذۡکُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَیۡدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۟

১৪. তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে তাদের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়েছে আমার শাস্তি।[১৩]

১৫. তারা তো শুধু অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের যাতে কোন বিরাম থাকবে না।[১৪]

১৬. তারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্রই দিয়ে দাও বিচার দিবসের পূর্বেই![১৫]

১৭. তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা। সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।[১৬]

---

১৩. অর্থাৎ বিশাল বিশাল বৃহৎ শক্তিসমূহ, সেনাবাহিনীগুলোও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলার পর রক্ষা পায়নি। তোমরা তো সে তুলনায় কিছুই না।

১৪. অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গার ফুৎকারের প্রতীক্ষায় রয়েছে। পূর্ণ সাজা তখনই ভোগ করবে। অথবা এও হতে পারে যে, 'নিনাদ' অর্থ দুনিয়ার জীবনের কোন একটি প্রচণ্ড সতর্কীকরণ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

১৫. অর্থাৎ কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি শুনার পর তারা উপহাসচ্ছলে বলে তখন আমরা যা পাব তা আমাদের এখন দিয়ে দাও। আমরা এখনই আমাদের আমলনামা দেখে নিই এবং যত শীঘ্র শাস্তি-সাজা ভোগ করে মুক্ত হয়ে যাই।

শক্তিমান হযরত দাঊদ (আ)

১৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'এখানে হযরত দাঊদ (আ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এ জন্যে যে, তিনি তালূতের শাসনামলে খুব ধৈর্যধারণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত রাজত্ব তাঁর হাতেই এল। জালূত ও অন্যান্য শত্রুদেরকে জিহাদের মাধ্যমে পরাভূত করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা)-এর অবস্থাও তাই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ 'আল-আয়দ' শব্দের অর্থে হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেছেন, হাতের শক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ রাজশক্তিসম্পন্ন। অথবা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর হাতের মুঠোতে এলে লোহা নরম হয়ে যেত। অথবা 'হাতের শক্তি' সম্পন্ন দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছু ভোগ করতেন না, বরং স্বহস্তে

(১৮) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ

(১৯) وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝

(২০) وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ۝

(২১) وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۙ

১৮. আমি অনুগত করেছিলাম পর্বতমালাকে তার সাথে। সেগুলো সকাল-সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।[১৭]

১৯. এবং উড়ন্ত পাখী সমবেত হয়েও, সকলেই ছিল তাঁর অভিমুখী।[১৮]

২০. আমি সুদৃঢ় করেছিলাম তার রাজ্যকে।[১৯] এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।[২০]

২১. তোমার নিকট কি পৌঁছেছে বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এল ইবাদতখানায়।

উপার্জিত অর্থে জীবন যাপন করতেন আর তাঁকে 'আওয়াব' বা আল্লাহ্ অভিমুখী উপাধি দেওয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সকল কাজে তিনি আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করতেন।

১৭. অর্থাৎ হযরত দাঊদ (আ) সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করতেন! পর্বতরাজিও তাঁর সাথে আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করত। এ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা সূরা 'সাবা'তে হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

১৮. অথবা সবকিছু তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যাবর্তন করে যেমনটি কতক তাফসীরকার বলেছেন।

১৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে তার রাজত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছি এবং আপন সাহায্য-সহায়তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের প্রচুর সংখ্যক সৈন্য-সামন্ত দিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে শক্তিশালী করেছি।

২০. অর্থাৎ তিনি ছিলেন অতিশয় দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সুন্দরভাবে সকল বিষয়ের মীমাংসা করতেন। বক্তৃতা দিতে গেলে সিদ্ধান্তমূলক ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াত, সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি এবং নানা প্রকারের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা প্রদান করেছিলেন তা সত্ত্বেও কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই প্রক্রিয়া থেকে তিনি রক্ষা পাননি। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

(٢٢) اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ○

(٢٣) اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۗ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۗ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ○

২২. এবং দাউদের নিকট পৌছল, তখন তাদের কারণে সে ঘাবড়ে গেল।[২১] তারা বলল, ঘাবড়াবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ, আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করেছে, অতএব ন্যায়বিচার করুন আমাদের মধ্যে, বিষয়টি দূরে ঠেলে দেবেন না এবং বাতলে দিন আমাদের সঠিক পথ।[২২]

২৩. এ আমার ভাই, তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বী এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী, তবু সে বলে, এটি দিয়ে দাও আমার যিম্মায় এবং কথায় সে আমার প্রতি জবরদস্তি করছে।[২৩]

হযরত দাউদ (আ)-এর গৃহে আগন্তুকের উপস্থিতি

২১. হযরত দাউদ (আ) প্রতি তিন দিনের কর্মসূচী পালন করতেন। একদিন শাহী দরবারের কাজ-কর্ম ও বিচার-মীমাংসা করতেন। একদিন নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে কাটাতেন। আর একদিন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। যেদিন নির্জন বাস অবলম্বন করতেন, দারোয়ানগণ সেদিন কাউকেই তাঁর নিকট আসতে দিত না। একদিনের ঘটনা, তিনি ইবাদতে নিয়োজিত ছিলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কে যেন তাঁর সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। অসাধারণ শক্তি সাহস সত্ত্বেও এই আকস্মিক ঘটনায় তিনি ঘাবড়ে গেলেন। এই ভেবে যে, এরা কি মানুষ না অন্য কোন জীব ? মানুষ হলে এই অসময়ে আগমনের দুঃসাহস হল কী করে ? আর দারোয়ানরাই বা বাধা দিল না কেন ? আর যদি দরজা দিয়ে না আসে, তবে এই সুউচ্চ প্রাচীর টপকিয়ে এল কেমন করে ? আল্লাহ্ জানেন কোন্ লক্ষ্যে কী উদ্দেশ্যে এই ব্যতিক্রমী উপস্থিতি। অর্থাৎ হঠাৎ এই অদ্ভুত আশ্চর্যজনক কাণ্ড দেখে তার মন-মানসিকতা অন্যদিকে ধাবিত হয়, ইবাদতে একাগ্রতা বিনষ্ট হয়।

২২. আগন্তুকগণ বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না। আমাদেরকে দেখে শংকিত হবেন না। আমরা দুটি পক্ষ একটি বিবাদের মীমাংসার জন্যে আপনার খিদমতে হাযির হয়েছি। আপনি আমাদের মাঝে ইনসাফপূর্ণ মীমাংসা করে দিবেন। কোন অন্যায় কিংবা পক্ষপাতিত্ব যেন না হয়। ন্যায় ও নিরপেক্ষতার সোজা পথ জানার জন্যে আমরা এসেছি। (বক্তব্যের এই শিরোনাম শুনে হয়ত হযরত দাউদ (আ) আরও বিস্মিত হয়েছিলেন)।

২৩. অর্থাৎ বিবাদের বিষয় এই যে, আমার এই ভাইয়ের নিকট ৯৯টি দুম্বী আছে, আর আমার নিকট আছে মাত্র একটি দুম্বী। সে চাচ্ছে যে কোন উপায়ে আমার দুম্বীটি

(٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ
أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

(٢٥) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

২৪. দাঊদ বলল, সে তোমার প্রতি বেইনসাফী করেছে তোমার দুম্বীটিকে তার দুম্বীর সাথে যুক্ত করার দাবী করে।[২৪] অধিক সংখ্যক শরীক অবিচার করে থাকে একে অন্যের উপর, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং সংখ্যায় স্বল্প এরূপ লোক।[২৫] দাউদের খেয়ালে আসল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। তারপর সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল তার প্রতিপালকের নিকট এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল।

২৫. তারপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম।[২৬] তার জন্যে আমার নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম আবাস।[২৭]

ছিনিয়ে নিয়ে তার শত পূরণ করে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে, আমার ভাই ধন-সম্পদে যেমন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কথাবার্তায়ও আমার চেয়ে চতুর। যখন কথা বলা শুরু করে তখন আমাকে পরাভূত করে। লোকজন তার 'হাঁ' এর সাথে 'হাঁ' মিলায়। অর্থাৎ আমার সম্পদ লুটে নেয়ার জন্যে জবরদস্তিমূলক কথা বলে।

২৪. হযরত দাঊদ (আ) নিশ্চয়ই শরীআত মুতাবিক দলীল-প্রমাণ চেয়েছেন। শেষে বললেন, তোমার ভাই যদি এরূপ করে থাকে, তবে নিশ্চয় সে অন্যায় আচরণকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। এইভাবে তার দরিদ্র ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করতে চাইছে। (উদ্দেশ্য এই, আমি তা হতে দিব না)।

২৫. অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি অবিচার করা অংশীদারদের স্বভাব। শক্তিশালী অংশীদার তার দুর্বল অংশীদারকে খেয়ে ফেলতে চায়। শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দা ও ঈমানদারগণ এর ব্যতিক্রম। তবে দুনিয়াতে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

যে কারণে হযরত দাঊদ (আ) পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন

২৬. অর্থাৎ এই ঘটনার পর হযরত দাঊদ (আ) অনুধাবন করতে পারলেন যে, এটি তার জন্যে একটি পরীক্ষা। এই অনুভূতি আসার সাথে সাথে আপন ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র দরবারে সিজদাবনত হলেন। শেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সেই ত্রুটি মার্জনা করলেন। তাঁর যে ত্রুটির প্রতি এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে তা কী ছিল ? সে সম্পর্কে তাফসীরকারগণ ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্ন কাছীর (র) এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ

একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু এর অধিকাংশই ইয়াহূদী বর্ণনা থেকে গৃহীত। দোষমুক্ত নবী কারীম (সা) থেকে এমন কোন বর্ণনা নেই যা অবশ্যপালনীয় হতে পারে। হাফিয আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম (র) কিতাব আল ফাস্ল গ্রন্থে কঠোরভাবে ওই সব কিস্সা-কাহিনী রদ করে দিয়েছেন। আবূ হায়্যান প্রমুখ (র) এ সব কিস্সা বাদ দিয়ে আয়াতের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তাও কৃত্রিমতামুক্ত নয়। আমাদের মতে এ বিষয়ে মূলকথা তাই যা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হযরত দাঊদ (আ)-এর এক প্রকারের আত্মপ্রসাদের প্রেক্ষিতে এই পরীক্ষার অবতারণা করা হয়েছে। হযরত দাঊদ (আ) একদিন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে নিবেদন পেশ করে বললেন, পরওয়ারদিগার! রাতে-দিনে এমন কোন সময় নেই যখন আমার পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদতে (নামায, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি) নিয়োজিত না থাকে। (তিনি কথাটি এ জন্যে বলতে পারলেন যে, হযরত দাঊদ (আ) দিন ও রাতের ২৪ ঘণ্টা সময়কে তাঁর পরিবারের লোকজনের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি এক একটি নির্ধারিত সময়ে একেকজনের ইবাদতে নিয়োজিত থাকা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন যাতে এক মুহূর্তও আল্লাহ্র ইবাদত থেকে খালি না থাকে।) এ প্রকারের আরও দু'চারটি কথা তিনি নিবেদন করেছিলেন (সম্ভবত তাঁর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে)। তাঁর এ বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দ হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে দাঊদ! তোমার এ সব তো আমার দেওয়া তাওফীক ও সহায়তার প্রেক্ষিতে হচ্ছে। আমার সাহায্য না হলে তুমি তো তার কিছুই করতে পারতে না। (হাজার চেষ্টা করলেও কিছুই হত না)। আমার শ্রেষ্ঠত্বের কসম! এ সব কিছু আমি একদিনের জন্যে তোমার উপর সোপর্দ করে দিব (অর্থাৎ একদিনের জন্যে আমার সাহায্য প্রত্যাহার করব, তখন দেখব কতদূর ইবাদতে নিয়োজিত থাকতে পার এবং কতটুকু ব্যবস্থাপনা অক্ষুণ্ন রাখতে পার)। হযরত দাঊদ (আ) আরয করলেন, আমাকে ওই নির্দিষ্ট দিবসটি জানিয়ে দিবেন। তাই, সেই দিনই তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। (প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাকিম (র) 'আল মুস্তাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এটির সনদ বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম যাহাবী (র) তাঁর 'তাখলীস' গ্রন্থে বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন)। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, পরীক্ষার ব্যাপকতা শুধু এতটুকুই মেনে নেয়া উচিত যে, যে সময়টুকুতে হযরত দাঊদ (আ) নিষ্ঠার সাথে ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন হাজার চেষ্টার পরও তখন সেই নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতে স্থির থাকতে পারেননি এবং তার সুশৃঙ্খল পরিচালনা বজায় রাখতে পারেননি। বস্তুত আপনারা তো একটু আগেই পাঠ করলেন যে, কেমন অকল্পনীয়ভাবে কতক লোক হঠাৎ তাঁর ইবাদতখানায় ঢুকে পড়ে হযরত দাঊদ (আ)-কে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তারা হযরত দাঊদ (আ)-কে তাঁর নিষ্ঠাবান ইবাদত থেকে বিচ্যুত করে তাদের বিপদের বিষয় শ্রবণের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সদা সতর্ক প্রহরী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাদেরকে দাঊদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তখনই হযরত দাঊদ (আ) বুঝতে পারলেন যে, আমার ঐ দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই পরীক্ষায় ফেলেছেন। এ আয়াতে

উল্লিখিত ফিতনা (فِتْنَة) শব্দটিকে সেই অর্থে ব্যবহার করুন, যেই অর্থে হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিতনা শব্দ ব্যবহার করেছেন আর তা এই ঃ হযরত হাসান ও হুসাইন (রা) শৈশবে একদিন লম্বা জামা পরিধান করে মসজিদে আসছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তাঁদের আগমন দেখে তিনি খুতবা বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাঁদেরকে মিম্বরে তুলে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই বলেছেন, اِنَّكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে ফিতনা বা পরীক্ষাস্বরূপ।" কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, বান্দা কোন ভাল কাজ করে যদি বলে , হে পরওয়ারদিগার! আমি এ কাজটি করেছি। আমি সাদকা করেছি। আমি নামায পড়েছি। আমি আহার করেছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, আমি তোমাকে সেই কাজের তাওফীক দিয়েছি। আর বান্দা যখন বলে, "হে পরওয়ারদিগার! আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন, আপনি আমাকে তাওফীক দিয়েছেন, আর আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি আমল করেছ, তুমি ইচ্ছা করেছ এবং তুমি পুণ্য অর্জন করেছ।" (মাদারিজুস, সালিকীন ১ খণ্ড, পৃ. ৯৯) তাহলে বুঝুন হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায় মহান নবী যখন তাঁর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নিজের কৃতিত্ব দাবী করে বলেছিলেন, হে পরওয়ারদিগার! রাত দিনে এমন কোন সময় নেই যখন আমি কিংবা আমার ঘনিষ্ঠ কেউ আপনার ইবাদতে নিয়োজিত না থাকে", তা কেমন করে আল্লাহ্র পসন্দ হবে ? যারা বড় ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছোট ছোট ব্যাপারেও তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। তাই তাকে একটি পরীক্ষার সম্মুখীন করা হলো যাতে সতর্ক হয়ে ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যান। বস্তুত তিনি ঐ ত্রুটিজনিত ক্ষতিপূরণ করেছেন এবং পরিপূর্ণভাবে তা পূরণ করেছেন। আমার মতে আয়াতের অকৃত্রিম ব্যাখ্যা এই-ই। তবে প্রচলিত কিসসা ও ঘটনার আলোকে হযরত শাহ সাহেব (র) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা 'মূযিহুল কুরআন' গ্রন্থে দেখে নিতে পারেন।

২৭. অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে তো আছেনই। এই ত্রুটির কারণে নৈকট্যপ্রাপ্তির মর্যাদায় সামান্যতম অসুবিধাও হয়নি। শুধু একটু সতর্ক করে দেওয়া হল মাত্র। কারণে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের সামান্য ত্রুটিও বড় বলে ধরা হয়। حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ 'সাধারণ পুণ্যবানদের জন্যে যা পুণ্যের কাজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্যে অতটুকুতে সীমিত থাকাই দোষারোপে গণ্য'।

گرچه يك موبدگنه كوجسته بود + ليك آں مودردوديره رسته بود

بود ادم ديره نورقديم + موئے در ديده بوْد كوه عظيم

অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ব্যক্তির চোখে এক চুল পরিমাণ ভুলও বিশাল পাহাড় বলে প্রতিভাত হয়।

(٢٦) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۟

(٢٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۟

২৬. হে দাউদ! আমি তোমাকে প্রতিনিধি করেছি। পৃথিবীতে অতএব তুমি লোকদের মধ্যে শাসনে সুবিচার কর এবং অনুসরণ করো না খেয়াল-খুশীর। কেননা, এটি তোমাকে বিচ্যুত করবে আল্লাহ্‌র পথ থেকে; যারা ভ্রষ্ট হয় আল্লাহ্‌র পথ থেকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি,[২৮] এ কারণে যে, তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।[২৯]

২৭. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই সৃষ্টি করিনি অনর্থক। এতো তাদের ধারণা যারা প্রত্যাখ্যানকারী। সুতরাং প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।[৩০]

---

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, সুতরাং তাঁর নির্দেশানুসারে জীবন যাপন কর এবং লেন-দেন ও সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধান মুতাবিক ফায়সালা করতে থাক। কোন বিষয়ে কখনও প্রবৃত্তির সামান্যতম প্রভাবও যেন না থাকে। কারণ, কু-প্রবৃত্তি ও কামভাব মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে। আর মানুষ আল্লাহ্‌র পথ থেকে যদি বিচ্যুত হয়, তাহলে তার আশ্রয় আর কোথায় ?

২৯. অর্থাৎ মানুষ সাধারণত কু-প্রবৃত্তির অনুগামী এ জন্যে যে, হিসাব-নিকাশের দিবসের কথা তার স্মরণে থাকে না। মানুষের মনে যদি সর্বদা এই ধারণা বিদ্যমান থাকে যে, একদিন তো আল্লাহ্‌র সম্মুখে যেতে হবে এবং প্রত্যেক কর্মের কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে, তাহলে মানুষ কখনও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে নিজের কামনাকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এমনও হতে পারে যে, لَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الْحِسَابِ বাক্যাংশ شَدِيْدٌ এর সাথে সম্পর্কিত। نَسُوْا এর সাথে নয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান ভুলে যাওয়ার কারণে হিসাবের দিনে তাদের উপর কঠিন শাস্তি পতিত হবে।

পার্থিব জীবনকে অবহেলায় কাটিয়ে দেওয়া মু'মিনের কাজ নয়

৩০ অর্থাৎ এই সৃষ্টির কোন ফলাফল নেই, তা হতে পারে না। বরং এই দুনিয়ার একটি পরিণতি আছে আর তা হল আখিরাত। সুতরাং এখানে অবস্থান করে সেখানকার

(٢٨) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

(٢٩) كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৮. আমি কি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সমান করে দেব, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় ? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান করে দেব ?[৩১]

২৯. এক কল্যাণময় কিতাব, যেটি আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এটির আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[৩২]

জন্যে কিছু কাজ করে নেওয়া দরকার। আর সেই কাজ হল মানুষ তার প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করে সত্য ও ন্যায়ের পথে কর্মরত থাকবে। স্রষ্টা আর সৃষ্টি উভয় পক্ষের সাথে তার যথোচিত সম্পর্ক বজায় রাখবে। এটি যেন মনে না করে যে, দুনিয়ার জীবনই সব, খেয়ে-পরে কাটিয়ে দিব, ভবিষ্যতে হিসাব-নিকাশ কিছুই দিতে হবে না। এগুলো সে সকল লোকের মনোভাব যারা মৃত্যুর পর অন্য জীবন অস্বীকার করে। সুতরাং এরূপ অস্বীকারকারীদের জন্যে জাহান্নামের আগুন প্রস্তুত আছে।

মুত্তাকী আর পাপাচারী সমান হতে পারে না

৩১. অর্থাৎ আমার প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা এটা নয় যে, ঈমানদার বান্দাদেরকে বেঈমান ও অন্য অসৎ লোকদের সমান করে দিব। অথবা আমার ভয়ে যারা ভীত তাদের সাথে সেই আচরণ করব যা বে-পরওয়া ও গোঁয়ার লোকদের সাথে করা উচিত। তাই হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারের জন্যে একটি সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক। কিন্তু দুনিয়াতে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি যে, বহু সৎ ও ঈমানদার লোক নানা প্রকারের মুসীবত ও বিপদাপদে পতিত হচ্ছে। আবার বহু বদমাশ ও অসৎ লোক সুখ ও বিলাসিতার জীবন উপভোগ করছে। সুতরাং অনিবার্যভাবে এ কথা জানতে হবে যে, মৃত্যুর পর অন্য জীবনের যে প্রতিশ্রুতি সত্যবাদী রাসূল (সা) প্রদান করেছেন তা-ই উৎকৃষ্ট ও প্রজ্ঞার কাজ। সৎ-অসৎ সবাই সেখানে নিজেদের ভাল-মন্দের প্রতিফল পাবে। তাহলে হিসাব দিবস প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিসম্মত হয় কীভাবে ?

কুরআন অবতীর্ণ হওয়া ছিল অনিবার্য

৩২. অর্থাৎ পাপ আর পুণ্যের পরিণতি যখন এক নয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ হওয়া ছিল একান্ত আবশ্যক যেটি মানুষদেরকে যৌক্তিক পদ্ধতিতে তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিবে। বস্তুত তখন এই কিতাব

(৩০) وَوَهَبۡنَا لِدَاوٗدَ سُلَيۡمٰنَ ؕ نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ؕ

(৩১) اِذۡ عُرِضَ عَلَيۡهِ بِالۡعَشِیِّ الصّٰفِنٰتُ الۡجِيَادُ ۙ

(৩২) فَقَالَ اِنِّیۡۤ اَحۡبَبۡتُ حُبَّ الۡخَيۡرِ عَنۡ ذِكۡرِ رَبِّیۡ ۚ حَتّٰی تَوَارَتۡ بِالۡحِجَابِ ٝ

(৩৩) رُدُّوۡهَا عَلَیَّ ؕ فَطَفِقَ مَسۡحًۢا بِالسُّوۡقِ وَالۡاَعۡنَاقِ ﴿

৩০. আমি দাঊদকে দান করলাম সুলায়মান।[৩৩] অতি উত্তম বান্দা ছিল সে এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

৩১. যখন উপস্থিত করা হল তার সম্মুখে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি।

৩২. তখন সে বলল, আমি তো মালের মুহাব্বতকে পসন্দ করেছি আমার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে। এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে।

৩৩. এগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে ফিরিয়ে আন। তারপর সে ওগুলোর পা ও গলা মুছতে লাগল।[৩৪]

নাযিল হল যাকে 'কুরআনে মুবীন' বলা হয়। এর শব্দ, বর্ণ, চিহ্ন, মর্ম ও বিষয়বস্তু সবকিছুর মধ্যে রয়েছে বরকত। এটি নাযিল হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, মানব জাতি এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং বিবেকবান লোকেরা এর উপদেশগুলো দ্বারা উপকৃত হবে। বস্তুত এর প্রথম আয়াতেই দেখে নিন কেমন স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও যৌক্তিক পদ্ধতিতে পুনরুত্থানের বিষয়টি প্রকাশ করেছে। স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন লোকও যদি একটু চিন্তা করে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে উল্লিখিত তাদাব্বুর (تدبر) শব্দ দ্বারা সম্ভবত জ্ঞানমূলক শক্তি এবং তাযাক্কুর শব্দ দ্বারা কর্মমূলক শক্তির পূর্ণাঙ্গতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত দাঊদ (আ) সম্পর্কিত আলোচনায় এ সব বিষয় এসে গেছে। পরবর্তীতে তার ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হচ্ছে।

৩৩. অর্থাৎ পুত্ররূপে হযরত সুলায়মানকে দান করলেন। পিতা দাঊদ (আ)-এর ন্যায় তিনিও নবী এবং বাদশাহ হয়েছিলেন।

৩৪. অর্থাৎ উন্নত জাতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দ্রুতগামী অশ্বগুলো যেগুলোকে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল তাঁর সম্মুখে আনয়ন করা হল। ওগুলো দেখা-শোনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে অনেক সময় লেগে গেল এবং সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। সম্ভবত এই ব্যস্ততায় আসর সময়ের নির্দিষ্ট ওযীফা আদায় করতে তিনি সক্ষম হননি। এই প্রেক্ষিতে তিনি বলেছিলেন যে, যাকগে কোন অসুবিধা নেই। একদিক থেকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে গাফিল ছিলাম বটে, অন্যদিকে তো যিক্‌রের সাথে সম্পর্কিত

ছিলাম। জিহাদের অশ্বের প্রতি ভালবাসা এবং সেগুলোর দেখা-শোনাও তো আল্লাহ্র যিকরের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। জিহাদের উদ্দেশ্যই যখন আল্লাহ্র বাণীকে বিজয়ী করা, তখন সেটির প্রস্তুতি, দেখা-শুনা ও তত্ত্বাবধান আল্লাহ্র যিক্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না কেন ? আর আল্লাহ্ তা'আলা যদি জিহাদ ও জিহাদের উপায়-উপকরণ প্রস্তুতের জন্য প্রেরণা না দিতেন, তাহলে সওয়াব অর্জনের এই সম্পদের প্রতি আমাদের এত মুহাব্বত থাকবে কেন ? জিহাদী প্রেরণার আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, এই অশ্বগুলো পুনরায় নিয়ে এস। সেগুলো আনা হল। হযরত সুলায়মান (আ) চূড়ান্ত ভালবাসা ও সম্মানের সাথে ওগুলোর ঘাড় ও চরণগুলো ঝেড়ে-মুছে দিতে লাগলেন। কতক তাফসীরকার আয়াতের এই ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। حُبُّ الْخَيْرِ কল্যাণের মুহাব্বত শব্দ দ্বারা এটির সমর্থন পাওয়া যায়। خَيْرِ 'কল্যাণ' শব্দটি যেন সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ঃ

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 'কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অশ্বের কপালে কল্যাণ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে'।

কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই অর্থ নিয়েছেন যে, অশ্বদলের দেখা-শোনা করতে গিয়ে হযরত সুলায়মান (আ) আসরের সময়ের নামায অথবা ওযীফা সম্পর্কে বেখবর হয়ে গিয়েছিলেন (বেখবর হওয়া ও ভুলে যাওয়া নবীদের ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়)। তখন তিনি বললেন, দেখ, সম্পদের মুহাব্বত আমাকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছে। এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল অথচ আমি আমার ওযীফা আদায় করতে পারিনি। এটা মেনে নেওয়া যায় যে, ধন-সম্পদের প্রতি মুহাব্বতের মধ্যে এক প্রকারের ইবাদত বিদ্যমান থাকে কিন্তু খাস ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের এই জাগ্রত চেতনাও থাকে যেন যে ইবাদতের জন্যে যে সময় নির্ধারিত তাতে হেরফের না হয়। কোন ওযরের প্রেক্ষিতেও যদি এতে কোন হেরফের হয়, তাহলে তারা দুঃখ ও শোকে অস্থির হয়ে পড়েন।

گر زباغ دل خلاے کم بود + بر دل سالك ہزاراں غم بود

'হৃদয়ের বাগানে পরিচর্যা একটু কম হলে সালিক ও প্রেমিকের মনে হাজার অশান্তি সৃষ্টি হয়।'

খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারটা চিন্তা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন মূল যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন এবং কোন প্রকারের দোষ তাঁর ছিল না। এতদ্সত্ত্বেও কাফিরদের কারণে তাঁর নামায কাযা হয়েছিল বলে তিনি তাদের সম্পর্কে বদ দু'আ করে বলেছিলেন مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا 'আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গৃহ ও কবর আগুনে পূর্ণ করে দিন।' হযরত সুলায়মান (আ)-ও একটি নির্ধারিত ইবাদত ছুটে যাওয়ায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন আল্লাহ্র

(٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

৩৪. আমি পরীক্ষা করলাম সুলায়মানকে এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি ধড়। তারপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হল।[৩৫]

যিক্‌রের পথে প্রতিবন্ধকতা স্থাপনকারী অশ্বগুলোকে যেন তাঁর নিকট উপস্থিত করা হয়। যখন সেগুলো আনয়ন করা হল, তখন সুকঠোর আত্মসমালোচনা ও আল্লাহ্‌র মুহাব্বতের প্রচণ্ডতায় তিনি তরবারি হাতে নিয়ে সেগুলোর ঘাড় ও পা কাটা শুরু করে দিলেন। উদ্দেশ্য, উদাসীনতা সৃষ্টির মূল কারণটিকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করবেন যাতে তা দিয়েই ঐ উদাসীনতার কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। হতে পারে তাঁর শরীআতে ঘোড়া কুরবানী করা জাইয ছিল এবং তাঁর নিকট এত প্রচুর ঘোড়া মওজুদ ছিল যে, উপস্থিত কতগুলাকে যবাই করে দিলে জিহাদের বাহনের অভাব হবে না। "তিনি কাটতে শুরু করলেন" আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি কাটতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাতে তো এটা অনিবার্য হয় না যে, তিনি সবগুলো ঘোড়া কেটে ফেলেছেন। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রে হাসান সনদে (গ্রহণযোগ্য সূত্রে) আল্লামা তাবারানী (র)-এর উদ্ধৃত একটি মারফূ' হাদীস উপরোক্ত আলোচনাকে সমর্থন করে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ও অন্যান্য গ্রন্থ দেখুন)।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পরীক্ষা

৩৫. বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে যে, একদা হযরত সুলায়মান (আ) শপথ করে বলেছিলেন, 'আজ রাতে আমি সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হব (তখন তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৭০, মতান্তরে ৯০ অথবা প্রায় ১০০) এবং এর ফলে প্রত্যেক স্ত্রী একটি করে সন্তান প্রসব করবে যারা সবাই আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। ফেরেশতাগণ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু (অন্তরে ইনশাআল্লাহ্-এর বিশ্বাস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও) মুখে ইনশাআল্লাহ্ বলেননি। আল্লাহ্‌র কুদরত। এই মিলনের ফলে মাত্র একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হননি। এই একজন একটি বাচ্চা প্রসব করেন বটে কিন্তু তাও ছিল অসম্পূর্ণ। কতক তাফসীরকার বলেন, ধাত্রী মহিলা ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চাটি এনে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনে রেখে বলেছিলেন, নিন, এ হলো আপনার শপথের ফলশ্রুতি। এই বাচ্চাটিকে এখানে ধড় (جسد) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে হযরত সুলায়মান (আ) লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করলেন এবং ইনশাআল্লাহ্ না বলার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ঘনিষ্ঠজনদের জন্যই হয়রানি বেশী। হাদীস শরীফে এসেছে, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ্ বলতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই সেরূপ ব্যবস্থা করে দিতেন যেরূপ হযরত সুলায়মান (আ)-এর আকাঙ্ক্ষা ছিল।

(৩৫) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ
الْوَهَّابُ ۝

(৩৬) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۝ۙ

(৩৭) وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝ۙ

৩৫. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য আর যোগ্য অধিকারী আমার পর আর কেউ না হয়। নিশ্চয়ই তুমি পরম দাতা।[৩৬]

৩৬. তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে সে যেখানে পৌঁছার ইচ্ছা করত, সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত।

৩৭. এবং তার অনুগত করে দিলাম শয়তানদেরকে, যারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।[৩৭]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অধিকাংশ তাফসীরকার এ আয়াতের তাফসীর অন্যভাবে পেশ করেছেন এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটি এবং জিনদেরকে সম্পর্কিত করে মাথামুণ্ডহীন ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন। কারো মনে চাইলে তাফসীর গ্রন্থগুলোতে দেখে নিতে পারেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) লিখেছেন, "একদল প্রাচীন তাফসীরকার থেকে এই দীর্ঘ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে .... তবে এর সবটুকুই ইয়াহূদী-নাসারাদের কিস্‌সা-কাহিনী থেকে প্রাপ্ত।

৩৬. অর্থাৎ এমন বিশাল ও বিরাট রাজত্ব আমায় দান করুন যা আমি ব্যতীত অন্য কেউ না পায় এবং অন্য কেউ এর যোগ্যও না হয়। অথবা অর্থ এই—কারো যেন সাহস না হয় যে, আমার থেকে তা ছিনিয়ে নিবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে আছে যে, প্রত্যেক নবীর জন্যে এক একটি বিশেষ দু'আর সুযোগ আছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। অর্থাৎ সেই দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবূল করবেন। হতে পারে যে, ঐ বিশেষ দু'আ স্বরূপ হযরত সুলায়মান (আ) এই দু'আ পেশ করেছেন। তিনি তো একাধারে নবীপুত্র এবং রাজপুত্র। দু'আতে তার প্রভাব রয়েছে। রাজত্ব পাব তো অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাব। তখনকার যুগ ছিল রাজা-বাদশাহ্ ও প্রভাবশালীদের যুগ। সেই দিক থেকে দু'আটি ছিল যুগের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি তো সুস্পষ্ট যে, রাজত্ব অর্জনের পেছনে নবী-রাসূলদের উদ্দেশ্যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করা নয়, বরং এর পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্য হল, যে দীনের বাহক হিসেবে তাঁরা আবির্ভূত হন, সেই দীনের প্রচার, বিজয় ও আসমানী বিধানকে সার্থকভাবে প্রসারিত করা। সুতরাং তাঁদের দু'আকে দুনিয়াদারদের দু'আর সাথে তুলনা করা যাবে না।

(৩৮) وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝

(৩৯) هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৪০) وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

(৪১) وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝

৩৮. এবং আরও অনেককে যারা শৃংখলে আবদ্ধ ছিল।[৩৮]

৩৯. এ সব আমার অনুগ্রহ। এটা হতে তুমি অন্যকে দান করতে অথবা নিজে রাখতে পার এর জন্যে তোমাকে হিসেব দিতে হবে না।[৩৯]

৪০. এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও উত্তম আবাস।[৪০]

৪১. স্মরণ কর, আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।[৪১]

---

৩৭. অর্থাৎ জিনগণ তাঁর নির্দেশে বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করত এবং মণিমুক্তা আহরণের জন্যে সমুদ্রে ডুব দিত। বায়ু ও জিন জাতি তাঁর অনুগত হওয়া সম্পর্কে কিছু বিবরণ সূরা সাবা ও অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ বহু জিন এরূপ ছিল যেগুলোকে ঔদ্ধত্য, কুকর্ম ও অবাধ্যতার জন্যে বন্দী করে রেখেছিলেন।

৩৯. অর্থাৎ কাউকে দান কর কিংবা না কর তা তোমার ইচ্ছাধীন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন বেহিসাব দান তো করলেনই, আবার ব্যয়ের হিসাব গ্রহণেরও বাধ্যবাধকতা রাখলেন না। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এত দয়া ও অনুগ্রহ করলেন, এতকিছু দান করলেন, হিসাবের দায়বদ্ধতা রাখলেন না, কিন্তু তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন স্বউপার্জিত অর্থে নিজ হস্তে তৈরী ঝুড়ি বিক্রির আয় দিয়ে।

৪০. অর্থাৎ রাজা হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট তাঁর যে রূহানী নৈকট্য ও মর্যাদা এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর যে সুউচ্চ স্থান তা অক্ষুণ্ন রয়েছেই।

৪১. কুরআন মাজীদের অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, যে সকল বিষয়ে কোন প্রকারের মন্দ কিংবা ক্লেশ দান কিংবা বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার সংশ্লিষ্টতা থাকে, সে সকল বিষয়কে শয়তানের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে অর্থাৎ শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। যেমন, মূসা (আ)-এর ঘটনায় وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ "মাছের কথা উল্লেখের বিষয়টি শয়তানই তো আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে" (সূরা কাহ্ফ ১৮ ঃ ৬৩)। যেহেতু এ সকল ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পেছনে শয়তানই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কারণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই হযরত আইউব (আ) তাঁর অসুস্থতা, ক্লেশে পতিত হওয়া ও দুঃখ ভোগ করাকে শয়তানের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। অর্থাৎ

(٤٢) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ○

(٤٣) وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

৪২. আমি তাকে বললাম, 'তুমি লাথি মার তোমার পা দিয়ে, এই তো গোসলের পানি সুশীতল আর পানীয়।

৪৩. আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের সাথে তাদের সমান আরও, আমার অনুগ্রহ স্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।[৪২]

"শয়তান আমাকে কষ্টে ফেলেছে" বলেছেন। যেন আদব ও বিনয় সহকারে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমার মর্যাদার প্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই আমার কোন অলসতা কিংবা ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে যার ফলে এই দুঃখ-কষ্ট আমার পিছু নিয়েছে। অথবা তাঁর রুগ্নাবস্থায় শয়তান কোন প্রকারের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা দিয়েছিল আর তা দমন করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছে। আর এটিকে কষ্ট ও যন্ত্রণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা 'আম্বিয়া'তে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন। তবে প্রকাশ থাকে যে, হযরত আইয়ূব (আ)-এর রোগ সম্পর্কে গল্পকারগণ যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাতে অতিশয়োক্তি রয়েছে। যে রোগে আক্রান্ত হলে রোগীর প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা ও অরুচির উদ্রেক হয় সে রোগে আক্রান্ত হওয়া নবীদের শান ও মর্যাদার বিপরীত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا 'হে ঈমানদারগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্ তা হতে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান (সূরা আহযাব– ৩৩ ঃ ৬৯)। সুতরাং এতটুকু বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত যতটুকুতে নুবুওয়াতী মর্যাদার সাথে বৈপরীত্য না থাকে।

হযরত আইউব (আ) ও তাঁর ধৈর্য

৪২. আল্লাহ্ তা'আলা যখন আইউব (আ)-কে সুস্থতা প্রদানের ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে ভূমিতে পদাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আইউব (আ) পদাঘাত করলেন আর আল্লাহ্র কুদরতে সেখানে পানির কূপ তৈরী হয়ে গেল। হযরত আইউব (আ) সে পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং ওই পানি পান করতেন। এই পানিই ছিল তাঁর রোগমুক্তির ওসীলা। অন্যদিকে তাঁর পরিবার-পরিজনের যেসব লোক ছাদ চাপা পড়ে ইনতিকাল করেছিল আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তাদের দ্বিগুণ সংখ্যক সন্তানাদি তাঁকে প্রদান করেছিলেন যাতে এ সকল ঘটনা দেখে বিবেকবান মানুষ উপলব্ধি করতে

(٤٤) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝

(٤٥) وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ۝

(٤٦) اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝

৪৪. (আমি তাকে আদেশ করলাম) এক মুঠো তৃণ লও ও তা দিয়ে আঘাত কর এবং শপথ রক্ষা কর।[৪৩] আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।
৪৫. স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।[৪৪]
৪৬. আমি তাদেরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, তা ছিল পরলোকের স্মরণ।[৪৫]

পারে যে, যে সকল বান্দা বিপদগ্রস্ত হয়ে ধৈর্যধারণ করেন এবং একক খোদার অভিমুখী হন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে কীভাবে সাহায্য করেন এবং তাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করেন।

৪৩. হযরত আইউব (আ) তাঁর অসুস্থতাকালীন সময়ে কোন ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে শপথ করে বসেছিলেন যে, সুস্থ হলে তাঁর স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করবেন। তাঁর দুঃখী জীবনের একমাত্র সাথী ছিলেন ওই স্ত্রী। উপরন্তু স্ত্রী দোষীও ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আপন দয়ায় শপথ বাস্তবায়নের একটি কৌশল শিখিয়ে দিলেন। এটি হযরত আইউব (আ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট। এ যুগে কেউ যদি সেরূপ শপথ করে, সেই শপথ কার্যকরী করার জন্যে ওই কৌশল অবলম্বন করার চলবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ যে কৌশল অবলম্বনের দ্বারা কোন শরীআতী বিধান কিংবা দীনী উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়, সে কৌশল অবলম্বন করা জাইয নেই। যেমন যাকাতের দায়মুক্তির জন্যে লোকজন বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে। তবে যে সকল কৌশল অবলম্বনে শরীআতী বিধান বিনষ্ট হয় না, বরং কোন ভাল কাজের পথ উন্মুক্ত হয়, সে সকল কৌশল অবলম্বনের অনুমতি রয়েছে। (যথাস্থানে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন)।

৪৪. অর্থাৎ কর্মঠ আমলকারী এবং সত্যদর্শী। তারা হাত-পা দ্বারা আল্লাহ্র বন্দেগী করে আর চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত ও কর্ম বৈশিষ্ট্য দেখে ঈমান ও অন্তর্দৃষ্টি বাড়িয়ে নেয়।

৪৫. নবী-রাসূলদের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এই যে, আল্লাহ্র স্মরণ ও আখিরাত সম্পর্কে সচেতনতায় কেউ তাঁদের সমকক্ষ হতে পারে না। এই বিশেষত্বের কারণে আল্লাহ্র নিকট তাঁদের এমন সর্বোচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদা।

(٤٧) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝

(٤٨) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۝

(٤٩) هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۝

(٥٠) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ۝

(٥١) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝

(٥٢) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۝

(٥٣) هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

৪৭. অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।
৪৮. স্মরণ কর ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ ও যুল-কিফলের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন।[৪৬]
৪৯. এটি এক স্মরণীয় বর্ণনা।[৪৭] মুত্তাকীদের জন্যে রয়েছে উত্তম আবাস।
৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত তাদের জন্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে দরজা।[৪৮]
৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন হবে, সেখানে তারা চাইবে বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়।[৪৯]
৫২. এবং তাদের পাশে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা স্ত্রীলোকগণ।[৫০]
৫৩. এটিই তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হিসাব দিবসের জন্যে।

---

৪৬. ইতোপূর্বে হযরত ইসমাঈল ও যুল-কিফল (আ)-এর আলোচনা হয়েছে। হযরত আল ইয়াসাআ (যিশাইয়্) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ)-এর খলীফা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেও নবুওয়াত প্রদান করেছিলেন।

৪৭. অর্থাৎ যা উল্লিখিত হল তাতো নবী-রাসূল (আ) সম্পর্কিত আলোচনা। পরবর্তীতে সকল ঈমানদারের পরিণতি শুনে নাও।

বেহেশতীগণ নিজেরাই নিজেদের কক্ষ চিনতে পারবে

৪৮. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, বেহেশতীগণ যখন বেহেশতে গমন করবে, তখন কারো নির্দেশনা ব্যতিরেকে আপন আপন গৃহে চলে যাবে। চীৎকার দিয়ে দরজা খোলার প্রয়োজন হবে না।

৪৯. অর্থাৎ বহু প্রকারের ফলমূল ও পানীয় রয়েছে। চাহিদা মুতাবিক সেবকগণ ফল ও পানীয় সরবরাহ করবে।

৫০. অর্থাৎ সকল মহিলা হবে তরুণী, নব-যৌবনা সমবয়স্কা অথবা অর্থ এই, চেহারা-সুরত ও রূপে-গুণে নিজ নিজ স্বামীদের সমবয়স্কা মনে হবে।

(٥٤) إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۝

(٥٥) هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ ۝

(٥٦) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(٥٧) هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝

(٥٨) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ۝

(٥٩) هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝

(٦٠) قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

৫৪. এটিই আমার দেওয়া রিয্ক, যা নিঃশেষ হবে না।[৫১]
৫৫. এটি তো শুনলে,[৫২] নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস।
৫৬. জাহান্নাম, যেখানে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!
৫৭. সুতরাং তারা আস্বাদন করুক,[৫৩] ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।[৫৪]
৫৮. আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।
৫৯. এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্যে যেন প্রশস্ত স্থান না জুটে। তারা তো জাহান্নামে ঢুকবে।
৬০. অনুসারীরা বলবে, বরং তোমরা ও তোমাদের জন্যেও প্রশস্ত স্থান না জুটুক। তোমরাই তো পূর্বে আমাদের জন্যে এ বিপদ ডেকে এনেছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাস- স্থল![৫৫]

---

৫১. অর্থাৎ এগুলো অবিচ্ছিন্ন ও চিরস্থায়ী নিআমত, যা কখনও শেষ হবে না। (আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে তা নসীব করুন)।

৫২. অর্থাৎ মুত্তাকী ও পরহেযগারদের পুরস্কারের কথা তো শুনেছ, পরবর্তীতে মন্দ ও অসৎ লোকদের পরিণামের কথা শুনে নাও।

৫৩. অর্থাৎ নাও, এ সব তো হাযির। স্বাদ ভোগ কর।

৫৪. 'গাস্সাক' শব্দের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, দোযখীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ ও তাদের ময়লা-আবর্জনা এবং সেগুলোর সাথে সাপ-বিচ্ছুর বিষ মিশ্রিত থাকবে। কেউ কেউ বলেছেন, 'গাসসাক' হলো প্রচণ্ড শীতল পানি, যা পান করা ভীষণ কষ্টকর। যেন হামীম (অত্যুষ্ণ পানি)-এর বিপরীত গাসসাক (অতি শীতল পানি)।

জাহান্নামীদের বাক-বিতণ্ডা

৫৫. ফেরেশতাগণ যখন তাদেরকে এক এক করে জাহান্নামের এক কিনারায় একত্রিত করবেন, তখন জাহান্নামীরা একে অপরকে এ সব কথা বলবে। তাদের প্রথম

(٦١) قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝

(٦٢) وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ۝

(٦٣) اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝

(٦٤) اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝

৬১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটি আমাদের সম্মুখীন করেছে, তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন জাহান্নামে।[৫৬]
৬২. তারা আরও বলবে, আমাদের কী হল যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাদেরকে যাদেরকে আমরা মন্দ বলে গণ্য করতাম।
৬৩. তবে আমরা কি তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম; না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?[৫৭]
৬৪. এটি নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের পরস্পরের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ।[৫৮]

দল হল নেতৃস্থানীয় লোকদের। পরবর্তী দলগুলো অনুগামী ও অনুসারীদের। দূর থেকে পরবর্তী দলগুলোর আগমন দেখে পূর্ববর্তী দলের লোকজন বলবে, নাও, ওই যে আরও একদল বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসছে তোমাদের সাথে দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যে। তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। তারাও মরতে আসছে এখানে। খোদা করুন, তারা যেন কোথাও প্রশস্ত স্থান না পায়। এটি শুনে আগমনকারী দল বলবে! হতভাগ্যের দল? আল্লাহ্‌র গযব তোমাদের উপর! আল্লাহ্ তোমাদেরকে শাস্তির স্থান যেন না দেন। তোমাদের জন্য, হাঁ তোমাদের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির ফলে আজ আমাদের এই দুর্দশা। এখন বল, যাবে কোথায়? স্থান তো শুধু এটাই। যেভাবো হোক এখানেই থাকতে হবে।

৫৬. অর্থাৎ পরস্পর অভিশাপ-অভিসম্পাত করার পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করবে। হে পরওয়ারদিগার! নিজেদের ভাগ্যহীনতা ও বদনসীবীর কারণে যারা আমাদের জন্যে এই দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে এসেছে, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন। হয়ত উদ্দেশ্য এই, তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেখে নিজেদের ক্ষোভ প্রশমিত করবে। অথচ সেখানে সান্ত্বনার অবকাশ কোথায়? একে অন্যকে তিরস্কার করা, অভিশাপ দেওয়া তাও তো এক ধরনের শাস্তি।

৫৭. সেখানে দেখবে, ছোট-বড় পরিচিত সবাইকে সেখানে একত্রিত করা হচ্ছে দোযখে চালান দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের চেনা-জানা মুসলমানদেরকে, যাদেরকে তারা তিরস্কার করত, মন্দ বলে ধারণা করত, সেখানে দেখছে না। তখন বিস্মিত হয়ে তারা বলবে, আসলে কি আমরাই ভুল করেছি? শুধু অন্যায়ভাবে তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছি। মূলত তারা দোযখের ধারে আসার মত লোক নয়। নাকি তারাও এসেছে, কোন স্থানে আছে আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না?

৫৮. অর্থাৎ সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে, এই মহাবিপদের দিনে একে অন্যের সাথে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক। আযাব ও শাস্তির ভয়ংকর দৃশ্য পরস্পরের

(٦٥) قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(٦٦) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

(٦٧) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝

(٦٨) أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝

৬৫. বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন বিধানদাতা নেই আল্লাহ্ ব্যতীত; তিনি একক, প্রতাপশালী।
৬৬. প্রতিপালক আকাশরাজি, পৃথিবী এবং সেগুলোর অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল।[৫৯]
৬৭. বল, এটি এক মহাসংবাদ
৬৮. যে তোমরা এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছ না।[৬০]

দিকে তাকানোর অবকাশ দিবে কী করে ? কিন্তু স্মরণ রেখো এরূপ বাক-বিতণ্ডা হবেই। এটি সুনিশ্চিত। এতে কোন প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। মূলত এটি তাদের শাস্তিকে পূর্ণতায় পৌঁছাবে।

৫৯. আমার কাজ তো আসন্ন শংকাজনক অবস্থা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা। যে ভয়ংকর ভবিষ্যত আসছে তা সম্পর্কে উদাসীন থাকতে না দেওয়া। তারপর যার সম্মুখে তোমাদেরকে যেতে হবে তিনি তো সেই একক খোদা যাঁর সম্মুখে ছোট-বড় কেউই ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারে না। সব কিছুই তাঁর সম্মুখে অবনতমস্তক। আসমান-যমীনে এমন কি আছে যা তাঁর অধীন নয় ? যত দিন ইচ্ছা তিনি সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। আবার যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে-চুরে সমান করে দিবেন। সেই সর্বাধিপতি মহাশক্তিমানকে বাধা দিবে এমন কে আছে ? তাঁর অধীনতা থেকে কে পালিয়ে যেতে পারে ? অপরদিকে তাঁর অসীম রহমত ও দয়া গণনা করে শেষ করতে পারে এমন শক্তি কার আছে ?

৬০. অর্থাৎ কিয়ামত ও সেই দিনের ব্যাপারগুলো কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। এগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ও সুনিশ্চিত সংবাদ, যা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি— عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ‘তারা একে অপরের নিকট কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ? সেই মহা সংবাদ বিষয়ে।’ (সূরা নাবা ৭৮ ঃ ১-৩)। কিন্তু আফসোস! এ বিষয়ে তোমাদের কোন চিন্তাই নেই। তোমাদের কল্যাণ ও উপকারের জন্যে যা বলা হচ্ছে তার দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করছ না। বরং উল্টো হাসি-ঠাট্টা করছ। সেটি কখন আসবে, কীভাবে আসবে, এত দেরী হচ্ছে কেন, শীঘ্র তা নিয়ে আসছ না কেন ইত্যাদি কথা বলে তোমরা উপহাস করছ।

(٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

(٧٠) اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৬৯. আমার কোন জ্ঞান ছিল না উর্ধ্বলোকে তাদের পরস্পরের বাদানুবাদ সম্পর্কে।
৭০. আমার নিকট তো এই ওহী এসেছে যে, অন্য কিছু নয় আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।[৬১]

---

৬১. উর্ধ্বলোক হল ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণের মজলিস, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের খাস মজলিসে পৃথিবীর স্থিতি ও ধ্বংস সম্পর্কে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সে সম্পর্কে আমার কিইবা অবগতি ছিল যে, আমি তোমাদেরকে জানাব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যতটুকু জানিয়েছেন তার সবই তো আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছি। আমি যা কিছু বলি তাঁর ওহী ও প্রত্যাদেশ থেকেই বলি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আসন্ন ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সবাইকে সতর্ক করে দিই। তবে সেই সময় কখন আসবে এবং কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে সেই সংবাদ? সতর্ক করার জন্যে তা জরুরী নয়। আর সেই সম্পর্কে কাউকে অবগতও করানো হয়নি।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, কতক নবী (আ)-এর এক সমাবেশে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা চলছিল যে, কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে কিছু বলার জন্যে সবাই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললেন। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। এরপর সবাই হযরত মূসা (আ)-কে বলতে অনুরোধ করলেন। তাঁর নিকট থেকেও এল সেই একই উত্তর। শেষে সবাই হযরত ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, মূল কিয়ামত অনুষ্ঠানের সময় তো আমারও জানা নেই। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন .....”। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন কিয়ামতের দিনক্ষণ সম্পর্কে। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ) বলেছিলেন – مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি না। এতে বুঝা গেল যে, উর্ধ্বজগতেও কিয়ামত সম্পর্কে এ প্রকারের কিছু আলোচনা হয়।

আরও অনেক বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কে সেখানে আলাপ-আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। যেমন একটি হাদীসে এসেছে – আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى 'উর্ধ্বজগতের ফেরেশতারা কী বিষয়ে বাদানুবাদ করছে'? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলার ওহী ব্যতীত সেখানকার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। এই ওহীর মাধ্যমেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাহান্নামীদের বাদানুবাদ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। এরই মাধ্যমে তিনি অবহিত হয়েছেন উর্ধ্বজগতের বাদানুবাদ সম্পর্কে। হযরত আদম (আ)-কে উপলক্ষ করে অভিশপ্ত ইবলীসের যে বাদানুবাদ, যার বর্ণনা একটু পরেই আসছে, সে সম্পর্কে অবগতিও এসেছে ওহীর মাধ্যমে।

(৭১) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ○

(৭২) فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ○

(৭৩) فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ○

(৭৪) إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

(৭৫) قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ○

৭১. যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি সৃষ্টি করছি একটি মাটির মানুষ।[৬২]
৭২. যখন আমি সেটাকে সুষম করব এবং সেটিতে আমার এক রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা সেটির প্রতি সিজদাবনত হয়ো।[৬৩]
৭৩. তখন ফেরেশতারা সিজদাবনত হল সকলে মিলে।
৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত;[৬৪] সে অহংকার করল এবং সে ছিল প্রত্যাখ্যান-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৬৫]
৭৫. তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার উভয় হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?[৬৬] তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলে?[৬৭]

---

৬২. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, ফেরেশতাগণ যে বিষয়ে আলোচনা করছিল, তার মধ্যে একটি এটি যা এখানে বর্ণনা করা হলো।

৬৩. অর্থাৎ অবয়ব ও দেহ তৈরী করে যখন আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিব। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন যে, رُوْحِى "আমার রূহ" বলা হল এ জন্যে যে, রূহ মাটি ও পানির তৈরী নয় বরং "অদৃশ্য জগত" থেকে এটি আগমন করেছে। সূরা বনী ইসরাঈলে রূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে রূহকে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে। "আমার রূহ" বলার কারণ ও যুক্তিগুলো সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে— দেখে নিন।

৬৪. এই ঘটনা ইতোপূর্বে সূরা বাকারা, আ'রাফ ইত্যাদি একাধিক সূরায় আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রাফের টীকায় আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি একবার দেখে নিন।

৬৫. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন এই ইবলীস মূলত জিন ছিল। জিনদের অধিকাংশই আল্লাহ্র অবাধ্য। কিন্তু ইবলীস তার প্রচুর ইবাদত ও বন্দেগীর প্রেক্ষিতে ফেরেশতাদের মধ্যেই অবস্থান করত।

৬৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ তার দেহকে প্রকাশ্য কুদরতী হাত দ্বারা এবং রূহকে অপ্রকাশ্য কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্য

(٧٦) قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

(٧٧) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ○

(٧٨) وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْۤ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○

(٧٩) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

৭৬. সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।[৬৮]

৭৭. তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি হয়েছ বিতাড়িত।[৬৯]

৭৮. এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত।[৭০]

৭৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।[৭১]

বস্তুসমূহকে এক প্রকারের কুদরত দ্বারা এবং প্রকাশ্য বস্তুসমূহকে আরেক প্রকারের কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেন। মানুষ সৃষ্টিতে তিনি উভয় প্রকারের কুদরত ব্যবহার করেছেন। (সূরা মায়িদায় ষষ্ঠ পারার সমাপ্তির কাছাকাছি আয়াতের টীকা দেখে নিন) আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও বিশেষণাদি সম্পর্কে আমাদের নিকট পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের অভিমতই গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।

৬৭. তুমি কি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে বড় বানাতে চেয়েছ, নাকি বাস্তবেই তুমি তোমাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে কর ?

৬৮. সূরা আরাফে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন যে, আগুন হল উত্তপ্ত ও উদ্যমী আর মাটি হল শীতল ও নীরব। ইবলীস আগুনকে ভাল মনে করেছিল অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এই শীতল মাটিকেই পসন্দ করেছেন, মনোনীত করেছেন।

৬৯. অর্থাৎ সে বেহেশতে ফেরেশতাদের নিকট আসা-যাওয়া করত। এখন তা থেকে তাকে বহিষ্কৃত করা হল।

৭০. অর্থাৎ তোমার পাপের কারণে সেদিন পর্যন্ত তোমার উপর আমার লা'নত ও অভিশাপ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত আকারে পতিত হতে থাকবে। এরপর কি হবে ? সেটি আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন কী, একটু পরেই তো আসছে।

لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ "আমি তোমাকে ও তোমার অনুসারীদেরকে দিয়ে জাহান্নাম ভরতি করব;" (সূরা সাদ– ৩৮ : ৮৫)।

জাহান্নামে যা লা'নত হবে তার তুলনায় দুনিয়ার লা'নত তো ধূলিকণা মাত্র।

৭১. অর্থাৎ হযরত ইসরাফীল (আ)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া পর্যন্ত।

(৮০) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۙ

(৮১) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

(৮২) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۙ

(৮৩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(৮৪) قَالَ فَالْحَقُّ ؗ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ۚ

(৮৫) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

(৮৬) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

(৮৭) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(৮৮) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ ۧ

৮০. তিনি বললেন, তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল
৮১. জ্ঞাত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।[৭২]
৮২. সে বলল, আপনার ইয্যতের শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব,
৮৩. তবে এদের মধ্যে আপনার মনোনীত বান্দাদেরকে নয়।
৮৪. তিনি বললেন, তবে এটিই সত্য, আর আমি সত্যই বলি[৭৩]
৮৫. তোমার দ্বারা এবং তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।
৮৬. বল, আমি এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা কৃত্রিম দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।
৮৭. এটি তো উপদেশ মাত্র বিশ্বজগতবাসীর জন্য।
৮৮. এটির সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে কিছুকাল পরে।[৭৪]

---

৭২. অর্থাৎ প্রথম ফুৎকারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, এরপর নয়।

৭৩. অর্থাৎ আমার সকল কথা সত্য ও সঠিক।

৭৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে উপদেশ দানের উদ্দেশ্য এই যাতে তোমরা দোস্ত ও দুশমন চিনতে পার। পুরাতন শত্রু ইবলীসের পথে যেন তোমরা না যাও। নবীদের (আ) কথা যেন তোমরা মেনে চল। তারা তো এসেছেন তোমাদেরই কল্যাণের জন্য। আমি এই উপদেশের বিনিময় ও প্রতিদান তোমাদের নিকট চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা এই উপদেশ দান করেছেন আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম। অল্পকাল পরেই তোমরা জানতে পারবে যে, যে সকল সংবাদ দেওয়া হল তা কত নিশ্চিত সত্য এবং সে উপদেশ কত সঠিক ও কল্যাণকর ছিল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ) / ২০০৩-২০০৪ / অঃ সঃ/ ৪৪২৮ – ৩২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ